নিত্যোৎসবঃ

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

উপেন্দ্রকুমার দাস
সম্পাদিত

নবভারত  পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৯

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

নিত্যোৎসবঃ

এই লেখকের সম্পাদিত
আরও কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থ—

কুলার্ণবতন্ত্র
পরশুরামকল্পসূত্র
যোগিনীহৃদয় (যন্ত্রস্থ)
নিত্যাষোড়শিকার্ণব (")
তন্ত্ররাজতন্ত্র (")

নিত্যোৎসবঃ

(মূল সংস্কৃত, টীকা ও অনুবাদসহ)

উপেন্দ্রকুমার দাস
সম্পাদিত

নবভারত  পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ
নববর্ষ, ১৩৮৮

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রাকর : শ্রীঅসীমকুমার সাহা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ রায়
দি প্যারট প্রেস, ৭৬/২ বিধান সরণী, ব্লক কে-১ কলিকাতা-৭০০০০৬

শিবাদ্যবনিপর্যন্তং ব্রহ্মাদিস্তম্বসংবৃতম্ ।
কালাগ্ন্যাদিশিবান্তং চ জগদ্ যজ্ঞেন তৃপ্যতু ॥

প্রস্তাবনা

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা গায়েকওয়াড়ের সরকার প্রথম নিত্যোৎসব প্রকাশ করেন। বিভিন্ন আকরপুঁথি পর্যালোচনা করে গ্রন্থখানির সম্পাদনা করেন পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রী (A. Mahadeva Sastri)। নামপত্রে গ্রন্থখানিকে পরশুরামকল্পসূত্রের পরিশিষ্ট বা উত্তর খণ্ড (Supplement to Paraśurāma-Kalpa-Sūtra) বলা হয়েছে।

গ্রন্থকার উমানন্দ। তিনি স্বয়ং নিত্যোৎসবকে পরশুরামকল্পসূত্রানুসারী নিবন্ধ বলেছেন। আরম্ভোল্লাসে ভূমিকায় তিনি বলেছেন, পরশুরামকৃত কল্পসূত্রের কথিত অর্থ এতে প্রকাশ পেয়েছে এবং সপ্তম উল্লাসে নিবন্ধমহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বলেছেন, এই নিবন্ধ দশখণ্ডবিশিষ্ট কল্পসূত্রের অর্থবোধক। তার অর্থ এ নয় যে, নিত্যোৎসব কল্পসূত্রের ছেদহীন ভাষ্য বা টানা ব্যাখ্যা। সূত্রে যা স্পষ্ট হয়নি তিনি তা স্পষ্ট করেছেন। তাও সব নয়। উপরে উক্ত ভূমিকাতেই বলেছেন, 'প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে যা মুখ্য তা নিবন্ধের অন্তর্ভূত হয়েছে।' আরও বলেছেন, 'আমার ব্যাখ্যাত ক্রমগুলিতে মুখ্যবিষয়োপযোগী বিষয় যোগ করেছি। যা সূত্রে বলা হয়নি কিন্তু সূচিত হয়েছে, যা সূত্রের অবিরোধী, তা সূত্রেরই অঙ্গ মনে করা উচিত। এই নিবন্ধে কোথাও কোথাও তন্ত্রান্তর থেকে এবং সম্প্রদায় থেকে এরূপ বিষয় সংযোজিত করেছি।'

উমানন্দনাথ যে তাঁর বক্তব্য বিশদ করার জন্য অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে বচন উদ্ধার করেছেন, 'নিত্যোৎসবোদাহৃত গ্রন্থ-গ্রন্থকারসূচী' দেখলেই তা বুঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে নিত্যোৎসব সম্পর্কে উমানন্দনাথের অল্পপরবর্তী পরশুরাম-কল্পসূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার লক্ষ্মণ রাণাডের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, পরশুরামকল্পসূত্রের গভীর অর্থ সাধারণ জ্ঞানার্থীর বোধগম্য নয় দেখে ভাস্কররায়ের শিষ্য উমানন্দনাথ নিত্যোৎসব রচনা করে তাতে সূত্রোক্ত উপাসনা-পদ্ধতি বিশদভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে ব্যক্ত করেন। (Ref. Preface to Paraśurāma-Kalpa-Sūtra, by A. Mahadeva Sastri).

নিত্যোৎসব-এ আছে সপ্ত উল্লাস। পূর্বে যে-ভূমিকার উল্লেখ করা হয়েছে তাতে গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন, আরম্ভ তরুণ যৌবন প্রৌঢ় প্রৌঢ়ান্ত উন্মন এবং অনবস্থ নামক সপ্ত উল্লাসে নিবন্ধ সমাপ্ত হয়েছে।

উল্লাস শব্দের অন্যতম অর্থ পরিচ্ছেদ। শব্দটি এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত

হয়েছে। মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে পরিচ্ছেদ শব্দ ব্যবহার না করে উল্লাস শব্দ ব্যবহার করার কোনো তাৎপর্য আছে কি? তাৎপর্য যে আছে তার প্রমাণ গ্রন্থকার 'সূত্রে কথিত' (সূত্রোদিতৈঃ) সপ্ত উল্লাসের কথা বলেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চতত্ত্বসাধনায় বিহিত মদ্যপানজনিত আরম্ভাদি সপ্ত উল্লাসের কথা বলা হয়েছে। পরশুরামকল্পসূত্রের উদ্দিষ্ট সূত্রটিতেও (৯।৬৮) তাই বলা হয়েছে। (উল্লাস সম্পর্কে উক্ত সূত্র ও রামেশ্বরকৃত তার বৃত্তি এবং শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা-পঞ্চতত্ত্ব ও শবসাধনা অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

পঞ্চতত্ত্বসাধনার চরম লক্ষ্য যেমন অদ্বয়ব্রহ্মোপলব্ধি তেমনি নিত্যোৎসবের আলোচ্য উল্লাসগুলিতে যা বিবৃত হয়েছে সে-সবেরও চরম লক্ষ্য অদ্বয়-ব্রহ্মোপলব্ধি। আমাদের মনে হয় উল্লাসশব্দ ব্যবহার করার এই তাৎপর্য।

নিত্যোৎসবের উল্লাস এই প্রকার, যথা—প্রথম আরম্ভোল্লাস—দীক্ষাক্রম। দ্বিতীয় তরুণোল্লাস—গণপতিক্রম। তৃতীয় যৌবনোল্লাস—শ্রীক্রম। চতুর্থ প্রৌঢ়োল্লাস—শ্যামাক্রম। পঞ্চম তদন্তোল্লাস অর্থাৎ প্রৌঢ়ান্তোল্লাস—দণ্ডিনীক্রম। ষষ্ঠ উন্মনোল্লাস—পরাপদ্ধতি। সপ্তম অনবস্থোল্লাস—সাধারণ-ক্রম।

এক হিসাবে নিত্যোৎসবকে পরশুরামকল্পসূত্রানুসারী সাধনশাস্ত্র বলা যায়। সূত্রনির্দিষ্ট সব মুখ্য বিষয়ের প্রয়োগক্রম এতে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। মনে হয় এই বিচারেই গ্রন্থখানিকে পরশুরামকল্পসূত্রের পরিশিষ্ট বলা হয়েছে।

পরশুরামকল্পসূত্রের প্রথম খণ্ড—দীক্ষাধিকার। তার প্রথম সূত্র—অথাতো দীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। তাই নিত্যোৎসবেরও প্রথম উল্লাস আরম্ভোল্লাস—দীক্ষাক্রম। তাতে আছে দীক্ষার কালনির্ণয়, গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, গুরুবরণ, ক্রমপ্রবর্তনপূর্বক শিষ্যকে আহ্বান, ত্রৈপুরসিদ্ধান্ত, মন্ত্রোপাসনা, উপাসকধর্ম, সর্বসারভূতধর্ম, দীক্ষার আবশ্যকতা, শাম্ভবী দীক্ষা, শাক্তী দীক্ষা, মান্ত্রী দীক্ষা, দীক্ষাত্রয়ে মুখ্যগৌণ পক্ষ, ইষ্টমন্ত্রদান, সময়াচারানুশাসন, কুলধর্মনিষ্ঠার ফল, শিষ্যের পরচিদ্রূপসম্পাদন, সর্বমন্ত্রে অধিকার লাভ, তত্তৎক্রমানুষ্ঠানে দীক্ষা-ব্যবস্থা, অধিকারিনির্ণয়। পরশুরামকল্পসূত্রে দীক্ষাসম্পর্কিত এসব বিস্তৃত বিষয় ব্যক্ত হয়নি।

পরশুরামকল্পসূত্রের দ্বিতীয় খণ্ড—গণপতিপদ্ধতি। নিত্যোৎসবেরও দ্বিতীয় উল্লাস তরুণোল্লাস—গণপতিক্রম। তাতে আছে কালকৃত্য ও আহ্নিকের বিশেষত্ব, চতুরাবৃত্তিতর্পণসঙ্কল্পাদি, চতুরাবৃত্তিতর্পণ, পূজাবিধি, শিখাবন্ধন থেকে মাতৃকান্যাস, ষড়ঙ্গন্যাস, ধ্যান, অর্ঘ্যসংস্কার, পীঠে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পীঠশক্তিপূজা,

ধর্মাদি-অষ্টক-পূজা, মহাগণপতিপূজা, মহাগণপতিতর্পণ, ষড়ঙ্গপূজা, ওঘত্রয়পূজা, দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ মানবৌঘ, দিব্যৌঘপাঠান্তর, সিদ্ধৌঘপাঠান্তর, মানবৌঘপাঠান্তর, আবরণপূজা, প্রথমাবরণ, দ্বিতীয়াবরণ, তৃতীয়াবরণ, চতুর্থাবরণ, পঞ্চমাবরণ, গণনাথের পুনরায় তর্পণ ও ষোড়শোপচারে পূজা, অগ্নিকার্য, বলিদান, তর্পণ-জপ-স্তোত্র, সদাশিবোক্ত গণেশাষ্টক, সুবাসিনীপূজা, পুরশ্চরণবিধি।

পরশুরামকল্পসূত্রে গণপতিপদ্ধতি সম্পর্কে এরূপ বিস্তৃত বিবরণ নেই।

পরশুরামকল্পসূত্রের তৃতীয় খণ্ড—শ্রীক্রম। নিত্যোৎসবেরও তৃতীয় উল্লাস যৌবনোল্লাস—শ্রীক্রম। তাতে আছে ১। আহ্নিকপ্রকরণ (তার অন্তর্ভুক্ত গুরুধ্যান, প্রাণসংযম, চিদ্বিমর্শ, মূলবিদ্যার মানস আবৃত্তি, রশ্মিমালাস্মরণ, অজপাগায়ত্রীভাবনা, ভূপ্রার্থনা থেকে মুখপ্রক্ষালন, স্নানবিধি, সন্ধ্যাবিধি।

২। সপর্যাপ্রকরণ। তার অন্তর্ভুক্ত যাগমন্দিরপ্রবেশ, শ্রীচক্ররচনা, যন্ত্রপ্রতিষ্ঠা, যন্ত্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপূজা, বর্ধনীপাত্রস্থাপন থেকে প্রদীপমালা, ভূতশুদ্ধি, আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠা, বিঘ্নাপসারণ, ন্যাসজ্ঞানবিধি, পাত্রস্থাপন, সামান্যার্ঘ্যবিধি, বিশেষার্ঘ্যবিধি, অন্তর্যাগ, চৌষট্টি উপচারার্চনা, ষড়ঙ্গপূজা, নিত্যাদেবীপূজা, গুরুমণ্ডল—(১) কাদিবিদ্যার উপাসকদের—দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ মানবৌঘ। (২) ষোড়শীর উপাসকদের—দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ মানবৌঘ। (৩) হাদিবিদ্যার উপাসকদের—দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ মানবৌঘ। মন্ত্রাদিবিদ্যার গুরুপরম্পরা—দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ মানবৌঘ। অজ্ঞাতগুরুপারম্পর্যে গুরুক্রম—দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ মানবৌঘ। আবরণপূজা—প্রথমাবরণ, দ্বিতীয়াবরণ, তৃতীয়াবরণ, চতুর্থাবরণ, পঞ্চমাবরণ, ষষ্ঠাবরণ, সপ্তমাবরণ, অষ্টমাবরণ, নবমাবরণ। মন্ত্রপুষ্প, কামকলা-ধ্যান। হোম করা ও না-করা। বলিদানবিধি, প্রদক্ষিণ, স্তোত্র। সুবাসিনী পূজা। তত্ত্বশোধন। দেবতার উদ্বাসন। শান্তিস্তব। বিশেষার্ঘ্যবিসর্জন, সংক্ষেপপূজাবিধি, সংক্ষেপে অর্চনা। যজ্ঞার্থে নিয়ম। শ্রীচক্রের লেখনোপায়। শ্রীচক্রের প্রস্তারভেদ। শ্রীচক্রপ্রতিষ্ঠাপনবিধি। মন্ত্রভেদে পূজার কালসীমা। শ্রীচক্রের মহিমা।

৩। হোমপ্রকরণ।

৪। মুদ্রাপ্রকরণ—শ্রীগুরুবন্দনার মুদ্রা, অর্ঘ্যস্থাপনমুদ্রা, অর্চনার মুদ্রা, সংক্ষোভিণী-আদি মুদ্রা, ন্যাসে মুদ্রা, জপে মুদ্রা।

৫। ন্যাসপ্রকরণ—করশুদ্ধিন্যাস, আত্মরক্ষান্যাস, চতুরাসনন্যাস, বালাষড়ঙ্গন্যাস, বশিন্যাদিন্যাস, মূলবিদ্যার বর্ণন্যাস, ষোড়শাক্ষরীন্যাস, সম্মোহনন্যাস,

সংহারন্যাস, সৃষ্টিন্যাস, স্থিতিন্যাস, লঘুষোঢ়ান্যাস, গণেশন্যাস, গ্রহন্যাস, নক্ষত্রন্যাস, যোগিনীন্যাস, রাশিন্যাস, পীঠন্যাস, শ্রীচক্রন্যাস, ত্রৈলোক্যমোহনচক্রন্যাস, সর্বাশাপরিপূরকচক্রন্যাস, সর্বসংক্ষোভণচক্রন্যাস, সর্বসৌভাগ্যদায়কচক্রন্যাস, সর্বার্থসাধকচক্রন্যাস, সর্বরক্ষাকরচক্রন্যাস, সর্বরোগহরচক্রন্যাস, আয়ুধন্যাস, সর্বাসিদ্ধিপ্রদচক্রন্যাস, সর্বানন্দময়চক্রন্যাস।

৬। জপপ্রকরণ—জপবিধি, জপোত্তরাঙ্গমন্ত্র, রশ্মিমালামন্ত্র, রশ্মিমালামন্ত্রের ঋষি ইত্যাদি।

৭। নৈমিত্তিকপ্রকরণ—পর্বে নৈমিত্তিক অর্চনার বিধি, নিত্যক্রম থেকে নৈমিত্তিকক্রমের প্রভেদ, নিবেদনে বিভিন্ন পক্ষ, দমনবিধি, চৈত্রপূর্ণিমাকৃত্য, বৈশাখীকৃত্য, জ্যৈষ্ঠকৃত্য, আষাঢ়কৃত্য, পবিত্রারোপণবিধি, ভাদ্রমাসকৃত্য, আশ্বিনমাসকৃত্য, কার্ত্তিককৃত্য, অগ্রহায়ণকৃত্য, পৌষকৃত্য, মাঘকৃত্য, ফাল্গুনকৃত্য।

পরশুরামকল্পসূত্রের তৃতীয়খণ্ডে বিবৃত বিষয়ের সঙ্গে উপরে বিবৃত বিষয়ের তুলনা করলেই নিত্যোৎসবের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে।

নিত্যোৎসবের চতুর্থ উল্লাস প্রৌঢ়োল্লাস—শ্যামাক্রম। কিন্তু পরশুরামকল্পসূত্রের ষষ্ঠখণ্ড—শ্যামাক্রম। এই চতুর্থ উল্লাস থেকেই নিত্যোৎসবের উল্লাসের নাম পরশুরামকল্পসূত্রের খণ্ডের নাম থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে।

নিত্যোৎসবের প্রৌঢ়োল্লাসে আছে উপোদ্‌ঘাত। প্রত্যূষকৃত্য ও আহ্নিক। যাগমন্দিরপ্রবেশ। প্রাণায়াম। ষড়ঙ্গাদিন্যাস। মন্দিরপূজা। দেবীর পুনরায় পূজা। বলিদান। মাতঙ্গীশ্বরীমন্ত্রজপ। মাতঙ্গীস্তুতি। সুবাসিনীপূজাদি অবশিষ্টকৃত্য। শ্যামাপূজকদের পালনীয় নিয়ম। পুরশ্চরণের সঙ্কল্প। মন্ত্রজপ। জপকাল। স্ত্রীলোক ও শূদ্রের জন্য প্রণবসদৃশ মন্ত্রের উপদেশ। পুরশ্চরণের অঙ্গ হোম। পুরশ্চরণের অঙ্গ তর্পণ। পুরশ্চরণের অঙ্গ ভোজন। হোমের বিকল্প বিত্তিজপ। আরব্ধ পুরশ্চরণাদি অশৌচেও কর্তব্য। মন্ত্রসিদ্ধিপর্যন্ত পুরশ্চরণের অভ্যাস। পুরশ্চরণে বিকল্পবিধি। কূর্মচক্রলক্ষণ। মালাসংস্কার। অক্ষমালার সংস্কারনিরপেক্ষতা। রুদ্রাক্ষমালাসংস্কার। অন্যমালাসংস্কার। দেবতাভেদে সূত্রভেদ। মালাসংস্কারকাল। মালাভেদে ফলভেদ। সূত্রের জীর্ণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত। জপভেদ। কুণ্ড ও স্থণ্ডিলের মাপ। হোমে ইতিকর্তব্যতাবিশেষ। কাম্য হোমদ্রব্যের পরিমাণ ও ফল। পুরশ্চরণকালে বিহিত। পুরশ্চরণকালে নিষিদ্ধ। পুরশ্চরণকালে ভোজ্যদ্রব্য। পুরশ্চরণকালে ভোজনপর্যায়।

লক্ষণীয় পরশুরামকল্পসূত্রের শ্যামাক্রমে বিবৃত বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু ক্রিয়ানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবশ্যক বিভিন্ন বিষয় এতে বিবৃত হয়েছে।

নিত্যোৎসবের পঞ্চম উল্লাস প্রৌঢ়ান্তোল্লাস—দণ্ডিনীক্রম। দণ্ডিনীক্রমকে পরশুরামকল্পসূত্রে বলা হয়েছে বারাহীক্রম। তা উক্ত গ্রন্থের সপ্তমখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

প্রৌঢ়ান্তোল্লাসে আছে উপোদ্ঘাত। প্রত্যূষকৃত্য ও আহ্নিক। যাগমন্দির-প্রবেশ। প্রাণায়াম। দ্বিতারীন্যাস। করন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস। অর্ঘ্যশোধন। সপ্তাক্ষরমন্ত্রপঞ্চকন্যাস। অষ্টখণ্ডন্যাস। মাতৃকাস্থানে মূলপদন্যাস। তত্ত্বাষ্টকন্যাস। মন্ত্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠা। পীঠপূজা। আসনপূজা। মূর্তিকল্পনা। দেবীর ধ্যান। দেবীর ষোড়শোপচারপূজা। দেবীতর্পণ। ওঘত্রয়পূজা। আবরণপূজা। দেবীর পুনঃপূজা থেকে বলিদান। বারাহীমন্ত্রজপ। বারাহী-স্তোত্র। বৃন্দপূজা। গুরুর সন্তোষবিধান এবং শক্তি ও বটুকের পূজা। হবিঃশেষগ্রহণ। মন্ত্রসাধন।

পরশুরামকল্পসূত্রের বারাহীক্রমে বারাহীর উপাসনাসংক্রান্ত এরূপ বিস্তৃত বিবরণ নেই।

নিত্যোৎসবের ষষ্ঠ উল্লাস উন্মনোল্লাস—পরাপদ্ধতি। পরশুরামকল্পসূত্রে পরাপদ্ধতিকে বলা হয়েছে পরাক্রম। উক্ত গ্রন্থের অষ্টমখণ্ড—পরা-ক্রম।

উন্মনোল্লাসে আছে উপোদ্ঘাত। প্রত্যূষকৃত্য ও আহ্নিক। যাগমন্দির-প্রবেশ। প্রাণায়াম। মাতৃকান্যাস ও ষড়ঙ্গ। অর্ঘ্যশোধন। যন্ত্রোদ্ধার। চক্রে প্রধানদেবতার ও তাঁর অঙ্গদেবতার পূজা। গুরু-ওঘত্রয়পূজা। আবরণ-পূজা। দেবতার পুনঃপূজা। হোম। প্রদক্ষিণ প্রণতি মূলমন্ত্রজপ। দেবতা-স্তুতি। মন্ত্রসাধন। মন্ত্রসমূহের জাতিনির্ণয় ও অধিকারভেদ। কলিযুগে সিদ্ধমন্ত্র। গুরুশিষ্যের বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা। বয়সভেদে সিদ্ধিপ্রদ সব মন্ত্র। মন্ত্রের ব্যক্তিবিশেষত্ব। সিদ্ধারিশোধনপ্রকার। ঋণিধনিশোধনপ্রকার। কুলাকুলচক্রবিচারাপবাদ। মন্ত্রের সংস্কার। পুষ্পবিচার। দেবতাযোগ্য পুষ্পাদি। বর্জনীয় পুষ্প। সর্বদেবতাসাধারণ বিহিত কর্ম। কোনো কোনো কর্মের কালসীমা। বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম। নিষিদ্ধ কর্ম। ফলরূপ মধ্যম কুসুম। অধম কুসুম। পর্যুষিত কুসুমবিচার। পর্যুষিতাপবাদ। পর্যুষিত-মাত্রেরও গ্রাহ্যত্ব। এই সবের অপবাদ। নিবন্ধাধ্যয়নমহিমা। গ্রন্থকর্তৃপ্রশস্তি।

উক্ত 'গ্রন্থকর্তৃপ্রশস্তি'তে গ্রন্থকারের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা থেকে

জানা যায় তাঁর নাম জগন্নাথ। তিনি জগন্নাথ পণ্ডিত নামে খ্যাত ছিলেন। জগন্নাথ ভাস্কররায় মখি ভারতীর নিকট দীক্ষালাভ করেন।

উমানন্দনাথ তাঁর দীক্ষালব্ধ সম্প্রদায়সম্মত নাম। যেমন তদীয় গুরু ভাস্কররায়ের দীক্ষালব্ধ সম্প্রদায়সম্মত নাম ভাসুরানন্দনাথ। ভাস্কররায় ভাসুরানন্দনাথ, ভাস্কররায় ভারতী দীক্ষিত, ভাস্কররায় মখি ভারতী ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিলেন। লক্ষ্য করা গেছে পূর্বোক্ত 'গ্রন্থকর্তৃপ্রশস্তিতে' ভাস্কররায় মখি ভারতী বলে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। নিত্যোৎসবের অন্যত্র ভাসুরানন্দ নামও ব্যবহৃত হয়েছে।

'গ্রন্থকর্তৃপ্রশস্তি'তে কল্যাবে্দষু ইত্যাদি অন্তিম শ্লোকে গ্রন্থরচনার কাল-নির্দেশ করা হয়েছে। তদনুসারে ৪৮৭৬ কল্যব্দের পর ক্রোধনবর্ষে গ্রন্থ রচিত হয়। ৪৮৭৬ কল্যব্দ হল ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। দেখা যাচ্ছে তার পরের বৎসরই উদ্দিষ্ট ক্রোধনবর্ষ। কেননা, পরশুরামকল্পসূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার লক্ষ্মণ রাণাডে বলেছেন ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যোৎসব রচিত হয়। (Ref. Preface to Paraśurāma-Kalpa-Sūtra by A. Mahadeva Sastri). লক্ষ্মণ রাণাডে উমানন্দনাথের অল্পকাল পরবর্তী। তাই তাঁর উক্তির যথার্থতায় সন্দেহ করা যায় না।

'গ্রন্থকর্তৃপ্রশস্তি' যে উমানন্দনাথের রচনা নয় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এটি পরবর্তী যোজনা। সম্ভবতঃ উমানন্দনাথের কোনো শিষ্য এটি রচনা করেছেন। তার কারণ, সুস্থমস্তিষ্কের কোনো গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে 'গ্রন্থকর্তৃপ্রশস্তি' শিরোনাম দিয়ে নিজের প্রশস্তি রচনা করবেন এরূপ ভাবাও যায় না। শিষ্টাচারবিরুদ্ধ এরূপ আত্মপ্রশস্তিরচনা উমানন্দনাথের মতো গুরুনির্ভর বিনয়ী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রক্ষিপ্ত হলেও প্রশস্তিতে উমানন্দনাথের পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে বলে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে।

যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও গ্রন্থখানির নির্ভুল মুদ্রণ সম্ভবপর হয়নি। বিশেষ করে আমাদের অসুস্থতাজনিত অনবধানতার কারণে গ্রন্থের সমাপ্তি অংশে দু-একটি গুরুতর প্রমাদ ঘটেছে। তার জন্য আমরা দুঃখিত এবং সহৃদয় পাঠকপাঠিকার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের বিনীত আবেদন—"ভ্রমং প্রমাদস্খলিতং ক্ষমন্ত্বিহ সাধবঃ।"—সাধু ব্যক্তিরা এই ভ্রম প্রমাদস্খলন ক্ষমা করুন। যেসব ভ্রমপ্রমাদ নজরে পড়েছে সংশোধনপত্রে সেসব সংশোধন করে দেওয়া হল।

বাংলা হরফে নিত্যোৎসব-এর মূল এবং সেই সঙ্গে বাংলা অনুবাদ ও টীকা এই প্রথম প্রকাশিত হল। একাজে আমরা নিমিত্তমাত্র। তবু আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা যদি তন্ত্রামোদী, বিশেষ করে বঙ্গভাষাভাষী সুধীবৃন্দের যৎকিঞ্চিৎ পরিতোষ বিধান করতে পারে, তা হলে আমরাও অবশ্যই পরম তৃপ্তিলাভ করব।

বিশ্বভারতীর দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মবিভাগের গবেষণা-সহায় (Research Associate) আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মায়া দাস, এম. এ. এই গ্রন্থপ্রণয়নে আমার সহায়তা করেছে। সর্বমঙ্গলা তার অশেষ কল্যাণ করুন।

উপসংহারে একান্তমনে প্রার্থনা করি—গ্রন্থের প্রকাশক নবভারত পাবলিশার্সের কর্তৃপক্ষের তন্ত্রপ্রচারব্রত ভগবতীর কৃপায় অব্যাহত ও নির্বিঘ্ন হোক। শিবম্।

উপেন্দ্রকুমার দাস

শান্তিনিকেতন,
শিবচতুর্দশী,
১৩৮৭



বিষয়সূচিকা

———

অনুবাদসূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রৌঢ়োল্লাস চতুর্থ—শ্যামাক্রম ২৪৬—৩০০

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	১৬	প্রোঢ়োল্লাস	প্রৌঢ়োল্লাস
২৫	৯	পরচিদ্‌রূপ সম্পাদন	পরচিদ্‌রূপসম্পাদন
৩৭	১৮	শিখাবন্ধনাদি	শিখাবন্ধনাদি
৪৯	১	পঞ্চমাবরণম্	পঞ্চমাবরণ
	২৩	ইত্যাধিকঃ	ইত্যধিকঃ
৫৯	১২	বলিদানম্	বলিদানম্
৬০	১৮	নিতার	নিত্যার
৮৬	১৭	গুরু পাদ্‌কার	গুরুপাদুকার
৯৯	১৮	চৌষষ্টি	চৌষট্টি
	১৯	চৌষষ্টি	চৌষট্টি
১০১	১১	দিব্যৌঘঃ	দিব্যৌঘ
১১৯	২১	বলিদানবিধিঃ	বলিদানবিধিঃ
১২৮	২৬	পঞ্চদশীর	পঞ্চদশীর[৩]
	২৬	ষোড়শীর[৩]	ষোড়শীর
১৪৩	২৭	যন্ত্র প্রতিষ্ঠাবিধি	যন্ত্রপ্রতিষ্ঠাবিধি
১৭৫	১	বক্তে	বক্ত্রে
২২৯	৭	তিরস্কারিণী	তিরস্করিণী
২৮২	২৬	সুষুম্নানাড়ী	সুষুম্ণানাড়ী
২৮৭	১৯	ফল:ভেদে	ফলভেদ
২৯১	১৬	সূর্যভং	সূর্যভং
২৯৩	১০	মেখলাযোনীনাং	মেখলাযোনীনাং
৩০১	১৯	আনুষঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
৩১০	২৭	পাঠ (৭।১৬)	(৭।১৬)
৩১২	২৬	বন্দনধেনুযোনি	বন্দনধেনুযোনি
৩১৩	২৬	বজমন্ত্রে	বীজমন্ত্রে
৩১৮	১২	াটকেশভৈরবশ্রী[২]	হাটকেশভৈরবশ্রী[২]
৩১৯	৭	পূজয়ামি	পূজয়ামি
৩২০	৩১	বসুভো	বসুভ্যো

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২৬	২৩	যো	যো
৩৩০	৭	বৈরীবর	বৈরীর
৩৩১	৫	শেষং	শেষং
৩৩৪	২১	উর্ধভাগে	উর্ধ্বভাগে
৩৪৪	৭	(হৃদয়ায়) নমঃ,	(হৃদয়ায় নমঃ),
৩৫৪	২০	প্রধানদেবতা অঙ্গদেবতাদের	প্রধানদেবতা ও অঙ্গদেবতাদের
৩৫৭	১৮	আবরণ পূজা	আবরণপূজা
৩৫৯	৩	নৈবেদ্য তাম্বূলানি	নৈবেদ্যতাম্বূলানি
৩৬০	১৫	ইসি	ইতি
৩৬১	৩১	গ্যধরণী	ভাগ্যধরণী
৩৬৬	৯	কলবিষ্টপ্রদা	কলাবিষ্টপ্রদা
৩৭৬	১১	সমাস	সমান
৩৯৪	১৫	তথ্যঃ	তথ্য
৩৯৬	২৪	নিত্যোৎসবঃ	নিত্যোৎসবঃ
৩৯৭	১০	ভারতীকে প্রত্যক্ষকারী ভাস্কররায়	ভাস্কররায়
	১০	ঋষি দেশিকের	ঋষি ভারতী দেশিকের
	১৩	৬৭৮৪ কল্যাব্দের	৪৮৭৬ কল্যাব্দের



নিত্যোৎসবঃ

শ্রীউমানন্দনাথবিরচিতঃ

আরম্ভোল্লাসঃ প্রথমঃ—দীক্ষাক্রমঃ

ভূমিকা

নত্বা নাথপরম্পরাং শিবমুখাং বিঘ্নেশ্বরং শ্রীমহা-
রাজ্ঞীং তৎসচিবাং তদীয়পৃতনানাথাং তদন্তঃপরান্ ।
এবামাবৃতিদেবতাঃ পরিচিতান্ রশ্মিব্রজানির্জরান্
বীরাংশ্চ প্রণয়ে নিবন্ধনমিদং নাম্নাঽপি নিত্যোৎসবম্ ॥
অন্তেবসতা শম্ভোরবতারেণাচ্যুতস্য মহেন ।
প্রকৃতয়তি কল্পসূত্রং প্রোক্তং রামেণ যত্র গদিতোঽর্থঃ ।
কাশ্যাশ্চোলান্ সমাগত্য কাবেরীতটবিহারিণা ।
নাথেন ভাসুরানন্দনাথেনাস্মীহ যোজিতঃ ॥
যস্মাদ্দৃষ্টো নাস্তি ভূমণ্ডলাংশো
যস্মাদাসো বিদ্যতে ন ক্ষিতীশঃ ।
যস্যাজ্ঞাতং নৈব শাস্ত্রং কিমন্যৈঃ
যস্যাকারঃ সা পরা শক্তিরেব ॥
ভৃগুরামসূত্রজালকভগ্নপ্রসরস্য মে ধিষণেহ ।
গ্রন্থিবিমোকধুরীণং গুরুচরণস্মরণমেব মার্গকরম্ ॥
আরম্ভ-তরুণ-যৌবন-প্রৌঢ়-তদন্তোন্মনানবস্থাহ্বৈঃ ।
সূত্রোদিতৈস্তু সপ্তভিরুল্লাসৈরাশ্রিতেহ বিশ্রান্তিঃ ॥
যেষু দীক্ষা-গণেশ-শ্রী-শ্যামা-ক্রোডী-পরা-ক্রমাঃ ।
সামান্যশ্চ ক্রমোঽন্যেষাং ক্রমেণ প্রতিপাদিতাঃ ॥
প্রতিপাদ্যেষু মুখ্যত্বমঙ্গতাঽন্যস্য যদ্ভবেৎ ।
তৎসর্বং শ্রীগুরুপ্রোক্তে রত্নালোকেঽধিগম্যতাম্ ॥
ন্যায়োপসংহৃতৈরঙ্গৈঃ প্রযুঞ্জানস্য মে ক্রমান্ ।
ভ্রমপ্রমাদাৎ স্খলিতং[1] সমাদধতু তদ্বিদঃ[2] ॥

১। ভ্রমপ্রমাদস্খলিতং ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে ।
২। সমাদধিহ সাধবঃ ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে ।

সূত্রসংসূচিতানুক্তাবিরুদ্ধাঙ্গেতিকার্যতা।
তন্ত্রান্তরাৎ সম্প্রদায়াদপ্যুক্তেহ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥
ইহ ক্রমাণাং সর্বেষাং শ্রীক্রমঃ প্রকৃতির্মতঃ।
অতিদিশ্য তমন্যত্র বিশেষস্তু নিরূপ্যতে॥
ক্রমান্তরেষু চাঙ্গানাং বিজ্ঞেয়া শ্রীক্রমেঽপি চ।
পৌর্বাপর্যভিদা তত্তৎখণ্ডসূত্রক্রমানুগা॥
শ্রেয়োঽর্থিনঃ সাধকস্য সাঙ্গে শ্রীসুন্দরীক্রমে।
আবশ্যকত্বাৎ প্রথমং দীক্ষাবিধিরুদীর্যতে॥

প্রথম আরম্ভোল্লাস—দীক্ষাক্রম

ভূমিকা

শিবাদি গুরুপরম্পরা, বিঘ্নেশ্বর অর্থাৎ গণেশ, শ্রীমহারাজ্ঞী অর্থাৎ ললিতা তাঁর সচিব অর্থাৎ শ্যামা, তাঁর অঙ্গ শ্রেষ্ঠা ও বাঞ্ছিতা সেনাধ্যক্ষা অর্থাৎ বারাহী, এঁদের এবং তাঁর আবরণদেবতাদের ও বীরদের প্রণাম করে নিত্যোৎসব নামক এই নিবন্ধ প্রণয়ন করছি।

শম্ভুর সমীপবাসী বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের দ্বারা কৃত কল্পসূত্রের গদিত অর্থ এতে প্রকাশ পেয়েছে।

কাশী থেকে চোলদেশে আগমন করে কাবেরী নদীর সমীপবর্তী স্থানে বিচরণকারী মদ্গুরু ভাসুরানন্দনাথ (ভাস্করাচার্য) আমাকে এ কাজে নিযুক্ত করেন।

ভৃগুরামসূত্রজাল থেকে নির্গত হতে প্রবৃত্ত দ্বিজ আমি। গ্রন্থিবিমোচনে শ্রেষ্ঠ গুরুচরণস্মরণই একাজে আমার পথ করে দেবে।

এই নিবন্ধ আরম্ভ তরুণ যৌবন প্রৌঢ় প্রৌঢ়ান্ত উন্মন এবং অনবস্থ নামক সূত্রোদিত সপ্ত উল্লাসে সমাপ্ত হয়েছে।

এই উল্লাসগুলিতে যথাক্রমে দীক্ষাক্রম, গণেশ বা গণপতিক্রম, শ্রীক্রম, শ্যামাক্রম, ক্রোড়ী অর্থাৎ বারাহী বা দণ্ডিনীক্রম, পরা-ক্রম বা পরাপদ্ধতি এবং সামান্য অর্থাৎ সাধারণক্রম প্রতিপাদিত হয়েছে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে যা মুখ্য তা নিবন্ধের অঙ্গীভূত হয়েছে। অন্য সব মদ্গুরুপ্রোক্ত গ্রন্থালোকে জ্ঞাতব্য।

আমার ব্যাখ্যাত ক্রমগুলিতে মুখ্যবিষয়োপযোগী বিষয় যোগ করেছি। ভ্রমপ্রমাদহেতু এতে যে-স্খলন ঘটেছে বিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তার সমাধান করে নেবেন।

যা সূত্রে বলা হয়নি কিন্তু সূচিত হয়েছে, যা সূত্রের অবিরোধী তা সূত্রেরই অঙ্গ মনে করা উচিত। এই নিবন্ধে কোথাও কোথাও তন্ত্রান্তর থেকে এবং সম্প্রদায় থেকে এরূপ বিষয় সংযোজিত হয়েছে।

উক্ত সব ক্রমের মধ্যে শ্রীক্রমকে মূল বলে গণ্য করা হয়। তা অন্তত্র সরিয়ে রেখে অর্থাৎ তার বিষয় অন্যত্র বিবৃত করে এখানে বিশেষ ক্রম নিরূপণ করা হবে। ক্রমান্তরে যে-সব অঙ্গ আছে তা সেই সেই খণ্ডের সূত্রানুগ বটে কিন্তু সে-সব শ্রীক্রমেও আছে এটি জানা আবশ্যক। অর্থাৎ সে-সবই শ্রীক্রমের অন্তর্ভুক্ত। শ্রেয়ার্থী সাধকের সাঙ্গ শ্রীক্রমের অনুসরণ আবশ্যক বলে প্রথমে দীক্ষাবিধি বলা হচ্ছে।

দীক্ষাকালনির্ণয়ঃ

তস্য চ কালনির্ণয়ো মন্থানভৈরবতন্ত্রে—

বৈশাখে সিদ্ধিদা দীক্ষা শ্রাবণে বৃদ্ধিদা নৃণাম্।
আশ্বিনে সর্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ কার্তিকে জ্ঞানবৃদ্ধিদা॥
শুভদা মার্গশীর্ষে চ মাঘে স্বর্ণফলপ্রদা।
ফাল্গুনে সর্বসিদ্ধিঃ স্যাদন্যেঽনিষ্টফলপ্রদা॥

ইতি। সারসংগ্রহে 'মলমাসং বিবর্জয়েৎ' ইত্যুক্তম্। ইদং ক্ষয়মাসস্যাপ্যুপলক্ষণম্। তত্রৈব—

রবিবারে ভবেদ্বিত্তং সোমে শান্তির্ভবেৎ কিল।
বুধে সৌন্দর্যমাপ্নোতি জ্ঞানং স্যাত্তু বৃহস্পতৌ॥
শুক্রে সৌভাগ্যমাপ্নোতি.........॥ ইতি॥
দ্বিতীয়ায়াং ভবেৎ জ্ঞানং তৃতীয়ায়াং ভবেচ্ছুচিঃ।
পঞ্চম্যাং বুদ্ধিবৃদ্ধিঃ স্যাৎ সৌখ্যং স্যাৎ সপ্তমীদিনে॥
দশম্যাং রাজসৌভাগ্যং একাদশ্যাং শুচির্ভবেৎ।
দ্বাদশ্যাং সর্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ পূর্ণিমা সর্বসিদ্ধিদা॥ ইতি॥
অনধ্যায়ং বিবর্জয়েৎ......॥ ইতি॥

অনধ্যায়ং সন্ধ্যাগর্জিতনির্ঘোষভূকম্পাদিনিমিত্তকানধ্যায়দিবসানিত্যর্থঃ।

অশ্বিন্যাং সুখমাপ্নোতি রোহিণ্যাং বাক্পতির্ভবেৎ।
পুনর্বসৌ ধনাঢ্যঃ স্যাৎ পুষ্যে শত্রুবিনাশনম্॥
মঘায়াং দুঃখহানিঃ স্যাদ্রূপদা পূর্বফাল্গুনী।
জ্ঞানং চোত্তরফল্গুন্যাং হস্তায়াং চ বলী ভবেৎ॥

চিত্রায়াং জ্ঞানসিদ্ধিঃ স্যাৎ স্বাত্যাং শত্রুবিনাশনম্ ।
অনুরাধা বৃদ্ধিবৃদ্ধ্যৈ কীর্ত্ত্যৈ [1]স্যাতাং ততঃ পরে ॥
পূর্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়ে সর্বসম্পত্তিদায়িকে[2] ।
বৃদ্ধিঃ শতভিষায়াং স্যাৎ পূর্বভাদ্রে সুখী ভবেৎ ॥
সৌখ্যং চোত্তরভাদ্রায়াং রেবত্যাং কীর্তিবর্ধনম্ ॥ ইতি চ ॥
যোগাশ্চ প্রীতিরায়ুষ্মান্ সৌভাগ্যঃ শোভনঃ শুভঃ ।
সুকর্মা চ ধৃতির্বৃদ্ধির্ধ্রুবঃ সিদ্ধিশ্চ হর্ষণঃ ॥
বরীয়াংশ্চ শিবঃ সিদ্ধো ব্রহ্মা চৈন্দ্রোঽপ্যমী শুভাঃ ॥ ইতি চ ॥
ববাদিবণিজান্তানি করণানি শুভাপ্তয়ে ॥ ইতি চ ॥

বৈশম্পায়নসংহিতায়াং—

মন্ত্রাদ্যারম্ভণং মেষে ধনধান্যপ্রদং ভবেৎ ।
কর্কটে সর্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ কন্যা লক্ষ্মীপ্রদা নৃণাম্ ॥
তুলায়াং সর্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্বলাভশ্চ বৃশ্চিকে ।
মকরং পুত্রদং প্রাহুঃ কুম্ভো ধনসমৃদ্ধিদঃ[3] ॥
শুক্লপক্ষে শুভা দীক্ষা কৃষ্ণেঽপ্যাপঞ্চমীদিনাৎ ।
ভূতিকামৈঃ সিতে পক্ষে মুক্তিকামৈঃ সিতেতরে ॥ ইতি ॥

অত্র চ গুরুভার্গবমৌঢ্যং চন্দ্রতারানুকূল্যং লগ্নস্য গ্রহবলাদিকং চ বিচার্যম্ ।

গ্রহবলং তু—

ত্রিষড়ায়গতাঃ পাপাঃ শুভাঃ কেন্দ্রত্রিকোণগাঃ ।
দীক্ষায়াং তু শুভাঃ সর্বে রন্ধ্রস্থাঃ সর্বনাশকাঃ ॥

আয়ঃ একাদশস্থানম্ । পাপাঃ পাপগ্রহাঃ রবিভৌমশনিরাহুকেতু-ক্ষীণেন্দুপাপযুক্তাঃ । সৌম্যাঃ শুভাঃ শুভগ্রহাঃ অক্ষীণেন্দুপাপযোগরহিত-বুধগুরুভৃগবঃ । কেন্দ্রাণি প্রথমচতুর্থসপ্তমদশমস্থানানি । ত্রিকোণে পঞ্চম-নবমস্থানে । সর্বে পাপাঃ শুভাশ্চ গ্রহাঃ উক্তস্থানগতাঃ দীক্ষায়াং শুভাবহা এব । অতএব রন্ধ্রে অষ্টমস্থানে স্থিতা যদি সর্বনাশকা ইতি যোজনা ।

অথ উক্তকালমন্তরেণ দীক্ষার্হঃ কালো যথা তন্ত্রান্তরে—

বিষুবেঽপ্যয়নদ্বন্দ্বে সংক্রান্ত্যাং দমনোৎসবে ।
দীক্ষা কার্যা স্বকালেঽপি পবিত্রে গুরুপর্বণি ॥

১। মূলং সর্বসমৃদ্ধিকৃৎ ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।
২। ভবেত্তাং কীর্তিদায়িকে ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।
৩। কুম্ভঃ সর্বসমৃদ্ধিকৃৎ ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।

বিষুবে—মেষতুলাসঙ্ক্রমণয়োঃ ইত্যর্থঃ। অয়নদ্বন্দ্বে—কর্কটমকর-সঙ্ক্রান্ত্যোঃ। সঙ্ক্রান্ত্যাং তদন্যাসু সঙ্ক্রান্তিষু ইত্যর্থঃ। দমনোৎসবে—চৈত্রপূর্ণিমাঽঽদিষু দমনকরণকদেবীপূজাদিনেষিত্যর্থঃ। পবিত্রে—শ্রাবণ-পূর্ণিমাঽঽদিষু, দেব্যা পবিত্রারোপণদিবসেষু ইত্যর্থঃ। গুরুপর্বণি—গুরোঃ জন্মব্যাপ্তিদিনয়োঃ। তথা—

ষষ্ঠী ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাশ্বিনচতুর্দশী।
কার্তিকে নবমী শুক্লা মার্গে কৃষ্ণা চ পঞ্চমী।
পৌষে চ পূর্ণিমা দেবি[১] মাঘে চৈব চতুর্থিকা॥
ফাল্গুনৈকাদশী কৃষ্ণা চৈত্রে মাসি ত্রয়োদশী।
বৈশাখেঽক্ষয্যতৃতীয়া জ্যৈষ্ঠে দশহরা[২] স্মৃতা॥
আষাঢ়ে দ্বাদশী কৃষ্ণা অমাবাস্যা চ শ্রাবণী।
ইমানি দেবীপর্বাণি কোটিযজ্ঞফলানি বৈ॥

দীক্ষাঽর্হাণীতি শেষঃ। দশহরা জ্যৈষ্ঠশুক্লদশমী[৩]। সৌভাগ্যচন্দ্রোদয়ে অম্মন্নাথচরণৈঃ বহূনি দেবীপর্বাণি উক্তানি। যথা—

অমাঽস্তচান্দ্রমাসেষু চৈত্রশুক্লত্রয়োদশী।
চতুর্দশ্যপি শুক্লাঽথ বৈশাখে শুক্লপক্ষগাঃ॥
তৃতীয়ৈকাদশীপৌর্ণমাস্যঃ কৃষ্ণচতুর্দশী।
জ্যৈষ্ঠে তু শুক্লে দশমী রাকা কৃষ্ণচতুর্দশী॥
আষাঢ়ে শুক্লপক্ষস্থে পঞ্চমী চ ত্রয়োদশী।
শ্রাবণে মাসি শুক্লৈকাদশী শুক্লচতুর্দশী॥
কৃষ্ণা পঞ্চম্যষ্টমী চ রোহিণীসহিতা যদি।
নবমী চাথ ভাদ্রস্য কৃষ্ণষষ্ঠী তথাঽষ্টমী॥
রোহিণীসহিতা চেৎ স্যাদাশ্বিনে সপ্তমী সিতা।
অষ্টমী চ সিতা কৃষ্ণপক্ষস্থা চ চতুর্দশী॥
কার্তিকে শুক্লপক্ষস্থে নবমী দ্বাদশী তিথী।
মার্গশীর্ষে তৃতীয়া চ ষষ্ঠী ধবলপক্ষগে॥
পৌষে চতুর্থীনবমীচতুর্দশ্যঃ সিতা মতাঃ।
দশমী ত্বসিতা মাঘে চতুর্থ্যেকাদশী সিতে॥

১। দেবী ইতি পাঠঃ শাক্তক্রমে, দেবি ইতি পাঠঃ গ্রন্থান্তরে প্রায়ঃ।
২। তু দশহরা ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।
৩। নবমী ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।

চতুর্দশ্যসিতা চাথ ফাল্গুনে শুক্লপক্ষগে।
ষষ্ঠীনবম্যৌ কৃষ্ণা তু ভবেদেকাদশীতি চ ॥
রত্নাবলীকুলোড্ডীশযামলাদ্যর্থসংগ্রহে ॥ ইতি ॥

অন্যোঽপি বিস্তরঃ তত এব জ্ঞাতব্যঃ ॥

সত্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে পুণ্যারণ্যে বনেষু চ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্বাণো মাসর্ক্ষাদীন্ ন শোধয়েৎ ॥

প্রকারান্তরে চ—

সর্বে বারাগ্রহাঃ সর্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ।
যস্মিন্নহনি সন্তুষ্টো গুরুঃ সর্বে শুভাবহাঃ ॥
সন্তুষ্টে চ গুরৌ তস্য সন্তুষ্টাঃ সর্বদেবতাঃ।
গুরুং সন্তোষয়েৎ ভক্ত্যা দ্বয়মেব তদা ভবেৎ ॥

দ্বয়ং ভোগমোক্ষৌ। এবকারঃ অপ্যর্থঃ। অধিকারিভেদেন কালো যথা—

মুমুক্ষূণাং সদা কালঃ স্ত্রীণাং কালস্তু সর্বদা ॥ ইতি ॥

দীক্ষার কালনির্ণয়

মহাকালভৈরবতন্ত্রে দীক্ষার কালনির্ণয় করা হয়েছে—বৈশাখে মানুষের দীক্ষা সিদ্ধিদায়িনী, শ্রাবণে বৃদ্ধিপ্রদা। আশ্বিনে দীক্ষা সর্বসিদ্ধিদায়িনী, কার্তিকে জ্ঞানবৃদ্ধিকারিণী। অগ্রহায়ণে দীক্ষা শুভদা, মাঘে স্বর্ণফলপ্রদায়িনী। ফাল্গুনে দীক্ষা সর্বসিদ্ধিদায়িনী, অন্য মাসে অনিষ্টফলপ্রদা।

সারসংগ্রহে বলা হয়েছে দীক্ষায় মলমাস[1] বর্জন করতে হবে। মলমাস ক্ষয়মাসের[2] উপলক্ষণ অর্থাৎ এ দ্বারা ক্ষয়মাসবর্জনও সূচিত হয়েছে।

উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে—রবিবারে দীক্ষায় বিত্তলাভ হয়, সোমবারে দীক্ষায় হয় শান্তিলাভ। বুধবারে দীক্ষায় সৌন্দর্যলাভ হয়, বৃহস্পতিবারে দীক্ষায় হয় জ্ঞানলাভ। আর শুক্রবারে দীক্ষায় হয় সৌভাগ্যলাভ।

দ্বিতীয়ায় দীক্ষা গ্রহণে জ্ঞান জন্মে। তৃতীয়ায় যে দীক্ষা গ্রহণ করে সে শুচি হয়। পঞ্চমীতে দীক্ষাগ্রহণে বুদ্ধিবৃদ্ধি হয়, সপ্তমীতে হয় সুখ। দশমীতে দীক্ষাগ্রহণে রাজসৌভাগ্য লাভ হয়, একাদশীতে হয় শুচিতা এবং দ্বাদশীতে সর্বসিদ্ধি

১। অমাবস্যাদ্বয়যুক্ত এবং রবিসংক্রান্তিশূন্য চান্দ্রমাসকে মলমাস বলা হয়। একে আধিমাসও বলা হয়।

২। দুই সংক্রান্তিযুক্ত চান্দ্রমাসকে বলা হয় ক্ষয়মাস। কার্তিক, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাস ক্ষয়মাস হতে পারে, অন্য কোনো মাস নয়।

লাভ হয়। পূর্ণিমায় দীক্ষা সর্বসিদ্ধিপ্রদা। অনধ্যায়কাল দীক্ষার পক্ষে বর্জনীয়। অনধ্যায় বলতে বুঝায় সন্ধ্যায় মেঘগর্জন, নির্ঘাত,[১] ভূমিকম্প ইত্যাদি নিমিত্তজন্য অনধ্যায় দিবস।

অশ্বিনীনক্ষত্রে দীক্ষাগ্রহণকারী সুখ লাভ করে, রোহিণীনক্ষত্রে বাক্‌পতি হয়। পুনর্বসুনক্ষত্রে দীক্ষা গ্রহণকারী হয় ধনাঢ্য, পুষ্যনক্ষত্রে দীক্ষাগ্রহণকারী শত্রুবিনাশ করে। মঘানক্ষত্রে দীক্ষায় দুঃখহানি হয় আর পূর্বফল্গুনীতে দীক্ষা হয় রূপপ্রদা। উত্তরফল্গুনীতে দীক্ষায় জ্ঞানলাভ হয়। হস্তানক্ষত্রে দীক্ষা-গ্রহণকারী বলবান্ হয়। চিত্রানক্ষত্রে দীক্ষায় হয় জ্ঞানসিদ্ধি আর স্বাতীনক্ষত্রে হয় শত্রুবিনাশ। অনুরাধানক্ষত্রে দীক্ষায় হয় বুদ্ধিবৃদ্ধি আর জ্যেষ্ঠা ও মূলা-নক্ষত্রে দীক্ষায় হয় কীর্তিলাভ। পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় দীক্ষা সর্বসম্পত্তি প্রদান করে। শতভিষানক্ষত্রে দীক্ষায় বুদ্ধি হয়। পূর্বভাদ্রপদায় দীক্ষা-গ্রহণকারী সুখী হয়। উত্তরভাদ্রপদায় দীক্ষাগ্রহণে সুখ লাভ হয়। রেবতীতে দীক্ষা কীর্তিবর্ধন করে।

যোগের[২] মধ্যে প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, শুভ, সুকর্মা, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সিদ্ধি, হর্ষণ, বরীয়ান্, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম এবং ইন্দ্র, এই যোগগুলি শুভ।

ধনু থেকে বণিজ পর্যন্ত করণ[৩] দীক্ষাকার্যে শুভজনক।

বৈশম্পায়নসংহিতায় বলা হয়েছে—মেষরাশিতে মানুষের মন্ত্রাদির আরম্ভ অর্থাৎ দীক্ষা ধনধান্যপ্রদ; কর্কটরাশিতে সর্বসিদ্ধিপ্রদ এবং কন্যারাশিতে লক্ষ্মী-প্রদ হয়। তুলারাশিতে দীক্ষা সর্বসিদ্ধিপ্রদ, বৃশ্চিকরাশিতে সর্বলাভজনক, মকররাশিতে পুত্রপ্রদ এবং কুম্ভরাশিতে ধনসমৃদ্ধিপ্রদ। শুক্লপক্ষে দীক্ষা শুভ, কৃষ্ণপক্ষেও পঞ্চমীদিন থেকে শুভ। ঐশ্বর্যকামীর পক্ষে শুক্লপক্ষে আর মুক্তি-

---

১। উমানন্দনাথ নির্ঘোষশব্দ ব্যবহার করেছেন। এটি লিপিকরপ্রমাদও হতে পারে। কেননা, এখানে নির্ঘোষশব্দের অর্থসঙ্গতি হয় না। তা ছাড়া মনুস্মৃতিতে আছে (দ্রঃ বাচস্পত্যাভিধান অনধ্যায়-শব্দ)—'সন্ধ্যাগর্জিতনির্ঘাতভূকম্পোল্কানিপাতনে সমস্তং ন কুর্বীত'। উমানন্দনাথ সম্ভবতঃ এই বচন স্মরণ করেই টীকা লিখেছেন।

২। জ্যোতিষে সাতাশটি যোগের উল্লেখ আছে। যথা—বিষ্কম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক, ব্যতীপাত, বরীয়ান্, পরিঘ, শিব, সিদ্ধ, সাধ্য, শুভ, শুক্ল, ব্রহ্ম, ইন্দ্র ও বৈধৃতি।—দ্রঃ শব্দ-কল্পদ্রুমঃ—যোগঃ—শব্দঃ।

৩। করণ। জ্যোতিষে এক একটি তিথির অর্ধপরিমাণে এক একটি করণ হয়। বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ ও বিষ্টি এই সাতটি চরকরণ। আর শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিন্তুঘ্ন এই চারটি ধ্রুবকরণ। দ্রঃ বাঙ্গালা ভাষার অভিধান—করণ শব্দ।

কামীর পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে দীক্ষা প্রশস্ত। দীক্ষার ব্যাপারে বৃহস্পতিশুক্রমৌঢ্য, চন্দ্রতারার আনুকূল্য, লগ্নের গ্রহবলাদি বিচার করতে হয়। গ্রহবল সম্বন্ধে বলা হয়েছে—তৃতীয় ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানগত গ্রহ পাপগ্রহ। প্রথম চতুর্থ সপ্তম দশম আর পঞ্চম ও নবম স্থানগত গ্রহ শুভগ্রহ। দীক্ষায় এই সব পাপগ্রহ ও শুভগ্রহ শুভকারী কিন্তু অষ্টম স্থানগত হলে এরা সর্বনাশ করে।

আয়ঃ মানে একাদশস্থান। পাপাঃ মানে পাপগ্রহসমূহ। রবি মঙ্গল শনি রাহু কেতু ও ক্ষীণচন্দ্র[১] পাপযুক্ত গ্রহ। শুভাঃ মানে শুভগ্রহসমূহ। এ সব গ্রহ সৌম্য। অক্ষীণচন্দ্র[২] বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র এসব পাপযুক্ত নয়। কেন্দ্র-ত্রিকোণগাঃ—কেন্দ্র বলতে বুঝায় প্রথম চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থান। ত্রিকোণ অর্থ পঞ্চম ও নবম স্থান। এই সব স্থানগত যে-সব। সর্বে অর্থ উক্ত স্থানগত সব পাপগ্রহ ও শুভগ্রহ। এরা দীক্ষাকার্যে শুভজনক। এরাই রন্ধ্রস্থ অর্থাৎ অষ্টমস্থানগত হলে সর্বনাশক হয়।

অতঃপর উক্ত কাল ছাড়া দীক্ষার্হ কাল তন্ত্রান্তরে বিবৃত হয়েছে—বিষুবে, অয়নদ্বন্দ্বে, অন্যান্য সংক্রান্তিতে ও দমনোৎসবে দীক্ষাকর্ম করণীয় অর্থাৎ এসব দীক্ষার্হ কাল। অকাল যখন তখনও পবিত্রে ও গুরুপর্বে দীক্ষা বিহিত।

বিষুবে—সূর্যের মেষতুলাসংক্রান্তিতে। অয়নদ্বন্দ্বে—কর্কটসংক্রান্তি ও মকর-সংক্রান্তিতে। দমনোৎসবে—চৈত্রপূর্ণিমাদিতে, দমনকরণক দেবীপূজার দিনে। পবিত্রে—শ্রাবণপূর্ণিমাদিতে, দেবীর পবিত্রারোপণদিনে। গুরুপর্বণি—গুরুর জন্ম ও ব্যাপ্তির[৩] দিন দুটিতে।

তা ছাড়া, দীক্ষার্হ দেবীপর্বের কথা বলা হয়েছে—ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিনমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী, কার্তিকমাসের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী, ওগো দেবী, পৌষমাসের পূর্ণিমা, মাঘমাসের চতুর্থী, ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণা একাদশী, চৈত্রমাসের ত্রয়োদশী, বৈশাখমাসের অক্ষয়তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠ-মাসের দশহরা, আষাঢ়ের কৃষ্ণা দ্বাদশী ও শ্রাবণের অমাবস্যা,—এই গুলি দেবীপর্ব এবং কোটিমন্ত্রের ফল প্রদান করে।

এই সব দেবীপর্ব দীক্ষার্হ। দশহরা—জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দশমী। সৌভাগ্য-চন্দ্রোদয়ে মদীয় গুরুদেব অনেক দেবীপর্বের কথা বলেছেন। যথা—চান্দ্র-

---

১। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী এই উভয় তিথির মধ্যবর্তী কালের চন্দ্র জ্যোতিষমতে ক্ষীণচন্দ্র।—দ্রঃ বাচস্পত্যম্—ক্ষীণচন্দ্রঃ।

২। উপরে বিবৃত ক্ষীণচন্দ্রের কাল বাদ দিয়ে অন্য তিথির চন্দ্র অক্ষীণচন্দ্র।

৩। ব্যাপ্তির অন্যতম অর্থ সর্বত্রবিদ্যমানতা। দেহের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়, কেবলমাত্র আত্মার পক্ষেই সম্ভব। কাজেই, ব্যঞ্জনা দ্বারা ব্যাপ্তি অর্থ দেহাবসান।

মাসের শেষদিনে অমাবস্যা ; চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী ; বৈশাখের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া একাদশী পূর্ণিমা ও কৃষ্ণা চতুর্দশী ; জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দশমী পূর্ণিমা ও কৃষ্ণাচতুর্দশী ; আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী ও ত্রয়োদশী ; শ্রাবণ-মাসের শুক্লা একাদশী শুক্লচতুর্দশী কৃষ্ণা পঞ্চমী কৃষ্ণাষ্টমী আর রোহিণীযুক্তা নবমী ; ভাদ্রের কৃষ্ণষষ্ঠী আর রোহিণীযুক্তা হলে অষ্টমী ; আশ্বিনমাসের শুক্লা সপ্তমী শুক্লা অষ্টমী আর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী ; কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষের নবমী ও দ্বাদশী তিথি ; অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া ও ষষ্ঠী ; পৌষের শুক্লা চতুর্থী শুক্লা নবমী ও শুক্লা চতুর্দশী ; মাঘের কৃষ্ণা দশমী ও শুক্লা চতুর্থী শুক্লা একাদশী ও কৃষ্ণা চতুর্দশী ; ফাল্গুনের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী নবমী আর কৃষ্ণা একাদশী ;— রত্নাবলী, কুলোড্ডীশ, যামলাদি থেকে এই সব দেবীপর্বের বিষয় গৃহীত হয়েছে।

এরূপ আরও অনেক আছে। তা পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে জানা যাবে।

সৎতীর্থে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহন-কালে, পবিত্র অরণ্যে ও বনে দীক্ষাকার্যে মাস ও নক্ষত্রাদি পরীক্ষা করতে হয় না।

প্রকারান্তরে বলা হয়েছে—যে দিন গুরু সন্তুষ্ট হন সেদিন সব বার গ্রহ নক্ষত্র রাশি সবই শুভাবহ হয় অর্থাৎ সেদিন দীক্ষাই। যার প্রতি গুরু সন্তুষ্ট তার প্রতি সব দেবতা সন্তুষ্ট। ভক্তি দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করলে ভোগ এবং মোক্ষও লাভ হবে।

দ্বয়ং মানে ভোগ ও মোক্ষ। এব অর্থ অপি অর্থাৎ ও। অধিকারিভেদে দীক্ষার কাল। যথা—

মুমুক্ষু ব্যক্তির সব কালই দীক্ষার কাল আর স্ত্রীলোকের সব কাল দীক্ষার কাল।

গুরুলক্ষণম্

তন্ত্ররাজে—

সুন্দরঃ সুমুখঃ স্বস্থঃ (স্বচ্ছঃ)[1] সুলভো বহুতন্ত্রবিৎ।
অসংশয়ঃ সংশয়চ্ছিন্নিরপেক্ষো গুরুর্মতঃ॥
সৌন্দর্য্যমনবদ্যাঙ্গং রূপে সুমুখতা পুনঃ।
স্মেরপূর্বাভিভাষিত্বং স্বচ্ছতাঽজিহ্মবৃত্তিতা॥

১। এটি মুদ্রাকরপ্রমাদ মনে হয়। শুদ্ধপাঠ হবে স্বচ্ছঃ। কেননা, পরবর্তী ব্যাখ্যা-শ্লোকে স্পষ্টই 'স্বচ্ছতাঽজিহ্মবৃত্তিতা' বলা হয়েছে।

সৌলভ্যমপ্যগর্বিত্বং সন্তোষো বহুতন্ত্রতা।
অসংশয়স্তত্ত্ববোধঃ তচ্ছিত্তৎপ্রতিপাদনাৎ॥
নৈরপেক্ষ্যমবিত্তেচ্ছা গুরুত্বং হিতবেদিতা।
এবংবিধো গুরুজ্ঞেয়স্ত্বিতরঃ শিষ্যদুঃখদঃ॥

অজিহ্মবৃত্তিতেতি ছেদঃ। বহুতন্ত্রতা—বহুতন্ত্রবেদিতা ইত্যর্থঃ॥

গুরুর লক্ষণ

তন্ত্ররাজতন্ত্রে আছে—সুন্দর সুমুখ স্বচ্ছ সুলভ বহুতন্ত্রবিৎ অসংশয় সংশয়ছেত্তা নিরপেক্ষ ব্যক্তি গুরু বলে বিদিত। রূপে যাঁর অনবদ্য সৌন্দর্য রয়েছে তিনি সুন্দর। মৃদু হেসে যিনি কথা বলেন তিনি সুমুখ। যাঁর ব্যবহার অকপট তিনি স্বচ্ছ। যাঁর কোনো গর্ব নেই এবং সন্তোষ রয়েছে তিনি সুলভ। যাঁর বিরাট তন্ত্রশাস্ত্র অধিগত তিনি বহুতন্ত্রবিৎ। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন এবং তার ফলে যাঁর কোনো সংশয় নেই তিনি অসংশয়। যিনি শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞান দান করে তার সংশয় ছিন্ন করেন তিনি সংশয়ছিন্ন। যাঁর ধনাকাঙ্ক্ষা নেই অর্থাৎ ধনলাভের আকাঙ্ক্ষায় শিষ্যকে মন্ত্র ও উপদেশ দেন না তিনি নিরপেক্ষ। যিনি শিষ্যের হিত অবগত আছেন ও তাকে সেইভাবে উপদেশ দেন তিনি গুরু। এরূপ ব্যক্তিকে গুরু বলে জানবে। অন্যরূপ গুরু শিষ্যের দুঃখদায়ক।

অজিহ্মবৃত্তিতা-এর পর ছেদ পড়বে। বহুতন্ত্রতা বহুতন্ত্রবেদিতা।

শিষ্যলক্ষণম্

তথা—

চতুর্ভিরাদ্যৈঃ সহিতঃ শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরাশয়ঃ।
অলুব্ধঃ স্থিরগাত্রশ্চ প্রেক্ষ্যকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
আস্তিকো দৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রে সদৈবতে[১]।
এবংবিধো ভবেচ্ছিষ্যঃ ইতরো দুঃখকৃদ্গুরোঃ॥ ইতি॥

চতুর্ভিরাদ্যৈরিতি সুন্দরত্বাদিভিঃ। অন্যান্যপি তল্লক্ষণানি কুলার্ণবাদিতন্ত্রেষু বহুলমুপলভ্যমানানি গ্রন্থগৌরবভয়াৎ নেহ লিখিতানি। শিষ্যপরীক্ষাকালোঽপি তত্রৈব—

একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চবর্ষাণ্যালোচ্য যোগ্যতাম্।
ভক্তিযুক্তান্ গুণাংশ্চাঽপি ক্রমাদ্বর্ণে সমন্বয়ে।
পশ্চাদ্গুরুক্রমেণৈব বদেদ্বিদ্যামনন্যধীঃ॥ ইতি॥

১। স্বদৈবতে ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।

সসঙ্করে, অনুলোমজাতিসহিতে। বর্ণে, ব্রাহ্মণাদিবর্ণেষু ইত্যর্থঃ। একবর্ষং ব্রাহ্মণস্য যোগ্যতাপরীক্ষা, ক্ষত্রিয়াদিষু দ্ব্যাদিসম্বৎসরপরীক্ষা ইত্যর্থঃ।

এবমুক্তান্ততমে কালে উক্তলক্ষণো গুরুঃ উক্তলক্ষণং পরীক্ষ্য শিষ্যং দীক্ষয়েৎ॥

শিষ্যের লক্ষণ

তা এই প্রকার—

পূর্বোক্ত গুরুর লক্ষণের প্রথম চারটি লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ সুন্দর, সুমুখ, স্বচ্ছ, সুলভ, শ্রদ্ধাবান্, সুস্থিরাশয় অর্থাৎ দৃঢ়-অভিপ্রায়যুক্ত, নির্লোভ, স্থিরগাত্র অর্থাৎ শরীর চঞ্চল হয় না। এমন প্রেক্ষ্যকারী অর্থাৎ যে চারদিক্ দেখে শুনে কাজ করে, জিতেন্দ্রিয়, আস্তিক, গুরু মন্ত্র ও দেবতার প্রতি যার দৃঢ় ভক্তি, এরূপ ব্যক্তি শিষ্য হতে পারে। অপর গুরুর দুঃখকারী হয়।

চতুর্ভিরাদ্যৈঃ অর্থ সুন্দরত্ব ইত্যাদি দ্বারা। অন্যান্য শিষ্যলক্ষণ কুলার্ণবাদি-তন্ত্রে অনেক পাওয়া যায়। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে এখানে তা লেখা হল না। পূর্বোক্ত তন্ত্রে শিষ্যের পরীক্ষাকালও নির্দিষ্ট হয়েছে—চতুর্বর্ণের এবং সঙ্করজাতির ভক্তিযুক্ত গুণের দ্বারা যোগ্যতা পরীক্ষা যথাক্রমে এক দুই তিন চার ও পাঁচ বছরে করতে হবে। অনন্যথা গুরু পরে এই ক্রমেই মন্ত্রদান করবেন।

সসঙ্করে মানে অনুলোমজাতিসহ। বর্ণে মানে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণে। এক বৎসর ব্রাহ্মণের যোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে। এই ভাবে দুই বৎসর ধরে ক্ষত্রিয়ের, তিন বৎসর ধরে বৈশ্যের, চার বৎসর ধরে শূদ্রের এবং পাঁচ বৎসর ধরে সঙ্করজাতির যোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে।

এইরূপে উক্ত কালে উক্তলক্ষণ গুরু উক্তলক্ষণ শিষ্যকে পরীক্ষা করে দীক্ষা দেবেন।

গুরুবরণম্

তত্র নির্বর্তিতস্নাননিত্যবিধিঃ সাধকো বাদ্যঘোষপুরস্সরং ব্রাহ্মণৈঃ স্বস্তি বাচয়িত্বা আচম্য প্রাণানায়ম্য দেশকালৌ সঙ্কীর্ত্য শ্রেয়স্কামোঽহং অমুকবিদ্যা-গ্রহণার্থং অমুকগুরোঃ দীক্ষাং গ্রহীষ্যামীতি সঙ্কল্প্য সোপহারো গুরুমুপসৃত্য দণ্ডবৎ প্রণম্য গুরোরাজ্ঞয়া পুনর্দেশকালৌ সঙ্কীর্ত্য অমুকগোত্রোঽমুকশাখাঽধ্যায়ী অমুকশর্মবর্মাদিরহং চতুর্বিধপুরুষার্থসিদ্ধ্যর্থং শ্রেষ্ঠমন্ত্রগ্রহণায় অমুকগোত্রং অমুকশাখাঽধ্যায়িনং অমুকশর্মাণং ত্বাং গুরুত্বেন বৃণে ইতি ক্রমুকাদিনা গুরুং বৃণুয়াৎ॥

গুরুবরণ

সাধক স্নান ও বিহিত নিত্য কর্ম থেকে নিবর্তিত হয়ে অর্থাৎ এসব সমাপন করে এসে বাদ্যধ্বনি করতঃ ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে আচমন ও প্রাণায়াম করতঃ শ্রেয়স্কামী আমি অমুকবিদ্যা গ্রহণের জন্য অমুক গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করব এই সঙ্কল্প করে উপহার সহ গুরুর কাছে গিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করবেন। তারপর গুরুর আজ্ঞানুসারে পুনরায় স্থান ও কালের উল্লেখ করে, অমুকগোত্র অমুকশাখাধ্যায়ী অমুকশর্মা বা অমুকবর্মা আমি চতুর্বিধ-পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য ও স্বীয় ইষ্ট রক্ষণের জন্য অমুকগোত্র অমুকশাখাধ্যায়ী অমুকশর্মা আপনাকে গুরুরূপে বরণ করি, এই বলে সুপারি ইত্যাদি দিয়ে গুরুকে বরণ করবেন।

ক্রমপ্রবর্তনপূর্বকং শিষ্যাহ্বানম্

স চ বৃতোঽস্মীত্যুক্ত্বা সশিষ্যঃ সাময়িকৈঃ সহ গোময়েনোপলিপ্তং রম্ভবল্লী-পুষ্পমালাবিতানাদ্যলঙ্কৃতং মণ্টপং বিবিক্তং দীক্ষাপ্রদেশং আসাদ্য পাদৌ প্রক্ষাল্য আচম্য মণ্টপান্তঃ প্রবিশ্য বক্ষ্যমাণবিধিনা আসনে উপবিশ্য কৃতভূত-শুদ্ধিপ্রাণপ্রতিষ্ঠাকশ্চ বক্ষ্যমাণেন প্রকারেণ গণপতি-ললিতা-শ্যামা-বার্তালী-পরাণাং পঞ্চানামপি দেবতানাং পদার্থানুসময়েন কাণ্ডানুসময়েন বা যাগমন্দির-প্রবেশাদিচক্রপূজান্ত ১, তদাদিবিঘ্নোৎসারণান্ত ২, তদাদিন্যাসান্ত ৩, তদাদি-পাত্রসাদনান্ত ৪, তদাদিলয়াঙ্গপূজান্ত ৫, তদাদ্যাবরণার্চনান্ত ৬, তদাদিহবনান্ত ৭, তদাদিসৌভাগ্যহৃদয়ামর্শনান্ত ৮, তদাদিহবিঃপ্রতিপত্ত্যন্ত ৯, তদাদি-দেবতোবাসনান্ত ১০, তদাদিবিশেষার্ঘ্যবিসর্জনান্তেষু ১১, পদার্থেষু যাগগৃহ-প্রবেশাদিহবনান্তং পদার্থানুসময়েন কাণ্ডানুসময়েন বা ক্রমং প্রবর্ত্য তরুণোল্লাস-বান্ শিষ্যানাহূয় নূতনেন বাসসা তস্য মুখং বদ্ধা গণপত্যাদিমূলমন্ত্রানুচ্চারয়ন্ পাত্রপঞ্চকসামান্যার্ঘ্যোদকবিন্দুভিঃ তমবোক্ষ্য ত্রৈপুরং তত্ত্বসিদ্ধান্তং শ্রাবয়েৎ ॥

ক্রমপ্রবর্তনপূর্বক শিষ্যাহ্বান

গুরু বৃত হলাম এই বলে শিষ্যদের ও সাময়িকদের সঙ্গে রম্ভবল্লী পুষ্পমালা চন্দ্রাতপ ইত্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত মণ্ডপবিশিষ্ট বিবিক্ত দীক্ষাস্থানে এসে পাদ-প্রক্ষালন ও আচমন করবেন। তারপর মণ্ডপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে আসনে উপবিষ্ট হয়ে ভূতশুদ্ধি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতঃ বক্ষ্যমাণ প্রকারে গণপতি ললিতা শ্যামা বার্তালী ও পরা এই পঞ্চ দেবতার পদার্থানু-সময়ে অথবা কাণ্ডানুসময়ে যাগমন্দিরে প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে চক্রপূজা

পর্যন্ত ১, তা থেকে আরম্ভ করে বিঘ্নোৎসারণ পর্যন্ত ২, তা থেকে আরম্ভ করে ন্যাস পর্যন্ত ৩, তা থেকে আরম্ভ করে পাত্রাসাদন পর্যন্ত ৪, তা থেকে আরম্ভ করে লয়াঙ্গপূজা পর্যন্ত ৫, তা থেকে আরম্ভ করে আবরণপূজা পর্যন্ত ৬, তা থেকে আরম্ভ করে হবন পর্যন্ত ৭, তা থেকে আরম্ভ করে সৌভাগ্যহৃদয়-আমর্শন পর্যন্ত ৮, তা থেকে আরম্ভ করে হবিঃপ্রতিপত্তি পর্যন্ত ৯, তা থেকে আরম্ভ করে দেবতার উদ্বাসন পর্যন্ত ১০, তা থেকে আরম্ভ করে বিশেষার্ঘ্য-বিসর্জন পর্যন্ত, এই সব পদার্থ সম্পর্কে যাগমন্দিরে প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে হবন পর্যন্ত পদার্থানুসময়ে অথবা কাণ্ডানুসময়ে ক্রম প্রবর্তন করতঃ তরুণোল্লাস-যুক্ত শিষ্যকে আহ্বান করে, নূতন বস্ত্রের দ্বারা তার মুখবন্ধন করবেন এবং গণ-পতি-আদি-মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে পাত্রপঞ্চকের সামান্য-অর্ঘ্যোদকের বিন্দু দ্বারা তাকে প্রোক্ষণ করে ত্রৈপুরসিদ্ধান্ত শোনাবেন।

ত্রৈপুরসিদ্ধান্তঃ

যথা—পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুবিয়ন্তি ভূতানি পঞ্চ। গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ তন্মাত্রাণি পঞ্চ। উপস্থপায়ুপাদপাণিবাচঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ। ঘ্রাণরসনা-চক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ। রজঃসত্ত্বতমোরূপাণি অহঙ্কারবুদ্ধি-মনাংসি অন্তঃকরণবৃত্তিত্রয়ম্। প্রকৃতিগুর্ণসাম্যরূপা। চিন্ময় পুরুষো জীবঃ। পরমশিবগতাঃ স্বতন্ত্রতা-নিত্যতা-নিত্যতৃপ্ততা-সর্বকর্তৃত্বতা-সর্বজ্ঞতাহহখ্যা ধর্মা এব সঙ্কুচিতাঃ সন্তো জীবে ক্রমাৎ নিয়তি-কাল-রাগ-কলাহবিদ্যাশব্দবাচ্যা ভবন্তি। মায়া জগৎপরমশিবয়োঃ ভেদবুদ্ধিঃ। শুদ্ধবিদ্যা তয়োরভেদধীঃ। জগদিদন্তয়া পশ্যন্ পরমশিব ঈশ্বরঃ। তদহন্তয়া পশ্যন্ স এব সদাশিবঃ। শক্তিঃ পরমশিবস্য জগৎসিসৃক্ষা। তদ্বান্ স এব তত্ত্বেষু প্রথমতত্ত্বরূপঃ শিবঃ। ইতি ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মেব এতদ্দর্শনপ্রমেয়জাতম্। এতদাত্মকং বিশ্বমেব পরমশিবশরীরম্। প্রাগুক্তনিয়ত্যাদিতত্ত্বপঞ্চকাখ্যাপরপর্যায়েণ লীলাস্বীকৃতেন কঞ্চুকেন আবৃতস্বরূপ ঈশ্বর এব জীবঃ। তদ্বিনির্মুক্তঃ পরমশিবঃ। স্বস্বরূপাববোধঃ পুরুষার্থঃ[১]।

ত্রৈপুরসিদ্ধান্ত

যথা—পৃথিবী অপ্ তেজঃ বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত। গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র। উপস্থ পায়ু পাদ পাণি ও বাক্ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়।

১। স্বতন্ত্রাদিনা সঙ্কুচা স্বীকৃতেন আবৃতস্বরূপঃ শিব এব মায়য়া সঙ্কোচকল্পিতঃ স এব জীবঃ ইত্যধিক পাঠো দৃশ্যতে গ্রন্থান্তরে।

ঘ্রাণ অর্থাৎ নাসিকা রসনা চক্ষু ত্বক্ ও শ্রোত্র এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। রজোগুণরূপ অহংকার, সত্ত্বগুণরূপ বুদ্ধি ও তমোগুণরূপ মন এই তিন অন্তঃকরণবৃত্তি। ত্রিগুণসাম্যরূপা প্রকৃতি। চিত্ত বা জীবরূপ পুরুষ। পরমশিবগত স্বতন্ত্রতা নিত্যতা নিত্যতৃপ্ততা সর্বকর্তৃত্বতা সর্বজ্ঞতা নামক ধর্ম জীবে সঙ্কুচিত হয়ে যথাক্রমে নিয়তি কাল রাগ কলা ও অবিদ্যা শব্দে আখ্যাত হয়। জগৎ ও পরমশিবের মধ্যে ভেদবুদ্ধির নাম মায়া। উভয়ের মধ্যে অভেদবুদ্ধির নাম শুদ্ধবিদ্যা। জগৎকে ইদং-রূপে দর্শনকারী পরমশিবের নাম ঈশ্বর। তিনিই যখন জগৎকে অহং-রূপে দর্শন করেন তখন তাঁকে বলা হয় সদাশিব। পরম শিবের জগৎসৃষ্টির ইচ্ছার নাম শক্তি। এই শক্তিযুক্ত পরমশিব তত্ত্বসমূহের প্রথম তত্ত্ব শিব। এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বই ত্রৈপুর দর্শনের প্রমেয়। ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বাত্মক বিশ্ব পরমশিবের শরীর। ঈশ্বর যখন লীলা স্বীকার করে নিয়তি কাল রাগ কলা ও অবিদ্যা এই পূর্বোক্ত তত্ত্বপঞ্চকরূপ কঞ্চুকের দ্বারা নিজ স্বরূপ আবৃত করেন তখন তিনিই হন জীব। উক্ত কঞ্চুকমুক্ত জীব পরমশিব। স্বীয় স্বরূপের অববোধ পুরুষার্থ।

মন্ত্রোপাসনম্

শব্দাঃ বর্ণাত্মকা নিত্যাশ্চ। মন্ত্রাণামচিন্ত্যং সামর্থ্যম্। স্বগুরুপরম্পরোপদেশৈকগম্যধর্মরূপেণ সম্প্রদায়েন গুরুশাস্ত্রদেবতাসু বিশ্বাসেন চ সর্বাঃ সিদ্ধয়ঃ। এতচ্ছাস্ত্রপ্রামাণ্যং বিশ্বাসৈকসমধিগম্যম্। গুরুমন্ত্রদেবতাঽঽত্মনাং শ্রীগুরুক্তপথেন ঐক্যবিভাবনাৎ মনঃপবনয়োঃ একযত্ননিরোদ্ধব্যত্বজ্ঞানাচ্চ প্রত্যগাত্মবেদনম্। স্বরূপানন্দাভিব্যঞ্জকৈঃ পঞ্চমকারৈঃ অচর্নমুপহ্বরে। প্রাকট্যান্নিরয়ঃ। ভাবনাদার্ঢ্যাৎ নিগ্রহানুগ্রহসামর্থ্যলাভঃ॥

মন্ত্রোপাসনা

বর্ণাত্মক সব শব্দ নিত্য। মন্ত্রসমূহের অন্য পদার্থের অসদৃশ সামর্থ্য আছে। একমাত্র স্বগুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত উপদেশলভ্য ধর্মরূপ যে-সম্প্রদায় তদনুসারে গুরু-শাস্ত্র ও দেবতার প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা সব সিদ্ধিলাভ হয়। একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা এই শাস্ত্রের প্রামাণ্য অধিগম্য। গুরুকথিত পথে গুরু মন্ত্র দেবতা ও আত্মার ঐক্যভাবনা এবং একই প্রয়াসের দ্বারা মন ও পবনের নিরোধ-সাধ্যতার জ্ঞান থেকে প্রত্যগাত্মার অনুভব হয়। স্বরূপানন্দের অভিব্যঞ্জক পঞ্চমকার। তা দ্বারা গোপনে অর্চনা করবে। এটি প্রকাশ করলে নরক। পূর্বোক্ত ভাবনার দৃঢ়তা থেকে নিগ্রহ ও অনুগ্রহের সামর্থ্যলাভ হয়।

উপাসকধর্মাঃ

দর্শনান্তরাণামনিন্দনম্। স্বোপাস্যদেবতান্তরে ক্বাপি মহত্ত্ববুদ্ধ্যভাবঃ। সচ্ছিষ্য এব রহস্যপ্রকাশনম্। সদা স্বোপাস্যমন্ত্রার্থানুসন্ধানম্। সততং শিবোঽহমিতি ভাবনম্। কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্যাণাং অবিহিতহিংসায়াশ্চৌর্যস্য জনবিরোধস্য স্ত্রিয়া বিদ্বেষস্য বিদ্বিষ্টস্য চ বর্জনম্। সর্বজ্ঞস্যৈকস্য গুরোঃ উপাস্তিঃ। গুরুবাক্যশাস্ত্রাদৌ সর্বত্রাসংশয়ঃ। স্বৈকোপভোগবুদ্ধ্যা ধনাদ্যনার্জনম্। ফলমনভিসন্ধায় কর্মাচরণম্। আলাপঃ স্ববর্ণাশ্রমোক্তানাং নিত্যানাং কর্মণাম্। স্বপঞ্চকস্যালাভেঽপি নিত্যসপর্যানির্বর্তনম্। বৈধানুষ্ঠানে সর্বতো নির্ভয়তা॥

উপাসকধর্ম

অন্য দর্শনের নিন্দা করা উচিত নয়। নিজের উপাস্য দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার প্রতি মহত্ত্ববুদ্ধি থাকবে না অর্থাৎ নিজের উপাস্য দেবতার চেয়ে অন্য দেবতা শ্রেষ্ঠ এরূপ মনে করতে নেই। সৎশিষ্যের কাছে রহস্য অর্থাৎ স্বসিদ্ধান্তরূপ আত্মরহস্য প্রকাশ করা কর্তব্য। সর্বদা স্বীয় উপাস্য মন্ত্রের প্রতিপাদিত অর্থের অনুসন্ধান করা উচিত। সর্বদা 'আমি শিব' এই ভাবনা করবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, অবিহিত হিংসা, চৌর্য, জনবিরোধ, নারীবিদ্বেষ এবং লোকবিদ্বিষ্ট বস্তু বর্জন করা উচিত। সর্বজ্ঞ একজন গুরুর উপাসনা কর্তব্য। গুরুবাক্য ও শাস্ত্রে সর্বত্র সংশয়হীনতা থাকবে। একমাত্র নিজের ভোগবুদ্ধিতে ধনোপার্জন করা উচিত নয়। ফলের উদ্দেশ না করে কর্মাচরণ করা কর্তব্য। স্বীয় বর্ণাশ্রম-বিহিত নিত্য কর্ম লোপ করা উচিত নয়। পঞ্চমকারের অভাব হলেও নিত্যসপর্যা অর্থাৎ নিত্যপূজা সম্পন্ন করা বন্ধ হবে না। বৈধ কর্মানুষ্ঠানে সর্বপ্রকারে নির্ভয়তা অবলম্বন করতে হবে।

সর্বসারভূতো ধর্মঃ

বৃত্তিভিঃ বেদ্যং সর্বং হবিঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেব স্রুচঃ। সঙ্কোচেন স্বাত্মস্থিতাঃ সর্বজ্ঞত্বসর্বকর্তৃত্বাদয়ঃ পরমশিবশক্তয় এব জ্বালাঃ। স্বাত্মশিব এব পাবকঃ। স্বয়মেব হোতা। নির্গুণবুদ্ধ্যাপরোক্ষ্যং ফলম্। স্বপারমার্থিকস্বরূপালাভান্ন পরং বিদ্যতে।

সেয়মেতচ্ছাস্ত্রমর্যাদা॥

সর্বসারভূত ধর্ম

ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা বেদ্য সমস্তই হবিঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত পদার্থই হবিঃ। ইন্দ্রিয়গুলি স্রুক্। জীবগত পরমশিবের সঙ্কুচিত সর্বজ্ঞত্ব-সর্বকর্তৃত্বাদিশক্তিসমূহই

অগ্নিশিখা। জীবাত্মরূপী পরমশিবই অগ্নি। স্বয়ং জীবই হোতা। হোমের ফল নির্গুণব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান। স্বীয় পারমার্থিক স্বরূপ লাভের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই।[১]

এই শাস্ত্রের এইটি মর্যাদা।

দীক্ষাঽঽবশ্যকত্বম্

বেশ্যা ইব প্রকটা বেদাদয়ো বিদ্যাঃ। সর্বেষু দর্শনেষু গুপ্তেয়ং বিদ্যা। তত্র সর্বথা মতিমান্ দীক্ষেতেতি।

দীক্ষার আবশ্যকতা

বেদাদি বিদ্যা বেশ্যার মতো প্রকট মানে সুলভ। সকল দর্শনের মধ্যে এই বিদ্যা গুপ্ত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্বথা এই বিদ্যায় অর্থাৎ শ্রীবিদ্যায় দীক্ষিত হবে।

শাম্ভবী দীক্ষা

অথ শিষ্যস্য শিরসি কামেশ্বরীকামেশ্বরয়োঃ রক্তশুক্লাখ্যচরণন্যাসং ভাবয়িত্বা তদমৃতক্ষরণেন তস্য বাহ্যমাভ্যন্তরং চ মলং দূরীকুর্যাৎ। এষা চরণবিন্যাসরূপা শাম্ভবী দীক্ষা।।

শাম্ভবী দীক্ষা

শিষ্যের শিরে কামেশ্বরী ও কামেশ্বরের রক্ত ও শুক্ল-চরণের[২] বিন্যাস ভাবনা করে, তা থেকে ক্ষরিত অমৃতের দ্বারা গুরু শিষ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তর মল দূরীভূত করবেন। এটি চরণবিন্যাসরূপা শাম্ভবী দীক্ষা।

১। এই 'সর্বসারভূত ধর্ম' সম্পর্কে সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাটি মনোজ্ঞ—"সহস্রারস্থিত পরমশিব বা পরমাত্মাই হৃৎপুণ্ডরীকে জীবরূপে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক সমাহৃত বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন। এই পরমাত্মাকে বহ্নি এবং সঙ্কুচিত স্বতন্ত্রতাশক্তি অর্থাৎ নিয়তি, সঙ্কুচিত নিত্যতাশক্তি অর্থাৎ কাল, সঙ্কুচিত নিত্যতৃপ্ততাশক্তি অর্থাৎ রাগ [অনুরাগ], সঙ্কুচিত সর্বকর্তৃতাশক্তি অর্থাৎ কলা, সঙ্কুচিত সর্বজ্ঞতাশক্তি অর্থাৎ অবিদ্যা, এই পাঁচটি শক্তিকে সেই বহ্নির শিখা কল্পনা করিয়া, সেই বহ্নিতে ইন্দ্রিয়রূপ স্রুক্ দ্বারা আহৃত বিষয়রূপ হবিঃ আহুতি প্রদান করিবে। ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করা হয়, তাহা জীবাত্মরূপ পরমশিবে আহুতি প্রদানমাত্র, আত্মসুখের জন্য নহে, এইরূপ সর্বদা ভাবনা করিতে হইবে। যে দ্রব্য বহ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয় তাহার নাম হবিঃ। যাহাতে হবিঃ রাখিয়া আহুতি প্রদান করা হয়, তাহার নাম স্রুক্।"—কৌলমার্গ-রহস্য, পৃঃ ২৪৬, পাদটীকা।

২। কামেশ্বরী শ্রীবিদ্যা আর কামেশ্বর শ্রীবিদ্যার ভৈরব। কামেশ্বরী রজঃস্বভাবা বলে তাঁর রক্তচরণ আর কামেশ্বর সত্ত্বস্বভাব বলে তাঁর শুক্লচরণ।

শাক্তী দীক্ষা

অথ শিষ্যস্যামূলাধারং আ চ ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রজ্বলন্তীং জ্বলদনলনিভাং পরচিদ্রূপাং প্রকাশলহরীং ধ্যাত্বা তৎকিরণৈঃ তস্য পাপপাশান্ দহেৎ। ইয়ং শক্তিপ্রবেশনরূপা শাক্তী দীক্ষা দ্বিতীয়া ॥

শাক্তী দীক্ষা

শিষ্যের মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রদীপ্তা প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্যা পরচিদ্রূপিণী প্রকাশলহরী বিরাজমানা এরূপ ধ্যান করে গুরু সেই প্রকাশলহরীর কিরণের দ্বারা শিষ্যের পাপপাশ দগ্ধ করবেন। এটি শক্তিপ্রবেশরূপা শাক্তী দীক্ষা। এ দ্বিতীয়া দীক্ষা।

মান্ত্রী দীক্ষা

ততঃ শুণ্ঠী-মরীচি-পিপ্পলী-হরীতকী-ধাত্রীফল-বিভীতকদ্বয়েলা-লবঙ্গ-পত্র-নাগকেসর-তক্কোল-মদয়ন্তী-সহদেবীসংজ্ঞানাং ত্রয়োদশানাং বস্তূনাং চূর্ণমিশ্রেণ দূর্বাভস্মভ্যাং গজাশ্বশালাচতুষ্পথবল্মীকনদীসঙ্গমহ্রদগোষ্ঠসমানীতাভিঃ সপ্তভিঃ মৃত্তিকাভিশ্চ উপেতেন চন্দনকাশ্মীরগোরোচনকর্পূরৈঃ চতুর্ভিঃ সুরভিতেন শুচিনা জলেন পূর্ণং নবীনবাসোযুগবেষ্টিতং ঈশানতঃ শালিতণ্ডুলপুঞ্জোপরি নিহিতং নূতনং কলশং আগ্নেয়াদিবিদিক্ষু মধ্যে প্রাগাদিদিক্ষু চ বালাষড়ঙ্গেন অভ্যর্চ্য তদন্তর্ললিতাশ্যামাবারাহীণাং চক্রাণি বিনিক্ষিপ্য তত্র পুনঃ তাস্তিস্রো দেবতাঃ ত্রিঃ তত্তন্মূলেন তত্তদাবরণানি চ তত্তন্মন্ত্রৈঃ সমভ্যর্চ্য কুম্ভমন্ত্রমন্ত্রেণ সংরক্ষ্য প্রদর্শ্য ধেনুযোনিমুদ্রে চক্রাণি যথাস্থানমবস্থাপয়েৎ ॥

ততঃ সক্ষীরেণ সিন্দূরকুঙ্কুমাদিনা চন্দনাদিপীঠে মাতৃকাযন্ত্রং বিলিখ্য তত্র শিষ্যং নিবেশ্য তেন কুম্ভাম্ভসা ললিতাশ্যামাবার্তালীমূলবিদ্যাভিঃ স্নপয়েৎ। মাতৃকাযন্ত্রং তু—

> ব্যোমেন্দোরসনার্ণকর্ণিকমচাং দ্বন্দ্বৈঃ স্ফুরৎকেসরং
> পত্রান্তর্গতপঞ্চবর্গযশলার্ণাদিত্রিবর্গং ক্রমাৎ।
> আশাস্বশ্রিষু লান্তলাঙ্গলিযুজা ক্ষোণীপুরেণাবৃতং
> বর্ণাব্জং শিরসি স্থিতং বিষগদপ্রধ্বংসি মৃত্যুঞ্জয়ম্ ॥ ইতি ॥

অস্যার্থঃ—ব্যোম হকারঃ ইন্দুঃ সকারঃ। ঔ ইতি রূপম্। রসনার্ণঃ বিসর্গঃ এতৎপিণ্ডঃ কর্ণিকায়াং যস্য তথোক্তম্। ক্রমাৎ প্রাচ্যাদিত ইত্যর্থঃ। অচাং অকারাদিবিসর্গান্তানাং ষোড়শানাং স্বরাণাম্। দ্বন্দ্বৈঃ অং আং ইত্যাদিভিঃ। লিখিতৈরিতি শেষঃ। স্ফুরন্তঃ কেসরা দলদ্বয়মধ্যভাগাঃ অষ্টৌ যস্য তৎ

তথোক্তম্। পত্রাণাং দলানাং অন্তঃ অভ্যন্তরে গতাঃ লিখিতাঃ পঞ্চবর্গাঃ কচটতপাদীনি পঞ্চপঞ্চাক্ষরাণি যশলার্ণাদয়ঃ যাদিবান্তশাদিহান্তলক্ষাত্মিকাঃ ত্রিবর্গাঃ যস্য তত্তথোক্তম্। আশাসু প্রাচ্যাদিষু অশ্রিষু আগ্নেয়াদিকোণেষু চ ক্রমাৎ লান্তেন বকারেণ লাঙ্গলিনা ঠকারেণ যুক্তত ইতি তথোক্তেন ক্ষোণীপুরেণ চতুরস্রেণ আবৃতম্। বর্ণাব্জং মাতৃকাপদ্মম্। শিরসি স্থিতং ভাবিতং সদিতি শেষঃ। বিষগদপ্রধ্বংসি বিষরোগয়োঃ প্রধ্বংসনশীলম্। অন্ততো মৃত্যুঞ্জয়ং চ ভবতীত্যর্থঃ॥

এতল্লেখনপ্রকারো যথা—চতুরস্রালঙ্কৃতং সকেসরমষ্টদলকমলং বিলিখ্য তৎকর্ণিকায়াং হকারসকারৌকারবিসর্গাত্মকং বীজং, তৎকেসরেষু প্রাচ্যাদিত অকারাদিস্বরদ্বন্দ্বং, দলোদরেষু কচটতপযশলাখ্যবর্গাষ্টকং, চতুরস্রস্য বাহ্যতঃ প্রাগাদিদিক্ষু বকারং আগ্নেয়াদিবিদিক্ষু ঠবর্ণং চ লিখেৎ। সর্বেষামক্ষরাণাং সবিন্দুকত্বং সম্প্রদায়াদিতি॥

ততঃ পরিহিতহকূলং সুরভিলচন্দনানুলিপ্তাঙ্গং মল্লিকাঽঽদিমাল্যধারিণং সুপ্রসন্নং শিষ্যং পার্শ্বে নিবেশ্য বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ তদঙ্গেষু অকারাদিক্ষকারান্তৈক-পঞ্চাশন্মাতৃকান্যাসং বিধায় বিমুক্তমুখবন্ধনবাসসঃ তস্য হস্তে ক্রমাৎ ত্রীন্ প্রথম-সিক্তান্ চন্দনোক্ষিতান্ দ্বিতীয়খণ্ডান্ পুষ্পখণ্ডাংশ্চ বিনিক্ষিপ্য বক্ষ্যমাণৈঃ তত্ত্বমন্ত্রৈঃ গ্রাসয়িত্বা গুরুঃ তস্য [1]দক্ষিণকর্ণে ললিতাক্রমে বক্ষ্যমাণং শ্রীবিদ্যা-গুরুপাদুকামন্ত্রমুপদিশ্য বালামুপদিশেৎ। তত্র অমুকপদস্থানে যস্য যশক্তেশ্চ দীক্ষানাম্নোরূহঃ॥

স্ত্রীণাং তু বাগ্দীক্ষৈব বিহিতা নান্যেতি তন্ত্রসারে স্থিতম্। বাগ্দীক্ষা মন্ত্রোপদেশঃ॥

এষা মান্ত্রী দীক্ষা॥

মান্ত্রী দীক্ষা

শুঁঠ, গোলমরীচ, পিপুল, হরিতকী, আমলকী, বহেড়ার ছাল, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা, নাগকেশর, তক্কোল[2], মদয়ন্তী ও সহদেবী[3] নামক ত্রয়োদশ বস্তুর চূর্ণমিশ্রিত দূর্বাভস্ম এবং হাতিশাল, ঘোড়াশাল, চতুষ্পথ, বল্মীক,

১। "দক্ষিণকর্ণে দশমখণ্ডোক্তত্রিতারীবালাপূর্বকং আত্মনঃ পাদুকামন্ত্রমুপদিশ্য বালামুপদিশেৎ" ইত্যপি পাঠান্তরম্ দৃশ্যতে।

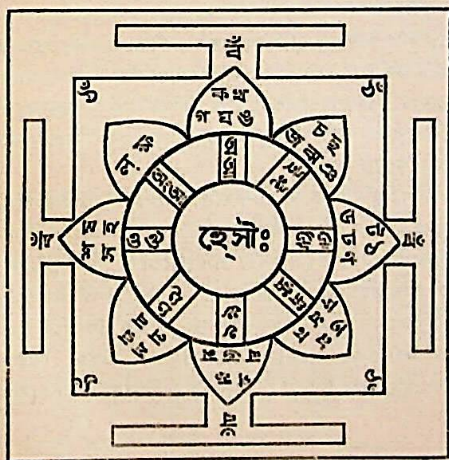
২। পানের সঙ্গে খাওয়ার গোলমরীচের মতো একটি বস্তু। এটি শীতের উপচারে লাগে।

৩। কবিরাজিতে ব্যবহৃত দুটি প্রসিদ্ধ বনৌষধি মদয়ন্তী ও সহদেবী।

নদীসঙ্গম, হ্রদ ও গোষ্ঠ এই সপ্ত স্থান থেকে আনীত সপ্ত মৃত্তিকা,—এই-সব যুক্ত আর চন্দন কুঙ্কুম গোরচনা ও কর্পূর এই চার গন্ধদ্রব্যের দ্বারা সুবাসিত পবিত্র জলে পূর্ণ কলশ নূতন দুখানি কাপড় দিয়ে বেষ্টন করে ঈশানকোণে রক্ষিত শালিতণ্ডুলরাশির উপর স্থাপন করতে হবে। তারপর অগ্নিকোণ থেকে আরম্ভ করে চতুষ্কোণে, মধ্যে এবং পূর্বদিক্ থেকে আরম্ভ করে চতুর্দিকে ষড়ঙ্গবালামন্ত্রের দ্বারা কলসের পূজা করে কলসের জলে ললিতা শ্যামা ও বারাহীর চক্র স্থাপন করতে হবে এবং সেখানে আবার সেই তিনজন দেবতাকে তাঁদের স্ব স্ব মূলমন্ত্রে এবং তাঁদের আবরণসমূহকে সেই সেই আবরণমন্ত্রে পূজা করতে হবে। অতঃপর অস্ত্রমন্ত্রে কুম্ভকে রক্ষণ করে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ চক্রগুলি যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে।

তারপর সক্ষীর[১] সিন্দূর কুঙ্কুমাদি দ্বারা চন্দনাদিকাষ্ঠনির্মিত পীঠে মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কিত করে তার উপরে শিষ্যকে বসিয়ে ললিতা শ্যামা ও বারাহীর মন্ত্রে পূর্বোক্ত কলসের জলের দ্বারা স্নান করাতে হবে।

মাতৃকাযন্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে—কর্ণিকার মধ্যে হ্সৌঃ লিখতে হবে; পূর্বদিক্-ক্রমে অষ্ট কেসরে লিখতে হবে অ থেকে বিসর্গ পর্যন্ত ষোলটি স্বরবর্ণের



আটটি জোড়; অষ্টদলে লিখতে হবে পূর্বাদি-ক্রমে কাদি পঞ্চ বর্গ আর যাদি

১। সক্ষীর অর্থ আকন্দাদি বিহিত ক্ষীরিবৃক্ষের আটাযুক্ত।

শাদি ও লক্ষ এই তিন বর্গ ; পূর্বাদি দিকে ব এবং অগ্নি-আদি কোণে ঠ লিখতে হবে। মস্তকে এই মাতৃকাপদ্মের ভাবনা করলে তা বিষ-ও রোগ-নাশকারী এবং মৃত্যুঞ্জয় হয়।

উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ—ব্যোম হ, ইন্দুঃ স, ঔ, রসনার্ণঃ বিসর্গ, এর পিণ্ড যার কর্ণিকার মধ্যে সে রকম। ক্রমাৎ অর্থ পূর্বদিক্‌ক্রমে। অচাং মানে অকারাদি-বিসর্গান্ত ষোড়শ স্বরের। দ্বন্দ্বৈঃ মানে অং আং এরূপ জোড়ার দ্বারা অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় লিখতে হবে। স্ফুরৎকেসরং মানে যার অষ্টদলমধ্যভাগ প্রকাশমান এরূপ। পত্রান্তর্গতাঃ মানে দলের অভ্যন্তরে লিখিত পঞ্চবর্গাঃ। কচটতপাদি পাঁচ পাঁচটি অক্ষরের এক এক বর্গ মিলে পঞ্চবর্গ। যশলার্ণাদি ত্রিবর্গং বলতে বুঝায় য থেকে ব, শ থেকে হ এবং লক্ষ এই তিনবর্গ। আশাসু মানে প্রাচ্যাদি দিকে, অশ্রিষু মানে অগ্নি-আদি-কোণে ; যথাক্রমে, লান্ত মানে ব এবং লাঙ্গলী মানে ঠ লিখতে হবে। ক্ষোণীপুরেণাবৃতং মানে ভূপুরের অর্থাৎ চতুরস্রের দ্বারা আবৃত। বর্ণাব্জং মানে মাতৃকাপদ্ম। এটি মস্তকে অবস্থিত এরূপ ভাবনা করতে হবে। বিষগদপ্রধ্বংসি মানে বিষ-ও রোগ-ধ্বংস-কারী। এবং শেষে মৃত্যুঞ্জয় হয়।

মাতৃকাযন্ত্রের লেখনপ্রকার—চতুরস্রের দ্বারা অলঙ্কৃত অষ্টকেসরযুক্ত অষ্টদলপদ্ম লিখে তার কর্ণিকার মধ্যে হ্‌সৌঃ এই বীজ লিখতে হবে। কেসরে পূর্বদিক্‌ক্রমে অকারাদি স্বরবর্ণের একেকটি জোড়া লিখতে হবে আর দলের মধ্যে উক্তক্রমে কচটতপযশলাদি অষ্টবর্গ লিখতে হবে। চতুরস্রের বাহ্যতঃ পূর্বাদি-দিকে ব এবং আগ্নেয়াদি কোণে ঠ লিখতে হবে। সম্প্রদায়মতে এই সমস্ত অক্ষর বিন্দুযুক্ত হবে।

তারপর পট্টবস্ত্রপরিহিত, সুরভি-চন্দনে লিপ্তাঙ্গ, মল্লিকাদির মালাধারণ-কারী সুপ্রসন্ন শিষ্যকে পাশে বসিয়ে গুরু বক্ষ্যমাণ প্রকারে তার অঙ্গে অকারাদিক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকার ন্যাস করবেন এবং তার মুখের কাপড়ের বাঁধন খুলে তার হাতে তিন প্রথমসিক্ত, চন্দনোক্ষিত দ্বিতীয়খণ্ড ও পুষ্পখণ্ড দেবেন এবং বক্ষ্যমাণ তত্ত্বমন্ত্রে[১] তা ভক্ষণ করিয়ে তার দক্ষিণকর্ণে ললিতাক্রমে বক্ষ্যমাণ শ্রীবিদ্যা ও গুরু-পাদুকামন্ত্র দিয়ে বালামন্ত্র দেবেন। বিহিত মন্ত্রের অমুকপদের স্থলে গুরুর নিজের ও নিজশক্তির দীক্ষাকালে প্রাপ্ত নাম বলতে হবে।

১। আত্মতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা, শিবতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা—এই তিনটি তত্ত্বমন্ত্র এখানে উদ্দিষ্ট।

তন্ত্রসারে বলা হয়েছে স্ত্রীলোকের শুধু বাগ্‌দীক্ষা হবে, অন্য দীক্ষা নয়। বাগ্‌দীক্ষা অর্থ মন্ত্রোপদেশ। এই হল মান্ত্রী দীক্ষা।

দীক্ষাত্রয়ে মুখ্যগৌণপক্ষৌ

ইথমুক্তং দীক্ষাত্রয়ং একপ্রয়োগেণ একস্মিন্নেব কালে দদ্যাদিতি মুখ্যপক্ষঃ, 'সর্বাশ্চ কুর্যাৎ' ইতি সূত্রাৎ। কতিপয়কালব্যবধানেন ক্রমাদেকামেকামেব বেতি তু গৌণঃ, 'একৈকাং বেত্যেকে' ইতি সূত্রাৎ।

দীক্ষাত্রয়ে মুখ্য গৌণ পক্ষ

এই প্রকারে কথিত দীক্ষাত্রয় গুরু 'সর্বাশ্চ কুর্যাৎ' এই সূত্র (পরশুরামকল্পসূত্র ১।৩২) অনুসারে একই সময়ে এক প্রয়োগে দেবেন এটি মুখ্য পক্ষ। 'একৈকাং বেত্যেকে' (পরশুরামকল্পসূত্র ১।৩৩) এই সূত্রানুসারে কিছুকালের ব্যবধান দিয়ে দিয়ে একেক করে দীক্ষা দেবেন—এটি গৌণ পক্ষ।

ইষ্টমন্ত্রদানম্

এবং ইদং দীক্ষাত্রয়ং নির্বর্ত্য পশ্চাৎ তস্মৈ ইষ্টং মন্ত্রং দদ্যাৎ। ততো গুরুঃ শিষ্যশিরসি স্বচরণৌ নিবেশ্য ইষ্টমন্ত্রক্রমোপযুক্তান্ সর্বান্ অঙ্গমন্ত্রান্ তস্মিন্নেব কালে ক্রমেণ বা যথাঽধিকারমুপদিশ্য স্বাঙ্গেষু কিমপ্যঙ্গং শিষ্যং স্পর্শয়িত্বা তদঙ্গমাতৃকাক্ষরাদিং দ্ব্যক্ষরং ত্র্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা আনন্দনাথশব্দান্তং তস্য নাম কৃত্বা দশমখণ্ডোক্তানাচারাননুশিষ্যাৎ।

ইষ্টমন্ত্রদান

এই প্রকারে গুরু এই দীক্ষাত্রয় সমাপন করে তারপর শিষ্যকে ইষ্টমন্ত্র প্রদান করবেন। অতঃপর গুরু শিষ্যের মস্তকে স্বীয় চরণদ্বয় স্থাপন করে ইষ্টমন্ত্রক্রমোপযোগী সব অঙ্গমন্ত্র সেই সময়েই অথবা ক্রমে ক্রমে শিষ্যকে তার যথাধিকার উপদেশ দেবেন। এবার গুরু নিজের কোনো অঙ্গ শিষ্যের দ্বারা স্পর্শ করাবেন। শিষ্য যে-অঙ্গ স্পর্শ করবে সেখানে মাতৃকান্যাসের বেলা যে-অক্ষর ন্যাস করা হয় সেই-অক্ষরকে আদি অক্ষর ধরে দুই অক্ষর তিন অক্ষর বা চার অক্ষরের একটি নাম স্থির করে তার সঙ্গে আনন্দনাথ যোগ করতঃ যে-নামটি পাবেন শিষ্যকে সেই নাম দেবেন[১] এবং তাকে পরশুরামকল্পসূত্রের দশমখণ্ডে বিবৃত আচার উপদেশ করবেন।

১। দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্র ১।৪০

সময়াচারানুশাসনম্‌

যথা—ব্যবহারং দেশং চ স্বস্য স্বাস্থ্যবলসহায়বয়াংসি চ প্রবিচার্যৈব পঞ্চমঃ স্বীকর্তব্যঃ। সর্বৈঃ প্রাণিভিঃ অবিরোদ্ধব্যম্‌। উপাসনাপরিপন্থিনো বিনিগ্রহীতব্যাঃ। আশ্রিতা অনুগ্রহীতব্যাঃ। স্বগুরুবৎ গুরোঃ পুত্রে কলত্রে জ্যেষ্ঠাদিষু চ বর্তিতব্যম্‌। মকারত্রিতয়ে ইতিকর্তব্যতা গুরুশাস্ত্রসম্প্রদায়তো জ্ঞাতব্যা। সর্বস্মিন্‌ বিষয়ে বচনপূর্বকমেব প্রবর্তিতব্যম্‌। দশ কুলবৃক্ষাঃ ন ছেত্তব্যাঃ। তে চ—

শ্লেষ্মাতককরঞ্জাক্ষনিম্বাশ্বত্থকদম্বকাঃ।
বিল্বো বটোদুম্বরৌ চ তিন্ত্রিণী চ দশ স্মৃতাঃ ॥

স্ত্রীবৃন্দক্ষীরকলশসিদ্ধলিঙ্গিবিধিক্রীড়াকুলকুমারীকুলসহকারাশোকৈকতরু-পিতৃবনমত্তবারাঙ্গনারক্তাংশুকামত্তেভান্‌ দৃষ্ট্বা বন্দিতব্যম্‌। কৃষ্ণাষ্টমীকৃষ্ণ-চতুর্দশীদর্শপূর্ণিমাসঙ্‌ক্রমণাখ্যেষু পঞ্চপর্বসু বিশেষতো নৈমিত্তিকী বরিবস্যা কর্তব্যা। সাধকস্য আরম্ভ-তরুণ-যৌবন-প্রৌঢ়-তদন্তোন্মনানবস্থাঽঽখ্যেষু সপ্তসু উল্লাসেষু প্রৌঢ়োল্লাসান্তমেব হবিঃপ্রতিপত্তিঃ। সময়াচারাংশ্চ প্রবর্তেরন্‌। ততঃ পরাং দশাং প্রাপ্তানাং স্বৈরচারিত্বম্‌। তত্র তাদৃশো বীর ইতি ব্যবহ্রিয়তে। বীরব্যবহারেষু অন্যথাসম্ভাবনয়া অধঃ পতেৎ। অতঃ তথা নাচরেৎ। রক্তায়াস্ত্যাগং, বিরক্তায়া হঠাদাক্রমণং, উদাসীনায়া ধনাদিনা প্রলোভনং চ বর্জয়েৎ। করুণাশঙ্কাভয়লজ্জাজুগুপ্সাকুলজাত্যভিমানশীলানি ক্রমেণ ত্যজেৎ। নিহিতহিংসাঽঽদৌ করুণাঽঽদীনাং প্রাতিকূল্যেন তত্ত্যাগ উক্ত ইতি ভাবঃ। গুরুপরমগুর্বোঃ সমাগমনে প্রথমং পরমগুরুং প্রণমেৎ। তদগ্রে গুর্বনুমত্যা তন্নতিং কলয়েৎ। পূজ্যেষু ন পরাঙ্‌মুখো ভবেৎ। মুখ্যতয়া স্বপ্রকাশমাত্মানং অনুসন্দধ্যাৎ। শরীরং অর্থং অসূংশ্চ গুর্বর্থে ধারয়েৎ। তদুক্তং কুর্যাৎ। তদ্বচসি যুক্তাযুক্তং ন বিচারয়েৎ। সর্বত্র ব্যবস্থাং তন্যাৎ। সত্যং বদেৎ। পরধনং ন স্পৃহয়েৎ। আত্মস্তুতিং পরনিন্দাং মর্মস্পৃগ্বচনং পরিহাসং ধিক্কারমাক্রোশং ত্রাসোৎপাদনং চ ন বিদধ্যাৎ। সর্বপ্রযত্নেন পরদেবতাঽঽরাধনদ্বারা পূর্ণজ্ঞানাত্মকং ব্রহ্মভাবমভিলষেৎ। এতানন্যাংশ্চ মন্বাদিভিরুক্তান্‌ এতদবিরুদ্ধান্‌ আচারান্‌ অঙ্গীকুর্যাৎ ॥

সময়াচারানুশাসন

যথা—নিজের ব্যবহার, দেশ, শক্তি, সহায় এবং বয়স বিচার করে পঞ্চ-

মকার[১] সেবন করতে হবে। সব প্রাণীর সহিত অবিরোধ হবে[২] অর্থাৎ কোনো প্রাণীর সহিত বিরোধ করতে নেই। যারা উপাসনার পরিপন্থী তাদের নিগ্রহ করতে হবে[৩]। নিজের আশ্রিত ব্যক্তিদের অনুগ্রহ করতে হবে[৪]। গুরুর পুত্র কলত্র ও নিজের জ্যেষ্ঠাদির প্রতি গুরুবৎ আচরণ করতে হবে[৫]। মকার-ত্রিতয়ের[৬] ব্যবহার সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা গুরু শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জানতে হবে[৭]। সব বিষয়ে কুলশাস্ত্রের যথানির্দিষ্ট বচন বিবেচনা করে তার কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হতে হবে[৮]।

দশটি কুলবৃক্ষ ছেদন করতে নেই[৯]। এই দশটি হল—শ্লেষ্মাতক অর্থাৎ চালতা, করঞ্জ, অক্ষ অর্থাৎ বহেড়া, নিম, অশ্বত্থ, কদম, বেল, বট, যজ্ঞডুমুর ও তেঁতুল[১০]। স্ত্রীবৃন্দ, দুগ্ধকলস, সিদ্ধলিঙ্গী অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এরূপ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি, বিবিধ ক্রীড়ায় ব্যস্ত কুমারীদল, সহকারবৃক্ষ, অশোকবৃক্ষ; একবৃক্ষ, পিতৃবন অর্থাৎ শ্মশান, মত্ত বারাঙ্গনা, রক্তবসনা নারী এবং মত্তহস্তী—এদের দেখলে বন্দনা করতে হবে[১১]। কৃষ্ণাষ্টমী, কৃষ্ণচতুর্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই পঞ্চপর্বে বিশেষ দ্রব্য অর্থাৎ মুখ্য পঞ্চমকারের দ্বারা পূজা করতে হয়[১২]। আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত, উন্মন ও অনবস্থ এই সাতটি উল্লাসের মধ্যে প্রৌঢ়োল্লাস পর্যন্তই সাধকের 'হবিঃপ্রতিপত্তিঃ' অর্থাৎ মদ্যপান বিহিত[১৩]। এই পর্যন্ত সময়াচারে অবস্থান। তারপর পরা অর্থাৎ উত্তম

১। উমানন্দনাথ এখানে পরশুরামকল্পসূত্রের ১০।২৬ সংখ্যক সূত্রের বক্তব্য কিঞ্চিৎ-পরিবর্তিত করে বলেছেন। মূলসূত্রে যেখানে আছে 'পঞ্চমাদিপদার্থৈঃ' উমানন্দনাথ সেখানে বলেছেন 'পঞ্চমঃ ষৌর্বর্ভবাঃ'। পঞ্চমাদি মানে মদ্য। অর্থাৎ সূত্রে যেখানে শুধু মদ্যপানের কথা আছে তিনি সেখানে পঞ্চমকারসেবনের কথা বলেছেন।

২। দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্র ১০।২৭

৩। দ্রঃ ঐ, ১০।২৮ ৪। দ্রঃ ঐ, ১০।২৯ ৫। দ্রঃ ঐ, ১০।৩০

৬। মকারত্রিতয়—মদ্য, মাংস ও মৎস্য।

৭। উমানন্দনাথ এখানে পরশুরামকল্পসূত্রের কোনো বিশেষ সূত্রের অর্থ ব্যক্ত করেন নি। ১০।৩১-৩৩ সংখ্যক সূত্রগুলিতে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সাধারণভাবে বলেছেন।

৮। দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্র ১০।৩৪ ৯। দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্র ১০।৬২

১০। নিত্যোৎসবে তিন্তিণী-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো অভিধানে তিন্তিণীশব্দ ধরা হয় নি। উক্ত ১০।৬২ সূত্রের ব্যাখ্যায় রামেশ্বরও একই বচন উদ্ধৃত করেছেন। তাতেও তিন্তিণী শব্দই রয়েছে। মনে হয় শব্দটি তিন্তিড়ীশব্দের প্রাদেশিক বিকৃতি। অনুমান করা যায়, এর কারণ ণকে ড় উচ্চারণ করা।

১১। দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্র ১০।৬৬

১২। দ্রঃ ঐ, ১০।৬৭ ১৩। দ্রঃ ঐ, ১০।৬৮

দশা প্রাপ্তদের স্বেচ্ছাচার। এরূপ স্বেচ্ছাচারী সাধক বীরের মতো ব্যবহার করবেন। বীরব্যবহারে অর্থাৎ স্বৈরব্যবহারে অবীরের ভাবনা উপস্থিত হলে অধঃপতন ঘটবে। অতএব, সেরূপ করবে না। যে সাধকের প্রতি অনুরক্তা তাকে সাধক ত্যাগ করবে না। যে বিরক্তা তাকে আক্রমণ অর্থাৎ তার প্রতি বলপ্রয়োগ করবে না, যে উদাসীন তাকে ধনাদির প্রলোভন দেখাবে না[1]। করুণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল, জাত্যভিমান ও স্বভাব,—এইগুলি ক্রমে ত্যাগ করবে[2]। বিহিত হিংসার ক্ষেত্রে করুণা সাধনার প্রতিকূল, সেরূপ ক্ষেত্রে তা ত্যাগ করতে হবে, এটি হল তাৎপর্য। গুরু এবং পরমগুরুর সমাগম হলে প্রথমে পরমগুরুকে প্রণাম করতে হবে। পরমগুরুর সামনে গুরুর আদেশেই গুরুকে প্রণাম করবে না[3]। পূজনীয়দের প্রতি পরাঙ্মুখ হবে না[4]। স্বধাতঃ স্বপ্রকাশ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরশিবের অনুসন্ধান করবে[5]। শরীর, অর্থ ও প্রাণ গুরুর জন্য ধারণ করবে[6]। গুরু যা করতে বলবেন তা করবে[7]। গুরুবাক্যের যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতা বিচার করবে না। গুরুবাক্যই ব্যবস্থা অর্থাৎ শাস্ত্রনিরূপিত বিধি বলে বিশ্বাস করবে[8]। সত্য কথা বলবে[9]। পরধনে স্পৃহা করবে না[10]। আত্মস্তুতি, পরনিন্দা, মর্মস্পর্শী বাক্যপ্রয়োগ, পরিহাস, ধিক্কার, রোদন এবং অপরের ত্রাসোৎপাদন করবে না[11]। সর্বপ্রযত্নে পরদেবতার আরাধনা দ্বারা পূর্ণজ্ঞানাত্মক ব্রহ্মভাবের অভিলাষ করবে। এই সমস্ত এবং এই সমস্তের অবিরোধী মন্বাদিপ্রোক্ত আচার পালন করবে[12]।

কুলধর্মনিষ্ঠাফলম্

ইত্থং বিদিত্বা বিধিবৎ অনুতিষ্ঠন্ কুলধর্মনিষ্ঠঃ সর্বথা কৃতকৃত্যো ভবতি। তস্য শরীরত্যাগে শ্বপচগৃহে বা কাশ্যাং বা ন বিশেষঃ। স তু জীবন্মুক্ত এবেতি ॥

১। দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্র ১০।৬৯ ২। দ্রঃ ঐ, ১০।৭০ ৩। দ্রঃ ঐ, ১০।৭১

৪। দ্রঃ ঐ, ১০।৭২

৫। স্বধাতত্ত্বা প্রকাশবিভাবনা — ঐ, ১০।৭৩। উমানন্দনাথ এই সূত্রটির বক্ষ্যমাণ অর্থ করেছেন।

৬। দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্র ১০।৭৪ ৭। দ্রঃ ঐ, ১০।৭৫ ৮। দ্রঃ ঐ, ১০।৭৬

৯। দ্রঃ ঐ, ১০।৭৭ ১০। দ্রঃ ঐ, ১০।৭৮ ১১। দ্রঃ ঐ, ১০।৭৯ ১২। দ্রঃ ঐ, ১০।৮০-৮১ উমানন্দনাথ এখানে উক্ত উভয় সূত্রের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে নির্দেশ করেছেন।

কুলধর্মনিষ্ঠার ফল

এই প্রকারে কুলধর্ম অবগত হয়ে যথাবিধি তার অনুষ্ঠান করলে কুলধর্মনিষ্ঠ সাধক কৃতকৃত্য হবেন। তাঁর শরীরত্যাগ চণ্ডালগৃহেই হোক আর কাশীতেই হোক, তাতে কোনো পার্থক্য হবে না। কেননা, তিনি জীবন্মুক্ত।[১]

শিষ্যস্য পরচিদ্রূপাপাদনম্

ততো দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণমবস্থাত্রয়সাক্ষি সচ্চিদানন্দাত্মকং প্রত্যগভিন্নং ব্রহ্মৈব ত্বমসীতি শিষ্যায় আত্মতত্ত্বমুপদিশ্য ললিতাশ্যামাবার্তালীবিদ্যাভিঃ তদঙ্গং ত্রিঃ পরিমৃজ্য পরিরভ্য তং মূর্দ্ধ্ন্যাঘ্রায় স্বমিব শিষ্যমপি পরচিদ্রূপং কুর্যাৎ ॥

শিষ্যের পরচিদ্‌রূপ সম্পাদন

তারপর, দেহেন্দ্রিয়াদি থেকে বিলক্ষণ, অবস্থাত্রয়ের[২]সাক্ষী, সচ্চিদানন্দাত্মক প্রত্যগাত্মা থেকে অভিন্ন ব্রহ্মই তুমি, এই বলে গুরু শিষ্যকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে, ললিতা শ্যামা ও বার্তালীর বিদ্যাদ্বারা তার অঙ্গ তিন বার পরিমার্জন করে ও তাকে আলিঙ্গন করে তার মস্তকাঘ্রাণ করতঃ তাকে নিজের মতে পরচিদ্রূপ করবেন।

সর্বমন্ত্রাধিকারলাভঃ

সোঽপি শ্রীগুরূপদিষ্টপ্রকারেণ ক্ষণমাত্মানং পূর্ণং ভাবয়িত্বা কৃতার্থঃ সন্ যথাবিভবং শ্রীগুরুং বসুবসনাভরণাদিভিঃ আরাধ্য তস্মাৎ বিদিতবেদিতব্য-রহস্যজাতোঽশেষমন্ত্রাধিকারী ভবেৎ।

ততো গুরুঃ হবিঃপ্রতিপত্ত্যাদিবিশেষার্ঘ্যবিসর্জনান্তং বিধিশেষং নির্বর্তয়েৎ ॥

সর্বমন্ত্রে অধিকারলাভ

শিষ্যও গুরূপদিষ্ট প্রকারে ক্ষণকাল আপনাকে পূর্ণ অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা পরশিব ভাবনা করে কৃতার্থ হবেন এবং যথাবিভব ধন বস্ত্র ও আভরণাদি দ্বারা গুরুর আরাধনা করে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞাতব্য রহস্যসমূহ অবগত হয়ে অশেষ-মন্ত্রের অধিকার লাভ করবেন।[৩]

১। দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্র ১০।৮২।

২। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা।

৩। দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্র ১।৪৩।

অতঃপর গুরু হবিঃপ্রতিপত্তি[১] থেকে বিশেষার্ঘ্যবিসর্জন পর্যন্ত দীক্ষাবিধি-সম্মত অবশিষ্ট সব ক্রিয়া করবেন।

তত্তৎক্রমানুষ্ঠানে দীক্ষাব্যবস্থা

[২]অনেনৈব—একস্মিন্নেব কালে সমুচ্চিতেন বা অন্যতমেনৈকৈকেন কালভেদাৎ—দীক্ষাবিধিনা গণপত্যাদীনামুক্তানাং পঞ্চানাং দেবতানামপি ক্রমানুষ্ঠানং সম্ভবতি। ন তু পৃথক্ পৃথক্ দীক্ষণম্। সামান্যপদ্ধত্যুক্ততত্তন্মন্ত্রমাত্রোপাসকস্য তু পৃথক্ পৃথগেব দীক্ষা। বালোপাসকস্য তু মন্ত্রদীক্ষাঽঽস্বতয়া বালায়া উপদেশঃ, এবং ইষ্টমনুত্বেনাপ্যুপদেশো জ্ঞেয়ঃ। ললিতাঽঙ্গত্বেন শ্যামাঽঽদীনাং তিসৃণামুপাস্তেঃ কৃতাকৃতত্বজ্ঞাপকাৎ তদকরণপক্ষে গণপতেঃ ললিতায়াশ্চ ক্রমং প্রবর্ত্য উভয়োরেব পাত্রাণ্যাসাদ্য চক্ররাজমাত্রং কলশে নিক্ষিপ্য শ্রীবিদ্যয়া কেবলং শিষ্যং স্নপয়িত্বা তদঙ্গং চ পরিমৃজ্য শেষমশেষং অনুতিষ্ঠেৎ। গণপতি-শ্যামাঽঽদীনাং অন্যাসাং চ দেবতানাং স্বাতন্ত্র্যেণ একৈকোপাস্তৌ তু তত্তৎ-ক্রমমাত্রং প্রবর্ত্য তত্তৎপাত্রে আসাদ্য তত্তদ্‌যন্ত্রং কুম্ভে নিক্ষিপ্য তত্তন্মন্ত্রেণ স্নানাঙ্গপরিমার্জনে কুর্যাৎ। অবশিষ্টং অবশিষ্টমিতি বিবেকঃ॥

তত্তৎক্রমানুষ্ঠানে দীক্ষাব্যবস্থা

এই দীক্ষাবিধি অনুসারে একই কালে সমুচ্চিত শাম্ভবী-আদি দীক্ষার দ্বারা অথবা কালভেদে একেক করে অনুষ্ঠিত শাম্ভবী-আদি দীক্ষা দ্বারা গণপতি ইত্যাদি পূর্বোক্ত পঞ্চদেবতার ক্রমানুষ্ঠান সম্ভব; প্রত্যেক দেবতার পৃথক্ পৃথক্ দীক্ষা নয়। তবে সাধারণ পদ্ধতিতে উক্ত সেই সেই দেবতার মন্ত্রমাত্রে উপাসকের পৃথক্ পৃথক্ দীক্ষা হবে। অর্থাৎ গুরু সেই সেই মন্ত্র প্রদান করবেন, সহজ কথায়, মান্ত্রী দীক্ষা দেবেন। বালার উপাসকের মন্ত্রদীক্ষা হবে বালামন্ত্রের উপদেশ। এমনি অন্য ইষ্টমন্ত্রের দীক্ষা হবে উক্তমন্ত্রের উপদেশ। ললিতার অঙ্গরূপে শ্যামাদি তিন দেবতার উপাসনার কৃতাকৃতত্ব জ্ঞাপনের জন্য বলা হয়েছে তার অকরণের বেলা গণপতি ও ললিতার ক্রম প্রবর্তন করতঃ তাঁদের উভয়ের বিহিত পাত্র স্থাপন করে কেবল চক্ররাজ অর্থাৎ শ্রীযন্ত্র কলশে নিক্ষেপ করতে হবে এবং কেবল শ্রীবিদ্যা দ্বারা শিষ্যকে স্নান করিয়ে তার অঙ্গ

১। "দেবতার প্রসাদরূপ মদ্যসেবন"।

২। "অনেন একস্মিন্নেব কালে সমুচ্চিতেন অন্যতমেন বা একৈকেনৈব দীক্ষাবিধিনা গণপত্যাদীনাং" ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।

"অনেনৈব দীক্ষাবিধিনা গণপত্যাদীনাং" ইতি চ পুনঃ পাঠান্তরং অন্যস্মিন্ গ্রন্থে।

পরিমার্জন করতঃ পূজার সব বাকী ক্রিয়াগুলি করতে হবে। আর গণপতি-শ্যামাদি অন্য দেবতাদের স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার বেলা বলা হয়েছে যথোদ্দিষ্ট দেবতার ক্রম প্রবর্তন করে সেই দেবতার পাত্রদুটি স্থাপন করতঃ তাঁর মন্ত্র কুম্ভে নিক্ষেপ করে তাঁর মন্ত্রে শিষ্যের স্নান ও অঙ্গ পরিমার্জন করতে হবে। বাকী অংশ পূজার বাকী অংশ বলে জানতে হবে।

অধিকারিনির্ণয়ঃ

সুন্দরীমহোদয়ে তু—অস্যাং চ দীক্ষায়াং ত্রৈবর্ণিকস্যৈব অধিকারঃ, "সর্বশাস্ত্রার্থবেদার্থজ্ঞানিনে সুব্রতায় চ। দীক্ষা দেয়া" ইতি মূলে জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে অধিকার্যুক্তেঃ—ইতি স্থিতম্। শাক্তীনাং তু ওঘত্রয়ান্ত-র্গুরুমণ্ডলান্তর্দর্শনজ্ঞাপকবলাৎ অস্ত্যেবাধিকার ইতি রহস্যমিতি শিবম্ ॥

ইতি ভাসুরানন্দনাথচরণারবিন্দমিলিন্দায়মানমানসেন উমানন্দনাথেন নির্মিতে অভিনবে কল্পসূত্রানুসারিণি নিত্যোৎসবনিবন্ধে দীক্ষাসমারম্ভনিরূপণং নামারম্ভোল্লাসঃ প্রথমঃ সম্পূর্ণঃ।

অধিকারিনির্ণয়

সুন্দরীমহোদয় নামক নিবন্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে এই দীক্ষায় অর্থাৎ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ দীক্ষায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই অধিকার। কেননা অধিকারিবিষয়ে জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে এর মূল বচন পাওয়া যাচ্ছে—সর্বশাস্ত্রার্থ ও বেদার্থজ্ঞানী সুব্রত ব্যক্তিকে দীক্ষা দিতে হয়। শাক্তী দীক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে ওঘত্রয়ান্তর্গত গুরুমণ্ডলান্তর্গত দর্শনজ্ঞাপক শক্তি দ্বারা এই অধিকার নির্ণয় করা হয়, এইটি হল রহস্য। শিবম্।

ভাসুরানন্দনাথের চরণারবৃন্দে যাঁর মানসভ্রমর সংশ্লিষ্ট সেই উমানন্দ-নাথ-বিরচিত নিত্যোৎসব নামক কল্পসূত্রানুসারী অভিনব নিবন্ধগ্রন্থে দীক্ষা সমারম্ভনিরূপণ নামক আরম্ভোল্লাস প্রথম সমাপ্ত।

তরুণোল্লাসো দ্বিতীয়ঃ—গণপতিক্রমঃ

উপোদ্‌ঘাতঃ

নত্বা ভাসুরানন্দনাথপাদাম্বুজদ্বয়ম্ ।
তনোত্যুমাঽঽনন্দনাথস্তরুণোল্লাসমাদৃতঃ ॥
যত্রোচ্যতে জগন্মাতুঃ যাবজ্জীবার্চনাবিধৌ ।
প্রত্যূহাপোহনিপুণা পদ্ধতির্গাণনায়কী ॥
স্বতন্ত্রোপাস্তিবিষয়া পৃথগ্দীক্ষেহ সম্মতা ।
ন শ্রীক্রমাঙ্গভাবে সাঽপ্যারম্ভোল্লাস ঈরিতা ॥
ইহ শ্রীঁ হ্রীঁ কামবীজযোগোঽঙ্গমনুষু স্মৃতঃ ।
অসূত্রিতোঽপি শ্রীবিদ্যাঽর্ণবাদৌ কথিতো হি সঃ ॥

দ্বিতীয় তরুণোল্লাস—গণপতিক্রম

শ্রীভাসুরানন্দনাথের পাদপদ্মে প্রণাম করে উমানন্দনাথ তরুণোল্লাসবিষয়ে রচনা করছেন। এতে জগন্মাতার যাবজ্জীবন অর্চনাব্যাপারে অন্তরায় নিরাসনে নিপুণ গণনায়কপদ্ধতি বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে গণপতির স্বতন্ত্র উপাসনাবিষয়ক দীক্ষা শাস্ত্রসম্মত। এটি শ্রীক্রমের অঙ্গভাবে কথিত হয় নি ; তা আরম্ভোল্লাসে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে অঙ্গমন্ত্রে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ যোগ হবে। পরশুরামকল্পসূত্রে এটি নিবদ্ধ না হলেও শ্রীবিদ্যার্ণবাদিতে কথিত হয়েছে।

কাল্যকৃত্যাহ্নিকয়োর্বিশেষঃ

তত্র তাবৎ কাল্যকৃত্যাহ্নিকয়োঃ বক্ষ্যমাণশ্রীক্রমতো বিশেষো যথা—শ্রীগুরুপাদুকায়াং আদৌ ত্রিতার্য্যুত্তরং বালা বাক্ স্নৌমিতি পঞ্চবীজযোজনম্। হৃদয়কমলকর্ণিকায়াং উদ্যদরুণকিরণকোটিপাটলস্য দেবস্য করটিবদনস্য ধ্যানেন পরিধ্বস্তনিঃশেষদোষস্য আত্মনঃ তৎপ্রভাঽরুণতনুত্বভাবনং চ। রশ্মিস্রগনুস্মরণম্। তত্র তত্র যথোচিতং সম্বুদ্ধ্যাদীনামূহঃ। সবিতৃমণ্ডলে বক্ষ্যমাণং দেবস্য ধ্যানম্।

তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥
ইতি মন্ত্রেণ ত্রিঃ অর্ঘ্যদানম্। ন্যাসাদিত্রয়মিহ বক্ষ্যমাণং চেতি ॥

কাল্যকৃত্য ও আহ্নিকের বিশেষ

বক্ষ্যমাণ শ্রীক্রমের থেকে কাল্যকৃত্য অর্থাৎ প্রত্যুষকৃত্য বা প্রাপ্তসময়কৃত্য ও আহ্নিকের বিশেষ এই—গুরুপাদুকামন্ত্রের আদিতে ত্রিতারী অর্থাৎ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এবং ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গ্লৌঁ এই পঞ্চবীজ যোগ করতে হবে। হৃৎকমলের কর্ণিকার মধ্যে উদীয়মান সূর্যের কোটি কিরণের দ্বারা পাটল দেব গজাননের ধ্যানে নিজের সমস্ত দোষ দগ্ধ হয়েছে এবং তাঁর প্রভা দ্বারা স্বীয় দেহ অরুণ হয়েছে এরূপ ভাবনা করতে হবে। রশ্মিকে স্রক্-রূপে অনুচিন্তন করতে নেই। সেই সেই স্থলে যথোচিত সম্বুদ্ধি আদির অধ্যাহার হবে। সবিতৃমণ্ডলে দেব গজাননের বক্ষ্যমাণ ধ্যান বিহিত।

তৎপুরুষ অর্থাৎ তদধিষ্ঠাতৃদেবকে প্রাপ্ত হই, বক্রতুণ্ডের ধ্যান করি। দন্তী আমাদের তা প্রেরণ করুন। এই মন্ত্রে তিনবার অর্ঘ্য দিতে হবে। ঋষ্যাদি-ন্যাসত্রয় এখানে বক্ষ্যমাণ।

চতুরাবৃত্তিতর্পণসঙ্কল্পাদি

ততঃ আচম্য প্রাণানায়ম্য দেশকালৌ সঙ্কীর্ত্য মম শ্রীমহাগণপতিপ্রসাদ-সিদ্ধ্যৈ চতুরাবৃত্তিতর্পণং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য নদ্যাদৌ হস্তমাত্রং চতুরস্রমণ্ডলং পরিগৃহ্য

ব্রহ্মাণ্ডোদরতীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে।
তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর॥

ইতি মন্ত্রেণ সূর্যমভ্যর্চ্য

আবাহয়ামি ত্বাং দেবি তর্পণায়েহ সুন্দরি।
এহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্বতীর্থসমন্বিতে॥

ইতি গঙ্গাং প্রার্থ্য হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ হ্রঃ ইত্যুচ্চার্য ক্রোং ইত্যঙ্কুশ-মুদ্রয়া গঙ্গাদিতীর্থান্যাবাহ্য বং ইত্যমৃতবীজেন সপ্তবারমভিমন্ত্র্য তত্র চতুরস্রাষ্ট-দলষট্কোণত্রিকোণাত্মকং মহাগণপতিযন্ত্রম্ বিচিন্ত্য স্বদেহে ঋষ্যাদিন্যাসান্ ন্যস্য যন্ত্রে সাবরণং দেবমাবাহ্য

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতয়ে লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং
কল্পয়ামি নমঃ। (ত্রিবারম্)

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতয়ে হং আকাশাত্মকং পুষ্পং
কল্পয়ামি নমঃ। (ত্রিবারম্)

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতয়ে যং বায়ব্যাত্মকং ধূপং
কল্পয়ামি নমঃ। (ত্রিবারম্)
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতয়ে রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং
কল্পয়ামি নমঃ। (ত্রিবারম্)
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতয়ে বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং
কল্পয়ামি নমঃ। তদঙ্গত্বেন
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতয়ে সং সর্বাত্মকং তাম্বূলং
কল্পয়ামি নমঃ। (ত্রিবারম্)

ইতি পঞ্চোপচারৈঃ অর্চয়েৎ ॥

চতুরাবৃত্তিতর্পণসঙ্কল্পাদি

তারপর আচমন করে প্রাণায়াম করতঃ দেশ ও কালের উল্লেখ করে, আমার শ্রীমহাগণপতির প্রসাদলাভের জন্য চতুরাবৃত্তিতর্পণ করব, সাধককে এই সঙ্কল্প করতে হবে। এরপর নদী ইত্যাদিতে চতুরস্রমণ্ডল রচনা করে সূর্যের নিকট এই মন্ত্রে প্রার্থনা করবেন—হে রবি, ব্রহ্মাণ্ডোদরস্থ সব তীর্থ তোমার কিরণস্পৃষ্ট। হে দিবাকর, এই সত্যহেতু আমাকে তীর্থ প্রদান কর। তারপর গঙ্গার কাছে এই মন্ত্রে প্রার্থনা করবেন—ওগো দেবী সুন্দরী, তর্পণের জন্য তোমাকে আবাহন করছি। সর্বতীর্থসমন্বিতা ওগো গঙ্গা, এস, তোমাকে নমস্কার। এবার হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌঃ হ্রঃ উচ্চারণ করতঃ ক্রোং উচ্চারণ করে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা গঙ্গাদি তীর্থকে আবাহন করে বং এই অমৃতবীজের দ্বারা সাত বার অভিমন্ত্রিত করবেন এবং তাতে চতুরস্র-অষ্টদল-ষট্‌কোণ-ত্রিকোণ-বিশিষ্ট মহাগণপতিযন্ত্র ভাবনা করে স্বদেহে ঋষ্যাদি ন্যাস করতঃ যন্ত্রে সাবরণ দেবতার আবাহন করবেন। এবার যথাক্রমে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতয়ে লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি পঞ্চ মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচার নিবেদন করে এবং শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতয়ে সং সর্বাত্মকং তাম্বূলং কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে তাম্বূল নিবেদন করে অর্চনা করবেন।

চতুরাবৃত্তিতর্পণম্

প্রথমং প্রত্যাবৃত্তি মূলান্তে মহাগণপতিং তর্পয়ামিতি দ্বাদশবারং তর্পয়িত্বা ততঃ স্বাহান্তেন মূলস্যৈকৈকেন বর্ণেন চতুশ্চতুর্বারং প্রতিবর্ণান্তমাবৃত্তেন মূলেন চ প্রাগ্বৎ চতুশ্চতুর্বারং দেবং, ত্রয়োদশসু মিথুনেষু শ্রীশ্রীপত্যাদিষু একৈকাং দেবতাং দ্বিতীয়ান্তেন তত্তন্নাম্না চতুশ্চতুর্বারং প্রতিদেবতামাবৃত্তেন চ মূলেন দেবং

চতুশ্চতুর্বারং তর্পয়েৎ। যথা—ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গঁ গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ দ্বাদশবারম্।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গঁ স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ণং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ পং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ তং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ য়েং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ রং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ রং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্।

মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ দং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ র্বং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ জং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মেং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মাং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ য়ং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ স্বাং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হাং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রিয়ং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীপতিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গিরিজাং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গিরিজাপতিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ রতিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ রতিপতিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহীং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহীপতিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহালক্ষ্মীং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঋদ্ধিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ আমোদং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সমৃদ্ধিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ প্রমোদং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কান্তিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সুমুখং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মদনাবতীং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ দুর্মুখং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।

মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মদদ্রবাং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ অবিঘ্নং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ দ্রাবিণীং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বিঘ্নকর্তারং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বসুধারাং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শঙ্খনিধিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বসুমতীং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ পদ্মনিধিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।
মূলং মহাগণপতিং তর্পয়ামি ॥ চতুর্বারম্ ।

ইত্যাহত্য তর্পণসঙ্খ্যাপিণ্ডশ্চতুশ্চত্বারিংশদুত্তরচতুশ্‌শতী (৪৪৪) ভবতি । অথ পুনর্মূলেন দেবং উক্তয়া রীত্যা পঞ্চধা উপচর্য আত্মন্যুদ্বাসয়েৎ ।
ইতি চতুরাবৃত্তিতর্পণবিধিঃ ।

চতুরাবৃত্তিতর্পণ

প্রথমে মূলমন্ত্রের পর 'মহাগণপতিং তর্পয়ামি' যোগ করে দ্বাদশবার উচ্চারণ করতঃ তর্পণ করতে হবে। তারপর মূলমন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণের পর স্বাহা এবং "মহাগণপতিং তর্পয়ামি" যোগ করে চারবার এবং ঐসঙ্গে মূলমন্ত্রের পর 'মহাগণপতিং তর্পয়ামি' যোগ করে চারবার আবৃত্তি করতঃ তর্পণ করতে হবে। এরপর শ্রীশ্রীপতি গিরিজাগিরিজাপতি ইত্যাদি ত্রয়োদশ মিথুনের প্রত্যেক দেবতার দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত নামের সঙ্গে স্বাহা ও 'মহাগণপতিং তর্পয়ামি' যোগ করে চারবার এবং ঐ সঙ্গে মূলমন্ত্রের পর 'মহাগণপতিং তর্পয়ামি' যোগ করে চারবার আবৃত্তি করতঃ তর্পণ করতে হবে। তা এই প্রকার হবে—

ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি। এটি দ্বাদশ বার আবৃত্তি করতে হবে।

অতঃপর শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীং ওঁ স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি। এটি চারবার আবৃত্তি করতে হবে এবং ঐ সঙ্গে ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গঁ গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি—এটি চারবার আবৃত্তি করতে হবে।

['ওঁ' থেকে আরম্ভ করে 'বশমানয় স্বাহা' পর্যন্ত পূর্বোক্ত মূলমন্ত্রের প্রত্যেকটি বর্ণ সম্পর্কে এই একই ব্যবস্থা। অনাবশ্যকবোধে অনুবাদ দেওয়া হল না।]

এরপর শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রিয়ং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি—এটি চারবার এবং ঐ সঙ্গে মূলমন্ত্রের পর 'মহাগণপতিং তর্পয়ামি' যোগ করে চারবার আবৃত্তি করতে হবে।

তারপর শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীপতিং স্বাহা মহাগণপতিং তর্পয়ামি—এটি চারবার এবং ঐ সঙ্গে মূলমন্ত্রের পর 'মহাগণপতিং তর্পয়ামি' যোগ করে চার বার আবৃত্তি করতে হবে।

[শ্রীশ্রীপতি এই মিথুন সম্পর্কে যা বলা হল গিরিজাগিরিজাপতি ইত্যাদি অন্য দ্বাদশ মিথুন সম্বন্ধেও ঐ একই ব্যবস্থা। তাই অনাবশ্যকবোধে অনুবাদ দেওয়া হল না]

এইভাবে মোট তর্পণের সংখ্যা হবে ৪৪৪। [হিসাবটি এইরকম :— মূলমন্ত্রতর্পণ ১২+১১২+১০৪=২২৮ ; বর্ণতর্পণ—২৮×৪=১১২ ; মিথুন-তর্পণ—২৬×৪=১০৪ ; একুনে ৪৪৪]

অতঃপর মূলমন্ত্রের সঙ্গে মহাগণপতিং তর্পয়ামি যোগ করে পূর্বোক্ত রীতিতে পঞ্চোপচারে পূজা করে নিজের মধ্যে অর্থাৎ স্বহৃদয়ে তার উদ্বাসন করতে হবে। এই হল চতুরাবৃত্তি তর্পণের বিধি।

পূজাবিধিঃ

যাগমন্দিরাগমনাদি বিঘ্নোৎসারণান্তম্

ততো যাগগৃহমাগত্য স্থণ্ডিলং গোময়েনোপলিপ্য যাগমন্দিরং চ রম্ভবল্লী-পুষ্পমালিকাবিতানাদিভিঃ অলঙ্কৃত্য চ দ্বারস্য দক্ষবামভাগয়োঃ উর্ধ্বভাগে চ ক্রমেণ—

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ ॥ দক্ষশাখায়াম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ভৈরবায় নমঃ ॥ বামশাখায়াম্।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ লম্বোদরায় নমঃ ॥ উর্ধ্বশাখায়াম্।

ইতি তিস্রো দ্বারি দেবতাঃ সম্পূজ্য অন্তঃ প্রবিষ্টঃ সপর্যাসামগ্রীং দক্ষভাগে নিধায় দীপানভিতঃ প্রজ্বাল্য দীপৌ বা গন্ধাদিভিঃ কৃতাত্মালঙ্করণঃ তাম্বূলেন জাতীপত্রফললবঙ্গৈলাকর্পূরাখ্যপঞ্চভিক্তেন বা সুরভিলবদনঃ স্বাস্তীর্ণে উর্ণাস্বগুনি শুচিনি বালাতৃতীয়বীজেন দ্বাদশবারমভিমন্ত্রিতে মূলমন্ত্রোক্ষিতে আসনে ও আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইতি প্রাঙ্‌মুখ উদঙ্‌মুখো বা পদ্মাসনান্যতমেনাসনেনোপবিশ্য ও রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নম ইতি পুষ্পাঞ্জলিনা ভূমৌ দীপনাথমিষ্ট্বা ও সমস্তগুপ্তপ্রকটসিদ্ধযোগিনীচক্রশ্রীপাদুকাভ্যো নম ইতি মূর্ধনি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্ববামদক্ষপার্শ্বয়োঃ ক্রমেণ শ্রীগুরুপাদুকয়া গুরুং মূলেন চ দেবং প্রণম্য স্বস্য তদৈক্যং ভাবয়ন্—

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারঃ তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥

ইতি মন্ত্রং সকৃদুচ্চার্য যুগপদ্বামপার্ষ্ণিভূতলত্রিরাঘাতকরাস্ফোটত্রিতয়ক্রূরদৃষ্ট্যবলোকনপূর্বকতালত্রয়েণ ভৌমান্তরিক্ষদিব্যান্ ভেদাবভাসকান্ বিঘ্নানুৎসারয়েৎ ॥

তালত্রয়ং নাম দক্ষতর্জনীমধ্যমাভ্যাং অধোমুখাভ্যাং বামকরতলে সশব্দমুপর্যুপরি ত্রিরভিঘাতঃ ॥

পূজাবিধি

যাগমন্দিরে আগমন থেকে বিঘ্নোৎসারণ পর্যন্ত।

অতঃপর যাগগৃহে এসে স্থণ্ডিল গোবর দিয়ে নিকাতে হবে আর যাগমন্দিরকে রম্ভবল্লী[1]-পুষ্পমাল্য-বিতানাদি দ্বারা সজ্জিত করে দ্বারের দক্ষিণ[2] বাম ও উর্ধ্বভাগে যথাক্রমে—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ভৈরবায় নমঃ এবং শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ লম্বোদরায় নমঃ এই মন্ত্রে দ্বারদেশে উক্ত তিন দেবতার পূজা করে যাগমন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। এরপর ডান ধারে পূজাসামগ্রী রেখে উভয়ভাগে সমানসংখ্যক প্রদীপ বা দুটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে। আর সাধক গন্ধাদি দ্বারা নিজেকে শোভিত করে তাম্বূল কিংবা জয়িত্রী জায়ফল লবঙ্গ এলাচ ও কর্পূর এই পঞ্চ সুগন্ধিদ্রব্যের দ্বারা মুখ সুরভিত করবেন ও উর্ণারচিত কম্বলাদি কোমল পবিত্র আসন বানা-

---

১। যজ্ঞে ব্যবহৃত এক রকমের গাছ।

২। রামেশ্বরের মতে ঘর থেকে বেরোবার সময় যে-দিক্ ডাইনে পড়বে তা দক্ষিণদিক্ আর যে-দিক্ বাঁয়ে পড়বে তা বামদিক্। দ্রঃ পরশুরাম কল্পসূত্র ২।৪ সংখ্যক সূত্রের বৃত্তি।

তৃতীয় বীজের[১] দ্বারা দ্বাদশবার অভিমন্ত্রিত জলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে প্রোক্ষণ করবেন। এবার শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী হয়ে আসনে পদ্মাসনাদি কোনো একটি বিহিত আসন করে উপবিষ্ট হবেন। এরপর শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ রত্নদ্বাদশশক্তি-যুক্তায় দীপনাথায় নমঃ এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ভূমিতে দীপনাথের পূজা করবেন এবং শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সমস্তগুপ্তপ্রকটসিদ্ধযোগিনীচক্র-শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত স্বমস্তকে স্থাপন করবেন আর নিজের দক্ষিণ বাম পার্শ্বে যথাক্রমে গুরুপাদুকামন্ত্রে গুরুকে এবং মূলমন্ত্রে দেব গণপতিকে প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে নিজের ঐক্যভাবনা করবেন। এবার শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারঃ তে নশ্যন্তি শিবাজ্ঞয়া—এই মন্ত্র একবার উচ্চারণ করে যুগপৎ পার্ষ্ণি দ্বারা তিনবার ভূতলে আঘাত করে তিনবার করাস্ফোট করে ক্রূরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অধোমুখ করে তা দ্বারা বামকরতলে সশব্দে উপর্যুপরি তিনবার আঘাত করতঃ, ভৌম অন্তরিক্ষ ও দিব্য এই ত্রিবিধ বিঘ্ন অপসারণ করবেন।

তালত্রয় বলতে বুঝায় দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা অধোমুখ করে তা দ্বারা বামকরতলে সশব্দে উপর্যুপরি তিনবার আঘাত।

শিখাবন্ধনাদি মাতৃকান্যাসান্তম্

ততো নম ইত্যঙ্গুষ্ঠমন্ত্রমুচার্য অঙ্কুশেন শিখাং বদ্ধা শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণেন প্রকারেণ ভূতশুদ্ধিমাত্মনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং চ বিধায় বিংশতিধা ষোড়শধা দশধা সপ্তধা ত্রিধা বা মূলেন প্রাণানায়ম্য তেজোরূপদেবানন্যং ভাবয়ন্ আত্মানং ঐঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রেণ মুহুরাবৃত্তেন অঙ্গুষ্ঠাদিকরতলান্তং কূর্পরয়োশ্চ বিন্যস্য দেহে চ ব্যাপকং কৃত্বা শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণং মাতৃকান্যাসং বিদধ্যাৎ। তত্র চ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ইতি ত্রিবীজং প্রথমং যোজয়েৎ ইতি বিশেষঃ ॥

শিখাবন্ধন থেকে মাতৃকান্যাস পর্যন্ত

তারপর নমঃ এই অঙ্গুষ্ঠমন্ত্র উচ্চারণ করে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা শিখাবন্ধন করতঃ শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণ প্রকারে ভূতশুদ্ধি ও নিজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে এবং বিশবার ষোলবার দশবার সাতবার বা তিনবার মূলমন্ত্র জপের সহিত প্রাণায়াম করে তেজোরূপী দেবতার সহিত নিজের অভেদ ভাবনা করতে হবে। এবার ঐঁ

১। বালা বীজ ঐ ক্লীঁ সৌঃ। অতএব বালাতৃতীয় বীজ—সৌঃ।

স্ত্রঃ অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্র আবৃত্তি করে করে অঙ্গুষ্ঠ থেকে করতল পর্য্যন্ত এবং উভয় কনুইতে ন্যাস করতঃ দেহে ব্যাপক ন্যাস করে শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণ মাতৃকা-ন্যাস করতে হবে। আর এখানে বিশেষ বিধি এই যে প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণের পূর্বে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ এই ত্রিবীজ যোগ করতে হবে।

ষড়ঙ্গন্যাসঃ

ততঃ

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ গাঁ অঙ্গুষ্ঠহৃদয়ায় নমঃ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ গীঁ তর্জনীশিরসে স্বাহা ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ গূঁ মধ্যমাশিখায়ৈ বষট্ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ গৈঁ অনামিকাকবচায় হুম্ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গৌঁ কনিষ্ঠিকানেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গঁ গঃ করতলকরপৃষ্ঠাস্ত্রায় ফট্ ॥

ইতি ষড়ঙ্গমন্ত্রানঙ্গুষ্ঠাদিষু হৃদয়াদিষু চ ন্যস্য মূলেন ত্রির্ব্যাপকং কুর্যাৎ ॥

ষড়ঙ্গন্যাস

তারপর

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ গাঁ অঙ্গুষ্ঠহৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গমন্ত্র অঙ্গুষ্ঠাদিতে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠাতে এবং হৃদয়াদিতে অর্থাৎ হৃদয় শিরঃ শিখা কবচ ও নেত্রত্রয়ে ন্যাস করতঃ মূলমন্ত্রের দ্বারা তিনটি ব্যাপকন্যাস করতে হবে। মূলে মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

ধ্যানম্

ততো ধ্যানম্—

ততো হৃদব্জে শোণাঙ্গং বামোৎসঙ্গবিভূষয়া।
সিদ্ধলক্ষ্ম্যা সমাশ্লিষ্টপার্শ্বমর্দ্ধেন্দুশেখরম্ ॥
বামাধঃকরতো দক্ষাধঃকরান্তেষু পুষ্করে।
পরিষ্কৃতং মাতুলুঙ্গগদাপুণ্ড্রেক্ষুকার্ম্মুকৈঃ ॥
শূলেন [1]শঙ্খচক্রাভ্যাং পাশোৎপলযুগেন চ।
শালিমঞ্জরিকাস্বীয়দন্তাঞ্চলমণীঘটৈঃ ॥
স্রবন্মদং চ সানন্দং শ্রীশ্রীপত্যাদিসংবৃতম্।
অশেষবিঘ্নবিধ্বংসনিঘ্নং বিঘ্নেশ্বরং স্মরেৎ ॥

১। পদ্ম ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।

ধ্যান

তারপর ধ্যান—

অতঃপর হৃৎপদ্মে লোহিতাঙ্গ, মদস্রাবী, আনন্দময়, শ্রীশ্রীপতি ইত্যাদি মিথুনের দ্বারা সংবৃত, অশেষবিঘ্নের বিধ্বংসনিয় বিঘ্নেশ্বরের ধ্যান করতে হবে। ধ্যান করতে হবে এঁর বামাঙ্কশোভিনী সিদ্ধলক্ষ্মী এঁকে পার্শ্বদেশে আলিঙ্গন করে আছেন ; অর্ধচন্দ্র এঁর শিরোভূষণ ; এঁর বামাধঃকরকমল থেকে দক্ষিণাধঃ-করকমল[1] পর্য্যন্ত এবং শুণ্ড যথাক্রমে মাতুলুঙ্গ, গদা, পুণ্ড্রেক্ষুকার্মুক, শূল, শঙ্খ, চক্র, পাশ, উৎপল, শালিমঞ্জরী, স্বীয় দন্তাঞ্চল ও রত্নকলশের দ্বারা শোভিত।

অর্ঘ্যসংস্কারঃ

অথ তং মানসৈঃ পঞ্চোপচারৈঃ অভ্যর্চ্য শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণেন ক্রমেণ সামান্য-বিশেষার্ঘ্যৌ আসাদয়েৎ। তত্র চোভয়োরর্ঘ্যয়োরপ্যুক্তং ষড়ঙ্গাধারস্থাপনাদিষু ক্রমেণ—

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ অং অগ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাধারায় নমঃ ॥

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ উং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ ॥

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে অর্ঘ্যামৃতায় নমঃ ॥

ইত্যেবং মন্ত্রাঃ গণপতিগায়ত্র্যোক্তয়া—

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্। জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্।

ইত্যনয়া ঋচা চাভিমন্ত্রণম্, চতুর্নবতিমন্ত্রান্তভিমন্ত্রণাভাবশ্চেতি বিশেষঃ। অথ সামান্যার্ঘজলবিন্দুভিঃ আত্মানং পূজোপকরণানি চ সংপ্রোক্ষ্য বিশেষার্ঘ্য-বিন্দুভিঃ স্বশিরসি গুরুপাদুকাং ত্রিরিষ্ট্বা সপর্য্যাসামগ্রীং পাত্রয়িত্বা ॥

অর্ঘ্যসংস্কার

এবার মানস পঞ্চোপচারে গণপতির পূজা করে শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণ ক্রমানু-সারে সামান্য ও বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন করতে হবে। সেখানে উভয় অর্ঘ্যেরই

১। এই গণপতি দশভুজ। এঁর দশহাতে উপরে বিবৃত মাতুলুঙ্গ থেকে আরম্ভ করে দন্তাঞ্চল অর্থাৎ দন্তপ্রান্ত পর্য্যন্ত দশটি বস্তু শোভা পাচ্ছে। এঁর শুণ্ডে ধৃত রয়েছে রত্নকলশ। শুণ্ডকে একটি কর বা পাণি গণ্য করে পরশুরামকল্পসূত্রের সংসৃষ্ট সূত্রে (২।৪) গণপতির 'পাশোকাদশকর' বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

আধারস্থাপনাদি বিষয়ে ষড়ঙ্গ যথাক্রমে বলা হয়েছে। অর্ঘ্যসংস্কারাদির বিহিত মন্ত্র এই—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ অং অগ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাধারায় নমঃ। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ উং সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে অর্ঘ্যামৃতায় নমঃ ॥

আর অর্ঘ্য অভিমন্ত্রিত করতে হবে 'গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে' ইত্যাদি ঋকের দ্বারা, পরশুরামকল্পসূত্রোক্ত (৩/২৬) চতুর্নবতি মন্ত্রের দ্বারা নয়। এটি এক্ষেত্রে বিশেষ বিধি। তারপর সামান্যার্ঘ্যের জলবিন্দু ছিটিয়ে নিজের ও পূজোপকরণের প্রোক্ষণ করতে হবে আর বিশেষার্ঘ্যের জলবিন্দু দ্বারা স্বীয় মস্তকে গুরুপাদুকার তিনবার পূজা করতে হবে ও পূজাসামগ্রীর পবিত্রীকরণ করতে হবে।

পীঠে প্রাণপ্রতিষ্ঠা

পুরতো রক্তচন্দনাদিভিঃ নির্মিতে পীঠে কলধৌতাদিবিরচিতাং মহাগণপতি-প্রতিমাং বা ধ্যানোক্তরূপাং চতুরশ্রাষ্টদলষড়রত্রিকোণাত্মকং সিন্দুরাদিনা লিখিতং লেখিতং বা যন্ত্রং, ধাতুময়ং বা নিবেশ্য—

শ্রীগণেশযন্ত্রস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ শ্রীগণেশযন্ত্রস্য জীব ইহ স্থিতঃ শ্রীগণেশ-যন্ত্রস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি শ্রীগণেশযন্ত্রস্য বাঙ্মনঃপ্রাণা ইহ আয়ান্তু স্বাহা ॥[১]

ইতি মন্ত্রেণ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিদধ্যাৎ ॥

পীঠে প্রাণপ্রতিষ্ঠা

পুরতঃ রক্তচন্দনাদিনির্মিত পীঠে মহাগণপতির ধ্যানোক্ত স্বর্ণাদিনির্মিত প্রতিমা, অথবা সিন্দুরাদি দ্বারা চিত্রিত বা লেখিত কিংবা ধাতুময় চতুরশ্র-অষ্টদল-ষড়র-ত্রিকোণাত্মক যন্ত্র স্থাপন করে 'শ্রীগণেশযন্ত্রস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পীঠশক্তিপূজা

তস্য ত্রিকোণে স্বাগ্রাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন পরিতো মধ্যে চ ক্রমেণ—

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ তীব্রায়ৈ নমঃ ॥

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ ॥

১। শ্রীগণেশযন্ত্রের প্রাণ এখানে অর্থাৎ এই পীঠে প্রাণ হোক, শ্রীগণেশযন্ত্রের জীব এখানে অবস্থিত হোক, শ্রীগণেশযন্ত্রের সর্বেন্দ্রিয় শ্রীগণেশযন্ত্রের বাক্, মনঃ প্রাণ এখানে আসুক স্বাহা।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নন্দায়ৈ নমঃ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ভোগদায়ৈ নমঃ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ উগ্রায়ৈ নমঃ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ তেজোবত্যৈ নমঃ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সত্যায়ৈ নমঃ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বিঘ্ননাশিন্যৈ নমঃ ॥

ইতি নবগণেশপীঠশক্তীরভ্যর্চ্য ॥

পীঠশক্তিপূজা

তার ত্রিকোণে নব পীঠশক্তির পূজা করতে হবে। সাধকের পূর্বভাগ অর্থাৎ পূর্বদিক্ থেকে আরম্ভ করে প্রদক্ষিণক্রমে পরিতঃ অর্থাৎ অষ্ট দিকে এবং মধ্যে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ তীব্রায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে যথাক্রমে তীব্রা[1] জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী উগ্রা তেজোবতী সত্যা ও বিঘ্ননাশিনী, গণেশের এই নব পীঠশক্তির অর্চনা করতে হবে।

ধর্মাদ্যষ্টকপূজা

তত্রৈব আগ্নেয়াদিবিদিক্ষু প্রাগাদ্যাসু চ দিক্ষু ক্রমেণ—
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ধং ধর্মায় নমঃ ॥ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ধং অধর্মায় নমঃ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ জ্ঞং জ্ঞানায় নমঃ ॥ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ জ্ঞং অজ্ঞানায় নমঃ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বং বৈরাগ্যায় নমঃ ॥ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বং অবৈরাগ্যায় নমঃ ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং ঐশ্বর্যায় নমঃ ॥ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং অনৈশ্বর্যায় নমঃ ॥
ইতি চার্চয়েৎ ॥

ধর্মাদি-অষ্টক-পূজা

সেখানেই অগ্নিকোণাদি কোণে এবং পূর্বাদি দিকে যথাক্রমে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ধং ধর্মায় নমঃ ইত্যাদি উপরে বিবৃত মন্ত্রে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য এই অষ্টকের পূজা করতে হবে।

১। অষ্ট দিক্ মানে চারদিক্ ও চারকোণ। পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর এই চার দিক এবং অগ্নি নৈঋত বায়ু ও ঈশান এই চার কোণ।

মহাগণপতিপূজা

ততো মনসা ধ্যাতং মহাগণপতিং ভক্তানুগ্রহাত্তেজোরূপেণ পরিণতং প্রাপয্য ব্রহ্মরন্ধ্রং বহন্নাসাপুটাধ্বনা নির্গময্য কুসুমগর্ভিতেঽঞ্জলৌ মূর্তং মূলমন্ত্রান্তে মহাগণপতিমাবাহয়ামীতি ত্রিকোণে আবাহ্য "আবাহিতো ভব" ইত্যাদিক্রমেণ শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণতত্তন্মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্বকং আবাহন-সংস্থাপন-সন্নিধাপন-সন্নিরোধন-সম্মুখীকরণাবগুণ্ঠনাদি কৃত্বা বন্দনধেনুযোনিমুদ্রাশ্চ প্রদর্শ্য সামান্যার্ঘ্যোদকেন প্রাগ্বৎ গন্ধাদিপঞ্চোপচারান্ আচরেৎ ॥

মহাগণপতিপূজা

তারপর মনে মনে মহাগণপতির ধ্যান করতে হবে আর ভাবনা করতে হবে ভক্তানুগ্রহের জন্য তিনি তেজোরূপে পরিণত হয়েছেন। এবার ঐ তেজকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিয়ে যেতে হবে এবং যে-নাসাপুটে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে 'সেই নাসাপুটে' তেজকে বাইরে এনে পুষ্পপূর্ণ অঞ্জলিতে মূর্ত করতে অর্থাৎ তার মূর্তি কল্পনা করতে হবে এবং 'ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা মহাগণপতিং আবাহয়ামি' এই মন্ত্রে তাঁকে ত্রিকোণে আবাহন করতে হবে। অতঃপর 'আবাহিত হও' ইত্যাদি উক্তিক্রমে শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণ যথানির্দিষ্ট মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ আবাহন[১] সংস্থাপন[২] সন্নিধাপন[৩]

১। আবাহন পূজার বিহিত অঙ্গ। এই আবাহনের তাৎপর্য কি? "সাধনমর্মজ্ঞরা বলেন এখানে আবাহন অর্থ দেবতার সামীপ্য অনুভব করা। সর্বব্যাপী ভগবানকে মূর্তিমান্‌রূপে আপন ইষ্টদেবতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করাই আবাহনের তাৎপর্য"। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮২৯

২। আবাহনের পর সংস্থাপন। "সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সংস্থাপন মুদ্রা প্রদর্শন করে 'অমুক দেবতা, এখানে থাক, এখানে থাক' এই বলে তাঁকে সংস্থাপিত করবেন" এখানে মন্ত্রটি হবে—ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা মহাগণপতি ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ।

এবার সাধক "প্রার্থনা করবেন—দেবেশ! তুমি ভক্তিলভ্য, সর্বাবরণযুক্ত তোমাকে যতক্ষণ পূজা করব ততক্ষণ তুমি এখানে স্থির হয়ে থাক।"

৩। সংস্থাপনের পর সন্নিধাপন। পূর্বোক্ত মূলমন্ত্রের সঙ্গে 'মহাগণপতি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি' যোগ করলে হবে সন্নিধাপনমন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সন্নিধাপনীমুদ্রা প্রদর্শন করে সাধক দেবতাকে সন্নিহিত করবেন।

সন্নিরোধন[1] সম্মুখীকরণ[2] ও অবগুণ্ঠনাদি[3] করে বন্দনমুদ্রা ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ সামান্যার্ঘ্যজলে পঞ্চোপচার প্রোক্ষণ করতঃ তা দিয়ে যথাবিধি পূজা করতে হবে।

মহাগণপতিতর্পণম্

ততো মূলান্তে শ্রীমহাগণপতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি বামকরতত্ত্বমুদ্রয়া সন্দষ্টদ্বিতীয়শকলগৃহীতক্ষীরবিন্দুদক্ষকরোপাত্ত[4]কুসুমযুগপৎপ্রক্ষেপেণ দেবং দশ বারং উপতর্পয়েৎ। তত্ত্বমুদ্রা উত্তরত্রাপি সাধারণী॥

মহাগণপতিতর্পণ

অতঃপর বামহস্তে রচিত তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা দ্বিতীয় শরা থেকে গৃহীত ক্ষীরবিন্দু এবং দক্ষিণহস্তে গৃহীত পুষ্প মূলমন্ত্রের সঙ্গে শ্রীমহাগণপতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি যোগ করে যে-মন্ত্র হবে তা উচ্চারণ করে যুগপৎ নিক্ষেপ করতে হবে। এই ভাবে দশবার দেব গণপতির তর্পণ করতে হবে। পরেও দেখা যায় এই তত্ত্বমুদ্রা সাধারণ।

ষড়ঙ্গপূজা

ততো দেবস্য অগ্নীশাসুরবায়ুকোণেষু মৌলৌ প্রাগাদিদিক্ষু চ ক্রমেণ—

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি॥

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ গীং শিরসে স্বাহা শিরশ্শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি॥

১। এরপর সন্নিরোধন বা সন্নিরোধ। পূর্ববৎ মূলমন্ত্রের সঙ্গে 'মহাগণপতি ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব সন্নিরুদ্ধো ভব' যোগ করলে পাওয়া যাবে সন্নিরোধনমন্ত্র। এই মন্ত্র পড়ে এবং সন্নিরোধনমুদ্রা প্রদর্শন করে সাধক দেবতাকে সন্নিরুদ্ধ করবেন।

২। এবার সম্মুখীকরণ। এখানেও পূর্ববৎ মূলমন্ত্রের সঙ্গে 'মহাগণপতি সম্মুখীকৃতো ভব সম্মুখীকৃতো ভব' যোগ করলে হবে সম্মুখীকরণমন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সম্মুখীকরণমুদ্রা প্রদর্শন করে সাধক দেবতাকে সম্মুখীকৃত করবেন।

৩। এরপর অবগুণ্ঠন। এখানেও পূর্ববৎ মূলমন্ত্রের সঙ্গে 'মহাগণপতি অবগুণ্ঠিতো ভব অবগুণ্ঠিতো ভব' যোগ করলে পাওয়া যাবে অবগুণ্ঠনমন্ত্র। সাধক এই মন্ত্র পড়ে এবং অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন করে দেবতাকে অবগুণ্ঠিত করবেন।

উমানন্দনাথ অবগুণ্ঠনাদি বলে ছেড়ে দিয়েছেন। এই সঙ্গে সকলীকরণ, অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ আদি-শব্দের দ্বারা সূচিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে দ্রঃ শাক্তমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮৪০-৩১.

৪। করজ্ঞানমুদ্রোপাত্ত ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্লীঁ গ্ধৈং শিখায়ৈ বষট্ শিখাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লীঁ গৈং কবচায় হুম্ কবচশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গঁ গঃ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
ইতি সমভ্যর্চ্য

ষড়ঙ্গপূজা

তারপর দেব গণপতির অগ্নি ঈশান নৈর্ঋত বায়ু এই চার কোণে শিরে এবং পূর্বাদিদিকে[১] যথাক্রমে—

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইত্যাদি উপরে বিবৃত মন্ত্রে পূজা করতে হবে।

ওঘত্রয়পূজা

দেবস্য পশ্চাৎ প্রাগপবর্গরেখাত্রয়ে দক্ষিণসংস্থাক্রমেণ গুর্বোঘত্রয়ং যজেৎ। যথা—

দিব্যৌঘঃ

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বিনায়কসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কবীশ্বরসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বিরূপাক্ষসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বিশ্বসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ব্রহ্মণ্যসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নিধীশসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥

সিদ্ধৌঘঃ

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গজাধিরাজসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বরপ্রদসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥

মানবৌঘঃ

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বিজয়সিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ দুর্জয়সিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥

১। অগ্নিকোণাদি চার কোণ চার স্থান, শির এক আর পূর্বাদিদিক্ চতুষ্টয় মিলিয়ে এক, এই ছয় স্থান।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জয়সিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দুঃখারিসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সুধাবহসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরমাত্মসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বভূতাত্মসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহানন্দসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কালচক্রসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সদ্যোজাতসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বুদ্ধসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শূরসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।

দিব্যৌঘপাঠান্তরম্

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিনায়কসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিরূপাক্ষসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বুদ্ধসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শূরসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বরপ্রদসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।

সিদ্ধৌঘপাঠান্তরম্

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিজয়সিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দুর্জয়সিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জয়সিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কবীশ্বরসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্রহ্মণ্যসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নিধীশসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।

মানবৌঘপাঠান্তরম্

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গজাধিরাজসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দুঃখারিসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সদ্যোজাতসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সুধাবহসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরমাত্মসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সর্বভূতাত্মসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহানন্দসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শুভানন্দসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কালচন্দ্রসিদ্ধাচার্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ॥

(গুর্বোঘত্রয়সংখ্যা বিংশতিঃ)

ওঘত্রয়ের পূজা

দেবের অর্থাৎ মহাগণপতির পূজার পর পূর্বোক্ত ত্রিকোণের রেখাত্রয়ে দক্ষিণসংস্থাক্রমে গুরুর ওঘত্রয়ের[১] পূজা করতে হবে[২]।

আবরণার্চনম্

প্রথমাবরণম্

ত্র্যশ্রষড়শ্রয়োরন্তরালে প্রাগাদিদিক্ষু ক্রমেণ—

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীশ্রীপতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গিরিজাগিরিজাপতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ রতিরতিপতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহীমহীপতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

আবরণপূজা

প্রথমাবরণ

ত্রিকোণ ও ষট্‌কোণের মধ্যবর্তীস্থানে পূর্বদিক্ থেকে আরম্ভ করে প্রদক্ষিণক্রমে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীশ্রীপতি গিরিজাগিরিজাপতি রতিরতিপতি এবং মহীমহীপতি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এইসব মন্ত্রে প্রথম আবরণ-দেবতাদের পূজা করতে হবে। মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য।

১। দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ এই ওঘত্রয়। সম্প্রদায়াদিভেদে ওঘত্রয় ভিন্ন হয়ে যায়। এখানে উমানন্দনাথ প্রথমে দিব্যৌঘাদির মন্ত্র বিবৃত করে আবার পাঠান্তর বলে দিব্যৌঘাদির মন্ত্র বিবৃত করেছেন। কিন্তু শুধু পাঠান্তর বললে বিষয়টি পরিষ্কার হয় না। উভয় বিবরণের মধ্যে দিব্যৌঘাদির শুধু নামে নয় সংখ্যায়ও গরমিল আছে। এটি কি শুধু পাঠান্তর? আমাদের মনে হয় সম্প্রদায়ভেদে এরূপ ভেদ হয়েছে বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

২। পূজার মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য। অনাবশ্যকবোধে মন্ত্রের আর অনুবাদ দেওয়া হল না।

দ্বিতীয়াবরণম্

ষড়স্রে দেবাগ্রকোণমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যেন তদ্দক্ষবামপার্শ্বয়োশ্চ ক্রমেণ যজেৎ—

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঋদ্ধ্যামোদশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সমৃদ্ধিপ্রমোদশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কান্তিসুমুখশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মদনাবতীদুর্মুখশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মদদ্রবাবিঘ্নশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীং ক্লীঁ দ্রাবিণীবিঘ্নকর্তৃশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বসুধারাশঙ্খনিধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বসুমতীপদ্মনিধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

দ্বিতীয়াবরণ

ষট্‌কোণে দেবের অর্থাৎ মহাগণপতির অগ্রকোণ থেকে আরম্ভ করে প্রদক্ষিণক্রমে এবং ষট্‌কোণের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঋদ্ধ্যামোদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইত্যাদি মন্ত্রে যথাক্রমে ঋদ্ধি-আমোদ সমৃদ্ধি-প্রমোদ কান্তি-সুমুখ মদনাবতী-দুর্মুখ মদদ্রবা-বিঘ্ন দ্রাবিণী-বিঘ্নকর্তা বসুধারা-শঙ্খনিধি এবং বসুমতী-পদ্মনিধি এই দ্বিতীয় আবরণদেবতাদের পূজা করতে হবে।

তৃতীয়াবরণম্

ষড়স্রসন্ধিষট্‌কে প্রাগ্‌বৎ ষড়ঙ্গদেবতার্চনম্ ॥

তৃতীয়াবরণ

ষট্‌কোণের ষট্‌সন্ধিস্থলে পূর্বের মতো অর্থাৎ যেভাবে ষড়ঙ্গপূজা বিবৃত হয়েছে সেইভাবে ষড়ঙ্গ দেবতার অর্চনা করতে হবে। এর আগে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গ-পূজার কথা বলা হয়েছে। ষড়ঙ্গদেবতা—হৃদয়শক্তি শিরঃশক্তি শিখাশক্তি কবচশক্তি নেত্রত্রয়শক্তি ও অস্ত্রশক্তি।

চতুর্থাবরণম্

অষ্টদলে পশ্চিমাদিদিক্ষু বায়ব্যাদিবিদিক্ষু চ প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ—

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ আং ব্রাহ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঈং মাহেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঊং কৌমারীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঋৃং বৈষ্ণবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ৯ং বারাহীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং মাহেন্দ্রীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঔং চামুণ্ডাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ অঃ মহালক্ষ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

চতুর্থাবরণ

অষ্টদলে অর্থাৎ গণেশযন্ত্রের অষ্টদলপদ্মের অষ্টদলে পশ্চিমাদি দিকে এবং বায়ুকোণাদি কোণে প্রদক্ষিণক্রমে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ আং ব্রাহ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইত্যাদি মন্ত্রে যথাক্রমে ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা এবং মহালক্ষ্মী এই অষ্টমাতৃকার পূজা করতে হবে।

পঞ্চমাবরণম্

অথ চতুরস্র রেখায়াং প্রাগাদ্যাসু অষ্টসু দিক্ষু ক্রমেণ—

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ লাং ইন্দ্রায় বজ্রহস্তায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবতবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ রাং অগ্নয়ে শক্তিহস্তায় তেজোঽধিপতয়ে অজবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ টাং যমায় দণ্ডহস্তায় প্রেতাধিপতয়ে মহিষবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে খড়্গহস্তায় রক্ষোঽধিপতয়ে নরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বাং বরুণায় পাশহস্তায় জলাধিপতয়ে মকরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ যাং বায়বে ধ্বজহস্তায় প্রাণাধিপতয়ে রুরুবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সাং সোমায় শঙ্খহস্তায় নক্ষত্রাধিপতয়ে অশ্ববাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হাং ঈশানায় ত্রিশূলহস্তায় বিদ্যাঽধিপতয়ে বৃষভবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

সর্বা আবরণদেবতাঃ দেব্যাভিমুখাসীনাঃ স্বয়ং তত্তদভিমুখঃ পূজয়ামীতি ভাবয়েৎ।

পঞ্চমাবরণম্

অতঃপর চতুরস্রের রেখায় পূর্বাদি অষ্টদিকে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ লাং ইন্দ্রায় বজ্রহস্তায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবতবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে যথাক্রমে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম এবং ঈশান এই অষ্ট দিক্‌পালের পূজা করতে হবে।

সব আবরণদেবতা দেবতার অভিমুখী হয়ে আসীন এবং স্বয়ং সেই সেই দেবতার অভিমুখী হয়ে পূজা করছি—সাধককে এইরূপ ভাবনা করতে হবে।

গণনাথস্য পুনস্তর্পণং ষোড়শোপচারপূজা চ

এবং পঞ্চাবরণীং ইষ্ট্বা পুনর্দেবং দশধা প্রাগ্বত্তর্পয়িত্বা ষোড়শভিঃ উপচারৈঃ আরাধয়েৎ। [তে চ] পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়স্নানবাসোগন্ধপুষ্পধূপদীপনীরাজনছত্রচামরযুগদর্পণনৈবেদ্যপানীয়তাম্বূলাখ্যাঃ। মন্ত্রাস্তু—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতয়ে পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদয়ঃ। নৈবেদ্যে ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলকরণম্, মূলেন প্রোক্ষণম্, বং ইতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকরণম্, মূলেন সপ্তবারাভিমন্ত্রণম্, প্রাণাদি মুদ্রাপ্রদর্শনং চ কুর্যাৎ। ইহাপরিগণিতান্যপি পূর্বোত্তরাপোশন[১]-হস্তপ্রক্ষালনগণ্ডূষপুনরাচমনীয়ানি নৈবেদ্যাঙ্গত্বেন পূর্ববৎ কল্পয়েৎ[২]।

গণনাথের পুনরায় তর্পণ ও ষোড়শোপচারে পূজা

এই প্রকারে পঞ্চাবরণদেবতাদের পূজা করে আবার পূর্বের মতো মহাগণপতির দশবার তর্পণ করতঃ ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে। ষোড়শোপচার যথা—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নীরাজন, ছত্র, চামরযুগল, দর্পণ, নৈবেদ্য, পানীয় ও তাম্বূল[৩]। মন্ত্র, যথা—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতয়ে পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ, শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহাগণপতয়ে অর্ঘ্যং কল্পয়ামি

১। আপোশন ইতি লিপিকরপ্রমাদঃ মন্যতে। আপোহশান ইতি শুদ্ধপাঠঃ।

২। "তাম্বূলং চ" ইত্যাধিকঃ গ্রন্থান্তরে।

৩। ষোড়শোপচার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পরশুরামকল্পসূত্রে (৭।৩) যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে উমানন্দনাথের এই তালিকার গরমিল আছে।

রামেশ্বর পরশুরামকল্পসূত্রের (২।৯) বৃত্তিতে ষোড়শোপচার সম্পর্কে পরমানন্দতন্ত্রের যে-বচন উদ্ধৃত করেছেন তাতে এই তালিকা পাওয়া যায়—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, স্নান, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বীটিকা, নীরাজন, অঞ্জলি, পরিক্রমা ও নতি।

বৃহত্তন্ত্রসারের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ষোড়শোপচারের যে-তালিকা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গেও উমানন্দনাথের তালিকার গরমিল আছে।

নমঃ ইত্যাদি। নৈবেদ্য সম্পর্কে বিধান—ত্রিকোণবৃত্তচতুরশ্রাত্মক মণ্ডল (এই মণ্ডলে যথাবিহিত পাত্রে নৈবেদ্য স্থাপন করতে হয়) রচনা করতে হবে। মূল-মন্ত্রে প্রোক্ষণ করতে হবে ; বং এই বীজ উচ্চারণ করে ধেনুমুদ্রাপ্রদর্শন করতঃ অমৃতীকরণ করতে হবে, মূলমন্ত্র সাতবার পড়ে অভিমন্ত্রিত করতে হবে, আর প্রাণাদিমুদ্রা[১] প্রদর্শন করতে হবে। এখানে ধরা না হলেও আগে পরে আপোশন[২], হস্তপ্রক্ষালন, গণ্ডূষ, পুনরাচমনীয়, এগুলি পূর্বের মতো নৈবেদ্যের অঙ্গরূপেই বিহিত।

অগ্নিকার্যম্

অথ শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণেন বিধিনা স্থণ্ডিলকল্পনাদিপ্রধানদেবতাপঞ্চোপচারান্তং কৃত্বা

শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রিয়ৈ স্বাহা। শ্রিয়া ইদং ন মম॥

শ্রীং হ্রীং ক্লীং শ্রীপতয়ে স্বাহা। শ্রীপতয় (শ্রীপতেঃ) ইদং ন মম॥

ইত্যাদিরীত্যা পঞ্চমমিথুনবর্জং শ্র্যাদিবিঘ্নকর্তৃপর্যন্তাঃ বিংশতিদেবতা উদ্দিশ্য চতুর্থ্যন্তৈঃ বীজত্রয়াদ্যৈঃ স্বাহাশিরস্কৈঃ তত্তন্নামমন্ত্রৈঃ আজ্যেন একৈক-বারং উদ্দেশ্যত্যাগপূর্বকং হুত্বা অথ প্রধানদেবতায়ৈ মহাগণপতয়ে মূলেন দশবারং হুত্বা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ বলিং প্রদায় মহাব্যাহৃত্যাদিবিধিশেষং নির্বর্তয়েৎ।

১। প্রাণমুদ্রা, অপানমুদ্রা, ব্যানমুদ্রা, উদানমুদ্রা ও সমানমুদ্রা। কনিষ্ঠা-অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ-সংযোগে প্রাণমুদ্রা, তর্জনী-মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ-সংযোগে অপানমুদ্রা, মধ্যমা-অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ-সংযোগে ব্যানমুদ্রা, কনিষ্ঠা ভিন্ন অন্য সব অঙ্গুলি-সংযোগে উদানমুদ্রা আর সব অঙ্গুলি-সংযোগে রচিত হয় সমানমুদ্রা। এ সম্পর্কে প্রমাণ পুরশ্চর্যার্ণব, তৃতীয় তরঙ্গে উদ্ধৃত মেরু-তন্ত্রের বচন। যথা—

কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠযোগঃ প্রাণস্য মুদ্রিকা।
তয়া গ্রাসং গৃহীত্বা প্রাণায় স্বাহেতি সংবদেৎ॥
তর্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠযোগেনাপানকং বদেৎ।
হেমং স্বাহান্তমথ চ ব্যানায় চ ততো বদেৎ॥
স্বাহাহথ মধ্যমানামাঙ্গুষ্ঠযোগেন নির্বপেৎ।
ত্যক্ত্বা কনিষ্ঠাং সর্বাভিরুদানায়াগ্নিগেহিনীম্॥
সর্বাভিস্তু সমানায় স্বাহোক্ত্বা গ্রাসমাচরেৎ।

২। মূল শব্দটি মনে হয় আপোহশান। আপোহশানকর্ম একটি শাস্ত্রবিহিত কর্ম। জল দিয়ে যথাবিধি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত এবং নীচ থেকে উপর পর্যন্ত আচ্ছাদন কর্মকে বলে আপোহশান। এ দ্বারা অন্নকে অনগ্ন অর্থাৎ আবৃত এবং অমৃত করা হয়।

অগ্নিকার্য

এবার শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণ বিধি-অনুসারে স্থণ্ডিলরচনা থেকে পঞ্চোপচারে প্রধানদেবতার পূজাপর্যন্ত সমাপন করতঃ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রিয়ৈ স্বাহা। শ্রিয়া ইদং ন মম ॥ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীপতয়ে স্বাহা। শ্রীপতয় (শ্রীপতেঃ) ইদং ন মম ॥ —ইত্যাদি রীতিতে পঞ্চমমিথুনকে অর্থাৎ মহালক্ষ্মী-মহাগণপতিকে বাদ দিয়ে শ্রী-শ্রীপতি থেকে দ্রাবিণী-বিঘ্নকর্তা পর্যন্ত যে-বিংশতি দেবতা তাঁদের প্রত্যেকের চতুর্থী-বিভক্তিযুক্ত নামের পূর্বে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ এই বীজত্রয় যোগ করে এবং পরে স্বাহা যোগ করে যে যে-মন্ত্রে হবে সেই সেই-মন্ত্রে উদ্দেশ্যত্যাগপূর্বক সেই সেই দেবতার একেকবার আহুতি দিতে হবে। তারপর মূলমন্ত্রে প্রধানদেবতা মহাগণপতিকে দশবার আহুতি দিয়ে বক্ষ্যমাণ প্রকারে বলিপ্রদান করে মহাব্যাহৃতি-আদি হোমক্রিয়ার অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন করতে হবে।

বলিদানম্

হোমাকরণপক্ষে বলিমাত্রং দদ্যাৎ। যথা—পুরতঃ স্ববামভাগে[১] ত্রিকোণ-বৃত্তচতুরশ্রাত্মকং মণ্ডলং কৃত্বা ঐঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ ইতি গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য অর্ধভক্তপূরিতোদকং সক্ষীরাদিত্রয়ং পাত্রং তত্র বিন্যস্য ওঁ হ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহা ইতি মন্ত্রং ত্রিঃ পঠিত্বা দক্ষকরাপিতং বামকরতত্ত্ব-মুদ্রাস্পৃষ্টং ক্ষীরং বল্যুপরি দত্ত্বা বাণমুদ্রয়া বলিং ভূতৈঃ গ্রাহিতং বিভাব্য প্রণমেদিতি।

বলিদান

যে-ক্ষেত্রে হোম করণীয় নয় সে-ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বলি প্রদান করতে হবে। তার বিধান—সাধক সামনে নিজের বামভাগে ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরশ্রাত্মক একটি মণ্ডল রচনা করে ঐঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা তার পূজা করবেন। তারপর অর্ধেক অন্নে এবং অর্ধেক জলে পূর্ণ সদুগ্ধাদিপাত্রত্রয় উক্ত মণ্ডলে স্থাপন করবেন। এবার দক্ষিণকরার্পিত এবং বামকররচিত তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা স্পৃষ্ট দুগ্ধ ওঁ হ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে বলির উপরে দিয়ে বাণমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ বলি প্রদান করবেন এবং বলি ভূতসমূহের দ্বারা গৃহীত ভাবনা করে প্রণাম করবেন।

১। যাগগৃহাদ্বহিঃ বামভাগে ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।

তর্পণজপস্তোত্রাণি

অথ প্রক্ষালিতপাণিপাদ আচান্ত আগত্য[1] দেবং মূলেন ত্রিধা সন্তর্প্য পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা প্রদক্ষিণনুতীর্বিধায় জপেৎ—

অস্য শ্রীমহাগণপতিমহামন্ত্রস্য গণকঋষয়ে নম ইতি শিরসি। নৃচদ্গায়ত্রী-ছন্দসে নম ইতি মুখে। মহাগণপতয়ে দেবতায়ৈ নম ইতি হৃদয়ে। গং বীজায় নম ইতি গুহ্যে। স্বাহাশক্ত্যৈ নম ইতি পাদয়োঃ। ওঁ কীলকায় নম ইতি নাভৌ। মম অভীষ্টসিদ্ধ্যৈ বিনিয়োগায় নম ইতি করসম্পুটে চ ন্যস্য। উক্তৈঃ ষড়ঙ্গমন্ত্রৈঃ অঙ্গুষ্ঠাদিষু হৃদয়াদিষু চ ন্যাসং বিধায়। পূর্বোক্তভঙ্গ্যা ধ্যাত্বা। শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণবিধিনা মূলমষ্টোত্তরশতবারানাবর্ত্য পুনরপি ন্যাসাদি কৃত্বা।

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাত্ময়ি স্থিরা॥

ইতি সামান্যার্ঘ্যোদকেন জপং দেবস্য দক্ষকরে সমর্পিতং বিভাব্য স্তুবীত। যথা—

শ্রীভগবানুবাচ—

গণেশস্য স্তবং বক্ষ্যে কলৌ ঝটিতি সিদ্ধিদম্।
ন ন্যাসো ন চ সংস্কারো ন হোমো ন চ তর্পণম্॥
ন মার্জনং চ পঞ্চাচ্যং[2] সহস্রজপমাত্রতঃ।
সিধ্যত্যর্চনতঃ পঞ্চশতব্রাহ্মণভোজনাৎ॥

অস্য শ্রীগণপতিস্তোত্রমালামন্ত্রস্য ভগবান্ সদাশিব ঋষিঃ। উষ্ণিক্[3] ছন্দঃ। শ্রীগণপতির্দেবতা। শ্রীগণপতিপ্রাসাদসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্—

চতুর্ভুজং রক্ততনুং ত্রিনেত্রং, পাশাঙ্কুশৌ মোদকপাত্রদন্তৌ।
করৈর্দধানং সরসীরুহস্থং, গণাধিনাথং শশিচূড়মীড়ে॥ ইতি॥

তর্পণ-জপ-স্তোত্র

এবার হাতপা ধুয়ে আচমন করে এসে মূলমন্ত্রে দেবতাকে তিনবার তর্পণ করে ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করতঃ জপ করতে হবে। এ সম্পর্কে বিধান—

১। পাদমাচান্তমাগত্য—ইতি পাঠঃ বহুষু কোশেষু দৃশ্যতে।
২। পঞ্চাঙ্গ ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।
৩। অতিঃ ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।

অস্য শ্রীমহাগণপতিমহামন্ত্রস্য গণকঋষয়ে নমঃ এই মন্ত্রে শিরে ; নৃচদ্‌গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ এই মন্ত্রে মুখে ; গং বীজায় নমঃ এই মন্ত্রে গুহ্যে ; স্বাহাশক্ত্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে পদদ্বয়ে ; ওঁ কীলকায় নমঃ এই মন্ত্রে নাভিতে ; মম অভীষ্টসিদ্ধ্যে বিনিয়োগায় নমঃ এই মন্ত্রে করসম্পুটে ন্যাস করতে হবে। উক্ত ষড়ঙ্গমন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠাদিতে[১] ও হৃদয়াদিতে[২] ন্যাস করতে হবে। এবার পূর্বোক্ত ভঙ্গিতে ধ্যান করতে হবে। তার পর শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণ প্রকারে মালার সংস্কার করে শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণ প্রকারে সেই মালা একশ আটবার ফিরিয়ে মূলমন্ত্র জপ করতে হবে। এবার আবার ন্যাসাদি করে গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা[৩] ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতার দক্ষিণ হস্তে জপ সমর্পণ ভাবনা করে স্তব করতে হবে। যথা—

শ্রীভগবান্ বললেন—কলিযুগে ঝটিতি সিদ্ধিপ্রদ গণেশের স্তব বলছি। এরূপ সিদ্ধিপ্রদ ন্যাস নয়, সংস্কার নয়, হোম নয়, তর্পণ নয়, মার্জন নয়। ন্যাসাদিপঞ্চাঢ্য পূজার চেয়ে এবং পাঁচশ ব্রাহ্মণভোজন করানোর চেয়ে শীঘ্র গণপতিস্তোত্রমন্ত্রের সহস্রজপে সিদ্ধিলাভ হয়।

এই শ্রীমহাগণপতিস্তোত্রমালামন্ত্রের ঋষি ভগবান্ সদাশিব। উষ্ণিক্ ছন্দ। শ্রীগণপতি দেবতা। শ্রীগণপতিপ্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—চতুর্ভুজ, লোহিততনু, ত্রিনেত্র, হস্তে পাশ-অঙ্কুশ-মোদক-ও দন্ত-ধারণকারী, পদ্মাবস্থিত গণাধিনাথের স্তব করি।

সদাশিবপ্রোক্তং গণেশাষ্টকম্

ওঁ বিনায়কৈকভাবনাসমর্চনাসমর্পিতং
প্রমোদকৈঃ প্রমোদকৈঃ প্রমোদমোদমোদকম্।
সমর্পিতং সমর্পিতং নবন্নধান্যনির্মিতং
নখণ্ডিতং নখণ্ডিতং নখগুমণ্ডনং কৃতম্ ॥ ১
সজাতিকৃদ্বিজাতিকৃৎস্বনিষ্ঠভেদবর্জিতং
নিরঞ্জনং চ নির্গুণং নিরাকৃতিং চ নিষ্ক্রিয়ম্।
সদাত্মকং চিদাত্মকং সুখাত্মকং পরং পদং
ভজামি তং গজাননং স্বমায়য়াহঽত্তবিগ্রহম্ ॥ ২

১। অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা ও করতলপৃষ্ঠ। দ্রঃ পূর্ববর্ণিত 'ষড়ঙ্গন্যাসঃ'।

২। হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্রত্রয়, অস্ত্র।—দ্রঃ ঐ

৩। গুহ্যাতিগুহ্যের রক্ষক, হে দেব, মৎকৃত এই জপ গ্রহণ কর। তোমার প্রসাদে আমার স্থির সিদ্ধি লাভ হোক।

গণাধিপ ত্বমষ্টমূর্তিরীশসূনুরীশ্বরঃ
ত্বমম্বরং চ শম্বরং ধনঞ্জয়ঃ প্রভঞ্জনঃ।
ত্বমেব দীক্ষিতঃ ক্ষিতির্নিশাকরঃ প্রভাকরঃ
চরাচরপ্রচারহেতুরন্তরায়শান্তিকৃৎ ॥ ৩

অনেকদং তমালনীলমেকদন্তসুন্দরং
গজাননং নমো গজাননামৃতাব্ধিমন্দিরম্।
সমস্তবেদবাদসৎকলাকলাপমন্দিরং
মহান্তরায়কৃন্তমশ্মশার্কমাশ্রিতোদরম্ ॥ ৪

সরত্নহেমঘণ্টিকানিনাদনূপুরস্বনৈঃ
মৃদঙ্গতালনাদভেদসাধনানুরূপতঃ।
ধিমিদ্ধিমিত্তভোঙ্গতোঙ্গথেয়িথেয়িশব্দতো
বিনায়কশ্শশাঙ্কশেখরোগ্রতঃ প্রনৃত্যতি ॥ ৫

নমামি নাকনায়কৈকনায়কং বিনায়কং
কলাকলাপকল্পনানিদানমাদিপুরুষম্।
গণেশ্বরং গুণেশ্বরং মহেশ্বরাত্মসম্ভবং
স্বপাদমূলসেবিনামপারবৈভবপ্রদম্ ॥ ৬

ভজে প্রচণ্ডতুন্দিলং সদন্দশূকভূষণং
সনন্দনাদিবন্দিতং সমস্তসিদ্ধসেবিতম্।
সুরাসুরৌঘয়োস্সদা জয়প্রদং ভয়প্রদং
সমস্তবিঘ্নঘাতিনং স্বভক্তপক্ষপাতিনম্ ॥ ৭

করাম্বুজাত্তকঙ্কণঃ পদাব্জকিঙ্কিণীগণো
গণেশ্বরো গুণার্ণবঃ ফণীশ্বরাঙ্গভূষণঃ।
জগত্ত্রয়ান্তরায়শান্তিকারকোঽস্তু তারকো
ভবার্ণবাদনেকদুগ্রহাচ্ছিদেকবিগ্রহঃ ॥ ৮

যো ভক্তিপ্রবণঃ পরাবরগুরোস্স্তোত্রং গণেশাষ্টকং
শুদ্ধস্সংযতচেতসা যদি পঠেন্নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং পুমান্।
তস্য শ্রীরতুলা স্বসিদ্ধিসহিতা শ্রীশারদা সারদা
স্যাতাং তৎপরিচারিকে কিল তদা কাঃ কামনানাং কথাঃ ॥

সদাশিবোক্ত গণেশাষ্টক

ওঁ একনিষ্ঠভাবনা সহ পূজান্তে হর্ষবিধানকারীদের দ্বারা, যে-মোদক খণ্ডিত নয়, বন্যধান্যের তণ্ডুলে প্রস্তুত নয়, খণ্ডিতাকারে যা সাজান নয়, এরূপ হর্ষজনক মোদক বিনায়ককে অর্পিত হয়। ১

সজাতিকৃত স্বনিষ্ঠ যে-ভেদ এবং বিজাতিকৃত স্বনিষ্ঠ যে-ভেদ এই উভয়ভেদ-বর্জিত যিনি, যিনি নিরঞ্জন, নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, যিনি সচ্চিদানন্দময় পরম পদ, যিনি নিজ মায়াকে অবলম্বন করে মূর্তি গ্রহণ করেছেন, সেই গজাননকে ভজনা করি। ২

হে গণাধিপ, তুমি অষ্টমূর্তি, মহেশ্বরপুত্র, ঈশ্বর। তুমি অম্বর, শম্বর, ধনঞ্জয়, প্রভঞ্জন। তুমিই দীক্ষিত অর্থাৎ যজ্ঞের যজমান। তুমি চন্দ্র, সূর্য্য। স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রচারের অর্থাৎ সংসারের হেতু। তুমি বিঘ্নোপশমকারী। ৩

তুমি অনেক দান কর। তুমি তমালনীলবর্ণ, একদন্তে শোভমান, গজানন, গজানন থেকে নিঃসৃত অমৃত-দ্রবের তুমি আধার। তোমার স্তব করি। তুমি সমস্ত বেদবাদ ও সংকল্পসমূহের মন্দির, মহাবিঘ্নরূপ দুর্দম অন্ধকারের প্রশমনকারী সূর্য তোমার উদরে আশ্রিত। ৪

রত্নখচিত স্বর্ণঘন্টাশব্দের সহিত নূপুরধ্বনি করে এবং মৃদঙ্গের তাল ও ধ্বনি-অনুসারে ধিমি ধিমি থেয়ি থেয়ি শব্দ করতঃ বিনায়ক শশাঙ্ক-শেখরের অর্থাৎ শিবের সামনে নৃত্য করেন। ৫

স্বর্গনায়ক, একনায়ক, কলাকলাপকল্পনার নিদান, আদিপুরুষ, গণেশ্বর, গুণেশ্বর, মহেশ্বরপুত্র, স্বীয় পদসেবীদের অপার বৈভব-প্রদানকারী, বিনায়ককে নমস্কার। ৬

প্রচণ্ডবিশালোদর, সর্পভূষণ, সনন্দনাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণবন্দিত, সমস্ত সিদ্ধের সেবিত, সুরাসুরদের সদা জয়প্রদ ও ভয়প্রদ, সমস্তবিঘ্নবিনাশন, স্বীয় ভক্তের পক্ষপাতীর ভজনা করি। ৭

করপদ্মে গৃহীতকঙ্কণ, পাদপদ্মে কিঙ্কিণীশোভিত, গণেশ্বর, গুণসিন্ধু, সর্পরাজ যাঁর অঙ্গভূষণ, ত্রিজগতের অন্তরায়শান্তিকারক, চিন্মাত্রবিগ্রহ, অনেক দুর্গ্রহযুক্ত ভবসমুদ্র থেকে ত্রাণকারী। ৮

ভক্তিপ্রবণ শুদ্ধ সংযতচিত্ত পুরুষ যদি নিত্য ত্রিসন্ধ্যা পরাবরগুরু-প্রোক্ত স্তোত্র এই গণেশাষ্টক পাঠ করেন, তা হলে স্বীয় সিদ্ধির সহিত অতুলনীয়া শ্রী এবং সারপ্রদা শারদা তাঁর পরিচারিকা হবেন, সব কামনাপূরণের আর কথা কি।

সুবাসিনীপূজা

ততঃ শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণেন ক্রমেণ সুবাসিনীপূজনহবিঃপ্রতিপত্তিদেবতোদ্বাসনাদিশেষং সমাপয়েৎ। অত্র চ সুবাসিন্যা সাকং বটুকার্চনমপি। তত্র মন্ত্রঃ—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বং বটুকায় নমঃ ইতি। মম নির্বিঘ্নং মন্ত্রসিদ্ধির্ভূয়াদিতি তৌ প্রতি প্রার্থনায়াং তথাঽস্ত্বিতি তৎপ্রতিবচনম্। মূলান্তে অমুকতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহেতি তত্ত্বত্রয়শোধনং চেতি বিশেষঃ।

সুবাসিনীপূজা

তারপর শ্রীক্রমে বক্ষ্যমাণ প্রকারে সুবাসিনীপূজা, হবিঃশেষ গ্রহণ, দেবতার উদ্বাসনাদি অবশিষ্ট ক্রিয়াগুলি করতে হবে। এখানে সুবাসিনীর সঙ্গে বটুকের পূজাও করা বিধি। তার মন্ত্র—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বং বটুকায় নমঃ। এবার সুবাসিনী ও বটুকের নিকট প্রার্থনা করতে হবে এই বলে—মম নির্বিঘ্নং মন্ত্রসিদ্ধির্ভূয়াৎ—নির্বিঘ্নে আমার মন্ত্রসিদ্ধি হোক। তার প্রতিবচন হবে—তথাঽস্তু—তাই হোক।

এক্ষেত্রে বিশেষ বিধি—মূলমন্ত্র উচ্চারণের পর অমুকতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ বললে যে-মন্ত্র হবে সেই-মন্ত্রে তত্ত্বত্রয়-শোধন করতে হবে।

পুরশ্চরণবিধিঃ

এবং নিত্যক্রমং প্রবর্তয়ন্ শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণেন বিধিনা অষ্টাবিংশতিসহস্রসংখ্যাপুরশ্চরণজপঃ। প্রকৃতে কলিযুগত্বাৎ তচ্চতুর্গুণিতম্। প্রথমেঽহনি সহস্রং ততঃ প্রত্যহং ত্রিসহস্রসংখ্যং চ কৃত্বা জপদশাংশহোম-তদ্দশাংশতর্পণ-তদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজনানি বিদধ্যাৎ। হোমদ্রব্যাণি চ—

মোদকৈঃ পৃথুকৈর্লাজৈঃ সক্তুভিশ্চেক্ষুপর্বভিঃ।
নারিকেলৈস্তিলৈঃ শুদ্ধৈঃ সুপক্বৈঃ কদলীফলৈঃ॥

ইত্যুক্তান্যষ্টৌ। এতেষাং প্রমাণং তু—মোদকা অখণ্ডিতা গ্রাসমিতাঃ। পৃথুকলাজসক্তবো মুষ্টিপরিমিতাঃ। ইক্ষুপ্রমাণং শ্লোক এবোক্তম্। নারিকেলং অষ্টধা খণ্ডিতম্। তিলাঃ চুলুকপ্রমাণাঃ শতসংখ্যাকা বা। কদলীফলমল্পং বহুখণ্ডিতম্, পৃথু চেদ্‌যথারুচি খণ্ডিতম্। অমীষাং দ্রব্যাণাং মধুক্ষীরঘৃতসিক্তানাং পৃথক্‌পৃথগাহুতয়ো হোমসংখ্যাপিণ্ডাষ্টমভাগমিতাঃ ৩৫০ শ্লোকপাঠক্রমেণ ভবন্তি। অষ্টদ্রব্যহোমাৎ প্রাগাবরণদেবতানাং একৈকাহুতিঃ প্রধানদেবতায়াশ্চ যাদৃশাহুতয়ঃ[১] তাঃ আজ্যেনৈব ভবন্তি। তর্পণপূর্বাঙ্গং তু চতুরাবৃত্তিতর্পণবদেব।

১। যাবদাহু ইতি পাঠান্তরং গ্রন্থান্তরে।

ইত্থং পুরশ্চরণেন[1] সিদ্ধমনুঃ স্বাতন্ত্র্যেণোপাস্ত্যো চ শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ নৈমিত্তিকার্চনপরঃ, কাম্যাপেক্ষী চেৎ শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণেন তত্তৎকামানুগুণেন দ্রব্যেণ ইষ্ট্বা সিদ্ধসঙ্কল্পঃ সুখী বিহরেৎ। ইতি শিবম্।

ইতি শ্রীভাসুরানন্দনাথচরণারবিন্দমিলিন্দায়মানমানসেন উমানন্দনাথেন নির্মিতে কল্পসূত্রানুসারিণি নিত্যোৎসবনিবন্ধে মহাগণপতিক্রমনিরূপণং নাম তরুণোল্লাসো দ্বিতীয়ঃ সমাপ্তঃ।

পুরশ্চরণবিধি

এই প্রকারে নিত্যক্রম প্রবর্তন করে শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণ প্রকারে অষ্টাবিংশতিসহস্রসংখ্যক পুরশ্চরণজপ করতে হবে। কলিযুগ বলে প্রকরণপ্রাপ্ত বিষয়ে তা চতুর্গুণিত হয়েছে। প্রথম দিন এক সহস্র, তারপর প্রতিদিন তিন সহস্র করে জপ করার পর জপসংখ্যার দশাংশ হোম ও তার দশাংশ তর্পণ করতে হবে এবং তার দশাংশসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে।

হোমদ্রব্য, যথা—মোদক, পৃথুক অর্থাৎ চিঁড়ে, লাজ, সক্তু, ইক্ষুপর্ব অর্থাৎ আখের খণ্ড, নারকেল, শুদ্ধ তিল ও সুপক্ব কদলীফল, এই আট।

এই সবের পরিমাণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—মোদক হবে অখণ্ড এবং গ্রাসপরিমাণ। চিপিটক লাজ ও সক্তু প্রত্যেকটি মুষ্টিপরিমাণ। ইক্ষুর পরিমাণ শ্লোকেই বলা হয়েছে। নারকেল আট খণ্ড করতে হবে। তিল এক চুলুক অথবা শুণে একশ। কদলীফল ক্ষুদ্র হলে অখণ্ডিত, আর বড় হলে যথাভিরুচি খণ্ড করতে হবে। মধু-ক্ষীর-ও ঘৃত-সিক্ত এই সব দ্রব্যের প্রত্যেকটি দিয়ে পৃথক্ হোম করতে হবে। যথাবিহিত মোট হোমসংখ্যাকে অর্থাৎ ২৮০০-কে শ্লোকনির্দিষ্ট দ্রব্যসংখ্যা অনুসারে আট ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে পড়বে ৩৫০ অর্থাৎ উক্ত প্রত্যেক দ্রব্য দিয়ে ৩৫০টি করে হোম হবে। অষ্টদ্রব্যহোমের পূর্বে আবরণদেবতাদের প্রত্যেককে একটি করে আহুতি এবং প্রধানদেবতাকে

১। "পুরশ্চরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেরুতন্ত্র বলেছেন—ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষের সাধন মন্ত্র। সেই মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরঃ অর্থাৎ প্রথমে যে চর্যা বা অনুষ্ঠান করতে হয় তাই পুরশ্চর্যা বা পুরশ্চরণকর্ম। বেদ থেকে আরম্ভ করে শাবরশাস্ত্র অর্থাৎ শাবরতন্ত্র পর্যন্ত পুরশ্চরণকর্মের ব্যবস্থা আছে।"

পুরশ্চরণের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। পশ্বাদিভাবভেদে পুরশ্চরণ ভিন্ন হয়। তা ছাড়া, তন্ত্রে পঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণ, দশাঙ্গপুরশ্চরণ ইত্যাদি মন্ত্রভেদে বিহিত হয়েছে।

এ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭১২-২১

যথাবিহিত আহুতি কেবলমাত্র ঘৃতের দ্বারা দিতে হবে। তর্পণের পূর্ববর্তী তর্পণাঙ্গ ক্রিয়া চতুরাবৃত্তিতর্পণে যেরকম সেইরকম হবে।

এই প্রকারে পুরশ্চরণের দ্বারা সিদ্ধমন্ত্র সাধক যদি স্বতন্ত্রভাবে গণপতির পূজা করতে চান তাহলে তাঁকে শ্রীক্রমোক্ত ক্রমে নৈমিত্তিক পূজা করতে হবে। আর যদি তিনি কোনো কাম্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় কাম্যপূজা করতে চান তবে শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণ ক্রমানুসারে সেই সেই কাম্যের অনুকূল দ্রব্যের দ্বারা পূজা করে সিদ্ধসঙ্কল্প হয়ে সুখে বিহার করবেন। শিবম্ ॥

শ্রীভাসুরানন্দনাথচরণারবিন্দে ভ্রমরের মতো নিবিষ্ট মানস যার সেই উমানন্দনাথের রচিত কল্পসূত্রানুসারী নিত্যোৎসব-নিবন্ধে মহাগণপতিক্রমনিরূপণ নামক তরুণোল্লাসাখ্য দ্বিতীয় উল্লাস সমাপ্ত।

যৌবনোল্লাসঃ তৃতীয়ঃ—শ্রীক্রমঃ

নত্বা শ্রীভাসুরানন্দনাথপাদাম্বুজদ্বয়ম্ ।
যুনক্ত্যুমানন্দনাথো যৌবনোল্লাসমদ্ভুতম্ ॥
মহাত্রিপুরসুন্দর্যা মতোঽত্র যজনক্রমঃ ।
কীর্ত্যন্তে গণপত্যাদিক্রমাঃ যদুপজীবিনঃ ॥

আদ্যায় শ্রীভাসুরানন্দনাথাচার্যায়াস্মদ্গুরবে হ্যুমানন্দনাথঃ ।
শ্রেয়োমূলং সাধকানাং তনোতি যৌবনোল্লাসং শ্রীক্রমোপক্রমেণ ॥

ইহ সপ্তপ্রকরণান্যাহ্নিকেন সপর্যয়া ।
হোমমুদ্রান্যাসজপনৈমিত্তিকসমর্চনৈঃ ॥
আহ্নিকে শ্রীগুরুধ্যানং প্রাণসংযমনং ততঃ ।
চিদ্বিমর্শো হৃদা মূলাবৃত্তী রশ্মিসরস্মৃতিঃ ॥
স্নানং সন্ধ্যাবিধানং চ পূজাপ্রকরণে পুনঃ ।
দ্বারপূজাঽঽস্থনৈপথ্যং আসনাবস্থিতিক্রমঃ ॥
দীপনাথসপর্যা চ শ্রীচক্রপরিকল্পনম্ ।
মন্দিরার্চা ভূতশুদ্ধিঃ প্রত্যাহোৎসারণং ততঃ ॥
ন্যাসজালবিধিঃ পাত্রাসাদনং মাতুরর্চনম্ ।
মুদ্রাকৃতিঃ ষড়ঙ্গার্চা নিত্যাশ্রীগুরুপূজনম্ ॥
নবাবৃতিসপর্যা চ শ্রীদেবীপুনরর্চনম্ ।
অথ কামকলাধ্যানং সৌভাগ্যহৃদয়স্মৃতিঃ ॥
কৃতাকৃতত্বং হোমস্য বলিদানবিধিস্তথা ।
জপস্তোত্রে সুবাসিন্যাঃ পূজনং তত্ত্বশোধনম্ ॥
দেবতোদ্বাসনং চাথ বিশেষার্ঘ্যবিসর্জনম্ ।
সঙ্ক্ষেপার্চাবিধিস্তদ্বৎ কর্তব্যনিয়মাস্ততঃ ॥
শ্রীচক্রলেখনোপায়স্তৎপ্রতিষ্ঠাবিধিস্তথা ।
হোমাদিপ্রক্রিয়াস্তত্তদ্বিধিজ্ঞানপ্রয়োজনাঃ ॥
সন্তু পঙ্কতয়ো লোকে কল্পসূত্রানুগাঃ পরাঃ ।
অনন্যসব্যপেক্ষেয়ং প্রায়েণেতি বিভাব্যতাম্ ॥
কাদিহাদ্যোঃ পঞ্চদশ্যোরিয়ং সাধারণী মতা ।
শ্রীষোড়শ্যা বিশেষস্তু তত্র তত্র নিরূপিতঃ ॥

সর্বশ্রীক্রমমন্ত্রেষু ত্রিতার্যা যোজনং পুরঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীমিত্যাত্মিকায়াস্সা চ তৎপূর্বকেষু ন॥
শ্রীমান্ প্রোক্তগুণো লব্ধ্বা দীক্ষাযুক্তগুণাদ্গুরোঃ।
ইষ্ট্বা মহাগণপতিমারভেত শ্রিয়ঃ ক্রমম্॥

তৃতীয় যৌবনোল্লাস—শ্রীক্রম

শ্রীভাসুরানন্দনাথের পাদপদ্মযুগলে প্রণাম করে উমানন্দনাথ অপূর্ব যৌবনোল্লাস বর্ণনায় মনোনিবেশ করলেন। গণপতিক্রমাদি যার আশ্রিত মহাত্রিপুরসুন্দরীর সেই অভিমত যজনক্রম এই উল্লাসে বর্ণিত হবে।

ব্রহ্মস্বরূপ স্বীয় গুরু শ্রীভাসুরানন্দনাথের উদ্দেশেই উমানন্দনাথ শ্রীক্রমোপক্রমের দ্বারা সাধকদের শ্রেয়োমূল যৌবনোল্লাস বিস্তারিত করেছেন।

এতে থাকবে আহ্নিকপ্রকরণ, সপর্যাপ্রকরণ, হোমপ্রকরণ, মুদ্রাপ্রকরণ, ন্যাসপ্রকরণ, জপপ্রকরণ ও নৈমিত্তিকপ্রকরণ এই সাতটি প্রকরণ। আহ্নিকপ্রকরণে থাকবে গুরুধ্যান, প্রাণসংযমন, চিদ্বিমর্শ, 'হৃদা মূলাবৃত্তিঃ' অর্থাৎ মনে মনে মূলমন্ত্রের আবৃত্তি, রশ্মিসরস্মৃতিঃ অর্থাৎ রশ্মিমালাস্মরণ, স্নানবিধি এবং সন্ধ্যাবিধি। পূজাপ্রকরণ অর্থাৎ সপর্যাপ্রকরণে থাকবে দ্বারপূজা, আত্মনৈপথ্য অর্থাৎ বন্দনাদিকৃত স্বীয় শরীরশোভাসাধন, আসনে অবস্থিতিক্রম, দীপনাথের পূজা, শ্রীচক্রপরিকল্পনা, মন্দিরার্চনা, ভূতশুদ্ধি, প্রত্যূহ-উৎসারণ, ন্যাসজালবিধি, পাত্রাসাদন, মাতৃপূজা, মুদ্রারচনা, নিত্যার পূজা, ষড়ঙ্গার্চনা, গুরুপূজা, নবাবরণপূজা, দেবীর পুনঃপূজা, কামকলাধ্যান, সৌভাগ্যহৃদয়স্মরণ, হোমের কৃতাকৃতত্ব, বলিদানবিধি, জপ, স্তোত্র, সুবাসিনীপূজা, তত্ত্বশোধন, দেবতার উদ্বাসন, বিশেষার্ঘ্যবিসর্জন, সংক্ষেপ পূজাবিধি, ক্রত্বর্থনিয়ম, শ্রীচক্রের লেখনোপায়, শ্রীচক্রপ্রতিষ্ঠাবিধি এই সব বিষয়। তারপর হোমপ্রকরণে হোমাদিপ্রক্রিয়া ও তৎসংক্রান্ত বিধিবিষয়ক জ্ঞান যুক্ত হবে। সংসারে কল্পসূত্রানুসারী পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হোক। মনে রাখতে হবে এই পদ্ধতি প্রায়ই অন্যসাপেক্ষ নয়। কাদি ও হাদি-মতে পঞ্চদশী বিদ্যা সম্পর্কে এই পদ্ধতি সাধারণ, আর ষোড়শী বিদ্যা সম্পর্কে পদ্ধতির যে যে ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য আছে সেই সেই ক্ষেত্রে তা নিরূপিত হয়েছে। শ্রীক্রমের সব মন্ত্রের পূর্বে ঐং হ্রীং শ্রীং এই বীজত্রয় যুক্ত হবে কিন্তু পরে হবে না। শাস্ত্রোক্ত গুণসম্পন্ন শিষ্য শাস্ত্রোক্ত গুণসম্পন্ন গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে মহাগণপতির পূজান্তে শ্রীক্রম আরম্ভ করবেন।

আহ্নিকপ্রকরণম্

গুরুধ্যানম্

মুহূর্তে ব্রাহ্ম উত্থায় নিষণ্ণঃ শয়নে নিজে।
অপলাপায় পাপানামাদাবেবং সমাচরেৎ ॥
স্বব্রহ্মরন্ধ্রগাম্ভোজকর্ণিকাপীঠবাসিনম্।
শিবরূপং শ্বেতবস্ত্রমাল্যভূষানুলেপনম্ ॥
দয়াঽঽর্দ্রদৃষ্টিং স্মেরাস্যং বরাভয়করাম্বুজম্।
বামাঙ্কগতয়া পীতবপুষাঽরুণবেষয়া ॥
পদ্মবত্যা বামকরে শক্ত্যা দক্ষভুজাবৃতম্।
গৌরং শ্রীভাস্বরং নাথং সানন্দং চিন্তয়েৎ সুধীঃ ॥

ততঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্স্খ্ফ্রেং হসক্ষমলবরযূং সহক্ষমলবরযীং হংসোঃ স্হৌঃ[1] অমুকাম্বাসহিত-শ্রীঅমুকানন্দনাথগুরু[2]শ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি মন্ত্রান্তে সুমুখসুবৃত্তচতুরস্রমুদ্গরযোন্যাখ্যাভিঃ পঞ্চভিঃ মুদ্রাভিঃ তং প্রণমেৎ। মুদ্রা-প্রকারস্তু তৎপ্রকরণে বক্ষ্যতে।

আহ্নিকপ্রকরণ

গুরুধ্যান

ব্রাহ্ম মুহূর্তে নিদ্রা ত্যাগ করে নিজের বিছানায় উপবিষ্ট হয়ে পাপ অপলাপ করার জন্য প্রথমে এইপ্রকার আচরণ করতে হবে। সুধী সাধককে চিন্তা করতে হবে স্বীয় ব্রহ্মরন্ধ্রগ পদ্মকর্ণিকাপীঠে শিবরূপী বিশুদ্ধ ভাস্বর আনন্দময় গুরু বিরাজমান। তিনি শ্বেতবস্ত্র, মাল্য, ভূষণ এবং অনুলেপনের দ্বারা শোভমান। তিনি সদয়দৃষ্টি, স্মেরানন। তাঁর করপদ্মে বর ও অভয়-মুদ্রা। তাঁর বামাঙ্কগতা পীতদেহা অরুণবেষা শক্তি তাঁকে দক্ষিণহস্তে আবৃত করে আছেন আর শক্তির বামহস্তে পদ্ম।

তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্স্খ্ফ্রেং হসক্ষমলবরযূং সহক্ষমলবরযীং হংসোঃ স্হৌঃ অমুকাম্বাসহিতশ্রীঅমুকানন্দনাথগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই মন্ত্র উচ্চারণ করে সুমুখ সুবৃত্ত চতুরস্র মুদ্গর ও যোনি এই পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ গুরুকে প্রণাম করবেন। কোন মুদ্রা কিপ্রকার তা তৎপ্রকরণে বলা হবে।

১। হংসাঁঃ স্হৌঁঃ ইতি পাঠান্তরম্।
২। শ্রীপরমগুরুপরমেষ্ঠিগুরুশ্রী ইতি পাঠান্তরম্।

ততঃ

নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে।
বিদ্যাঽবতারসংসিদ্ধ্যৈ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ॥
নবায় নবরূপায় পরমার্থস্বরূপিণে।
সর্বাজ্ঞানতমোভেদভানবে চিদ্‌ঘনায় তে॥
স্বতন্ত্রায় দয়াকৢপ্তবিগ্রহায় শিবাত্মনে।
পরতন্ত্রায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভব্যরূপিণে॥
বিবেকিনাং বিবেকায় বিমর্শায় বিমর্শিনাম্।
প্রকাশানাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে॥
পুরস্তাৎ পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্কুর্যামুপর্যধঃ।
সদা মচ্চিত্তরূপেণ বিধেহি ভবদাসনম্॥
[1]ইত্যেবং পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ স্তুবীত যতমানসঃ।
প্রাতঃ প্রবোধসময়ে জপাৎ সুদিবসং ভবেৎ॥

তারপর

গুরুরূপী শিব, হে নাথ, হে ভগবান্, বিদ্যাবতার সংসিদ্ধির জন্য তুমি অনেক মূর্তি পরিগ্রহ করেছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি নব, নবরূপী, পরমার্থস্বরূপ, সমস্ত অজ্ঞানান্ধকারনাশকারী সূর্য, তুমি চিন্ময়, তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বতন্ত্র, দয়ারচিতবিগ্রহ, ভক্তপরতন্ত্র, ভব্যদের ভব্য, তোমাকে নমস্কার। বিবেকীদের তুমি বিবেক, বিমর্শীদের তুমি বিমর্শ, প্রকাশমানদের তুমি প্রকাশ, জ্ঞানীদের তুমি জ্ঞান, তোমাকে নমস্কার। সম্মুখে পার্শ্বে পৃষ্ঠে উপরে নীচে তোমাকে নমস্কার করি। আমার চিত্তকে সর্বদা তোমার আসন কর। যে সংযতমনা ব্যক্তি প্রাতে নিদ্রাত্যাগ কালে এই প্রকার পঞ্চ শ্লোকের দ্বারা স্তব করেন ও জপ করেন, তাঁর দিনটি শুভ হয়।

প্রাণসংযমনম্

অথ তচ্চরণকমলযুগলবিগলদমৃতরসনিসরপরিপ্লুতাখিলাঙ্গ আত্মানং ভাবয়ন্ শিবাদিশ্রীগুরুভ্যো নমঃ ইতি মূর্ধনি বদ্ধাঞ্জলিঃ ত্রিঃ প্রাণানায়চ্ছেৎ। তৎপ্রকারস্তু—একবারমাবৃত্তয়া মূলবিদ্যয়া পিঙ্গলাপথেন পূরকং, ত্রিরাবৃত্তয়া তয়া মূলাধারা-নাহতাজ্ঞাসংজ্ঞেষু কমলেষু ক্রমেণ শোণপীতশ্বেতকূটত্রয়বিভাবনাপূর্বং সুষুম্নায়াং

১। ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্বদা।
মায়ামৃত্যুমহাপাশাৎ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে।

কুম্ভকং, সকৃদাবৃত্তয়া চ তয়া ইড়ানাড়ীবর্ত্মনা রেচকমিতি। ইহ পূরকরেচকয়োঃ পিঙ্গলেড়য়োঃ ব্যত্যয়োঽপি দৃষ্টোঽন্যত্র ॥

প্রাণসংযম

এবার গুরুর চরণযুগল থেকে বিগলিত অমৃতরসের দ্বারা ব্যাপকভাবে নিজদেহ পরিপ্লুত হয়েছে এইরূপ ভাবনা করতে হবে। তার পর শিবাদিশ্রীগুরুভ্যো নমঃ এই বলে মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ হাত রেখে তিনটি প্রাণায়াম করতে হবে। প্রাণায়াম এই প্রকার—মূলবিদ্যা একবার আবৃত্তি সহ পিঙ্গলা-নাড়ীপথে পূরক করতে হবে। মূলবিদ্যা তিনবার আবৃত্তি সহ মূলাধার-অনাহত-ও আজ্ঞা-নামক পদ্মত্রয়ে যথাক্রমে রক্ত, পীত ও শ্বেত কূটত্রয়ভাবনা-পূর্বক সুষুম্নানাড়ীতে কুম্ভক করতে হবে। আর মূলবিদ্যা একবার আবৃত্তি সহ ইড়ানাড়ীপথে রেচক করতে হবে। এই পূরক ও রেচকের ব্যাপারে অন্যত্র ইড়াপথে পূরক ও পিঙ্গলাপথে রেচক এরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়।

চিদ্বিমর্শঃ

তেন চ নিয়মিতপবনমনঃস্পন্দঃ আমূলাধারং আ চ ব্রহ্মরন্ধ্রমুদ্‌গতাং তড়িল্লতাসদৃশাকৃতিং তরুণারুণপিঙ্গরতেজসং জ্বলন্তীং সর্বকারণভূতাং পরাং সংবিদং বিচিন্ত্য—

চিদ্‌বিমর্শ

সেই প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুজনিত মনের স্পন্দন নিয়মিত হলে মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত উদ্‌গতা তড়িল্লতার মতো আকৃতিবিশিষ্টা তরুণ-সূর্যের পীত আলোকের মতো আলোকে দীপ্তিমতী সর্বকারণভূতা পরা সম্বিদের ভাবনা করতে হবে।

হৃদা মূলাবৃত্তিঃ

তদ্রশ্মিনিকরভস্মিতসকলকশ্মলজালো মূলং মনসা দশবারমাবর্ত্য—

মনে মনে মূলবিদ্যার আবৃত্তি

সেই চিতের রশ্মিসমূহের দ্বারা সকল কশ্মলজাল ভস্মীভূত হয়েছে সাধক এইরূপ ভাবনা ক'রে মূলবিদ্যা মনে মনে দশবার আবৃত্তি করবেন।

রশ্মিমালাস্মরণম্

বক্ষ্যমাণান্ রশ্মিমালামন্ত্রাংশ্চ একবারমাবর্তয়েৎ। রশ্মিস্রগাবর্তনং তু ত্রৈবর্ণিকবিষয়ম্।

যদি প্রবোধসমকালমাবশ্যকোপাধিস্তদা তন্নিরসনপূর্বমুক্তমনুতিষ্ঠেৎ ॥
ইতি কাল্যকৃত্যম্ ॥

রশ্মিমালাস্মরণ

বক্ষ্যমাণ রশ্মিমালামন্ত্রগুলি একবার আবৃত্তি করতে হবে। রশ্মিমালা আবৃত্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে বিহিত।

যদি প্রবোধসমকালং এই উপাধি আবশ্যক হয় তা হলে তা নিরসনপূর্বক উক্ত নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে। এই হল কালকৃত্য।

অজপাগায়ত্রীভাবনম্

ইতি দেবীং প্রার্থ্য গুরূপদেশেন জ্ঞাতং সহজসিদ্ধং অজপাজপং নিবেদয়েৎ। ময়া পূর্বেদ্যুরজপাং ষট্‌ছতাধিক-একবিংশতিসাহস্রিকাং নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসরূপিণীং মূলাধারাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তসপ্তচক্রনিবাসিনীভ্যো দেবতাভ্যো নিবেদয়ামীতি সঙ্কল্প্য হংসস্সোঽহং ইতি মন্ত্রং পঞ্চবিংশতিবারং জপিত্বা তদুপরি নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসাদিকং গায়ত্রীরূপং ভাবয়িত্বা ॥

প্রাতঃ প্রভৃতিসায়ান্তং সায়াদিপ্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগদ্‌যোনে তদস্তু তব পূজনম্ ॥

অজপাগায়ত্রীভাবনা

এই প্রকারে দেবীর কাছে প্রার্থনা ক'রে গুরূপদেশে জ্ঞাত সহজসিদ্ধ অজপাজপ নিবেদন করতে হবে। আমি প্রথমে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপী একুশ হাজার ছ'শ অজপা, মূলাধার থেকে আরম্ভ ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত সপ্ত চক্রের অধিবাসী দেবতাদের নিবেদন করব, এই সঙ্কল্প ক'রে, হংসঃ সোঽহং এই মন্ত্র পঁচিশবার জপ করতঃ তদুপরি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসাদিগায়ত্রীরূপ ভাবনা করবে।

প্রাতঃকাল থেকে সায়ংকাল এবং সায়ংকাল থেকে প্রাতঃকাল পর্যন্ত যা আমি করি, ওগো জগদ্‌যোনি, তা তোমার পূজা হোক।

ভূপ্রার্থনাদি মুখক্ষালনান্তম্

সমুদ্রবসনে দেবি পর্বতস্তনমণ্ডিতে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদচারং ক্ষমস্ব মে ॥

ইতি ভূমিং প্রার্থ্য ধরণীতলন্যস্তবহির্নাড়ীপার্শ্বপাদমুত্থায় গ্রামাদ্ বহিঃ স্মার্তেন বিধিনা নির্বর্তিতশৌচক্রিয়ঃ

আয়ুর্বলং যশো বর্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাং চ মেধাং চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে ॥

ইতি মন্ত্রেণ দন্তধাবনকাষ্ঠমভিমন্ত্র্য, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কামদেবায় সর্বজনপ্রিয়ায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ দন্তধাবনং, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হৃল্লেখয়া জিহ্বোল্লেখনং চ বিধায়, কফবিমোচননাসাশোধনদূষিকানিরসনপূর্বকং বিহিতবিংশতিগণ্ডূষঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ [1]সহকলহ্রীঁ শ্রীঁ—ইতি মন্ত্রচতুষ্টয়েন মুখং প্রক্ষাল্য যথাস্মৃত্যাচামেৎ ॥

ভূপ্রার্থনা থেকে মুখপ্রক্ষালন পর্যন্ত

সমুদ্রবসনা পর্বতস্তনমণ্ডিতা বিষ্ণুপত্নী, ওগো দেবী, তোমাকে নমস্কার। তোমার গায়ে পা রাখছি—আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর।

এই বলে ভূমির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে যে-নাকে শ্বাস বইছে সেই পাশের ভূমিস্থ পাটি প্রথমে তুলে চলতে আরম্ভ ক'রে গ্রামের বাইরে গিয়ে স্মার্ত বিধি অনুসারে শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

ওগো বনস্পতি, তুমি আমাদের আয়ু বল যশঃ তেজঃ সন্তান পশু ধন ব্রহ্মপ্রজ্ঞা এবং মেধা প্রদান কর—এই মন্ত্রে দন্তধাবনকাষ্ঠ অভিমন্ত্রিত ক'রে, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কামদেবায় সর্বজনপ্রিয়ায় নমঃ এই মন্ত্রে দন্তধাবন করতে হবে। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্রে লতাদ্বারা জিভ ঘষতে হবে। তার পর কফ ফেলা, নাক পরিষ্কার করা, দূষিকা নিরসন করা, এ সব সেরে বিশবার মুখ জলপূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ কুলকুচি করতে হবে। এরপর (১) ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ (২) ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ (৩) ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ (৪) ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ [1]সহকলহ্রীঁ শ্রীঁ—এই মন্ত্রচতুষ্টয়ের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন ক'রে স্মৃতির বিধানানুসারে আচমন করতে হবে।

স্নানবিধিঃ

ততো নদ্যাদৌ বৈদিকস্নানোত্তরং শ্রীললিতাপ্রীত্যর্থং তান্ত্রিকস্নানং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য, জলে পুরতো হস্তমাত্রং চতুরস্রমণ্ডলং পরিগৃহ্য, তত্র—

ব্রহ্মাণ্ডোদরতীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে।
তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর ॥

ইতি সূর্যমভ্যর্থ্য,

আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি।
এহি গঙ্গে নমস্তভ্যং সর্বতীর্থ-সমন্বিতে।

১। সকল ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে। হসকল ইতি পাঠান্তরঞ্চ ভিন্ন পুস্তকে।

ইতি গঙ্গামর্থয়িত্বা ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ হ্রঃ ক্রোঁ ইত্যঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্যমণ্ডলং ভিত্বা, ততো গঙ্গাদিসর্বতীর্থাবাহনোত্তরং বং ইতি সলিলবীজেন সপ্তবারমভিমন্ত্র্য, মুহুর্মূলমাবর্তয়ন্ মূর্ধনি ত্রীনুদকাঞ্জলীন্ দত্বা, ত্রিরপশ্চ পীত্বা, মূলপূর্বং শ্রীললিতাং তর্পয়ামীতি ত্রিস্তর্পণং, মূলেন ত্রিঃ প্রোক্ষণং চ আত্মনো যোনিমুদ্রয়া বিদধ্যাৎ ॥

গৃহে তু বিনা তর্পণম্। অশক্তৌ চ স্মার্তেন পথা মন্ত্রভস্মস্নানয়োরন্যতরং নির্বর্ত্য মূলেন ত্রিরাচমনপ্রোক্ষণে কেবলং কুর্যাৎ ॥

স্নানবিধি

তারপর নদী-আদিতে গিয়ে বৈদিক স্নান করার পর শ্রীললিতার প্রীত্যর্থে আমি তান্ত্রিকস্নান করব এই সঙ্কল্প ক'রে সাধক সামনে জলের উপর হস্তপরিমাণ চতুরস্রমণ্ডল রচনা করবেন। এবং সেখানে এই মন্ত্রে সূর্যকে অভ্যর্থনা করবেন—

ব্রহ্মাণ্ডোদরতীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে।
তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর ॥

—হে রবি, ব্রহ্মাণ্ডের সব তীর্থ তোমার কিরণের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়। হে দেব দিবাকর, এই সত্যহেতু আমাকে তীর্থ দাও।

অতঃপর—আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি।
এহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্বতীর্থসমন্বিতে ॥

—সুন্দরী দেবী, স্নানার্থে তোমাকে এখানে আবাহন করি। সর্বতীর্থসমন্বিতা গঙ্গা, এস, তোমাকে নমস্কার।

এই মন্ত্রে গঙ্গাকে আবাহন ক'রে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ হ্রঃ ক্রোঁ এই মন্ত্র পড়ে অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা সূর্যমণ্ডল ভেদ করবেন। তারপর গঙ্গাদি সর্বতীর্থকে আবাহনের পর বং এই সলিল-বীজের দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত ক'রে প্রত্যেকবার মূলমন্ত্র আবৃত্তি ক'রে মস্তকে জলের তিনটি অঞ্জলি দিবেন, তিনবার জল পান করবেন। তারপর মূলমন্ত্রের পর শ্রীললিতাং তর্পয়ামি এই মন্ত্রে তিনটি তর্পণ করবেন আর মূল-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে যোনিমুদ্রা দ্বারা নিজেকে তিনবার প্রোক্ষণ করবেন।

গৃহে স্নান হ'লে তর্পণ ছাড়া তা হবে। অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে বিধি—স্মার্ত মতে মন্ত্রস্নান ও ভস্মস্নানের মধ্যে যে-কোনো একটি ক'রে মূলমন্ত্রের দ্বারা তিন বার কেবল আচমন ও প্রোক্ষণ করবেন।

সন্ধ্যাবিধিঃ

অথ ধৌতে বাসসী পরিধায় বিধৃতপুণ্ড্রঃ বৈদিকীং সন্ধ্যামভিবন্দ্য তান্ত্রিকীমাচরেৎ। যথা—মূলেন ত্রিরাচম্য দ্বিঃ পরিমৃজ্য সকৃদুপস্পৃশ্য চক্ষুষী নাসিকে শ্রোত্রে অংসে নাভিং হৃদয়ং শিরশ্চাভিস্পৃশেৎ। [১]এবং ত্রিরাচম্য, পূর্ববৎ প্রাণানায়ম্য, ত্রিরাত্মানং চ প্রোক্ষ্য, অঞ্জলিনা সলিলমাদায় ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ সঃ মার্তাণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় স্বাহেতি মন্ত্রেণ উদয়তে বিবস্বতে ত্রিরর্ঘ্যং দত্ত্বা তন্মণ্ডলে শ্রীচক্রমনুচিন্ত্য তত্র ধ্যায়েৎ—

ধ্যায়েৎ কামেশ্বরাঙ্কস্থাং কুরুবিন্দমণিপ্রভাম্।
শোণাম্বরস্রগালেপাং সর্বাঙ্গীণবিভূষণাম্॥
সৌন্দর্যশেবধিং সেক্ষুচাপপাশাঙ্কুশোজ্জ্বলাম্।
স্বভাভিরণিমাদ্যাভিঃ সেব্যাং সর্বনিয়ামিকাম্॥
সচ্চিদানন্দবপুষং সদয়াপাঙ্গবিভ্রমাম্।
সর্বলোকৈকজননীং স্মেরাস্যাং [২]ললিতাম্বিকাম্॥

অত্রায়ুধানাং ক্রমঃ স্বরূপং চ সপর্যাপ্রকরণে বক্ষ্যতে॥

ততঃ—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ ত্রিপুরসুন্দরি বিদ্মহে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ পীঠকামিনি ধীমহি ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সকলহ্রীঁ তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ—ইতি মন্ত্রেণ মহেশ্যৈ ত্রিরর্ঘ্যং দত্ত্বা মূলেন ত্রিঃ সন্তর্প্য মূলেন পূর্ববদাচম্য [৩]জপপ্রকরণে বক্ষ্যমাণান্ ঋষ্যাদীন্ ন্যস্য মূলমষ্টোত্তরশতবারং আবর্তয়েৎ। ততঃ পুনঃ করাঙ্গন্যাসাদিকং কৃত্বা জপং বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ শ্রীদেব্যৈ সমর্প্য আচম্য মণ্ডলস্থং তীর্থং বিসর্জনমুদ্রয়া সূর্যে বিসৃজেৎ॥

ইয়মেকৈব প্রাতঃসন্ধ্যাঽনুষ্ঠেয়া সূত্রকারমতে নান্যা মাধ্যাহ্নিকাদয়ঃ।
অথ সপর্যাসাধনানি সম্পাদ্য ব্রহ্মযজ্ঞাদি নির্বর্তয়েৎ ইতি শিবম্॥

আহ্নিকপ্রকরণং প্রথমং সমাপ্তম্।

১। ষোড়শ্যাপাসনায়াং তু মূলত্রয়ে দশবীজসম্পুটিতেন প্রথমাদিখণ্ডত্রয়েণ তত্ত্বশোধনম্। সর্বেণ মূলেন সর্বতত্ত্বশোধনং চেতি বিশেষঃ। এবমুত্তরত্রাপি খণ্ডত্রয়েণ জ্ঞেয়ম্।—ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।

২। পরদেবতাং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৩। হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ সঃ মার্তণ্ডভৈরবং তর্পয়ামি ত্রিঃ। মূলেন সাঙ্গাং সায়ুধাং সশক্তিকাং সবাহনাং সপরিবারাং শ্রীললিতামহাত্রিপুরসুন্দরীং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সন্তর্প্য আচম্য—ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।

সন্ধ্যাবিধি

এবার সাধক ধৌত বস্ত্র পরিধান ক'রে ও কপালে পুণ্ড্র ধারণ ক'রে প্রথমে বৈদিক সন্ধ্যা এবং তারপর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করবেন। যথা—মূলমন্ত্রে তিনবার আচমন ও দুবার পরিমার্জন ক'রে একবার চক্ষুদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, অংসদ্বয়, নাভি, হৃদয় এবং মস্তক স্পর্শ করবেন। এইভাবে তিনবার আচমন ক'রে পূর্বের মতো তিনটি প্রাণায়াম করবেন। নিজেকে তিনবার প্রোক্ষণ করবেন এবং অঞ্জলি ক'রে জল নিয়ে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ সঃ মার্তাণ্ড-ভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় স্বাহা এই মন্ত্রে উদীয়মান সূর্যকে তিনটি অর্ঘ্য দেবেন। তারপর সূর্যমণ্ডলে শ্রীচক্রের ভাবনা ক'রে তাতে ধ্যান করবেন। ধ্যান যথা—যিনি কামেশ্বরের অঙ্কে অবস্থিতা, পদ্মরাগমণির প্রভার মতো যাঁর প্রভা, যিনি রক্তবসনা ও রক্তমাল্যধারিণী, সর্বাঙ্গে যাঁর ভূষণ, যিনি সৌন্দর্য-নিধান, ধনুর্বাণপাশাঙ্কুশধারিণী যিনি, নিজের প্রভাস্বরূপ অণিমাদি দ্বারা যিনি সেবিতা, যিনি সর্বনিয়ামিকা, যাঁর অপাঙ্গবিভ্রমে করুণা বিচ্ছুরিত হয়, স্মেরাননা সর্বলোকজননী সেই ললিতাম্বিকার ধ্যান করতে হবে।

ধ্যাননির্দিষ্ট আয়ুধসমূহের ক্রম ও স্বরূপ সপর্যাপ্রকরণে বিবৃত হবে।

তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ ত্রিপুরসুন্দরি বিদ্মহে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ পীঠকামিনি ধীমহি ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সকলহ্রীঁ তন্ন ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ এই মন্ত্রে মহেশীকে তিনটি অর্ঘ্য দিয়ে মূলমন্ত্রে তিনবার তর্পণ করতঃ পূর্বের মতো আচমন করতে হবে। তারপর জপপ্রকরণে বক্ষ্যমাণ ঋষ্যাদি ন্যাস ক'রে মূলমন্ত্র একশ আটবার আবৃত্তি করতে হবে। তারপর আবার করাঙ্গন্যাসাদি করে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে দেবীকে জপ সমর্পণ করতঃ আচমন করতে হবে এবং তারপর বিসর্জনমুদ্রা দ্বারা মণ্ডলস্থ তীর্থকে সূর্যে বিসর্জন দিতে হবে।

সূত্রকারের মতে এই সন্ধ্যাহ্নিক প্রাতঃকালে একবার করতে হবে, মধ্যাহ্নাদিতে করতে হবে না। এরপর সপর্যাসাধনসমূহ সম্পন্ন ক'রে ব্রহ্মযজ্ঞাদি করতে হবে। শিবম্।

প্রথম আহ্নিকপ্রকরণ সমাপ্ত।

সপর্যাপ্রকরণম্

যাগমন্দিরপ্রবেশঃ

অথ মৌনবান্ যাগমন্দিরমাগত্য, গোময়েনোপলিপ্তদ্বারস্থণ্ডিলাভ্যন্তরস্য রঙ্গবল্ল্যাদ্যলঙ্কৃতস্য ধূপধূপিতস্য বদ্ধবিতানকুসুমস্রগ্বতো মণ্ডপস্য পশ্চিমদ্বারে তিষ্ঠন্ দক্ষবামশাখয়োঃ ঊর্ধ্বভাগে চ ক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভৈরবায় নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লম্বোদরায় নমঃ। ইতি তিস্রো দ্বারদেবতাঃ সম্পূজ্য, অন্তঃ প্রবিশ্যাচম্য দেশকালৌ সঙ্কীর্ত্য মম শ্রীললিতাপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং যথাশক্তি ক্রমং নির্বর্তয়িষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য, বিধৃতারুণবসনাভরণানুলেপনমাল্যঃ, সঙ্কল্পমাত্রকল্পিতাকল্পো বা, তাম্বূলেন জাতীপত্রফললবঙ্গৈলাকর্পূরাদ্যপঞ্চকিতেন বা সুরভিলবদনঃ সমাস্তীর্ণে উর্ণাবসনমৃদুনি শুচিনি বালাতৃতীয়বীজেন[১] দ্বাদশবারমভিমন্ত্রিতে মূলমন্ত্রোক্ষিতে চিত্রকম্বলাদ্যন্ততমে আসনে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ ইতি পুষ্পাক্ষতৈরভ্যর্চ্য প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা পদ্মাসনাদ্যন্ত-তমেন আসনেন উপবিশেৎ ॥

[কুলার্ণবে—

যদাশাঽভিমুখো মন্ত্রী ত্রিপুরাং পরিপূজয়েৎ।

দেবীপশ্চাত্তদা প্রাচী প্রতীচী ত্রিপুরাপুরঃ ॥

ইতি পূজ্যপূজকয়োঃ মধ্যং প্রতীচীতি নিয়মঃ ॥]

[শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে নিত্যনৈমিত্তিকপুরশ্চরণাদিব্যতিরিক্তেষু কাম্যেষু জপেষু গজাশ্বাদীনি চরাসনান্যুক্তানি। তদলাভে মৃৎপ্রকৃতিকানি কুশপ্রকৃতিকানি বা আন্দোলিকাদীনি বৃক্ষবিশেষরূপাণি চ কথিতানি। বিস্তরভিয়া ন তদ্বচনলেখঃ ॥]

ততঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নম ইতি ভূমৌ পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সমস্তগুপ্তপ্রকটসিদ্ধযোগিনীচক্র-শ্রীপাদুকাভ্যো নম ইতি মূর্ধনি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্ববামদক্ষপার্শ্বয়োঃ ক্রমেণ পূর্ববৎ শ্রীগুরুপাদুকামনুমুচ্চার্য, পঞ্চমুদ্রাভিঃ শ্রীগুরুং মহাগণপতিমন্ত্রেণ চ গণপতিং প্রণম্য ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ইত্যস্ত্রমন্ত্রেণ মুহুরাবৃত্তেন অঙ্গুষ্ঠাদি-কনিষ্ঠান্তং করতলয়োঃ কূর্পরয়োঃ দেহে চ ব্যাপকং কুর্যাৎ ॥

সপর্যাপ্রকরণ

যাগমন্দিরপ্রবেশ

এবার মৌনী সাধক পূজামণ্ডপে আসবেন। পূজামণ্ডপের দ্বারদেশ গোবর দিয়ে নিকনো, মণ্ডপের অভ্যন্তরে স্বস্তিক স্থাপিত। রম্ভবল্লী ইত্যাদি দ্বারা মণ্ডপ সুসজ্জিত, ধূপের গন্ধে সুরভিত, পুষ্পমালাজালে আচ্ছাদিত এই মণ্ডপের পশ্চিমদ্বারে অবস্থান ক'রে সাধক দক্ষিণ ও বামশাখায় এবং ঊর্ধ্বভাগে যথা-ক্রমে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভৈরবায় নমঃ এবং ঐঁ হ্রীঁ

১। বীজত্রয়মন্ত্রাভ্যাং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

শ্রীঁ লম্বোদরায় নমঃ এই তিন মন্ত্রে তিন দ্বারদেবতার পূজা ক'রে ভিতরে প্রবেশ করবেন। তারপর আচমন ক'রে দেশ ও কালের উল্লেখ করতঃ 'মম শ্রীললিতাপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং যথাশক্তি ক্রমং নির্বর্তয়িষ্যে' এই সঙ্কল্প করবেন। এবার রক্তবসন-আভরণ-অনুলেপন-ও মাল্য ধারণ করবেন; অশক্ত হ'লে মনে মনে আভরণধারণ কল্পনা ক'রে নেবেন; তাম্বূল এবং জাতীপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, এলাচ ও কর্পূর এই পঞ্চ সুগন্ধিদ্রব্যের দ্বারা মুখ সুবাসিত করবেন; কম্বল বা কাপড়ের কোমল পবিত্র আসন বিছিয়ে তাকে বালাতৃতীয়বীজের অর্থাৎ সৌঃ এই বীজের দ্বারা দ্বাদশবার অভিমন্ত্রিত ক'রে মূলমন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষণ করবেন। তারপর উক্ত বিবিধবর্ণের কম্বলাদি আসনের কোনো এক আসনের 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ' এই মন্ত্রে পুষ্প ও অক্ষতের দ্বারা পূজা ক'রে উক্ত আসনে পদ্মাসনাদি কোনো একটি আসন ক'রে পূর্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ হয়ে উপবিষ্ট হবেন। [কুলার্ণবে আছে—সাধক ত্রিপুরার পূজা করবেন যে-দিকের অভিমুখী হয়ে তাতে দেবীর পশ্চাদ্‌ভাগ হবে পূর্বদিক্‌ ও দেবীর সম্মুখ পশ্চিম দিক্‌।

এই বচনানুসারে পূজ্য ও পূজকের মধ্যভাগ পশ্চিম দিক্‌ এই নিয়ম।]

[শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে নিত্যনৈমিত্তিকপুরশ্চরণাদি ছাড়া কাম্য জপে গজ-অশ্বাদি গতিশীল আসনের কথা বলা হয়েছে। তা না পাওয়া গেলে তার স্থলে তার মৃত্তিকাপ্রতিরূপ বা কুশপ্রতিরূপ এবং আন্দোলিকাদি বৃক্ষবিশেষপ্রতিরূপ কথিত হয়েছে। গ্রন্থবিস্তারভয়ে উক্ত তন্ত্রবর্ণন লিখিত হল না।]

তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ এই মন্ত্রে ভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। এর পর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সমস্তগুপ্তপ্রকটসিদ্ধ-যোগিনীচক্র-শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ এই মন্ত্র প'ড়ে মাথায় অঞ্জলিবদ্ধ হাত রাখতে হবে এবং যথাক্রমে নিজের দক্ষিণ বাম পার্শ্বে পূর্বের মতো শ্রীগুরুপাদুকামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে পঞ্চমুদ্রাদ্বারা গুরুকে ও মহাগণপতিমন্ত্রে গণপতিকে প্রণাম করতে হবে। অতঃপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্‌ এই অস্ত্রমন্ত্র বার বার আবৃত্তি ক'রে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠাপর্যন্ত উভয় করতলে, উভয় কনুইতে ন্যাস করতে হবে এবং দেহে ব্যাপক ন্যাস করতে হবে।

শ্রীচক্রপরিকল্পনম্‌

অথ পুরস্তশ্চতুর্বিংশত্যঙ্গুলিমিতাং ভূমিমপহায়, গোময়েনোপলিপ্তে শুচিনি সমে হস্তমাত্রস্থণ্ডিলে যথাযোগ্যপরিমাণে সুবর্ণরৌপ্যতাম্রাদিপট্টে বা ক্ষীরমিশ্রিতেন সিন্দূররজসা কুঙ্কুমেন বা হেমাদিলেখিনীগৃহীতেন বিন্দুত্রিকোণ-

বসুকোণদশারযুগ্মচতুর্দশারকর্ণিকাবৃত্তাষ্টদলপুনঃকর্ণিকাবৃত্তষোড়শদলমর্যাদাবৃত্ত-ত্রয়চতুরশ্রত্রিতয়াত্মকং শ্রীচক্রং বিলিখেৎ, বিলেখয়েদ্বা। স চ প্রকারঃ এতৎপ্রকরণাবসানে কথয়িষ্যতে।

শ্রীচক্ররচনা

এবার সামনে চতুর্বিংশতি অঙ্গুলিপরিমাণ ভূমি বাদ দিয়ে গোময়লিপ্ত পবিত্র সমতল হস্তপরিমিত যাগার্থ সংস্কৃত স্থানে অথবা যথাযোগ্যপরিমাণ সুবর্ণ-রৌপ্য-তাম্রাদি-পট্টে দুগ্ধমিশ্রিত সিন্দূরচূর্ণ কিংবা কুঙ্কুম দিয়ে সুবর্ণাদিনির্মিত লেখনী দ্বারা বিন্দু-ত্রিকোণ-অষ্টকোণ-অন্তর্দশার-বহির্দশার-চতুর্দশার-কর্ণিকা-বৃত্ত-অষ্টদলপদ্ম-কর্ণিকাবৃত্ত-ষোড়শদলপদ্ম-বৃত্তত্রয়-চতুরশ্রত্রিতয়-আত্মক শ্রীচক্র অঙ্কন করবে বা করাবে। তার প্রকার এই প্রকরণাবসানে বলা হবে।

যন্ত্রপ্রতিষ্ঠা

অথ সূত্রানুক্তামপি সাম্প্রদায়িকসম্মতাং তন্ত্রান্তরোদিতাং যন্ত্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্যাৎ। যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীচক্রস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ শ্রীচক্রস্য জীব ইহ স্থিতঃ শ্রীচক্রস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি শ্রীচক্রস্য বাঙ্‌মনঃপ্রাণাঃ ইহ আয়ান্তু স্বাহা ইতি। এবমেব আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠাদৌ সম্প্রদায়ঃ শরণীকার্যঃ।

যদ্বা—কাঞ্চনরূপ্যপঞ্চলোহরত্নস্ফটিকগণ্ডকীশিলান্যতমোৎকীর্ণং বক্ষ্যমাণেন প্রতিষ্ঠাবিধিনা প্রতিষ্ঠাপিতং তৎস্থানীর্ণপট্টবসনে শ্রীখণ্ডচন্দনাদিনির্মিতে পীঠে নিবেশয়েৎ।

যন্ত্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠা

অতঃপর সূত্রে কথিত না হলেও তন্ত্রান্তরে বর্ণিত সম্প্রদায়সম্মত যন্ত্রপ্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীচক্রস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ শ্রীচক্রস্য জীব ইহ স্থিতঃ শ্রীচক্রস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি শ্রীচক্রস্য বাঙ্‌মনঃপ্রাণাঃ ইহ আয়ান্তু স্বাহা এই মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রকারে আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠাদিতেও সম্প্রদায়ের শরণ নিতে হবে।

অথবা—কাঞ্চন-রৌপ্য-পঞ্চলোহ-রত্ন-স্ফটিক-গণ্ডকীশিলা এর কোনো একটিতে উৎকীর্ণ বক্ষ্যমাণ প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠাপিত যন্ত্র চন্দনকাষ্ঠাদি নির্মিত পট্টবসনাবৃত পীঠে স্থাপন করবে।

মন্দিরার্চা

অথ তত্র চক্ররাজে মন্দিরপূজাং কুর্যাৎ যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অমৃতাম্ভোনিধয়ে নমঃ,—রত্নদ্বীপায়, নানাবৃক্ষমহোদ্যানায়, কল্পবাটিকায়ৈ, সন্তানবাটিকায়ৈ,

হরিচন্দনবাটিকায়ৈ, মন্দারবাটিকায়ৈ, পারিজাতবাটিকায়ৈ, কদম্ববাটিকায়ৈ, পুষ্পরাগরত্নপ্রাকারায়, পদ্মরাগরত্নপ্রাকারায়, গোমেদকরত্নপ্রাকারায়, বজ্ররত্নপ্রাকারায়, বৈডূর্যরত্নপ্রাকারায়, ইন্দ্রনীলরত্নপ্রাকারায়, মুক্তারত্নপ্রাকারায়, মরকতরত্নপ্রাকারায়, বিদ্রুমরত্নপ্রাকারায়, মাণিক্যমণ্টপায়, সহস্রস্তম্ভমণ্টপায়, অমৃতবাপিকায়ৈ, আনন্দবাপিকায়ৈ, বিমর্শবাপিকায়ৈ, বালাতপোদ্গারায়, চন্দ্রিকোদ্গারায়, মহাশৃঙ্গারপরিঘায়ৈ, মহাপদ্মাটব্যৈ, চিন্তামণিময়গৃহরাজায়, পূর্বাম্নায়ময়পূর্বদ্বারায়, দক্ষিণাম্নায়ময়দক্ষিণদ্বারায়, পশ্চিমাম্নায়ময়পশ্চিমদ্বারায়, উত্তরাম্নায়ময়োত্তরদ্বারায়, রত্নপ্রদীপবলয়ায়, মণিময়মহাসিংহাসনায়, ব্রহ্মময়ৈকমঞ্চপাদায়, বিষ্ণুময়ৈকমঞ্চপাদায়, রুদ্রময়ৈকমঞ্চপাদায়, ঈশ্বরময়ৈকমঞ্চপাদায়, সদাশিবময়ৈকমঞ্চফলকায়, হংসতূলতলিমায়, হংসতূলমহোপধানায়, কৌসুম্ভাস্তরণায় মহাবিতানকায়,—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহাযবনিকায়ৈ নমঃ।

ইতি চতুশ্চত্বারিংশন্মন্দিরমন্ত্রৈঃ তত্তদখিলং ভাবয়ন্ কুসুমাক্ষতৈরভ্যর্চয়েৎ। এবমেব সর্বত্র অর্চনে তত্তদ্ভাবনা শ্রেয়সী।

মন্দিরপূজা

অতঃপর শ্রীচক্রে মন্দিরপূজা করবে। যথা—১ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অমৃতাম্ভোনিধয়ে নমঃ, ২ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রত্নদ্বীপায় নমঃ, ৩ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নানাবৃক্ষমহোদ্যানায় নমঃ, ৪ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কল্পবাটিকায়ৈ নমঃ, ৫ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সন্তানবাটিকায়ৈ নমঃ, ৬ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হরিচন্দনবাটিকায়ৈ নমঃ, ৭ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মন্দারবাটিকায়ৈ নমঃ, ৮ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পারিজাতবাটিকায়ৈ নমঃ, ৯ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কদম্ববাটিকায়ৈ নমঃ, ১০ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পুষ্পরাগরত্নপ্রাকারায় নমঃ, ১১ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পদ্মরাগরত্নপ্রাকারায় নমঃ, ১২ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গোমেদকরত্নপ্রাকারায় নমঃ, ১৩ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বজ্ররত্নপ্রাকারায় নমঃ, ১৪ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বৈডূর্যরত্নপ্রাকারায় নমঃ, ১৫ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইন্দ্রনীলরত্নপ্রাকারায় নমঃ, ১৬ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মুক্তারত্নপ্রাকারায় নমঃ, ১৭ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মরকতরত্নপ্রাকারায় নমঃ, ১৮ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিদ্রুমরত্নপ্রাকারায় নমঃ, ১৯ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মাণিক্যরত্নমণ্টপায় নমঃ, ২০ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সহস্রস্তম্ভমণ্টপায় নমঃ, ২১ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অমৃতবাপিকায়ৈ নমঃ, ২২ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আনন্দবাপিকায়ৈ নমঃ, ২৩ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিমর্শবাপিকায়ৈ নমঃ, ২৪ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বালাতপোদ্গারায় নমঃ, ২৫ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চন্দ্রিকোদ্গারায় নমঃ, ২৬ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহাশৃঙ্গারপরিঘায়ৈ নমঃ, ২৭ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহাপদ্মাটব্যৈ নমঃ, ২৮ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চিন্তামণিগৃহরাজায় নমঃ, ২৯ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পূর্বাম্নায়ময়পূর্বদ্বারায় নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দক্ষিণাম্নায়ময়দক্ষিণদ্বারায় নমঃ ৩১ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পশ্চিমাম্নায়ময়পশ্চিমদ্বারায় নমঃ, ৩২ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ

উত্তরাম্নায়ময়োত্তরদ্বারায় নমঃ, ৩৩ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রত্নপ্রদীপবলয়ায় নমঃ, ৩৪ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মণিময়মহাসিংহাসনায় নমঃ, ৩৫ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্রহ্মময়ৈকমঞ্চপাদায় নমঃ, ৩৬ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিষ্ণুময়ৈকমঞ্চপাদায় নমঃ, ৩৭ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রুদ্রময়ৈকমঞ্চপাদায় নমঃ, ৩৮ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঈশ্বরময়ৈকমঞ্চপাদায় নমঃ, ৩৯ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সদাশিবময়ৈকমঞ্চফলকায় নমঃ, ৪০ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হংসতূলতলিমায় নমঃ, ৪১ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হংসতূলমহোপধানায় নমঃ, ৪২ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌসুম্ভাস্তরণায় নমঃ, ৪৩ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহাবিতানকায় নমঃ, ৪৪ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহাযবনিকায়ৈ নমঃ। এই চত্বারিংশৎ মন্দিরমন্ত্রে, সেই সেই মন্ত্রোদ্দিষ্ট ভাবনা করতঃ পুষ্প ও অক্ষতের দ্বারা পূজা করতে হবে। এইরূপে পূজায় সর্বত্র সেই সেই ভাবনা শ্রেয়ঃ।

বর্ধনীপাত্রনিধানাদি দীপপ্রজ্বালনান্তম্

ততো জলপূর্ণং বর্ধনীপাত্রং স্ববামভাগে, গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিকাং সপর্যাসামগ্রীং সমগ্রাং স্বদক্ষদেশে, ক্ষীরকলশাদিকং দেব্যাঃ পশ্চাদ্ভাগে চ নিধায়, দীপানভিতঃ প্রজ্বালয়েৎ। অসম্ভবে তু দীপৌ দীপং বা। ইহ চ বিশেষঃ—

ঘৃতদীপো দক্ষিণে স্যাত্তৈলদীপস্তু বামতঃ।
সিতবর্তিযুতো দক্ষে বামতো রক্তবর্তিকঃ॥

দক্ষবামভাগৌ দেব্যা এব॥

বর্ধনীপাত্রস্থাপন থেকে প্রদীপজ্বালা পর্যন্ত

তারপর জলপূর্ণ বর্ধনীপাত্র নিজের বাঁ ধারে, গন্ধপুষ্প-অক্ষতাদি সব পূজাসামগ্রী নিজের ডান ধারে এবং দুগ্ধকলশাদি দেবীর পিছনে স্থাপন ক'রে চতুর্দিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে। তা সম্ভবপর না হলে দুটি বা একটি প্রদীপ জ্বালাতে হবে। এ সম্পর্কে বিশেষ বিধি—দেবীর ডানধারে থাকবে ঘৃতের প্রদীপ এবং বাঁ ধারে তৈলপ্রদীপ। ডান ধারের প্রদীপের সলতে হবে সাদা, আর বাঁ ধারের প্রদীপের লাল।

বচনে যে দক্ষিণ ও বামের কথা বলা হয়েছে তা দেবীর দক্ষিণ ও বাম।

ভূতশুদ্ধিঃ

ততো ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মূলেন শ্রীচক্রে পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ নমঃ ইতি ত্রিকোণস্য অগ্রকোণং, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ নমঃ ইতি আগ্নেয়কোণং অভ্যর্চ্য ভূতঈশানকোণং, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ নমঃ ইতি শুদ্ধিং বিদধ্যাৎ। যথা—শ্বাসসমীরং পিঙ্গলয়া নাড্যা অন্তরাকৃষ্য ও মূলশৃঙ্গাটকাৎ

সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ মূলাধারস্থিতং জীবাত্মানং সুষুম্নাবর্ত্মনা ব্রহ্মরন্ধ্রং নীত্বা পরমশিবেনৈকীভূতং ভাবয়িত্বা ইড়য়া বায়ুং রেচয়েৎ। এবমেবোত্তরত্র শোষণাদিদপি প্রাতিস্বিকং পূরকরেচনে। ৩ যং সঙ্কোচশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহেতি নিজশরীরং[১] শোষিতং বিভাব্য, ৩ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ পচ পচ স্বাহেতি প্লুষ্টং ভস্মীকৃতং চ বিভাব্য, ৩ বং পরমশিবামৃতং বর্ষয় বর্ষয় স্বাহেতি তদ্‌ভস্ম সহস্রারেন্দুমণ্ডলবিগলদমৃতরসেন সিক্তং চ বিভাব্য, ৩ লং শাম্ভবশরীরং উৎপাদয়োৎপাদয় স্বাহেতি তদ্ভস্মনো দিব্যশরীরমুৎপন্নং চ বিভাব্য, ৩ হং সঃ সোঽহমবতরাবতর শিবপদাৎ জীবং সুষুম্নাপথেন প্রবিশ মূলশৃঙ্গাটকমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহেতি পরমশিবেনৈকীকৃতং জীবং পুনঃ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধারে স্থাপিতং বিচিন্তয়েৎ। সঙ্কোচশরীরং নাম পাঞ্চভৌতিকং পরিচ্ছিন্নমিদমেবাঙ্গম্ ॥ ইতি ভূতশুদ্ধিঃ ॥

ভূতশুদ্ধি

তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উচ্চারণ করে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ শ্রীচক্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। এবার সাধক ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ নমঃ এই মন্ত্রে ত্রিকোণের স্বীয় অগ্রকোণের, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ নমঃ এই মন্ত্রে ঈশানকোণের এবং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ নমঃ এই মন্ত্রে অগ্নিকোণের পূজা ক'রে ভূতশুদ্ধি করবেন। তা এই প্রকার—পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা শ্বাসবায়ু ভিতরে আকর্ষণ ক'রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মূলশৃঙ্গাটকাৎ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা এই মন্ত্রে মূলাধারস্থিত জীবাত্মাকে সুষুম্নাপথে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিয়ে গিয়ে সেখানে পরমশিবের সঙ্গে একীভূত করা হল এরূপ ভাবনা করতঃ ইড়া নাড়ী দ্বারা বায়ু রেচন করতে হবে। পরবর্তী শোষণাদি ব্যাপারেও পূরক-রেচকের এই অনন্য-সাধারণ বিধি। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যং সঙ্কোচশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে নিজশরীর শোষিত ভাবনা করতে হবে। তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ পচ পচ স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ করে নিজশরীর দগ্ধ ও ভস্মীকৃত হয়েছে এরূপ ভাবনা করবেন। এবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বং পরমশিবামৃতং বর্ষয় বর্ষয় স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ভাববেন সেই ভস্ম সহস্রারস্থ চন্দ্রমণ্ডল-বিগলিত অমৃতরসে সিক্ত হয়েছে এবং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লং শাম্ভবশরীরং উৎপাদয় উৎপাদয় স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সেই ভস্ম থেকে দিব্যশরীর উৎপন্ন হয়েছে এই ভাবনা করবেন। অতঃপর হং সঃ সোঽহম্ অবতর অবতর শিবপদাৎ জীবং

১। সূক্ষ্মশরীরং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

সুষুম্নাপথেন প্রবিশ মূলশৃঙ্গাটকম্ উল্লস উল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হং সঃ সোঽহং স্বাহা এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে পরমশিবের সহিত একীকৃত জীব পুনরায় সুষুম্নাপথে নীত হয়ে মূলাধারে স্থাপিত হয়েছেন এরূপ ভাবনা করবেন। সঙ্কোচশরীর বলতে বুঝাচ্ছে পাঞ্চভৌতিক সীমিত এই শরীর। এই হল ভূতশুদ্ধি।

আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠা

অথ আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠেয়া। তস্যাশ্চ তন্ত্রান্তরেষু বিস্তরেঽপি সূত্রকারস্য সঙ্কুচিতপ্রয়োগপ্রিয়ত্বাৎ জ্ঞানার্ণবোক্ত এব তৎপ্রকারো গ্রাহ্যঃ। যথা—হৃদি দক্ষকরতলং নিধায় ঐং ক্লীং সৌঃ আং সোঽহমিতি ত্রিঃ পঠেৎ ইতি॥

আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠা

এবার আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তন্ত্রান্তরে তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। কিন্তু সূত্রকার অর্থাৎ পরশুরামকল্পসূত্রকার সংক্ষিপ্তপ্রয়োগ পছন্দ করেন বলে সূত্রে এটি নেই। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে এর যে-প্রকারটি বিহিত হয়েছে তা এখানে গ্রহণযোগ্য। তা এই—হৃদয়ে দক্ষিণকরতল স্থাপন করে ঐং ক্লীং সৌঃ আং সোঽহম্ এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করতে হবে।

প্রত্যূহোৎসারণম্

ততঃ প্রাগ্বৎ বিংশতিধা ষোড়শধা দশধা সপ্তধা ত্রিধা বা প্রাণানাযম্য, ঐং ক্লীং সৌঃ—

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

ইতি মন্ত্রং সকৃদুচ্চার্য, যুগপদ্বামপার্ষ্ণিভূতলাঘাতত্রয়-করাস্ফোটত্রয়—ক্রূর-দৃষ্ট্যবলোকনপূর্বং তালত্রয়েণ ভৌমান্তরিক্ষদিব্যান্ ভেদাবভাসকান্ বিঘ্নানুৎসারয়েৎ। তালত্রয়ং নাম দক্ষতর্জনীমধ্যমাভ্যাং অধোমুখাভ্যাং বামকরতলে সশব্দং উপর্যুপরি ত্রিরভিঘাতঃ॥

বিঘ্নাপসারণ

অতঃপর পূর্বের মতো কুড়িবার অথবা ষোলবার অথবা দশবার অথবা সাতবার অথবা তিনবার প্রাণায়াম করে, ঐং ক্লীং সৌঃ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া—এই মন্ত্র একবার উচ্চারণ ক'রে যুগপৎ গোড়ালি দ্বারা মাটিতে তিনবার আঘাত করতে

হবে, তিনবার করাস্ফোট করতে হবে আর ক্রূরদৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হবে এবং তালত্রয়ের দ্বারা ভৌম আন্তরিক্ষ দিব্য এই ত্রিবিধ ভেদাবভাসক বিঘ্ন অপসারণ করতে হবে। তালত্রয় বলতে বুঝাচ্ছে ডানহাতের তর্জনী ও মধ্যমা অধোমুখ ক'রে বামকরতলে সশব্দে উপর্যু'পরি তিনবার আঘাত।

ন্যাসজালবিধিঃ

অথ নম ইত্যঙ্গুষ্ঠমন্ত্রমুচ্চারয়ন্ অঙ্কুশেন শিখাং বদ্ধা, শ্রীদেবীরূপং ভাবয়ন্ আত্মানং স্বদেহে ন্যাসজালাত্মকং বজ্রকবচং বিদধীত। ন্যাসাশ্চ—

মাতৃকান্যাসঃ, করশুদ্ধিন্যাসঃ, আত্মরক্ষান্যাসঃ, চতুরাসনন্যাসঃ, বালাষড়ঙ্গ-ন্যাসঃ, বশিন্যাদিন্যাসঃ, মূলবিদ্যাবর্ণন্যাসঃ, ষোঢ়ান্যাসঃ, চক্রন্যাসঃ॥

তেষু বিদ্যাবর্ণন্যাসঃ, কাদিহাদিভেদেন দ্বিবিধোঽপি তত্তদুপাসকস্যৈকৈক এব। ষোঢ়াচক্রন্যাসৌ কৃতাকৃতৌ। করণে ত্বভ্যুদয় এব। শ্রীষোড়শ্যুপাসকস্য পঞ্চবিধো মূলবর্ণন্যাস ইতি বিশেষঃ। ন্যাসানামিতিকর্তব্যতা ন্যাসপ্রকরণে ব্যক্তীভবিষ্যতি॥

ন্যাসজালবিধি

অতঃপর সাধক নমঃ এই অঙ্গুষ্ঠমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা শিখাবন্ধন করতঃ নিজেকে দেবীস্বরূপ ভাবনা করে ন্যাসজালাত্মক বজ্রকবচের বিধান করবেন। ন্যাসগুলি এই—মাতৃকান্যাস, করশুদ্ধিন্যাস, আত্মরক্ষান্যাস, চতুরাসন-ন্যাস, বালাষড়ঙ্গন্যাস, বশিন্যাদিন্যাস, মূলবিদ্যাবর্ণন্যাস, ষোঢ়ান্যাস ও চক্রন্যাস।

তার মধ্যে বিদ্যাবর্ণন্যাস কাদিহাদিভেদে দ্বিবিধ হলেও কাদিবিদ্যার উপাসকের পক্ষে এক প্রকারই হবে; হাদিবিদ্যার উপাসকের পক্ষেও তাই। ষোঢ়ান্যাস ও চক্রন্যাস কৃত ও অকৃত উভয়ই হতে পারে। কৃত হলে অভ্যুদয় হয়। ষোড়শীর উপাসকের জন্য বিশেষ বিধি হল তাঁকে পঞ্চবিধ মূলবর্ণন্যাস করতে হবে। ন্যাসসমূহের ইতিকর্তব্যতা ন্যাসপ্রকরণে ব্যক্ত করা হবে।

পাত্রাসাদনম্—সামান্যার্ঘ্যবিধিঃ

স্বাসনস্য দ্বাদশাঙ্গুলমিতাং প্রদেশাৎ পরতো ভুবি শুচিনি স্থলে স্বস্য বামতো দেব্যাঃ পুরতো গন্ধাক্ষতকুসুমসমর্চিতেন সপ্তবারং ত্রিবারং বা মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতেন বর্ধনীপাত্রগতেন শুদ্ধেনাম্ভসা বিন্দুত্রিকোণষট্কোণবৃত্তচতুরস্রাত্মকং মণ্ডলং মৎস্যমুদ্রয়া নির্মায় পুষ্পৈরভ্যর্চ্য চতুরস্রস্যাগ্নীশাসুরবায়ুকোণেষু মধ্যে পূর্বাদিদিক্ষু

 ক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ। আগ্নেয়ে।
ও ক্লীঁ শিরসে স্বাহা। ঈশান্যে।
ও সৌঃ শিখায়ৈ বষট্। নৈর্ঋত্যৌ।
ও ঐঁ কবচায় হুম্। বায়ব্যে।
ও ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। মধ্যে।
ও সৌঃ অস্ত্রায় ফট্। প্রাগাদিচতুর্দিক্ষু ॥

ইতি পুষ্পৈঃ ষড়ঙ্গং বিন্যসেৎ। অত্র পূর্বাদিচতুর্দিগধিকরণকং সকৃদেক-মেবাস্ত্রং জ্ঞেয়ম্। এবমুত্তরত্রাপি। অথ তত্র মণ্ডলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অস্ত্রায় ফডিতি ক্ষালিতং চতুরঙ্গুলবিস্তারোৎসেধং স্বর্ণরূপ্যতাম্রাদিময়ং ত্রিপদং চতুষ্পদং ষট্-পদমষ্টপদং বা আধারং ও অং অগ্নিমণ্ডলায়[1] দশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাধারায় নম ইতি নিধায় অগ্নিমণ্ডলত্বেন বিভাবিতস্য তস্য পশ্চিমাদিপ্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ধূম্রার্চিষে নমঃ, উষ্মায়ৈ, জ্বলিন্যৈ, জ্বালিন্যৈ, বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ, সুশ্রিয়ৈ, সুরূপায়ৈ, কপিলায়ৈ, হব্যবাহায়ৈ নমঃ ॥

ইতি দশবহ্নিকলাঃ সম্পূজ্য, আধারোপরি অস্ত্রেণ ক্ষালিতং শঙ্খং ও উং সূর্যমণ্ডলায় [2]দ্বাদশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নম ইতি প্রতিষ্ঠাপ্য সূর্যমণ্ডলাত্মকতয়া ধ্যাতস্য তস্য পূর্বোক্তক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং ভং তপিন্যৈ নমঃ, খং বং তাপিন্যৈ, গং ফং ধূম্রায়ৈ, ঘং পং মরীচ্যৈ, ঙং নং জ্বালিন্যৈ, চং ধং রুচ্যৈ, ছং দং সুষুম্নায়ৈ, জং থং ভোগদায়ৈ, ঝং তং বিশ্বায়ৈ, ঞং ণং বোধিন্যৈ, টং ঢং ধারিণ্যৈ, ঠং ডং ক্ষমায়ৈ নমঃ ॥

ইতি দ্বাদশসূর্যকলাঃ সমভ্যর্চ্য, তস্মিন্ শঙ্খে ও মং সোমমণ্ডলায় [3]ষোড়শ-কলাত্মনে অর্ঘ্যামৃতায় নম ইতি কর্পূরাদিবাসিতং বর্ধনীসলিলমাপূর্য ক্ষীর-বিন্দুং দত্ত্বা, সোমমণ্ডলত্বেন সঞ্চিন্তিতে তত্র অর্ঘ্যসলিলং পূর্বোক্তক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অমৃতায়ৈ নমঃ, মানদায়ৈ, পূষায়ৈ, তুষ্ট্যৈ, পুষ্ট্যৈ, রত্যৈ, ধৃত্যৈ, শশিন্যৈ, চন্দ্রিকায়ৈ, কান্ত্যৈ, জ্যোৎস্নায়ৈ, শ্রিয়ৈ, প্রীত্যৈ, অঙ্গদায়ৈ, পূর্ণায়ৈ, পূর্ণামৃতায়ৈ নমঃ ॥

ইতি ষোড়শেন্দুকলাঃ যজেৎ। ততঃ পূর্ববৎ বিদিক্ষু মধ্যে দিক্ষু চ ও ক এ ঈ ল হ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইত্যাদিরীত্যা ত্রিতারীযুক্তকূটত্রয়ং দ্বিরাবর্ত্য পুষ্পৈঃ ষড়ঙ্গানি সমর্চয়েৎ। শ্রীষোড়শাক্ষর্যাং তু যথাস্থিতেন কূটষট্কেনৈব। এবমুত্তরত্রাপি ॥

১। বহ্নিপ্রদ ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।
২। অর্থপ্রদ ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।
৩। কামপ্রদ ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।

অথ অস্ত্রায় ফডিতি অস্ত্রমন্ত্রেণ সংরক্ষ্য, ও কবচায় হুমিতি অবগুণ্ঠনমুদ্রয়া অবগুণ্ঠ্য, ধেনুযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য, মূলেন সপ্তবারমভিমন্ত্র্য, তৎসলিলপৃষতৈঃ আত্মানং পূজোপকরণানি চাবোক্ষ্য, শঙ্খগতজলাৎ কিঞ্চিদ্ বর্ধন্যাং ক্ষিপেৎ। ইতি সামান্যার্ঘ্যবিধিঃ॥

পাত্রস্থাপন—সামান্যার্ঘ্যবিধি

গন্ধ-অক্ষত-কুসুমের দ্বারা অর্চিত ও মূলমন্ত্রের দ্বারা সাতবার বা তিনবার অভিমন্ত্রিত বর্ধনীপাত্রস্থ শুদ্ধজলের দ্বারা বিন্দু-ত্রিকোণ ষট্‌কোণ-বৃত্ত-চতুরস্রাত্মক মণ্ডল মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ নিজের আসন থেকে বার আঙ্গুলপরিমাণ জায়গার পরে মাটিতে পবিত্রস্থলে নিজের বাঁধারে এবং দেবীর সামনে নির্মাণ ক'রে তার পূজা করতে হবে। তারপর চতুরস্রের অগ্নি-ঈশান-নৈঋ'ত-বায়ু-কোণে, মধ্যে ও পূর্বাদিদিকে পুষ্পের দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে যথাক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে :—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ। অগ্নিকোণে।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ শিরসে স্বাহা। ঈশানকোণে।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ শিখায়ৈ বষট্‌। নৈঋ'তকোণে।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ কবচায় হুম্। বায়ুকোণে।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। মধ্যে।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ অস্ত্রায় ফট্‌। পূর্বাদিচতুর্দিকে।

এখানে পূর্বাদিচতুর্দিকে একবার একটি অস্ত্রমন্ত্রই বিহিত। পরবর্তীক্ষেত্রেও এইরূপ হবে। এবার ঐ মণ্ডলের মধ্যে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অস্ত্রায় ফট্‌ এই মন্ত্রে শোধিত চার আঙ্গুল ব্যাসের ও চার আঙ্গুল উঁচু স্বর্ণরৌপ্যতাম্রাদিনির্মিত ত্রিপদ বা চতুষ্পদ বা ষট্‌পদ বা অষ্টপদ আধার 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং অগ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাধারায় নমঃ' এই মন্ত্রে স্থাপন করতে হবে। তারপর অগ্নিমণ্ডলাত্মকরূপে বিভাবিত তার অর্থাৎ আধারের পশ্চিমদিক্ থেকে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ধূম্রার্চিষে নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উষ্মায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জ্বলিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সুশ্রিয়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সুরূপায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কপিলায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হব্যবাহায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কব্যবাহায়ৈ নমঃ এই সব মন্ত্রে দশ বহ্নিকলার পূজা করে আধারের উপর অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা শোধিত শঙ্খ 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উং সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ' এই মন্ত্রে প্রতিষ্ঠাপিত করতে

হবে। তারপর সূর্যমণ্ডলাত্মকরূপে বিভাবিত অর্ঘ্যপাত্রের পশ্চিম দিক্ থেকে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং ভং তপিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ খং বং তাপিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গং ফং ধূম্রায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঘং পং মরীচ্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঙং নং জ্বালিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চং ধং রুচ্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ছং দং সুষুম্নায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জং থং ভোগদায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঝং তং বিশ্বায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঞং ণং বোধিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ টং ঢং ধারিণ্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঠং ডং ক্ষমায়ৈ নমঃ এই সব মন্ত্রে দ্বাদশ সূর্যকলার পূজা করে পূর্বোক্ত শঙ্খে 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে অর্ঘ্যামৃতায় নমঃ' এই মন্ত্রে কর্পূরাদিসুবাসিত বর্ধনীর জল ভরে, তাতে দুগ্ধবিন্দু প্রদান করে সোমমণ্ডলাত্মকরূপে বিভাবিত সেই অর্ঘ্যসলিলে পূর্বোক্ত ক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অমৃতায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মানদায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পূষায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তুষ্ট্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ধৃত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শশিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কান্ত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জ্যোৎস্নায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রীত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অঙ্গদায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পূর্ণামৃতায়ৈ নমঃ—এই সব মন্ত্রে ষোড়শ ইন্দুকলার পূজা করতে হবে। তারপর পূর্বের মতো চারকোণে, মধ্যে ও চারদিকে 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি' এই রীতিতে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সহ কূটত্রয় দুবার পাঠ করে পুষ্পের দ্বারা ষড়ঙ্গের পূজা করতে হবে। ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার ক্ষেত্রে যথাস্থিত ষট্‌কূট পাঠ করে পূজা করতে হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রেও এইরকম হবে।

এবার অস্ত্রায় ফট্ এই অস্ত্রমন্ত্র রক্ষা করে, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কবচায় হুম্ এই মন্ত্র পাঠ ক'রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠিত করে, ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে। তারপর মূলমন্ত্রের দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত জলের বিন্দু দ্বারা নিজেকে ও পূজার উপকরণসমূহকে প্রোক্ষণ করতে হবে আর শঙ্খস্থ কিঞ্চিৎ জল বর্ধনীতে নিক্ষেপ করতে হবে। এই হল সামান্যার্ঘ্যবিধি।

বিশেষার্ঘ্যবিধিঃ

অথ সামান্যার্ঘ্যোদকেন দক্ষিণতো বিন্দুত্রিকোণষট্‌কোণবৃত্তচতুরস্রাত্মকং মণ্ডলং মৎস্যমুদ্রয়া পরিকল্প্য, বিন্দৌ সানুস্বারং তুরীয়স্বরমালিখ্য (বিলয়া মধ্যমণ্ডলং ... ভাব্য) চতুরস্রে প্রাগ্‌বৎ ষড়ঙ্গং বিন্যস্য কূটত্রয়েণ ত্রিকোণকোণানভ্যর্চ্য পুরো-

ভাগাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন কূটত্রয়দ্বিরাবৃত্ত্যা ষটকোণস্থ কোণাংশ্চ ক্রমেণ কুসুমাদিভিঃ অভ্যর্চয়েৎ। অথ তত্র মণ্ডলে ও ঐঁ অগ্নিমণ্ডলায়[১] দশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাধারায় নম ইতি উক্তলক্ষণমাধারমাদায়, প্রাগ্বৎ বিচিন্ত্য তস্মিন্নুক্তদিশাসু দশ-কৃশানুকলাঃ সংস্থাপ্য, তদুপরি সুবর্ণরূপ্যশঙ্খমুক্তাশুক্তিমহাশঙ্খনারিকেলাশ্বত্থ-পলাশাদিনির্মিতমুক্তবিস্তারোৎসেধং ত্রিকোণচতুরস্রবর্তুলাদ্যন্যতমাকারং পাত্রং ও ক্লীঁ সূর্যমণ্ডলায় [২]দ্বাদশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নম ইতি মন্ত্রেণ নিধায়, পূর্ববৎ বিভাবিতে তত্র ও হ্রীঁ ঐঁ মহালক্ষ্মি ঈশ্বরি পরমস্বামিনি ঊর্ধ্বশূন্য-প্রবাহিনি সোমসূর্যাগ্নিভক্ষিণি পরমাকাশভাসুরে আগচ্ছ আগচ্ছ বিশ বিশ পাত্রং প্রতিগৃহ্ণ প্রতিগৃহ্ণ হুং ফট্ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ পুষ্পাঞ্জলিং বিকীর্য, দর্শিতক্রমেণ দ্বাদশদিনেশকলাঃ সম্ভাব্য, তত্র পাত্রে সৌঃ সোমমণ্ডলায়[৩] ষোড়শকলাত্মনে অর্ঘ্যামৃতায় নম ইতি মন্ত্রেণ কলশগতং কস্তূরিকাদ্যধিবাসিতং ক্ষীরমভিপূর্য প্রাগ্বৎ অবমৃষ্টে তত্র চন্দনাগরুকর্পূরকচোরকুঙ্কুমরোচনাজটামাংসিশিলারসা-খ্যাষ্টগন্ধপঙ্কলোলিতং যথাসম্ভবং গন্ধকর্দমক্লিন্নং বা সুরভিলং কুসুমং নিক্ষিপ্য মূলশকলাস্থার্দ্রকনাগরাদিখণ্ডানি চ সম্মিশ্র্য প্রাগুক্তভঙ্গ্যা ষোড়শসোমকলাঃ সম্পূজ্য, তত্র বিশেষার্ঘ্যামৃতে স্বাগ্রাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন অকথাদিষোড়শবর্ণাত্মকরেখা-ত্রয়ং ত্রিকোণং বিলিখ্য, তদন্তঃ স্বাগ্রাদিকোণেষু প্রাদক্ষিণ্যেন হলক্ষান্ বিলিখ্য, বহিশ্চ মূলখণ্ডত্রয়ং, বিন্দৌ সবিন্দুং তুরীয়স্বরং, তদ্বামদক্ষয়োঃ ক্রমেণ হং সঃ ইতি চ বর্ণৌ বিলিখ্য, ও হং সঃ নম ইতি মন্ত্রেণ আরাধ্য, ত্রিকোণস্য পরিতো বৃত্তং নির্মায় তদ্বহিশ্চ ষট্‌কোণং নির্মায় স্বাগ্রকোণাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন প্রাগুক্তৈঃ ষড়ঙ্গমন্ত্রৈঃ ষড়ঙ্গযুবতীরভিপূজ্য, ও মূলান্তে তাং চিন্ময়ীং আনন্দলক্ষণাং অমৃত-কলশপিশিতহস্তদ্বয়াং প্রসন্নাং দেবীং পূজয়ামি নমঃ স্বাহেতি সুধাদেবীমভ্যর্চ্য, তদর্ঘ্যাং কিঞ্চিৎ পাত্রান্তরেণ ও বষভিত্যুদ্ধৃত্য, পুনঃ ও স্বাহেতি মন্ত্রেণ তত্রৈব অর্ঘ্যামৃতে নিক্ষিপ্য, ও হুং ইত্যবগুণ্ঠ্য, ও বৌষট্ ইতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য, ও ফট্ ইতি সংরক্ষ্য, ও নম ইতি পুষ্পং দত্ত্বা, গালিন্যা মুদ্রয়া ও মূলেন নিরীক্ষ্য, যোনিমুদ্রয়া নত্বা, মূলেন সত্রিতারকেণ সপ্তবারমভিমন্ত্র্য, গন্ধাক্ষতপুষ্পধূপদীপান্ দত্ত্বা, বিশেষার্ঘ্যপৃষদ্ভিঃ সমুক্ষিতসপর্যাসাধনঃ সর্বং বিদ্যাময়ং বিধায় বিশেষার্ঘ্য-পাত্রং করেণ সংস্পৃশ্য চতুর্নবত্যা মন্ত্রৈঃ অভিমন্ত্রয়েৎ। মন্ত্রাশ্চ—ত্রিতারীনমঃ-সম্পুটিতাঃ ধূম্রার্চিষে ইত্যাদ্যা মূলবিদ্যান্তাঃ। তত্র বহ্নিসূর্যসোমকলা অষ্ট-ত্রিংশৎ পূর্বং উক্তা এবেহ গ্রাহ্যাঃ। ততঃ—

১। ধর্মপ্রদ ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে। ২। অর্থপ্রদ ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।
৩। কামপ্রদ ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।

ঐং হ্রীং শ্রীং সৃষ্ট্যৈ নমঃ, ঋদ্ধ্যৈ, স্মৃত্যৈ, মেধায়ৈ, কান্ত্যৈ, লক্ষ্ম্যৈ, দ্যুত্যৈ, স্থিরায়ৈ, স্থিত্যৈ, সিদ্ধ্যৈ নমঃ ॥

ইতি ব্রহ্মদশকলাঃ সম্পূজ্য,

ঐং হ্রীং শ্রীং জরায়ৈ নমঃ, পালিন্যৈ, শান্ত্যৈ, ঈশ্বর্যৈ, রত্যৈ, কামিকায়ৈ, বরদায়ৈ, হ্লাদিন্যৈ, প্রীত্যৈ, দীর্ঘায়ৈ নমঃ ॥

ইতি বিষ্ণুদশকলাঃ সম্পূজ্য,

ঐং হ্রীং শ্রীং তীক্ষ্ণায়ৈ নমঃ, রৌদ্র্যৈ, ভয়ায়ৈ, নিদ্রায়ৈ, তন্দ্র্যৈ, ক্ষুধায়ৈ, ক্রোধিন্যৈ, ক্রিয়ায়ৈ, উদ্গার্যৈ, মৃত্যবে নমঃ ॥

ইতি দশ রুদ্রকলাঃ সম্পূজ্য,

ঐং হ্রীং শ্রীং পীতায়ৈ নমঃ, শ্বেতায়ৈ, অরুণায়ৈ, অসিতায়ৈ নমঃ ॥

ইতি চতস্র ঈশ্বরকলাঃ সম্পূজ্য,

ঐং হ্রীং শ্রীং নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, প্রতিষ্ঠায়ৈ, বিদ্যায়ৈ, শান্ত্যৈ, ইন্ধিকায়ৈ, দীপিকায়ৈ, রেচিকায়ৈ, মোচিকায়ৈ, পরায়ৈ, সূক্ষ্মায়ৈ, সূক্ষ্মামৃতায়ৈ, জ্ঞানায়ৈ, জ্ঞানামৃতায়ৈ, আপ্যায়িন্যৈ, ব্যাপিন্যৈ, ব্যোমরূপায়ৈ নমঃ ॥

ইতি সদাশিবষোড়শকলাঃ সম্পূজ্য,—অত্র ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং প্রত্যেকং দশকলাঃ, ঈশ্বরস্য চতস্রঃ, সদাশিবস্য ষোড়শেতি বিবেকঃ। আহত্য কলাঃ অষ্টাশীতিঃ ॥

ঐং হ্রীং শ্রীং হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ নমঃ ॥

ঐং হ্রীং শ্রীং প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্য্যায় মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষু অধিক্ষয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥ নমঃ ॥

ঐং হ্রীং শ্রীং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ নমঃ ॥

ঐং হ্রীং শ্রীং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎপরমং পদম্ ॥ নমঃ ॥

ঐং হ্রীং শ্রীং বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ নমঃ ॥

এতেষু পঞ্চমন্ত্রেষু অন্ত্যৌ দ্বিদ্বিরাম্নাতৌ ॥

মূলবিদ্যা চ—

ঐং হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীম্ ॥ নমঃ ॥

আহত্য ষট্। পূর্বযুক্তা অষ্টত্রিংশৎ, ততঃ পঞ্চাশৎ, ততঃ ষট্, আহত্য মন্ত্রাঃ চতুর্নবতিঃ ॥ কেষাংচিন্মতে—

অথৈতৈকরসানন্দকরে[১] পরসুধাত্মনি[২]।
স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র[৩] নিধেহি কুলনায়িকে ॥ নমঃ ॥
অকুলস্থামৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকরে পরে।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥ নমঃ ॥
তদ্রূপিণ্যৈকরস্যত্বং কৃত্বা হ্যেতৎস্বরূপিণি।
ভূত্বা পরামৃতাকারা ময়ি চিৎস্ফুরণং কুরু ॥ নমঃ ॥

ঐঁ ব্লূঁ ঝ্রৌঁ জুঁ সঃ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতেশ্বরি অমৃতবর্ষিণি অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা। নমঃ ॥

ঐঁ বদ বদ বাগ্বাদিনি ৩ ঐঁ ক্লীঁ ক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয় ক্লেদয় মহাক্ষোভং কুরু কুরু ৩ ক্লীঁ সৌঃ মোক্ষং কুরু কুরু হ্সৌঁ স্হৌঃ ॥ নমঃ ॥

ইত্যেতৈরপি মন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরভিমন্ত্রণম্। আহত্য মন্ত্রপিণ্ডসঙ্খ্যা একোনশতম্ ॥

এতদর্ঘ্যসংশোধনম্ ॥

এবমভিমন্ত্রণেন জ্যোতির্ময়ীকৃতাৎ বিশেষার্ঘ্যামৃতাৎ পাত্রান্তরে কিঞ্চিদুদ্ধৃত্য তদ্বিন্দুভিঃ ত্রিবারং শ্রীগুরুপাদুকামন্ত্রেণ শিরসি শ্রীগুরুং যজেৎ। সন্নিহিতায় তু নিবেদয়েৎ। স্বয়ং চ—

শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি। জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি। যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা।

ইতি মন্ত্রেণ আত্মনঃ কুণ্ডলিনীরূপে চিদগ্নৌ হোমবুদ্ধ্যা জুহুয়াৎ। বিশেষার্ঘ্যপাত্রাৎ কিঞ্চিৎ ক্ষীরং কারণকলশে নিক্ষিপেৎ ॥

কলশলক্ষণং শ্যামারহস্যে—

পঞ্চাশদঙ্গুলো[৪] ব্যাস উচ্চ্রায়ো দ্বাদশাঙ্গুলঃ।
কলশানাং প্রমাণং তু মুখমষ্টাঙ্গুলং স্মৃতম্ ॥

কলশঃ কাংস্যতোঽপি স্যাৎ। স চ দেবতায়াঃ পৃষ্ঠে স্থাপ্য ইতি। আবিসর্জনং শঙ্খং বিশেষার্ঘ্যপাত্রং চ ন চালয়েৎ। ইদং পাত্রদ্বয়মেব সূত্ররীত্যা শ্রীক্রমে নান্যৎ। ইতি বিশেষার্ঘ্যস্থাপনবিধিঃ।

১। পরে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে। ২। ত্মিকে ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৩। ণং মাতঃ ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।
৪। পঞ্চদশাঙ্গুলো ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

বিশেষার্ঘ্যবিধি

অতঃপর সামান্যার্ঘ্যজলের দ্বারা সাধকের ডান ধারে বিন্দু-ত্রিকোণ-ষট্‌কোণ-বৃত্ত-চতুরস্রাত্মক মণ্ডল মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ রচনা করতে হবে। এবার বিন্দুতে ঐং লিখতে হবে (বিদ্যা দ্বারা মধ্যের পূজা ক'রে) এবং চতুরস্রে পূর্বের মতো ষড়ঙ্গন্যাস ক'রে কূটত্রয়ের দ্বারা ত্রিকোণের তিন কোণের পূজা করতঃ পুরোভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে কূটত্রয় দুবার আবৃত্তি ক'রে পুষ্পাদি দ্বারা ষট্‌কোণের ছয় কোণের যথাক্রম পূজা করতে হবে। এবার উক্ত মণ্ডলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ অগ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রাধারায় নমঃ এই মন্ত্রে পূর্বোক্তলক্ষণবিশিষ্ট আধার স্থাপন করতে হবে। এবার পূর্ববৎ ভাবনা ক'রে সামান্যার্ঘ্যবিধিপ্রসঙ্গে কথিত দিকে দশ বহ্নিকলার পূজা করতে হবে। তার পর আধারের উপর স্বর্ণ, রৌপ্য, শঙ্খ, মুক্তা, শুক্তি, মহাশঙ্খ, নারিকেলের মালা, অশ্বত্থ, পলাশ ইত্যাদি-নির্মিত পূর্বোক্ত বিস্তার ও উচ্চতা-বিশিষ্ট ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ বর্তুলাকার পাত্র ঐঁ হ্রীঁ সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ এই মন্ত্রে স্থাপন করতে হবে। তারপর পূর্ববৎ ভাবনা ক'রে পাত্রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ মহালক্ষ্মি ঈশ্বরি পরমস্বামিনি ঊর্ধ্বশূন্য-প্রবাহিনি সোমসূর্যাগ্নিভক্ষিণি পরমাকাশভাসুরে আগচ্ছ আগচ্ছ বিশ বিশ পাত্রং প্রতিগৃহ্ণ প্রতিগৃহ্ণ হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। এবার পূর্বদর্শিতক্রমে দ্বাদশ সূর্যকলার পূজা ক'রে সেই পাত্রে সৌঃ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে অর্ঘ্যামৃতায় নমঃ এই মন্ত্রে কলশস্থ কস্তুরিকাদিসুবাসিত দুগ্ধ ভরতে হবে এবং পূর্ববৎ ভাবনা করতঃ তাতে চন্দন-অগরু-কর্পূর-চোর-কুঙ্কুম-গোরচনা-জটামাংসী ও শিলারস এই অষ্টগন্ধের দ্রবে যথাসম্ভব লিপ্ত অথবা গন্ধপঙ্কার্দ্র সুরভিত পুষ্প নিক্ষেপ করতে হবে এবং মূলার টুকরা আদার টুকরা ও নাগরমুথার টুকরা মিশাল ক'রে পাত্রে দিতে হবে। তার পর পূর্বোক্ত রীতিতে ষোড়শ সোমকলার পূজা করতে হবে। পাত্রস্থ বিশেষার্ঘ্যামৃতের উপর সাধকের অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে অ-আদিষোড়শ-বর্ণাত্মক ক-আদিষোড়শবর্ণাত্মক ও থ-আদিষোড়শবর্ণাত্মক এই রেখাত্রয়াত্মক ত্রিকোণ লিখতে হবে। তারপর সাধকের অগ্রভাগস্থ কোণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে তিন কোণে হ ল ক্ষ এই তিন বর্ণ লিখতে হবে। ত্রিকোণের বহির্ভাগে মূলবিদ্যার খণ্ডত্রয়, বিন্দুতে ঐঁ এবং তার বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে হং ও সঃ এই বর্ণদ্বয় লিখতে হবে। এবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হংসঃ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা ক'রে ত্রিকোণের চারধারে বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে এবং তার বহির্ভাগে ষট্‌কোণ অঙ্কন ক'রে সাধকের অগ্রভাগস্থ কোণ থেকে আরম্ভ ক'রে

প্রাদক্ষিণ্যক্রমে পূর্বোক্ত ষড়ঙ্গমন্ত্রে ষড়ঙ্গযুবতীর পূজা করতে হবে। এবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ, তারপর মূলমন্ত্র, তারপর তাং চিন্ময়ীং আনন্দলক্ষণাং অমৃতকলশ-পিশিতহস্তদ্বয়াং প্রসন্নাং দেবীং পূজয়ামি নমঃ স্বাহা উচ্চারণ ক'রে সুধাদেবীর পূজা করতে হবে। তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বষট্ এই মন্ত্র পড়ে সেই অর্ঘ্যের খানিকটা পাত্রান্তরে নিয়ে আবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স্বাহা এই মন্ত্রে সেই অর্ঘ্যামৃতে তা নিক্ষেপ করতে হবে। এবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুম্ এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করে, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বৌষট্ এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ ক'রে, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ফট্ এই মন্ত্রে সংরক্ষণ করে, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নমঃ এই মন্ত্রে পুষ্প প্রদান ক'রে, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে গালিনী মুদ্রা দ্বারা নিরীক্ষণ ক'রে যোনিমুদ্রা দ্বারা প্রণাম করতে হবে। এবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ও মূলমন্ত্র দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করতে হবে এবং গন্ধ অক্ষত-ধূপ-দীপ প্রদান করতে হবে। এবার বিশেষার্ঘ্যবিন্দুর দ্বারা সমস্ত পূজাদ্রব্যাদির প্রোক্ষণ ক'রে সমস্তকে বিদ্যাময় করতঃ বিশেষার্ঘ্যপাত্র হাতে স্পর্শ ক'রে চতুর্নবতি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করতে হবে। মন্ত্রগুলি ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ-সম্পুটিত 'ধূম্রার্চিষে' থেকে আরম্ভ ক'রে 'মূলবিদ্যা' দিয়ে সমাপ্ত। পূর্বোক্ত অগ্নিসূর্যচন্দ্রকলা মিলিয়ে মোট আটত্রিশটি মন্ত্র এর অন্তর্ভুক্ত। তারপর—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৃষ্ট্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঋদ্ধ্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স্মৃত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মেধায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কান্ত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্যুত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সিদ্ধ্যৈ নমঃ।—এই মন্ত্রে ব্রহ্মার দশকলার পূজা করতে হবে।

তারপর—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জরায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পালিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঈশ্বর্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কামিকায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বরদায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্লাদিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রীত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রী দীর্ঘায়ৈ নমঃ। —এই মন্ত্রে বিষ্ণুর দশকলার পূজা করতে হবে।

এরপর—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তীক্ষ্ণায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভয়ায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নিদ্রায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তন্দ্র্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্ষুধায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রোধিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উদ্গার্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মৃত্যবে নমঃ। —এই মন্ত্রে রুদ্রের দশকলার পূজা করতে হবে।

তারপর—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পীতায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অরুণায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অসিতায়ৈ নমঃ। —এই চার মন্ত্রে চার ঈশ্বরকলার পূজা করতে হবে।

এবার—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইন্ধিকায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দীপিকায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রেচিকায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মোচিকায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সূক্ষ্মামৃতায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জ্ঞানামৃতায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আপ্যায়িন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্যাপিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্যোমরূপায়ৈ নমঃ।—এই মন্ত্রে সদাশিবের ষোড়শকলার পূজা করতে হবে।

এখানে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রত্যেকের দশ কলা, ঈশ্বরের চার, সদাশিবের ষোল। আর পূর্বেকার বহ্নিকলাদি আটত্রিশ। সব মিলিয়ে মোট অষ্টাশী।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃ-ঋতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং[1] বৃহৎ ॥ নমঃ ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্যায় মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্ অধিক্ষয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা[2] ॥ নমঃ ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ[3] ॥ নমঃ ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্[4]। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎপরমং পদম্[5] ॥ নমঃ ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজা[6] ॥ নমঃ

এই পাঁচটি মন্ত্রের শেষ দুটি মন্ত্রে দুটি দুটি ক'রে ঋগ্মন্ত্র রয়েছে।

মূলবিদ্যা

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীম্ ॥ নমঃ ॥

মোট এই ছটি মন্ত্র। পূর্বোক্ত প্রথমে আটত্রিশ, তারপর পঞ্চাশ, আর এই ছয়। সব মিলে মোট চুরানব্বই।

১। ঋগ্বেদ ৪।৪০।৫ ২। ঐ ১।১৫৪।২ ৩। ঋগ্বেদ ৭।৫৯।১২
৪। ঐ ১।২২।২০ ৫। ঐ ১।২২।২১ ৬। ঐ ১০।১৮৪।১-২

কারো কারো মতে—

অখণ্ডৈকরসানন্দকরে পরসুধাত্মনি।
স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহি কুলনায়িকে ॥ নমঃ ॥
অকুলস্থামৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকরে পরে।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥ নমঃ ॥
তদ্রূপিণ্যৈকরস্যত্বং কৃত্বা হ্যেতৎস্বরূপিণি।
ভূত্বা পরামৃতাকারা ময়ি চিৎস্ফুরণং কুরু ॥ নমঃ ॥

ঐঁ ব্লূঁ ঝ্রৌঁ জুঁ সঃ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতেশ্বরি অমৃতবর্ষিণি অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা ॥ নমঃ।

ঐঁ বদ বদ বাগ্‌বাদিনি ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ ক্লিন্নে ক্লেদিনি ক্লেদয় ক্লেদয় মহাক্ষোভং কুরু কুরু ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ মোক্ষং কুরু কুরু হ্সৌঁ স্হ্রৌঃ ॥ নমঃ ॥

—এই পাঁচটি মন্ত্রের দ্বারা বিশেষার্ঘ্য অভিমন্ত্রিত করতে হবে। তা হলে সব মিলিয়ে মোট মন্ত্রসংখ্যা হয় নিরানব্বই। এই পর্যন্ত অর্ঘ্যশোধন।

এইপ্রকারে অভিমন্ত্রণের দ্বারা জ্যোতির্ময়ীকৃত বিশেষার্ঘ্য-অমৃতের কিঞ্চিৎ পাত্রান্তরে নিয়ে তার বিন্দু তিনবার ছিটিয়ে শ্রীগুরুপাদুকামন্ত্রে স্বীয় মস্তকে গুরুর পূজা করতে হবে। তার পর সন্নিহিত অর্থাৎ গুরু পাদুকার উদ্দেশ্যে দ্রব্য নিবেদন করতে হবে। এবং সাধক স্বয়ং—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ আর্দ্র'ং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি। জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি। যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা। —এই মন্ত্রে নিজের কুণ্ডলিনীরূপী চিদগ্নিতে আহুতি দেবেন। বিশেষার্ঘ্যপাত্র থেকে কিঞ্চিৎ দ্রব্য নিয়ে কারণকলসে নিক্ষেপ করবেন।

শ্যামারহস্যে কলসের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। যথা—কলসের ব্যাস হবে পঞ্চাশ আঙ্গুল, উচ্চতা বার আঙ্গুল, আর তার মুখ হবে আট আঙ্গুল পরিমাণ। কলশ কাঁসারও হতে পারে। সেই কলশ দেবতার পিছনদিকে স্থাপন করতে হবে। বিসর্জন না হওয়া পর্যন্ত শঙ্খ ও বিশেষার্ঘ্যপাত্র নড়াতে নেই। সূত্রোক্ত রীতি-অনুসারে এই দুই পাত্রই শ্রীক্রমে বিহিত, অন্য পাত্র নয়। এই হল বিশেষার্ঘ্যস্থাপনবিধি।

অন্তর্যাগঃ

স চ জ্ঞানার্ণবে দৃষ্টঃ। যথা—মূলাধারাদাব্রহ্মবিলং বিলসন্তীং বিসতন্তু-তনীয়সীং বিদ্যুৎপুঞ্জপিঞ্জরাং বিবস্বদযুতভাস্বৎপ্রকাশাং পরশশতসুধাময়ূখশীতল-

তেজোদণ্ডরূপাং পরচিতিং ভাবয়েদিতি। অথ হৃদি শ্রীচক্রং বিভাব্য তত্র তামেব স্বীকৃতপ্রাগুক্তরূপাং শ্রীদেবীং ধ্যাত্বা বক্ষ্যমাণৈঃ গন্ধাদিতাম্বূলান্তং ষডুপচারমন্ত্রৈঃ উপচর্য তাং পুনস্তেজোরূপেণ পরিণতাং পরমশিবজ্যোতিরভিন্ন-প্রকাশাত্মিকাং বিন্দ্বাদিবিশ্বকারণাং সর্বাবভাসিকাং স্বাত্মাভিন্নাং পরচিতিং সুষুম্নাপথেন উদ্গময্য বিনির্ভিন্নবিধিবিলবিলসদমলদশশতদলকমলাদ্বহন্নাসা-পুটেন নির্গতাং ত্রিখণ্ডামুদ্রামণ্ডিতশিখণ্ডে কুসুমগর্ভিতে অঞ্জলৌ সমানীয় ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ শ্রীললিতায়া অমৃতচৈতন্যমূর্তিং কল্পয়ামি নমঃ ইতি মন্ত্র-মুচ্চারয়ন্ নিজলীলাঽঙ্গীকৃতললিতবপুষং বিচিন্ত্য—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্স্রৈঁ হ্ স্ ক্ ল্ রীঁ হ্স্রৌঃ।

মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে।
সর্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি[1] ॥

ইতি মন্ত্রেণ বিন্দুপীঠগতনির্বিশেষব্রহ্মাত্মকশ্রীমৎকামেশ্বরাঙ্কে পরদেবতা-মাবাহয়েৎ ॥

অথ নিত্যাঽঽদিকমণিমাঽন্তং শ্রীকামেশ্বরাঙ্কোপবেশনং বিনা শ্রীদেবী-সমানাকৃতিবেষভূষণায়ুধশক্তিচক্রং ওঘত্রয়গুরুমণ্ডলং চ বক্ষ্যমাণেষু আবরণেষু নিজধামিস্তভিমুখোপবিষ্টমবমৃশ্য মূলেন আবাহনসংস্থাপনসন্নিধাপনসন্নিরোধন-সম্মুখীকরণাবগুণ্ঠনবন্দনধেনুযোনিমুদ্রাঃ প্রদর্শয়ংস্তদখিলং ভাবয়েৎ ॥

অত্র

মেরুমন্ত্রাত্মকং চক্রং শ্রীস্থিয়স্তত্র দেবতাঃ।
কামেশ্বরঃ প্রকাশাত্মা শ্রীবিমর্শস্তদঙ্গগঃ ॥
ইত্যেতদ্বাসনারূপং অভেদং চ পরস্পরম্।
জ্ঞাত্বা শ্রীগুরুবক্ত্রাদ্বাৎ কৃতা পূজা মহাফলা ॥

মেরুমন্ত্রশ্চ চতুরশ্রাদিচক্রনবকবিশেষণগতৈঃ লকারাদিভিঃ অবয়বৈঃ জ্ঞাতব্যঃ ॥

অন্তর্যাগ

এটি জ্ঞানার্ণবে দেখতে পাওয়া যায়। যথা—মূলাধার থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত দীপ্যমানা, মৃণালসূত্রাকারা, বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো শুভ্রবর্ণা, কোটিসূর্যের মতো

১। এহ্যেহি দেবদেবেশি ত্রিপুরে দেবপূজিতে।
পরামৃতপ্রিয়ে শীঘ্রং সান্নিধ্যং কুরু সিদ্ধিদে ॥
দেবেশি ভক্তিসুলভে সর্বাবরণসংযুতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব ॥
ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।

দীপ্তিমতী, শত শত চন্দ্রের শীতলতেজোদণ্ডরূপিণী পরচিতির ভাবনা করতে হবে। এবার হৃদয়ে শ্রীচক্রের ভাবনা ক'রে তাতে পূর্ববর্ণিতরূপধারিণী দেবীর ধ্যান করতে হবে এবং গন্ধাদি-তাম্বূলান্ত বক্ষ্যমাণ ষট্ উপচারমন্ত্রে তাঁর পূজা ক'রে তাঁকে পুনরায় তেজোরূপে পরিণত ভাবনা করতে হবে। এবার পরম-শিবের থেকে অভিন্ন জ্যোতিরূপে প্রকাশাত্মিকা, আকাশাদিবিশ্বের কারণ-স্বরূপা, সর্বাবভাসিকা, স্বীয় আত্মা থেকে অভিন্না, সেই পরচিতিকে সুষুম্নাপথে ঊর্ধ্বগামিনী ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্রে আবির্ভূত দীপ্যমান সহস্রদলপদ্মে উপনীত ক'রে সেখান থেকে নাসাপথে নির্গত করতঃ ত্রিখণ্ডামুদ্রারচিত কুসুমপূর্ণ অঞ্জলিতে নিয়ে আসতে হবে। তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ শ্রীললিতায়া অমৃত-চৈতন্যমূর্তিং কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে দেবীর নিজলীলাঙ্গীকৃত অর্থাৎ স্বেচ্ছামাত্রস্বীকৃত শরীর ভাবনা করতঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্স্ক্লেঁ হস্রৌঃ মহা-পদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে সর্বভূতহিতে মাতঃ এহি এহি পরমেশ্বরি এই মন্ত্রে বিন্দুচক্রে নির্বিশেষ-ব্রহ্মাত্মকশ্রীমৎকামেশ্বরের অঙ্কে পরদেবতাকে আবাহন করতে হবে।

এবার নিত্যা থেকে আরম্ভ ক'রে অণিমা পর্যন্ত, কামেশ্বরের অঙ্কে উপবেশন ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে, দেবীর সমান আকৃতি-বেশভূষা-আয়ুধ-বিশিষ্ট শক্তিদের চক্র ও ওঘত্রয়বিশিষ্ট গুরুমণ্ডল বক্ষ্যমাণ আবরণে স্বীয় স্বামিনীর অভিমুখে উপবিষ্ট ভাবনা ক'রে মূলমন্ত্রে আবাহন, সংস্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সম্মুখীকরণ, অবগুণ্ঠন, বন্দনা, ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা-প্রদর্শন এই সব ভাবনা করতে হবে।

এখানে

মেরুমন্ত্রাত্মক চক্র। তাতে প্রভাসমূহ দেবতা। প্রকাশাত্মা কামেশ্বর ও তাঁর অঙ্কগত বিমর্শ, চক্রের দেবতা। এঁরা পরস্পর অভিন্ন। এই বাসনার স্বরূপ শ্রীগুরুর মুখপদ্ম থেকে অবগত হ'য়ে পূজা করলে সে-পূজার মহাফল হয়।

চতুরস্রাদিনবচক্রের বিশেষণগত লকারাদি অবয়বের দ্বারা মেরুমন্ত্র জ্ঞাতব্য।

চতুঃষষ্ট্যুপচারার্চণম্

অথ শ্রীপরদেবতায়াঃ চতুঃষষ্ট্যুপচারানাচরেৎ। তেষু অশক্তানাং ভাবনয়া সামান্যার্ঘ্যোদকাৎ কিঞ্চিৎকিঞ্চিদম্বাচরণাম্বুজে অর্পণবুদ্ধ্যা পাত্রান্তরে নিক্ষিপেৎ। পুষ্পাক্ষতান্ বা সমর্পয়েৎ। [১]ভূষাবরোপণাভ্যঙ্গরূপমুপচার-দ্বয়মপি মণ্টপান্তর এব ভাবনীয়ম্, মজ্জনাদিষু তথা দর্শনাৎ, ঔচিত্যাচ্চ।

১। তত্তন্মন্ত্রমাত্রং বা জপেৎ। তথাচ তন্ত্রসারে "চতুঃষষ্ট্যুপচারাণাং অভাবে তু মন্ত্রং জপেৎ। তত্ত্বদেব ফলং বিন্দ্যাৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ"। ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে (কোশে)।

অনয়োঃ মণ্টপাদিশব্দস্য মন্ত্রাবয়বত্বেন প্রবেশো ন সম্ভবতি, অনুক্তত্বাৎ। মজ্জনমণ্টপপ্রবেশাদিষু মধ্যেমার্গে পীঠে চ মুদ্রলক্ষুলাস্থিতিশ্চ ভাবয়িতুমুচিতম্। শ্রীচক্রাদবরোহণমপি, উত্তরত্রারোহণকথনাৎ। অভ্যঙ্গাদিষু যবনিকাভাবনং চ। উপচারমন্ত্রশরীরং তু—অত্রাদৌ ত্রিতারী, ততশ্চতুর্থ্যন্তং ললিতেতি পদং, অথামুকং কল্পয়ামি নমঃ ইতি। ললিতা কামেশ্বরী ত্রিপুরসুন্দরী ইতি দেবতা-নামপর্যায়েষু সৎস্বপি সূত্রকারেণ ললিতাপদগ্রহণাৎ ললিতাপদপ্রয়োগঃ কার্যঃ। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ। আভরণাবরোপণং, সুগন্ধ-তৈলাভ্যঙ্গং, মজ্জনশালাপ্রবেশনং, মজ্জনমণ্টপমণিপীঠোপবেশনং, দিব্যস্নানী-য়োদ্বর্তনং, উষ্ণোদকস্নানং, কনককলশচ্যুতসকলতীর্থাভিষেকং (ইহ শ্রীসূক্তাদী-নামাবৃত্তিঃ), ধৌতবস্ত্রপরিমার্জনং, অরুণদুকূলপরিধানং, অরুণকুচোত্তরীয়ং, আলেপমণ্টপপ্রবেশনং, আলেপমণ্টপমণিপীঠোপবেশনং, চন্দনাগরুকুঙ্কুমমৃগমদ-কর্পূরকস্তূরীগোরচনাদিদিব্যগন্ধসর্বাঙ্গীণবিলেপনং, কেশভারস্য কালাগরুধূপং, মল্লিকামালতীজাতীচম্পকাশোকশতপত্রপূগকুহলীপুন্নাগকহ্লারমুখ্যসর্বর্তুকুসুম-মালাঃ, ভূষণমণ্টপপ্রবেশনং, ভূষণমণ্টপমণিপীঠোপবেশনং, নবমণিমকুটং, চন্দ্রশকলং, সীমন্তসিন্দূরং, তিলকরত্নং, কালাঞ্জনং, পালীযুগলং, মণিকুণ্ডল-যুগলং, নাসাভরণং, অধরযাবকং, প্রথমভূষণং (মাঙ্গল্যসূত্রং), কনকচিন্তাকং (এতচ্চ আন্ধ্রপুরন্ধ্রীজনেন ধ্রিয়মাণঃ কর্ণ [কণ্ঠ] ভূষণবিশেষঃ), পদকং, মহাপদকং, মুক্তাবলিং, একাবলিং, ছন্নবীরং (ইদং চোভয়তো বৈকক্ষ্যদামাত্মকং ভূষণম্), কেয়ূরযুগলচতুষ্টয়ং, বলয়াবলিং, ঊর্মিকাবলিং, কাঞ্চীদাম, কটিসূত্রং, সৌভাগ্যাভরণং, (অধশ্চ জঘনালম্বী ভূষণবিশেষঃ) পাদকটকং, রত্ননূপুরং, পাদাঙ্গুলীয়কং, এককরে পাশং, অন্যকরে অঙ্কুশং, ইতরকরে পুণ্ড্রেক্ষুচাপং, অপরকরে পুষ্পবাণান্ [তত্রোর্ধ্বয়োঃ বামদক্ষয়োঃ করয়োঃ পাশাঙ্কুশৌ। অধঃস্থিতয়োঃ চাপবাণাঃ। (পাশো বৈক্রমঃ অঙ্কুশো রূপ্যময়ঃ) এতে চ ক্রমেণ রাগরোষমনস্তন্মাত্রাত্মকবাসনারূপাঃ ইতি চ জ্ঞেয়ম্] শ্রীমন্মাণিক্যপাদুকে, স্বসমানবেষাভিঃ আবরণদেবতাভিঃ সহ মহাচক্রাধিরোহণং, কামেশ্বরাঙ্কপর্য-ঙ্কোপবেশং, (অত্র ইতরাসাং নিজনিজস্থানাবস্থিতিভাবনামাত্রম্), অমৃতাসব-চষকং, আচমনীয়ং, কর্পূরবীটিকাং কল্পয়ামি নমঃ ॥

তল্লক্ষণং তু—

এলালবঙ্গকর্পূরকস্তূরীকেসরাদিভিঃ।
জাতীফলদলৈঃ পূগৈঃ নাগবল্লীদলৈঃ সনাগরৈঃ।
চূর্ণৈঃ খাদিরসারৈশ্চ যুক্তা কর্পূরবীটিকা ॥

আদিপদেন তাম্বূলীদলতক্কোলগ্রহণম্ ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ আনন্দোল্লাসবিলাসসহাসং, মঙ্গলারার্তিকং কল্পয়ামি নমঃ ॥

তৎপ্রকারস্তু—কলধৌতাদিভাজনে কুঙ্কুমচন্দনাদিলিখিতস্যাষ্টষট্চতুর্দলাদ্যন্যতমস্য কমলস্য চন্দ্রাকারচক্র[1]গোলকবত্যাং চণকমুদ্গজুম্বি[2] বা কর্ণিকায়াং দলেষু চ পয়ঃশর্করাপিণ্ডীকৃতযবগোধূমাদিপিষ্টোপাদানকানি ত্রিকোণশিরস্কডমর্বাকৃতীনি চতুরঙ্গুলোৎসেধানি ঘৃতপাচিতানি নবসপ্তপঞ্চান্যতমসঙ্খ্যানি দীপপাত্রাণি নিধায় তেষু গোঘৃতং প্রত্যেকং কর্ষপ্রমিতং আপূর্য কর্পূরগর্ভিতা বর্তিকা হৃল্লেখয়া প্রজ্বাল্য ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ গ্ল্ঁ স্ল্ঁ ম্ল্ঁ প্ল্ঁ ন্ল্ঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি নবাক্ষর্যা রত্নেশ্বরীবিদ্যয়া অভিমন্ত্র্য চক্রমুদ্রাং প্রদর্শ্য মূলেনাভ্যর্চ্য জগদ্ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহা ইতি মন্ত্রপূর্বকং গন্ধাক্ষতাদিনা ঘণ্টাং সম্পূজ্য তাং বাদয়ন্ জানুচুম্বিতভূতলস্তৎপাত্রং আমস্তকমুদ্ধৃত্য, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ আরার্তিকং কল্পয়ামি নম ইতি কল্পয়িত্বা,

সমস্তচক্রচক্রেশীযুতে দেবি নবাত্মিকে ।
আরার্তিকমিদং তুভ্যং গৃহাণ মম সিদ্ধয়ে ॥

ইতি নববারং শ্রীদেব্যা আচূড়ং আচরণাব্জং পরিভ্রাম্য দক্ষভাগে স্থাপয়েৎ। ততঃ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ ছত্রং কল্পয়ামি নমঃ, চামরযুগলং, তালবৃন্তং, গন্ধং, পুষ্পং, কল্পয়ামি নমঃ ॥

বিবিধানি পুষ্পানি কল্পয়েৎ। এতৎপ্রকারশ্চ সপ্তমে অনবস্থোল্লাসে দ্রষ্টব্যঃ ॥

অথ ধূপপাত্রভরিতেষু অঙ্গারেষু দশাঙ্গাদি নিক্ষিপ্য—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ ধূপং কল্পয়ামি নমঃ ॥

ইতি শ্রীদেবীচরণাম্বিকে সমর্প্য তৎপাত্রং শ্রীদেব্যা বামভাগে নিদধ্যাৎ। দশাঙ্গানি তু—

শ্বেতকৃষ্ণাগরু লাক্ষা গুগ্গুলশ্চন্দনং ঘৃতম্ ।
মধুবিল্বফলং রালঃ কর্পূরশ্চ দশাঙ্গকম্ ।

ইতি বচনোক্তানি। ততো দীপভাজনে অর্পিতং গোঘৃততৈলান্যতরং কর্পূরগর্ভিতং ত্র্যাদিবিষমসঙ্খ্যাকং বর্তিজাতং প্রজ্বাল্য,—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ দীপং কল্পয়ামি নমঃ ॥ ইতি দেব্যা দৃক্সমসীমনি

১। চারু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে। ২। একমুদ্রাকৃমি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

প্রদর্শ্য তৎপাত্রং দক্ষিণভাগে নিবেশ্য, দেব্যগ্রতঃ স্বদক্ষিণে অগ্নিচতুরস্রমণ্ডলং আধারোপরি নিহিতকনকরৌপ্যাদিভাজনভরিতং ফলবিশেষখণ্ডসিতা-লড্ডুকাদিনৈবেদ্যং মূলেন প্রোক্ষ্য, বং ইতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য মূলেন ত্রিবারমভিমন্ত্র্য,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ আপোশনং কল্পয়ামি নমঃ। ইতি নৈবেদ্যান্বয়েন আপোশনং দত্ত্বা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ নৈবেদ্যং কল্পয়ামি নমঃ। ইতি নিবেদয়েৎ।

গন্ধাদিনৈবেদ্যান্তং উপচারবস্তুপঞ্চকং তু পৃথিব্যাদিমহাভূতপঞ্চকরূপং ক্রমেণ ভাবয়েৎ। সর্বভূতাত্মকত্বং চ কর্পূরবীটিকায়াঃ।

অথ পানীয়োত্তরাপোশনহস্তপ্রক্ষালনগণ্ডূষাচমনকর্পূরবীটিকাশ্চোপচার-মন্ত্রৈঃ কল্পয়িত্বা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ ক্রোঁ হ্স্খ্ফ্রেঁ হ্সৌঃ ঐঁ সর্বসঙ্ক্ষোভিণ্যাদিনবমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য, ষোড়শ্যুপাসনায়াং তু ঐঁ ইতি ত্রিখণ্ডামপি প্রদর্শয়েৎ।

ততো ৩ মূলান্তে ললিতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি তত্ত্বমুদ্রাসন্দষ্ট[1] দ্বিতীয়-শকলগৃহীতবিশেষার্ঘ্যবিন্দুসহার্পিতৈঃ দক্ষকরোপাত্তজ্ঞানমুদ্রাধৃতকুসুমাক্ষতৈঃ শ্রীদেবীং ত্রিঃ সন্তর্পয়েৎ। অনেনৈব প্রকারেণ সর্বাসামাবরণদেবতানাং তর্পণং জ্ঞেয়ম্। ইতি দেবীপূজনম্।

চৌষট্টি উপচারার্চনা

অতঃপর পরদেবতার চৌষট্টি উপচার বিধান করতে হবে। তা করতে যাঁরা অক্ষম তাঁরা ভাবনা দ্বারা তা করবেন। তার প্রক্রিয়া সামান্যার্ঘ্যোদক থেকে কিছু জল নিয়ে দেবীর চরণে অর্পণবুদ্ধিতে তা পাত্রান্তরে নিক্ষেপ করবেন। অথবা পুষ্প ও অক্ষত অর্পণ করবেন। ভূষণাবরোপণ ও অভ্যঙ্গ অর্থাৎ সুগন্ধিতৈলাভ্যঙ্গ এই দুই উপচারও ভিন্ন মণ্ডপে ভাবনা করতে হবে। কেননা, মজ্জনাদি ব্যাপারে তাই দেখা যাচ্ছে আর তা উচিতও বটে। এই দুইয়ের মণ্টপাদিশব্দ মন্ত্রের অবয়ব হতে পারবে না; কারণ সূত্রে তা বলা হয় নি। মজ্জনমণ্ডপাদির পথ ও পীঠ কোমল পট্টবস্ত্রের দ্বারা আবৃত এরূপ ভাবনা করা উচিত। পরে আরোহণ কথিত হয়েছে বলে শ্রীচক্র থেকে অবরোহণও সূচিত হয়েছে। অভ্যঙ্গাদি ব্যাপারে যবনিকার ভাবনা সমীচীন। উপচার-মন্ত্রের অবয়ব এইরূপ—প্রথমে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ, তারপর ললিতায়ৈ এই পদ, তার পর অমুকং কল্পয়ামি নমঃ। ললিতা কামেশ্বরী ও ত্রিপুরসুন্দরী দেবতানামের

১। মূলক ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

পর্যায়বাচক শব্দ হলেও সূত্রকার ললিতাপদ গ্রহণ করেছেন বলে ললিতাপদের প্রয়োগ করা হল। তা হলে মন্ত্র দাঁড়াবে এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ আভরণাবরোপণং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ সুগন্ধতৈলাভ্যঙ্গং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ মজ্জনশালাপ্রবেশনং কল্পয়ামি নমঃ, এইভাবে মন্ত্রাবয়বের অমুকং পদের স্থলে নিম্নলিখিত একেকটি পদ প্রয়োগ ক'রে একেকটি মন্ত্র হবে—মজ্জনমণ্টপ-মণিপীঠোপবেশনং, দিব্যস্নানীয়োদ্বর্তনং, উষ্ণোদকস্নানং, কনককলশচ্যুত-সকলতীর্থাভিষেকং (এখানে শ্রীসূক্তাদির আবৃত্তি বিহিত), ধৌতবস্ত্রপরিমার্জনং, অরুণদুকূলপরিধানং, অরুণকুচোত্তরীয়ং, আলেপমণ্টপপ্রবেশনং, আলেপমণ্টপ-মণিপীঠোপবেশনং, চন্দনাগরুকুঙ্কুমমৃগমদকর্পূরকস্তুরীগোরচনাদিদিব্যগন্ধসর্বা-ঙ্গীণবিলেপনং, কেশভারস্য কালাগরুধূপং, মল্লিকামালতীজাতীচম্পকাশোক-শতপত্রপূগকুহলীপুন্নাগকহ্লারমুখ্যসর্বর্তুকুসুমমালাঃ, ভূষণমণ্টপপ্রবেশনং, ভূষণ-মণ্টপমণিপীঠোপবেশনং, নবমণিমকুটং, চন্দ্রশকলং, সীমন্তসিন্দূরং, তিলকরত্নং, কালাঞ্জনং, পালীযুগলং, মণিকুণ্ডলযুগলং, নাসাভরণং, অধরযাবকং, প্রথমভূষণং (অর্থাৎ মাঙ্গল্যসূত্র), কনকচিন্তাকং (এ অঞ্চদেশীয় পুরস্ত্রীদের ব্যবহৃত কর্ণ [কণ্ঠ] ভূষণবিশেষ), পদকং, মহাপদকং, মুক্তাবলিং, একাবলিং, ছন্নবীরং (উভয় পার্শ্বে কটি পর্যন্ত লম্বিত মাল্যাত্মক ভূষণবিশেষ), কেয়ূরযুগলচতুষ্টয়ং, বলয়াবলিং, ঊর্মিকাবলিং, কাঞ্চীদাম, কটিসূত্রং, সৌভাগ্যাভরণং (নিম্নাঙ্গে জঘনাস্থিত ভূষণবিশেষ), পাদকটং, রত্ননূপুরং, পাদাঙ্গুলীয়কং, এককরে পাশং, অন্যকরে অঙ্কুশং, ইতরকরে পুণ্ড্রেক্ষুচাপং, অপরকরে পুষ্পবাণান্ [এখানে ঊর্ধ্ব বাম ও দক্ষিণ করে পাশ ও অঙ্কুশ এবং অধঃস্থিত বাম ও দক্ষিণ করে চাপ ও বাণ। (পাশ প্রবালরচিত ও অঙ্কুশ রৌপ্যনির্মিত), এগুলি যথাক্রমে রাগ-রোষ-মনঃ-তন্মাত্রাত্মক-বাসনারূপ একথাও জ্ঞাতব্য], শ্রীমন্মাণিক্যপাদুকে, স্বসমানবেষাভিঃ আবরণদেবতাভিঃ সহ মহাচক্রাধিরোহণং, কামেশ্বরাঙ্কপর্যঙ্কো-পবেশনং (এখানে অন্যদের নিজ নিজ স্থানে অবস্থিতিভাবনামাত্র বিহিত), অমৃতাসবচষকং, আচমনীয়ং, কর্পূরবীটিকাং।

কর্পূরবীটিকার লক্ষণ এইভাবে বিবৃত হয়েছে—এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর, কস্তুরী, কেসরাদি, জাতীফলের পাতা, সুপারী, নারকেল, পিপুল ও শুঁঠ এই সবের চূর্ণ খয়েরের কাতের সঙ্গে মিশিয়ে কর্পূরবীটিকা তৈরী হয়। বচনোক্ত আদি-পদের দ্বারা তাম্বূলীদলতক্কোল মানে পান ও তক্কোল (Pimenta acris-সুরভি বৃক্ষবিশেষের পাতা ও ফল) বুঝান হয়েছে।

এর পরের উপচারমন্ত্র ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ আনন্দোল্লাসবিলাসহাসং

মঙ্গলারাত্রিকং কল্পয়ামি নমঃ। আরাত্রিকের প্রকার এই—স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্মিত পাত্রে কুঙ্কুমচন্দনাদি দিয়ে লিখিত অষ্টদল ষড়্দল চতুর্দলাদি পদ্মের অন্যতম পদ্মের চন্দ্রাকারচরুগোলকযুক্ত অথবা চণকমুদ্গযুক্ত কর্ণিকায় ও পাঁপড়িতে দুগ্ধ-শর্করা-পিণ্ডীকৃতযবগোধূমাদি-পিষ্ট-উপাদানরচিত ত্রিকোণশিরোযুক্ত ডমরু-আকৃতি চার আঙ্গুলপরিমাণ উপরিভাগবিশিষ্ট ঘৃতপাচিত দীপপাত্র নয় সাত পাঁচ এর যে-কোন সংখ্যায় স্থাপন করতে হবে। এবার তার প্রত্যেকটিতে দুই তোলা পরিমাণ গব্যঘৃত ভরে তাতে কর্পূরগর্ভিতা বর্তিকা দিয়ে তা হ্রীঁ এই বীজমন্ত্রে প্রজ্বলিত করে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হ্স্ৰ্‌ঁ হ্স্ৰ্‌ঁ হ্স্ৰ্‌ঁ হ্স্ৰ্‌ঁ হ্স্ৰ্‌ঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই নবাক্ষর রত্নেশ্বরীমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করতে হবে এবং চক্রমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে মূলমন্ত্রে পূজা করতে হবে। এবার জগদ্ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ ক'রে গন্ধ ও অক্ষতের দ্বারা ঘণ্টার পূজা করে সেই ঘণ্টা বাজিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে আরত্রিকপাত্র মাথার উপরে উঠিয়ে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ আরাত্রিকং কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে আরত্রিক কল্পনা করতে হবে। এরপর

সমস্তচক্রচক্রেশীযুতে দেবি নবাত্মিকে।
আরাত্রিকমিদং তুভ্যং গৃহাণ মম সিদ্ধয়ে॥

—সমস্ত চক্র ও চক্রেশীযুক্তা ওগো নবাত্মিকা দেবী, তোমার এই আরত্রিক, আমার সিদ্ধিলাভের জন্য তুমি তা গ্রহণ কর—এই বলে দেবীর চূড়া থেকে চরণপদ্ম পর্যন্ত নয়বার ঘুরিয়ে আরত্রিকপাত্র ডানদিকে রাখতে হবে।

তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ ছত্রং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ চামরযুগলং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ তালবৃন্তং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ গন্ধং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ পুষ্পং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে ছত্রাদি উপচার কল্পনা করতে হবে। নানা রকমের পুষ্প কল্পনা করতে হয়। তার প্রকার অনবস্থোল্লাস সপ্তমে দ্রষ্টব্য।

এবার ধূপপাত্রভরা অঙ্গারে দশাঙ্গাদি নিক্ষেপ করে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ ধূপং কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে দেবীর চরণাব্জিকে ধূপ সমর্পণ করে ধূপপাত্র দেবীর বাঁ ধারে রাখতে হবে। বচনানুসারে দশাঙ্গ বলতে বুঝায় শ্বেত অগরু, কৃষ্ণ অগরু, লাক্ষা, গুগ্‌গুল, চন্দন, ঘৃত, মধু, বিল্বফল, ধুনা ও কর্পূর। এবার দীপভাজনে গব্যঘৃত ও তৈলাদিসিক্ত কর্পূরগর্ভিত যে-বাতিগুলি রয়েছে তা তিন ইত্যাদি বেজোড় সংখ্যায় জ্বালিয়ে দিয়ে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ দীপং কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে দেবীর নয়নসম্মুখে প্রদর্শন করে দীপপাত্র তাঁর ডান ধারে রাখতে হবে। অনন্তর দেবীর সামনে ও সাধকের ডান ধারে চতুরস্রের উপর ন্যস্ত আধারের উপর রক্ষিত স্বর্ণরৌপ্যাদিপাত্রভরা ফলবিশেষযুক্ত,

খণ্ড, শর্করা, লাড্ডু ইত্যাদির নৈবেদ্য মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ ক'রে এবং বং এই বীজ-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ তার অমৃতীকরণ করে তাকে মূলমন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করতে হবে। তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ আপোশনং কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে নৈবেদ্যের অঙ্গরূপে আপোশন প্রদান করতে হবে। এবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ললিতায়ৈ নৈবেদ্যং কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে নৈবেদ্য প্রদান করতে হবে।

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য এই পাঁচটি উপচারবস্তু যথাক্রমে ক্ষিতি-আদি পঞ্চ মহাভূতের রূপ বলে ভাবনা করতে হবে। আর কর্পূরবীটিকাকে সর্ব-ভূতাত্মক ভাবতে হবে।

এরপর পানীয়, পরবর্তী আপোশন, হস্তপ্রক্ষালন, গণ্ডূষ, আচমন, কর্পূর-বীটিকা—এসব যথাবিহিত উপচারমন্ত্রে কল্পনা করে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ ক্রোঁ হ্স্খ্ফ্রেঁ হ্সৌঃ ঐঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে সর্বসংক্ষোভিণী-আদি মুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে। ষোড়শীর উপাসনায় ত্রিখণ্ডমুদ্রাও প্রদর্শন করতে হবে।

অনন্তর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ, তারপর মূলমন্ত্র, তার পর ললিতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি উচ্চারণ করে তত্ত্বমুদ্রাসন্দষ্টদ্বিতীয়শকল থেকে গৃহীত বিশেষার্ঘ্যবিন্দুর সহিত অর্পিত দক্ষিণকরগৃহীত জ্ঞানমুদ্রাধৃত পুষ্প ও অক্ষতের দ্বারা তিনবার দেবীর তর্পণ করতে হবে। এই প্রকারেই সব আবরণ দেবতাদের তর্পণ জ্ঞাতব্য। এই হল দেবীপূজা।

ষড়ঙ্গার্চনম্

অথ শ্রীদেব্যঙ্গে অগ্নীশাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ পূর্বোক্তবিধিনা মূলেন ষড়ঙ্গযুবতীঃ পূজয়েৎ।

ষড়ঙ্গপূজা

অতঃপর দেবীর অঙ্গে অগ্নি ঈশান নৈর্ঋত ও বায়ু কোণে, মধ্যে ও পূর্বাদি দিকে মূলমন্ত্রে ষড়ঙ্গযুবতীর[১] পূজা করতে হবে।

নিত্যাদেবীযজনম্

ততো মধ্যত্রিকোণস্থ দক্ষিণরেখায়াং বারুণ্যাদ্যাগ্নেয়ান্তং ক্রমেণ অং আং ইং ঈং উং ইতি, পূর্বরেখায়াং আগ্নেয়াদীশানান্তং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং ইতি, উত্তর-রেখায়াং ঈশানাদিবারুণান্তং এং ঐং ওং ঔং অং ইতি পঞ্চপঞ্চস্বরান্ বিভাব্য

১। অগ্নি-আদি চার কোণ, মধ্য ১ আর পূর্বাদিদিক্‌চতুষ্টয় ১ এই ষড়ঙ্গ, তার প্রত্যেকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

তেষু বামাবর্তেনৈব প্রাগুক্তস্বরূপাঃ কামেশ্বর্যাদিনিত্যা যজেৎ। বিন্দৌ চ ষোড়শং স্বরং অঃ ইতি বিচিন্ত্য মহানিত্যাম্। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং ঐঁ স ক ল হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ অং কামেশ্বরী-নিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও আং ঐঁ ভগভুগে ভগিনি ভগোদরি ভগমালে ভগাবহে ভগগুহ্যে ভগযোনি ভগনিপাতিনি সর্বভগবশংকরি ভগরূপে নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে সর্বাণি ভগানি মে হ্যানয় বরদে রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ক্লেদয় দ্রাবয় অমোঘে ভগবিচ্চে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি ঐঁ ব্লূঁ জেঁ ব্লূঁ ভেঁ ব্লূঁ মোঁ ব্লূঁ হেঁ ব্লূঁ হেঁ ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি মে বশমানয় স্ত্রীঁ হর ব্লেঁ হ্রীঁ আং ভগমালিনীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও ইং ওঁ হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা ইং নিত্যক্লিন্নানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও ঈং ওঁ ক্রোঁ ভ্রোঁ ক্রৌঁ ঝ্মৌঁ ছ্রৌঁ জ্রৌঁ স্বাহা ঈং ভেরুণ্ডানিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও উং ওঁ হ্রীঁ বহ্নিবাসিন্যৈ নমঃ উং বহ্নিবাসিনীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও ঊং হ্রীঁ ক্লিন্নে ঐঁ ক্রোঁ নিত্যমদদ্রবে হ্রীঁ ঊং মহাবজ্রেশ্বরীনিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও ঋং হ্রীঁ শিবদূত্যৈ নমঃ ঋং শিবদূতীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও ৠং ওঁ হ্রীঁ হুঁ খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রীঁ হুঁ ক্ষেঁ হ্রীঁ ফট্ ৠং ত্বরিতানিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও ঌং ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঌং কুলসুন্দরীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও ৡং হ স ক ল র ডৈঁ স ক ল র ডীঁ হ স ক ল র ডৌঃ ৡং নিত্যানিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও এং হ্রীঁ ক্রেঁ ঘ্রূঁ ক্রোঁ আং ক্লীঁ ঐঁ ব্লূঁ নিত্যমদদ্রবে হুঁ ফ্রেঁ হ্রীঁ এং নীলপতাকানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও ঐং ভ ম র য ঊঁ ঐং বিজয়ানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও ওং স্বৌঁ ওং সর্বমঙ্গলানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ও ঔঁ ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি দেবদেবি সর্বভূতসংহারকারিকে জাতবেদসি জ্বলন্তি জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হ্রীঁ হ্রূঁ র র র র র র র জ্বালা-

মালিনি হুঁ ফট্ স্বাহা ঔং জ্বালামালিনীনিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

৩ অং চেক্ৰৌঁ অং চিত্রানিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

৩ অঃ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ অঃ ললিতামহানিত্যা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

নিত্যাদেবীপূজা

অতঃপর মধ্যত্রিকোণের পশ্চিম থেকে আগ্নেয় পর্যন্ত দক্ষিণ রেখায় যথাক্রমে অং আং ইং ঈং উং, আগ্নেয় থেকে ঈশান পর্যন্ত পূর্বরেখায় ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং, ঈশান থেকে পশ্চিম পর্যন্ত উত্তর রেখায় এং ঐং ওং ঔং অং (অর্থাৎ অনুস্বার), এইভাবে পাঁচ পাঁচটি ক'রে স্বরবর্ণ ভাবনা ক'রে তার প্রত্যেক বর্ণে বামাবর্ত-ক্রমে পূর্বোক্ত কামেশ্বরী-আদি পঞ্চদশ নিত্যার পূজা করতে হবে। আর বিন্দুতে ষোড়শ স্বর অঃ (অর্থাৎ বিসর্গ) ভাবনা ক'রে তাতে মহানিত্যা ললিতার পূজা করতে হবে। তার মন্ত্র[1] :—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং ঐঁ স ক ল হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ অং কামেশ্বরী-নিত্যাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

গুরুমণ্ডলার্চনম্

১ কাদিবিদ্যোপাসকানাম্

ততো দেব্যাঃ পশ্চাৎ মূলত্রিকোণপূর্বরেখায়াঃ তদব্যবহিতপ্রাগগ্রত্রিকোণ-পশ্চিমরেখায়াশ্চান্তরে বিমলাজয়িন্যোর্মধ্যে অরুণাবাগ্‌দেবতাসন্নিধৌ দক্ষিণোত্ত-রায়তং রেখাত্রয়ং বিভাব্য দক্ষিণসংস্থাক্রমেণ দিব্যসিদ্ধমানবাখ্যমোঘত্রয়ং মুনিবেদবসুসখ্যং সমর্চয়েৎ। যথা—

দিব্যৌঘঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরপ্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ পরশিবানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ পরাশক্ত্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ কৌলেশ্বরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

১। নমুনা হিসাবে শুধু কামেশ্বরীনিত্যার মন্ত্রটি এখানে দেওয়া হল। বাকী মন্ত্রগুলিও মূলে যেমন আছে তাই থাকবে, শুধু মূলে মন্ত্রের আদিতে যে ৩ সংখ্যাটি আছে তার স্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যোগ করতে হবে।

ও গুরুদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও কুলেশ্বরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও কামেশ্বর্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

সিদ্ধৌঘঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভোগানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও ক্লিন্নানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও সময়ানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও সহজানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

মানবৌঘঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গগনানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও বিশ্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও বিমলানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও মদনানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও ভুবনানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও লীলানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও স্বাত্মানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও প্রিয়ানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

এতৎ কাদিবিদ্যোপাসকানাং দক্ষিণামূর্তিসম্প্রদায়ানুসারি গুরুপারম্পর্যম্। ইদমেব ষোড়শ্যামপীতি জ্ঞানার্ণবমতম্। অস্মাদেব জ্ঞাপকাৎ অয়মেব পূজন-ক্রমঃ তত্রাপ্যুপযুজ্যতে।

২ ষোড়শ্যুপাসকানাম্

বিদ্যার্ণবনিবন্ধে তু শ্রীষোড়শীগুরুপারম্পর্যে বিশেষঃ। যথা—

দিব্যৌঘঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্যোমাতীতাম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও ব্যোমেশ্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও ব্যোমগাম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও ব্যোমচারিণ্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও ব্যোমস্থাম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

সিদ্ধৌঘঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উন্মনাকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও সমনাকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও ব্যাপকাকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও শক্ত্যাকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও ধ্বন্যাকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও ধ্বনিমাত্রাকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও অনাহতাকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও বিন্দ্বাকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও ইন্দ্বাকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

মানবৌঘঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরমাত্মানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও শাম্ভবানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও চিন্মুদ্রানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও বাগ্‌ভবানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও লীলানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও সম্ভ্রমানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও চিদানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও প্রসন্নানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও বিশ্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

ও হাদিবিদ্যোপাসকানাম্

হাদিপঞ্চদশ্যুপাসকানাং গুরুক্রমো যথা—

দিব্যৌঘঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরমশিবানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও কামেশ্বর্যম্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও দিব্যৌঘানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও মহৌঘানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও সর্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও প্রজ্ঞাদেব্যম্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও প্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

সিদ্ধৌঘঃ

ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ দিব্যানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও চিদানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও কৈবল্যানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও অনুদেবাম্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও মহোদয়ানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও সিদ্ধানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

মানবৌঘঃ

ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ চিদানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও বিশ্বানন্দ[১]নাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও রামানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও কমলানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও পরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও মনোহরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও মায়ানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও প্রতিভানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

মন্ত্রাদিবিদ্যানাং গুরুপরম্পরা

অথ সূত্রকৃতানুক্তানামপি শ্রীবিদ্যামনোপলক্ষিতানাং মন্ত্রাদিবিদ্যানাং গুরু-পারম্পর্যং যথা—

দিব্যৌঘঃ

ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ পরপ্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ।
ও পরবিমর্শানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
ও কামেশ্বর্যম্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ।
ও মোক্ষানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ।
ও অমৃতানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ।
ও সিদ্ধানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ।
ও পুরুষানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ।
ও অঘোরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

১। বিশ্বকল্যানন্দ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

সিদ্ধৌঘঃ

ঐং হ্রীং শ্রীং প্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ সদানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ সিদ্ধৌঘানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ উত্তমানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

মানবৌঘঃ

ঐং হ্রীং শ্রীং উত্তরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ পরমানন্দ[1]নাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ সর্বজ্ঞানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ সর্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ সিদ্ধানন্দ[2]নাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ গোবিন্দানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ শঙ্করানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

কল্পসূত্রস্য কালীমতান্তর্গতত্বাৎ ইদং পারম্পর্যত্রয়ং তদনুগমেব। বিদ্যার্ণবোক্ত-শ্রীষোড়শাক্ষরীগুরুপাদুকাপারম্পর্যস্য কাদিকাল্যুভয়মতসম্মতত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥

অজ্ঞাতগুরুপারম্পর্যাণাং গুরুক্রমঃ

অথ প্রাসঙ্গিকঃ অজ্ঞাতগুরুপারম্পর্যাণাং গুরুক্রমো যথা—

দিব্যৌঘঃ

ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং গুরুভ্যো নমঃ ॥

৩ ঐং গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ ॥

সিদ্ধৌঘঃ

ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং পরমগুরুভ্যো নমঃ ॥

৩ ঐং পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ ॥

মানবৌঘঃ

ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং আচার্যেভ্যো নমঃ ॥

৩ ঐং আচার্য্যপাদুকাভ্যো নমঃ ॥

৩ ঐং পূর্বসিদ্ধেভ্যো নমঃ ॥

৩ ঐং পূর্বসিদ্ধপাদুকাভ্যো নমঃ ॥

১। উত্তমানন্দ ইতি পর্যায়ঃ অধিকঃ পুস্তকান্তরে (কোশে)।

২। যজ্ঞানন্দ ইতি পর্যায়ঃ অধিকঃ তত্রৈব।

এবং স্বস্যোপাস্যবিদ্যৌঘত্রয়সপর্যাং বিধায় স্বশিরসি পূর্বোক্তরূপং শ্রীগুরুং ধ্যাত্বা, পূর্বোক্তেন শ্রীগুরুপাদুকামন্ত্রেণ শ্রীগুরুং ত্রির্যজেৎ ॥

ইতি গুরুমণ্ডলার্চনম্ ॥ এতাবল্লয়াঙ্গপূজনমিত্যুচ্যতে ॥

গুরুমণ্ডলপূজা

১ কাদিবিদ্যার উপাসকদের

তার পর দেবীর পশ্চাদ্‌ভাগে মূলত্রিকোণের পূর্বরেখা এবং তার অব্যবহিত-পূর্ববর্তী অগ্রত্রিকোণের পশ্চিমরেখার মাঝখানে বিমলা ও জয়িনীর মধ্যে অরুণা বাগ্‌দেবতার সন্নিধিতে দক্ষিণ-উত্তর-আয়ত রেখাত্রয় ভাবনা ক'রে তাতে দক্ষিণস্থিতিক্রমে ৭ দিব্যৌঘ ৪ সিদ্ধৌঘ ও ৮ মানবৌঘ এই সংখ্যক ওঘত্রয়ের পূজা করতে হবে। যথা—

দিব্যৌঘঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরপ্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ[১] ॥

এই হল কাদিবিদ্যার উপাসকদের দক্ষিণামূর্তিসম্প্রদায়ানুসারী গুরু-পরম্পরা। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের মতে এইটিই ষোড়শীবিষয়েও বিহিত। এই নির্দেশ-হেতু এই পূজনক্রম সেক্ষেত্রেও উপযোগী।

২ ষোড়শীর উপাসকদের

বিদ্যার্ণবনিবন্ধে কিন্তু ষোড়শীর উপাসকদের গুরুপরম্পরায় প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। যথা—

দিব্যৌঘ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্যোমাতীতাম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ[২] ॥

৩ হাদিবিদ্যার উপাসকদের

হাদিপঞ্চদশীবিদ্যার উপাসকদের গুরুক্রম—

দিব্যৌঘ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরমশিবানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ[৩] ॥

১। অন্যান্য মন্ত্র এবং সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘের মন্ত্র মূলে যেমন আছে, শুধু মন্ত্রের প্রথমের ৩ সংখ্যাস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যোগ হবে।

২। অন্যান্য মন্ত্র এবং সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘের মন্ত্র মূলে যেমন আছে, শুধু মন্ত্রের প্রথমের ৩ সংখ্যাস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যোগ করতে হবে। ৩। যথা ১নং পাদটীকা।

মন্ত্রাদিবিদ্যার গুরুপরম্পরা

সূত্রকার উল্লেখ না করলেও শ্রীবিদ্যাত্মকরূপে পরিজ্ঞাত মন্ত্রাদিবিদ্যার গুরু-পরম্পরা বলা হল। যথা—

দিব্যৌঘ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরপ্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ[১] ॥

কল্পসূত্র কালীমতের অন্তর্গত বলে এই পারম্পর্যত্রয় তার অনুগত। বিদ্যার্ণবোক্ত ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার গুরুপরম্পরা কাদি ও কালী উভয়মতসম্মত এটি জ্ঞাতব্য।

অজ্ঞাতগুরুপারম্পর্যের গুরুক্রম

এবার প্রসঙ্গক্রমে অজ্ঞাতগুরুপারম্পর্যের গুরুক্রম বলা হচ্ছে। যথা—

দিব্যৌঘ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ গুরুভ্যো নমঃ[২] ॥

এইপ্রকারে নিজের উপাস্যবিদ্যার ওঘত্রয়ের পূজা ক'রে স্বমস্তকে পূর্বোক্তরূপ গুরুর ধ্যান করতঃ পূর্বোক্ত গুরুপাদুকামন্ত্রে তিনবার গুরুপূজা করতে হবে।

এই হল গুরুমণ্ডলপূজা। এ সমস্তকে লয়াঙ্গপূজা বলা হয়।

আবরণপূজা—প্রথমাবরণম্

এতদ্দেবতাস্বরূপং তু প্রাগুক্তমেব। ক্রমেণ শুক্লারুণপীতবর্ণরেখাত্রয়স্য লকারপ্রকৃতিকপৃথিব্যাত্মকস্য চতুরশ্রস্য প্রবেশরীত্যা প্রথমরেখায়াং পশ্চিমাদি-দ্বারচতুষ্টয়দক্ষিণভাগেষু বায়ব্যাদিকোণেষু চ পশ্চিমনৈর্ঋতয়োঃ পূর্বেশানয়োশ্চ মধ্যে ক্রমেণ—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অণিমাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, লঘিমা, মহিমা, ঈশিত্ব, প্রাকাম্য, ভুক্তি, ইচ্ছা, প্রাপ্তি, সর্বকামসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

ইতি স্বস্য তত্তদাভিমুখ্যং ভাবয়ন্ পূজয়েৎ। এবং উত্তরত্রাপি। অত্র দেব্যাঃ পুরতঃ পশ্চিমাদিদিক্। পশ্চিমনৈর্ঋতয়োর্মধ্যে অধোদিক্। পূর্বে-শানয়োর্মধ্যে চোর্ধ্বদিক্ ইতি বিবেকঃ ॥

১। যথা ১০১ পৃষ্ঠার ১নং পাদটীকা।

২। অন্য মন্ত্র এবং সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘের মন্ত্র মূলে যেমন আছে, শুধু মন্ত্রের প্রথমের ৩ সংখ্যাস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যোগ হবে

অথ চতুরস্রমধ্যরেখায়াং প্রাগুক্তদ্বারবামভাগেষু কোণেষু চ ক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্রাহ্মীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, মহালক্ষ্মীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

ততঃ চতুরস্রান্ত্যরেখায়াং প্রথমরেখোক্তক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসঙ্ক্ষোভিণীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সর্ববিদ্রাবিণী, সর্বাকর্ষিণী, সর্ববশঙ্করী, সর্বোন্মাদিনী, সর্বমহাঙ্কুশা, সর্বখেচরী, সর্ববীজ, সর্বযোনি, সর্বত্রিখণ্ডমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

ইতি পূজয়িত্বা,

এতাঃ প্রকটযোগিন্যঃ ত্রৈলোক্যমোহনে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্ত্বিতি তাসামেব সমষ্ট্যর্চনং পুষ্পাঞ্জলিনা কৃত্বা অণিমাসিদ্ধেঃ পুরতো ও অং আং সৌঃ ত্রিপুরাচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইতি সম্পূজ্য, দ্রাং ইতি সর্বসঙ্ক্ষোভিণীমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ॥

অভীষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগতবৎসলে।
ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং প্রথমাবরণার্চনম্ ॥

ইতি প্রথমাবরণম্

আবরণপূজা—প্রথমাবরণ

এর দেবতাবরণ পূর্বেই বলা হয়েছে। যথাক্রমে শুক্ল অরুণ ও পীত বর্ণের রেখাত্রয়বিশিষ্ট ল-কারপ্রকৃতিক-পৃথিবী-আত্মক চতুরস্রের প্রবেশরীতি-অনুসারে প্রথমরেখায় পশ্চিমাদিদ্বারচতুষ্টয়ের দক্ষিণভাগে এবং বায়ু আদি কোণে, পশ্চিম ও নৈর্ঋতের মধ্যে অর্থাৎ অধোদিকে আর পূর্ব ও ঈশানের মধ্যে অর্থাৎ উর্ধ্বদিকে যথাক্রমে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অণিমাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লঘিমাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহিমাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঈশিত্বসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বশিত্বসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রাকাম্যসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভুক্তিসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইচ্ছাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রাপ্তিসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বকামসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

এমনি মন্ত্রে নিজের দিকে প্রত্যেকের আভিমুখ্য ভাবনা ক'রে পূজা করতে হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রেও এইরূপ হবে। এখানে দেবীর সম্মুখে পশ্চিমাদি দিক্। পশ্চিম ও নৈর্ঋতের মধ্যে অধোদিক্। পূর্ব ও ঈশানের মধ্যে ঊর্ধ্বদিক্ এই হল সমাধান।

এবার চতুরস্রের মধ্যরেখায় পূর্বোক্তদ্বারের বামভাগে এবং কোণগুলিতে যথাক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্রাহ্মীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মাহেশ্বরীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌমারীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বৈষ্ণবীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বারাহীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মাহেন্দ্রীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চামুণ্ডামাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহালক্ষ্মীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মী-আদি মাতৃকার পূর্বোক্তপ্রকারে পূজা করতে হবে। তারপর চতুরস্রের অন্ত্যরেখায় প্রথমরেখায় কথিত ক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসংক্ষোভিণীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববিদ্রাবিণীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বাকর্ষিণীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববশঙ্করীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বোন্মাদিনীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বমহাঙ্কুশামুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বখেচরীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববীজমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বযোনিমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বত্রিখণ্ডমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট মুদ্রাশক্তির পূজা করতে হবে।

এবার 'এতাঃ প্রকটযোগিন্যঃ ত্রৈলোক্যমোহনে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্তু' এই বলে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা তাঁদের সমষ্টিপূজা ক'রে অণিমাসিদ্ধির সামনে

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং সৌঃ ত্রিপুরাচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে চক্রেশ্বরী দেবীর পূজা করতে হবে এবং দ্রাং এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্বসংক্ষোভিণীমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

তারপর

ওগো শরণাগতবৎসলা, আমাকে অভীষ্টসিদ্ধি প্রদান কর। আমি ভক্তি-সহকারে তোমাকে প্রথমাবরণার্চনা সমর্পণ করলাম। এই বলে পূজা সমর্পণ করতে হবে।

এই প্রথমাবরণ

দ্বিতীয়াবরণম্

শ্বেতবর্ণে সকারপ্রকৃতিকষোড়শকলাত্মকে চন্দ্রস্বরূপে স্রবদমৃতরসে ষোড়শদলকমলে দেব্যগ্রদলমারভ্য বামাবর্তেন (অপ্রাদক্ষিণ্যেন)।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কামাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, বুদ্ধ্যাকর্ষিণী, অহঙ্কারাকর্ষিণী, শব্দাকর্ষিণী, স্পর্শাকর্ষিণী, রূপাকর্ষিণী, রসাকর্ষিণী, গন্ধাকর্ষিণী, চিত্তাকর্ষিণী, ধৈর্যাকর্ষিণী, স্মৃত্যাকর্ষিণী, নামাকর্ষিণী, বীজাকর্ষিণী, আত্মাকর্ষিণী, অমৃতাকর্ষিণী, শরীরাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥

ইত্যভ্যর্চ্য, এতাঃ গুপ্তযোগিন্যঃ সর্বাশাপরিপূরকে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্ত্বিতি তাসামেব সমষ্ট্যর্চনং বিধায় কামাকর্ষিণ্যাঃ পুরতো ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরেশী-চক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইত্যভ্যর্চ্য, দ্রীং ইতি সর্ববিদ্রাবিণী-মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ॥

অভীষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগতবৎসলে।
ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং দ্বিতীয়াবরণার্চনম্॥
ইতি দ্বিতীয়াবরণম্।

দ্বিতীয়াবরণ

শ্বেতবর্ণ স-কারপ্রকৃতিক ষোড়শকলাত্মক চন্দ্রস্বরূপ অমৃতস্রাবী ষোড়শদল-পদ্মে বামাবর্তে (অপ্রাদক্ষিণ্যক্রমে)।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কামাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বুদ্ধ্যাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অহঙ্কারাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ প্রাপ্তিসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বকামসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

এমনি মন্ত্রে নিজের দিকে প্রত্যেকের আভিমুখ্য ভাবনা ক'রে পূজা করতে হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রেও এইরূপ হবে। এখানে দেবীর সম্মুখে পশ্চিমাদি দিক্‌। পশ্চিম ও নৈর্ঋতের মধ্যে অধোদিক্‌। পূর্ব ও ঈশানের মধ্যে উর্ধ্বদিক্‌ এই হল সমাধান।

এবার চতুরস্রের মধ্যরেখায় পূর্বোক্তদ্বারের বামভাগে এবং কোণগুলিতে যথাক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্রাহ্মীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মাহেশ্বরীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌমারীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বৈষ্ণবীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বারাহীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মাহেন্দ্রীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চামুণ্ডামাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহালক্ষ্মীমাতৃদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মী-আদি মাতৃকার পূর্বোক্তপ্রকারে পূজা করতে হবে। তারপর চতুরস্রের অন্ত্যরেখায় প্রথমরেখায় কথিত ক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসংক্ষোভিণীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববিদ্রাবিণীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বাকর্ষিণীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববশঙ্করীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বোন্মাদিনীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বমহাঙ্কুশামুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বখেচরীমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববীজমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বযোনিমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বত্রিখণ্ডমুদ্রাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট মুদ্রাশক্তির পূজা করতে হবে।

এবার 'এতাঃ প্রকটযোগিন্যঃ ত্রৈলোক্যমোহনে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্তু' এই বলে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা তাঁদের সমষ্টিপূজা ক'রে অণিমাসিদ্ধির সামনে

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং সৌঃ ত্রিপুরাচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে চক্রেশ্বরী দেবীর পূজা করতে হবে এবং দ্রাং এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্বসংক্ষোভিণীমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

তারপর

ওগো শরণাগতবৎসলা, আমাকে অভীষ্টসিদ্ধি প্রদান কর। আমি ভক্তি-সহকারে তোমাকে প্রথমাবরণার্চনা সমর্পণ করলাম। এই বলে পূজা সমর্পণ করতে হবে।

এই প্রথমাবরণ

দ্বিতীয়াবরণম্

শ্বেতবর্ণে সকারপ্রকৃতিকষোড়শকলাত্মকে চন্দ্রস্বরূপে স্রবদমৃতরসে ষোড়শদলকমলে দেব্যগ্রদলমারভ্য বামাবর্তেন (অপ্রাদক্ষিণ্যেন)।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কামাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, বুদ্ধ্যাকর্ষিণী, অহঙ্কারাকর্ষিণী, শব্দাকর্ষিণী, স্পর্শাকর্ষিণী, রূপাকর্ষিণী, রসাকর্ষিণী, গন্ধাকর্ষিণী, চিত্তাকর্ষিণী, ধৈর্যাকর্ষিণী, স্মৃত্যাকর্ষিণী, নামাকর্ষিণী, বীজাকর্ষিণী, আত্মাকর্ষিণী, অমৃতাকর্ষিণী, শরীরাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥

ইত্যভ্যর্চ্য, এতাঃ গুপ্তযোগিন্যঃ সর্বাশাপরিপূরকে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্ত্বিতি তাসামেব সমষ্ট্যর্চনং বিধায় কামাকর্ষিণ্যাঃ পুরতো ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরেশী-চক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইত্যভ্যর্চ্য, দ্রীং ইতি সর্ববিদ্রাবিণী-মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ॥

অভীষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগতবৎসলে।
ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং দ্বিতীয়াবরণার্চনম্॥
ইতি দ্বিতীয়াবরণম্।

দ্বিতীয়াবরণ

শ্বেতবর্ণ স-কারপ্রকৃতিক ষোড়শকলাত্মক চন্দ্রস্বরূপ অমৃতস্রাবী ষোড়শদল-পদ্মে বামাবর্তে (অপ্রাদক্ষিণ্যক্রমে)।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কামাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বুদ্ধ্যাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অহঙ্কারাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ শব্দাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ স্পর্শাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ রূপাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ রসাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ গন্ধাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ চিত্তাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ ধৈর্যাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ স্মৃত্যাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ নামাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ বীজাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ আত্মাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ অমৃতাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ শরীরাকর্ষিণীনিত্যাকলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট দেবীদের পূজা করতে হবে। তারপর 'এতাঃ গুপ্তযোগিন্যঃ সর্বাশাপরিপূরকে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তু' এই বলে তাঁদের সমষ্টিপূজা ক'রে কামাকর্ষিণীর সামনে ঐ̐ ক্লী̐ সৌঃ ত্রিপুরেশীচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে চক্রেশ্বরীদেবীর পূজা করতে হবে এবং দ্রীং এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্ববিদ্রাবিণীমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

তারপর, ওগো শরণাগতবৎসলা আমাকে অভীষ্টসিদ্ধি প্রদান কর। ভক্তিসহকারে দ্বিতীয়াবরণপূজা তোমাকে সমর্পণ করলাম। এই বলে পূজা সমর্পণ করতে হবে।

এই দ্বিতীয়াবরণ।

তৃতীয়াবরণম্

হকারপ্রকৃতিকাষ্টমূর্ত্যাত্মকশিবাভিন্নে জপাকুসুমনিভে[১] অষ্টপত্রে[২] শ্রীদেব্যাঃ পৃষ্ঠদলমারভ্য পূর্বাদিদিক্ষু আগ্নেয়াদিবিদিক্ষু চ ক্রমাৎ।

ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ অনঙ্গকুসুমাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, অনঙ্গমেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, অনঙ্গরেখাদেবী, অনঙ্গবেগিনী, অনঙ্গাঙ্কুশা, অনঙ্গমালিনীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥

১। মণিভে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ; মাতে ইতি পাঠান্তরং ভিন্নপুস্তকে।
২। অষ্টদলে পত্রে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

এতাঃ গুপ্ততরযোগিন্যঃ সর্বসংক্ষোভিণী[1]চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্ত্বিতি তাসামেব সমষ্ট্যর্চনং বিধায় অনঙ্গকুসুমায়া অগ্রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরসুন্দরীচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইতি সংবিভাব্য, ক্লীঁ ইতি সর্বাকর্ষিণীমুদ্রাং উত্থাপয়েৎ।

অভীষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগতবৎসলে।
ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং তৃতীয়াবরণার্চনম্॥

ইতি তৃতীয়াবরণম্॥

তৃতীয়াবরণ

হ-কারপ্রকৃতিক অষ্টমূর্ত্ত্যাত্মক শিবাভিন্ন জবাকুসুমনিভ অষ্টপত্রে দেবীর পৃষ্ঠদেশস্থ পত্র থেকে আরম্ভ ক'রে পূর্বাদি দিকে ও আগ্নেয়াদি কোণে যথাক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গকুসুমাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গমেখলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গমদনাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গমদনাতুরাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গরেখাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গবেগিনীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গাঙ্কুশাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গমালিনীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে অনঙ্গকুসুমাদির পূজা করতে হবে।

এরপর 'এতাঃ গুপ্ততরযোগিন্যঃ সর্বসংক্ষোভিণীচক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্তু' এই বলে তাঁদের সমষ্টিপূজা ক'রে অনঙ্গকুসুমার সামনে 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরসুন্দরীচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে চক্রেশ্বরীদেবীর পূজা ভাবনা করতঃ ক্লীঁ এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্বাকর্ষিণী মুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

তারপর, ওগো শরণাগতবৎসলা, আমাকে অভীষ্টসিদ্ধি প্রদান কর। ভক্তিসহকারে তোমাকে তৃতীয়াবরণপূজা সমর্পণ করলাম। এই বলে পূজা সমর্পণ করতে হবে।

এই হল তৃতীয়াবরণ।

১। তন্ত্রে ইতি সর্বসংক্ষোভণচক্রে ইতি চ পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

চতুর্থাবরণম্

ঈকারপ্রকৃতিকচতুর্দশভুবনাত্মকমহামায়ারূপে দাড়িমীপ্রসূনসহোদরে চতুর্দশারে দেব্যগ্রকোণমারভ্য বামাবর্তেন—

ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসঙ্ক্ষোভিণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সর্ববিদ্রাবিণী, সর্বাকর্ষিণী, সর্বাহ্লাদিনী, সর্বসম্মোহিনী, সর্বস্তম্ভিনী, সর্বজৃম্ভিনী, সর্ববশঙ্করী, সর্বরঞ্জিনী, সর্বোন্মাদিনী, সর্বার্থসাধিনী, সর্বসম্পত্তিপূরণী, সর্বমন্ত্রময়ী, সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

এতাঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ সর্বসৌভাগ্যদায়কে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্তিতি তাসামেব সমষ্ট্যর্চনং বিধায়, সর্বসংক্ষোভিণ্যাঃ পুরতঃ ঐং হ্রীং শ্রীং হৈং হক্লীং হসৌঃ ত্রিপুরবাসিনীচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ব্লূং ইতি সর্ববশঙ্করীমুদ্রাং সমুন্মীলয়েৎ ॥

অভীষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগতবৎসলে।
ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং চতুর্থাবরণার্চনম্ ॥

ইতি চতুর্থাবরণম্ ॥

চতুর্থাবরণ

ঈ-কারপ্রকৃতিক চতুর্দশভুবনাত্মক মহামায়ারূপী দাড়িমকুসুমসহোদর চতুর্দশারে দেবীর অগ্রকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে বামাবর্তে—

ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসঙ্ক্ষোভিণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্ববিদ্রাবিণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বাকর্ষিণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বাহ্লাদিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসম্মোহিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বস্তম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বজৃম্ভিণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্ববশঙ্করীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বরঞ্জিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বোন্মাদিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বার্থসাধিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসম্পত্তিপূরণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বমন্ত্রময়ীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে সর্বসংক্ষোভিণী-আদির পূজা করতে হবে।

তারপর 'এতাঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ সর্বসৌভাগ্যদায়কে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্তু' এই বলে তাঁদের সমষ্টিপূজা ক'রে সর্বসংক্ষোভিণীর সামনে 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হৈঁ হ্‌ক্লীঁ হ্‌সৌঃ ত্রিপুরবাসিনীচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে চক্রেশ্বরীদেবীর পূজা করতঃ হ্‌ব্লূং এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্ব-বশঙ্করীমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

এবার, ওগো শরণাগতবৎসলা, আমাকে অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদান কর। ভক্তি-সহকারে তোমাকে চতুর্থাবরণপূজা সমর্পণ করলাম। এই বলে পূজা সমর্পণ করতে হবে।

এই চতুর্থাবরণ।

পঞ্চমাবরণম্

একারপ্রকৃতিকদশাবতারাত্মকবিষ্ণুস্বরূপে প্রভাপরাভূতসিন্দূরে বহির্দশারে দেব্যগ্রকোণাদ্প্রাদক্ষিণ্যেন—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদা[1]শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সর্বসম্পৎ-প্রদা, সর্বপ্রিয়ঙ্করী, সর্বমঙ্গলকারিণী, সর্বকামপ্রদা, সর্বদুঃখবিমোচিনী, সর্বমৃত্যু-প্রশমনী, সর্ববিঘ্ননিবারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী, সর্বসৌভাগ্যদায়িনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

এতাঃ কুলোত্তীর্ণযোগিন্যঃ সর্বার্থসাধকে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্ত্বিতি তাসামেব সমষ্ট্যর্চনং বিধায় সর্বসিদ্ধিপ্রদায়া পুরি[2] ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্‌সৈঁ হ্‌স্ক্লীঁ হ্‌স্‌সৌঃ ত্রিপুরাশ্রীচক্রেশ্বরীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইতি সমভ্যর্চ্য, সঃ ইতি উন্মাদিনীমুদ্রাং উদ্‌ঘাটয়েৎ ॥

অভীষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগতবৎসলে।
ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং পঞ্চমাবরণার্চনম্ ॥

ইতি পঞ্চমাবরণম্

১। সর্বপর্যায়েষু অত্র 'দেবী' ইত্যাধিকঃ পুস্তকান্তরে।
২। প্রদায়িন্যাঃ পুরতঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

পঞ্চমাবরণ

এ-কারপ্রকৃতিক দশাবতারাত্মকবিষ্ণুরূপ প্রভাপরাভূতসিন্দুর বহির্দশারে দেবীর অগ্রকোণ থেকে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসম্পৎপ্রদাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বপ্রিয়ঙ্করীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বমঙ্গলকারিণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বকামপ্রদাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বদুঃখবিমোচিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বমৃত্যুপ্রশমনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববিঘ্ননিবারিণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বাঙ্গসুন্দরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসৌভাগ্যদায়িনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে সর্বসিদ্ধিপ্রদাদির পূজা করতে হবে।

তারপর 'এতাঃ কুলোত্তীর্ণযোগিন্যঃ সর্বার্থসাধকে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্তু' এই বলে তাঁদের সমষ্টিপূজা ক'রে সর্বসিদ্ধিপ্রদার সামনে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্‌সৈঁ হ্‌স্ক্লীঁ হ্‌স্‌সৌঃ ত্রিপুরাশ্রীচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে চক্রেশ্বরী দেবীর পূজা করতে হবে এবং সঃ এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে উন্মাদিনীমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

এর পর, ওগো শরণাগতবৎসলা দেবী, আমাকে অভীষ্টসিদ্ধি প্রদান কর ; ভক্তিসহকারে পঞ্চমাবরণপূজা তোমাকে সমর্পণ করলাম। এই বলে পূজা সমর্পণ করতে হবে।

এই পঞ্চমাবরণ

ষষ্ঠাবরণম্

রেফপ্রকৃতিকদশকলাত্মকবৈশ্বানরাভিরে জপাসুমনস্‌সহচরে অন্তর্দশারে দেব্যগ্রকোণমারভ্য বামাবর্তেন—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বজ্ঞা[১]শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সর্বশক্তি, সর্বৈশ্বর্যপ্রদা, সর্বজ্ঞানময়ী, সর্বব্যাধিবিনাশিনী, সর্বাধারস্বরূপা, সর্বপাপহরা, সর্বানন্দময়ী, সর্বরক্ষাস্বরূপিণী, সর্বেপ্সিতফলপ্রদাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

১। দেবী ইত্যধিকঃ পাঠঃ পুস্তকান্তরে।

এতাঃ নিগর্ভযোগিন্যঃ সর্বরক্ষাকরে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্ত্বিতি তাসামেব সমষ্ট্যর্চনং বিধায়, সর্বজ্ঞায়াঃ পুরতঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ ত্রিপুরমালিনী-চক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইত্যর্চয়িত্বা, ক্রোং ইতি সর্ব-মহাঙ্কুশমুদ্রাং অঙ্কুরয়েৎ[1] ॥

অভীষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগতবৎসলে।
ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং ষষ্ঠমাবরণার্চনম্ ॥

ইতি ষষ্ঠাবরণম্ ॥

ষষ্ঠাবরণ

রেফপ্রকৃতিক, দশকলাত্মক অগ্নি থেকে অভিন্ন, জবাকুসুমসহচর অন্তর্দশারে দেবীর অগ্রকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে বামাবর্তে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বজ্ঞাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বৈশ্বর্যপ্রদাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বজ্ঞানময়ীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বব্যাধিবিনাশিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বাধারস্বরূপাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বপাপহরাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বানন্দময়ীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বরক্ষাস্বরূপিণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বেপ্সিতফলপ্রদাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে সর্বজ্ঞাদির পূজা করতে হবে।

তারপর 'এতাঃ নিগর্ভযোগিন্যঃ সর্বরক্ষাকরে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্তু' এই বলে তাঁদের সমষ্টিপূজা ক'রে সর্বজ্ঞার সম্মুখে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ ত্রিপুরমালিনীচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে ত্রিপুর-মালিনীচক্রেশ্বরীর পূজা করতে হবে। ক্রোঁ এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্ব-মহাঙ্কুশমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

---

১ অঙ্কুরয়েৎ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

এবার, ওগো শরণাগতবৎসলা, আমাকে অভীষ্টসিদ্ধি প্রদান কর ; আমি তোমাকে ষষ্ঠ আবরণপূজা সমর্পণ করলাম। এই বলে পূজা সমর্পণ করতে হবে।

এই ষষ্ঠাবরণ।

সপ্তমাবরণম্

ককারপ্রকৃতিকাষ্টমূর্ত্ত্যাত্মককামেশ্বরস্বরূপে পদ্মরাগরুচিরে অষ্টারে দেব্যগ্রকোণাদ্যপ্রাদক্ষিণ্যেন—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ র্ব্লূঁ বশিনীবাগদেবতা[1]শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, কং খং গং ঘং ঙং ক্ল্ হ্রীঁ কামেশ্বরী, চং ছং জং ঝং ঞং ন্ব্লীঁ মোদিনী, টং ঠং ডং ঢং ণং য্ল্বূঁ বিমলা, তং থং দং ধং নং জ্ম্রীঁ অরুণা, পং ফং বং ভং মং হ্স্ ল্ ব্যূঁ জয়িনী, যং রং লং বং ঝ্ম্র্যূঁ সর্বেশ্বরী, শং ষং সং হং ল্বং ক্ষং ক্ষ্ম্রীঁ কৌলিনীবাগদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এতাঃ রহস্যযোগিন্যঃ সর্বরোগহরে চক্রে সমুদ্রা ইত্যাদি কথিতচরম্। বশিন্যাঃ পুরতঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ ত্রিপুরাসিদ্ধাচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইতি সম্পূজ্য হ্স্ খ্ ফ্রেঁ ইতি খেচরীমুদ্রাং উররীকুর্যাৎ ॥

অভীষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগতবৎসলে।
ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং সপ্তমাবরণার্চনম্ ॥

ইতি সপ্তমাবরণম্।

সপ্তমাবরণ

ক-কারপ্রকৃতিক অষ্টমূর্ত্ত্যাত্মক কামেশ্বরস্বরূপ পদ্মরাগরুচির অষ্টারে দেবীর অগ্রকোণ থেকে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ র্ব্লূঁ বশিনীবাগদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং ক্ল্হ্রীঁ কামেশ্বরীবাগদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চং ছং জং ঝং ঞং ন্ব্লীঁ মোদিনীবাগদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

১। 'দেবী' ইতি পূর্ববৎ অধিকঃ পুস্তকান্তরে।

ঐং হ্রীং শ্রীং টং ঠং ডং ঢং ণং য্লূং বিমলাবাগ্‌দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐং হ্রীং শ্রীং তং থং দং ধং নং জ্‌ম্রীং অরুণাবাগ্‌দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐং হ্রীং শ্রীং পং ফং বং ভং মং হ্‌ স্‌ ল্‌ ব্র্যূং জয়িনীবাগ্‌দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐং হ্রীং শ্রীং যং রং লং বং ঝ্‌ম্র্যূং সর্বেশ্বরীবাগ্‌দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐং হ্রীং শ্রীং শং ষং সং হং লং ক্ষং ক্ষ্ম্রীং কৌলিনীবাগ্‌দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে বশিনী-আদি দেবতার পূজা করতে হবে। তারপর 'এতা রহস্য-যোগিন্যঃ সর্বরোগহরে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতাঃ সন্তু' এই ব'লে তাঁদের সমষ্টি-পূজা ক'রে বশিনীর সম্মুখে ঐং হ্রীং শ্রীং হ্রীং শ্রীং সৌঃ ত্রিপুরাসিদ্ধাচক্রেশ্বরী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে ত্রিপুরাসিদ্ধাচক্রেশ্বরীর পূজা করতে হবে এবং হ্‌ স্‌ খ্‌ ফ্রেং এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে খেচরীমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

এবার, ওগো শরণাগতবৎসলা, আমাকে অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদান কর, ভক্তি-সহকারে সপ্তম-আবরণপূজা তোমাকে সমর্পণ করলাম। এই বলে পূজা সমর্পণ করতে হবে।

এই সপ্তমাবরণ।

অষ্টমাবরণম্

মহাত্র্যস্রবাহ্যতঃ পশ্চিমাদিদিক্ষু প্রাদক্ষিণ্যেন—

ঐং হ্রীং শ্রীং দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লূং সঃ সর্বজৃম্ভনেভ্যো বাণেভ্যো নমঃ বাণ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥

ও ধং সর্বসম্মোহনায় ধনুষে নমঃ ধনুঃশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥

ও হ্রীং সর্ববশীকরণায় পাশায় নমঃ পাশশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥

ও ক্রোং সর্বস্তম্ভনায় অঙ্কুশায় নমঃ অঙ্কুশশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥

ইত্যায়ুধার্চনং বিধায় নাদপ্রকৃতিকগুণত্রয়প্রধানত্রিশক্তিরূপরেখাত্র্যাত্মকে বন্ধূকপুষ্পবন্ধুকিরণে ত্রিকোণে অগ্রদক্ষবামকোণেষু বিন্দৌ চ ক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মূলপ্রথমখণ্ডং কামেশ্বর্যাম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ মূলদ্বিতীয়খণ্ডং বজ্রেশ্বর্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ মূলতৃতীয়খণ্ডং ভগমালিন্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

৩ মূলং ললিতাম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

এতাঃ অতিরহস্যযোগিন্যঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদে চক্রে সমুদ্রা ইত্যাদি স্পষ্টম্। কামেশ্বর্যা অগ্রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্স্ত্রৈঁ হ্স্ক্ষ্ম্লীঁ হ্স্ক্ষ্ম্ সৌঃ[1] ত্রিপুরাম্বা-চক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইত্যবমৃশ্য ৩ হ্সৌঃ ইতি সর্ববীজ-মুদ্রাং বিনির্দিশেৎ ॥

অভীষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগতবৎসলে।
ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং অষ্টমাবরণার্চনম্ ॥

ইতি অষ্টমাবরণম্।

অষ্টমাবরণ

আদ্যত্রিকোণের বহির্ভাগে পশ্চিম দিক্ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ সর্বজৃম্ভনেভ্যো বাণেভ্যো নমঃ
বাণশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ধং সর্বসম্মোহনায় ধনুষে নমঃ ধনুঃশক্তিশ্রীপাদুকাং
পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ সর্ববশীকরণায় পাশায় নমঃ পাশশক্তিশ্রীপাদুকাং
পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রোঁ সর্বস্তম্ভনায় অঙ্কুশায় নমঃ অঙ্কুশশক্তিশ্রীপাদুকাং
পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে আয়ুধপূজা করতে হবে। তারপর নাদপ্রকৃতিক গুণত্রয়প্রধান ত্রিশক্তিরূপরেখাত্রয়াত্মক বন্ধূকপুষ্পের সগোত্রকিরণযুক্ত ত্রিকোণের সম্মুখ, দক্ষিণ ও বাম কোণে এবং বিন্দুতে যথাক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ কামেশ্বর্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ বজ্রেশ্বর্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

১। হ্স্ত্রৈঁ হ্স্ক্ল্রীঁ হ্স্ত্রৌঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ঐং হ্রীং শ্রীং স ক ল হ্রীং ভগমালিন্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐং হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং ললিতাম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই মন্ত্রে কামেশ্বরী-আদির পূজা করতে হবে।

তারপর 'এতাঃ রহস্যযোগিন্যঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতাঃ সন্তর্পিতা সন্তু' এই বলে তাঁদের সমষ্টিপূজা ক'রে কামেশ্বরীর সম্মুখে ঐং হ্রীং শ্রীং হ্স্‌ক্লৈং হ্‌স্‌খ্‌ ফ্রীং হ্‌স্‌খ্‌ সৌঃ ত্রিপুরাম্বাচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে ত্রিপুরাম্বাচক্রেশ্বরীর পূজা করতঃ হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেং এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্ববীজমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে।

এবার, ওগো শরণাগতবৎসলা, আমাকে অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদান কর; ভক্তি-সহকারে তোমাকে অষ্টমাবরণপূজা সমর্পণ করলাম। এই বলে পূজা সমর্পণ করতে হবে।

এই অষ্টমাবরণ।

নবমাবরণম্

বিন্দুভিন্নপরব্রহ্মাত্মকে বিন্দুচক্রে ঐং হ্রীং শ্রীং মূলং ললিতাহম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইতি শ্রীদেবীং পূজয়েৎ। ততঃ এষা পরাপররহস্য-যোগিনী সর্বানন্দময়ে চক্রে সমুদ্রা সসিদ্ধিঃ সায়ুধা সশক্তিঃ সবাহনা সপরিবারা সর্বোপচারৈঃ সম্পূজিতা সন্তর্পিতাহস্তু ইত্যভ্যর্চ্য, পুনঃ—ঐং হ্রীং শ্রীং মূলং শ্রীললিতামহাচক্রেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইত্যভিপূজ্য ও ঐং ইতি যোনিমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। ষোডশ্যুপাসনায়াং তু ঐং ইতি ত্রিখণ্ডামপি ॥

অভীষ্টসিদ্ধিং মে দেহি শরণাগতবৎসলে।

ভক্ত্যা সমর্পয়ে তুভ্যং নবমাবরণার্চনম্ ॥

ইতি নবমাবরণম্ ॥

নবমাবরণ

বিন্দু থেকে অভিন্ন পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মাত্মক বিন্দুচক্রে ঐং হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং ললিতাম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে দেবীর পূজা করতে হবে। তার পর 'এষা পরাপররহস্যযোগিনী সর্বানন্দময়ে চক্রে সমুদ্রা সসিদ্ধিঃ সায়ুধা সশক্তিঃ সবাহনা সপরিবারা সর্বো-পচারৈঃ সম্পূজিতা সন্তর্পিতা অস্তু' এই বলে পূজা করতে হবে। আবার ঐং

হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ শ্রীললিতামহাচক্রেশ্বরী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে ললিতামহাচক্রেশ্বরীর পূজা ক'রে ঐঁ এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে। তবে ষোড়শীর উপাসনায় ঐঁ উচ্চারণ ক'রে ত্রিখণ্ডমুদ্রাপ্রদর্শনও বিহিত।

এবার, ওগো শরণাগতবৎসলা, আমাকে অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদান কর ; ভক্তি-সহকারে তোমাকে নবমাবরণপূজা সমর্পণ করলাম। এই বলে পূজা সমর্পণ করতে হবে।

এই নবমাবরণ।

ইয়ং নবাবরণীপূজা অত্যাবশ্যকী। চতুরাম্নায়দেবতাঽঽদিচতুঃসময়-দেবতাঽন্তানাং সপর্য্যাঽপি তন্ত্রান্তরোক্তা ক্রিয়মাণা শ্রেয়স এব॥

অথ পুনরপি শ্রীদেব্যৈ পূর্ববৎ ধূপদীপৌ কল্পয়িত্বা সঙ্ক্ষোভিণ্যাদিমুদ্রাঃ সবীজাঃ প্রদর্শ্য, মূলেন ত্রিবারং সন্তর্প্য মহানৈবেদ্যং সমর্পয়েৎ। যথা—শ্রীদেব্যগ্রে চতুরস্রমণ্ডলং সামান্যোদকেন বিধায় তত্র আধারোপরি স্থাপিতং সৌবর্ণরৌপ্যকাংস্যাদিস্থালীচষকভরিতং ভক্ষ্যভোজ্যচোষ্যলেহ্যপেয়াত্মকং সদ্রব্য-শুক্ত্যাদিরসবদ্ব্যঞ্জনমধুনং প্রাজ্যকপিলাজ্যং দধিদুগ্ধমুগ্ধং যথাসম্ভবং বা নৈবেদ্যং বিধায় ("দ্বিন্নং বামে আমং দক্ষিণে নিদধ্যাৎ" ইতি শ্যামারহস্যে দৃষ্টম্। সুন্দরীমহোদয়ে তু—"দেব্যা বামে দীপো দক্ষিণে নৈবেদ্যম্" ইত্যুক্তম্), ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মূলেন ত্রিঃ প্রোক্ষ্য, বং ইতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য, সপ্তবারং মূলেনাভি-মন্ত্র্য, পূর্ববৎ আপোশনং কল্পয়িত্বা,

হেমপাত্রগতং দেবি পরমান্নং সুসংস্কৃতম্।
পঞ্চধা ষড়্রসোপেতং গৃহাণ পরমেশ্বরি॥

ইতি প্রার্থ্য, পূর্বোক্তনৈবেদ্যোপচারমন্ত্রেণ নিবেদ্য, তত্তন্মুদ্রাবিধানপূর্বকং পঞ্চপ্রাণাহুতীঃ কল্পয়েৎ। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ প্রাণায় স্বাহা, ও ক্লীঁ অপানায় স্বাহা, ও সৌঃ ব্যানায় স্বাহা, ও সৌঃ উদানায় স্বাহা, ও ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সমানায় স্বাহা, ব্রহ্মণে স্বাহা। ততঃ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ নমঃ আত্মতত্ত্বব্যাপিনী ললিতা তৃপ্যতু॥

ও হ স ক হ ল হ্রীঁ নমঃ বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনী ললিতা তৃপ্যতু॥

ও স ক ল হ্রীঁ নমঃ শিবতত্ত্বব্যাপিনী ললিতা তৃপ্যতু॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ নমঃ সর্বতত্ত্ব-ব্যাপিনী ললিতা তৃপ্যতু॥

ইতি নিমীলিতনয়নঃ ক্ষণমবস্থায়, শ্রীদেবীং ভুক্তবতীং বিভাব্য, পূর্ববৎ উপচারমন্ত্রৈঃ পানীয়োত্তরাপোশনকরপ্রক্ষালনগণ্ডূষপাদ্যাদি কল্পয়িত্বা, ভোজনপাত্রং নৈর্ঋত্যাং নিরস্য, অন্নেন স্থলং সংশোধ্য, ততঃ পুনঃ প্রাগ্বদাচমনীয়কর্পূরবীটিকাদক্ষিণাকর্পূরনীরাজনানি দত্বা, সুবর্ণাদিভাজনলিখিতং কুঙ্কুমপঙ্করেখাঽষ্টকং অষ্টদলকমলকর্ণিকাস্থাপিতমণিময়চষকপূরিতং প্রথমং প্রজ্বাল্য, পুষ্পাক্ষতৈরভ্যর্চ্য, উপচারমন্ত্রপূর্বকং—

অন্তস্তেজো বহিস্তেজ একীকৃত্যামিতপ্রভম্।
ত্রিধা দীপং পরিভ্রাম্য কুলদীপং নিবেদয়েৎ॥

ইতি চতুর্দশধা নবধা ত্রিধা বা পরিভ্রাম্য দক্ষভাগে স্থাপয়েৎ॥

এই নবাবরণপূজা অত্যাবশ্যক। তন্ত্রান্তরে কথিত চতুরাম্নায়দেবতা থেকে আরম্ভ ক'রে চতুঃসময়দেবতা পর্যন্ত দেবতাদের পূজা করলেও কল্যাণই হয়।

এবার পূর্বের মত দেবীর উদ্দেশে ধূপ দীপের বিধান ক'রে বীজমন্ত্রসহ সংক্ষোভিণীমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ মূলমন্ত্রে তিনবার দেবীর তর্পণ ক'রে তাঁকে মহানৈবেদ্য প্রদান করতে হবে। তা এই প্রকার—সামান্য অর্থাৎ সাধারণ জল দিয়ে দেবীর সামনে চতুরস্রমণ্ডল রচনা ক'রে তার উপরে রক্ষিত পাত্রাধারের উপর স্থাপিত সোনা রূপা কাঁসা ইত্যাদির থালী ও চষক ভরে ভক্ষ্যভোজ্যচোষ্যলেহ্যাত্মক, দ্রব্যশুদ্ধি ইত্যাদির সহিত সরস অন্নোপকরণবিশিষ্ট ও প্রচুর মনোরম কপিলাঘৃতসমন্বিত, অথবা যথাসম্ভব সংগৃহীত, নৈবেদ্য সমর্পণ করতে হবে। (বাঁ ধারে স্বিন্ন অর্থাৎ কৃতপাক এবং ডান ধারে আম অর্থাৎ কাঁচা দ্রব্য রাখতে হবে—শ্যামারহস্যে এই বিধান পাওয়া যায়। আবার সুন্দরীমহোদয়ে বলা হয়েছে দেবীর বাঁধারে দীপ, আর ডান ধারে নৈবেদ্য রাখতে হবে)। এবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সহ মূলমন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ ক'রে বং বীজ উচ্চারণসহ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে অমৃতীকরণ করতঃ সাতবার মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে পূর্বের মতো আপোশন বিধান করতে হবে। তারপর, ওগো দেবী পরমেশ্বরী, হেমপাত্রস্থ ষড়্‌রসাত্মক সুসংস্কৃত পরমান্ন প্রসন্না গ্রহণ কর, এই প্রার্থনা ক'রে পূর্বোক্ত নৈবেদ্যের উপচারমন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করত যথানির্দিষ্ট মুদ্রা প্রদর্শন ক'রে পঞ্চপ্রাণাহুতি দিতে হবে। তার মন্ত্র এই—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ প্রাণায় স্বাহা। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ অপানায় স্বাহা। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ ব্যানায় স্বাহা। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ উদানায় স্বাহা, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সমানায় স্বাহা, ব্রহ্মণে স্বাহা।

এর পর—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ নমঃ আত্মতত্ত্বব্যাপিনী ললিতা তৃপ্যতু।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ নমঃ বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনী ললিতা তৃপ্যতু।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ নমঃ শিবতত্ত্বব্যাপিনী ললিতা তৃপ্যতু।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ নমঃ সর্বতত্ত্বব্যাপিনী ললিতা তৃপ্যতু।

এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে নিমীলিতনয়নে ক্ষণকাল অবস্থান করতে হবে। তারপর দেবী নৈবেদ্য ভোজন করেছেন এই ভাবনা ক'রে পূর্বের মতো উপচারমন্ত্রে পানীয়, পরবর্তী আপোশন, করপ্রক্ষালন, গণ্ডূষ, পাদ্যাদি মনে মনে প্রদান করতঃ ভোজনপাত্র নৈর্ঋত কোণের দিকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এবার অস্ত্রমন্ত্রে স্থল শুদ্ধ ক'রে তারপর আবার পূর্বের মতো আচমনীয়, কর্পূরবীটিকা, দক্ষিণা, কর্পূরনিরাজন এসব প্রদান করতে হবে। এবার সুবর্ণাদিনির্মিত পাত্রের উপর লিখিত কুঙ্কুমদ্রবরচিত রেখাত্মক অষ্টদলপদ্মের কর্ণিকায় স্থাপিত মণিময়চষকপূরিত প্রথম প্রদীপ জেলে উপচারমন্ত্রে তার পূজা করতে হবে। তারপর অমিতপ্রভ অন্তঃতেজ ও বহিঃতেজ একত্রীকৃত ক'রে প্রদীপটি তিনবার ঘুরিয়ে কুলদীপ নিবেদন করতে হবে।

এইভাবে চৌদ্দ বার, নয় বার অথবা তিনবার ঘুরিয়ে ডান ধারে প্রদীপ স্থাপন করা বিধি।

মন্ত্রপুষ্পম্

অথ অঞ্জলৌ পুষ্পাণ্যাদায় মন্ত্রপুষ্পম্। যথা—

শিবে শিবসুশীতলামৃততরঙ্গগন্ধোল্লস-
ন্নবাবরণদেবতে নবনবামৃতস্যন্দিনি।
গুরুক্রমপুরস্কৃতে গুণশরীরনিত্যোজ্জ্বলে
ষড়ঙ্গপরিবারিতে কলিত এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ॥

ইত্যুক্তা পুষ্পাঞ্জলিং সমর্পয়েৎ। ইত্যেতে কতিচিচ্চতুঃষষ্ঠ্যুপচারাতিরিক্তা উপচারাস্ত পূর্ববৎ ধূপদীপেতি-সূত্রগতেনাদিপদেন গৃহ্যন্তে॥

মন্ত্রপুষ্প

অতঃপর অঞ্জলিতে ফুল নিয়ে তা মন্ত্রপূত করতে হবে। এবার শিবসুশীতল অমৃততরঙ্গের গন্ধে উল্লসিতা নবাবরণদেবতা, নব নব অমৃতক্ষরণকারিণী, গুরুক্রমপূজিতা গুণশরীরনিত্যোজ্জ্বলা, ষড়ঙ্গপরিব্যাপ্তা, ওগো শিবা, তোমার জন্য

এই পুষ্পাঞ্জলি আহৃত হয়েছে—এই বলে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। "পূর্ববদ্-ধূপদীপমুদ্রাতর্পণনৈবেদ্যাদি দত্ত্বা॥" এই সূত্রে[১] যে আদি-পদ রয়েছে তা দ্বারা চৌষট্টি উপচারের অতিরিক্ত এই কয়েকটি উপচার গ্রহণীয় হয়।

কামকলাধ্যানম্

অথ বিন্দুনা মুখং বিন্দুদ্বয়েন স্তনৌ সপরার্ধেন যোনিরিতি কামকলাং স্বস্মিকাং ধ্যাত্বা, সৌঃ ইতি দেবীশক্তিবীজং শ্রীদেব্যা হৃদয়ত্বেন ভাবয়েৎ।

কামকলাধ্যান

বিন্দু মুখ, তার নিম্নবর্তী দুটি বিন্দু স্তনদ্বয় আর হকারার্ধ যোনি—দেবীর এই কামকলারূপ ধ্যান করতে হবে আর সৌঃ এই দেবীশক্তিবীজকে দেবীর হৃদয়রূপে ভাবনা করতে হবে।

হোমস্য কৃতাকৃতত্বম্

অথ হোমঃ। স চ "যথাগ্নিকার্যসম্পত্তিঃ" ইতি সূত্রগতেন যদিশব্দেন কৃতাকৃতঃ সূচিতঃ। তস্য চ করণপক্ষে তদিতিকর্তব্যতা হোমপ্রকরণে জ্ঞাতব্যা। তত্র চ মহাব্যাহৃতিহোমাদর্বাগেব বলিদানম্। [২]হোমাকরণপক্ষে তু বলিদানমাত্রম্॥

হোম করা ও না-করা

এবার হোম। 'যদ্যগ্নিকার্যসম্পত্তিঃ'[৩] এই সূত্রের যদিশব্দের দ্বারা হোম করা না-করা সূচিত হয়েছে। হোম করা সম্পর্কে ইতিকর্তব্যতা হোমপ্রকরণে জ্ঞাতব্য। সেখানে মহাব্যাহৃতিহোমের পূর্বে রয়েছে বলিদান। হোম না-করার ক্ষেত্রে শুধু বলিদান বিহিত।

বলিদানবিধিঃ

যথা—দেব্যা দক্ষভাগে সামান্যোদকেন ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রাত্মকং মণ্ডলং পরিকল্প্য, ওঁ ঐঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ ইতি গন্ধাক্ষতৈরভ্যর্চ্য, অর্ধভক্তপূরিতোদনকং

১। পরশুরামকল্পসূত্র ৫।১৫।

২। এতদিতিকর্তব্যতাবিশিষ্টহোমকরণাশক্তস্য ন্যূনপক্ষ উক্তো জ্ঞানার্ণবে—

সন্ধ্যা পরমেশানি নিত্যহোমং সমাচরেৎ।

মূলেন প্রাণসংজ্ঞিতা বাহুতীঃ পঞ্চ হোময়েৎ।

ষড়াহুতীর্ষড়ঙ্গেন নিত্যহোমঃ প্রকীর্তিতঃ।

ইত্যাদিকঃ পুস্তকান্তরে (খঃ) কোষে]

৩। পরশুরামকল্পসূত্র ২।১০।

সক্ষীরাদিত্রয়ং পাত্রং তত্র বিন্যস্য, ও ওঁ হ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহা, ইতি মন্ত্রং ত্রিঃ পঠিত্বা দক্ষকরার্পিতং বামকরতত্ত্বমুদ্রাস্পৃষ্টং সলিলং বল্যুপরি দত্বা বামপার্ষ্ণিঘাতকরাস্ফোটৌ কুর্বাণঃ সমুদক্ষিতবক্ত্রো বাণমুদ্রয়া বলিং ভূতৈঃ গ্রাসিতং বিভাব্য প্রণমেৎ ॥ ইতি বলিদানবিধিঃ ॥

বলিদানবিধি

যথা—দেবীর ডান ধারে সামান্যজল দিয়ে ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রাত্মক মণ্ডল রচনা ক'রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে তাকে গন্ধাক্ষতের দ্বারা পূজা করতে হবে। তারপর অর্ধেক অন্ন ও অর্ধেক জলে পূর্ণ একটি পাত্র এবং ক্ষীরাদিপাত্রত্রয় তার উপর স্থাপন ক'রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করতঃ বামকররচিততত্ত্বমুদ্রা দ্বারা স্পৃষ্ট দক্ষিণকরার্পিত জল বলির উপর দিতে হবে। তারপর বামপার্ষ্ণির আঘাত এবং করাস্ফোট ক'রে মুখ উঁচু ক'রে বাণমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ ভূতগণ-কর্তৃক বলি ভক্ষিত হয়েছে এই ভাবনা ক'রে প্রণাম করতে হবে। এই হল বলিদানবিধি।

প্রদক্ষিণাঃ

অজেশশক্তিগণপভাস্করাণাং ক্রমাদিমাঃ।
বেদার্ধচন্দ্রবহ্ন্যদ্রিসঙ্খ্যাঃ স্যুঃ সর্বসিদ্ধয়ে ॥

প্রদক্ষিণনমস্কারানন্তরং জপপ্রকরণে বক্ষ্যমাণেন বিধিনা জপং নির্বর্ত্য স্তুবীত—

প্রদক্ষিণ

বিষ্ণু শিব শক্তি গণপতি সূর্য এঁদের যথাক্রমে চার দুই এক তিন ও সাত এই সংখ্যক প্রদক্ষিণ সর্বসিদ্ধিপ্রদ।

প্রদক্ষিণ ও প্রণামের পর জপপ্রকরণে বক্ষ্যমাণবিধি অনুসারে জপ সমাপন ক'রে স্তব করতে হবে।

স্তোত্রম্

ওঁ গণেশগ্রহনক্ষত্রযোগিনীং রাশিরূপিণীম্।
দেবীং মন্ত্রময়ীং নৌমি মাতৃকাং পীঠরূপিণীম্ ॥ ১
প্রণমামি মহাদেবীং মাতৃকাং পরমেশ্বরীম্।
কালহল্লোহলোল্লোলকলনাশনকারিণীম্ ॥ ২

যদক্ষরৈকমাত্রেঽপি সংসিদ্ধে স্পর্ধতে নরঃ।
রবিতার্ক্ষ্যেন্দুকন্দর্পশঙ্করানলবিষ্ণুভিঃ ॥ ৩
যদক্ষরশশিজ্যোৎস্নামণ্ডিতং ভুবনত্রয়ম্।
বন্দে সর্বেশ্বরীং দেবীং মহাশ্রীসিদ্ধমাতৃকাম্ ॥ ৪
যদক্ষরমহাসূত্রপ্রোতমেতজ্জগৎত্রয়ম্।
ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহান্তং তাং বন্দে সিদ্ধমাতৃকাম্ ॥ ৫
যদেকাদশমাধারং বীজং কোণত্রয়োদ্ভবম্।
ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহান্তং জগদদ্যাপি দৃশ্যতে ॥ ৬
অকচাদিটতোন্নদ্ধপয়শাক্ষরবর্গিণীম্।
জ্যেষ্ঠাঙ্গবাহুহৃৎপৃষ্ঠকটিপাদনিবাসিনীম্[১] ॥ ৭
তামীকারাক্ষরোদ্ধারাং সারাৎ সারাং পরাৎ পরাম্।
প্রণমামি মহাদেবীং পরমানন্দরূপিণীম্ ॥ ৮
অদ্যাপি যস্যা জানন্তি ন মনাগপি দেবতাঃ।
কেয়ং কস্মাৎ ক কেনেতি সরূপারূপভাবনাম্ ॥ ৯
বন্দে তামহমক্ষয্যাং[২] ক্ষকারাক্ষররূপিণীম্।
দেবীং কুলকলোল্লাস[৩]প্রোল্লসন্তীং পরাং শিবাম্ ॥ ১০
বর্গানুক্রমযোগেন যস্যাং মাত্রষ্টকং স্থিতম্।
বন্দে তামষ্টবর্গোত্থমহাসিদ্ধ্যষ্টকেশ্বরীম্ ॥ ১১
কামপূর্ণজকারাখ্য[৪]শ্রীপীঠান্তনিবাসিনীম্।
চতুরাজ্ঞাকোশভূতাং নৌমি শ্রীত্রিপুরামহম্ ॥ ১২
ইতি দ্বাদশভিঃ শ্লোকৈঃ স্তবনং সর্বসিদ্ধিকৃৎ।
দেব্যাস্ত্বখণ্ডরূপায়াঃ স্তবনং তব তদ্যতঃ[৫] ॥
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং শিবে ॥
জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনা।
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমশনাদ্যাহুতিবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদৃশা
সপর্যাপর্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্ ॥

১। জ্যেষ্ঠাঙ্গবাহুপাদাগ্রমধ্যাম্বাস্থানবাসিনীম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। ক্ষয্যাক ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। কোল ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৪। রাচ্য ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৫। তদাত্তঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

পিতা মাতা ভ্রাতা গুরুরথ সুহৃদ্বান্ধবজনঃ
প্রভুস্তীর্থং কর্মাবিকলমিহ চামুত্র চ হিতম্।
বিশুদ্ধা বিদ্যা বা পদমপি চ তৎপ্রাপ্যমসি মে
ত্বমেব শ্রীমাতঃ স্বপিমি গতশঙ্কঃ সুখতমঃ ॥

দৃশা দ্রাঘীয়স্যা দরদলিতনীলোৎপলরুচা
দবীয়াংসং দীনং স্নপয় কৃপয়া মামপি শিবে।
অনেনায়ং ধন্যো ভবতি ন চ তে হানিরিয়তা
বনে বা হর্ম্যে বা সমকরনিপাতো হিমকরঃ ॥

হে সদ্রূপিণি হে চিদর্চিরুদয়ে হে কামরাজপ্রিয়ে
হে ভণ্ডাসুরহন্ত্রি হেঽদ্ভুতনিধে হেঽনঙ্গসঞ্জীবিনি।
হে বিশ্বপ্রসবিত্রি হে সকরুণে হে দীনরক্ষামণে
হে শ্রীমল্ললিতাঽম্ব হে পরশিবে মাং পাহি ভিত্তং নিজম্ ॥

নমো হেমাদ্রিস্থে শিবসতি নমঃ শ্রীপুরগতে
নমঃ পদ্মাটব্যাং কুতুকিনি নমো রত্নগৃহগে[১]।
নমঃ শ্রীচক্রস্থেঽখিলময়ি নমো বিন্দুনিলয়ে
নমঃ কামেশাঙ্কস্থিতিমতি নমস্তেঽম্ব ললিতে ॥

জয় জয় জগদম্ব ভক্তবশ্যে, জয় জয় সান্দ্রকৃপাবশান্তরঙ্গে।
জয় জয় নিখিলার্থদানশৌণ্ডে, জয় জয় হে ললিতাম্ব চিৎসুখাবেশে ॥

ষড়ঙ্গদেবতা নিত্যা দিব্যাদ্যোঘত্রয়ীগুরূন্।
নমাম্যায়ুধদেবীশ্চ শক্তীশ্চাবরণস্থিতাঃ ॥
পঙ্গবত্যম্বিকাঽধীনবামাঙ্কায় শিবাত্মনে।
ভাসুরানন্দনাথায় মম শ্রীগুরবে নমঃ ॥
সুন্দরম্বাসমাশ্লেষসুখিতায় নমো নমঃ।
প্রকাশানন্দনাথায় গুরবে পরমায় মে ॥
মিত্রাম্বানয়নোল্লাসবিশ্রান্তমনসে নমঃ।
আনন্দানন্দনাথায় গুরবে পরমেষ্ঠিনে ॥
যদিদং শ্রীগুরুস্তোত্রং যথারূপো[২]পলক্ষণম্।
বালভাবানুসারেণ ময়েদং হি বিচেষ্টিতম্ ॥
মাতৃবাৎসল্যসদৃশং ত্বয়া দেবি বিধীয়তাম্ ॥

১। নমঃ সর্বাণিগৃহে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। যথারোগ্রূপ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

এবমাদিভিঃ অন্যাভিশ্চ যথাস্ববকাশং স্তুতিভিঃ অখিললোকমাতরমভিষ্টুয়, শক্তিং পূজয়েৎ ॥

স্তোত্র

ওঁ গণেশগ্রহনক্ষত্রযোগিনী রাশিরূপিণী পীঠরূপিণী মন্ত্রময়ী মাতৃকা-দেবীকে প্রণাম। ১

কালপ্রবাহের কোলাহলতরঙ্গিতগ্রাসনাশকারিণী পরমেশ্বরী মাতৃকা-মহাদেবীকে প্রণাম। ২

যে-অক্ষরের একমাত্রাও সম্যক্ সিদ্ধ হ'লে মানুষ সূর্য, গরুড়, কন্দর্প, শঙ্কর, অগ্নি ও বিষ্ণুর সমকক্ষ হয়; যে-অক্ষরচক্রের জ্যোৎস্নায় ত্রিভুবন মণ্ডিত; সেই মহাসিদ্ধমাতৃকা সর্বেশ্বরী দেবীর বন্দনা করি। ৩-৪

যে অক্ষরমহাসূত্রে ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহান্ত ত্রিজগৎ গ্রথিত সেই মাতৃকাকে বন্দনা করি। ৫

যিনি একাদশ আধার, বীজময়, কোণত্রয়োদ্ভব ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহান্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত ক'রে অবস্থিতা; অ ক চ ট ত প য শ এই আদ্যাক্ষরবিশিষ্ট বর্ণ-রূপিণী; যিনি মস্তক বাহু হৃদয় পৃষ্ঠ কটি ও পাদ এই অঙ্গনিবাসিনী; ঈ-অক্ষরের দ্বারা অভিব্যক্তা সারাৎসারা পরাৎপরা সেই পরমানন্দরূপিণী মহাদেবীকে প্রণাম করি। ৬-৮

কে ইনি, কার থেকে উদ্ভূতা, কোথায় ইনি, কি কারণে ইনি, যাঁর সম্বন্ধে এ-সবের অল্পমাত্রও দেবতারা জানেন না, ক্ষ-অক্ষররূপিণী যিনি কুলমার্গের অব্যক্ত মধুর উল্লাসে উল্লসিতা, সেই অক্ষয়ী পরা শিবা দেবীকে বন্দনা করি। ৯-১০।

বর্ণানুক্রমে যাঁর মধ্যে মাতৃকাষ্টক অবস্থিত সেই অষ্টবর্গোত্থিত মহাসিদ্ধি-অষ্টকের ঈশ্বরীকে বন্দনা করি। ১১

কামরূপ পূর্ণগিরি ও জালন্ধর নামক পীঠে নিবাসকারিণী চতুরাম্নায়কোশ-ভূতা শ্রীত্রিপুরাকে প্রণাম করি। ১২

এই দ্বাদশ শ্লোকের দ্বারা স্তব সর্বসিদ্ধিকর। অখণ্ডরূপা দেবীর স্তব তোমার তথ্যানুসারে করা হল। ওগো শিবা, মাটিতে যাদের পা ফস্কে যায় তাদের যেমন মাটিই অবলম্বন তেমনি তোমার কাছে যাদের অপরাধ হয় তাদের তুমিই আশ্রয়।

"আমার যদৃচ্ছা সংলাপ তোমার জপ হোক, হস্তবিন্যাসাদিক্রিয়া তোমার উদ্দেশ্যে হোক মুদ্রাবিরচন, আমার যদৃচ্ছা-গমন তোমার প্রদক্ষিণ হোক,

ভোজনাদি হোক তোমার উদ্দেশ্যে আহুতি, যদৃচ্ছা শয়ন হোক তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, আত্মার্পণবুদ্ধিতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপিণী তোমাতে সমর্পণ-বুদ্ধিতে রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাদি সমস্ত সুখকর বস্তুগ্রহণ এবং আমার সমস্ত চেষ্টা তোমার পূজা হোক।"

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, গুরু, বন্ধুজন, প্রভু, তীর্থ, ইহলোকে ও পরলোকে হিতকর অবিকল কর্ম, বিশুদ্ধা বিদ্যা এবং উপদেশ এসবের দ্বারা তুমিই আমার প্রাপণীয়। মা, আমি তাই নিঃশঙ্ক হয়ে পরম সুখে নিদ্রা যাই।

ওগো শিবা, ঈষৎ-মর্দিতনীলোৎপলকমনীয় দীর্ঘতর দৃষ্টি দ্বারা দূরস্থ দীন আমাকেও কৃপা ক'রে অভিষিক্ত কর। এ দ্বারা এই দীন ধন্য হবে কিন্তু তোমার এতটুকুও ক্ষতি হবে না। চন্দ্রের কিরণ বনেই হোক আর হর্ম্যেই হোক সমানভাবে পতিত হয়। হে সদ্রূপিণী, চিদর্চিরুদয়া, কামরাজপ্রিয়া, ভণ্ডাসুরহন্ত্রী, অদ্ভুতনিধা, অনঙ্গসঞ্জীবিনী, বিশ্বপ্রসবিত্রী, করুণাময়ী, দীনরক্ষা-রতা, পরশিবা, ললিতাম্বা, তোমার আপন শিশু আমাকে রক্ষা কর।

হেমাদ্রিস্থিতা, তোমাকে নমস্কার। শিবসতী, তোমাকে নমস্কার। শ্রীপুরগতা, তোমাকে নমস্কার। পদ্মবনে কৌতূহলী, তোমাকে নমস্কার। রত্নগৃহগতা, তোমাকে নমস্কার। শ্রীচক্রস্থা অখিলময়ী, তোমাকে নমস্কার। বিন্দুনিলয়া, তোমাকে নমস্কার। কামেশ্বরের অঙ্কে অবস্থানে যাঁর মতি সেই তোমাকে নমস্কার। অম্বা ললিতা, তোমাকে নমস্কার।

জয় জয় জগদম্বা ভক্তাধীনা। জয় জয় নিবিড়কৃপাবশতঃ অন্তরঙ্গা। জয় জয় নিখিলার্থদাননিপুণা। জয় জয় হে চিৎসুখাব্ধি ললিতাম্বা।

ষড়ঙ্গদেবতা, নিত্যা, দিব্যাদি ওঘত্রয় এই গুরুগণ, আয়ুধদেবীগণ, শক্তিগণ, আবরণস্থিতা দেবীগণ, এঁদের প্রণাম করি।

যাঁর বামাঙ্ক মা পদ্মাবতীর অধীন সেই আমার শিবাত্মা গুরু ভাসুরানন্দ-নাথকে প্রণাম।

মা সুন্দরীর আলিঙ্গনে যিনি সুখপ্রাপ্ত সেই আমার পরম গুরু প্রকাশানন্দ-নাথকে প্রণাম।

মা মিশ্রার নয়নোল্লাসে যাঁর মনের বিশ্রাম সেই আমার পরমেষ্ঠি গুরু আনন্দানন্দনাথকে প্রণাম।

যথরূপোপলক্ষণ এই গুরুস্তব। বালকের মনোভাব নিয়ে আমার এই উদ্যম। দেবী একে তুমি মাতৃবাৎসল্যসদৃশ ক'রে দাও।

এরূপ স্তোত্র এবং সুযোগমতো অন্যান্য স্তোত্রের দ্বারা অখিললোকমাতার স্তব ক'রে শক্তিপূজা করতে হবে।

সুবাসিন্যাঃ পূজনম্

যথা—প্রাঙ্‌নিমন্ত্রিতাং ষোড়শাব্দপরন্ত আত্রিংশদ্বর্ষদেশীয়াং সুবাসিনীমভাক্তাং গৌরীরূপিণীং লক্ষণ্যাং দীক্ষিতাং ভক্তাং অন্যৈরপ্যুক্তগুণৈরলঙ্কৃতাং কুলাষ্টকপরিগণিতাং অলাভে চাতুর্বর্ণ্যান্তর্গতাং পরকীয়াং শক্তিং স্বীয়াং বা সমানীয় প্রক্ষালিতপাদাং আসনে সমুপবেশয়েৎ। সা চেদদীক্ষিতা তদৈব শোধনবিধিঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম শক্তিং কুরু স্বাহা। ইত্যভিষেকমন্ত্রপূর্বং সামান্যসলিলেন ত্রিঃ শক্তিং প্রোক্ষ্য, ৩ ওঁ,

শান্তিরস্তু শিবং চাস্তু প্রণশ্যত্বশুভং চ যৎ।
যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু॥

ইত্যুচ্চার্য তস্যাঃ কর্ণে হৃল্লেখাং জপেৎ। অথ তাং দেবীরূপাং বিভাব্য ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শক্ত্যৈ অমুকং কল্পয়ামি নম ইতি মন্ত্রেণ হরিদ্রাকুঙ্কুমচন্দনপট্টবাসঃপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যতাম্বূলানি দদ্যাৎ। সতি বিভবে বসনাভরণাদীনি চ। ততো মূলেন বক্ষ্যমাণেন সমষ্টিমন্ত্রেণ চ ক্রমেণ শ্রীদেব্যৈ আবরণদেবতাভ্যশ্চ দত্তপুষ্পাঞ্জল্যাস্তস্যাঃ করে সোপাধিমমধ্যমমুদ্রাচুলুকমিতক্ষীরপাত্রং সমর্পয়েৎ। সাঽপ্যুত্থায় তৎকপালমুদ্রয়া সমাদায়, দ্বিতীয়তৃতীয়ে চ বাম[1]করেণাদায়, পাত্রং দক্ষকরে নিধায়, তন্মুদ্রাগতদ্বিতীয়শকলগৃহীতৈঃ ক্ষীরবিন্দুভিঃ শিরসি [2]শ্রীগুরুপাদুকামনুনা ত্রিরিষ্ট্বা, হৃদি চ শ্রীদেবীং ত্রিঃ সন্তর্প্য মূলেন পুনঃ পাত্রং বামকরে কৃত্বোত্থায়, হোষ্যামীতি শ্রীগুরুজ্যেষ্ঠান্যতরানুজ্ঞাং প্রার্থ্য, জুহুধীতি তদনুজ্ঞয়া দক্ষকরেণ ব্যবধায়, মূলান্তে সর্বতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহেতি মন্ত্রেণ সর্বতত্ত্বং শোধয়েৎ। [3]এতস্যা ঔজ্জিকানি বিনা মন্ত্রং পাত্রান্তরাণ্যপি দদ্যাৎ। অথ পুনঃ কর্তা পূর্ববৎ পাত্রমাদায়, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ,

অলিপাত্রমিদং তুভ্যং দীয়তে পিশিতান্বিতম্।
স্বীকৃত্য সুভগে দেবি যশো দেহি রিপূন্ দহ॥

ইতি মন্ত্রেণ শক্ত্যৈ সমর্পয়েৎ। সাঽপি তৎসাবশেষং স্বীকৃত্য, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ,

বৎস তুভ্যং ময়া দত্তং পীতশেষং কুলামৃতম্।
তৃষ্ণান্ সংহরিষ্যামি তবাভীষ্টং দদাম্যহম্॥

১। 'দক্ষ' ইত্যেতৎ 'বাম' ইতি শোধিতম্ পুস্তকান্তরে।

২। শ্রীগুরুং পাদুকা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে, শ্রীগুরুপাদুকাং তন্মনুনা ইতি পাঠান্তরং অন্যস্মিন্ পুস্তকে।

৩। অদীক্ষিতায়াস্তু বালয়ৈব ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে [(খ) কোষে]

ইতি মন্ত্রেণ প্রতিদদ্যাৎ। সাধকস্তৎস্বরূরীকৃত্য শক্তিং চতুষ্টয়েন ভোজয়িত্বা সমর্পিতভাম্বূলো যথাবিধি তাং পঞ্চমেনাপি সন্তোষ্য বিসৃজেৎ। ইতি সুবাসিনীপূজা ॥

সুবাসিনীর পূজা

যথা—ষোলবৎসরের পর থেকে ত্রিশবৎসরপর্যন্ত বয়সের পূর্বনিমন্ত্রিতা সজ্জিতা গৌরীরূপিণী সুলক্ষণা দীক্ষিতা ভক্তিমতী অন্যান্যগুণমণ্ডিতা কুলাষ্টকের অন্তর্গতা সুবাসিনীকে এনে, পাওয়া না গেলে, চতুর্বর্ণের অন্তর্গতা পরকীয়া অথবা স্বকীয়া শক্তিকে এনে, তাঁর পাদপ্রক্ষালন ক'রে তাঁকে আসনে বসাতে হবে। অদীক্ষিতা হ'লে তাঁর শোধনবিধি এই—ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম শক্তিং কুরু স্বাহা, এই অভিষেক-মন্ত্র পাঠ ক'রে সামান্যজলে তিনবার শক্তিকে প্রোক্ষণ করতে হবে। তারপর ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ শান্তিরস্তু শিবং চ অস্তু প্রণশ্যতু অশুভং চ যৎ। যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু[1], এই মন্ত্র পাঠ ক'রে তাঁর কানে হ্রীং এই বীজমন্ত্র দিতে হবে। এবার তাঁকে দেবীরূপিণী ভাবনা ক'রে ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ শক্ত্যৈ অমুকং[2] কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন পট্টবাস পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য তাম্বূলাদি প্রদান করতে হবে। পূজকের যদি ঐশ্বর্য থাকে তা হলে তিনি বসন আভরণাদিও প্রদান করবেন। তারপর সুবাসিনীমূলমন্ত্রে ও বক্ষ্যমাণ সমষ্টিমন্ত্রে যথাক্রমে দেবী ও আবরণদেবতাদের পুষ্পাঞ্জলি দেবেন। এবার তাঁর হাতে মাংস মৎস্য মুদ্রা ও চুলুকপরিমিত দুগ্ধের পাত্র সমর্পণ করতে হবে। তিনিও প্রথম পাত্র স্বীকার ক'রে কপালমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ তা গ্রহণ করবেন। এবার পূজক দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রব্য বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে পাত্র স্থাপন ক'রে তত্ত্বমুদ্রাগতদ্বিতীয়শকলগৃহীত ক্ষীরবিন্দুর দ্বারা মস্তকে শ্রীগুরু-পাদুকামন্ত্রে তিনবার পূজা করবেন এবং হৃদয়ে দেবীকে তিন বার মূলমন্ত্রে তর্পণ করবেন। আবার পাত্র বাঁ হাতে গ্রহণ ক'রে, তা হলে হোম করি, এই বলে গুরু জ্যেষ্ঠ ও অন্যান্য সাধকদের অনুমতি চাইবেন এবং তাঁরা 'হোম কর' এই অনুমতি দিলে পাত্র ডান হাতে ঢেকে মূলমন্ত্রের সঙ্গে সর্বতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা এই অংশ যোগ করে যে-মন্ত্র হবে সেই মন্ত্রে সর্বতত্ত্ব শোধন করবেন।

১। ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ শান্তি হোক, যা অশুভ তা বিনষ্ট হোক। পাপ যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাক্।

২। অমুকং-পদের স্থলে হরিদ্রাং কুঙ্কুমং ইত্যাদির নাম করতে হবে। প্রত্যেক উপচার-সমর্পণের মন্ত্র আলাদা হবে।

শক্তি যদি চান তা হলে তাঁকে অন্যান্য পাত্রও বিনা মন্ত্রে দেবেন। এবার আবার পূজাকারী পূর্বের মতো পাত্র গ্রহণ ক'রে, ঐং হ্রীং শ্রীং অলিপাত্রমিদং তুভ্যং দীয়তে পিশিতান্বিতং স্বীকৃত্য সুভগে দেবি যশো দেহি রিপূন্ দহ[১], এই মন্ত্র পাঠ ক'রে তা শক্তিকে অর্পণ করবেন। শক্তিও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রেখে তা পান ক'রে, ঐং হ্রীং শ্রীং বৎস তুভ্যং ময়া দত্তং পীতশেষং কুলামৃতং ভুঞ্জন্ সংহরিষ্যামি তবাভীষ্টং দদাম্যহং[২], এই মন্ত্র পাঠ ক'রে পাত্র প্রত্যর্পণ করবেন। সাধক সেই পীতাবশিষ্ট পান করবেন। তারপর শক্তিকে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করিয়ে তাঁকে তাম্বূল দেবেন এবং যথাবিধি তাঁকে পঞ্চমকারের দ্বারাও তুষ্ট করে বিদায় দেবেন। এই সুবাসিনীপূজা।

তত্ত্বশোধনম্

অথ সন্নিহিতে গুরৌ তৎ পাদুকামন্ত্রেণাভিপূজ্য পাত্রাণি সমর্প্য সমাহূতৈঃ শিষ্যৈঃ বদ্ধাঞ্জলা অবস্থিতৈঃ সাময়িকৈঃ সাকং পাণী প্রক্ষাল্য, শ্রীদেব্যৈ মূলেনোপচারমন্ত্রেণ চ ত্রিঃ পুষ্পাঞ্জলিং সমর্প্য, ও সমস্তপ্রকটগুপ্তগুপ্ততরসম্প্রদায়-কুলকৌলনিগর্ভরহস্যাতিরহস্যপরাপরাতিরহস্যযোগিনীশ্রীপাদুকাভ্যো নম ইতি সমষ্টিমন্ত্রেণ আবরণদেবতানাং একং পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা, পূর্ববৎ পাত্রং পুনঃ পুনরাদায়াচমনোক্তৈঃ মন্ত্রৈঃ তত্ত্বানি শোধয়েৎ। যথা—

ঐং হ্রীং শ্রীং ক এ ঈ ল হ্রীং আত্মতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা॥

ও হ স ক হ ল হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা॥

ও স ক ল হ্রীং শিবতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা॥

ষোড়শ্যুপাসকস্য তু ত্রয়োদশবীজপুটিতৈঃ প্রত্যেকখণ্ডৈঃ তত্ত্বত্রয়শোধনং সর্বেণ মূলেন সর্বতত্ত্বশোধনং চ বিশেষঃ॥

অত্র প্রথমপাত্রস্বীকার এবোধানং। যথাসম্প্রদায়ং সর্বপাত্রস্বীকারোঽপি। স্ত্রীণাং তূষ্ণীমেব। অত্র চ বালোপাস্তাবেকং পাত্রং সর্বতত্ত্বশোধনম্। পঞ্চদশ্যু-পাসনায়াং তু পাত্রত্রয়ম্। শ্রীষোড়শাক্ষর্যুপাস্তৌ তু তচ্চতুষ্টয়ম্। নিবৃত্তে পূর্ণাভিষেকে তৎপঞ্চকং, যথাঽধিকারমৈচ্ছিকানি বা। বিশ্বস্তায়াঃ কুমার্যাঃ সুবাসিন্যাশ্চৈকং পাত্রমিতি বিবেকঃ।

১। ঐং হ্রীং শ্রীং, সুভগা দেবী, তোমাকে মাংসযুক্ত মদ্যের এই পাত্র প্রদান করলাম। এটি গ্রহণ ক'রে আমাকে যশ দাও ও আমার শত্রুদের দগ্ধ কর।

২। ঐং হ্রীং শ্রীং, বৎস, তোমাকে পীতাবশিষ্ট কুলামৃত দিলাম। তোমার শত্রু সংহার করব এবং তোমার অভীষ্ট প্রদান করব।

কিং চ শ্রীগুরোস্তচ্ছক্তিসুতজ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানাং স্বজ্যেষ্ঠস্য সাময়িকানাং[১] স্ত্রীণাং চোচ্ছিষ্টং প্রব্যাহ্যাপাদেয়ম্। তেভ্যস্তু ন দেয়ম্। স্বকনিষ্ঠশিষ্যয়োস্তু প্রদেয়ম্। বীরাণাং তূচ্ছিষ্টং চর্বণমাত্রমাদেয়ম্ ॥

উল্লাসাস্তু—আরম্ভতরুণযৌবনপ্রৌঢ়তদন্তোন্মনানবস্থাঽঽখ্যাঃ সপ্ত। তেষ্বর্ঘ্য-সংশোধনমারম্ভঃ। তরুণযৌবনপ্রৌঢ়েষু সপর্যাবিধিঃ। ততো দেবতাবিসর্জনম্। অবশিষ্টং অবস্থাত্রয়ং সিদ্ধানাং বীরাণাং ন তু সাধকানাং ইতি তত্ত্বম্। ইতি হবিঃপ্রতিপত্তিঃ ॥

তত্ত্বশোধন

অতঃপর গুরু কাছে থাকলে তাঁকে পাদুকামন্ত্রে পূজা ক'রে পাত্র অর্পণ করতে হবে। তার পর সমাহূত শিষ্যদের সঙ্গে এবং বৃন্দাত্মকরূপে অবস্থিত সাময়িকদের সঙ্গে হস্ত প্রক্ষালন ক'রে মূলমন্ত্র ও উপচারমন্ত্র পড়ে দেবীকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। এবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সমস্তপ্রকটগুপ্তগুপ্ততর-সম্প্রদায়কুলকৌলনিগর্ভরহস্যাতিরহস্য পরাপরাতিরহস্যযোগিনীশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ এই সমষ্টিমন্ত্রে আবরণদেবতাদের একটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূর্বের মতো বার বার পাত্র গ্রহণ ক'রে আচমনোক্ত মন্ত্রে তত্ত্বশোধন করতে হবে। শোধন-মন্ত্র—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ আত্মতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ বিদ্যাতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা ॥
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ শিবতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা।

তবে ষোড়শীর[২] উপাসকের পক্ষে বিশেষ বিধান তাঁকে ত্রয়োদশবীজ[৩]-পুটিত একেক বিদ্যাখণ্ডের[৪] দ্বারা একেক করে তত্ত্বত্রয় শোধন করতে হবে আর সমগ্র মূলবিদ্যার দ্বারা সর্বতত্ত্ব শোধন করতে হবে।

এখানে উত্থান অর্থ প্রথম পাত্র স্বীকার আবার সম্প্রদায়ানুসারে সর্বপাত্র-স্বীকারও বটে। স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রথমপাত্র স্বীকারই বিধি। এখানে লক্ষণীয়—বালার[৫] উপাসনায় এক পাত্র আর তা দ্বারা সর্বতত্ত্বশোধন বিধি। পঞ্চদশীর উপাসনায় পাত্রত্রয় ও ষোড়শীর[৬] উপাসনায় পাত্র চতুষ্টয়

১। সাময়িকীনাং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। "ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যাকে বলা হয় ষোড়শী"। ৩। ত্রয়োদশবীজ—হ্রৌঁ।
৪। ষোড়শীর তিনখণ্ড বা কূট—(ক) হ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ, (খ) হ স ক হ ল হ্রীঁ, (গ) স ক ল হ্রীঁ।
৫। বালা ত্রিপুরসুন্দরী। ৬। পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীবিদ্যা।

বিহিত। পূর্ণাভিষেক সম্পন্ন হয়ে গেলে পঞ্চপাত্র অথবা অধিকারী অনুসারে পাত্রসংখ্যা সাধকের ইচ্ছানুযায়ী হবে। এখানে বিচার হল বিশ্বস্ত কুমারী সুবাসিনীর পক্ষে একপাত্র বিহিত।

আরও আছে—গুরু, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্বীয় জ্যেষ্ঠ এবং সাময়িক অর্থাৎ কুলাচারনিষ্ঠ স্ত্রীলোকদের উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাঁদের উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি দিতে নেই। নিজের কনিষ্ঠ ও শিষ্যদের তা দেওয়া যায়। বীরের উচ্ছিষ্ট চর্বণদ্রব্যমাত্র গ্রহণযোগ্য।

উল্লাস হল আরম্ভ তরুণ যৌবন প্রৌঢ় প্রৌঢ়ান্ত উন্মন এবং অনবস্থ নামক সাতটি। এর মধ্যে আরম্ভোল্লাসে অর্ঘ্যশোধন বিহিত। তরুণ যৌবন ও প্রৌঢ় উল্লাসে পূজা বিহিত। তার পর দেবতাবিসর্জন। প্রৌঢ়ান্ত, উন্মন ও অনবস্থ এই অবস্থাত্রয় সিদ্ধ ও বীরদের জন্য, সাধারণ সাধকদের জন্য নয়, এই তত্ত্ব। এই হল হবিঃপ্রতিপত্তি।

দেবতোদ্বাসনম্

ততঃ সামান্যোদকাৎ কিঞ্চিদাদায়—

সাধু বাঽসাধু বা কর্ম যদ্‌যদাচরিতং ময়া।
তৎসর্বং কৃপয়া দেবি গৃহাণারাধনং মম ॥

ইতি দেব্যা বামহস্তে পূজাং সমর্প্য শঙ্খমুদ্রয়া দেব্যুপরি ত্রিঃ পরিভ্রাম্য তজ্জলং হস্তে সমাদায় সাময়িকানামাত্মানং চ মূলেন প্রোক্ষ্য শঙ্খং প্রক্ষাল্য নিদধ্যাৎ। ততো মূলেন তীর্থনির্মাল্যে স্বীকৃত্য,

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাঽপি যন্ময়াঽঽচরিতং শিবে।
তব কৃত্যমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি ॥

ইতি ক্ষমাপ্য সর্বাসামাবরণদেবতানাং শ্রীদেব্যঙ্গে বিলয়ং বিভাব্য, খেচরীং বদ্ধোধায়, তেজোরূপেণ পরিণতাং শ্রীদেবীং পূর্ববৎ হৃদয়ং নীত্বা তত্র চ মূর্তিং পঞ্চধা উপচর্য পুনরাত্মাভিন্নমধিরূপেণ বিভাবয়েৎ। ততঃ—

শান্তিস্তবঃ

• সম্পূজকানাং পরিপালকানাং যতেন্দ্রিয়াণাং চ তপোধনানাম্।
দেশস্য রাষ্ট্রস্য কুলস্য রাজ্ঞাং করোতু শান্তিং ভগবান্ কুলেশঃ ॥
নন্দন্তু সাধককুলান্যণিমাঽঽদিসিদ্ধাঃ
শাপাঃ পতন্তু সময়দ্বিষি যোগিনীনাম্।
সা শাম্ভবী স্ফুরতু কাঽপি মমাঽপ্যবস্থা
যস্যাং গুরোশ্চরণপঙ্কজমেব লভ্যম্ ॥

শিবান্তবনিপর্যন্তং ব্রহ্মাদিস্তম্বসংযুতম্ ।
কালাগ্ন্যাদিশিবান্তং চ জগদ্‌যজ্ঞেন তৃপ্যতু ॥

ইত্যাদিশান্তিশ্লোকান্ পঠিত্বা,

দেবতার উদ্বাসন

তার পর সামান্যার্ঘ্যপাত্র থেকে কিঞ্চিৎ জল নিয়ে 'সাধু বাঽসাধু বা কর্ম যদ্‌যদাচরিতং ময়া। তৎ সর্বং কৃপয়া দেবি গৃহাণারাধনং মম'[1] ॥ এই মন্ত্র পড়ে দেবীর বাম হস্তে পূজা সমর্পণ করতে হবে। এবার শঙ্খ উঠিয়ে নিয়ে তা দেবীর উপরে তিনবার ঘুরিয়ে শঙ্খস্থিত জল হাতে নিয়ে মূলমন্ত্র পড়ে তা ছিটিয়ে উপস্থিত সাময়িকদের ও নিজেকে প্রোক্ষণ করতে হবে এবং শঙ্খ ধুয়ে রেখে দিতে হবে। তার পর পবিত্র জল ও নির্মাল্য গ্রহণ ক'রে এই মন্ত্র পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে—'জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাঽপি যন্ময়াঽঽচরিতং শিবে। তব কৃত্যমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি'[2] ॥ এবার সব আবরণদেবতাদের দেবীর অঙ্গে বিলয় ভাবনা ক'রে খেচরীমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দেবীর উদ্‌বাসন ক'রে তেজোরূপে পরিণতা দেবীকে পূর্বের মতো হৃদয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে পঞ্চপ্রকারে তাঁর মূর্তির পরিচর্যা করতে হবে এবং আবার নিজের সম্বিৎ থেকে অভিন্ন সম্বিদ্‌রূপে তাঁর ভাবনা করতে হবে। এই হল বিসর্জন।

তার পর—

শান্তিস্তব

ভগবান্ কুলেশ সম্যক্‌পূজাকারীদের রক্ষাকর্তাদের, সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের, তপোধনদের, দেশের, রাষ্ট্রের, কুলের ও রাজার শান্তি বিধান করুন। অণিমাদিসিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধককুল আনন্দিত হোন। যারা সাময়িকদের বিদ্বেষী তাদের যোগিনীদের অভিশাপ লাগুক। আমার এমন কোনো শাম্ভবী অবস্থার স্ফুরণ হোক যাতে গুরুর চরণপদ্মই লাভ করা যায়। শিবান্তিকান্ত, আব্রহ্মস্তম্ব, কালাগ্ন্যাদিশিবান্ত জগৎ আমার পূজা দ্বারা তৃপ্ত হোক। এই সব শান্তিশ্লোক পাঠ করতে হবে।

১। দেবী, যে যে সাধু বা অসাধু কর্ম আমি করেছি সে-সব আমার আরাধনা। তা তুমি কৃপা ক'রে গ্রহণ কর।

২। শিবা, জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃ আমি যা যা করেছি তা সবই তোমার কৃত্য। ওগো পরমেশ্বরী, তা জেনে আমাকে ক্ষমা কর।

বিশেষার্ঘ্যবিসর্জনম্

বিশেষার্ঘ্যপাত্রং মূলেন আমস্তকমুদ্ধৃত্য তৎ ক্ষীরং পাত্রান্তরেণাদায়—আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি। জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি। যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা॥

ইতি মন্ত্রেণ আত্মনঃ কুণ্ডলিন্যগ্নৌ হুত্বা শেষং প্রিয়শিষ্যায় দত্ত্বা তৎপাত্রমন্যানি চ হবিশ্‌শেষপ্রতিপত্তিপাত্রানি প্রক্ষাল্য অগ্নৌ প্রতাপ্য অবস্থাপয়েৎ॥

অথ যথাশক্তি ব্রাহ্মণান্ সুবাসিনীশ্চ ভোজয়িত্বা, স্বয়মপি ভুঞ্জীত॥ ইতি নিত্যক্রমবিধিঃ॥

অয়ং চ নিত্যক্রমঃ সূতকেঽপি কর্তব্যঃ। অত্র বচনানি শ্যামাক্রমে লিখিতানি। তত্র চ সকামৈর্মনসা, নিষ্কামৈর্যথোক্তমিতি বিশেষঃ। বালবৃদ্ধ-স্ত্রীমূঢ়ৈঃ যথাপ্রজ্ঞং কৃত্বা সপর্যা দোষৈর্ন লিপ্যতে[1]।

স্বয়ং সম্পাদ্য সর্বাণি শ্রদ্ধয়া সাধনানি যঃ।
পূজয়েৎ তৎপরো দেবীং স লভেতাখিলং ফলম্॥
পূজনেন ফলার্ধং স্যাদন্যদত্তৈস্তু সাধনৈঃ।
যথাকথঞ্চিদ্দেব্যর্চা বিধেয়া শ্রদ্ধয়াঽন্বিতৈঃ॥

পক্ষান্তরাণি চ—

অশক্তঃ কারয়েৎ পূজাং দদ্যাদ্ বাঽর্চনসাধনম্।
দানাশক্তঃ সপর্যাঽন্যং পশ্যেত্তৎপরমানসঃ॥

ইতি কল্পসূত্রপ্রকারঃ পরদেবতায়াঃ নিত্যক্রমবিধিঃ সমাপ্তঃ॥

বিশেষার্ঘ্যবিসর্জন

মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বিশেষার্ঘ্যপাত্র মস্তকপর্যন্ত তুলে ধরে সেই পাত্রের ক্ষীর অর্থাৎ বার্ক্ষ্যে মদ্য পাত্রান্তরে নিতে হবে। তার পর আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি। জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি। যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি। অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা[2]—এই মন্ত্র পড়ে স্বীয় কুণ্ডলিনী-অগ্নিতে অর্থাৎ কুণ্ডলিনীরূপী চিদগ্নিতে আহুতি দিতে হবে এবং হবিঃশেষ প্রিয় শিষ্যকে দিতে হবে। তারপর সেই পাত্র এবং অন্যান্য হবিঃশেষ-প্রতিপত্তিপাত্র ধুয়ে আগুনে সেঁকে রেখে দিতে হবে।

১। দোষৈর্বিলুপ্যতে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। "আর্দ্র অর্থাৎ সুরা জ্বলছে। এই জ্যোতি আমি। জ্যোতি জ্বলছে, ব্রহ্ম আমি, যে আছে সে আমি। ব্রহ্ম আমি। আমি আছি। ব্রহ্ম আমি। আমিই আমাকে আহুতি দিচ্ছি, স্বাহা।"

এবার ব্রাহ্মণদের ও সুবাসিনীকে যথাশক্তি ভোজন করিয়ে সাধক নিজে ভোজন করবেন।

এই নিত্যক্রম অর্থাৎ নিত্যকরণীয় কার্যপরম্পরা সূতকে অর্থাৎ জননমরণাশৌচেও অনুষ্ঠেয়। এ সম্বন্ধে বচন শ্যামাক্রমে লিখিত হয়েছে। এখানকার বিশেষত্ব হল সেখানে যা লিখিত হয়েছে তা সকাম সাধকেরা মনে মনে করবেন আর নিষ্কাম সাধকেরা যেমন কথিত হয়েছে তেমনি করবেন। বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোক এবং মূঢ় ব্যক্তিরা, যার যেমন বুদ্ধি, যে-পূজা করে তাকে দুর্বোধ বলা হয়।

যিনি শ্রদ্ধাসহকারে সমস্ত পূজোপকরণের ব্যবস্থা নিজে ক'রে দেবীর পূজা করেন তিনি পূজার সমগ্র ফল লাভ করেন। অন্যের দেওয়া উপকরণের দ্বারা পূজায় অর্ধেক ফল পাওয়া যায়। শ্রদ্ধাবান্‌দের যে-কোনো উপায়ে দেবীর পূজা করা উচিত।

পক্ষান্তরে বলা হয়েছে—কোনো পূজা করতে স্বয়ং অক্ষম হলে অন্যকে দিয়ে পূজা করাবেন অথবা পূজার উপকরণ দান করবেন। সেরূপ দানেরও ক্ষমতা না থাকলে পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তদ্‌গতচিত্ত হয়ে পূজা দর্শন করবেন।

পরদেবতার কল্পসূত্রবিহিত প্রকারের নিত্যক্রমবিধি সমাপ্ত হল।

সঙ্‌ক্ষেপার্চাবিধিঃ

নিত্যক্রমো মুখ্যালাভে প্রতিনিধিনাঽপি নির্বর্ত্যঃ। তত্র প্রথমস্য প্রতিনিধিঃ—তক্রং দধি বা গুড়মিশ্রং, সসৈন্ধবং পয়ঃ, ক্ষৌদ্রং গব্যং সর্পিঃ ক্ষীরং বা তাম্রপাত্রগতং, তিলাঃ শর্করা বা সলিলমিশ্রাঃ, তৈলং আরনালং কাংস্যপাত্রস্থং তপ্তং বা নারিকেলোদকং চ। অথ দ্বিতীয়স্য মূলকম্। তৃতীয়স্য তু লবণার্দ্রকপিণ্যাকনাগরগোধূমবিকারমাষলশুনানি। চতুর্থং তু মুখ্যমেব। পঞ্চমস্যাপরাজিতাপুষ্পং করবীরকুসুমং বেতি। এতন্মিশ্রণং তু সূত্রকারেণ অনুপাত্তম্। ডামরে তু—

মাংসানুকল্পোঽপূপঃ স্যান্মৎস্যস্য চ কদলাপি।
মৈথুনস্য কলত্রে স্যে তদলাভে তু যত্নতঃ॥

পাঠান্তরম্—

দ্বিতীয়স্য ত্বপূপঃ স্যাত্তৃতীয়স্য কদলাপি।
পঞ্চমস্য কলত্রে স্যে তদলাভে তু যত্নতঃ॥ ইতি।

নিত্যক্রমস্য প্রমাদাদিনা অতিক্রমে মূলশতজপঃ প্রায়শ্চিত্তমাম্নাতম্। নিত্য-নৈমিত্তিকৌ চ ক্রমৌ সুতশিষ্যাদিভিরপি কারয়িতুং শক্যতে ॥

সংক্ষেপ পূজাবিধি

মুখ্য দ্রব্য পাওয়া না গেলে প্রতিনিধির দ্বারাও নিত্যক্রমের সম্পাদন কর্তব্য। মদ্যের প্রতিনিধি—তক্র, গুড়মিশ্রিত দধি, সৈন্ধবলবণাক্ত জল, মধু, গব্য ঘৃত, তাম্রপাত্রস্থ দুগ্ধ, তিল অথবা জলমিশ্রিত শর্করা, তেল-মেশান কাঁজি, কাঁসার পাত্রে নারকেল জল বা গরম নারকেল জল। মাংসের প্রতিনিধি মূলো। মৎস্যের প্রতিনিধি—লবণ আদা পিণ্যাক শুঁঠ গমজাত দ্রব্য মাষকলাই ও রশুন। মুদ্রার বেলা মুখ্য দ্রব্যই বিহিত। পঞ্চমমকারের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি অপরাজিতাপুষ্প ও করবীরপুষ্প। উভয়ের মিশ্রণে পঞ্চমমকার হয়। কিন্তু পরশুরাম-কল্পসূত্রকার এদের মিশ্রণ ধরেন নি।

ভাষ্যে বলা হয়েছে—মাংসের অনুকল্প পিষ্টক। মৎস্যের অনুকল্প কলা। চেষ্টা করেও যদি পঞ্চমমকারের জন্য শক্তি পাওয়া না যায় তা হলে স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে তা সম্পন্ন করতে হবে।

এর পাঠান্তর—দ্বিতীয়ের অর্থাৎ মাংসের অনুকল্প পিষ্টক। তৃতীয়ের অর্থাৎ মৎস্যের অনুকল্প কলা। চেষ্টা করেও যদি পঞ্চমমকারের জন্য শক্তি পাওয়া না যায় তা হলে স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে তা সম্পন্ন করতে হবে।

ভুল বশতঃ যদি নিত্যক্রমভঙ্গ হয় তা হলে মূলমন্ত্রের শতজপের দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয়েছে। নিত্যক্রম ও নৈমিত্তিকক্রম পুত্র এবং শিষ্যাদির দ্বারাও সম্পন্ন করান যায়।

সংক্ষেপার্চনানি

তানি চ বিস্তরাশক্তানাং রাজবনিতাহহদীনাং রাজ্যক্ষোভদুর্ভিক্ষ-জ্বরাত্যাপৎসু চ কর্তব্যানি। তত্র চতুর্দশাম্নায়াবরণষট্কসমর্চনং কুর্যাদিত্যেকঃ পক্ষঃ। (ক্রমো নির্বর্ত্যঃ।) অষ্টাম্নায়াদৃত্তিত্রয়সপর্যেতি দ্বিতীয়ঃ। আয়ুধা-র্চনসহিতকামেশ্বর্যাদিচতুষ্টয়ার্চনং তৃতীয় ইতি। পক্ষান্তরাণি চ—

অশক্তঃ কারয়েৎ পূজাং দদ্যাদ্বাহর্চনসাধনম্।
দানাশক্তঃ সপর্যাং তু পশ্যেত্তৎপরমানসঃ ॥ ইতি ॥

অনাপদি তু কৃতান্যেতান্যনিষ্টাপাদকানি ॥

সংক্ষেপে অর্চনা

রাজ্যাভিভব দুর্ভিক্ষ জ্বর ইত্যাদি আপৎকালে বিস্তৃতভাবে অর্চনা করতে অক্ষম রাজা নারী ইত্যাদির পক্ষে সংক্ষেপে অর্চনা কর্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে এক পক্ষের মত—চতুর্দশার-আদি আবরণষট্‌কের অর্চনা করতে হবে। দ্বিতীয় পক্ষের মত—(ক্রম সম্পাদন ক'রে) অষ্টার-আদি বেষ্টনত্রয়ের অর্চনা করতে হবে। তৃতীয় পক্ষের মত—আয়ুধপূজার সহিত কামেশ্বরী-আদি চতুষ্টয়ের পূজা করতে হবে। অন্যান্য পক্ষের মতে—স্বয়ং পূজা করতে অক্ষম ব্যক্তি অন্যকে দিয়ে পূজা করাবেন অথবা পূজোপকরণ প্রদান করবেন। এরূপ দানে যিনি অক্ষম তিনি তদ্গতচিত্ত হয়ে আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত পূজা দর্শন করবেন।

আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এরূপ অর্চনা করলে তা অনিষ্টসম্পাদক হবে।

ক্রত্বর্থনিয়মঃ

কৃষ্ণাষ্টমীতচ্চতুর্দশ্যমাপূর্ণিমাসঙ্ক্রান্তিসংজ্ঞেষু পর্বসু পঞ্চসু সবিশেষৈঃ সাধনৈঃ আরাধয়েৎ। তৎপ্রকারস্তু নৈমিত্তিকপ্রকরণে বক্ষ্যতে। নিত্য-নৈমিত্তিকক্রমৌ চ শিষ্যসুতাদিভিরপি কারয়িতুং শক্যতে॥

শ্রীললিতোপাসকো নেক্ষুখণ্ডং ভক্ষয়েৎ। ন দিবা স্মরেদ্ বার্তালীম্। ন জুগুপ্সেত সিদ্ধদ্রব্যাণি। ন কুর্যাৎ স্ত্রীষু নিষ্ঠুরতাম্। বীরস্ত্রিয়ং ন গচ্ছেৎ। ন তং হন্যাৎ। ন তদ্দ্রব্যমপহরেৎ। নাত্মেচ্ছয়া মপঞ্চকমুররীকুর্যাৎ। কুলভ্রষ্টৈঃ সহ নাসীত। ন বহু প্রলপেৎ। যোষিতং সম্ভাষমাণামপ্রতিসম্ভাষমাণো ন গচ্ছেৎ। কুলপুস্তকানি গোপায়েৎ। এতে ক্রত্বর্থনিয়মাঃ অকরণে ক্রতু-বৈগুণ্যাপাদকাঃ সাধকেন অবশ্যমনুষ্ঠেয়াঃ। অন্যাংশ্চ দীক্ষাক্রমোক্তান্ সাময়িকানামাচারান্ অনুতিষ্ঠেৎ। অনিশমাত্মানং কামকলাক্ষরং শ্রীদেবী-রূপং ভাবয়েৎ। এবং বর্তমানস্য কুলনিষ্ঠস্য সর্বতঃ কৃতকৃত্যতা। শরীর-বিমোকে চ শ্বপচগৃহকাশ্যোর্নান্তরম্। স এব জীবন্মুক্তঃ সুখী বিহরেদিতি॥

যজ্ঞার্থে নিয়ম

কৃষ্ণাষ্টমী কৃষ্ণচতুর্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি নামক পঞ্চ পর্বে বিশেষ উপকরণের দ্বারা আরাধনা করতে হবে। নৈমিত্তিকপ্রকরণে তার প্রকার বলা হবে। শিষ্যপুত্রাদির দ্বারা নিত্যক্রম ও নৈমিত্তিকক্রম সম্পন্ন করান যায়।

ললিতার উপাসকের পালনীয় নিয়ম—ইক্ষুখণ্ড ভক্ষণ করবেন না। দিনের বেলা বারাহীকে স্মরণ করবেন না। সিদ্ধদ্রব্যের নিন্দা করবেন না। নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করবেন না। বীরাচারী সাধকের স্ত্রীগমন করবেন না। বীরাচারী সাধককে বধ করবেন না। তাঁর দ্রব্য অপহরণ করবেন না। নিজে ইচ্ছে ক'রে পঞ্চমকার স্বীকার করবেন না। কুলমার্গভ্রষ্টদের সঙ্গে বসবেন না। বেশী কথা বলবেন না। কোনো নারী সম্ভাষণ করলে তাঁকে প্রতিসম্ভাষণ না করে চলে যাবেন না। কুলমার্গের পুস্তকসমূহ রক্ষা করবেন। এই সব যজ্ঞার্থনিয়ম পালন না করলে তাতে যজ্ঞবৈগুণ্য হয়। সাধককে এগুলি অবশ্যই পালন করতে হবে। দীক্ষাক্রমে কথিত অন্য সব সাময়িকদের আচারেরও অনুষ্ঠান তাঁকে করতে হবে। সাধক সতত আপনাকে কামকলাত্মক দেবীরূপে ভাবনা করবেন। যে-কুলনিষ্ঠ সাধক এমনি নিয়ম পালন করে চলেন তাঁর সর্বত্র কৃতকৃত্যতা। দেহত্যাগকালে তিনি চণ্ডালগৃহেই থাকুন আর কাশীতেই থাকুন তাতে কোনো পার্থক্য হবে না। এরূপ সাধকই জীবন্মুক্ত হয়ে সুখে বিচরণ করেন।

শ্রীচক্রলেখনোপায়ঃ

অথ প্রাক্স্মৃতিতঃ শ্রীচক্রলেখনপ্রকারঃ সুবোধতমো লিখ্যতে॥

অত্রেয়ং পরিভাষা—ঈশানাগ্নেয়োর্বা বায়ব্যাদিনৈঋর্ত্যোর্বা রেখা তির্যগ্রেখেত্যুচ্যতে। তস্যা এবাগ্রদ্বয়াদাকৃষ্টে প্রতীচ্যাং প্রাচ্যাং বা মেলিতে চ পার্শ্বরেখে ইত্যুচ্যতে। রেখোপরি রেখান্তরস্যারোহে তয়োর্যোগস্থানং সন্ধিঃ। ঈদৃশঃ রেখাত্রয়যোগো মর্ম। সাধকো যদাশাঽভিমুখঃ সৈব প্রাচী। তদিতরা প্রতীচী। প্রত্যগগ্রং ত্রিকোণং শক্তিঃ। প্রাগগ্রং তু শিবো বহ্নিশ্চেত্যুচ্যতে ইতি।

প্রথমং ঈশানাগ্নেয়ান্ত-তদাদিবারুণান্ত-তদাদীশানান্তাং রেখামভিলিখ্য শক্তিং নিষ্পাদয়েৎ। ইদং মধ্যত্রিকোণং ভবতি। মধ্যস্থং হি বিন্দুস্থানমামনন্তি। অথাস্য মধ্যতঃ পার্শ্বরেখাদ্বয়নির্ভেদপূর্বকং প্রাগ্‌বহ্ন্যন্তরং কল্পয়েৎ। অত্র সন্ধিদ্বয়ং জায়তে। ততো দ্বিতীয়শক্তিমধ্যতঃ তৎপার্শ্বরেখাদ্বয়ং নির্ভেদ্য চ তাং প্রথমশক্ত্যগ্রসংলগ্নাং তির্যগ্রেখামালিখ্য তদগ্রাকৃষ্টাভ্যাং পক্ষরেখাভ্যাং সন্ধিদ্বয়ভেদনং শিবত্রিকোণং কুর্যাৎ। এতাবতা অষ্টকোণং সম্পদ্যতে। এতদেব মধ্যত্রিকোণেন সহ নবযোনিচক্রমিতি কীর্ত্যতে। ইহ সন্ধয়ঃ ষট্ মর্মণী দ্বে চ সিধ্যন্তি। অথ প্রাচীং তির্যগ্রেখাদ্বয়তোঽপ্যতিবর্ধ্য তদাকৃষ্টাভ্যাং প্রথমবহ্নিপক্ষকোণাগ্রসংলগ্নাভ্যাং পার্শ্বরেখাভ্যাং শক্তিং

জনয়েৎ। এবং প্রতীচীঃ তির্যগ্রেখামুভয়তোঽপ্যভিবর্ধ্য তদগ্রাকৃষ্টাভ্যাং প্রথমশক্তিপঙ্ককোণাগ্রস্পৃষ্টাভ্যাং পার্শ্বরেখাভ্যাং শিবং সাধয়েৎ। ততো মধ্যত্রিকোণপার্শ্বরেখে ঐশান্যামাগ্নেয্যাং চাভিবর্ধ্য তদগ্রয়োঃ প্রথমলিখিতবহ্ন্যগ্রে চ সংসক্তাং তির্যগ্রেখামালিখেৎ। এবং প্রথমলিখিতবহ্নেরপি পার্শ্বরেখে অভিবর্ধ্য তদগ্রয়োঃ দ্বিতীয়শক্ত্যগ্রে চ সংসক্তাং তির্যগ্রেখাং বিলিখেৎ। তদিদমন্তর্দশারং ভবতি। অত্র মর্মাণি ষট্ সন্ধয়ো দ্বাদশ চ নিষ্পদ্যন্তে। অথ বিদ্যমানাসু পঞ্চসু তির্যগ্রেখাসু প্রথমাং চরমাং চ উভয়তোঽভিবর্ধ্য তত্তদগ্রাকৃষ্টাভিঃ পার্শ্বরেখাভিঃ তৃতীয়শক্তিপঙ্ককোণশিখাবর্জং ইতরকোণাষ্টকাগ্রস্পর্শিনৌ শক্তিশিবৌ সমুৎপাদয়েৎ। ততঃ প্রথমবর্ধিতা মধ্যশক্তিপ্রথমবহ্নিপার্শ্বরেখাস্তত্তদ্বিদিক্ষু সংবর্ধ্য তত্তদগ্রাকৃষ্টে অন্তর্দশারীয়প্রাক্প্রত্যক্কোণশিখাসম্পৃক্তে রেখে সমালিখেৎ। তদেতদ্বহির্দশারং ভণ্যতে। ইহ মর্মাণি দশ সন্ধয়োঽষ্টাদশ চোন্মীলন্তি। অথ সপ্তসু তির্যগ্রেখাসু ষষ্ঠদ্বিতীয়ে পূর্বসম্বর্ধিত এব রেখে উভয়তঃ সংবর্ধ্য তত্তদগ্রাকৃষ্টাভিঃ বহির্দশারস্য প্রাক্প্রত্যক্ত্রিকোণশিখরসংসর্গবর্জমিতরকোণাষ্টকশিখরসম্পৃক্তাভিঃ পার্শ্বরেখাভিঃ শক্তিং শিবং চ সমুন্মীলয়েৎ। ততশ্চতুর্থশক্তিপার্শ্বরেখে সর্বপ্রাচীনাং তির্যগ্রেখাং চোভয়তোঽপ্যভিবর্ধ্য মেলয়েৎ। এবং তৃতীয়বহ্নিপার্শ্বরেখে সর্বপ্রতীচ্যাং তির্যগ্রেখাং চোভয়তস্সম্বর্ধ্য মেলয়েৎ। ততঃ প্রথমশক্তিপ্রথমশিবয়োঃ পার্শ্বরেখে দ্বে তত্তদ্বিদিক্ষু সমভিবর্ধ্য তত্তদগ্রতশ্চতুর্থশক্তিতৃতীয়শিবশিখরচুম্বিতির্যগ্রেখাযুগলমালিখেৎ। তদিদং চতুর্দশারং ভবতি। অত্র মর্মাণি অষ্টাদশ, সন্ধয়ঃ চতুর্বিংশতিঃ, শক্তয়ঃ পঞ্চ, বহ্নয়শ্চত্বারঃ, পার্শ্বয়োঃ ডমরবোঽষ্টৌ, ত্রিকোণানি চ সংহত্য ত্রিচত্বারিংশৎ সম্পদ্যন্তে। অথাস্য পরিতঃ কর্ণিকাবৃত্তং বিলিখ্য তৎসংসক্তান্যসন্ধীনি দলান্যষ্টৌ কল্পয়েৎ। তদিদমষ্টদলমিতি ব্যবহ্রিয়তে। অসন্ধিত্বং নাম কেশরাভাববত্ত্বম্, শ্রীচক্ররাজে কেসরনিষেধদর্শনাৎ। অথ তদভিতঃ পুনঃ কর্ণিকাবৃত্তং নিষ্পাদ্যাঽসন্ধীনি পত্রাণি ষোড়শ নির্মিমীত। তদিদং ষোড়শদলং সঙ্কথ্যতে। অথ তদ্বহির্মর্যাদাবৃত্তত্রয়ং পরিকল্প্য তৎপরিতঃ চতুরস্ররেখাত্রয়েণ চতুর্দ্বারং ভূপুরং সমুদ্ভাবয়েৎ॥ ইতি শ্রীচক্রলেখনপ্রকারঃ॥

শ্রীচক্রের লেখনোপায়

এবার পূর্বে সূচিত শ্রীচক্রলেখার উপায় সবচেয়ে বোধগম্য ক'রে লিখিত হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি এই—ঈশানকোণ থেকে অগ্নিকোণপর্যন্ত অথবা বায়ুকোণ থেকে নৈঋ'তকোণ পর্যন্ত রেখাকে বলে তির্যগ্-

রেখা। এই রেখার দুই মাথা থেকে টেনে পূর্বে বা পশ্চিমে যে-রেখাগুলিকে মিলান হয় তাদের বলে পার্শ্বরেখা। এক রেখার উপর দিয়ে অন্যরেখা টানা হলে উভয়ের সংযোগস্থানকে বলা হয় সন্ধি। এই সন্ধির উপর দিয়ে যদি আরেকটি রেখা চলে যায় তা হলে এই তিন রেখার সংযোগস্থানকে বলা হয় মর্ম। সাধক যেদিকে মুখ করে বসেন তাই পূর্বদিক্, তার উল্টো দিক্ পশ্চিম। পশ্চিমাভিমুখ ত্রিকোণকে বলে শক্তি আর পূর্বাভিমুখ ত্রিকোণকে শিব অথবা বহ্নি।

প্রথমে ঈশান কোণ থেকে অগ্নিকোণ পর্যন্ত, তারপর অগ্নিকোণ থেকে পশ্চিম দিক্ এবং সেখান থেকে ঈশান কোণ পর্যন্ত রেখা এঁকে তা মিলিত ক'রে শক্তিত্রিকোণ রচনা করতে হবে। এইটি হবে মধ্যত্রিকোণ। এর মধ্যেই বিন্দুস্থান ভাবনা করা হয়। এবার এই শক্তিত্রিকোণের মধ্য থেকে পার্শ্বরেখা ভেদ ক'রে পূর্বের মতো আরেকটি শক্তিত্রিকোণ আঁকতে হবে। এতে দুটি সন্ধি সৃষ্ট হবে। তারপর দ্বিতীয় শক্তিত্রিকোণের মধ্য থেকে তার পার্শ্বরেখাদ্বয় ভেদ ক'রে প্রথম শক্তিত্রিকোণাগ্রসংলগ্ন তির্যগ্‌রেখা এঁকে তার প্রান্ত থেকে টানা পার্শ্বরেখা দুটি দ্বারা পূর্বোক্ত সন্ধিদ্বয় ভেদ ক'রে শিবত্রিকোণ রচনা করতে হবে। এ সবের দ্বারা অষ্টকোণ রচিত হল। মধ্যত্রিকোণ সহ এই অষ্টকোণকে নবযোনিচক্র বলা হয়। এতে ছটি সন্ধি ও দুটি মর্ম রচিত হল। এর পর পূর্ব দিকে তির্যগ্‌রেখা উভয়তঃ বাড়িয়ে তার প্রান্ত থেকে টানা ও প্রথম শিব-ত্রিকোণপক্ষকোণাগ্রসংলগ্ন পার্শ্বরেখা দ্বারা শক্তিত্রিকোণ রচনা করতে হবে। এমনি পশ্চিম দিকে তির্যগ্‌রেখা উভয়তঃ বাড়িয়ে তার প্রান্ত থেকে টানা ও প্রথম শক্তিত্রিকোণপক্ষকোণাগ্রসংলগ্ন পার্শ্বরেখা দ্বারা শিবত্রিকোণ রচনা করতে হবে। তারপর মধ্যত্রিকোণের পার্শ্বরেখাদ্বয় ঈশান ও অগ্নি কোণের দিকে বাড়িয়ে উভয়ের অগ্র সংযোগ ক'রে ও প্রথমাঙ্কিত শিবত্রিকোণাগ্রসংসক্ত ক'রে তির্যগ্‌রেখা আঁকতে হবে। এইভাবে প্রথমাঙ্কিত শিবত্রিকোণের ও পার্শ্বরেখাদ্বয় বাড়িয়ে তাদের অগ্র সংযোগ ক'রে ও দ্বিতীয়শক্তিত্রিকোণাগ্র-সংসক্ত ক'রে তির্যগ্‌রেখা আঁকতে হবে। এই হবে অন্তর্দশার। এতে ছটি মর্ম ও বারটি সন্ধি সৃষ্ট হবে। অতঃপর বিদ্যমান পাঁচটি তির্যগ্‌রেখার প্রথমটি ও শেষটি উভয়তঃ বাড়িয়ে তা থেকে টানা পার্শ্বরেখাচতুষ্টয়ের দ্বারা তৃতীয়-শক্তিত্রিকোণের পক্ষকোণশিখা এড়িয়ে তদ্‌ভিন্ন কোণাষ্টকাগ্রস্পর্শী শক্তি-ত্রিকোণ ও শিবত্রিকোণ রচনা করতে হবে। তারপর প্রথমরচিত মধ্যশক্তি-ত্রিকোণের পার্শ্বরেখাদ্বয় ও প্রথম শিবত্রিকোণের পার্শ্বরেখাদ্বয় সেই সেই দিকে

বাড়িয়ে তা থেকে অন্তর্দশারের পূর্ব ও পশ্চিম কোণশিখাসম্পৃক্ত রেখাদ্বয় আঁকতে হবে। একে বলা হয় বহির্দশার। এতে দশটি মর্ম এবং আঠারটি সন্ধি প্রকাশিত হবে। এর পর সব তির্যগ্‌রেখার মধ্যে ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় তির্যগ্‌-রেখা, যা পূর্বেই বাড়ান হয়েছে, তা উভয়তঃ বাড়িয়ে তা থেকে, বহির্দশারের পূর্ব ও পশ্চিম ত্রিকোণশিখা এড়িয়ে, তদ্‌ভিন্ন কোণাষ্টকশিখরসম্পৃক্ত রেখা টেনে শক্তিত্রিকোণ ও শিবত্রিকোণ রচনা করতে হবে। তারপর চতুর্থশক্তি-ত্রিকোণের পার্শ্বরেখাদ্বয় এবং সবচেয়ে পূর্বদিকের তির্যগ্‌রেখা উভয়তঃ বাড়িয়ে মিলিয়ে দিতে হবে। এইভাবে তৃতীয়শিবত্রিকোণের পার্শ্বরেখাদ্বয় এবং সবচেয়ে পশ্চিম দিকের তির্যগ্‌রেখা উভয়তঃ বাড়িয়ে মিলিয়ে দিতে হবে। তার পর প্রথমশক্তিত্রিকোণের পার্শ্বরেখাদ্বয় ও প্রথমশিবত্রিকোণের পার্শ্ব-রেখাদ্বয় সেই সেই কোণের দিকে বাড়িয়ে তাদের অগ্র থেকে চতুর্থ শক্তিত্রিকোণ ও তৃতীয়শিবত্রিকোণের শিখরচুম্বী তির্যগ্‌রেখাদ্বয় আঁকতে হবে। এইটি হবে চতুর্দশার। এতে সৃষ্ট হবে আঠারটি মর্ম, চব্বিশটি সন্ধি, পাঁচটি শক্তি-ত্রিকোণ আর চারটি শিবত্রিকোণ, উভয় পার্শ্বে আটটি ডমরু আর সব মিলিয়ে ত্রিকোণ তেতাল্লিশটি। এবার এর চারদিকে কর্ণিকাবৃত্ত এঁকে তৎসংসক্ত অসন্ধীতে অষ্টদল আঁকতে হবে। একেই বলা হয় অষ্টদল। কেসরের অভাব অসন্ধী। শ্রীচক্রে কেসর নিষিদ্ধ বলে এরূপ করা হয়। এবার তার চারদিকে আরেকটি কর্ণিকাবৃত্ত এঁকে তৎসংসক্ত অসন্ধীতে ষোলটি দল আঁকতে হবে। একে বলা ষোড়শদল। এবার বাইরে তিনটি সীমাবৃত্ত এঁকে তার চারধারে তিনটি চতুরস্ররেখাদ্বারা চতুর্দ্বারযুক্ত ভূপুর রচনা করতে হবে। এই হল শ্রীচক্রলেখনপ্রকার।

শ্রীচক্রপ্রস্তারভেদাঃ

এতৎপ্রতিষ্ঠাপনমন্ত্রঃ প্রাগুক্ত এব। সুবর্ণাদিনির্মিতস্য যন্ত্রস্য তু দ্বৌ প্রস্তারৌ—ভৌমো, মৈরবশ্চেতি। তত্র পলদ্বয়পরিমাণে চতুরঙ্গুলবিস্তৃতপট্টে ঊর্ধ্ব-রেখাঽষ্টকো বিন্দ্বাদিভূপুরান্তরচনাক্রমো ভূপ্রস্তারঃ। মৈরবপ্রস্তারস্ত্রিবিধঃ। তত্র ভূপুরমারভ্য চক্রত্রিকত্রিকং সৃষ্টিস্থিতিসংহারপদৈঃ ব্যপদিশ্যতে। তেষু সৃষ্টি-চক্রাৎ স্থিতিচক্রমুন্নতম্। ততোঽপি সংহারচক্রমুচ্ছ্রিতম্। ইত্যেকঃ পক্ষঃ। ভূপুরাৎ পত্রদ্বয়মুন্নতম্। তস্মাৎ চতুর্দশারাদিমটুকং উদগ্রমিতি দ্বিতীয়ঃ। ভূপুরাদিবিন্দ্বন্তানি নবাপি চক্রাণি পূর্বপূর্বস্মাদুত্তরোত্তরং উন্নতানীতি তৃতীয়ঃ। অত্র—

চতুরস্রং সমারভ্য নবচক্রাণ্যনুক্রমাৎ।
উন্নতোন্নতমামধ্যাচ্চক্রং স্যান্নিধনেধনম্ ॥ ইতি ॥

চরমপক্ষপ্রতিপাদকে তন্ত্ররাজবচনগতে "নিধনেধনং" ইতি পদে "উরসিলোমঃ" ইত্যাদিবৎ ব্যধিকরণবহুব্রীহিঃ। চরমে বয়সি ধনপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। সম্পদনুভবদশায়ামেব নিধনমাপ্নোতি ন তু তদ্ধ্রাসকালে ইতি যাবৎ। প্রাঞ্চস্তু ধনলাভোত্তরং নিধনং ভবতীতি সপ্তমীদ্বিতীয়য়োঃ ব্যত্যয়ং বিধায় নিন্দাপরতয়া ব্যাচক্ষতে। তত্র মূলং ত এব জানত ইতি দিক্ ॥

শ্রীচক্রের প্রস্তারভেদ

শ্রীচক্রের প্রতিষ্ঠামন্ত্র পূর্বেই বলা হয়েছে। সুবর্ণাদিনির্মিত যন্ত্রের দুটি প্রস্তার—(১) ভৌম (২) মৈরব। দুই পল মাপের চার আঙুল বিস্তৃত পট্টে উর্ধ্বরেখাত্মক, বিন্দু থেকে ভূপুর পর্যন্ত, রচনাক্রম ভৌমপ্রস্তার। মৈরব প্রস্তার ত্রিবিধ। ভূপুর থেকে আরম্ভ ক'রে সৃষ্টি[1] স্থিতি[2] সংহার[3] নামে তিনটি তিনটি ক'রে চক্র নির্দেশ করা হয়। তার মধ্যে সৃষ্টিচক্র থেকে স্থিতিচক্র উঁচুতে, স্থিতিচক্র থেকে সংহারচক্র উঁচুতে, এই এক প্রকার। ভূপুর থেকে অষ্টদলপদ্ম ও ষোড়শদলপদ্ম উঁচুতে। তা থেকে চতুর্দশারাদি ছটি চক্র উঁচুতে। এই দ্বিতীয় প্রকার। ভূপুর থেকে বিন্দু পর্যন্ত নয়টি চক্রের প্রত্যেকটি তার পূর্ববর্তীটির চেয়ে উঁচুতে। এই হল তৃতীয় প্রকার। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—চতুরস্রাদি নয়টি চক্র পৌর্বাপর্যানুসারে ক্রমোচ্চ হয়ে সমাপ্ত হবে।

মৈরবপ্রস্তারের শেষপ্রকার-প্রতিপাদক তন্ত্ররাজতন্ত্রবচনের অন্তর্গত 'নিধনেধনং' এই পদে, 'উরসিলোম' এই পদে যেমন, তেমনি ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়েছে। পদটির অর্থ চরম বয়সে ধনপ্রাপ্তি। সম্পদবৃদ্ধির অবস্থায়ই সমাপ্তি প্রাপ্ত হবে, তার হ্রাসের অবস্থায় নয়, এইটি বুঝান হয়েছে। প্রথম কথা, ধনলাভের পর সমাপ্তি হবে, সমস্যমান পদদ্বয়ে সপ্তমী ও দ্বিতীয়া বিভক্তির বৈপরীত্য বিধান করে নিন্দা অর্থে এই কথা বলেছেন। এর মূল কোথায় তা তাঁরাই জানেন। এই হল পক্ষ অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন প্রকার।

১। ভূপুর, ষোড়শদলপদ্ম ও অষ্টদলপদ্ম এই তিনটি সৃষ্টিচক্র।
২। চতুর্দশার, বহির্দশার ও অন্তর্দশার এই তিনটি স্থিতিচক্র।
৩। অষ্টার, ত্রিকোণ এবং বিন্দু এই তিনটি সংহারচক্র।
দ্রঃ বামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণব ১।৪৭-এর সেতুবন্ধ, পৃঃ ২২২

শ্রীচক্রপ্রতিষ্ঠাপনবিধিঃ

দীক্ষাপ্রকরণোক্তে শুভে দিবসে কৃতাহ্নিকঃ সাধকো গণপতিমারাধ্য ব্রাহ্মণৈঃ স্বস্তি বাচয়িত্বা আচম্য প্রাণানায়ম্য দেশকালৌ সঙ্কীর্ত্য অমুকগোত্রোঽমুকশর্ম্মবর্ম্মাদিরহং মহাত্রিপুরসুন্দরীমারাধয়িষ্যন্ শ্রীচক্ররাজ-প্রতিষ্ঠাপনং করিষ্য ইতি সঙ্কল্প্য দুগ্ধদধিঘৃতশকৃন্মূত্রাত্মকং পঞ্চগব্যমানীয় সম্মিশ্র্য হৌঁ ইতি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতবারানভিমন্ত্র্য তত্র প্রণবেন যন্ত্রং নিক্ষিপ্য তত উদ্ধৃত্য পাত্রান্তরে নিধায়, মিশ্রিতেন গোদুগ্ধদধিঘৃতমধুশর্করাত্মকেন পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য ধূপয়েৎ। অথ প্রত্যেকং দুগ্ধাদিভিঃ ক্রমেণ অন্তরান্তরা ধূপনপূর্ব্বকং স্নপয়িত্বা পুনর্মিশ্রিতৈশ্চ তৈঃ স্নপয়েৎ। ততোঽষ্টাসু দিক্ষু শালিতণ্ডুলপুঞ্জোপরি নিহিতৈঃ নূতনবসনবেষ্টিতৈঃ গন্ধপুষ্পার্চিতৈঃ কুঙ্কুম-রোচনাচন্দনকস্তূরীসুরভিসুশীতলসলিলপূর্ণৈঃ কুশাগ্রেণ স্পৃষ্ট্বা মূলেনাষ্টোত্তর-শতবারানভিমন্ত্রিতৈঃ সৌবর্ণাদিমার্ত্তিকান্তান্যতমৈরষ্টভিঃ কলশৈরভিষিঞ্চেৎ। ইহ সর্ব্বমপি পঞ্চগব্যাদিকং স্নানং মূলমন্ত্রকরণকমেব। অথ যন্ত্রং ধৌতেন বাসসা পরিমৃজ্য পীঠে নিধায় কুশাগ্রৈঃ স্পৃশন্—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি। তন্নো যন্ত্রং প্রচোদয়াৎ॥ ইতি—যন্ত্রগায়ত্রীং অষ্টোত্তরশতবারানাবর্ত্য আত্মনো ভূতশুদ্ধ্যাদিমাতৃকান্তন্যাসান্তং কৃত্বা যন্ত্রং করেণ সংস্পৃশ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাৎ। যথা—

অস্য শ্রীযন্ত্ররাজপ্রাণপ্রতিষ্ঠামহামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ। ঋগ্‌যজুস্-সামাথর্ব্বাণি ছন্দাংসি। চৈতন্যং দেবতা। আঁ বীজম্। হ্রীঁ শক্তিঃ। ক্রোঁ কীলকম্। মম শ্রীচক্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠায়ৈ জপে বিনিয়োগঃ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং কং খং গং ঘং ঙং পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাত্মনে আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥

৩ ইঁ চং ছং জং ঝং ঞং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মনে ঈং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ॥

৩ উং টং ঠং ডং ঢং ণং শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাত্মনে ঊং মধ্যমাভ্যাং নমঃ॥

৩ এং তং থং দং ধং নং বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মনে ঐঁ অনামিকাভ্যাং নমঃ।

৩ ওঁ পং ফং বং ভং মং বচনাদানবিহরণবিসর্গানন্দাত্মনে ঔং কনিষ্ঠি-কাভ্যাং নমঃ॥

ও অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তান্তঃকরণাত্মনে অঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥ এবং হৃদয়াদিন্যাসঃ ॥

ধ্যানম্—

রক্তাম্ভোধিস্থপোতোল্লসদরুণসরোজাধিরূঢ়া করাব্জৈঃ
পাশং কোদণ্ডমিক্ষূদ্ভবমলিগুণমপ্যঙ্কুশং পঞ্চবাণান্ ।
বিভ্রাণাঽসৃক্কপালং ত্রিনয়নলসিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা
দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু সুখকরী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীচক্রস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ ॥

ও ওঁ…সঃ শ্রীচক্রস্য জীবঃ ইহ স্থিতঃ ॥

ও ওঁ…সঃ শ্রীচক্রস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি ॥

ও ওঁ…সঃ শ্রীচক্রস্য বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রজিহ্বাঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা ॥ ইতি ॥

যন্ত্রান্তরপ্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং তত্তন্মন্ত্রাঃ উহ্যাঃ কার্যঃ। অথ তত্র শ্রীক্রমোক্তেন বিধিনা দেবীমাবাহ্য অভ্যর্চ্য যন্ত্রং কুশাগ্রৈঃ স্পৃশন্ মূলমষ্টোত্তরং সহস্রং শতং বা বারানাবর্ত্য হোমপ্রকরণোক্তেন ক্রমেণ অষ্টোত্তরশতমাজ্যাহুতীঃ মূলেন হুত্বা সম্পাতাজ্যং মধ্যে মধ্যে যন্ত্রে অবনীয় সব্যঞ্জনেন অন্নেন সর্বভূতবলিং প্রদায় হোমশেষং সমাপ্য গুরবে সুবর্ণমুদ্রালঙ্কৃতাং গাং বসনাভরণানি চ প্রদায় দেবীমুদ্দিশ্য কুমারীং যোগিনীং ব্রাহ্মণাংশ্চ ভোজয়েৎ। ইমাং চ যন্ত্রপ্রতিষ্ঠাং গুর্বাদিনা বা কারয়েৎ। ইতি বামকেশ্বরতন্ত্রীয়ো যন্ত্রপ্রতিষ্ঠাপনবিধিঃ ॥

শ্রীচক্রপ্রতিষ্ঠাপনবিধি

দীক্ষাপ্রকরণে কথিত শুভ দিনে সাধক আহ্নিক ক'রে গণপতির আরাধনা করবেন এবং ব্রাহ্মণদের দিয়ে স্বস্তিবাচন করাবেন। এর পর আচমন ক'রে প্রাণায়াম করবেন এবং দেশ ও কালের উল্লেখ ক'রে অমুক গোত্রের অমুক শর্মা বা বর্মা ইত্যাদি আমি মহাত্রিপুরসুন্দরীর আরাধনায় ব্রতী হয়ে শ্রীচক্ররাজ প্রতিষ্ঠাপন করব এই সঙ্কল্প করবেন। এর পর দুগ্ধ দধি ঘৃত গোময় ও গোমূত্র এই পঞ্চ গব্য এনে তা মিশ্রিত করবেন এবং হৌঁ এই বীজমন্ত্রে একশ আটবার অভিমন্ত্রিত ক'রে ওঁ উচ্চারণ ক'রে তাতে যন্ত্র নিক্ষেপ করবেন। তার পর তা থেকে যন্ত্র উঠিয়ে নিয়ে অন্য পাত্রে রাখবেন। এবার গোদুগ্ধ দধি ঘৃত মধু ও শর্করা মিশ্রিত ক'রে যে পঞ্চামৃত প্রস্তুত হয় তা দিয়ে যন্ত্রকে স্নান করিয়ে

ধূপিত করবেন। এবার দুগ্ধাদি প্রত্যেক বস্তু দিয়ে যথাক্রমে একবার স্নান করিয়ে ধূপিত করতে হবে। দুগ্ধ দিয়ে স্নান করিয়ে ধূপিত ক'রে তারপর দধি দিয়ে স্নান করিয়ে ধূপিত করতে হবে এইভাবে। আবার মিশ্রিত পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করাতে হবে। তারপর আট দিকে শালিতণ্ডুল পুঞ্জ করে সাজিয়ে তার উপর সোনা থেকে আরম্ভ ক'রে মাটি পর্যন্ত যে-কোনো বস্তুনির্মিত আটটি কলস স্থাপন করতে হবে এবং নূতন কাপড় দিয়ে কলশগুলিকে বেষ্টন ক'রে গন্ধপুষ্পের দ্বারা পূজা করতে হবে। এবার কুঙ্কুম গোরচনা চন্দন ও কস্তুরী দ্বারা সুরভিত শীতল জলে কলশগুলি পূর্ণ ক'রে কুশাগ্র দিয়ে স্পর্শ ক'রে মূলমন্ত্র একশ আটবার উচ্চারণ করে অভিমন্ত্রিত করতে হবে এবং সেই জলে যন্ত্রকে স্নান করাতে হবে। এখানে পঞ্চগব্যাদিস্নান সবই মূলমন্ত্র পড়ে করতে হবে। এর পর ধৌত বস্ত্রের দ্বারা যন্ত্র পরিমার্জিত ক'রে পীঠে স্থাপন করতঃ কুশাগ্রের দ্বারা স্পর্শ ক'রে 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি। তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ'। এই যন্ত্রগায়ত্রী একশ আটবার আবৃত্তি করতে হবে এবং নিজের ভূতশুদ্ধি থেকে আরম্ভ ক'রে মাতৃকান্যাস পর্যন্ত সব ক্রিয়া সম্পন্ন ক'রে যন্ত্র হাতে স্পর্শ করতঃ তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার বিধান—এই শ্রীযন্ত্ররাজপ্রাণপ্রতিষ্ঠামহামন্ত্রের ঋষি[১]—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ; ছন্দ—ঋক্ যজু সাম অথর্ব ; দেবতা—চৈতন্য ; বীজ—আঁ ; শক্তি—হ্রীঁ ; কীলক—ক্রোঁ, বিনিয়োগ[২] আমার-শ্রীচক্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জপে।

এবার করাঙ্গন্যাস। তার মন্ত্র, যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং কং খং গং ঘং ঙং পৃথিবী-অপ্-তেজঃ-বায়ু-আকাশাত্মনে আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

৩* ইং চং ছং জং ঝং ঞং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মনে ঈং তর্জনীভ্যাং নমঃ।

৩ উং টং ঠং ডং ঢং ণং শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষুঃ-জিহ্বা-ঘ্রাণাত্মনে উং মধ্যমা-ভ্যাং নমঃ।

৩ এং তং থং দং ধং নং বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাত্মনে ঐং অনামিকাভ্যাং নমঃ।

১। ঋষি ছন্দ দেবতা বীজ শক্তি ও কীলক এই ছ'টি মন্ত্রাঙ্গ।

২। "ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-জনক কর্মে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রের যোজনাকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন বিনিয়োগ।"

—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম খং, পৃঃ ২১০।

* ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ।

ওঁ ঔং পং ফং বং ভং মং বচন-আদান-বিহরণ-বিসর্গ-আনন্দাত্মনে ঔং কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ।

ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ळং ক্ষং মনঃ-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত-অন্তঃকরণাত্মনে অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এইরূপে হৃদয়াদিন্যাস যথাবিহিত করতে হবে।

ধ্যান

রক্তসমুদ্রস্থ পোতের উপর শোভমান রক্তপদ্মে অধিরূঢ়া; করপদ্মে পাশ, ইক্ষুদণ্ডের কোদণ্ড, বৃশ্চিকগুণযুক্ত অঙ্কুশ ও পঞ্চবাণ, ও রক্তপূর্ণকপাল শোভা পাচ্ছে এমন; ত্রিনয়নশোভিতা, স্থূলস্তনসমৃদ্ধা; বালার্কবর্ণা, পরা দেবী প্রাণশক্তি আমাদের সুখকরী হোন।

মন্ত্র—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হং সঃ শ্রীচক্রস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ।

ওঁ ওঁ...* সঃ শ্রীচক্রস্য জীব ইহ স্থিতঃ।

ওঁ ওঁ...* সঃ শ্রীচক্রস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি।

ওঁ ওঁ...* সঃ শ্রীচক্রস্য বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রজিহ্বাঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।[1]

অন্য যন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় যথাস্থানে সেই যন্ত্রের নাম অধ্যাহার করতে হবে। সে ক্ষেত্রে তারপর শ্রীক্রমে বিবৃত বিধি অনুসারে দেবীর আবাহন ক'রে তাঁর পূজা করতে হবে। এবার কুশাগ্রের দ্বারা যন্ত্র স্পর্শ ক'রে মূলমন্ত্র এক হাজার আটবার কিংবা একশ আটবার আবৃত্তি ক'রে হোমপ্রকরণে বিবৃত ক্রমানুসারে মূলমন্ত্রে একশ আট ঘৃতাহুতি দিতে হবে। হুতশেষ ঘৃত মধ্যে মধ্যে যন্ত্রে রাখতে হবে এবং সব্যঞ্জন অন্ন দিয়ে সর্বভূতবলি প্রদান করতঃ হোমশেষকৃত্য সমাপন ক'রে গুরুকে সুবর্ণের দ্বারা অলঙ্কৃতশৃঙ্গ গাভী ও বসনভূষণ প্রদান ক'রে দেবীর উদ্বাসন করতে হবে। এর পর কুমারী যোগিনী ও ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হবে। এই যন্ত্র প্রতিষ্ঠা বিকল্প ব্যবস্থারূপে গুরু ইত্যাদি দ্বারা করান বিহিত। এই হল বামকেশ্বরতন্ত্রানুসারী যন্ত্র প্রতিষ্ঠাবিধি।

---

* এখানে আং থেকে হং পর্যন্ত পূর্বোক্ত মন্ত্রে যেমন আছে তেমনি থাকবে।

১। ......শ্রীচক্রের বাক্ মন চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসিকা প্রাণ এখানে এসে দীর্ঘকাল সুখে অবস্থান করুক, স্বাহা।

যন্ত্রভেদেন অর্চনকালাবধিঃ

সৌবর্ণে যাবজ্জীবং, রৌপ্যে দ্বাবিংশতিবৎসরাঃ, তাম্রে দ্বাদশ, ভূর্জপত্রে লিখিতং তু ষট্। এতেষাং উক্তকালাতিক্রমে পুনঃ প্রতিষ্ঠা। স্ফটিকাদৌ তু সকৃদেব প্রতিষ্ঠাপনং সর্বদা পুরুষপরম্পরয়াঽভ্যর্চনং চেতি। যন্ত্রস্য শ্বচণ্ডালাদ্যস্পৃশ্যস্পর্শাদ্যপঘাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপনম্। প্রমাদাদিনা যন্ত্রে দগ্ধে স্ফুটিতে নষ্টে চৌরাদ্যপহৃতে বা একদিনোপবাসং অযুতমূলমন্ত্রজপং তদ্দশাংশং হোমাদিকং চ কৃত্বা পুনর্যন্ত্রান্তরং প্রতিষ্ঠাপয়েৎ। লুপ্তচিহ্নস্ফুটিতার্ধদগ্ধাদীংস্তু তীর্থোদকে নিক্ষিপেৎ ॥ ইতি ॥

যন্ত্রভেদে পূজার কালসীমা

সোনার পাতে উৎকীর্ণ যন্ত্রে যাবজ্জীবন পূজা বিধি। রূপার পাতে উৎকীর্ণ যন্ত্রে বাইশ বছর, তামার পাতে তা উৎকীর্ণ হলে বার বছর আর ভূর্জপাতায় লিখিত যন্ত্রে ছ'বছর পূজা বিহিত। উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে আবার যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তবে স্ফটিকাদিতে লিখিত যন্ত্রের এক বার মাত্র প্রতিষ্ঠা হলেই সর্বদা পুরুষপরম্পরাক্রমে তার অর্চনা বিহিত। যন্ত্রের যদি কুকুরচণ্ডালাদি অস্পৃশ্যের স্পর্শদোষ ঘটে তা হলে তার পুনপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। প্রমাদাদি বশতঃ যন্ত্র দগ্ধ বিদীর্ণ নষ্ট অথবা চোরাদি দ্বারা অপহৃত হলে একদিন উপবাস ক'রে অযুত জপ করতঃ তার দশাংশ হোম ক'রে যন্ত্রের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হয়। লুপ্তচিহ্ন বিদীর্ণার্ধ দগ্ধ ইত্যাদি যন্ত্র তীর্থসলিলে নিক্ষেপ করতে হবে।

শ্রীচক্রমহিমা

শ্রীচক্রাভিষেকোদকেন শিরঃপ্রোক্ষণং পানং চ ব্রহ্মাণ্ডোদরগতগঙ্গাঽঽদিতীর্থসহস্রস্নানকোটিফলদম্। শ্রীচক্রদর্শনস্তু—

সম্যক্ শতক্রতূন্ কৃত্বা যৎফলং সমবাপ্নুয়াৎ।
তৎফলং লভতে কৃত্বা ভক্ত্যা শ্রীচক্রদর্শনম্ ॥

ইতি বচনাদুক্তং ফলং ভবতি। ইত্যলং বিস্তরেণেতি শিবম্।

সপর্যাপ্রকরণং দ্বিতীয়ং সমাপ্তম্।

শ্রীচক্রের মহিমা

শ্রীচক্রের অভিষেকজলের দ্বারা মস্তক প্রোক্ষণ করলে এবং উক্ত জল পান করলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ গঙ্গাদি সহস্র তীর্থে কোটি স্নান করলে যে-ফল হয় সেই-ফল

হবে। শ্রীচক্রদর্শন সম্বন্ধে বলা হয়েছে—যথাশাস্ত্র শত যজ্ঞ করলে যে-ফল লাভ করা যায় ভক্তিভরে শ্রীচক্র দর্শন ক'রে সেই ফল লাভ করবে। এই বচনানুসারে যথাকথিত ফল হয়। আর বেশী কথা বলার প্রয়োজন নেই। শিবম্।

দ্বিতীয় সপর্যাপ্রকরণ সমাপ্ত।

হোমপ্রকরণম্

তত্র পূজামণ্টপস্য ঈশানভাগে চতুরস্রকুণ্ডং অথবা হস্তায়ামমঙ্গুষ্ঠোন্নতং স্থণ্ডিলং কৃত্বা, সামান্যার্ঘ্যোদকেন প্রোক্ষ্য, উদক্সংস্থাঃ প্রাচীস্তিস্রো রেখাঃ তদুপরি প্রাক্সংস্থা উদীচীশ্চ লিখিত্বা তাসু রেখাসু ক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ, যমায়, সোমায়, রুদ্রায়, বিষ্ণবে, ইন্দ্রায় নমঃ॥

ইতি গন্ধাক্ষতপুষ্পৈরভ্যর্চ্য

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ, স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা, উত্তিষ্ঠপুরুষায় শিখায়ৈ বষট্, ধূমব্যাপিনে কবচায় হুম্, সপ্তজিহ্বায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ধনুর্দ্ধরায় অস্ত্রায় ফট্॥

ইতি স্বাঙ্গেষু ষড়ঙ্গং ন্যসেৎ। তেনৈব ষড়ঙ্গেন অগ্নীশাসুরবায়ব্যেষু মধ্যে দিক্ষু চ কুণ্ডমভ্যর্চ্য তত্র অষ্টকোণষট্কোণত্রিকোণাত্মকমগ্নিচক্রং প্রবেশরীত্যা বিলিখ্য ত্রিকোণে দিগষ্টকং বিভাব্য তত্র স্বাগ্রাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন দিক্ষু মধ্যে চ ক্রমাৎ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পীতায়ৈ নমঃ, শ্বেতায়ৈ, অরুণায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, তীব্রায়ৈ, স্ফুলিঙ্গিন্যৈ, রুচিরায়ৈ, জ্বালিন্যৈ নমঃ॥ ইতি পীঠশক্তীঃ সমর্চ্য, পীঠমধ্য এব—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তং তমসে নমঃ, রং রজসে, সং সত্ত্বায়, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, জ্ঞং জ্ঞানাত্মনে নমঃ॥

ইত্যুপর্য্যুপরি পূজয়েৎ। ততঃ তত্র ত্রিকোণে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ বাগীশ্বরী-বাগীশ্বরাভ্যাং নমঃ ইতি মন্ত্রেণ জনিষ্যমাণস্য বহ্নেঃ পিতরৌ বাগীশ্বরীবাগীশ্বরৌ সম্পূজ্য, তয়োর্মিথুনীভাবং ভাবয়িত্বা, অরণেঃ সূর্যকান্তাদ্বা বহ্নিমুৎপাদ্য দ্বিজগৃহাদ্বা আনীয় মৃৎপাত্রে তাম্রপাত্রে বা অগ্নিং আগ্নেয্যাং নৈঋ‌র্ত্যাং বা দিশি নিধায়, তস্মাৎ ক্রব্যাদাংশমেকমগ্নিশকলং নৈঋ‌র্ত্যাং নিরস্য মূলেন নিরীক্ষণ-প্রোক্ষণে অস্ত্রেণ কুশৈঃ তাড়নমবগুণ্ঠনামৃতীকরণে চেতে তৈঃ বিশোধ্য, ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহেতি মূলাধারোদ্-গতং সম্বিদগ্নিং ললাটনেত্রদ্বারা নির্গময্য তং বাহ্যাগ্নিযুক্তং বাগীশ্বরবীজস্য

বাগীশ্বরীযোন্যাং প্রবেশয়িত্বা বহ্নিচক্রে পাতয়েৎ। ততঃ কবচায় হুং ইতি মন্ত্রেণ ইন্ধনৈঃ আচ্ছাদ্য—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমনলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥

ইত্যুপস্থায়, ও উত্তিষ্ঠ পুরুষ হরিতপিঙ্গল লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় মে দেহি দাপয় স্বাহা ইতি বহ্নিমুত্থাপ্য, ও চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞ আজ্ঞাপয় স্বাহা ইতি প্রজ্বাল্য, বাগীশ্বরীগর্ভে ঘৃতং ধ্যাত্বা, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ নমঃ অস্য হোমাগ্নেঃ পুংসবনকর্ম কল্পয়ামি নমঃ। তথা অস্য হোমাগ্নেঃ সীমন্তকর্ম, জাতকর্ম, শ্রীললিতাগ্নিরিতি নাম্না নামকরণকর্ম কল্পয়ামি নমঃ। এবং তত্তৎক্রমেষু বহ্নেঃ তত্তন্নেনতানাম যোজ্যম্। অস্য হোমাগ্নেরিতিপদস্য এতাবৎপর্যন্তমনুবৃত্তিঃ ইতঃ পরং ললিতাহ্বগ্নেরিতি। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ নমঃ শ্রীললিতাহ্বগ্নেঃ অন্নপ্রাশনকর্ম কল্পয়ামি নমঃ, চৌলকর্ম, উপনয়নকর্ম, গোদানকর্ম, বিবাহকর্ম কল্পয়ামি নমঃ। ইতি তত্তৎ-কর্মাণি ভাবনয়া বিদধ্যাৎ। ততঃ সামান্যজলেন পরিষেচনম্, প্রাগগ্রৈরুদগগ্রৈশ্চ কুশৈঃ পরিস্তরণম্, ত্রিভিঃ পরিধিভিঃ প্রাগবর্জং পরিধানং চ কৃত্বা,

ত্রিনয়নমরুণজটাবদ্ধমৌলিং সশুক্লাং-
শুকমরুণমনেকাকল্পমম্ভোজসংস্থম্।
অভিমতবরশক্তিং স্বস্তিকাভীতিহস্তং
নমত কনকমালালঙ্কৃতাংসং কৃশানুম্॥

ইতি ধ্যায়েৎ।

শারদাতিলকে

বৈশ্বানরং স্থিতং ধ্যায়েৎ সমিদ্ধোমেষু দেশিকঃ।
শয়ানমাজ্যহোমেষু নিষণ্ণং শেষবস্তুষু॥ (৩।১৫৩)

ইতি ধ্যানবিশেষ উক্তঃ। অথাষ্টকোণে স্বাগ্রাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জাতবেদসে নমঃ, সপ্তজিহ্বায়, হব্যবাহনায়, অশ্বোদরায়, বৈশ্বানরায়, কৌমার-তেজসে, বিশ্বমুখায়, দেবমুখায় নমঃ॥

ইতি ষট্কোণে চ পূর্ববৎ ষড়ঙ্গং অভিপূজ্য, ত্রিকোণে—ঔ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ—অগ্নিমর্চয়েৎ। অথাজ্যং মূলেন সপ্তবারং অভিমন্ত্রণেন সংশোধ্য পুরতো দর্ভেষু নিধায় স্রুবং চ মূলেন প্রক্ষাল্য তদুত্তরতো নিবেশ্য অগ্নিং পুষ্পাক্ষতৈঃ অলঙ্কৃত্য স্রুবেন আজ্যমাদায়—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হিরণ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা। হিরণ্যায়া ইদং ন মম ॥ কনকায়ৈ, রক্তায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, সুপ্রভায়ৈ, অতিরক্তায়ৈ, বহুরূপায়ৈ, নমঃ স্বাহা। বহুরূপায়া ইদং ন মম ॥

ইতি অগ্নেঃ সপ্তজিহ্বাসু একৈকামাজ্যাহুতিং কুর্যাৎ নমোঽন্তাম্। পাঠকাহন্তানিতি সূত্রং তু প্রকরণান্তরমন্ত্রান্তিমনমঃপদাপোহকং ন তু বহ্নিজিহ্বামন্ত্রনমসঃ, অন্যত্র বিনিয়োগাদর্শনাৎ। জিহ্বাস্থানানি তু—

রুদ্রেন্দ্রবহ্নিমাংসাদবরুণানিলদিগ্‌গতাঃ।
হিরণ্যাদ্যাঃ ক্রমান্মধ্যে বহুরূপা ব্যবস্থিতা ॥ ইতি ॥
বহুরূপাঽঽখ্যজিহ্বায়াং হোমঃ সর্বার্থসাধকঃ।
ইতরাসু হুনেৎ ক্রুরকর্মস্বভিমতেষু চ ॥ ইতি কাদিমতে ॥

ততঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা ॥

৩ ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষ হরিত পিঙ্গল লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় মে দেহি দাপয় স্বাহা ॥

৩ ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা ॥

ইত্যাদিভিঃ প্রাগুক্তৈঃ ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ অগ্নেস্তিস্র আহুতীঃ জুহুয়াৎ। অথ অগ্নের্মধ্যভাগে স্থিতায়াং দক্ষিণোত্তরায়তায়াং বহুরূপাঽঽখ্যজিহ্বায়াং আবাহনমন্ত্রেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্স্‌খ্‌ফ্রেঁ হ্স্রক্লীঁ হ্স্রৌঃ
মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে।
সর্বভূতহিতে মাতরেহেহি পরমেশ্বরি ॥

ইতি শ্রীদেবীমাবাহ্য উপচারমন্ত্রৈঃ গন্ধাদীন্ পঞ্চোপচারানাচর্য প্রথমং অঙ্গদেবীনিত্যোঘগুর্বাবরণদেবতাচক্রেশ্বরীণাং একৈকামাজ্যান্তক্তমাহুতিমুদ্দেশত্যাগপূর্বং কৃত্বা অথ প্রধানদেবতায়াস্তত্রৈব দশাহুতীর্জুহুয়াৎ। পুরশ্চরণাদিহোমাহুতয়স্তু ইত উত্তরং কার্যাঃ। তত্র নিত্যাসু চক্রেশ্বরীষু অঙ্গদেবীষু চ তত্তন্মন্ত্রান্তে চতুর্থ্যন্তং তত্তন্নামোত্তরং স্বাহাপদপ্রয়োগঃ। বশিন্যাদিনাথেষু চোক্তমন্ত্রগতং নমঃশব্দমপোহ্য স্বাহাশব্দযোজনম্। অবশিষ্টেষু গুর্বাদিমাঽন্তিষু দৈবতেষু চতুর্থ্যন্তং তত্তন্নামোত্তরং স্বাহাপদসম্বন্ধঃ ইতি বিশেষঃ। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং ঐঁ স ক ল হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ অং কামেশ্বরীনিত্যায়ৈ স্বাহা। কামেশ্বরীনিত্যায়া ইদং ন মম ॥ ইত্যাদি ॥

ও অং আং সৌঃ ত্রিপুরাচক্রেশ্বর্যৈ স্বাহা। ত্রিপুরাচক্রেশ্বর্যা ইদং ন মম ॥ ইত্যাদি ॥

ও অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ব্লূঁ বশিনীবাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা। বশিনীবাগ্দেবতায়া ইদং ন মম ॥ ইত্যাদি ॥

ও দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ সর্বজম্ভনেভ্যো বাণেভ্যঃ স্বাহা। সর্বজম্ভনেভ্যো বাণেভ্য ইদং ন মম ॥ ইত্যাদি ॥

ও হৃদয়দেব্যৈ স্বাহা। হৃদয়দেব্যা ইদং ন মম ॥ ইত্যাদি ॥

ও পরপ্রকাশানন্দনাথায় স্বাহা। পরপ্রকাশানন্দনাথায় ইদং ন মম ॥ ইত্যাদি ॥

ও অণিমাসিদ্ধ্যৈ স্বাহা। অণিমাসিদ্ধ্যা ইদং ন মম ॥ ইত্যাদিরীত্যেতি ॥

প্রধানদেবতাহোমে তু পঞ্চদশনিত্যোত্তরং কামেশ্বর্যাদিত্রিতয়ান্তে ত্রিপুরাম্বেবান্তরং প্রধানহোমদশকে তদন্তে তস্যা এব মহাচক্রেশ্বরীত্বেন পুনর্হোমে চেত্যেবং ত্রয়োদশসু হোমেষু মূলমন্ত্রান্তে—ললিতায়ৈ স্বাহা। ললিতায়া ইদং ন মম ইতি বিবেকঃ, "ন তত্র মন্ত্রদেবতাভেদঃ কার্যঃ" ইতি সূত্রেণ নামান্তরনিষেধাৎ। সর্বত্র জ্বালামালিন্যাদিষু স্বাহান্তেষু মন্ত্রেষু তু পুনঃ স্বাহাশব্দান্তরযোজনং কর্তব্যমেব—

মন্ত্রান্তে যা বহ্নিজায়া সা তু মন্ত্রস্বরূপিণী।
তদন্তেঽন্যাং প্রযুঞ্জীত সা হোমাঙ্গতয়া মতা ॥

ইতি শক্তিসঙ্গমতন্ত্রবচনাৎ ॥[1]

হোমদ্রব্যাণি তু আজ্যান্নপায়সতিলতণ্ডুলতণ্ডুলরক্তপুষ্পসুগন্ধিকুসুমফলান্যন্তমানি। অন্নাদিষু ত্রিমধুযোগঃ কেবলাজ্যযোগো বা। অন্নাদিতিলতণ্ডুলান্তং নিষ্কামানাম্। প্রসূনং ফলং চৈকৈকম্। লঘু চেৎ দ্বিত্র্যাদ্যপি। সংস্কারস্তু আজ্যোক্ত এব। এবং ক্রমান্তরেষ্বপি বিপশ্চিদ্ভিঃ উহনীয়মিতি দিক্।

অথ পূর্বোক্তপ্রকারেণ বলিং দদ্যাৎ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ও ভূরগ্নয়ে চ পৃথিব্যৈ চ মহতে চ স্বাহা। অগ্নয়ে পৃথিব্যৈ মহত ইদং ন মম ॥

ও ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরিক্ষায় চ মহতে চ স্বাহা। বায়বে অন্তরিক্ষায় মহতঃ ইদং ন মম ॥

১। স্বাহান্তমন্ত্রে স্বাহান্তরযোজনং নাস্তীতি প্রাচীনানাং লেখঃ অমূলত্বাৎ অনাদর্তব্যঃ —ইত্যাদিকঃ মহাদেব-শাস্ত্রিপাদেন সমীক্ষিতয়োঃ (ক, খ) পুস্তকয়োঃ।

৩ ওঁ সুবরাদিত্যায় চ দিবে চ মহতে চ স্বাহা। আদিত্যায় দিবে মহতঃ ইদং ন মম ॥

৩ ওঁ ভূর্ভুবঃ সুবশ্চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ মহতে চ স্বাহা। চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌ভ্যো মহতঃ ইদং ন মম ॥

ইতি চতুর্ভিঃ মন্ত্রৈঃ মহাব্যাহৃতিহোমং আজ্যেন কৃত্বা, ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যৎ কৃতং যদুক্তং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ ব্রহ্মার্পণাহুতিং বিধায়, পরব্রহ্মণে ইদং ন মম ইত্যুক্ত্বা, পরিস্তরণ-পরিধীনপসার্য, পরিষেচনালঙ্করণে কৃত্বা, প্রাগুক্তেন—

অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥

ইতি মন্ত্রেণোপস্থায় চিদগ্নিং দেবতাং চ আত্মন্যুদ্বাসয়ামি নমঃ ইত্যুদ্বাস্য তদ্ভূতিতিলকং ধারয়েৎ ত্র্যায়ুষমিতি মন্ত্রেণেতি শিবম্ ॥

ইতি হোমপ্রকরণং তৃতীয়ং সমাপ্তম্।

হোমপ্রকরণ

পূজামণ্ডপের ঈশানভাগে চতুরস্রকুণ্ড অথবা এক হাত চওড়া ও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ উঁচু স্থণ্ডিল তৈরী ক'রে তা সামান্যার্ঘ্যজলের দ্বারা প্রোক্ষণ করতে হবে। এবার তাতে পশ্চিম থেকে পূর্বে তিনটি রেখা লিখে এবং তার উপরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে তিনটি রেখা লিখে তাতে যথাক্রমে ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ, ৬* যমায় নমঃ, ৬ সোমায় নমঃ, ৬ রুদ্রায় নমঃ, ৬ বিষ্ণবে নমঃ, ৬ ইন্দ্রায় নমঃ—এই মন্ত্রে গন্ধাক্ষতপুষ্পের দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতার পূজা করতে হবে। অতঃপর ঐং হ্রীং শ্রীং সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ, ৩† স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা, ৩ উত্তিষ্ঠপুরুষায় শিখায়ৈ বষট্, ৩ ধূমব্যাপিনে কবচায় হুম্, ৩ সপ্তজিহ্বায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ও ৩ ধনুর্ধরায় অস্ত্রায় ফট্—এই মন্ত্রে স্বদেহে ষড়ঙ্গ ন্যাস করতে হবে এবং ঐ ছয় মন্ত্রেই কুণ্ডের অগ্নি ঈশান নৈর্ঋত ও বায়ু-কোণে, মধ্যে ও পূর্বাদিদিকে এই ছয় স্থানে কুণ্ডপূজা করতে হবে। এবার কুণ্ডে প্রবেশরীতিতে অষ্টকোণ-ষট্‌কোণ-ত্রিকোণাত্মক অগ্নিচক্র আঁকতে হবে এবং ত্রিকোণে অষ্টদিক্ ভাবনা ক'রে তাতে নিজের অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ

---

* ৬=ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ

† ৩=ঐং হ্রীং শ্রীং।

ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে আট দিকে ও মধ্যে যথাক্রমে ঐ° হ্রী° শ্রী° পীতায়ৈ নমঃ, ৩ শ্বেতায়ৈ নমঃ, ৩ অরুণায়ৈ নমঃ, ৩ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ, ৩ ধূম্রায়ৈ নমঃ, ৩ তীব্রায়ৈ নমঃ, ৩ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, ৩ রুচিরায়ৈ নমঃ, ৩ জ্বালিন্যৈ নমঃ—এই মন্ত্রে পীতাদি পীঠশক্তির পূজা করতে হবে। এবার পীঠমধ্যেই ঐ° হ্রী° শ্রী° তং তমসে নমঃ, ৩ রং রজসে নমঃ, ৩ সং সত্ত্বায় নমঃ, ৩ আং আত্মনে নমঃ, ৩ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ৩ পং পরমাত্মনে নমঃ, ৩ জ্ঞং জ্ঞানাত্মনে নমঃ—এই মন্ত্রে পরপর পূজা করতে হবে।

তারপর সেই ত্রিকোণে ঐ° হ্রী° শ্রী° হ্রী° বাগীশ্বরীবাগীশ্বরাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্রে জনিষ্যমাণ অগ্নির মাতা-পিতা বাগীশ্বরী ও বাগীশ্বরের পূজা ক'রে তাঁদের মিথুনীভাব ভাবনা করতে হবে। এবার অরণি কিংবা সূর্যকান্তমণি থেকে অগ্নি উৎপন্ন ক'রে অথবা দ্বিজগৃহ থেকে নিয়ে এসে মৃৎপাত্র বা তাম্রপাত্রে অগ্নিকোণে কিংবা নৈঋ'ত কোণে তা রাখতে হবে। এর পর তা থেকে ক্রব্যাদাংশ অর্থাৎ অমেধ্য অগ্নিশকল নৈঋ'ত কোণের দিকে ফেলে দিয়ে অগ্নিকে মূলমন্ত্রে নিরীক্ষণ ও প্রোক্ষণ, অস্ত্রমন্ত্রে কুশের দ্বারা তাড়ন অবগুণ্ঠন অমৃতীকরণ ইত্যাদি দ্বারা সংস্কৃত করতে হবে। এবার ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা এই মন্ত্রে মূলাধার থেকে উদ্‌গত সম্বিদগ্নিকে ভ্রূমধ্য দিয়ে নির্গত করিয়ে, তাকে বাহ্যাগ্নিযুক্ত ক'রে, বাগীশ্বরবীজ বাগীশ্বরীযোনিতে প্রবেশ করছে এইরূপ ভাবনা করে, প্রবেশ বুদ্ধিতে পূর্বোক্ত অগ্নিচক্রে পাতিত করতে হবে। অতঃপর কবচায় হুং এই মন্ত্রে ইন্ধনের দ্বারা আচ্ছাদন ক'রে ঐ° হ্রী° শ্রী° অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্ সুবর্ণবর্ণমনলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্—এই মন্ত্রে অগ্নির উপস্থাপন করতে হবে। তারপর, ঐ° হ্রী° শ্রী° উত্তিষ্ঠ পুরুষ হরিতপিঙ্গল লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় মে দেহি দাপয় স্বাহা—এই মন্ত্রে অগ্নি উত্থাপন ক'রে ঐ° হ্রী° শ্রী° চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞ আজ্ঞাপয় স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে বাগীশ্বরীগর্ভে ধৃত ভাবনা করতে হবে। এবার ঐ° হ্রী° শ্রী° ঐ° ক্লী° সৌঃ ঐ° নমঃ অস্য হোমাগ্নেঃ পুংসবনকর্ম করোমি নমঃ —এই মন্ত্রে এই হোমাগ্নির পুংসবনসংস্কার করতে হবে। এর পর, ঐ° হ্রী° শ্রী° ঐ° ক্লী° সৌঃ ঐ° নমঃ অস্য হোমাগ্নেঃ সীমন্তকর্ম করোমি নমঃ এই মন্ত্রে সীমন্তসংস্কার করতে হবে। তারপর ঐ° হ্রী° শ্রী° ঐ° ক্লী° সৌঃ ঐ° নমঃ অস্য হোমাগ্নেঃ জাতকর্ম করোমি নমঃ, এই মন্ত্রে জাতকর্মসংস্কার করতে হবে। এবার ঐ° হ্রী° শ্রী° ঐ° ক্লী° সৌঃ ঐ° নমঃ অস্য হোমাগ্নেঃ শ্রীললিতাগ্নিরিতি

নাম্না নামকরণকর্ম কল্পয়ামি নমঃ—এই মন্ত্রে নামকরণসংস্কার করতে হবে। এই প্রকারে যে যে ক্রমের হোম অগ্নির সেই সেই ক্রমের দেবতার নামে নামকরণ করতে হবে। নামকরণ পর্যন্তই মন্ত্রে 'অগ্ন হোমায়েঃ'—পদ থাকবে, তারপর সেই স্থলে এখানে ললিতাহ্বয়েঃ' পদ ব্যবহৃত হবে। যথা ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ নমঃ শ্রীললিতাহ্বয়েঃ অন্নপ্রাশনকর্ম কল্পয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ নমঃ শ্রীললিতায়েঃ চৌলকর্ম কল্পয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ নমঃ শ্রীললিতাহ্বয়েঃ উপনয়নকর্ম কল্পয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ নমঃ শ্রীললিতাহ্বয়েঃ গোদানকর্ম কল্পয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ নমঃ শ্রীললিতাহ্বয়েঃ বিবাহকর্ম কল্পয়ামি নমঃ। এই সব কর্ম ভাবনা দ্বারা সম্পাদন করতে হবে। তার পর সামান্যার্ঘজলে পরিষেচন করতে হবে। এবং পূর্বদিকে কুশের অগ্রভাগ এবং পশ্চিম দিকে কুশের অগ্রভাগ স্থাপন ক'রে পরিস্তরণ করতে হবে এবং পূর্বদিক্ ছাড়া অন্য তিন দিকে তিনটি পরিধি দ্বারা পরিধান রচনা করতে হবে। এবার ধ্যান করতে হবে। ধ্যান, যথা—ত্রিনয়ন, মস্তকে অরুণবর্ণজটাজুট, শুক্লবস্ত্রধারী, অরুণবর্ণ, অনেক ভূষণ-ভূষিত, পদ্মাধিষ্ঠিত, হস্তে অভিবর শক্তি স্বস্তিক এবং অভয়, স্কন্ধে কনকমাল্যশোভমান, এমন যে কৃশানু তাঁকে তোমরা নমস্কার কর।

শারদাতিলকে এই ধ্যানটি বিবৃত হয়েছে—দেশিক সমিধহোমে স্থিত অর্থাৎ উত্থিত আজ্যহোমে শয়ান এবং শেষবস্তুসমূহে নিষণ্ণ বৈশ্বানরের ধ্যান করবেন। অতঃপর অষ্টকোণে স্বীয় সম্মুখ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ জাতবেদসে নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সপ্তজিহ্বায় নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হব্যবাহনায় নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অশ্বোদরায় নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বৈশ্বানরায় নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌমারতেজসে নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিশ্বমুখায় নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দেবমুখায় নমঃ—এই মন্ত্রে পূজা করতে হবে এবং ষট্‌কোণে পূর্বের মতো ষড়ঙ্গের পূজা করতে হবে। তারপর ত্রিকোণে ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা—এই মন্ত্রে অগ্নির অর্চনা করতে হবে। এবার ঘৃত মূল মন্ত্রের দ্বারা সাত বার অভিমন্ত্রিত ক'রে শোধন করতঃ সম্মুখে দর্ভে রেখে, মূলমন্ত্রে স্রুব প্রক্ষালন ক'রে তা উত্তর দিকে স্থাপন করতঃ, অগ্নিকে পুষ্প ও অক্ষতের দ্বারা অলঙ্কৃত করতে হবে। এবার ক্রমের দ্বারা আজ্য গ্রহণ ক'রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হিরণ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা। হিরণ্যায়া ইদং ন মম। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কনকায়ৈ নমঃ স্বাহা। কনকায়া ইদং ন মম। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রক্তায়ৈ নমঃ স্বাহা।

রক্তায়া ইদং ন মম। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ স্বাহা। কৃষ্ণায়া ইদং ন মম। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সুপ্রভায়ৈ নমঃ স্বাহা। সুপ্রভায়া ইদং ন মম। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অতিরক্তায়ৈ নমঃ স্বাহা। অতিরক্তায়া ইদং ন মম। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বহুরূপায়ৈ নমঃ স্বাহা। বহুরূপায়া ইদং ন মম। এইভাবে নমঃ-অন্ত মন্ত্রে অগ্নির সপ্তজিহ্বার প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে ঘৃতাহুতি দিতে হবে। 'পাদুকান্তান্' এই সূত্রটি[১] অন্তপ্রকরণের মন্ত্রের অন্তিম নমঃ পদের নিরসনকারী, অগ্নিজিহ্বা-মন্ত্রের নমঃ পদের নয়; কারণ, অন্যত্র এরূপ বিনিয়োগ পরিলক্ষিত হয় না। জিহ্বাস্থানগুলি এই—ঈশান কোণ, পূর্বদিক্, অগ্নিকোণ, নৈর্ঋতকোণ, পশ্চিম দিক্ ও বায়ুকোণ—এই ষট্‌দিগ্‌বিদিকে যথাক্রমে হিরণ্যা থেকে অতিরক্তা পর্যন্ত ষট্‌জিহ্বা এবং মধ্যে বহুরূপার অবস্থান। বহুরূপা নামক জিহ্বায় হোম সর্বার্থসাধক। অন্যগুলিতে ক্রূরকর্মে এবং স্বীয় অভীষ্ট কর্মে হোম করতে হবে। এই হল কাদিমতে।

তারপর, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষ হরিত পিঙ্গল লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় মে দেহি দাপয় স্বাহা।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা।

পূর্বোক্ত এই তিন মন্ত্রে অগ্নির তিনটি আহুতি হোম করতে হবে। এবার অগ্নির মধ্যভাগে দক্ষিণ-উত্তরে ব্যাপ্ত বহুরূপা নামক জিহ্বায় আবাহনমন্ত্রে দেবীকে আবাহন করতে হবে। আবাহনমন্ত্রটি এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্স্রৈঁ হ্স্ক্লীঁ হ্স্রৌঃ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে সর্বভূতহিতে মাতরেহ্যেহি পরমেশ্বরি॥

এই মন্ত্রে দেবীকে আবাহন করতঃ উপচারমন্ত্রে গন্ধাদি পঞ্চোপচার আহুতি দিয়ে প্রথমে অঙ্গদেবী নিত্যা ওঘত্রয় আবরণদেবতা ও চক্রেশ্বরী এঁদের প্রত্যেককে, উদ্দেশ্য ত্যাগ ক'রে, ঘৃতাদি অন্যতম আহুতি দিতে হবে। এরপর সেইরকম প্রধানদেবতার দশটি আহুতি দিতে হবে। পুরশ্চরণাদির অঙ্গ হোমের আহুতি এরপর দিতে হবে। নিত্যা চক্রেশ্বরী অঙ্গদেবী এঁদের বেলা এঁদের যথাবিহিত মন্ত্রের পর নিত্যাদির নামে চতুর্থীবিভক্তি যুক্ত ক'রে তার সঙ্গে স্বাহাপদ প্রয়োগ করতে হবে। বশিন্যাদির ক্ষেত্রে এবং অস্ত্রের ক্ষেত্রে

১। সূত্রটি এই—সর্বাসাং চক্রদেবীনামেকাহুতিং হুত্বা, নমোঽন্তান্ পাদুকান্তান্ শেষান্ মন্ত্রান্ স্বাহান্তান্ বিধায় জুহুয়াৎ।-পরশুরামকল্পসূত্র ৪।২১

উক্ত মন্ত্রগত নমঃ শব্দ পরিহার ক'রে সে স্থলে স্বাহাশব্দ যোগ করতে হবে। ওঘত্রয় ও অণিমাদি অবশিষ্ট দেবতার ক্ষেত্রে তাঁদের নামের সঙ্গে চতুর্থীবিভক্তি যোগ ক'রে তারপর স্বাহা-শব্দ যোগ করতে হবে, এই বিশেষত্ব। মন্ত্র যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং ঐঁ স ক ল হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ অং কামেশ্বরী-নিত্যায়ৈ স্বাহা। কামেশ্বরীনিত্যায়া ইদং ন মম। ইত্যাদি[1]।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং সৌঃ ত্রিপুরাচক্রেশ্বর্যৈ স্বাহা। ত্রিপুরাচক্রেশ্বর্যা ইদং ন মম ইত্যাদি[2]।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এঁ ঐঁ অং অঃ র্ব্লূঁ বশিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ স্বাহা। বশিনীবাগ্‌দেবতায়া ইদং ন মম। ইত্যাদি[3]।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ সর্বজম্ভনেভ্যো বাণেভ্যঃ স্বাহা। সর্বজম্ভনেভ্যো বাণেভ্য ইদং ন মম। ইত্যাদি।[4]

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হৃদয়দেব্যৈ স্বাহা। হৃদয়দেব্যা ইদং ন মম। ইত্যাদি।[5]

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরপ্রকাশানন্দনাথায় স্বাহা। পরপ্রকাশানন্দনাথায় ইদং ন মম। ইত্যাদি[6]।

১। ইত্যাদি পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে ভগমালিনী নিত্যক্লিন্না ভেরুণ্ডা বহ্নিবাসিনী মহাবজ্রেশ্বরী শিবদূতী ত্বরিতা কুলসুন্দরী নিত্যা নীলপতাকা বিজয়া সর্বমঙ্গলা জ্বালামালিনী ও চিত্রা এই বাকী চৌদ্দজন নিত্যার বেলাও এই প্রকার মন্ত্র হবে।

২। ইত্যাদি পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে ত্রিপুরেশী ত্রিপুরসুন্দরী ত্রিপুরবাসিনী ত্রিপুরাশ্রী ত্রিপুরমালিনী ত্রিপুরসিদ্ধা ত্রিপুরাম্বা ও মহাত্রিপুরসুন্দরী এই বাকী আটজন চক্রেশ্বরীর বেলাও মন্ত্র এই প্রকার হবে।

৩। ইত্যাদি পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে কামেশী বা কামেশ্বরী, মোদিনী বা মোহিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী, সর্বেশ্বরী বা সর্বেশী এবং কৌলিনী—অষ্টকোণ চক্রের এই বাকী সাতজন আবরণদেবতার বেলাও মন্ত্র এই প্রকার হবে।

৪। ইত্যাদিপদের দ্বারা সূচিত অন্যমন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রং সর্বসম্মোহনায় ধনুষে স্বাহা। সর্ব-সর্বসম্মোহনায় ধনুষে ইদং ন মম। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ সর্ববশীকরণায় পাশায় স্বাহা। সর্ববশীকরণায় পাশায় ইদং ন মম। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রোঁ সর্বস্তম্ভনায় অঙ্কুশায় স্বাহা। সর্বস্তম্ভনায় অঙ্কুশায় ইদং ন মম।

৫। ইত্যাদি-পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে শির, শিখা, কবচ, নেত্র ও অস্ত্র এই বাকী পঞ্চাঙ্গের দেবীদের বেলাও মন্ত্র এইরূপ হবে।

৬। ইত্যাদি পদের দ্বারা সূচিত হয়েছে পরশিবানন্দনাথাদি অন্য ছ'জন দিব্যৌঘ, ভোগানন্দনাথাদি চারজন সিদ্ধৌঘ এবং গগনানন্দনাথাদি আটজন মানবৌঘের বেলাও এই রকম মন্ত্র হবে। উমানন্দনাথ এখানে কাদিবিদ্যার উপাসকদের ওঘত্রয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। পূর্বেই 'গুরুমণ্ডলার্চনম্' সম্পর্কে এঁদের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

ঐং হ্রীং শ্রীং অণিমাসিদ্ধ্যৈ স্বাহা। অণিমাসিদ্ধ্যা ইদং ন মম। ইত্যাদি।[১] এই রীতিতে হোম করতে হবে।

প্রধানদেবতার হোমে বিধান—পঞ্চদশনিত্যোত্তর হোমে, কামেশ্বরী-আদি-ত্রিতয়ের পর হোমে, ত্রিপুরাম্বার পরবর্তী প্রধানদেবতার হোমদশকে এবং তার পরে তাঁরই মহাচক্রেশ্বরীরূপে আবার হোমে,—এই প্রকার ত্রয়োদশ হোমে মূলমন্ত্রের পর ললিতায়ৈ স্বাহা ললিতায়া ইদং ন মম, এই প্রকার মন্ত্র বিবেচনা করতে হবে। কারণ, 'সেখানে মন্ত্র ও দেবতার ভেদ কর্তব্য নয়' এই সূত্রানুসারে দেবতার নামান্তর নিষিদ্ধ। হোমের বেলা সর্বত্র জ্বালামালিনী-আদি-স্বাহান্ত মন্ত্রে আবার স্বাহাশব্দ যোগ করতে হবে। এর নির্দেশ আছে শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রের এই বচনে—কোনো মন্ত্রের অন্তে যে-স্বাহাশব্দ তা মন্ত্রস্বরূপ অর্থাৎ মন্ত্রের অঙ্গীভূত। হোমের বেলা হোমের অঙ্গ হিসাবে উক্ত স্বাহাশব্দের সঙ্গে অন্য স্বাহাশব্দ যোগ করতে হবে।

হোমদ্রব্যের মধ্যে ঘৃত, অন্ন, পায়স, তিল, তণ্ডুল, মিশ্রিততিলতণ্ডুল, রক্ত-পুষ্প, সুগন্ধিকুসুম, ফলাদি অন্যতম। অন্নাদিতে ত্রিমধু[২] বা শুধু ঘৃত যোগ করতে হয়। অন্ন থেকে তণ্ডুল পর্যন্ত হোমদ্রব্য নিষ্কামদের জন্য। ফুল এবং ফল একেকটি ক'রে; ক্ষুদ্র হ'লে দুটি তিনটি বা তারও বেশী ক'রে। হোমদ্রব্যের সংস্কার হল ঘৃতাক্ত হওয়া। অন্য ক্রমেও এরূপ হবে কিনা তা জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিচার্য; এখানে সাধারণভাবে দিগ্‌নির্দেশ করা হল। এবার পূর্বোক্ত প্রকারে বলি সমর্পণ ক'রে—

ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ ভূরগ্নয়ে চ পৃথিব্যৈ চ মহতে স্বাহা। অগ্নয়ে পৃথিব্যৈ মহত ইদং ন মম।

ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরিক্ষায় চ মহতে চ স্বাহা। বায়বে অন্তরিক্ষায় মহত ইদং ন মম।

ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ সুবরাদিত্যায় চ দিবে চ মহতে চ স্বাহা। আদিত্যায় দিবে মহত ইদং ন মম।

ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ ভূর্ভুবঃ সুবশ্চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্‌ভ্যশ্চ মহতে চ স্বাহা। চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌ভ্যো মহত ইদং ন মম।

১। ইত্যাদিপদের দ্বারা সূচিত হয়েছে—লঘিমা, মহিমা, ঈশিত্ব, প্রাকাম্য, ভুক্তি, ইচ্ছা, প্রাপ্তি এবং সর্বকামসিদ্ধি এঁদের বেলাও এই প্রকার মন্ত্র হবে।

২। মিলিত ঘৃত শর্করা ও মধু, মতান্তরে দুগ্ধ শর্করা ও মধু।
—দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ

এই চার মন্ত্রে ঘৃতের দ্বারা মহাব্যাহৃতিহোম করতে হবে।

তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্‌ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যৎ কৃতং যদুক্তং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা[1]—এই মন্ত্রে ব্রহ্মার্পণাহুতি দিয়ে, এ পরব্রহ্মের আমার নয়, এই বলে পরিস্তরণ-পরিধিগুলি দূর ক'রে পরিষেচন ও অলঙ্করণ করতে হবে। তার পর পূর্বোক্ত অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্—এই মন্ত্রে পূজা ক'রে 'চিদগ্নিং দেবতাং চ আত্মন্যুদ্বাসয়ামি নমঃ'[2] এই মন্ত্রে উদ্বাসন করতে হবে। তার পর 'ত্র্যায়ুষম্' ইত্যাদি মন্ত্রে হোমাগ্নির ভস্মধারণ করতে হবে। শিবম্।

তৃতীয়প্রকরণ হোমপ্রকরণ সমাপ্ত।

মুদ্রাপ্রকরণম্

শ্রীগুরুবন্দনমুদ্রাঃ

বিকসিতকমলোত্থানাঙ্গুলিঃ সুমুখম্। ইদমেব মুষ্টিকৃতং সুবৃত্তম্। ঊর্ধ্বাধঃস্থিতয়োঃ দক্ষবামকরতলয়োঃ অঙ্গুলীনাং মিথো মণিবন্ধসম্বন্ধে চতুরস্রম্। অধরোত্তরস্থ বামদক্ষমুষ্টিযুগস্য স্বাভিমুখ্যেন যোজনে মুদ্গরঃ। তির্যঙ্-মিলিতাগ্রয়োঃ মধ্যময়োঃ পশ্চাৎ ঊর্ধ্বাধঃস্থিতে বামদক্ষানামিকে তিরঃ প্রসারিতে তর্জনীভ্যাং নিপীড্য বামকনিষ্ঠাং দক্ষিণয়া ধৃত্বা অঙ্গুষ্ঠাগ্রয়োঃ মধ্যমাপুরোমধ্যপর্বদ্বয়সম্বন্ধে যোনিঃ। ইতি শ্রীগুরুবন্দনমুদ্রাঃ।

মুদ্রাপ্রকরণ

শ্রীগুরুবন্দনার মুদ্রা

বিকশিতকমল উত্থানাঙ্গুলি সুমুখমুদ্রা। এইটি মুষ্টিকৃত হলে হয় সুবৃত্তমুদ্রা। ঊর্ধ্বাধঃস্থিত দক্ষিণবামহস্ত এবং অঙ্গুলিগুলির পরস্পর মণিবন্ধ সম্বন্ধে হয় চতুরস্রমুদ্রা। অধঃ-ঊর্ধ্বস্থিত বামদক্ষিণ মুষ্টিদ্বয়ের স্বাভিমুখ যোজনে হয় মুদ্গরমুদ্রা। তির্যক্‌ভাবে মিলিত মধ্যমাদ্বয়ের পশ্চাতে বামদক্ষিণ অনামিকা-দ্বয় ঊর্ধ্বস্থিত এবং তির্যক্‌ভাবে প্রসারিত করে তর্জনীদ্বয়ের দ্বারা নিপীড়িত

১। এর আগে প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্মের অধিকারে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থায় মনের দ্বারা বাক্যের দ্বারা কর্মের দ্বারা হস্তদ্বয়ের দ্বারা পদদ্বয়ের দ্বারা উদরের দ্বারা শিশ্নের দ্বারা যা স্মরণ করেছি বলেছি করেছি সে-সবই ব্রহ্মে সমর্পিত হোক্।

২। চিদগ্নি ও দেবতার উদ্বাসন করি আত্মাতে, নমঃ।

করে বামকনিষ্ঠাকে দক্ষিণকনিষ্ঠা দ্বারা ধারণ করতঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগের সঙ্গে মধ্যমাদ্বয়ের মধ্যপর্বদ্বয়ের যোগ করলে হবে যোনিমুদ্রা। এই সব শ্রীগুরুর বন্দনা মুদ্রা।

অর্ঘ্যস্থাপনমুদ্রাঃ

অধোমুখপ্রসারিতং বামদক্ষকরতলযুগমধরোত্তরং বিধায়াঙ্গুষ্ঠদ্বয়চালনে মৎস্যঃ। লক্ষ্যমভিতঃ ছোটিকাং দত্ত্বা দক্ষমধ্যমাতর্জনীভ্যাং অধিবাম[১]করতলং ত্রিস্তাড়নে অস্ত্রম্। অধোমুখস্য দক্ষবামমুষ্টিদ্বয়স্য প্রসারিতয়োঃ তর্জন্যোঃ স্বস্বভাগমারভ্য ক্রমেণ লক্ষ্যং পরিতঃ প্রাদক্ষিণ্যবামাবর্তাভ্যাং পরিভ্রমণে অবগুণ্ঠনম্। অভিমুখমন্যোন্যগ্রথিতানাং দক্ষবামকরাঙ্গুলীনাং ক্রমেণ কনিষ্ঠা-নামে তর্জনীমধ্যমে চ সংযোজ্য অধোমুখীকরণে ধেনুঃ। যোনিরুক্তৈব। উত্তানস্য বামকরস্য বিরলং আকুঞ্চিতৈঃ অনামামধ্যমাতর্জন্যগ্রৈঃ অধোমুখস্য দক্ষস্য বক্রীকৃতানি তানি সংযোজ্য কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠাগ্রাণাং মিথঃ সম্বন্ধে গালিনী॥

অর্ঘ্যস্থাপনমুদ্রা

অধোমুখে প্রসারিত বামদক্ষিণ করতলদ্বয় অধঃ-উর্ধ্ব স্থাপন করতঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় চালনা করলে হয় মৎস্যমুদ্রা। লক্ষ্যের অভিমুখে তুড়ি দিয়ে দক্ষিণ মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা বামকরতলের উপর তিনবার আঘাত করলে হয় অস্ত্রমুদ্রা। অধোমুখ দক্ষিণ ও বাম মুষ্টিদ্বয়ের তর্জনীদ্বয় প্রসারিত করে, স্ব স্ব বামভাগ থেকে আরম্ভ করে ক্রমে লক্ষ্যের অভিমুখে প্রাদক্ষিণ্যাবর্তে ও বামাবর্তে পরিভ্রমণ করালে হবে অবগুণ্ঠন মুদ্রা। পরস্পরাভিমুখে গ্রথিত দক্ষিণ ও বাম করাঙ্গুলির ক্রমে কনিষ্ঠা অনামিকা এবং তর্জনী মধ্যমা যুক্ত করে অধোমুখীকরণে হবে ধেনুমুদ্রা। যোনিমুদ্রা পূর্বেই কথিত হয়েছে। উত্তান বামহস্তের অনিবিড় আকুঞ্চিত অনামিকা মধ্যমা তর্জনীর অগ্র অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের বক্রীকৃত অনামিকা মধ্যমা ও তর্জনীর অগ্রের সঙ্গে যোগ করতঃ কনিষ্ঠাদ্বয় ও অঙ্গুষ্ঠাদ্বয়ের অগ্র পরস্পর সংশ্লিষ্ট করলে হবে গালিনীমুদ্রা। এই সব অর্ঘ্য স্থাপনমুদ্রা।

অর্চনে মুদ্রাঃ

বিততোত্তান উর্ধ্বাধোব্যাপারিতোঽঞ্জলিঃ আবাহনী। তথাবিধো কুব্জাঞ্জলিঃ সংস্থাপনী[২]। উদঙ্গুষ্ঠয়োঃ মুষ্ট্যোরভিমুখযোগে সন্নিধাপনী।

১। অধোমুখাভ্যাং বাম ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। সংস্থাপিনী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

সৈবাকনিষ্ঠামূলং অন্তঃপ্রবিষ্টাঙ্গুষ্ঠমিথঃস্পৃষ্টনখা সন্নিরোধিনী। সন্নিধাপন্যেব তিরঃ প্রযোজিতা সম্মুখীকরণী। অবগুণ্ঠনী উক্তৈব। উদঙ্গুলিনোঃ করতলয়োঃ যোজনে বন্দনং প্রসিদ্ধম্। ধেনুযোনী উক্তে এব। বামানামাঙ্গুষ্ঠযোগে তত্ত্বমুদ্রা। দক্ষাঙ্গুষ্ঠতর্জনীযোগো জ্ঞানমুদ্রা।

অর্চনায় মুদ্রা

প্রসারিত এবং উত্তান ঊর্ধ্বাধঃব্যাপারিত অঞ্জলি হলে হয় আবাহনীমুদ্রা। আবাহনীমুদ্রাকৃত অঞ্জলি অধোমুখ করলেই হয় সংস্থাপনীমুদ্রা। মুষ্টিদ্বয়ের উন্নত অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অভিমুখযোগে হয় সন্নিধাপনীমুদ্রা। সন্নিধাপনীমুদ্রাকৃত মুষ্টির অন্তঃপ্রবিষ্ট অঙ্গুষ্ঠের নখ কনিষ্ঠামূল স্পর্শ করলে হয় সন্নিরোধিনীমুদ্রা। সন্নিধাপনীমুদ্রা তির্যগ্‌ভাবে প্রযোজিত হলে হয় সম্মুখীকরণীমুদ্রা। অবগুণ্ঠনীমুদ্রা পূর্বেই কথিত হয়েছে। ঊর্ধ্বগতাঙ্গুলি করতলদ্বয়ের যোজনে বন্দনমুদ্রা প্রসিদ্ধ। ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা বলা হয়েছে। বাম অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে হয় তত্ত্বমুদ্রা। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীযোগে হয় জ্ঞানমুদ্রা। এই সব অর্চনায় ব্যবহৃত মুদ্রা।

সঙ্‌ক্ষোভিণ্যাদিমুদ্রাঃ

উত্তানয়োঃ করতলয়োঃ প্রসারিততর্জনীকং সংহতকনিষ্ঠানামামধ্যমাগ্রাণ্যন্যোন্যাভিমুখেন সংযোজ্য বদ্ধকনিষ্ঠোপর্যঙ্গুষ্ঠাগ্রসম্বন্ধে সর্বসঙ্‌ক্ষোভিণী। সৈব প্রসারিতমধ্যমাঽপি সর্ববিদ্রাবিণী। ইয়মেব মধ্যমাতর্জন্যোরাকুঞ্চনে সর্বাকর্ষণী।[1] পরস্পরগ্রথিতাঙ্গুলিস্পৃষ্টনখাগ্রাঙ্গুষ্ঠয়োঃ মুষ্ট্যোঃ যোগে সর্ববশঙ্করী। অধরোত্তরং তির্যক্‌প্রসারিতে বামদক্ষিণকনিষ্ঠে মধ্যমাভ্যাং ধৃত্বা তয়োরগ্রে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নিপীড্য অনামাতর্জন্যগ্রাণাং পার্শ্বতো মিথঃ সংস্পর্শে সর্বোন্মাদিনী। এষৈব অনামযোরাকুঞ্চনে তর্জন্যোঃ কিঞ্চিৎ ভুগ্নত্বে চ সর্বমহাঙ্কুশা। দক্ষভুজমধ্যসন্ধিস্থাপিতবামকূর্পরমানমিবদ্ধং পাণী পরিবর্ত্য স্বাভিমুখয়োরাস্পৃষ্টাগ্রয়োঃ মধ্যময়োঃ পৃষ্ঠতোঽধরোত্তরং তিরঃপ্রসারিতানি দক্ষবামানামাকনিষ্ঠাগ্রাণি তর্জনীভ্যাং ধৃত্বা পুরোঽঙ্গুষ্ঠয়োরন্যোন্যসম্বন্ধে সর্বখেচরী। ঊর্ধ্বাধস্তিরঃপ্রসৃতে বামদক্ষকনিষ্ঠাগ্রে অনামাভ্যাং ধৃত্বা অর্ধচন্দ্রাকৃতিযোজিতেষু তর্জন্যঙ্গুষ্ঠেষু মিথঃ শ্লিষ্টাভ্যামৃজুভ্যাং মধ্যমাভ্যাং তর্জন্যোঃ সম্বন্ধে সর্ববীজম্। যোনিরুক্তৈব। অস্যামেব ঋজুকৃতয়োঃ কনিষ্ঠয়োঃ

১। সর্বাকর্ষিণী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

মধ্যময়োরঙ্গুষ্ঠয়োশ্চ পৃথঙ্‌মিথঃ সংস্পর্শে সর্বত্রিখণ্ডা। উদগ্রাণাং বিরলানাং বামকরাঙ্গুলীনাং ঈষদাকুঞ্চনে গ্রাসঃ। মধ্যমাতর্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগে প্রাণমুদ্রা। মধ্যমানামাঽঙ্গুষ্ঠমেলনে অপানস্য। কনিষ্ঠাঽনামাঽঙ্গুষ্ঠসম্বন্ধে ব্যানস্য। তর্জন্য-নামাঽঙ্গুষ্ঠমিশ্রণে উদানস্য। সর্বাঙ্গুলিসংশ্লেষে সমানস্য। বামমুষ্টেরঙ্গুষ্ঠাগ্রচুম্বিত-মূলপর্বণি তর্জন্যামীষদধোমুখপ্রসৃতায়াং নারাচঃ। ব্যত্যয়েন বামদক্ষকর-কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠাগ্রয়োঃ যোগে অন্যাসাং বৈরল্যেন প্রসারণে চ চক্রম্।

সংক্ষোভিণী-আদি মুদ্রা

উত্তান করতলদ্বয়ের তর্জনী প্রসারিত করে এবং সংহত কনিষ্ঠা অনামিকা ও মধ্যমার অগ্র অন্যোন্যাভিমুখে সংযোজন করে স্ব স্ব কনিষ্ঠার উপরে অঙ্গুষ্ঠাগ্রের সংযোগ করলে হয় সর্বসংক্ষোভিণী মুদ্রা। সর্বসংক্ষোভিণীমুদ্রার মধ্যমাও প্রসারিত করলে হয় সর্ববিদ্রাবিণীমুদ্রা। এই সর্ববিদ্রাবিণীমুদ্রার মধ্যমা ও তর্জনী আকুঞ্চিত করলে হয় সর্বাকর্ষিণীমুদ্রা। পরস্পর গ্রথিতাঙ্গুলিস্পৃষ্টনখাগ্রাঙ্গুষ্ঠ মুষ্টিদ্বয়ের সংযোগে হয় সর্ববশংকরীমুদ্রা। অধঃ-ঊর্ধ্ব তির্যক্‌প্রসারিত বাম ও দক্ষিণ কনিষ্ঠাদ্বয় মধ্যমাদ্বয় দিয়ে ধরে তাদের অগ্র অঙ্গুষ্ঠাদ্বয়ের দ্বারা নিপীড়িত করে অনামিকা ও তর্জনীর পার্শ্বতঃ পরস্পর সংস্পৃষ্ট করলে হয় সর্বোন্মাদিনীমুদ্রা। এই সর্বোন্মাদিনীমুদ্রার অনামিকাদ্বয় আকুঞ্চিত করে তর্জনীদ্বয় কিঞ্চিৎ বক্রীকৃত করলে হয় সর্বমহাঙ্কুশামুদ্রা। দক্ষিণভুজের মধ্যসন্ধিতে অমণিবন্ধ বামকূর্পর স্থাপিত করে হস্তদ্বয় পরিবর্তিত করে স্বাভিমুখ পরস্পর অগ্রস্পৃষ্ট মধ্যমাদ্বয়ের পৃষ্ঠতঃ অধঃ ঊর্ধ্বে তির্যগ্‌ভাবে প্রসারিত দক্ষিণ ও বাম অনামিকা ও কনিষ্ঠার অগ্র তর্জনীদ্বয়ের দ্বারা ধরে সম্মুখভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অন্যোন্য সংযোগ করলে হয় সর্বখেচরী। ঊর্ধ্বাধঃ তির্যগ্‌ভাবে প্রসারিত বাম ও দক্ষিণ কনিষ্ঠাগ্র অনামিকাদ্বয় দিয়ে ধরে অর্ধচন্দ্রাকারে যোজিত তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে পরস্পরশ্লিষ্ট ঋজু মধ্যমাদ্বয়ের দ্বারা তর্জনীদ্বয়ের সংযোগ করলে হয় সর্ববীজমুদ্রা। যোনিমুদ্রা পূর্বে বলা হয়েছে। এরই ঋজুকৃত কনিষ্ঠাদ্বয়ের সঙ্গে মধ্যমাদ্বয় ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের পৃথক্ পরস্পর সংস্পর্শে হয় সর্বত্রিখণ্ডামুদ্রা। উন্নতাগ্র অনিবিড় বাম করাঙ্গুলির ঈষদাকুঞ্চনে হয় গ্রাসমুদ্রা। মধ্যমা তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে হয় প্রাণমুদ্রা। মধ্যমা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের মেলনে হয় অপানমুদ্রা। কনিষ্ঠা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠসংযোগে হয় ব্যানমুদ্রা। তর্জনী অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের মিশ্রণে হয় উদানমুদ্রা। সর্বাঙ্গুলিসংশ্লেষে হয় সমানমুদ্রা। বাম মুষ্টির অঙ্গুষ্ঠাগ্রচুম্বিত মূলপর্বে ঈষদধোমুখ তর্জনী প্রসৃত করে শ্লিষ্ট করলে

হয় নারাচমুদ্রা। ব্যত্যয়ক্রমে বাম ও দক্ষিণ করের কনিষ্ঠাগ্র এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্রের যোগে আর অন্যান্য অঙ্গুলির অনিবিড় প্রসারে হয় চক্রমুদ্রা।

ন্যাসে মুদ্রাঃ

সংহতাভিঃ চতসৃভিঃ অঙ্গুলীভিঃ মুখস্পর্শে মুখম্। সম্পুটীকৃতয়োঃ করয়োঃ মিথোঽভিমুখপ্রশ্লেষে করসম্পুটম্। কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাঙ্গুল্যগ্রয়োঃ হ্যভিমুখং করয়োরন্যোন্যসম্বন্ধে অঞ্জলিঃ। তর্জনীমধ্যমানামাঽগ্রৈঃ হৃদয়স্পর্শে হৃদয়ম্। মধ্যমাঽনামাঽগ্রয়োঃ ব্রহ্মরন্ধ্রসম্বন্ধে শিরঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রচূলীযোগে শিখা। ব্যত্যয়হস্তয়োরধরোত্তরং বামদক্ষকরয়োঃ সর্বাঙ্গুলীভিঃ অংসসম্বন্ধে কবচম্। তর্জনীমধ্যমাঽনামাগ্রৈঃ নেত্রযুগমধ্যস্পর্শে নেত্রম্। অস্ত্রং উক্তচরম্। এতাঃ ষড়ঙ্গন্যাস এব। অঙ্গুষ্ঠমিলিতয়া অনামিকয়া তত্তদঙ্গস্পর্শে ন্যাসমুদ্রা। বাম-হস্তমুষ্টিং বদ্ধ্বা সরলয়া তর্জন্যা অংসকর্ণ[১] মণ্ডিতো ভ্রামণে সৌভাগ্যদণ্ডিনী। সৈব গর্ভিতাঙ্গুষ্ঠবামপাদতলং ন্যস্তা রিপুজিহ্বাগ্রহা। অন্ত্যামিদং মুদ্রাযুগলং শ্রীষোড়শাক্ষরীবিষয়ম্।

ন্যাসে মুদ্রা

সংহত অঙ্গুলিচতুষ্টয় দ্বারা মুখ স্পর্শ করলে হয় মুখমুদ্রা। সম্পুটীকৃত করদ্বয়ের পরস্পর অভিমুখ প্রশ্লেষে হয় করসম্পুটমুদ্রা। কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত অঙ্গুল্যগ্র করযুগলের হ্যভিমুখ অন্যোন্যসম্বন্ধে হয় অঞ্জলিমুদ্রা। তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকার অগ্র দ্বারা হৃদয়স্পর্শে হয় হৃদয়মুদ্রা। মধ্যমা ও অনামিকার অগ্র ব্রহ্মরন্ধ্রে যুক্ত করলে হয় শিরোমুদ্রা। অঙ্গুষ্ঠাগ্র ও চূলির সংযোগে হয় শিখামুদ্রা। অধঃ-উর্ধ্ব ব্যত্যয়হস্তদ্বয় এবং বাম ও দক্ষিণ করের সর্বাঙ্গুলি দ্বারা অংসের সংযোগ হলে হয় কবচমুদ্রা। তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রের দ্বারা নেত্রযুগমধ্য স্পর্শে হয় নেত্রমুদ্রা। অস্ত্রমুদ্রা পূর্বে কথিত হয়েছে। এইসব মুদ্রা ষড়ঙ্গন্যাসে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া, যে যে অঙ্গে ন্যাস করতে হয় সেই সেই অঙ্গ অঙ্গুষ্ঠমিলিত অনামিকা দ্বারা স্পর্শে হয় ন্যাসমুদ্রা। মুষ্টিবদ্ধ বামহস্তের তর্জনী সরল করে তা অংস ও কর্ণের চারদিকে ঘুরালে হয় সৌভাগ্যদণ্ডিনীমুদ্রা। এই মুদ্রাই অন্তর্গতাঙ্গুষ্ঠ বামপদতলে ন্যস্ত হলে হয় রিপুজিহ্বাগ্রহামুদ্রা। এই শেষ দুই মুদ্রা শ্রীষোড়শাক্ষরীবিষয়ক।

১। অংসকর্ণ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

জপে মুদ্রাঃ

মুখ-করসম্পুট-ষড়ঙ্গমুদ্রাঃ প্রোক্তচর্য এব। পরস্পরমনভিমুখগ্রথিতাকুঞ্চিতানামামধ্যমাকনিষ্ঠং করৌ পরিবর্ত্য প্রসারিততর্জনীযুগাগ্রসম্বন্ধে শঙ্খস্থাপনী। সর্বসংক্ষোভিণ্যাদয়ো দশ দর্শিতচর্যঃ। অভিমুখাভ্যাং দক্ষমধ্যমাতর্জনীভ্যাং পরাঙ্মুখয়োঃ বামমধ্যমাতর্জন্যোঃ অবপীডাকর্ষণেঽন্যাসামঙ্গুলীনাং আকুঞ্চনে চ পাশঃ। উদগ্রায়াং দক্ষমধ্যমায়াং তন্মধ্যপর্বস্পর্শিমধ্যপর্বণস্তর্জন্যাকুঞ্চনে অনামাকনিষ্ঠাগ্রয়োশ্চাঙ্গুষ্ঠাগ্রনিপীড়নে অঙ্কুশঃ। উত্তানদক্ষমধ্যমাঽগ্রেণ তাদৃশতর্জন্যগ্রপরিগ্রহে চাপঃ। বাণস্তু নারাচপদেনোক্তচর এব।

আহত্য অপুনরুক্তা পঞ্চাশৎ। এতাসাং প্রকারভেদোঽপি তন্ত্রান্তরেষু দৃশ্যত ইতি শিবম্।

ইতি মুদ্রাপ্রকরণং চতুর্থং সমাপ্তম্।

জপে মুদ্রা

মুখমুদ্রা করসম্পুটমুদ্রা ষড়ঙ্গমুদ্রা পূর্বে কথিত হয়েছে। পরস্পর অনভিমুখে গ্রথিত আকুঞ্চিত অনামিকা মধ্যমা ও কনিষ্ঠা এরূপ হস্তদ্বয় ঘুরিয়ে প্রসারিত তর্জনীদ্বয়ের অগ্রসংযোগে হয় শঙ্খস্থাপনীমুদ্রা। সর্বসংক্ষোভিণী ইত্যাদি দশমুদ্রা পূর্বেই কথিত হয়েছে। অভিমুখী দক্ষিণ মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা পরাঙ্মুখী বাম মধ্যমা ও তর্জনীকে পীড়ন করে আকর্ষণে এবং অন্য অঙ্গুলিগুলির আকুঞ্চনে হয় পাশমুদ্রা। উন্নতাগ্র দক্ষিণ মধ্যমায় তন্মধ্যপর্বস্পর্শী তর্জনীকে তার মধ্যপর্বে আকুঞ্চিত করলে এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠার অগ্রে অঙ্গুষ্ঠাগ্র নিপীড়ন করলে হয় অঙ্কুশমুদ্রা। উত্তান দক্ষিণ মধ্যমার অগ্র দ্বারা উত্তান তর্জনীর অগ্র পরিগ্রহে হয় চাপমুদ্রা। পূর্বোক্ত নারাচ পদের দ্বারা বাণ কথিত হয়েছে অর্থাৎ নারাচমুদ্রা বলা দ্বারা বাণমুদ্রা বলা হয়েছে।

অপুনরুক্ত সব মুদ্রা যোগ করলে হয় পঞ্চাশ মুদ্রা। তন্ত্রান্তরে এসব মুদ্রার প্রকারভেদও দেখা যায়। শিবম্।

চতুর্থপ্রকরণ মুদ্রাপ্রকরণ সমাপ্ত।

ন্যাসপ্রকরণম্

এতন্মুদ্রাঃ মুদ্রাপ্রকরণে উক্তপূর্বাঃ। তত্রাদৌ মাতৃকান্যাসঃ—অস্য শ্রীমাতৃকান্যাসমহামন্ত্রস্য ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ (শিরসি), গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ (মুখে), শ্রীমাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ (হৃদয়ে), হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ

(গুহ্যে), স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ (পাদয়োঃ), বিন্দুভ্যঃ কীলকেভ্যো নমঃ (নাভৌ), মম শ্রীবিদ্যাঙ্গত্বেন ন্যাসে বিনিয়োগায় নমঃ (করসম্পুটে)। সর্বমাতৃকয়া ত্রির্ব্যাপকং সর্বাঙ্গে অঞ্জলিনা।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হৃদয়ায় নমঃ॥

৬ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং নমঃ। শিরসে স্বাহা॥

৬ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং নমঃ। শিখায়ৈ বষট্॥

৬ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং নমঃ। কবচায় হুং॥

৬ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। নেত্রত্রয়ায় বৌষট্॥

৬ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। অস্ত্রায় ফট্॥

ধ্যানম্—

পঞ্চাশদ্বর্ণভেদৈর্বিহিতবদনদোঃপাদযুক্কুক্ষিবক্ষো—
দেশাং[1] ভাস্বৎকপর্দাকলিতশশিকলামিন্দুকুন্দাবদাতাম্।
অক্ষস্রক্কুম্ভচিন্তালিখিতবরকরাং ত্রীক্ষণামব্জসংস্থা-
মচ্ছাকল্পামতুচ্ছস্তনজঘনভরাং ভারতীং তাং নমামি॥

দক্ষোর্ধ্বকরমারভ্য দক্ষাধঃকরপর্যন্তং প্রাদক্ষিণ্যেন আয়ুধস্থিতিঃ। চিন্তা-লিখিতং নাম পুস্তকম্। ইতি ধ্যাত্বা মনসা পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা, মাতৃকাঃ ত্রিতারীবালাপূর্বিকাঃ স্বাঙ্গেষু ন্যসেৎ। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অং নমঃ শিরসি, আং নমঃ মুখবৃত্তে, ইং নমঃ দক্ষনেত্রে, ঈং নমঃ বামনেত্রে, উং নমঃ দক্ষকর্ণে, ঊং নমঃ বামকর্ণে, ঋং নমঃ দক্ষনাসাপুটে, ৠং নমঃ বামনাসাপুটে, ৯ং নমঃ দক্ষগণ্ডে, ৡং নমঃ বামগণ্ডে, এং নমঃ উর্ধ্বোষ্ঠে, ঐং নমঃ অধরোষ্ঠে, ওং নমঃ উর্ধ্বদন্তপঙ্‌ক্তৌ, ঔং নমঃ অধোদন্তপঙ্‌ক্তৌ, অং নমঃ শিরসি মুখান্তঃ জিহ্বাগ্রে, অঃ নমঃ মুখান্তে কণ্ঠে, কং নমঃ দক্ষবাহুমূলে, খং নমঃ তন্মধ্যসন্ধৌ দক্ষকূর্পরে, গং নমঃ তন্মণি-বন্ধে, ঘং নমঃ তদঙ্গুলীমূলে, ঙং নমঃ তদঙ্গুল্যগ্রে, চং নমঃ বামবাহুমূলে, ছং নমঃ তন্মধ্যসন্ধৌ, জং নমঃ তন্মণিবন্ধে, ঝং নমঃ তদঙ্গুলিমূলে, ঞং নমঃ তদঙ্গুল্যগ্রে, টং নমঃ দক্ষোরুমূলে, ঠং নমঃ তজ্জানুনি, ডং নমঃ তজ্জঙ্ঘাপাদ-সন্ধৌ তদ্গুল্ফে, ঢং নমঃ তদঙ্গুলিমূলে, ণং নমঃ তদঙ্গুল্যগ্রে, তং নমঃ বামোরু-মূলে, থং নমঃ তজ্জানুনি, দং নমঃ তজ্জঙ্ঘাপাদসন্ধৌ তদ্গুল্ফে, ধং নমঃ তদঙ্গুলি-

১। দেহাং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

মূলে, নং নমঃ তদঙ্গুল্যগ্রে, পং নমঃ দক্ষপার্শ্বে, ফং নমঃ বামপার্শ্বে, বং নমঃ পৃষ্ঠে, ভং নমঃ নাভৌ, মং নমঃ জঠরে, যং নমঃ হৃদি, রং নমঃ দক্ষকক্ষে, দক্ষস্কন্ধে, লং নমঃ অপরগলে, গলপৃষ্ঠে, ককুদি, বং নমঃ বামকক্ষে, বামস্কন্ধে, শং নমঃ হৃদয়াদিদক্ষকরাঙ্গুল্যন্তং, ষং নমঃ হৃদয়াদিবামকরাঙ্গুল্যন্তং, সং নমঃ হৃদয়াদিদক্ষপাদাঙ্গুল্যন্তং, হং নমঃ হৃদয়াদিবামপাদাঙ্গুল্যন্তং, ळং নমঃ হৃদয়াদিগুহ্যান্তং (নিত্যাষোড়শিকার্ণবে কট্যাদিপাদাঙ্গুল্যন্তং), ক্ষং নমঃ হৃদয়াদিমূর্ধান্তং (নিত্যাষোড়শিকার্ণবে কট্যাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তম্)॥

অত্র মাতৃকাণাং বিন্দুমত্ত্বং—বাগ্‌দেবতাঽষ্টকন্যাসস্থান্ সবিন্দূনচঃ সর্বত্র বর্ণাণাং বিন্দুযোগ ইতি জ্ঞাপকাৎ—সিদ্ধম্॥

ইতি মাতৃকান্যাসঃ। অয়মেক এব সূত্রোক্তঃ॥

ন্যাসপ্রকরণ

এর মুদ্রা মুদ্রাপ্রকরণে পূর্বেই কথিত হয়েছে। ন্যাসের প্রথমে মাতৃকান্যাস—

মাতৃকামহামন্ত্রের ঋষি[1] ব্রহ্মাকে নমস্কার (শিরে), ছন্দ গায়ত্রীকে নমস্কার (মুখে), দেবতা মাতৃকাসরস্বতীকে নমস্কার (হৃদয়ে), বীজ ব্যঞ্জনবর্ণকে নমস্কার (গুহ্যে), শক্তি স্বরবর্ণকে নমস্কার (পদদ্বয়ে), কীলক বিন্দুকে নমস্কার (নাভিতে), শ্রীবিদ্যার অঙ্গরূপে আমার ন্যাসে বিনিয়োগকে[2] নমস্কার (করসম্পুটে)। অঙ্গুলি দ্বারা সর্বাঙ্গে তিনটি ব্যাপকন্যাস করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হৃদয়ায় নমঃ।[3]

ধ্যান—

যাঁর মুখ বাহুযুগল পাদযুগল কুক্ষি ও বক্ষদেশ অকারাদি পঞ্চাশৎ বিভিন্ন বর্ণের দ্বারা বিহিত, যাঁর উজ্জ্বল কপর্দে চন্দ্রকলা বিধৃত, যিনি ইন্দু ও কুন্দকুসুমের মতো শুভ্রা, যাঁর বরহস্তে অক্ষ মালা কুম্ভ পুস্তক ও বরমুদ্রা, যিনি

১। তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের কথা বলা হয়েছে। সাধারণতঃ ঋষি ছন্দ দেবতা বীজ শক্তি ও কীলক এই ছ'টি মন্ত্রাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ত্রিপুরাসিদ্ধান্তে দেখা যায় ঋষি ছন্দ বীজ কীলক শক্তি অঙ্গন্যাস এবং ধ্যান মন্ত্রের এই সাতটি অঙ্গ। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩১১-১২

২। "বিনিয়োগ বা প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষজনক কর্মে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রের যোজনাকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন বিনিয়োগ।" দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩১৩

৩। ইত্যাদি মন্ত্রগুলির অনুবাদ নিরর্থক বলে দেওয়া হল না। বাকী মন্ত্রগুলির আদিতে যে ৬ রয়েছে তা ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ এই ষট্‌বীজসূচক।

ত্রিনয়না ও পদ্মসংস্থিতা, যিনি প্রসন্ন কল্পতরু, যাঁর স্তন ও জঘন স্থূল, এমন যে দেবী ভারতী তাঁকে নমস্কার করি।

দেবীর হস্তে আয়ুধসংস্থান, দক্ষিণ-উর্ধ্বকর থেকে প্রদক্ষিণক্রমে দক্ষিণ অধঃকরপর্যন্ত। 'চিন্তালিখিতং' মানে পুস্তক। উক্ত প্রকারে ধ্যান ক'রে মনে মনে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আদিতে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ যোগ ক'রে মাতৃকা স্বীয় অঙ্গে ন্যাস করতে হবে। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অং নমঃ শিরসি, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ আং নমঃ মুখবৃত্তে,[1]

অষ্টকন্যাসস্থা বাগ্‌দেবতা হবেন বিন্দুযুক্ত স্বরবর্ণ ও বিন্দুযুক্ত সব বর্গীয় বর্ণ—এই নির্দেশানুসারে মাতৃকাবর্ণের বিন্দুযুক্ততা সিদ্ধ।

এই মাতৃকান্যাস। এই একটিই সূত্রোক্ত।

করশুদ্ধিন্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ, আং অনামিকাভ্যাং, সৌঃ কনিষ্ঠিকাভ্যাং, অং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং, আং তর্জনীভ্যাং, সৌঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥

করশুদ্ধিন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আং অনামিকাভ্যাং নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আং তর্জনীভ্যাং নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

আত্মরক্ষান্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ মহাত্রিপুরসুন্দরি আত্মানং রক্ষ রক্ষ, ইতি হৃদয়ে অঞ্জলিং দদ্যাৎ।

আত্মরক্ষান্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ মহাত্রিপুরসুন্দরি আত্মানং রক্ষ রক্ষ, এই মন্ত্রে হৃদয়ে অঞ্জলি দিতে হবে।

চতুরাসনন্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ দেব্যা আসনায় নমঃ। ইতি মন্ত্র মূলাধারে ন্যস্য॥

১। বাকী মন্ত্রগুলিও এইপ্রকার হবে।

ও হৈঁ হ্‌ক্লীং হ্‌সৌঃ শ্রীচক্রাসনায় নমঃ।

ও হ্‌সৈঁ হ্‌স্‌ক্লীঁ হ্‌স্‌সৌঃ সর্বমন্ত্রাসনায় নমঃ।

ও হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ সাধ্যসিদ্ধাসনায় নমঃ।

ইতি ত্রিভিঃ মন্ত্রৈঃ মুহুর্মুহুঃ পুষ্পক্ষেপেণ চক্রমন্ত্রদেবতা-আসনানি শ্রীচক্রে ন্যসেৎ।

চতুরাসনন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ দেব্যাত্মাসনায় নমঃ—এই মন্ত্রে স্বীয় মূলাধারে ন্যাস করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হৈঁ হ্‌ক্লীং হ্‌সৌঃ শ্রীচক্রাসনায় নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্‌সৈঁ হ্‌স্‌ক্লীঁ হ্‌স্‌সৌঃ সর্বমন্ত্রাসনায় নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ সাধ্যসিদ্ধাসনায় নমঃ।

এই তিন মন্ত্রে মুহুর্মুহু পুষ্প নিক্ষেপ ক'রে চক্র মন্ত্র ও দেবতার আসন শ্রীচক্রে ন্যাস করতে হবে।

বালাষড়ঙ্গন্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, সৌঃ শিখায়ৈ বষট্, ঐঁ কবচায় হুম্, ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, সৌঃ অস্ত্রায় ফট্।

বালাষড়ঙ্গন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ শিরসে স্বাহা, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ শিখায়ৈ বষট্, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ কবচায় হুম্, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ অস্ত্রায় ফট্।

বশিন্যাদিন্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ র্‌ব্লুঁ বশিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি।

ও কং খং গং ঘং ঙং ক্‌ল্‌হ্রীঁ কামেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। ললাটে॥

ও চং ছং জং ঝং ঞং ন্‌ব্‌লীঁ মোদিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। ভ্রূমধ্যে।

ও টং ঠং ডং ঢং ণং য্‌লূঁ বিমলাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। কণ্ঠে।

ও তং থং দং ধং নং জ্‌ম্‌রীঁ অরুণাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। হৃদি।

ও পং ফং বং ভং মং হ্‌স্‌ল্‌ব্‌য্‌ঁ জয়িনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। নাভৌ।

ও যং রং লং বং ঝ্‌ ম্‌ র্‌ যূঁ সর্বেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। লিঙ্গে।

ও শং ষং সং হং ল্ং ক্ষং ক্ষ্‌ম্‌রীঁ কৌলিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে।

ইতি ন্যসেৎ।

বশিন্যাদিন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ব্‌ল্‌রূঁ বশিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। শিরসি।[১]

মূলবিদ্যাবর্ণন্যাসঃ

অস্য চ ঋষ্যাদিন্যাসস্তু কৃতাকৃতঃ। করণে তু তৎপ্রকারো জপপ্রকরণে দ্রষ্টব্যঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং নমঃ শিরসি, এং নমঃ মূলাধারে, ঈং নমঃ হৃদি, লং নমঃ দক্ষনেত্রে, হ্রীঁ নমঃ বামনেত্রে, হং নমঃ ভ্রূমধ্যে, সং নমঃ দক্ষশ্রোত্রে, কং নমঃ বামশ্রোত্রে, হং নমঃ মুখে, লং নমঃ দক্ষভুজে, হ্রীঁ নমঃ বামভুজে, সং নমঃ পৃষ্ঠে, কং নমঃ দক্ষজানুনি, লং নমঃ বামজানুনি, হ্রীং নমঃ নাভৌ।

ইতি কাদিপঞ্চদশীবর্ণন্যাসঃ। এবমেব হাদিপঞ্চদশ্যপি।

মূলবিদ্যার-বর্ণন্যাস

মূলবিদ্যার ঋষ্যাদিন্যাস করাও হয় আবার করা হয় নাও। করা হলে তার প্রকার জপপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

ঐঁ হ্রীঁ কং নমঃ শিরসি, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এং নমঃ মূলাধারে,[২]

এই হল কাদিমতের পঞ্চদশীবিদ্যার[৩] বর্ণন্যাস। হাদি মতের পঞ্চদশীবিদ্যার বর্ণন্যাসও এইরূপ হবে।

শ্রীষোড়শাক্ষরীন্যাসঃ

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মূলবিদ্যা নম ইতি দক্ষমধ্যমানামাভ্যাং শিরসি ন্যসেৎ। অথ তত্র তাং দীপাভাং স্রবৎসুধারসাং মহাসৌভাগ্যদাং ধ্যাত্বা, পুনস্তথৈব তামুচ্চার্য মহাসৌভাগ্যং মে দেহি পরসৌভাগ্যং দত্তামীতি সৌভাগ্যদণ্ডিকা মুদ্রয়া বামকর্ণাংসবেষ্টনপূর্বকং আমস্তকচরণং বামাঙ্গে ন্যসেৎ। পুনস্তথৈব তামুচ্চার্য মম শত্রূন্ নিগৃহ্ণামীতি রিপুজিহ্বাগ্রয়া মুদ্রয়া বামপাদাধো ন্যসেৎ। পুনস্তথৈব তামুচ্চার্য ত্রৈলোক্যস্যাহং কর্তেতি ত্রিখণ্ডাং ভালে ন্যসেৎ। পুনস্তথৈব তাং উচ্চার্য বদনে বেষ্টনত্বেন ন্যসেৎ। পুনস্তথৈব তাং উচ্চার্য

১। এই মন্ত্রের পরবর্তী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে তাই হবে, শুধু মন্ত্রের আদিতে যেখানে ৩ এই সংখ্যা রয়েছে সেখানে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে।

২। এইভাবে অন্যমন্ত্রগুলিও ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যুক্ত হবে।

৩। ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ এই হল কাদিপঞ্চদশী বিদ্যা।

দক্ষকর্ণাদিবামকর্ণান্তং মুখবেষ্টনত্বেন ন্যসেৎ। পুনস্তথৈব তামুচ্চার্য গলোর্দ্ধ্বমাশিরো ন্যসেৎ। পুনস্তথৈব তামাদ্যন্তপ্রণবমুচ্চার্য মস্তকাৎ পাদপর্যন্তং পাদাদামস্তকং চ ন্যসেৎ। পুনস্তথৈব তামুচ্চার্য যোনিমুদ্রয়া মুখে ন্যস্য, পুনস্তথৈব তামুচ্চার্য যোনিমুদ্রয়া ললাটে ন্যসেৎ।

ষোড়শাক্ষরী[1]ন্যাস

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তারপর মূলবিদ্যা তারপর নমঃ উচ্চারণ ক'রে দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা শিরে ন্যাস করতে হবে। আর সেখানে দীপাভা সুধারসস্রাবিণী মহাসৌভাগ্যদায়িনী দেবীর ধ্যান করতে হবে। আবার সেই রকম মূলবিদ্যা উচ্চারণ ক'রে 'মহাসৌভাগ্যং মে দেহি পরসৌভাগ্যং দণ্ডয়ামি' এই বলে সৌভাগ্যদণ্ডিনী মুদ্রা দ্বারা বামকর্ণ ও স্কন্ধ বেষ্টনপূর্বক মাথা থেকে পা পর্যন্ত বামাঙ্গে ন্যাস করতে হবে। পুনরায় সেইরকম মূলবিদ্যা উচ্চারণ ক'রে 'মম শত্রূন্ নিগৃহ্ণামি' এই বলে রিপুজিহ্বাগ্রা মুদ্রা দ্বারা বাম পদের অধোদেশে ন্যাস করতে হবে। আবার সেই প্রকারে মূলবিদ্যা উচ্চারণ ক'রে 'ত্রৈলোক্যস্যাহং কর্তা' এই বলে ত্রিখণ্ডা মুদ্রা প্রদর্শন ক'রে কপালফলকে ন্যাস করতে হবে। আবার সেই প্রকারে মূলবিদ্যা উচ্চারণ করতঃ বেষ্টন করে বদনে ন্যাস করতে হবে। পুনরায় সেই প্রকার মূলবিদ্যা উচ্চারণ ক'রে দক্ষ কর্ণ থেকে বামকর্ণ পর্যন্ত মুখবেষ্টন পূর্বক ন্যাস করতে হবে। আবার সেই রকম মূলবিদ্যা উচ্চারণ ক'রে গলার উর্দ্ধ্ব থেকে মস্তক পর্যন্ত ন্যাস করতে হবে। পুনরায় সেই প্রকার মূলবিদ্যার আদি ও অন্তে ওঁ যোগ করে উচ্চারণ ক'রে মস্তক থেকে পদ পর্যন্ত এবং আপাদমস্তক ন্যাস করতে হবে। আবার মূলবিদ্যা উচ্চারণ ক'রে যোনিমুদ্রা দ্বারা মুখে ন্যাস করতে হবে। পুনরায় মূলবিদ্যা উচ্চারণ ক'রে যোনিমুদ্রা দ্বারা ললাটে ন্যাস করতে হবে।

সম্মোহনন্যাসঃ

ততঃ শ্রীবিদ্যাং স্মৃত্বা তৎপ্রভয়া জগদরুণং বিভাবয়ন্ অনামিকাং উর্দ্ধ্বং পরিভ্রাম্য, উচ্চার্য মুহুর্মুহুঃ মূলবিদ্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রে মণিবন্ধদ্বিতয়ে ভালে চ বিন্যসেৎ॥ এষ সম্মোহনো নাম ন্যাসোঽপূর্বঃ॥

১। ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যা– হ্রীঁ ক এ ঈ লহ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। দ্রঃ শাক্তপ্রমোদ, পৃঃ ১৭৮

সম্মোহনন্যাস

তারপর শ্রীবিদ্যা স্মরণ ক'রে তাঁর প্রভায় জগৎ অরুণ হয়েছে এইরূপ ভাবনা করতঃ অনামিকা উর্দ্ধে ঘুরিয়ে বার বার মূলবিদ্যা উচ্চারণ ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্রে মণিবন্ধদ্বয়ে এবং কপালফলকে ন্যাস করতে হবে। এইটি সম্মোহন নামক সার্থক ন্যাস।

সংহারন্যাসঃ

অথ চতুস্তারীনমস্সম্পুটিতান্ মূলবিদ্যাষোড়শার্ণান্ ক্রমেণ পাদয়োঃ জঙ্ঘয়োঃ জান্বোঃ কটিভাগদ্বয়ে পৃষ্ঠে লিঙ্গে নাভৌ পার্শ্বয়োঃ স্তনয়োঃ অংসয়োঃ কর্ণয়োঃ মূর্দ্ধ্নি মুখে নেত্রয়োঃ কর্ণযুগসন্ধৌ কর্ণবেষ্টনয়োশ্চ ন্যসেৎ। অত্র কূটত্রয়স্য বর্ণত্রয়ত্বেন ষোড়শার্ণত্বব্যপদেশঃ। পাদাদিষু প্রথমং দক্ষঃ ততো বাম ইতি বোধ্যম্॥

সংহারন্যাস

এবার মূলবিদ্যার ওঁ ঐঁ-হ্রীঁ-শ্রীঁ-ও নমঃ-সম্পুটিত ষোড়শবর্ণ যথাক্রমে পদদ্বয়ে জঙ্ঘাদ্বয়ে জানুদ্বয়ে কটিভাগদ্বয়ে পৃষ্ঠে লিঙ্গে নাভিতে পার্শ্বদ্বয়ে স্তনযুগলে স্কন্ধদ্বয়ে কর্ণযুগলে মূর্দ্ধায় মুখে নেত্রযুগলে কর্ণদ্বয়সন্ধিতে এবং কর্ণবেষ্টনদ্বয়ে ন্যাস করতে হবে। এখানে কূটত্রয়ের বর্ণত্রয়ত্বহেতু ষোড়শবর্ণত্বব্যপদেশ হয়েছে। পাদাদিতে ন্যাসের বেলা প্রথমে দক্ষিণ এবং তারপর বাম এইরূপ বুঝতে হবে।

সৃষ্টিন্যাসঃ

পুনস্তথৈব বিদ্যার্ণান্ ক্রমেণ ব্রহ্মরন্ধ্রে ফালে দৃশোঃ কর্ণয়োঃ ঘ্রাণপুটয়োঃ গণ্ডয়োঃ দন্তপঙ্‌ক্ত্যোঃ উর্দ্ধাধরোষ্ঠয়োঃ জিহ্বায়াং চোরস্কূপে পৃষ্ঠে সর্বাঙ্গে হৃদি স্তনয়োরুদরে লিঙ্গে চ ন্যস্য মূলেন ব্যাপকং কুর্যাৎ॥

সৃষ্টিন্যাস

আবার সংহারন্যাসে যেমন তেমনি ক'রে মূলবিদ্যার বর্ণগুলি যথাক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে, ফালে, চক্ষুদ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, নাসাপুটদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে, দন্তপঙ্‌ক্তিতে, উর্দ্ধ ওষ্ঠে অধরোষ্ঠে, জিহ্বাতে, চোরস্কূপে, পৃষ্ঠে, সর্বাঙ্গে, হৃদয়ে, স্তনদ্বয়ে, উদরে ও লিঙ্গে ন্যাস ক'রে মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করতে হবে।

স্থিতিন্যাসঃ

অথ পূর্বক্রমেণৈব অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তকরাঙ্গুলিষু মূর্দ্ধ্নি মুখে হৃদি নাভেঃ পাদদ্বয়াবধি কণ্ঠাদানাভি মূর্দ্ধ আকণ্ঠং পূর্ববৎ পাদাঙ্গুলিষু চ ন্যসেৎ। অত্র দক্ষবামকরচরণাঙ্গুলিষু দ্বয়োর্দ্বয়োরেকৈকমক্ষরম্॥

এতে পঞ্চৈব জ্ঞানার্ণবমতে। তন্ত্রান্তরেষু তু অন্যেঽপি পঞ্চ উপলভ্যন্তে॥

স্থিতিন্যাস

এবার পূর্বোক্ত ক্রমানুসারে অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্ত করাঙ্গুলিতে, মূর্দ্ধাতে, মুখে, হৃদয়ে, নাভি থেকে পাদদ্বয় পর্যন্ত, কণ্ঠ থেকে নাভি পর্যন্ত, মূর্দ্ধা থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত এবং পূর্বের মতো পাদাঙ্গুলিতে ন্যাস করতে হবে। দক্ষিণ ও বাম করাঙ্গুলির দুই দুই অঙ্গুলিতে এক এক বর্ণ এবং তেমনি দক্ষিণ ও বাম পাদাঙ্গুলির দুই দুই অঙ্গুলিতে এক এক বর্ণ ন্যাস করতে হবে।

এই পঞ্চন্যাস জ্ঞানার্ণবতন্ত্রমতে। তন্ত্রান্তরে অন্য পঞ্চন্যাস পাওয়া যায়।

লঘুষোঢ়ান্যাসঃ

অস্য শ্রীলঘুষোঢ়ান্যাসস্য দক্ষিণামূর্তয়ে ঋষয়ে নমঃ—শিরসি। গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ—মুখে। গণেশগ্রহনক্ষত্রযোগিনীরাশিপীঠরূপিণ্যৈ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি। শ্রীবিদ্যাঙ্গত্বেন ন্যাসে বিনিয়োগায় নমঃ—ইতি করসম্পুটে॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥

ঐ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং ক্লীঁ তর্জনীভ্যাং নমঃ॥

ঐ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং সৌঃ মধ্যমাভ্যাং নমঃ॥

ঐ এং তং থং দং ধং নং ঐঁ ঐঁ অনামিকাভ্যাং নমঃ॥

ঐ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং ক্লীঁ কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ॥

ঐ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ळং ক্ষং অঃ সৌঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥

এবং হৃদয়াদিন্যাসঃ। ধ্যানম্—

উদ্যৎসূর্যসহস্রাভাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
রক্তমাল্যাম্বরালেপাং রক্ত[1]ভূষণভূষিতাম্॥
পাশাঙ্কুশধনুর্বাণভাস্বৎপাণিচতুষ্টয়াম্।
স্মেরবক্ত্রাং স্বর্ণমুকুটোদ্ভাসিমস্তকাম্॥
গণেশগ্রহনক্ষত্রযোগিনীরাশিরূপিণীম্।
দেবীং পীঠময়ীং ধ্যায়েন্মাতৃকাং সুন্দরীং পরাম্॥

আয়ুধক্রমস্তু সপর্যাপ্রকরণ এবোক্ত ইত্যনুসন্ধেয়ঃ। ইতি শ্রীদেবীং সমষ্টিরূপেণ ধ্যাত্বা, গণেশাদিব্যষ্টিরূপেণ চ ধ্যায়েৎ॥

১। রত্ন ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

লঘুষোঢ়ান্যাস

এই ষোঢ়ান্যাসের[1] ঋষি দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার—শিরে। এর ছন্দ গায়ত্রীকে নমস্কার—মুখে। এর দেবতা গণেশগ্রহনক্ষত্রযোগিনীরাশিপীঠ-রূপিণী শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীকে নমস্কার—হৃদয়ে। শ্রীবিদ্যার অঙ্গরূপ ন্যাসে বিনিয়োগকে নমস্কার—করতল ও করপৃষ্ঠে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং ক্লীঁ তর্জনীভ্যাং নমঃ।*

... ...

এই প্রকারে হৃদয়াদিন্যাস হবে।

ধ্যান—সহস্র উদীয়মান সূর্যের আভাময়ী, পীনোন্নতপয়োধরা, রক্ত-মাল্যাম্বরশোভিতা, রক্তভূষণভূষিতা, পাশ-অঙ্কুশ-ধনুঃ-বাণশোভিতহস্তচতুষ্টয়া, ত্রিনেত্রশোভিতা, স্বর্ণমুকুটদীপ্তমস্তকা, গণেশগ্রহনক্ষত্রযোগিনীরাশিরূপিণী পীঠ-ময়ী সুন্দরী পরা মাতৃকা দেবীর ধ্যান করতে হবে।

আয়ুধসংস্থানের ক্রম সপর্যাপ্রকরণেই বলা হয়েছে। সেখানে অনুসন্ধান করতে হবে। এইভাবে সমষ্টিরূপে দেবীর ধ্যান ক'রে গণেশাদিব্যষ্টিরূপেও ধ্যান করতে হবে।

গণেশন্যাসঃ

(ধ্যানম্)

তরুণাদিত্যসঙ্কাশান্ গজবক্ত্রাংস্ত্রিলোচনান্।
পাশাঙ্কুশবরাভীতিকরান্ শক্তিসমন্বিতান্॥
তাশ্চ সিন্দূরবর্ণাভাঃ সর্বালঙ্কারভূষিতাঃ[2]।
একহস্তধৃতাম্ভোজা ইতরালিঙ্গিতপ্রিয়াঃ॥

বামোর্ধ্বকরমারভ্য বামাধঃকরপর্যন্তং গণেশানাং পাশাদিধ্যানম্। শক্তীনাং তু বামকরে কমলং দক্ষিণে চ প্রিয়াশ্লেষ ইতি ধ্যাত্বা, মাতৃকাস্থানেষু ত্রিতারী-মাতৃকাপূর্বকং গণেশান্ ন্যসেৎ। যথা—

১। "ষোঢ়ান্যাসের মূল অর্থ ছয় রকমের ন্যাস। কালী তারা প্রভৃতি বিদ্যার ষোঢ়া-ন্যাস বিহিত। প্রত্যেক বিদ্যার ষোঢ়ান্যাস ভিন্ন। আবার একই মন্ত্র তথা দেবতার বিভিন্ন ষোঢ়ান্যাস বিভিন্ন তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। এই জন্য শাস্ত্রের বিধান সাধকেরা স্ব স্ব কল্পোক্ত ষোঢ়ান্যাস করবেন।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ২য় খং, পৃঃ ৮১৭-২৮

* অন্যান্য মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে তাই। শুধু মূল মন্ত্রের আদিতে যেখানে ৩ এই সংখ্যা আছে সেখানে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে।

২ শোভিতাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং শ্রীযুক্তায় বিঘ্নেশায় নমঃ। শিরসি ॥
৩ আং হ্রীযুক্তায় বিঘ্নরাজায় নমঃ। মুখবৃত্তে ॥
৩ ইং তুষ্টিযুক্তায় বিনায়কায় নমঃ। দক্ষনেত্রে ॥
৩ ঈং শান্তিযুক্তায় শিবোত্তমায় নমঃ। বামনেত্রে ॥
৩ উং পুষ্টিযুক্তায় বিঘ্নহৃতে নমঃ। দক্ষকর্ণে ॥
৩ ঊং সরস্বতীযুক্তায় বিঘ্নকর্ত্রে নমঃ। বামকর্ণে ॥
৩ ঋং রতিযুক্তায় বিঘ্নরাজে নমঃ। দক্ষনাসাপুটে ॥
৩ ৠং মেধাযুক্তায় গণনায়কায় নমঃ। বামনাসাপুটে ॥
৩ ৯ং কান্তিযুক্তায় একদন্তায় নমঃ। দক্ষগণ্ডে ॥
৩ ৯৯ং কামিনীযুক্তায় দ্বিদন্তায় নমঃ। বামগণ্ডে ॥
৩ এং মোহিনীযুক্তায় গজবক্ত্রায় নমঃ। উর্দ্ধোষ্ঠে ॥
৩ ঐং জটাযুক্তায় নিরঞ্জনায় নমঃ। অধরোষ্ঠে ॥
৩ ওং তীব্রাযুক্তায় কপর্দভৃতে নমঃ। উর্দ্ধদন্তপঙ্‌ক্তৌ ॥
৩ ঔং জ্বালিনীযুক্তায় দীর্ঘমুখায় নমঃ। অধোদন্তপঙ্‌ক্তৌ ॥
৩ অং নন্দাযুক্তায় শঙ্কুকর্ণায় নমঃ। জিহ্বাগ্রে ॥
৩ অঃ সুরসাযুক্তায় বৃষধ্বজায় নমঃ। কণ্ঠে ॥
৩ কং কামিনীরূপিণীযুক্তায় গণনাথায় নমঃ। দক্ষবাহুমূলে ॥
৩ খং সুভ্রূযুক্তায় গজেন্দ্রায় নমঃ। দক্ষকূর্পরে ॥
৩ গং জয়িনীযুক্তায় শূর্পকর্ণায় নমঃ। দক্ষমণিবন্ধে।
৩ ঘং সত্যাযুক্তায় ত্রিলোচনায় নমঃ। দক্ষকরাঙ্গুলিমূলে ॥
৩ ঙং বিঘ্নেশীযুক্তায় লম্বোদরায় নমঃ। দক্ষকরাঙ্গুল্যগ্রে ॥
৩ চং সুরূপাযুক্তায় মহানাদায় নমঃ। বামবাহুমূলে ॥
৩ ছং কামদাযুক্তায় চতুর্মূর্ত্তয়ে নমঃ। বামকূর্পরে ॥
৩ জং মদবিহ্বলাযুক্তায় সদাশিবায় নমঃ। বামমণিবন্ধে ॥
৩ ঝং নিকটাযুক্তায় আমোদায় নমঃ। বামকরাঙ্গুলিমূলে ॥
৩ ঞং পূর্ণাযুক্তায় দুর্মুখায় নমঃ। বামকরাঙ্গুল্যগ্রে ॥
৩ টং ভূতিদাযুক্তায় সুমুখায় নমঃ। দক্ষোরুমূলে ॥
৩ ঠং ভূমিযুক্তায় প্রমোদায় নমঃ। দক্ষজানুনি ॥
৩ ডং শক্তিযুক্তায় একপাদায় নমঃ। দক্ষগুল্‌ফে ॥
৩ ঢং রমাযুক্তায় দ্বিজিহ্বায় নমঃ। দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে ॥
৩ ণং মানুষীযুক্তায় শূরায় নমঃ। দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্রে ॥

ওঁ তং মকরধ্বজাযুক্তায় বীরায় নমঃ। বামোরুমূলে ॥
ওঁ থং বীরিণীযুক্তায় ষণ্মুখায় নমঃ। বামজানুনি ॥
ওঁ দং ভ্রুকুটীযুক্তায় বরদায় নমঃ। বামগুল্ফে ॥
ওঁ ধং লজ্জাযুক্তায় বামদেবায় নমঃ। বামপাদাঙ্গুলিমূলে ॥
ওঁ নং দীর্ঘঘোণাযুক্তায় বক্রতুণ্ডায় নমঃ। বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে ॥
ওঁ পং ধনুর্ধরাযুক্তায় দ্বিরণ্ডকায় নমঃ। (নিত্যাষোড়শিকার্ণবে —দ্বিতুণ্ডকায় নমঃ)। দক্ষপার্শ্বে ॥
ওঁ ফং যামিনীযুক্তায় সেনান্যে নমঃ। বামপার্শ্বে ॥
ওঁ বং রাত্রীযুক্তায় গ্রামণ্যে নমঃ। পৃষ্ঠে ॥
ওঁ ভং চন্দ্রিকাযুক্তায় মত্তায় নমঃ। নাভৌ ॥
ওঁ মং শশিপ্রভাযুক্তায় বিমত্তায় নমঃ। জঠরে ॥
ওঁ যং লোলাযুক্তায় মত্তবাহনায় নমঃ। হৃদয়ে ॥
ওঁ রং চপলাযুক্তায় জটিনে নমঃ। দক্ষস্কন্ধে ॥
ওঁ লং ঋদ্ধিযুক্তায় মুণ্ডিনে নমঃ। গলপৃষ্ঠে—ককুদি ॥
ওঁ বং দুর্ভগাযুক্তায় খড্গিনে নমঃ। বামস্কন্ধে ॥
ওঁ শং সুভগাযুক্তায় বরেণ্যায় নমঃ। হৃদয়াদিদক্ষকরাঙ্গুল্যন্তম্ ॥
ওঁ ষং শিবাযুক্তায় বৃষকেতনায় নমঃ। হৃদয়াদিবামকরাঙ্গুল্যন্তম্ ॥
ওঁ সং দুর্গাযুক্তায় ভক্ষ্যপ্রিয়ায় নমঃ। হৃদয়াদিদক্ষপাদাঙ্গুল্যন্তম্ ॥
ওঁ হং কালী[1]যুক্তায় গণেশায় নমঃ। হৃদয়াদিবামপাদাঙ্গুল্যন্তম্ ॥
ওঁ ळং কালকুব্জিকাযুক্তায় মেঘনাদায় নমঃ। হৃদয়াদিগুহ্যান্তম্ ॥
ওঁ ক্ষং বিঘ্নহারিণী[2]যুক্তায় গণেশ্বরায় নমঃ। হৃদয়াদিমূর্ধান্তম্ ॥

গণেশন্যাস

ধ্যান—

তরুণাদিত্যসঙ্কাশ, গজানন, ত্রিলোচন, হস্তে পাশ-অঙ্কুশ-বর ও অভয়, শক্তিসমন্বিত গণেশগণ আর শক্তিরা সিন্দূরবর্ণাভা, সর্বালঙ্কারভূষিতা, এঁদের এক হাতে পদ্ম, অন্য হাতে প্রিয়কে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছে, এইরূপে ধ্যান করতে হবে। গণেশদের পাশাদির অবস্থান ধ্যান করতে হবে বামোর্ধ্ব কর থেকে

১। কালিকা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। কামিনী ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

আরম্ভ ক'রে বামাধঃকর পর্যন্ত। আর শক্তিদের বিষয়ে ধ্যান করতে হবে—তাঁদের বাম করে কমল আর দক্ষিণ কর প্রিয়কে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছে। এইরূপে ধ্যান ক'রে মাতৃকাস্থানে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ও মাতৃকাপূর্বক মন্ত্রে গণেশদের ন্যাস করতে হবে যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং শ্রীযুক্তায় বিঘ্নেশায় নমঃ। শিরসি ॥
ঐ হ্রীঁ শ্রীঁ আং হ্রীযুক্তায় বিনায়কায় নমঃ। মুখবৃত্তে ॥*

গ্রহন্যাসঃ

ধ্যানম্—

রক্তং শ্বেতং তথা রক্তং শ্যামং পীতং চ পাণ্ডরম্।
কৃষ্ণং ধূম্রং ধূম্রধূম্রং ভাবয়েদ্রবিপূর্বকান্ ॥
কামরূপধরান্ দেবান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
বামোরুন্যস্তহস্তাংশ্চ দক্ষহস্তবরপ্রদান্ ॥
শক্তয়োঽপি তথা ধ্যেয়াঃ বরাভয়করাম্বুজাঃ।
স্বস্বপ্রিয়াঙ্কনিলয়াঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ ॥

ইতি ধ্যাত্বা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ রেণুকাযুক্তায় সূর্যায় নমঃ। হৃদয়াধঃ, হৃজ্জঠরসন্ধৌ ॥
৩ যং রং লং বং অমৃতাযুক্তায় চন্দ্রায় নমঃ। ভ্রূমধ্যে ॥
৩ কং খং গং ঘং ঙং ধর্মাযুক্তায় ভৌমায় নমঃ। নেত্রয়োঃ ॥
৩ চং ছং জং ঝং ঞং যশস্বিনীযুক্তায় বুধায় নমঃ। শ্রোত্রকূপাধঃ[১] ॥
৩ টং ঠং ডং ঢং ণং শাঙ্করীযুক্তায় বৃহস্পতয়ে নমঃ। কণ্ঠে ॥
৩ তং থং দং ধং নং জ্ঞানরূপাযুক্তায় শুক্রায় নমঃ। হৃদি ॥
৩ পং ফং বং ভং মং শক্তিযুক্তায় শনৈশ্চরায় নমঃ। নাভৌ ॥
৩ শং ষং সং হং কৃষ্ণাযুক্তায় রাহবে নমঃ। মুখে ॥
৩ লং ক্ষং ধূম্রাযুক্তায় কেতবে নমঃ। গুদে ॥

---

* নমঃ অন্ত বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে। শুধু মন্ত্রের আদিতে ৩ এই সংখ্যাস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে।

১ চোত্রকূপাধঃ ইতি পাঠান্তরং একাধিকপুস্তকান্তরে।

গ্রহন্যাস

ধ্যান—

সূর্যাদি গ্রহদের বর্ণ যথাক্রমে রক্ত শ্বেত রক্ত শ্যাম পীত রক্তপীত কৃষ্ণ ধূম্র ধূম্রধূম্র ভাবতে হবে। এই দেবেরা কামরূপধারণকারী দিব্যাভরণভূষিত। এঁদের বাম হস্ত উরুদেশে ন্যস্ত, দক্ষিণ হস্ত বরপ্রদ অর্থাৎ দক্ষিণহস্তে বরমুদ্রা। এঁদের শক্তিদের করপদ্মে বর-ও অভয়-মুদ্রা আর এঁরা নিজ নিজ প্রিয়ের অঙ্কস্থিতা ও সর্বাভরণভূষিতা, এইরূপে ধ্যান করতে হবে।

এমনি ধ্যান ক'রে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ রেণুকাযুক্তায় সূর্যায় নমঃ। এই মন্ত্রে হৃদয়নিম্নদেশে, হৃদয় ও জঠরের সন্ধিস্থলে ন্যাস করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যং রং লং বং অমৃতাযুক্তায় চন্দ্রায় নমঃ।* এইমন্ত্রে ভ্রূমধ্যে ন্যাস করতে হবে।

নক্ষত্রন্যাসঃ

ধ্যানম্—

জ্বলৎকালানলপ্রখ্যা বরদাভয়পাণয়ঃ।
নতিপাণ্যোঽশ্বিনীপূর্বাঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ॥

ইতি ধ্যাত্বা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং অশ্বিন্যৈ নমঃ। ললাটে॥
৩ ইং ভরণ্যৈ নমঃ। দক্ষনেত্রে॥
৩ ঈং উং ঊং কৃত্তিকায়ৈ নমঃ। বামনেত্রে।
৩ ঋং ৠং ৯ং ৡং রোহিণ্যৈ নমঃ। দক্ষকর্ণে॥
৩ এং মৃগশিরসে নমঃ। বামকর্ণে॥
৩ ঐং আর্দ্রায়ৈ নমঃ। দক্ষনাসাপুটে॥
৩ ওং ঔং পুনর্বসবে নমঃ। বামনাসাপুটে॥
৩ কং পুষ্যায়ৈ নমঃ। কণ্ঠে॥
৩ খং গং আশ্লেষায়ৈ নমঃ। দক্ষস্কন্ধে॥
৩ ঘং ঙং মঘায়ৈ নমঃ। বামস্কন্ধে॥

---

* নমোঽন্ত বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে। শুধু মন্ত্রের আদিতে ৩ এই সংখ্যার স্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে। মন্ত্রের নমঃ পদের পর ন্যাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

ও চং পূর্বফল্গুন্যৈ নমঃ পৃষ্ঠে ॥
ও ছং জং উত্তরফল্গুন্যৈ নমঃ। দক্ষকূর্পরে ॥
ও ঝং ঞং হস্তায়ৈ নমঃ। বামকূর্পরে ॥
ও টং ঠং চিত্রায়ৈ নমঃ। দক্ষমণিবন্ধে ॥
ও ডং স্বাত্যৈ নমঃ। বামমণিবন্ধে ॥
ও ঢং ণং বিশাখায়ৈ নমঃ। দক্ষহস্তে ॥
ও তং থং দং অনুরাধায়ৈ নমঃ। বামহস্তে ॥
ও ধং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ। নাভৌ ॥
ও নং পং ফং মূলায়ৈ নমঃ। কটিবন্ধে ॥
ও বং পূর্বাষাঢ়ায়ৈ নমঃ। দক্ষোরৌ ॥
ও ভং উত্তরাষাঢ়ায়ৈ নমঃ। বামোরৌ ॥
ও মং শ্রবণায়ৈ নমঃ। দক্ষজানুনি ॥
ও যং রং ধনিষ্ঠায়ৈ নমঃ। বামজানুনি ॥
ও লং শতভারকায়ৈ নমঃ। দক্ষজঙ্ঘায়াম্ ॥
ও বং শং পূর্বভাদ্রপদায়ৈ নমঃ। বামজঙ্ঘায়াম্ ॥
ও ষং সং হং উত্তরভাদ্রপদায়ৈ নমঃ। দক্ষপাদে ॥
ও ळং ক্ষং অং অঃ রেবত্যৈ নমঃ। বামপাদে ॥

নক্ষত্রন্যাস

ধ্যান—

জ্বলৎকালানলসদৃশ, হস্তে বর ও অভয়-মুদ্রা, সর্বাভরণভূষিত অশ্বিনা-আদি নমিতহস্ত নক্ষত্রের ধ্যান করতে হবে।

এইরূপে ধ্যান ক'রে

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং অশ্বিন্যৈ নমঃ। এই মন্ত্রে ললাটে।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইং ভরণ্যৈ নমঃ*। এই মন্ত্রে দক্ষিণনেত্রে।

যোগিনীন্যাসঃ

ধ্যানম্—

কণ্ঠস্থানে বিশুদ্ধৌ নৃপদলকমলে শ্বেতবর্ণাং ত্রিনেত্রাং
হস্তৈঃ খট্বাঙ্গখড়্গৌ ত্রিশিখমপি মহাচর্ম সন্ধারয়ন্তীম্।

---

* নমঃ-অন্ত বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে। শুধু মন্ত্রের আদিতে ও এই সংখ্যাস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে।

বক্ত্রেণৈকেন যুক্তাং পশুজনভয়দাং পায়সান্নৈকসক্তাং
ত্বক্স্থাং বন্দেঽমৃতাদ্যৈঃ পরিবৃতবপুষং ডাকিনীং বীরবন্দ্যাম্ ॥

ইতি ধ্যাত্বা

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ডাং ডীং ড ম ল ব র যূঁ ডাকিন্যৈ নমঃ।

৩ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ মাং রক্ষ রক্ষ ত্বগাত্মানং নমঃ ॥

ইতি মন্ত্রেণ কণ্ঠস্থষোড়শদলবিশুদ্ধিকমলকর্ণিকায়াং ডাকিনীং ন্যস্য, তদ্দলেষু পুরোভাগাদিপ্রাদক্ষিণ্যেন তদাবরণশক্তীঃ ন্যসেৎ। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং অমৃতায়ৈ নমঃ, আং আকর্ষিণ্যৈ, ইং ইন্দ্রাণ্যৈ, ঈং ঈশান্যৈ[1], উং উমায়ৈ, ঊং ঊর্ধ্বকেশ্যৈ, ঋং ঋদ্ধিদায়ৈ, ৠং ৠকারায়ৈ[2], ঌং ঌকারায়ৈ, ৡং ৡকারায়ৈ[3], এং একপদায়ৈ, ঐং ঐশ্বর্যাত্মিকায়ৈ, ওং ওঙ্কারায়ৈ, ঔং ঔষধ্যৈ, অং অম্বিকায়ৈ, অঃ অক্ষরায়ৈ নমঃ ॥ ইতি ॥

ততঃ ধ্যানম্—

হৃৎপদ্মে ভানুপত্রে দ্বিবদনলসিতাং দংষ্ট্রিণীং শ্যামবর্ণাং
অক্ষং শূলং কপালং ডমরুমপি ভুজৈর্ধারয়ন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
রক্তস্থাং কালরাত্রীপ্রভৃতিপরিবৃতাং স্নিগ্ধভক্ষ্যৈকসক্তাং
শ্রীমদ্বীরেন্দ্রবন্দ্যাং অভিমতফলদাং রাকিণীং ভাবয়ামঃ ॥

ইতি ধ্যাত্বা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রাং রীং র ম ল ব র যূঁ রাকিণ্যৈ নমঃ।

৩ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং মাং রক্ষ রক্ষ অসৃগাত্মানং নমঃ।

ইতি হৃদয়স্থিতদ্বাদশদলানাহতনলিনকর্ণিকায়াং রাকিণীং ন্যস্য, তদ্দলেষু প্রাগ্বৎ তদাবৃত্তিশক্তীর্ন্যসেৎ। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং কালরাত্র্যৈ নমঃ, খং খণ্ডিতায়ৈ, গং গায়ত্র্যৈ, ঘং ঘণ্টাকর্ষিণ্যৈ, ঙং ঙার্ণায়ৈ, চং চণ্ডায়ৈ, ছং ছায়ায়ৈ, জং জয়ায়ৈ, ঝং ঝঙ্কারিণ্যৈ, ঞং জ্ঞানরূপায়ৈ, টং টঙ্কহস্তায়ৈ, ঠং ঠঙ্কারিণ্যৈ নমঃ ॥ ইতি ॥

অথ—

দিক্পত্রে নাভিপদ্মে ত্রিবদনলসিতাং দংষ্ট্রিণীং রক্তবর্ণাং
শক্তিং দম্ভোলিদণ্ডাবভয়মপি ভুজৈর্ধারয়ন্তীং মহোগ্রাম্।

১। ঈশ্বর্যৈ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে। ২। ঋমায়ৈ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। ঌমায়ৈ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

ভামর্যাদ্যৈঃ পরীতাং পশুজনভয়দাং মাংসধাত্বেকনিষ্ঠাং
গৌড়ান্নাসক্তচিত্তাং সকলসুখকরীং লাকিনীং ভাবয়ামঃ ॥

ইতি ধ্যাত্বা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লাং লীং ল ম ল ব র যূঁ লাকিন্যৈ নমঃ।
ওঁ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং মাং রক্ষ রক্ষ মাংসাত্মানং নমঃ ॥

ইতি নাভিস্থদশদলমণিপূরকমলোপরিকর্ণিকায়াং লাকিন্যাঃ পূজা, তদ্দলেষু পূর্ববৎ তৎপরিবারশক্তীঃ যজেৎ। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ডং ডামর্যৈ নমঃ, ঢং ঢঙ্কারিণ্যৈ, ণং ণার্ণায়ৈ, তং তামস্যৈ, থং স্থাণ্ব্যৈ, দং দাক্ষায়ণ্যৈ, ধং ধাত্র্যৈ, নং নার্য্যৈ, পং পার্বত্যৈ, ফং ফট্‌কারিণ্যৈ নমঃ ॥

তদনু—

স্বাধিষ্ঠানাখ্যপদ্মে রসদলবিলসে বেদবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং
হস্তাব্জৈর্ধারয়ন্তীং ত্রিশিখগুণকপালাঙ্কুশানাত্তগর্বাম্।
মেদোধাতুপ্রতিষ্ঠামলিমদমুদিতাং বন্দিনীমুখ্যযুক্তাং
পীতাং দধ্যোদনেষ্টামভিমতফলদাং কাকিনীং ভাবয়ামঃ ॥

ইতি ধ্যাত্বা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কাং কীং ক ম ল ব র যূঁ কাকিন্যৈ নমঃ।
ওঁ বং ভং মং যং রং লং মাং রক্ষ রক্ষ মেদআত্মানং নমঃ।

ইতি গুহ্যস্থানস্থষড়্দলস্বাধিষ্ঠানসরসিজকর্ণিকায়াং কাকিনীং পূজ্য, তদ্দলেষু তদাবরণশক্তীঃ প্রাগ্বৎ যজেৎ। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বং বন্দিন্যৈ নমঃ, ভং ভদ্রকাল্যৈ, মং মহামায়ায়ৈ, যং যশস্বিন্যৈ, রং রক্তায়ৈ, লং লম্বোষ্ঠ্যৈ নমঃ ॥

ততঃ—

মূলাধারস্থপদ্মে শ্রুতিদলবিলসে পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং
ধূম্রাভামস্থিসংস্থাং সৃণিমপি কমলং পুস্তকং জ্ঞানমুদ্রাম্।
বিভ্রাণাং বাহুদণ্ডৈঃ সুললিতবরদাপূর্বশক্ত্যাবৃতাং তাং
মুদ্গান্নাসক্তচিত্তাং মধুমদমুদিতাং সাকিনীং ভাবয়ামঃ ॥

ইতি ধ্যাত্বা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সাং সীং স ম ল ব র যূঁ সাকিন্যৈ নমঃ।
ওঁ বং শং ষং সং মাং রক্ষ রক্ষ অস্থ্যাত্মানং নমঃ ॥

ইতি পায়ুপদ্মধামগতচতুর্দলমূলাধারকমলকর্ণিকায়াং সাকিনীং ন্যস্য, তদ্দলেষু পূর্ববৎ তদাবৃতিশক্তীঃ ন্যসেৎ। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বং বরদায়ৈ নমঃ, শং শ্রিয়ৈ, ষং ষণ্ডায়ৈ, সং সরস্বত্যৈ নমঃ ॥

অথ—

ভ্রমধ্যে বিন্দুপদ্মে দলযুগকলিতে শুক্লবর্ণাং করাব্জৈঃ
বিভ্রাণাং জ্ঞানমুদ্রাং ডমরুকমমলামক্ষমালাং কপালম্।
ষড়্‌বক্ত্রাং মজ্জসংস্থাং ত্রিনয়নলসিতাং হংসবত্যাদিযুক্তাং
হারিদ্রান্নৈকসক্তাং সকলসুখকরীং হাকিনীং ভাবয়ামঃ ॥

ইতি ধ্যাত্বা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হাং হীং হ ম ল ব র যূঁ হাকিন্যৈ নমঃ।
ও হং ক্ষং মাং রক্ষ রক্ষ মজ্জাত্মানং নমঃ ॥

ইতি ভ্রমধ্যগতদ্বিদলাজ্ঞাকমলকর্ণিকায়াং হাকিনীং ন্যস্য তদ্দক্ষবামদলয়োঃ ক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হং হংসবত্যৈ নমঃ, ক্ষং ক্ষমাবত্যৈ নমঃ ॥

ইতি তচ্ছক্তিদ্বয়ং ন্যসেৎ। তদনু—

মূর্দ্ধব্যোমস্থপদ্মে দশশতদলকে কর্ণিকাচন্দ্রসংস্থাং
রেতোনিষ্ঠাং সমস্তায়ুধকলিতকরাং সর্বতোবক্ত্রপদ্মাম্।
আদিক্ষান্তার্ণশক্তিপ্রকরপরিবৃতাং সর্ববর্ণাং ভবানীং
সর্বান্নাসক্তচিত্তাং পরশিবরসিকাং যাকিনীং ভাবয়ামঃ ॥

ইতি ধ্যাত্বা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যাং যীং য ম ল ব র যীঁ যাকিন্যৈ নমঃ।
ও অং......ক্ষং (৫১) মাং রক্ষ রক্ষ শুক্রাত্মানং নমঃ ॥

ইতি ব্রহ্মরন্ধ্রগতসহস্রদলসরসিজকর্ণিকায়াং যাকিনীং ন্যস্য তদ্দলেষু প্রতি-বিংশতিদলং তদাবরণশক্তীঃ অমৃতাদ্যাঃ ক্ষমাবত্যন্তাঃ পূর্বোক্তাঃ প্রাগ্বৎ ন্যসেৎ ॥

যোগিনীন্যাস

ধ্যান—

কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্য ষোড়শদলপদ্মে শ্বেতবর্ণা, ত্রিনয়না, হস্তে খট্বাঙ্গ খড়্গ-ত্রিশিখ-ও মহাচর্ম-ধারণকারিণী, একবক্ত্রা, পশুজনভয়দা, একমাত্র পায়সান্নে আসক্তা, ত্বকে অধিষ্ঠিতা, অমৃতাদিশক্তি দ্বারা পরিবৃতদেহা বীরবন্দিতা ডাকিনীর বন্দনা করি।

এই প্রকার ধ্যান ক'রে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ডাং ডীং ড ম ল ব র যূঁ ডাকিন্যৈ নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋংঋৃং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ মাং রক্ষ রক্ষ ত্বগাত্মানং নমঃ এই মন্ত্রে কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধাখ্য ষোড়শদলপদ্ম-কর্ণিকায় ডাকিনীর ন্যাস ক'রে উক্ত পদ্মের ষোড়শদলে পুরোভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে ডাকিনীর আবরণ শক্তিদের ন্যাস করতে হবে। তার মন্ত্র এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং অমৃতায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আং আকর্ষিণ্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইং ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং ঈশান্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উং উমায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁউং ঊর্ধ্বকেশ্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীং ঋং ঋদ্ধিদায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঋৃং ঋৃকারায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ৯ং ৯কারায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ৡং ৡকারায়ৈ নমঃ, ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ এং একপদায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ঐশ্বর্যাত্মিকায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ ওঙ্কারায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঔং ঔষধ্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং অম্বিকায়ৈ নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ অক্ষরায়ৈ নমঃ।

তারপর ধ্যান—

হৃদয়স্থ দ্বাদশদলপদ্মে, দ্বিবদনশোভিতা, দংষ্ট্রিণী, শ্যামবর্ণা, হস্তে অক্ষ-শূল-কপাল-ও ডমরু-ধারণকারিণী, ত্রিনেত্রা, রক্তে অধিষ্ঠিতা, কালরাত্রী প্রভৃতি শক্তি দ্বারা পরিবৃতা, একমাত্র ঘৃতাদিযুক্ত অন্নে আসক্তা, শ্রীমদ্‌বীরেন্দ্রবন্দিতা, অভীষ্টফলদাত্রী রাকিণীর ভাবনা করি। এইরূপ ধ্যান ক'রে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রাং রীং র ম ল ব র যূঁ রাকিণ্যৈ নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং মাং রক্ষ রক্ষ অসৃগাত্মানং নমঃ। এই মন্ত্রে হৃদয়স্থিত অনাহত নামক দ্বাদশদল কমলের কর্ণিকায় রাকিণীর ন্যাস ক'রে উক্ত পদ্মের দ্বাদশদলে পূর্বের মতো রাকিণীর আবরণশক্তিদের ন্যাস করতে হবে। তার মন্ত্র এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং কালরাত্র্যৈ নমঃ *।

এরপর—

নাভিস্থ দশদলপদ্মে ত্রিবদনশোভিতা, দংষ্ট্রিণী, রক্তবর্ণা, হস্তে শক্তি-বজ্র-দণ্ড-ও-অভয়মুদ্রা-ধারণ কারিণী, মহোগ্রা, ডামরী-আদি-শক্তিপরিবৃতা, পশুজনভয়প্রদা, মাংসধাতুতে অধিষ্ঠিতা, গুড়মিশ্রিত অন্নে আসক্তচিত্তা, সকল সুখবিধানকর্ত্রী লাকিনীর ভাবনা করি।

এই প্রকার ধ্যান ক'রে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লাং লীং ল ম ল ব র যূঁ লাকিন্যৈ

* পরবর্তী মন্ত্র খং খণ্ডিতায়ৈ থেকে আরম্ভ করে টং টঙ্কহস্তায়ৈ পর্যন্ত প্রত্যেকটি মন্ত্র মূলে যেমন আছে। শুধু আদিতে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এবং অন্তে নমঃ যোগ করতে হবে। ঠং ঠঙ্কারিণ্যৈ নমঃ এই শেষমন্ত্রের আদিতেও ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যোগ করতে হবে।

নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং মাং রক্ষ রক্ষ মাংসাত্মানং নমঃ এই মন্ত্রে নাভিস্থ মণিপূর নামক দশদলপদ্মের কর্ণিকায় লাকিনীর ন্যাস ক'রে উক্ত পদ্মের দলে পূর্ববৎ লাকিনীর পরিবারশক্তিদের ন্যাস করতে হবে। তার মন্ত্র এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ডং ডামর্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঢং ঢক্কারিণ্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ণং ণার্ণায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তং তামস্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ থং স্থাণ্বৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দং দাক্ষায়ণ্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ধং ধাত্র্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নং নার্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পং পার্বত্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ফং ফট্কারিণ্যৈ নমঃ।

তারপর—

অষ্টদল শোভিত স্বাধিষ্ঠান নামক পদ্মে চতুর্বক্ত্রা, ত্রিনেত্রা, করপদ্মে ত্রিশিখ-শুণ-কপাল-ও অঙ্কুশ-ধারিণী, গর্বহারিণী, মেদধাতুতে অধিষ্ঠিতা, অলি নামক হর্ষজনক পানীয়ে আনন্দিতা, বন্দিনীপ্রমুখ শক্তিযুক্তা, পীতবর্ণা, দধিমিশ্রিত অন্নপ্রিয়া, অভিমতফলদাত্রী কাকিনীর ভাবনা করি।

এই ধ্যান ক'রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কাং কীং ক ম ল ব র যূঁ কাকিন্যৈ নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বং ভং মং যং রং লং মাং রক্ষ রক্ষ মেদআত্মানং নমঃ এই মন্ত্রে গুহ্যস্থানগত অর্থাৎ লিঙ্গমূলস্থ স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্‌দলপদ্মের কর্ণিকায় কাকিনীর ন্যাস ক'রে উক্ত পদ্মের দলে কাকিনীর আবরণশক্তিদের পূর্বের মতো ন্যাস করতে হবে। তার মন্ত্র এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বং বন্দিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভং ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মং মহামায়ায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যং যশস্বিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রং রক্তায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ লং লম্বোষ্ঠ্যৈ নমঃ।

এরপর—

মূলাধারস্থ চতুর্দলশোভিত পদ্মে পঞ্চবক্ত্রা, ত্রিনেত্রা, ধূম্রাভা, অস্থিধাতুতে অধিষ্ঠিতা, বাহুদণ্ডে শৃণি-কমল-পুস্তক-ও জ্ঞানমুদ্রা-ধারণকারিণী, সুললিত বরদাপ্রমুখ শক্তিপরিবৃতা, মুদ্গমিশ্রিত অন্নে আসক্তচিত্তা, মধুনামক হর্ষজনক পানীয়ে আনন্দিতা, সাকিনীর ভাবনা করি।

এইরূপ ধ্যান ক'রে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সাং সীং স ম ল ব র যূঁ সাকিন্যৈ নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বং শং ষং সং মাং রক্ষ রক্ষ অস্থ্যাত্মানং নমঃ এই মন্ত্রে পায়ু এবং উপস্থের মধ্যস্থিত মূলাধার নামক চতুর্দলপদ্মের কর্ণিকায় সাকিনীর ন্যাস ক'রে উক্ত পদ্মের দলে পূর্বের মতো সাকিনীর আবরণশক্তিদের ন্যাস করতে হবে। তার মন্ত্র এই—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বং বরদায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শং শ্রিয়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ষং ষণ্ডায়ৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সং সরস্বত্যৈ নমঃ।

এবার ভ্রূমধ্যে দ্বিদল বিন্দুপদ্মে শুক্লবর্ণা, করপদ্মে জ্ঞানমুদ্রা-ডমরু-অমলিন অক্ষমালা-ও কপাল-ধারিণী, ষড়্বক্ত্রা, মজ্জাধাতুতে অধিষ্ঠিতা, ত্রিনয়ন-শোভিতা, হংসবতী-আদি শক্তিযুক্তা, একমাত্র হরিদ্রান্নে আসক্তা, সকলসুখকরী হাকিনীর ভাবনা করি। এইরূপ ধ্যান ক'রে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হাং হীং হ ম ল ব র যূঁ হাকিন্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হং ক্ষং মাং রক্ষ রক্ষ মজ্জাত্মানং নমঃ এই মন্ত্রে ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদল আজ্ঞাপদ্মের কর্ণিকায় হাকিনীর ন্যাস ক'রে ঐ পদ্মের দক্ষিণ ও বাম দলে যথাক্রমে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হং হংসবত্যৈ নমঃ, ক্ষং ক্ষমাবত্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে হাকিনীর শক্তিদ্বয়ের ন্যাস করতে হবে।

তারপর—ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকাস্থ চন্দ্রে অবস্থিতা, রেতোধাতু-নিষ্ঠা, সমস্ত আয়ুধধৃতকরা, সর্বতঃ মুখপদ্মবিশিষ্টা, অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণের শক্তিসমূহপরিবৃতা, সর্ববর্ণা, সর্বান্নে আসক্তচিত্তা, ভবানী, পরশিবরসিকা যাকিনীর ভাবনা করি। এইরূপ ধ্যান ক'রে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যাং যীং য ম ল ব র যূঁ যাকিন্যৈ নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং......ক্ষং (৫১) নাং রক্ষ রক্ষ শুক্রাত্মানং নমঃ এই মন্ত্রে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকায় যাকিনীর ন্যাস ক'রে উক্ত পদ্মের দলের প্রত্যেক বিশটি দলে অমৃতা থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষমাবতী[১] পর্যন্ত সব পূর্বোক্ত আবরণশক্তিদের পূর্ববৎ ন্যাস করতে হবে।

রাশিন্যাসঃ

রক্তশ্বেতহরিৎপাণ্ডুচিত্রকৃষ্ণপিশঙ্গকান্।
কপিশবভ্রুকির্মীরকৃষ্ণধূম্রান্ ক্রমাৎ স্মরেৎ ॥

রাশীনিতি শেষঃ। ইতি ধ্যাত্বা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং মেষায় নমঃ। দক্ষপদে ॥
ও উং ঊং বৃষভায় নমঃ। লিঙ্গদক্ষভাগে ॥
ও ঋং ৠং ঌং ৡং মিথুনায় নমঃ। দক্ষকুক্ষৌ ॥
ও এং ঐং কর্কায় নমঃ। হৃদয়দক্ষভাগে ॥
ও ওং ঔং সিংহায় নমঃ। দক্ষবাহুমূলে ॥

১। যথা—অমৃতা, আকর্ষিণী, ইন্দ্রাণী, ঈশানী, উমা, ঊর্ধ্বকেশী, ঋদ্ধিদা, ৠকারা, ঌকারা, ৡকারা, একপদা, ঐশ্বর্যাত্মিকা, ওঙ্কারা, ঔষধী, অম্বিকা, অক্ষরা, কালরাত্রী, খণ্ডিতা, গায়ত্রী, ঘণ্টাকর্ষিণী, ঙার্ণা, চণ্ডা, ছায়া, জয়া, ঝঙ্কারিণী, জ্ঞানরূপা, টঙ্কহস্তা, ঠঙ্কারিণী, ডামরী, ঢঙ্কারিণী, ণার্ণা, তামসী, স্থাণ্বী, দাক্ষায়ণী, ধাত্রী, নারী, পার্বতী, ফট্কারিণী, বন্ধিনী, ভদ্রকালী, মহামায়া, যশস্বিনী, রক্তা, লম্বোষ্ঠী, বরদা, শ্রী, ষণ্ডা, সরস্বতী, হংসবতী ও ক্ষমাবতী।

৩ অং অঃ শং ষং সং হং লং কন্যায়ৈ নমঃ। দক্ষশিরোভাগে॥
৩ কং খং গং ঘং ঙং তুলায়ৈ নমঃ। বামশিরোভাগে॥
৩ চং ছং জং ঝং ঞং বৃশ্চিকায় নমঃ। বামবাহুমূলে॥
৩ টং ঠং ডং ঢং ণং ধনুষে নমঃ। হৃদয়বামভাগে॥
৩ তং থং দং ধং নং মকরায় নমঃ। বামকুক্ষৌ॥
৩ পং ফং বং ভং মং কুম্ভায় নমঃ। লিঙ্গবামভাগে॥
৩ যং রং লং বং ক্ষং মীনায় নমঃ। বামপাদে॥

রাশিন্যাস

দ্বাদশরাশিকে যথাক্রমে রক্ত শ্বেত হরিৎ পাণ্ডু চিত্র কৃষ্ণ পিশঙ্গ কপিশ কপিল কির্মীর কৃষ্ণ ও ধূম্র এই বর্ণবিশিষ্ট ভাবতে হবে।

এইরূপ ধ্যান ক'রে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ন্যাস করতে হবে ঃ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ আং ইং ঈং মেষায় নমঃ। দক্ষপাদে।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উঁ ঊঁ বৃষভায় নমঃ[১]। লিঙ্গদক্ষভাগে।

পীঠন্যাসঃ

সিতাসিতারুণশ্যামহরিৎপীতাননুক্রমাৎ।
পুনঃ ক্রমেণ দেবেশি পঞ্চাশৎপীঠসঞ্চয়ঃ॥

ইতি ভাবয়িত্বা, মাতৃকাভিঃ সমং পূর্বোক্তেষু তাসাং স্থানেষু পীঠানি ক্রমেণ বিন্যসেৎ।

যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং কামরূপায় নমঃ। শিরসি॥
৩ আং বারাণস্যৈ নমঃ। মুখবৃত্তে॥
৩ ইং নেপালায় নমঃ। দক্ষনেত্রে॥
৩ ঈং পৌণ্ড্রবর্ধনায় নমঃ। বামনেত্রে॥
৩ উং পুরস্থিরকাশ্মীরায় নমঃ। দক্ষকর্ণে॥
৩ ঊং কান্যকুব্জায় নমঃ। বামকর্ণে॥
৩ ঋং পূর্ণশৈলায় নমঃ। দক্ষনাসাপুটে॥
৩ ৠং অর্বুদাচলায় নমঃ। বামনাসাপুটে॥

১। নমঃ-অন্ত পরবর্তী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে। তবু মূলের মন্ত্রের আদিতে ৩ এই সংখ্যার স্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে। প্রত্যেক মন্ত্রে নমঃ পদের পর ন্যাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

ও ঌং আম্রাতকেশ্বরায় নমঃ। দক্ষগণ্ডে ॥
ও ৡং একাম্রায় নমঃ। বামগণ্ডে ॥
ও এং ত্রিস্রোতসে নমঃ। ঊর্ধ্বোষ্ঠে ॥
ও ঐং কামকোটয়ে নমঃ। অধরোষ্ঠে ॥
ও ওং কৈলাসায় নমঃ। ঊর্ধ্বদন্তপঙ্‌ক্তৌ ॥
ও ঔং ভৃগুনগরায় নমঃ। অধোদন্তপঙ্‌ক্তৌ ॥
ও অং কেদারায় নমঃ। জিহ্বাগ্রে ॥
ও অঃ চন্দ্রপুষ্করিণ্যৈ নমঃ। কণ্ঠে ॥
ও কং শ্রীপুরায় নমঃ। দক্ষবাহুমূলে ॥
ও খং ওঙ্কারায় নমঃ। দক্ষকূর্পরে ॥
ও গং জালন্ধরায় নমঃ। দক্ষমণিবন্ধে ॥
ও ঘং মালবায় নমঃ। দক্ষকরাঙ্গুলিমূলে ॥
ও ঙং কুলান্তকায় নমঃ। দক্ষকরাঙ্গুল্যগ্রে ॥
ও চং দেবীকোটায় নমঃ। বামবাহুমূলে ॥
ও ছং গোকর্ণায় নমঃ। বামকূর্পরে ॥
ও জং মারুতেশ্বরায় নমঃ। বামমণিবন্ধে ॥
ও ঝং অট্টহাসায় নমঃ। বামকরাঙ্গুলিমূলে ॥
ও ঞং বিরজায়ৈ নমঃ। বামকরাঙ্গুল্যগ্রে ॥
ও টং রাজগেহায় নমঃ। দক্ষোরুমূলে ॥
ও ঠং মহাপথায় নমঃ। দক্ষজানুনি ॥
ও ডং কোলাপুরায় নমঃ। দক্ষগুল্‌ফে ॥
ও ঢং এলাপুরায় নমঃ। দক্ষপাদাঙ্গুলিমূলে ॥
ও ণং কালেশ্বরায় নমঃ। দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্রে ॥
ও তং জয়ন্তিকায়ৈ নমঃ। বামোরুমূলে ॥
ও থং উজ্জয়িন্যৈ নমঃ। বামজানুনি ॥
ও দং চিত্রায়ৈ নমঃ। বামগুল্‌ফে ॥
ও ধং ক্ষীরিকায়ৈ নমঃ। বামপাদাঙ্গুলিমূলে ॥
ও নং হস্তিনাপুরায় নমঃ। বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে ॥
ও পং উড্ডীশায় নমঃ। দক্ষপার্শ্বে ॥
ও ফং প্রয়াগায় নমঃ। বামপার্শ্বে ॥
ও বং ষষ্ঠীশায় নমঃ। পৃষ্ঠে ॥

ও ভং মায়াপুর্য্যৈ নমঃ। নাভৌ॥
ও মং জলেশায় নমঃ। জঠরে॥
ও যং মলয়ায় নমঃ। হৃদয়ে॥
ও রং শ্রীশৈলায় নমঃ। দক্ষস্কন্ধে॥
ও লং মেরবে নমঃ। গলপৃষ্ঠে॥
ও বং গিরিবরায়:নমঃ। বামস্কন্ধে॥
ও শং মহেন্দ্রায় নমঃ। হৃদয়াদিদক্ষকরাঙ্গুল্যন্তম্॥
ও ষং বামনায় নমঃ। হৃদয়াদিবামকরাঙ্গুল্যন্তম্॥
ও সং হিরণ্যপুরায় নমঃ। হৃদয়াদিদক্ষপাদাঙ্গুল্যন্তম্॥
ও হং মহালক্ষ্মীপুরায় নমঃ। হৃদয়াদিবামপাদাঙ্গুল্যন্তম্॥
ও ळং ওড্যাণায় নমঃ। হৃদয়াদিগুহ্যান্তম্॥
ও ক্ষং ছায়াছত্রায় নমঃ। হৃদয়াদিমূর্দ্ধান্তম্॥

ইতি ষড়ন্বয়বকঃ ষোঢ়ান্যাসঃ সমাপ্তঃ।

পীঠন্যাস

কামরূপাদি ছায়াছত্রান্ত পঞ্চাশৎ পীঠের যথাক্রমে সিত অসিত অরুণ শ্যাম হরিৎ পীত আবার যথাক্রমে সিত অসিত অরুণ শ্যাম হরিৎ পীত এইভাবে বর্ণ ভাবনা করতে হবে।

এইরূপ ভাবনার পর মাতৃকাবর্ণের সঙ্গে পূর্বে কথিত মাতৃকাবর্ণস্থানে যথাক্রমে পূর্বোক্ত পীঠগুলির ন্যাস করতে হবে।

ন্যাসমন্ত্র যথা—

'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং কামরূপায় নমঃ'। ন্যাসস্থান শির।
'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আং বারাণস্যৈ নমঃ।'* " মুখবৃত্ত।

ষড়ন্বয়ব ষোঢ়ান্যাস সমাপ্ত।

মহাষোঢ়ান্যাসস্তু শ্রীষোড়শাক্ষরীবিষয়কঃ। তদুপাসকৈঃ তৎকর্তব্যতাপক্ষে তন্ত্রান্তরাৎ জ্ঞাতব্যঃ। ইহ গ্রন্থবিস্তরভিয়া ন লিখিতঃ॥

মহাষোঢ়ান্যাস ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যাবিষয়ক। যাঁরা ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যার উপাসক তাঁরা তন্ত্রান্তর থেকে উক্ত ষোঢ়ান্যাস সম্পর্কে কর্তব্যতা জেনে নেবেন। গ্রন্থ বেড়ে যাবার ভয়ে এখানে তা লিখিত হল না।

---

* নমঃ—অন্ত অন্যমন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে; শুধু মূলের * এই সংখ্যায় হলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে। মন্ত্রের নমঃ পদের পর ন্যাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

শ্রীচক্রন্যাসঃ

অস্য শ্রীচক্রন্যাসেত্যনন্তরং জপপ্রকরণে বক্ষ্যমাণেন বিধিনা ঋষ্যাদীন্ ন্যস্য, আহ্নিকপ্রকরণোক্তবৎ ধ্যাত্বা, শ্রীদেব্যা উপচারমন্ত্রেণ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা,

শরীরং চিন্তয়েদাদৌ নিজং শ্রীচক্ররূপকম্।
ত্বগাদ্যাকারনির্মুক্তং জ্বলৎকালাগ্নিসন্নিভম্ ॥

ঐং হ্রীং শ্রীং সমস্তপ্রকটগুপ্তগুপ্ততরসম্প্রদায়কুলকৌলনিগর্ভরহস্যাতিরহস্য-পরাপররহস্যযোগিনীচক্রদেবতাভ্যো নমঃ—ইতি সর্বাঙ্গে ব্যাপকং ন্যস্য,

ঐং হ্রীং শ্রীং গং গণপতয়ে নমঃ। দক্ষোরৌ ॥
ঐ ক্ষং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। দক্ষাংসে ॥
ঐ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। বামাংসে ॥
ঐ বং বটুকায় নমঃ। বামোরৌ ॥
ঐ লং ইন্দ্রায় নমঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়াগ্রে ॥
ঐ রং অগ্নয়ে নমঃ। দক্ষজানুনি ॥
ঐ টং যমায় নমঃ। দক্ষপার্শ্বে ॥
ঐ ক্ষং নির্ঋতয়ে নমঃ। দক্ষাংসে ॥
ঐ বং বরুণায় নমঃ। মূর্ধ্নি ॥
ঐ যং বায়বে নমঃ। বামাংসে ॥
ঐ সং সোমায় নমঃ। বামপার্শ্বে ॥
ঐ হং ঈশানায় নমঃ। বামজানুনি ॥
ঐ হং সঃ ব্রহ্মণে নমঃ। মূর্ধ্নি ॥
ঐ অং অনন্তায় নমঃ। মূলাধারে ॥

শ্রীচক্রন্যাস

'অস্য শ্রীচক্রন্যাস'—এর পর জপপ্রকরণে বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে ঋষ্যাদিন্যাস করতে হবে। তারপর আহ্নিকপ্রকরণে যেমন বিবৃত হয়েছে তেমনি ধ্যান ক'রে দেবীর উপচারমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, প্রথমে নিজের শরীরকে শ্রীচক্ররূপে চিন্তা করতে হবে। শ্রীচক্ররূপী শরীর ত্বগাদি ধাতুমুক্ত ও জ্বলন্ত কালাগ্নির মতো।

এবার ঐং হ্রীং শ্রীং সমস্তপ্রকটগুপ্তগুপ্ততরসম্প্রদায়কুলকৌলনিগর্ভরহস্যাতি-রহস্যপরাপররহস্যযোগিনীচক্রদেবতাভ্যো নমঃ—এই মন্ত্রে সর্বাঙ্গে ব্যাপকন্যাস

করতে হবে। তারপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট স্থানে ন্যাস করতে হবে। মন্ত্র ও ন্যাসস্থান—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গং গণপতয়ে নমঃ। দক্ষিণ উরুতে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্ষং ক্ষেত্রপালায় নমঃ[1]। দক্ষিণ অংসে।

ত্রৈলোক্যমোহনচক্রন্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং সৌঃ ত্রৈলোক্যমোহনচক্রায় নমঃ—ইতি ব্যাপকং ন্যস্য, ততঃ ৩ আদ্যচতুরস্ররেখায়ৈ নমঃ—ইতি দক্ষাংসপৃষ্ঠাদিবক্ষ্যমাণেষু স্থানেষু অঙ্গুলিনা ব্যাপকং ন্যস্য,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অণিমাসিদ্ধ্যৈ নমঃ। দক্ষাংসপৃষ্ঠে॥
৩ লঘিমাসিদ্ধ্যৈ নমঃ। দক্ষ[2]পাণ্যঙ্গুল্যগ্রেষু॥
৩ মহিমাসিদ্ধ্যৈ নমঃ। দক্ষোরুসন্ধৌ॥
৩ ঈশিত্বসিদ্ধ্যৈ নমঃ। দক্ষপাদাঙ্গুল্যগ্রেষু॥
৩ বশিত্বসিদ্ধ্যৈ নমঃ। বামপাদাঙ্গুল্যগ্রেষু॥
৩ প্রাকাম্যসিদ্ধ্যৈ নমঃ। বামোরুসন্ধৌ॥
৩ ভুক্তিসিদ্ধ্যৈ নমঃ। বামপাণ্যঙ্গুল্যগ্রেষু॥
৩ ইচ্ছাসিদ্ধ্যৈ নমঃ। বামাংসপৃষ্ঠে॥
৩ প্রাপ্তিসিদ্ধ্যৈ নমঃ। শিখামূলে॥
৩ সর্বকামসিদ্ধ্যৈ নমঃ। শিরঃপৃষ্ঠে॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চতুরস্রমধ্যরেখায়ৈ নমঃ—ইতি বক্ষ্যমাণাঙ্গেষু ব্যাপকং ন্যস্য,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে॥
৩ মাহেশ্বর্যৈ নমঃ। দক্ষপার্শ্বে॥
৩ কৌমার্যৈ নমঃ। মূর্ধ্নি॥
৩ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ। বামপার্শ্বে॥
৩ বারাহ্যৈ নমঃ। বামজানুনি॥
৩ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ। দক্ষজানুনি॥
৩ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। দক্ষাংসে॥
৩ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। বামাংসে॥

১। নমঃ-অন্ত বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন। শুধু মূলের ৩ এই সংখ্যা স্থানে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে। প্রতি মন্ত্রে নমঃ পদের পর ন্যাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

২। সৌঃ পৃষ্ঠে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চতুরশ্রান্তারেখায়ৈ নমঃ—ইতি বক্ষ্যমাণাঙ্গেষু ব্যাপকং ন্যস্য,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসংক্ষোভিণ্যৈ নমঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ॥

৩ সর্ববিদ্রাবিণ্যৈ নমঃ। দক্ষপার্শ্বে ॥

৩ সর্বাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। মূর্ধ্নি ॥

৩ সর্ববশঙ্কর্যৈ নমঃ। বামপার্শ্বে ॥

৩ সর্বোন্মাদিন্যৈ নমঃ। বামজানুনি ॥

৩ সর্বমহাঙ্কুশায়ৈ নমঃ। দক্ষজানুনি ॥

৩ সর্বখেচর্যৈ নমঃ। দক্ষাংসে ॥

৩ সর্ববীজায়ৈ নমঃ। বামাংসে ॥

৩ সর্বযোনয়ে নমঃ। দ্বাদশান্তে ॥

৩ সর্বত্রিখণ্ডায়ৈ নমঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ॥

৩ অং আং সৌঃ ত্রৈলোকমোহনচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে ॥

এতাঃ প্রকটযোগিন্যঃ ত্রৈলোক্যমোহনে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বাঃ ন্যস্তাঃ সন্তিতি হৃদি চক্রসমর্পণং ন্যস্য ॥

ত্রৈলোক্যমোহনচক্রন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং সৌঃ ত্রৈলোক্যমোহনচক্রায় নমঃ এই মন্ত্রে ব্যাপক-ন্যাস করতে হবে। তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আদ্যচতুরশ্ররেখায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষ্যমাণ দক্ষাংসপৃষ্ঠাদি স্থানে অঙ্গুলি দ্বারা ব্যাপকন্যাস করতঃ নিম্নোক্ত মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট স্থানে অণিমাদিসিদ্ধির ন্যাস করতে হবে। তা এই রকম—

ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অণিমাসিদ্ধ্যৈ নমঃ। ন্যাসস্থান দক্ষাংসপৃষ্ঠ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ লঘিমাসিদ্ধ্যৈ নমঃ*। ন্যাসস্থান দক্ষপাদাঙ্গুলি ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চতুরশ্রমধ্যরেখায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষ্যমাণ অঙ্গে ব্যাপকন্যাস করতঃ ব্রাহ্মীপ্রমুখ অষ্টমাতৃকার ন্যাস করতে হবে তা এই রকম—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মাহেশ্বর্যৈ নমঃ*। দক্ষপার্শ্বে ॥

---

* নমঃ-অন্ত বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন। শুধু মূলের ৩ এই সংখ্যা স্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে। প্রতিমন্ত্রে নমঃ পদের পর ন্যাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চতুরশ্রান্ত্যরেখায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষ্যমাণ অঙ্গে ব্যাপকন্যাস করে যথানির্দিষ্ট স্থানে সর্বসংক্ষোভিণী আদি মুদ্রাশক্তির ন্যাস করতে হবে। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসংক্ষোভিণ্যৈ নমঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববিদ্রাবিণ্যৈ নমঃ*। দক্ষপার্শ্বে ॥

এতাঃ প্রকটযোগিন্যঃ ত্রৈলোক্যমোহনে[১] চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বাঃ ন্যস্তাঃ সন্তু—এই মন্ত্রে হৃদয়ে চক্রসমর্পণ-ন্যাস করতে হবে।

সর্বাশাপরিপূরকচক্রন্যাসঃ

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বাশাপরিপূরকচক্রায় নমঃ—ইতি ব্যাপকং ন্যস্য,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কামাকর্ষিণ্যৈ নিত্যকলায়ৈ নমঃ। দক্ষকর্ণপৃষ্ঠে ॥

৩ বুদ্ধ্যাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। দক্ষাংসে ॥

৩ অহংকারাকর্ষিণ্যৈ নমঃ দক্ষকূর্পরে ॥

৩ শব্দাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। দক্ষকরপৃষ্ঠে হস্ততলপৃষ্ঠয়োঃ ॥

৩ স্পর্শাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। দক্ষোরৌ, দক্ষস্ফিজি ॥ [স্ফিজ্ নাম কটিপ্রোথঃ]

৩ রূপাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। দক্ষজানুনি ॥

৩ রসাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। দক্ষগুল্ফে ॥

৩ গন্ধাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। দক্ষপাদতলে, দক্ষপ্রপদে ॥

৩ চিত্তাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। বামপাদতলে, বামপ্রপদে ॥ [প্রপদং নাম পাদাগ্রম্]

৩ ধৈর্যাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। বামগুল্ফে ॥

৩ স্মৃত্যাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। বামজানুনি ॥

১। শ্রীযন্ত্রের অন্ত নবচক্রের সর্ববাহ্যচক্র ভূপুরের নাম ত্রৈলোক্যমোহন চক্র। এই চক্রের চক্রেশ্বরী ত্রিপুরা, আবরণদেবতা বা যোগিনী প্রকটা। ভূপুর ত্রিরেখারচিত। ত্রিরেখার বাইরের রেখার নাম ব্রহ্মরেখা, এটি প্রথম রেখা। মধ্যরেখার নাম বিষ্ণুরেখা, এটি দ্বিতীয় রেখা। তৃতীয় রেখার নাম শিবরেখা, এটি অন্ত্য রেখা।

ব্রহ্মরেখায় অণিমাদি মন্ত্রে বিবৃত দশসিদ্ধি অবস্থিতা। বিষ্ণুরেখায় ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণী-আদি অষ্টমাতৃকা এবং শিবরেখায় সর্বসংক্ষোভিণী আদি দশ মুদ্রাশক্তি অবস্থিতা।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ-দ্রঃ শাক্তমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, প্রতীক ও প্রতিমা অধ্যায়।

* নমঃ-অন্ত বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন। শুধু মূলের ৩ এই সংখ্যার স্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে। প্রতিমন্ত্রে নমঃ পদের পর ন্যাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

৩ নামাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। বামোরৌ, বামস্ফিজি।

৩ বীজাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। বামকরপৃষ্ঠে, বামকরতলপৃষ্ঠয়োঃ॥

৩ আত্মাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। বামকূর্পরে॥

৩ অমৃতাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। বামাংসে॥

৩ শরীরাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। বামকর্ণপৃষ্ঠে॥

৩ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বাশাপরিপূরকচক্রেশ্বর্যৈ নমঃ। হৃদয়ে॥

এতা গুপ্তযোগিন্যঃ সর্বাশাপরিপূরকে চক্রে সমুদ্রাঃইত্যাদি প্রাগ্‌বৎ॥

সর্বাশাপরিপূরকচক্র[1]ন্যাস

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বাশাপরিপূরকচক্রায় নমঃ—এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করতে হবে। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট স্থানে ন্যাস করতে হবে :—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কামাকর্ষিণ্যৈ নিত্যকলায়ৈ নমঃ। দক্ষকর্ণপৃষ্ঠে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বুদ্ধ্যাকর্ষিণ্যৈ নমঃ।[2] দক্ষঅংসে।

এতাঃ গুপ্তযোগিন্যঃ সর্বাশাপরিপূরকে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বাঃ ন্যস্তাঃ সন্তু—এই মন্ত্রে হৃদয়ে চক্রসমর্পণন্যাস করতে হবে।

সর্বসঙ্‌ক্ষোভণচক্রন্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বসঙ্‌ক্ষোভণচক্রায় নমঃ—ইতি ব্যাপকং ন্যস্য।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ। দক্ষশঙ্খে॥ (শঙ্খো নাম ললাটাস্থি)

৩ অনঙ্গমেখলায়ৈ নমঃ। দক্ষজত্রুণি (জত্রু নাম বাহুমূলসন্ধিঃ)

৩ অনঙ্গমদনায়ৈ নমঃ। দক্ষোরৌ॥

৩ অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ নমঃ। দক্ষগুল্‌ফে॥

১। শ্রীযন্ত্রের অন্ত ষোড়শদলপদ্মচক্রের নাম সর্বাশাপরিপূরকচক্র। ষোড়শদলপদ্মের "ষোড়শদলের দেবতা—কামাকর্ষিণী বুদ্ধ্যাকর্ষিণী অহংকারাকর্ষিণী শব্দাকর্ষিণী স্পর্শাকর্ষিণী রূপাকর্ষিণী রসাকর্ষিণী গন্ধাকর্ষিণী চিত্তাকর্ষিণী ধৈর্যাকর্ষিণী স্মৃত্যাকর্ষিণী নামাকর্ষিণী বীজাকর্ষিণী আত্মাকর্ষিণী অমৃতাকর্ষিণী এবং শরীরাকর্ষিণী।"

"এই শক্তিরাই আলোচ্য চক্রের আবরণদেবতা গুপ্তযোগিনী। সিদ্ধি লঘিমা এবং মুদ্রা সর্ববিদ্রাবিণী।" —স্বঃ ঐ

এই চক্রের চক্রেশ্বরী ত্রিপুরেশী।—স্বঃ ঐ

২। নমঃ-অন্ত বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন। শুধু মূলের ৩ এই সংখ্যাস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে। প্রতিমন্ত্রে নমঃ পদের পর ন্যাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

৩ অনঙ্গরেখায়ৈ নমঃ। বামগুল্‌ফে ॥

৩ অনঙ্গবেগিন্যৈ নমঃ। বামোরৌ ॥

৩ অনঙ্গাঙ্কুশায়ৈ নমঃ। বামজঙ্ঘে ॥

৩ অনঙ্গমালিন্যৈ নমঃ। বামশঙ্খে ॥

৩ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বসঙ্‌ক্ষোভণচক্রেশ্বর্যৈ নমঃ। হৃদয়ে ॥

এতাঃ গুপ্ততরযোগিন্যঃ সর্বসঙ্‌ক্ষোভণচক্রে[1] সমুদ্রা ইত্যাদি প্রাগ্বৎ।

সর্বসংক্ষোভণচক্র[2]ন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বসঙ্‌ক্ষোভণচক্রায় নমঃ—এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করতে হবে।

তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট স্থানে ন্যাস করতে হবে :—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ। দক্ষশঙ্খে। (ললাটাস্থির নাম শঙ্খ)

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অনঙ্গমেখলায়ৈ নমঃ*। দক্ষজত্রুতে। (বাহুমূলসন্ধির নাম জত্রু)

এতাঃ গুপ্ততরযোগিন্যঃ সর্বসঙ্‌ক্ষোভণে চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বাঃ ন্যস্তাঃ সন্তু—এই মন্ত্রে হৃদয়ে চক্রসমর্পণন্যাস করতে হবে।

সর্বসৌভাগ্যদায়কচক্রন্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হৈঁ হ্‌ক্লীঁ হ্‌সৌঃ সর্বসৌভাগ্যদায়কচক্রায় নমঃ—ইতি ব্যাপকং ন্যস্য,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসঙ্‌ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ। ললাটমধ্যে ॥

৩ সর্ববিদ্রাবিণ্যৈ নমঃ। ললাটদক্ষভাগে ॥

১। আমাদের অবলম্বিত মুদ্রিত গ্রন্থে 'সর্বচক্রে' এই পাঠ আছে। এটি লিপিকর-বা মুদ্রাকর-প্রমাদ মনে হয়। কেননা, অন্য সব চক্রের ক্ষেত্রে চক্রের সম্পূর্ণ নাম দেওয়া হয়েছে এবং তাই সমীচীন।

২। শ্রীযন্ত্রের অন্য অষ্টদলপদ্মচক্রের নাম সর্বসংক্ষোভণ বা সর্বসংক্ষোভক চক্র।

"চক্রের অষ্টদলের আটজন দেবতা—"অনঙ্গকুসুমা অনঙ্গমেখলা অনঙ্গমদনা অনঙ্গমদনাতুরা অনঙ্গরেখা অনঙ্গবেগিনী অনঙ্গাঙ্কুশা এবং অনঙ্গমালিনী"।

"উক্ত অনঙ্গকুসুমাদি দেবীরাই এই চক্রের আবরণ দেবতা গুপ্তযোগিনী। সিদ্ধি মহিমাসিদ্ধি আর মুদ্রা আকর্ষিণী বা সর্বাকর্ষণী।" দ্রঃ ঐ

এই চক্রের চক্রেশ্বরী ত্রিপুরসুন্দরী। দ্রঃ ঐ

* নমঃ-অন্ত বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন। শুধু মূলের ৩ এই সংখ্যাস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রী হবে। প্রতিমন্ত্রে নমঃ পদের পর ন্যাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

ও সর্বাকর্ষিণ্যৈ নমঃ। দক্ষগণ্ডে ॥

ও সর্বাহ্লাদিন্যৈ নমঃ। দক্ষাংসে ॥

ও সর্বসম্মোহিন্যৈ নমঃ। দক্ষপার্শ্বে ॥

ও সর্বস্তম্ভিন্যৈ নমঃ। দক্ষোরৌ ॥

ও সর্বজৃম্ভিন্যৈ নমঃ। দক্ষজঙ্ঘায়াম্ ॥

ও সর্ববশঙ্কর্যৈ নমঃ। বামজঙ্ঘায়াম্ ॥

ও সর্বরঞ্জিন্যৈ নমঃ। বামোরৌ ॥

ও সর্বোন্মাদিন্যৈ নমঃ বামপার্শ্বে ॥

ও সর্বার্থসাধিন্যৈ নমঃ। বামাংসে ॥

ও সর্বসম্পত্তিপূরিণ্যৈ নমঃ। বামগণ্ডে ॥

ও সর্বমন্ত্রময্যৈ নমঃ ॥ ললাটবামভাগে ॥

ও সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্কর্যৈ নমঃ। শিরঃপৃষ্ঠে ॥

ও হৈঁ হ্ক্লীঁ হ্সৌঃ সর্বসৌভাগ্যদায়কচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরবাসিন্যৈ নমঃ। হৃদয়ে ॥

এতাঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ সর্বসৌভাগ্যদায়কে চক্রে সমুদ্রাঃ ইত্যাদি সমর্পণং ন্যসেৎ।

সর্বসৌভাগ্যদায়কচক্র[১]ন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হৈঁ হ্ক্লীঁ হ্সৌঃ সর্বসৌভাগ্যদায়কচক্রায় নমঃ—এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করতে হবে। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট স্থানে ন্যাস করতে হবে :—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসঙ্ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ। ললাটমধ্যে।

১। শ্রীযন্ত্রের অঙ্গ চতুর্দশারচক্রের নাম সর্বসৌভাগ্যদায়কচক্র।

এই চক্রের চতুর্দশ ত্রিকোণের দেবতা—সর্বসংক্ষোভিণী সর্ববিদ্রাবিণী সর্বাকর্ষণী (সর্বাকর্ষিণী) সর্বাহ্লাদনকারিণী (সর্বাহ্লাদিনী) সর্বসম্মোহিনী সর্বস্তম্ভনকারিণী (সর্বস্তম্ভিনী) সর্বজৃম্ভিনী সর্ববশঙ্করী সর্বরঞ্জনী (সর্বরঞ্জিনী) সর্বোন্মাদনরূপিণী (সর্বোন্মাদিনী) সর্বার্থসাধনী (সর্বার্থসাধিনী) সর্বসম্পত্তিপূরিণী সর্বমন্ত্রময়ী ও সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ংকরী। —দ্রঃ ঐ

"সর্বসংক্ষোভিণী প্রমুখ দেবীরাই এই চক্রের আবরণদেবতা সম্প্রদায়যোগিনী। সিদ্ধি ঈশিত্বসিদ্ধি আর মুদ্রা সর্ববশঙ্করী বা সর্বাবেশকারিণী।"—দ্রঃ ঐ

এই চক্রের চক্রেশ্বরী ত্রিপুরবাসিনী।—দ্রঃ ঐ

ঐং হ্রীং শ্রীং সর্ববিদ্রাবিণ্যৈ নমঃ*। ললাটের দক্ষিণভাগে।

এতাঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ সর্বসৌভাগ্যদায়কে চক্রে সমুদ্রাঃ ইত্যাদি মন্ত্র ত্রৈলোক্যমোহনাদি পূর্বোক্ত চক্রের ক্ষেত্র যেমন বিবৃত হয়েছে তেমনি হবে। এই মন্ত্রে হৃদয়ে চক্রসমর্পণন্যাস করতে হবে।

সর্বার্থসাধকচক্রন্যাসঃ

ঐং হ্রীং শ্রীং হ্সৈং হ্স্ক্লীং হ্স্সৌঃ সর্বার্থসাধকচক্রায় নমঃ—ইতি ব্যাপকং ন্যস্য,

ঐং হ্রীং শ্রীং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ৈ নমঃ। দক্ষনেত্রে, দক্ষনাসাপুটে।

৩ সর্বসম্পৎপ্রদায়ৈ নমঃ। নাসামূলে, দক্ষসৃক্কিণি। [সৃক্কিণী[1] নাম ওষ্ঠয় প্রান্তৌ]

৩ সর্বপ্রিয়ঙ্কর্যৈ নমঃ। বামনেত্রে, দক্ষস্তনে।

৩ সর্বমঙ্গলকারিণ্যৈ নমঃ। বামবাহুমূলে, দক্ষবৃষণে [বৃষণ[2] নাম অণ্ডকোশঃ]

৩ সর্বকামপ্রদায়ৈ নমঃ। বামোরুমূলে, সীবিন্যা দক্ষভাগে।

৩ সর্বদুঃখবিমোচিন্যৈ নমঃ। বামজানুনি, সীবিন্যা বামভাগে।

৩ সর্বমৃত্যুপ্রশমন্যৈ নমঃ। দক্ষজানুনি, বামস্তনে।

৩ সর্ববিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ। গুদে, বামবৃষণে।

৩ সর্বাঙ্গসুন্দর্যৈ নমঃ। দক্ষোরুমূলে, বামসৃক্কিণি।

৩ সর্বসৌভাগ্যদায়িন্যৈ নমঃ। দক্ষবাহুমূলে, বামনাসাপুটে।

৩ হ্সৈং হ্স্ক্লীং হ্স্সৌঃ সর্বার্থসাধকচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরাশ্রিয়ৈ নমঃ। হৃদয়ে।

এতাঃ কুলোত্তীর্ণযোগিন্যঃ সর্বার্থসাধকে চক্রে সমুদ্রাঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ।

---

* নমঃ-অন্ত বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন। শুধু মূলের ৩ এই সংখ্যাস্থলে ঐং হ্রীং শ্রীং হবে। প্রতিমন্ত্রে নমঃ পদের পর ন্যাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

১। সৃক্কিণী—ওষ্ঠপ্রান্ত। ২। বৃষণঃ—অণ্ডকোশ।

সর্বার্থসাধকচক্র[১]ন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্সৈঁ হ্স্ক্লীঁ হ্স্সৌঃ সর্বার্থসাধকচক্রায় নমঃ—

এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করতে হবে। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট স্থানে ন্যাস করতে হবে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ৈ নমঃ। দক্ষিণনেত্রে, দক্ষিণনাসাপুটে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসম্পৎপ্রদায়ৈ নমঃ।[২] নাসিকামূলে, দক্ষিণ ওষ্ঠপ্রান্তে।

এতাঃ কুলোত্তীর্ণযোগিন্যঃ সর্বার্থসাধকে চক্রে সমুদ্রা-এর পরবর্তী অংশ ত্রৈলোক্যমোহনাদি চক্রে উক্তবিধ মন্ত্রে যেমন আছে তাই হবে। এই মন্ত্রে হৃদয়ে চক্রসমর্পণন্যাস করতে হবে।

সর্বরক্ষাকরচক্রন্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ সর্বরক্ষাকরচক্রায় নমঃ—ইতি ব্যাপকং ন্যস্য,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ। দক্ষনাসাপুটে॥

৩ সর্বশক্ত্যৈ নমঃ। দক্ষসৃক্কিণি (ওষ্ঠপ্রান্তঃ)॥

৩ সর্বৈশ্বর্যপ্রদায়িন্যৈ নমঃ। দক্ষস্তনে॥

৩ সর্বজ্ঞানময্যৈ নমঃ। দক্ষমুষ্কে॥

৩ সর্বব্যাধিবিনাশিন্যৈ নমঃ। সীবিন্যাম্, সীবিন্যা দক্ষভাগে॥

(সীবিনী[৩]—অণ্ডদ্বয়মধ্যবর্তিনী সিরা)

৩ সর্বাধারস্বরূপায়ৈ নমঃ। বামমুষ্কে (বামবৃষণে), সীবিন্যা বামভাগে॥

১। শ্রীযন্ত্রের অষ্ট বহির্দশারচক্রের নাম সর্বার্থসাধকচক্র। "বহির্দশারের দশত্রিকোণের দশজন দেবী—সর্বসিদ্ধিপ্রদা সর্বসম্পৎপ্রদা সর্বপ্রিয়ংকরী সর্বমঙ্গলকারিণী সর্বকামপ্রদা সর্বসৌভাগ্যদায়িনী সর্বমৃত্যুপ্রশমনী সর্ববিঘ্ননিবারিণী সর্বাঙ্গসুন্দরী এবং সর্বদুঃখবিমোচিনী।" —দ্রঃ বামকেশ্বরতন্ত্রার্গত নিত্যাষোড়শিকার্ণব ১।১৮৪-৮৬। উমানন্দনাথপ্রদত্ত তালিকার সঙ্গে এই তালিকার কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষণীয়।

সর্বসিদ্ধিপ্রমুখা এই দেবীরাই চক্রের আবরণদেবতা কুলকৌলযোগিনী, উমানন্দনাথের মতে কুলোত্তীর্ণযোগিনী।

এই চক্রের সিদ্ধি বশিত্বসিদ্ধি, মুদ্রা উন্মাদিনী বা মহোন্মাদিনী। চক্রেশ্বরী ত্রিপুরাশ্রী।

২। নমঃ-অন্ত বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে। শুধু মূলে যেখানে ৩ এই সংখ্যা আছে সেখানে তৎস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে। প্রতিমন্ত্রে নমঃ পদের পর ন্যাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

৩। শব্দকল্পদ্রুমাদি অভিধানে সীবিনী-শব্দ নেই। সীবনী-শব্দ আছে; শব্দকল্পদ্রুম তার অর্থ করেছেন—"লিঙ্গমণ্যধঃসূত্রম্। লিঙ্গাগ্রাৎ গুহ্যপর্যন্ত-সীবনম্। ইতি হেমচন্দ্রঃ।"

ও সর্বপাপহরায়ৈ নমঃ। বামস্তনে॥
ও সর্বানন্দময্যৈ নমঃ। বামসৃক্কিণি॥
ও সর্বরক্ষাস্বরূপিণ্যৈ নমঃ। বামনাসাপুটে॥
ও সর্বেপ্সিতফলপ্রদায়ৈ নমঃ। নাসাগ্রে॥
ও হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ সর্বরক্ষাকরচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরমালিন্যৈ নমঃ। হৃদি॥

এতাঃ নিগর্ভযোগিন্যঃ সর্বরক্ষাকরে চক্রে সমুদ্রা ইত্যাদি প্রাগ্‌বৎ॥

সর্বরক্ষাকরচক্র১ন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ সর্বরক্ষাকরচক্রায় নমঃ এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করতে হবে। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট স্থানে ন্যাস করতে হবে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ। দক্ষিণ নাসাপুটে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বশক্ত্যৈ নমঃ।* দক্ষিণ ওষ্ঠপ্রান্তে।

এতাঃ নিগর্ভযোগিন্যঃ সর্বরক্ষাকরে চক্রে সমুদ্রা—মন্ত্রের বাকী অংশ ত্রৈলোক্যমোহনাদি চক্রে উক্তবিধ মন্ত্রে যেমন আছে তেমনি হবে। এই মন্ত্রে হৃদয়ে চক্রসমর্পণন্যাস করতে হবে।

সর্বরোগহরচক্রন্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ সর্বরোগহরচক্রায় নমঃ—ইতি ব্যাপকং ন্যস্য,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং…অঃ (১৬) র্ব্লূঁ বশিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। দক্ষচিবুকে॥
ও কং…ঙং (৫) ক্‌ল্‌হ্রীঁ কামেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। দক্ষকণ্ঠে॥
ও চং…ঞং (৫) ন্‌ব্‌লীঁ মোদিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। হৃদয়দক্ষভাগে॥
ও টং…ণং (৫) য্‌লূঁ বিমলাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। নাভিদক্ষভাগে॥

১। শ্রীযন্ত্রের অন্তর্দশারচক্রের নাম সর্বরক্ষাকরচক্র। "এই চক্রের দশত্রিকোণের দশ জন দেবী—সর্বজ্ঞা সর্বশক্তি সর্বৈশ্বর্যপ্রদা সর্বজ্ঞানময়ী সর্বব্যাধিবিনাশিনী সর্বাধারস্বরূপা সর্বপাপহরা সর্বানন্দময়ী সর্বরক্ষাস্বরূপিণী এবং সর্বেপ্সিতফলপ্রদা।"

"সর্বজ্ঞা-আদি দেবীরাই এই চক্রের আবরণদেবতা নিগর্ভযোগিনী। চক্রের সিদ্ধি প্রকামাসিদ্ধি আর মুদ্রা মহাঙ্কুশা।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, প্রতীক ও প্রতিমা অধ্যায়।

* নমঃ-অন্ত বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন। শুধু মূলে যেখানে ও এই সংখ্যা আছে সেখানে তৎস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে। প্রত্যেক মন্ত্রে নমঃ পদের পর ন্যাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

৩ তং...নং (৫) জ্‌ম্রীঁ অরুণাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। নাভিবামভাগে ॥

৩ পং...মং (৫) হ্‌স্‌ল্‌ব্‌য্‌ঁ জয়িনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। হৃদয়বামভাগে ॥

৩ যং...বং (৪) ঝ্‌ ম্‌ র্‌ য্‌ঁ সর্বেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। বামকণ্ঠে ॥

৩ শং...ক্ষং (৬) ক্ষ্‌ ম্‌ রীঁ কৌলিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। বামচিবুকে ॥

৩ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ সর্বরোগহরচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরাসিদ্ধায়ৈ নমঃ। হৃদি ॥

এতাঃ রহস্যযোগিন্যঃ সর্বরোগহরে চক্রে সমুদ্রা ইত্যাদি পূর্ববৎ ॥

সর্বরোগহরচক্র[১]ন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ সৌঃ সর্বরোগহরচক্রায় নমঃ এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করতে হবে। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট স্থানে ন্যাস করতে হবে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ র্‌ব্লূঁ বশিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। দক্ষিণ চিবুকে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং ক্‌ল্‌হ্রীঁ কামেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। দক্ষিণকণ্ঠে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চং ছং জং ঝং ঞং ন্‌ব্‌লীঁ মোদিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। হৃদয়দক্ষিণভাগে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ টং ঠং ডং ঢং ণং য্‌ল্‌ূঁ বিমলাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। নাভির দক্ষিণভাগে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তং থং দং ধং নং জ্‌ম্রীঁ অরুণাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। নাভির বামভাগে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পং ফং বং ভং মং হ্‌ স্‌ ল্‌ ব্‌ য্‌ঁ জয়িনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। হৃদয়ের বামভাগে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যং রং লং বং ঝ্‌ ম্‌ র্‌ য্‌ঁ সর্বেশ্বরীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ। বামকণ্ঠে।

১। শ্রীযন্ত্রের অষ্ট অষ্টার বা অষ্টকোণচক্রের নাম সর্বরোগহরচক্র।

"অষ্টকোণচক্রের এক একটি কোণে বশিনী কামেশী বা (কামেশ্বরী) মোদিনী বা মোহিনী বিমলা অরুণা জয়িনী সর্বেশ্বরী বা সর্বেশী এবং কৌলিনী এই অষ্টশক্তি অধিষ্ঠিতা।"

"এই আটজন দেবীই উক্ত চক্রের আবরণদেবতা—রহস্যযোগিনী। এই চক্রের সিদ্ধি ভুক্তিসিদ্ধি আর মুদ্রা খেচরীমুদ্রা।"

—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ঐ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শং ষং সং হং লং ক্ষং ক্ষ্ হ্রীঁ কৌলিনীবাগ্দেবতায়ৈ নমঃ। বামচিবুকে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ সর্বরোগহরচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরসিদ্ধায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে।

এতাঃ রহস্যযোগিন্যঃ সর্বরোগহরে-চক্রে সমুদ্রাঃ সসিদ্ধয়ঃ সায়ুধাঃ সশক্তয়ঃ সবাহনাঃ সপরিবারাঃ সর্বাঃ ন্যস্তাঃ সন্তু—এই মন্ত্রে হৃদয়ে চক্রসমর্পণন্যাস করতে হবে।

আয়ুধন্যাসঃ

অথ হৃদি ত্রিকোণং বিভাব্য তত্র প্রাগাদিদিক্ষু ক্রমেণ আয়ুধানাং চতুষ্টয়ং ন্যসেৎ। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ সর্বজৃম্ভনেভ্যো বাণেভ্যো নমঃ। ত্রিকোণপৃষ্ঠে।

ঐ ধঁ সর্বসম্মোহনায় ধনুষে নমঃ। ত্রিকোণদক্ষে, বামে।

ঐ হ্রীঁ সর্ববশীকরণায় পাশায় নমঃ। ত্রিকোণাগ্রে, ঊর্ধ্বভাগে।

ঐ ক্রোঁ সর্বস্তম্ভনায় অঙ্কুশায় নমঃ। ত্রিকোণবামে, দক্ষভাগে।

আয়ুধন্যাস

এবার হৃদয়ে ত্রিকোণ ভাবনা ক'রে সেই ত্রিকোণে পূর্বাদিদিক্‌ক্রমে আয়ুধ-চতুষ্টয়ের ন্যাস করতে হবে। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাঁ দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ সর্বজৃম্ভনেভ্যো বাণেভ্যো নমঃ। এই মন্ত্রে ত্রিকোণপৃষ্ঠে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ধঁ সর্বসম্মোহনায় ধনুষে নমঃ। এই মন্ত্রে ত্রিকোণের দক্ষিণে, বামে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ সর্ববশীকরণায় পাশায় নমঃ। এই মন্ত্রে ত্রিকোণাগ্রে ঊর্ধ্বভাগে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রোঁ সর্বস্তম্ভনায় অঙ্কুশায় নমঃ। এই মন্ত্রে ত্রিকোণের বামে, দক্ষিণভাগে।

সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্রন্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্‌স্‌ক্লৈঁ হ্‌স্‌ক্লীঁ হ্‌স্‌সৌঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্রায় নমঃ—ইতি ব্যাপকং ন্যস্য, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মূলপ্রথমকূটং কামরূপপীঠস্থায়ৈ মহাকামেশ্বর্যৈ নমঃ। ত্রিকোণাগ্রকোণে।

৩ মূলদ্বিতীয়কূটং পূর্ণগিরিপীঠস্থায়ৈ মহাবজ্রেশ্বর্যৈ নমঃ। তদ্দক্ষকোণে ॥

৩ মূলতৃতীয়কূটং জালন্ধরপীঠস্থায়ৈ মহাভগমালিন্যৈ নমঃ।

তদ্বামকোণে ॥

৩ মূলং ওড্যানপীঠস্থায়ৈ মহাত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ। তন্মধ্যে ॥

অথ তদন্তস্‌সপর্যাপ্রকরণোক্তপ্রকারেণ ষোড়শস্বরান্ বিভাব্য ষোড়শনিত্যা ন্যসেৎ। যথা—কামেশ্বরীনিত্যামন্ত্রমুচ্চার্য কামেশ্বরীনিত্যায়ৈ নমঃ। এবং-প্রকারেণ অবশিষ্টাশ্চতুর্দশ নিত্যা বিন্যস্য মধ্যে মূলমুচ্চার্য ষোড়শীং ন্যসেৎ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্‌স্‌ক্লৈঁ হ্‌স্‌ক্লীঁ হ্‌স্‌সৌঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরাম্বায়ৈ নমঃ। হৃদি ॥

এতাঃ অতিরহস্যযোগিন্যঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদে চক্রে সমুদ্রা ইত্যাদি প্রাগ্‌বৎ চক্র-সমর্পণং ন্যসেৎ ॥

সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্র[১]ন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্‌স্‌ক্লৈঁ হ্‌স্‌ক্লীঁ হ্‌স্‌সৌঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্রায় নমঃ—এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করতে হবে। তার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথানির্দিষ্ট স্থানে ন্যাস করতে হবে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ কামরূপপীঠস্থায়ৈ মহাকামেশ্বর্যৈ নমঃ। এই মন্ত্রে ত্রিকোণের অগ্রকোণে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ পূর্ণগিরিপীঠস্থায়ৈ মহাবজ্রেশ্বর্যৈ নমঃ। এই মন্ত্রে ত্রিকোণের দক্ষিণকোণে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ জালন্ধরপীঠস্থায়ৈ মহাভগমালিন্যৈ নমঃ। এই মন্ত্রে ত্রিকোণের বামকোণে।

১। শ্রীযন্ত্রের অষ্ট ত্রিকোণচক্রের নাম সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্র।

"এই ত্রিকোণের তিন কোণে আছেন তিন দেবী। কামেশ্বরী অগ্রকোণে, বজ্রেশ্বরী দক্ষিণ-কোণে এবং ভগমালিনী বামকোণে। এই তিনজনই এই চক্রের আবরণদেবতা;—এঁদের বলা হয় অতিরহস্যযোগিনী।"

"এই চক্রের মুদ্রা বীজমুদ্রা এবং সিদ্ধি ইচ্ছাসিদ্ধি।"—দ্রঃ ঐ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ ওড্যানপীঠস্থায়ৈ মহাত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ। এই মন্ত্রে ত্রিকোণমধ্যে।

এবার তদন্তঃসপর্যাপ্রকরণে কথিত প্রকারে ষোড়শ স্বরের ভাবনা করে ষোড়শনিত্যার ন্যাস করতে হবে। যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং ঐঁ স ক ল হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ অং[১] কামেশ্বরীনিত্যায়ৈ নমঃ। এই প্রকারে অবশিষ্ট চতুর্দশ নিত্যার মন্ত্রে তাঁদের ন্যাস করে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে[২] ত্রিকোণমধ্যে ন্যাস করতে হবে।

এবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্স্‌রৈঁ হ্স্‌ক্লীঁ হ্স্‌সৌঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরাম্বায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়ে ন্যাস করতে হবে।

এতাঃ অতিরহস্যযোগিন্যঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদে চক্রে সমুদ্রা ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্বের মতো চক্রসমর্পণন্যাস করতে হবে।

সর্বানন্দময়চক্রন্যাসঃ

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মূলং সর্বানন্দময়চক্রায় নমঃ—ইতি ব্যাপকং ন্যস্য,

ঐঁ হ্রীঁ মূলং শ্রীললিতায়ৈ নমঃ। হৃদয়মধ্যে॥

ও এষা পরাপররহস্যযোগিনী সর্বানন্দময়ে চক্রে সমুদ্রা সসিদ্ধিঃ সায়ুধা সশক্তিঃ সবাহনা সপরিবারা ন্যস্তাঽস্তু॥

ও মূলং সর্বানন্দময়চক্রেশ্বর্যৈ শ্রীললিতায়ৈ নমঃ ইতি হৃদি ন্যস্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য মূলং জপ্ত্বা পুনঃ করাঙ্গন্যাসং কুর্যাৎ॥

ইতি নিত্যার্ণবোক্তশ্রীচক্রন্যাসঃ। ইমৌ ষোঢ়াচক্রন্যাসৌ শ্রীষোড়শাক্ষর্যা অপি সাধারণৌ॥

ইতি ন্যাসপ্রকরণং পঞ্চমং সমাপ্তম্॥

সর্বানন্দময়চক্র[৩]ন্যাস

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ সর্বানন্দময়চক্রায় নমঃ এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করতে হবে। তার পর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল

১। কামেশ্বরীনিত্যার এই মন্ত্রটি উমানন্দনাথ 'নিত্যোৎসবযজনম্' প্রকরণে (ষোডশোল্লাসঃ তৃতীয়ঃ—শ্রীক্রমঃ) বিবৃত করেছেন। অন্যান্য নিত্যার মন্ত্রগুলিও ওখানে আছে।

২। মন্ত্র যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ অঃ ললিতামহানিত্যায়ৈ নমঃ।—দ্রঃ তত্রৈব।

৩। "শ্রীযন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আছে বিন্দুচক্র। এর নাম সর্বানন্দময় চক্র। এই চক্রের চক্রেশ্বরী মহাত্রিপুরসুন্দরী; আবরণদেবতা পরাপররহস্যা বা পরাপররহস্যযোগিনী। মুদ্রা যোনিমুদ্রা আর সিদ্ধি প্রকাম্যসিদ্ধি। —দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, প্রতীক ও প্রতিমা অধ্যায়।

হ্রী" হ স ক হ ল হ্রী" স ক ল হ্রী" শ্রীললিতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়মধ্যে ন্যাস করতে হবে।

ঐ" হ্রী" শ্রী" এষা পরাপররহস্যযোগিনী সর্বানন্দময়ে চক্রে সমুদ্রা সসিদ্ধিঃ সায়ুধা সশক্তিঃ সবাহনা সপরিবারা ন্যস্তা অস্তু এই মন্ত্রে ন্যাস করতে হবে।

এবার ঐ" হ্রী" শ্রী" ক এ ঈ ল হ্রী" হ স ক হ ল হ্রী" স ক ল হ্রী" সর্বানন্দময়চক্রেশ্বর্যৈ শ্রীললিতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়ে ন্যাস করতে হবে। তারপর যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ মূলমন্ত্র জপ ক'রে আবার করাঙ্গন্যাস করতে হবে।

এই হল নিত্যার্ণবোক্ত শ্রীচক্রন্যাস। ষোঢ়ান্যাস ও চক্রন্যাস এই দুটি ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার ক্ষেত্রেও সমান।

পঞ্চম প্রকরণ—ন্যাসপ্রকরণ সমাপ্ত॥

জপপ্রকরণম্

অথ যৌবনোল্লাসে জপপ্রকরণং ষষ্ঠমারভ্যতে। অত্র সূত্রকৃতঃ পুরশ্চরণাদিকং ন বিধিৎসিতম্, কাম্যকর্মণ্যেব তস্যাবশ্যকত্বাৎ। "অপক্ষকালাভেঽপি নিত্যক্রমপ্রত্যবমৃষ্টিঃ", "পঞ্চপর্বসু বিশেষার্চা চ" ইত্যেতাভ্যাং সূত্রাভ্যাং নিত্যনৈমিত্তিকাবেব ক্রমাবভিধায় "যদি কাম্যমীপ্সেৎ" ইতি হোমখণ্ডসূত্রগতেন যদিপদেন কাম্যহোমকর্মণঃ কৃতাকৃতত্বজ্ঞাপনাৎ। যুক্তং চৈতৎ। তথা হি—

> শুভং বাঽপ্যশুভং বাঽপি কাম্যং কর্ম করোতি যঃ।
> তস্যারিষ্টং ব্রজেন্মন্ত্রো ন তস্মাত্তৎপরো ভবেৎ॥
> কাম্যকর্মপ্রসক্তানাং তাবন্মাত্রং ভবেৎ ফলম্।
> নিষ্কামং ভজতাং দেবমখিলাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ॥ ইতি॥

দেবেত্যুপলক্ষণং দেব্যা অপি। কাম্যকর্মবিধিশ্চ দুঃসাধ্যশ্চেৎ কস্যচিৎ কাম্যফললিপ্সা, তেন তদা শ্যামাক্রমোক্তং পুরশ্চরণাদিকং কাম্যহোমদ্রব্যং চ অনুসন্ধেয়ম্। অভিচারাদৌ কর্তব্যে তু সামান্যক্রমোক্তং মন্ত্রারিত্বাদিকং চ॥

জপপ্রকরণ

এবার যৌবনোল্লাসে ষষ্ঠপ্রকরণ আরম্ভ করা হচ্ছে। এখানে সূত্রকার পুরশ্চরণাদির বিধান করেন নি। তার কারণ, কাম্যকর্মেই পুরশ্চরণাদি আবশ্যক। "অপক্ষকালাভেঽপি নিত্যক্রমপ্রত্যবমৃষ্টিঃ" (পরশুরাম কল্পসূত্র ১।২৪) এবং "পঞ্চপর্বসু বিশেষার্চা চ (ঐ, ১০।৬৭) এই দুই সূত্রে নিত্য ও

নৈমিত্তিক পূজার কথাই বলেছেন। "যদি কাম্যমীপ্সেৎ" (ঐ, ৯।২৩) এই হোমখণ্ডান্তর্গত সূত্রে যদি পদের দ্বারা কাম্যহোমের কৃতত্ব ও অকৃতত্ব উভয়ই সূচিত হয়েছে। পূর্বোক্ত পুরশ্চরণাদি বিধান না করার এও একটি কারণ। এটি ঠিক হয়েছে।

এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—কাম্যকর্ম শুভই হোক আর অশুভই হোক তা যে করে তার মন্ত্র অরিমন্ত্র হয়ে যায়। অতএব, কাম্যকর্ম করা উচিত নয়। কাম্যকর্মে প্রসক্ত ব্যক্তিরা কামনা দ্বারা সীমিত ফল পায়। কিন্তু যারা নিষ্কামভাবে দেবের ভজনা করে তাদের অখিল অভীষ্টসিদ্ধি লাভ হয়।

এখানে দেব উপলক্ষণ, এ দ্বারা দেবীকেও বুঝান হয়েছে। কাম্যকর্ম-বিধি দুঃসাধ্য হলেও কারো কারো কাম্যকর্মে লিপ্সা হয়। এরূপ ব্যক্তির শ্যামাক্রমোক্ত পুরশ্চরণাদি এবং কাম্যহোমদ্রব্য দেখে নেওয়া উচিত। অভিচারকর্মাদি করতে হলে সাধারণক্রমোক্ত মন্ত্রের অরিত্বাদি অনুসন্ধান করতে হবে।

জপবিধিঃ

শ্রীবিদ্যাজপপূর্বাঙ্গমন্ত্রাঃ। জপোপযুক্তা মুদ্রাস্তু উক্তপূর্বা এব। তত্রাদৌ শ্রীদেব্যৈ উপচারমন্ত্রেণ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা পূর্ববৎ প্রাণানায়ম্য ঋষ্যাদি ন্যসেৎ। যথা—

অস্য শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীপঞ্চদশাক্ষরীমহামন্ত্রস্য ওঁ আনন্দভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ—শিরসি। ওঁ পঙ্‌ক্ত্যৈ ছন্দসে নমঃ—মুখে। ওঁ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ—হৃদি। ওঁ ঐঁ বীজায় নমঃ—গুহ্যে। ওঁ সৌঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ। ওঁ ক্লীঁ কীলকায় নমঃ—নাভৌ। (উক্তবীজশক্তিকীলকানি নাভিগুহ্যপাদেষু প্রায়শো ন্যস্তব্যানীতি, মূলবিদ্যাখণ্ডত্রয়েণাপি ন্যস্তব্যানীতি চ কেষাংচিদভিমতম্)। ওঁ শ্রীললিতামহাত্রিপুরসুন্দরীপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ—করসম্পুটে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মূলবিদ্যয়া সর্বাঙ্গে ত্রিঃ ব্যাপকম্।

ওঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

ওঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা।

ওঁ স ক ল হ্রীঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্।

ওঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ অনামিকাভ্যাং হুম্।

ও হ স ক হ ল হ্রী̐ কনিষ্ঠিকাভ্যাং বৌষট্ ।

ও স ক ল হ্রী̐ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ॥

এবং হৃদয়াদিন্যাসঃ, যথা—

ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ ক এ ঈ ল হ্রী̐ হৃদয়ায় নমঃ ।

ও হ স ক হ ল হ্রী̐ শিরসে স্বাহা ।

ও স ক ল হ্রী̐ শিখায়ৈ বষট্ ।

ও ক এ ঈ ল হ্রী̐ কবচায় হুম্ ।

ও হ স ক হ ল হ্রী̐ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।

ও স ক ল হ্রী̐ অস্ত্রায় ফট্ ।

ভূর্ভুবস্‌সুবরোঁ ইতি দিগ্‌বন্ধঃ ।

অথ ধ্যানম্ । তচ্চ পূর্বোক্তম্ ।

শ্রীষোড়শাক্ষর্যাস্ত—দক্ষিণামূর্তিঃ ঋষিঃ । করষড়ঙ্গন্যাসয়োঃ তৎকূটষট্কমিতি বিশেষঃ ।

ততঃ শক্ত্যুত্থাপনমুদ্রয়া স্বদেহে শূন্যতাং বিভাব্য বিন্দুত্রয়সপরার্ধরূপাং কামকলাং বিচিন্ত্য তস্যাঃ স্বাত্মতয়া পরিণামং শ্রীগুরুমুখাবগতং বিভাব্য শ্রীগুরুদেবতামন্ত্রাত্মনামৈক্যং ভাবয়েৎ । অথ মূর্ধ্নি শিরোমুদ্রাং ন্যস্য ও ঐ̐ ক্লী̐ হ্রী̐ ত্রিপুরে ভগবতি স্বাহা ইতি দ্বাদশাক্ষরীং কুল্লুকা-(কুরুকুল্লা) বিদ্যাং ততো হৃদয়মুদ্রয়া (হৃদি হস্তং দত্ত্বা) ও ওঁ ইত্যেকাক্ষরং সেতুং, অথ কণ্ঠে ন্যাসমুদ্রয়া ও হ্রী̐ ইত্যেকাক্ষরং মহাসেতুং, তদনু নাভৌ পূর্বমুদ্রয়ৈব ও ওঁ অং মূলং ঐ̐ অং…ক্ষং (৩১) ওঁ ইতি সপ্তাক্ষরং নির্বাণমন্ত্রং চ ত্রিস্ত্রিঃ জপেৎ ।

ঐ̐ হ্রী̐ শ্রী̐ ক্লী̐ ইতি কামেশ্বরীমন্ত্রং স্বাধিষ্ঠানে ত্রিঃ জপেৎ ।

ও ঈং ইতি কামকলামন্ত্রং মূলাধারে ত্রিঃ জপেৎ ।

ও সমস্তপ্রকটগুপ্তগুপ্ততরসম্প্রদায়কুলোত্তীর্ণনিগর্ভরহস্যাতিরহস্য-পরাপররহস্যযোগিনীভ্যো নমঃ । ইতি সমষ্টিমন্ত্রম্ ।

ও ঈ এ ক ল[১] হ্রী̐ হ স ক হ ল হ্রী̐ স ক ল হ্রী̐ । ইতি পঞ্চদশাক্ষরমূৎকীলনং সপ্তবারং জপেৎ ।

১। হ ল ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।

ওঁ বিদ্যুদক্ষীং পরাং বিদ্যাং কালিকাং দেশভাষিণীম্ ।
খড়্গমুণ্ডবিকারাখ্যাং ব্যাঘ্রচর্মবিভূষিতাম্ ॥
রক্তমাল্যাম্বরধরাং ঘোররূপাং চতুর্ভুজাম্ ।
খড়্গং শূলং কপালং চ দধতীং তীক্ষ্ণনাসিকাম্ ॥
সিদ্ধার্থং চিন্তয়েদ্দেবীং সর্ববিদ্যাসু জীবিনীম্ ॥

ইতি সঞ্জীবিনীং ধ্যাত্বা পঞ্চধোপচর্য, ওঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ক্লৌঁ হেঁ হৈঁ ক ল হ্রীঁ সৌঃ ল স ক হ্রীঁ ক্লৌঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি সপ্তদশাক্ষরং সঞ্জীবিনীমন্ত্রং সপ্তবারং জপেৎ ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হংসঃ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ হংসঃ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি ত্রয়োবিংশত্যক্ষরং প্রাণমন্ত্রং সপ্তবারং জপেৎ ॥

ওঁ ওঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ ওঁ ঐঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ হ ক ল এ হ্রীঁ হ ক হ ল হ্রীঁ হ এ ক ল হ্রীঁ ওঁ ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক হ ল এ হ্রীঁ ক হ এ ল হ্রীঁ ক হ হ ল হ্রীঁ হংসঃ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হংসঃ সোঽহং স ক ল হ্রীঁ ইতি সপ্তত্যক্ষরং (?) দীপিনীমন্ত্রং চ প্রত্যেকং সপ্তবারং জপেৎ ॥

ইমে মন্ত্রাঃ পঞ্চদশীষোড়শীনাং সাধারণাঃ ॥

ষোড়শাক্ষর্যা অসাধারণাঃ পঞ্চ মন্ত্রাঃ । যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র হ্রীঁ য র ল ব ক্ষ ম ল ব র হ্রূঁ ওঁ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ ইতি মহাকামেশ্বরমন্ত্রং দশবারং জপেৎ ॥

ওঁ (পঞ্চদশী) ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীং—ত্রিবারং জপেৎ ॥

ওঁ (ষোড়শী) শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ সৌঃ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ সৌঃ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ—ত্রিবারং জপেৎ ॥

ওঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ বালায়ৈ নমঃ । ত্রিবারং জপেৎ ।

ওঁ ঐঁ ক্লীঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি সুমুখি দেবি মহাপিশাচিনি হ্রীঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ স্বাহা—ত্রিবারং জপেৎ ॥

ওঁ ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ক্রীঁ শ্রীঁ উগ্রতারে সৌঃ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স্বাহা—ত্রিবারং জপেৎ ॥

এতে পঞ্চ মন্ত্রাঃ পঞ্চরত্নপদেন উচ্যন্তে ॥

ততঃ সূতকনিবারণায় প্রণবসম্পুটিতাং মূলবিদ্যাং (পঞ্চদশীং) দশবারমাবর্ত্য অনন্তরং বিঘ্নহরান্ বধমন্ত্রান্ ত্রিস্ত্রির্জপেৎ ॥ যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ই রি মি লি কি রি কি লি প রি মি রোম্ ॥

৩ ওঁ হ্রীঁ নমো ভগবতি মহাত্রিপুরভৈরবি মম ত্রৈপুররক্ষাং কুরু কুরু।

৩ সংহর সংহর বিঘ্নরক্ষোবিভীষকান্ কালয় হুং ফট্ স্বাহা ॥

৩ ব্লূঁ রক্তাভ্যো যোগিনীভ্যো নমঃ ॥

৩ সাং সারসায় বহ্ন্যাশনায় নমঃ ॥

৩ হ্ম্ ম্লু ম্ব্র্ ম্লু ম্ব্র্ হ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ॥

এতে কুল্লুকাদ্যা বিঘ্নহরান্তা জপস্য পূর্বাঙ্গমন্ত্রাঃ। ত্রিতারীপূর্বকত্বং তু সর্বেষাং সিদ্ধমেব। ॥

ততঃ পেশীছয়াং সুবর্ণরত্নস্ফটিকমণিপুত্রজীবরুদ্রাক্ষাদ্যন্যতমনির্মিতাং মালাং শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণেন সংস্কারবিধিনা সংস্কৃতামাদায়, কচিৎপাত্রে বামপাণৌ বা নিধায়, সামান্যার্ঘোদকেন শুদ্ধোদকেন বা মূলেনাভ্যুক্ষ্য,

ওঁ মাং মালে মহামায়ে সর্বশক্তিস্বরূপিণি।

চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব ॥

ইতি প্রার্থ্য, হ্রীঁ সিদ্ধ্যৈ নমঃ ইতি মন্ত্রেণ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তেন গন্ধাদিভিঃ পঞ্চভিঃ গন্ধপুষ্পাভ্যামেব বা সম্পূজ্য, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ গং

অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং করে গৃহ্ণামি দক্ষিণে।

জপকালে তু সততং প্রসীদ মম সিদ্ধয়ে ॥

ইতি দক্ষিণহস্তেন মালাং গৃহীত্বা, মধ্যমামধ্যপর্বাবলম্বিনীং তাং তর্জন্যা বামহস্তেন চাস্পৃশন্ একমণিগ্রহণে অন্যমনুপাদদানঃ ক্রমাদঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ মণীন্ পরিবর্তয়ন্ জৃম্ভাক্ষুতাদ্যকুর্বন্ অনিদ্রাণঃ, এতেষাং সম্ভবে আচম্য দেবতাঽহমস্মীতি ভাবয়ন্, মালামপাতয়ন্ প্রমাদপতিতায়ামুক্তসংস্কারং কৃত্বা খটখটাশব্দমকুর্বাণঃ অস্লিষ্টমনুচ্চারয়ন্ অসম্ভাষমাণো মালামপ্রদর্শয়ন্ অক্ষদপ্যক্রমাচরন্ শ্রীগুরুমুখাদবগতং যথার্থাবগতমর্থং চতুর্বিধৈক্যশূন্যষট্কাবস্থা-পঞ্চকবিমূনৎসপ্তকমন্ত্রচৈতন্যাদিরহস্যজাতং চানুসন্দধানো যথাঽধিকারং মনসোপাংশুনা বা সহস্রং ত্রিশতং শতং বা মূলবিদ্যামারভ্যে প্রোক্তসংখ্যাঽবধৌ চ প্রণবপুটিতাং সঙ্কজপিত্বা উত্তরাঙ্গমন্ত্রান্ জপদশমাংশমাবর্তয়েৎ ॥

জপবিধি

শ্রীবিদ্যাজপের অঙ্গ জপপূর্ববর্তী মন্ত্র বলা হচ্ছে। জপের উপযোগী মুদ্রা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। প্রথমে উপচারমন্ত্রে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূর্বের

মতো প্রাণায়াম ক'রে ঋষ্যাদিন্যাস করতে হবে। তার মন্ত্র ও ন্যাসস্থান, যথা:—শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীপঞ্চদশাক্ষরীমহামন্ত্রস্য ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ আনন্দভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ—শিরে। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পঙ্‌ক্ত্যৈ ছন্দসে নমঃ—মুখে। শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ—হৃদয়ে। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ বীজায় নমঃ—গুহ্যে। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ—পাদযুগলে। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কীলকায় নমঃ—নাভিতে। বীজ শক্তি ও কীলকের ন্যাসস্থান নাভি গুহ্য ও পাদ এইটি বহুলভাবে লক্ষিত হয়। কারো কারো মতে মূলবিদ্যার খণ্ডত্রয়ের দ্বারাও ন্যাস করতে হয়। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীললিতামহাত্রিপুরসুন্দরীপ্রসাদসিদ্ধার্থে জপে বিনিয়োগঃ—করসম্পুটে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ এই মন্ত্রে সর্বাঙ্গে তিনবার ব্যাপকন্যাস করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ*।

হৃদয়াদিন্যাসও এই রকম হবে। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ শিরসে স্বাহা*।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ এই মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন করতে হবে।

এর পর ধ্যান। তা পূর্বেই কথিত হয়েছে।

ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য—ঋষি দক্ষিণামূর্তি। করন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস এই উভয়ক্ষেত্রে ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার কূটষট্‌কের প্রয়োগ হবে।

তার পর শক্ত্যুত্থাপনমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে স্বদেহে শূন্যতার ভাবনা করতে হবে এবং বিন্দুত্রয় ও হার্ধকলারূপা কামকলার ভাবনা করতঃ শ্রীগুরুমুখে কামকলার (সাধকের) আত্মরূপে পরিণতির বিষয় অবগত হয়ে মন্ত্র দেবতা ও স্বীয় আত্মার ঐক্য ভাবনা করতে হবে। এবার মূর্ধায় শিরোমুদ্রা রচনা ক'রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ-

---

* বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে; শুধু মূলের * এই সংখ্যাস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে।

১। ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা বা ষোড়শাক্ষর মন্ত্র একাধিক। রুদ্রযামলের মতে "হ স ক ল হ হ্রীঁ, স হ ক হ ল হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ এই ষোড়শাক্ষর সদৃশ মন্ত্র মন্ত্রসাগরে নাই।"—দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, বসুমতী প্রকাশিত ৯ম সং, পৃঃ ২৪৯। এটি একটি মন্ত্র। অন্য মন্ত্র—দ্রঃ ঐ।

আরেকটি মন্ত্র—হ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ, হ স ক হ ল হ্রীঁ, স ক ল হ্রীঁ—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২২৮, পাদটীকা ২।

সহযোগে ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ত্রিপুরে ভগবতি যাহা এই দ্বাদশাক্ষরী কুল্লুকা[১] বিদ্যা জপ করতে হবে। তার পর হৃদয়মুদ্রা প্রদর্শন করত (হৃদয়ে হাত রেখে) ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ-সহযোগে ওঁ এই একাক্ষর সেতু[২] হৃদয়ে জপ করতে হবে। এবার ন্যাসমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে কণ্ঠে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ-সহযোগে হ্রীঁ এই একাক্ষর মহাসেতু[৩] জপ করতে হবে। তারপর ন্যাসমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে নাভিতে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ-সহযোগে ওঁ অং ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ ঐঁ অং আং ইং ঈং ঊং উং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ল়ং ক্ষং ওঁ এই সপ্ততি-অক্ষর নির্বাণ[৪]মন্ত্র তিন তিনবার জপ করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ এই কামেশ্বরীমন্ত্র স্বাধিষ্ঠানে তিনবার জপ করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং এই কামকলামন্ত্র মূলাধারে তিনবার জপ করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সমস্তপ্রকটগুপ্তগুপ্ততরসম্প্রদায়কুলোত্তীর্ণনিগর্ভরহস্যাতিরহস্য-পরাপররহস্যযোগিনীভ্যো নমঃ।—এটি সমষ্টিমন্ত্র।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ-সহযোগে ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ এই পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র সাতবার জপ করতে হবে।

এবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বিদ্যুৎ-নয়না, পরা, বিদ্যা, কালিকা তত্তৎপ্রদেশপ্রচলিত-

---

১। কুল্লুকা। "জপেচ্ছু সাধকের কুল্লুকা সেতু মহাসেতু নির্বাণ প্রভৃতিরও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেননা, এ সবের রহস্য জানা না থাকলে জপ সফল হয় না ...বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন কুল্লুকা।"

"কুল্লুকা—যামলে বলা হয়েছে বিদ্যার কুলপূজ্যত্বহেতু তাকে কুল্লুকা বলা হয়। আবার বিদ্যাসম্বন্ধী দোষনাশনের জন্যও কুল্লুকা বলা হয়। এটি সর্বতন্ত্রে গোপিত।"

২। "সেতু—মূলমন্ত্র জপের সঙ্গে সেতু ও মহাসেতুও জপ করতে হয়।......যামলের মতে যার দ্বারা বিদ্যাসিদ্ধিরূপ অর্ণব পার হওয়া যায় সেই বিদ্যামার্গই সেতু। কোন মন্ত্রের সেতু কি হবে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে।"

৩। মহাসেতু—"মহাসেতুর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মহাসেতু মহাবিদ্যালাভের সন্দর্শ, মহাবিদ্যার্ণবের তথা চৈতন্যের পথপ্রদর্শক। মহাসেতু মহাবিদ্যাস্বরূপ।

"যামলে বলা হয়েছে ত্রিপুরসুন্দরীর মহাসেতু হ্রীঁ, কালীর ক্রীঁ, তারার হূঁ, আর অন্নদের হ্রীঁ।"

৪। "নির্বাণ—সেতু মহাসেতু প্রভৃতির মতো নির্বাণজপও জপের অঙ্গ। নির্বাণশব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রুদ্রযামলে আছে প্রথমে প্রণব, তার পরে অ, তারপর মূলমন্ত্র, তারপর ঐঁ, তারপরে সমস্ত মাতৃকাবর্ণ, তারপরে আবার প্রণব—এইভাবে মূলমন্ত্রকে পুটিত করে মণিপুরে জপ করতে হবে। এরই নাম নির্বাণ।"

বিস্তৃত বিবরণ—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, জপ অধ্যায়

ভাষাভাষিণী, খড়্গমুণ্ডবিকারা এই নামধারিণী অর্থাৎ খড়্গ ও মুণ্ডের কারণে বিহ্বলতা-উৎপাদনকারিণী বলে পরিচিতা, ব্যাঘ্রচর্মবিভূষিতা, রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্র-ধারণকারিণী, ঘোররূপা, চতুর্ভুজা, খড়্গ-শূল-কপাল-ও তীক্ষ্ণনাসিকা-ধারিণী,—সিদ্ধিলাভের জন্য সর্ববিদ্যার মধ্যে এই সঞ্জীবিনী দেবীর ধ্যান করবে।

এইরূপে সঞ্জীবিনীর ধ্যান ক'রে পঞ্চোপচারে অর্চনা করতঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ-সহযোগে শ্রীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হৈঁ হৈঁ ক ল হ্রীঁ সৌঃ ল স ক হ্রীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই সপ্তদশাক্ষর সঞ্জীবিনীমন্ত্র সাতবার জপ করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ-সহযোগে হ্রীঁ শ্রীঁ হংসঃ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ হংসঃ হ্রীঁ শ্রীঁ—এই ত্রয়োবিংশতি-অক্ষর প্রাণমন্ত্র সাতবার জপ করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ-সহযোগে ওঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ ওঁ ঐঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ হ ক ল এ হ্রীঁ হ ক হ ল হ্রীঁ হ এ ক ল হ্রীঁ ওঁ ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক হ ল এ হ্রীঁ ক হ এ ল হ্রীঁ ক হ হ ল হ্রীঁ হংসঃ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হংসঃ সোহং স ক ল হ্রীঁ এই সপ্ততি-অক্ষর[১](-) দীপিনীমন্ত্রের প্রত্যেক খণ্ড সাতবার করে এবং সমগ্র মন্ত্রটি সাতবার জপ করতে হবে।

এই মন্ত্রগুলি পঞ্চদশীবিদ্যা ও ষোড়শীবিদ্যা উভয়ের ক্ষেত্রে সমান।

ষোড়শাক্ষরী বিদ্যার বিশেষ পঞ্চ মন্ত্র। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক্ষ ম লং ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র স্ত্রীঁ য র ল ব ক্ষ ম লর যঁং ওঁ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ—এই মহাকামেশ্বর মন্ত্র দশবার জপ করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ (পঞ্চদশী) ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ—এই মন্ত্র তিনবার জপ করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ (ষোড়শী) শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ সৌঃ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ সৌঃ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ—এই মন্ত্র তিনবার জপ করতে হবে।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ বালায়ৈ নমঃ। ঐঁ ক্লীঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি সুমুখি দেবি মহাপিশাচিনি হ্রীঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ স্বাহা—এই মন্ত্র তিনবার জপ করতে হবে।

১। উক্ত মন্ত্রটিতে চতুঃ সপ্ততি অক্ষর রয়েছে। অনুমান হয় কোনো অনবধানতাবশতঃ চতুঃসপ্তত্যক্ষরং স্থলে সপ্তত্যক্ষরং মুদ্রিত হয়েছে।

২। এই মন্ত্রের ঈষদ্ভিন্ন বিবিধ পাঠ লক্ষিত হয়।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ক্লঁ ক্রীঁ শ্রীঁ উগ্রতারে সৌঃ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স্বাহা—এই মন্ত্র তিনবার জপ করতে হবে।

এই পঞ্চ মন্ত্রকে পঞ্চরত্ন বলা হয়।

তারপর সূতক[১] নিবারণের জন্য পঞ্চদশী মূলবিদ্যা প্রণবসম্পুটিত ক'রে দশবার আবৃত্তি করতঃ বিঘ্নহরণকারী ষট্‌মন্ত্র তিনবার জপ করতে হবে। মন্ত্র যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ই রি মি লি কি রি কি লি প রি মি রোম্ ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ নমো ভগবতি মহাত্রিপুরভৈরবি মম ত্রৈপুররক্ষাং কুরু কুরু ॥*

কুল্লুকা থেকে আরম্ভ করে বিঘ্নহর ষট্‌মন্ত্র পর্যন্ত সব মন্ত্র জপের পূর্বাঙ্গমন্ত্র। সব মন্ত্রেরই আদিতে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ থাকবে।

এরপর জপাধারে আচ্ছাদিত সুবর্ণ রত্ন স্ফটিক মণি পুত্রজীবক রুদ্রাক্ষ-আদি বস্তুর যে-কোনো একটি দিয়ে রচিত মালা শ্যামাক্রমে বক্ষ্যমাণ সংস্কারবিধি অনুসারে সংস্কৃত ক'রে কোনো পাত্রে অথবা বাঁ হাতে রেখে তার উপর সামান্যার্ঘ্যের জল অথবা শুদ্ধজল ছিটিয়ে মূলমন্ত্রে তার অভ্যুক্ষণ করতে হবে। এবার প্রার্থনা করতে হবে এই বলে—মালা মহামায়া, সর্বশক্তিস্বরূপিণী, তোমাতেই চতুর্বর্গ ন্যস্ত রয়েছে। অতএব, আমার প্রতি সিদ্ধিদায়িনী হও[২]।

প্রার্থনার পর হ্রীঁ সিদ্ধৌ নমঃ এই মন্ত্র বার বার আবৃত্তি করে পঞ্চ গন্ধাদি দ্বারা অথবা গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারাই মালার পূজা করতে হবে। তার পর এই মন্ত্র[৩] উচ্চারণ করতে হবে—মালা, তোমাকে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করছি, আমার জপ নির্বিঘ্ন কর, জপকালে আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

এইরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করে দক্ষিণ হস্তে মালা গ্রহণ করতঃ মধ্যমার মধ্যপর্বাবলম্বিনী সেই মালাকে তর্জনী ও বামহস্তের দ্বারা স্পর্শ না ক'রে

১। "তন্ত্রশাস্ত্র মন্ত্র সচেতন পদার্থ, মন্ত্র জীব। মন্ত্রে যে-শক্তি নিহিত আছে তাকেই মন্ত্রাধিষ্ঠিত জীব বলা হয়।"

"মন্ত্র যখন জীব তখন তার জন্ম মৃত্যু হয়। আর তা হলে তা জাতসূতক অর্থাৎ জাতকাশৌচ এবং মৃতসূতক অর্থাৎ মৃতাশৌচ হয়। মন্ত্রোচ্চারণের আদিতে হয় জাতকাশৌচ আর অন্তে মৃতাশৌচ। এই সূতকদ্বয়যুক্ত মন্ত্রের সিদ্ধি হয় না।" কাজেই যথাশাস্ত্র মন্ত্রকে সূতকমুক্ত করতে হয়।—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, দীক্ষা অধ্যায়

* বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে; শুধু মূলে যেখানে ৩ এই সংখ্যা রয়েছে সেখানে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে।

২। মন্ত্রটি মূলে দ্রষ্টব্য।

৩। মূলমন্ত্র মূলে যেমন আছে। এখানে শুধু অনুবাদ দেওয়া হল। অনুবাদ মন্ত্র নয়।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা একটি একটি করে মালার গুলিকা সরিয়ে সরিয়ে মালা ফিরাতে হবে। জপকালে হাইতোলা, ক্ষুধা, নিদ্রা এসব বর্জনীয়। এগুলি এসে গেলে আচমন ক'রে দেবতাস্মৃত ভাবনা করতে হবে। জপের সময় হাত থেকে যেন মালা পড়ে না যায়। প্রমাদবশতঃ পড়ে গেলে যথাশাস্ত্র তার সংস্কার করতে হবে। জপের সময় খটাখট শব্দ চলবে না। অস্পষ্টভাবে জপমন্ত্র উচ্চারণ করা হবে না। জপের সময় অন্যের দ্বারা সম্ভাষণ চলবে না, অন্যকে মালা দেখান হবে না। এ ছাড়া, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে অন্য যে-সব আচরণ নির্দিষ্ট হয়েছে তা মেনে চলতে হবে। গুরুমুখে ষড়র্থাদি[১] অন্যতম মন্ত্রার্থ, চতুর্বিধ ঐক্য[২] শূন্যষট্ক[৩], অবস্থাপঞ্চক[৪], বিমুনৎসপ্তক[৫], মন্ত্রচৈতন্য[৬] ইত্যাদি রহস্যসমূহ অবগত হয়ে ও তার অনুসন্ধান ক'রে অধিকার অনুসারে হাজার, তিন শ, কিংবা এক শ মানস অথবা উপাংশু জপ করতে হবে। আরম্ভে প্রণবপুটিত মূলবিদ্যা উক্ত সংখ্যায় একবার জপ ক'রে উত্তরাম্নমন্ত্রগুলি উক্ত সংখ্যার দশভাগের একভাগ সংখ্যায় জপ করতে হবে।

১। বরিবস্যারহস্যের ২।৮৭ সংখ্যকাদি শ্লোকের উপোদ্‌ঘাতে মন্তব্য করা হয়েছে—তে চার্থাস্তন্ত্রোপনিষদ্‌গ্রন্থভেদেন নানাবিধাঃ শিবেনোক্তাঃ। শিবোক্ত সে সব অর্থ তন্ত্র উপনিষদ্‌ ভেদে নানাবিধ। কাজেই, অর্থ অনেক। ষড়র্থ বলতে গ্রন্থকার কি বুঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২।৮৪ সংখ্যকাদি শ্লোকের উপোদ্‌ঘাতে মন্তব্য করা হয়েছে—অথ যোগিনীহৃদয়ে কথিতান্‌ ভাবার্থাদীন্‌ ষড়র্থানাহ। যোগিনীহৃদয়ে কথিত ভাবার্থাদি ষড়র্থ বলছেন। উমানন্দনাথ সম্ভবতঃ এই ষড়র্থের কথা বলেছেন। ষড়র্থ, যথা—ভাবার্থ, সম্প্রদায়ার্থ, নিগর্ভার্থ, কৌলিকার্থ, রহস্যার্থ ও মহাতত্ত্বার্থ। দ্রঃ বরিবস্যারহস্য ২।৮৫-২।১০৯

২। গুরু মন্ত্র দেবতা ও সাধক এই চারের ঐক্য।

৩। তৃতীয় শক্তিবীজের (পঞ্চদশী শ্রীবিদ্যার তৃতীয়কূটের) রেফস্থান, বিন্দু, রোধিনী, নাদান্ত ও ব্যাপিকা এই পঞ্চ স্থানে ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকের মত শূন্য এবং উন্মনীতে নিরাকার ষষ্ঠশূন্য এই ষট্‌শূন্য ভাবনা করতে হয়। দ্রঃ বরিবস্যারহস্যম্‌ ১।৪২-৪৩।

৪। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়, তুরীয়াতীত।

৫। প্রাণবিষুব, মন্ত্রবিষুব, নাড়ীবিষুব, প্রশান্তবিষুব, শক্তিবিষুব, কালবিষুব ও তত্ত্ববিষুব। দ্রঃ নিত্যাষোড়শিকার্ণব, যোগতন্ত্রগ্রন্থমালা ১, উপোদ্‌ঘাত: পৃঃ ১১১।

৬। "মন্ত্র দেবতা গুরু ও সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যে একই চৈতন্য বিরাজমান। মন্ত্রে এ চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে, সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মধ্যেও তাই। প্রবুদ্ধচৈতন্য গুরু আপন চৈতন্যের দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করেন এবং দীক্ষাদানের সময় তা শিষ্যচৈতন্যে সঞ্চারিত করে দেন।" শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৭০৮।

জপোত্তরাঙ্গমন্ত্রাঃ

তে তু ত্রিপুরাদ্যষ্টচক্রেশ্বরীমন্ত্রা অষ্টৌ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং সৌঃ, ৩ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ, ৩ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ, ৩ হৈঁ হ্‌ক্লীঁ হ্‌সৌঃ, ৩ হ্‌সৈঁ হ্‌স্‌ক্লীঁ হ্‌স্‌সৌঃ, ৩ঃহ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ, ৩ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ, ৩ হ্‌স্রৈঁ হ্‌স্র্‌ক্লীঁ হ্‌স্র্‌সৌঃ ॥

মূলমেকং—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ ॥

তত্তত্তিথিনিত্যাবিদ্যা—তাশ্চ শুক্লপক্ষে কামেশ্বর্যাদিচিত্রান্তাঃ। কৃষ্ণপক্ষে তু চিত্রাদ্যাদিকামেশ্বর্যান্তাঃ। তিথিবৃদ্ধাবেকাং নিত্যাং দিনদ্বয়ে, তিথিক্ষয়ে একস্মিন্ দিবসে নিত্যাদ্বয়ং, ইতি ক্রমেণ জপ্যাঃ। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং ঐঁ স ক ল হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ।

৩ আং ঐঁ ভগভুগে ভগিনি ভগোদরি ভগমালে ভগাবহে ভগগুহ্যে ভগযোনি ভগনিপাতিনি সর্বভগবশঙ্করি ভগরূপে নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে সর্বাণি ভগানি মে হ্যানয় বরদে রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ক্লেদয় দ্রাবয় অমোঘে ভগবিচ্চে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি ঐঁ ব্লূঁ জেঁ ব্লূঁ ভেঁ ব্লূঁ মোঁ ব্লূঁ হেঁ ব্লূঁ হেঁ ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি মে বশং আনয় স্ত্রীঁ হর ব্লেঁ হ্রীম্ ॥

৩ ইং ওঁ হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা।

৩ ঈং ওঁ ক্রোঁ ভ্রোঁ ক্রোঁ ঝ্রোঁ ছ্রোঁ জ্রোঁ স্বাহা[১] ॥

৩ উং ওঁ হ্রীঁ বহ্নিবাসিন্যৈ নমঃ ॥

৩ ঊং হ্রীঁ ক্লিন্নে ঐঁ ক্রোঁ নিত্যমদদ্রবে হ্রীঁ ॥

৩ ঋং হ্রীঁ শিবদূত্যৈ নমঃ ॥

৩ ৠং ওঁ হ্রীঁ হুঁ খে চ ছে ক্ষঃ স্ত্রীঁ হুঁ ক্ষেঁ হ্রীঁ ফট্ ॥

৩ ঌং ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ॥

৩ ৡং হ স ক ল র ডৈঁ হ স ক ল র ডীঁ হ স ক ল র ডৌঃ ॥

৩ এং হ্রীঁ ক্লেঁ ব্লূঁ ক্রোঁ আং ক্লীঁ ঐঁ ব্লূঁ নিত্যমদদ্রবে হুঁ ক্রেঁ হ্রীম্ ॥

৩ ঐং ভ্‌স্‌ম্রোঁ ॥

৩ ওং য্রোঁ ॥

৩ ঔং ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি দেবদেবি সর্বভূতসংহার-

১। তন্ত্ররাজতন্ত্র ২। ৩।০-৩৬ শ্লোকদ্বয়ের মনোরমানুসারে ভেরুণ্ডানিত্যার মূল মন্ত্রটি ওঁ ক্রোঁ ভ্রোঁ ক্রোঁ ঝ্রোঁ ছ্রোঁ জ্রোঁ স্বাহা।

কারিকে জাতবেদসি স্বলন্তি স্বল স্বল প্রস্বল প্রস্বল হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রুঁ র র র র র র র জ্বালামালিনি হুঁ ফট্।

৩ অং চক্রৌম্॥

অঙ্গোপাঙ্গপ্রত্যঙ্গীভূতা বালা অন্নপূর্ণা অশ্বারূঢ়া মন্ত্রাস্ত্রয়ো বক্ষ্যমাণা ইতি চ ত্রয়োদশ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। ইতি শ্রিয়োঽঙ্গ-বালা॥

৩ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ নমো ভগবতি অন্নপূর্ণেশ্বরি মমাভিলষিতমন্নং দেহি স্বাহা। ইতি শ্রিয় উপাঙ্গমন্নপূর্ণা।

৩ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ এহি পরমেশ্বরি স্বাহা। ইতি শ্রীপ্রত্যঙ্গমশ্বারূঢ়া॥

কালনিত্যা তু সূত্রস্থতাঽনুপাত্তা॥

অথ পুনঃ ষড়াদিমানসপূজাঽন্তং বিধায়, সবীজাঃ সর্বসঙ্কোভিণ্যাদিমুদ্রাঃ আয়ুধমুদ্রাশ্চ প্রদর্শ্য,

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্ময়ি স্থিরা॥

ইতি শ্রীদেব্যা বামকরে সামান্যার্ঘ্যসলিলপ্রক্ষেপেণ জপং নিবেদ্য—

ত্বং মালে সর্বদেবানাং প্রীতিদা শুভদা মম।
শুভং কুরুষ মে ভদ্রে যশো বীর্যং চ সর্বদা॥

ইতি মালাং প্রার্থ্য, নিগূঢ়ং নিধায়, শ্রীগুরুপাদুকামন্ত্রং মুহুরুচ্চারয়ন্ গুরুপরমগুরুপরমেষ্ঠিগুরূন্ তত্তন্নামপূর্বং প্রণমেৎ॥ ইতি জপবিধিঃ॥

জপোত্তরাঙ্গমন্ত্র

এই আটটি মন্ত্র হল ত্রিপুরাদি-অষ্টচক্রেশ্বরী মন্ত্র।

যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং সৌঃ ত্রৈলোক্যমোহনচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বাশাপরিপূরকচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরেশ্যৈ নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বসঙ্ক্ষোভণচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হৈঁ হক্লীঁ হসৌঃ সর্বসৌভাগ্যদায়কচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরবাসিন্যৈ নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হসৈঁ হস্ক্লীঁ হস্সৌঃ সর্বার্থসাধকচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরাশ্রিয়ৈ নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেঁ সর্বরক্ষাচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরমালিন্যৈ নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সৌঃ সর্বরোগহরচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরাসিদ্ধায়ৈ নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্স্রৈঁ হ্স্র্ক্লীঁ হ্স্র্সৌঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্রেশ্বর্যৈ ত্রিপুরাম্বায়ৈ নমঃ।

এবার একবার মূলমন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ।

তত্তৎ তিথিনিত্যামন্ত্র—এগুলি শুক্লপক্ষে হবে কামেশ্বরীমন্ত্র থেকে চিত্রামন্ত্র পর্যন্ত আর কৃষ্ণপক্ষে চিত্রামন্ত্র থেকে কামেশ্বরীমন্ত্র পর্যন্ত। তিথিবৃদ্ধিতে এক নিত্যামন্ত্র দুই দিনে, আর তিথিক্ষয়ে একই দিনে দুই নিত্যামন্ত্র। এই মন্ত্রগুলি যথাক্রমে জপ করতে হবে। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং ঐঁ স ক ল হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সৌঃ।*

অঙ্গ-উপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গীভূত বক্ষ্যমাণ বালা অন্নপূর্ণা ও অশ্বারূঢ়া এই মন্ত্রত্রয় ও ত্রয়োদশ মন্ত্র। মন্ত্রত্রয়—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। এটি শ্রী অর্থাৎ ললিতার অঙ্গ বালামন্ত্র।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ নমো ভগবতি অন্নপূর্ণেশ্বরি মমাভিলষিতমন্নং দেহি স্বাহা।—এটি শ্রীর উপাঙ্গ অন্নপূর্ণামন্ত্র।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ এহি পরমেশ্বরি স্বাহা—এটি শ্রীর প্রত্যঙ্গ অশ্বারূঢ়ামন্ত্র।

সূত্রকার কর্তৃক কালনিত্যা গৃহীত হয় নি।

এবার আবার ঋষ্যাদিন্যাস থেকে মানসপূজা পর্যন্ত সব ক'রে সবীজ সংক্ষোভিণী-আদি মুদ্রা এবং আয়ুধমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে। তারপর-দেবী, তুমি গুহ্যাতিগুহ্যের রক্ষাকারিণী, আমার কৃত জপ গ্রহণ কর। তোমার প্রসাদে আমার স্থির সিদ্ধি লাভ হোক।—এই বলে সামান্যার্ঘ্য জল ছিটিয়ে দেবীর বাম করে জপ নিবেদন করে দিতে হবে। অতঃপর মালা, তুমি সর্বদেবের প্রীতিদায়িনী, আমার শুভদাত্রী, ভদ্রে, সর্বদা আমার শুভ কর, আমাকে যশ ও বীর্য প্রদান কর। এই প্রার্থনা ক'রে মালা সংবৃত করতে হবে। এবার গুরু পরমগুরু পরমেষ্ঠিগুরুর নাম যোগ করে করে গুরুপাদুকা-মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তাঁদের প্রণাম করতে হবে। এই হল জপবিধি।

---

* অন্য মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে ; শুধু মূলের * এই সংখ্যাস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে।

রশ্মিমালামন্ত্রাঃ

(তত্র বৈদিকেষু স্বরপূর্বং পাঠঃ)

ওঁ ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ইতি ত্রিংশদ্বর্ণা গায়ত্রী ॥ মূলাধারে ॥ ১ ॥

যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি।
মঘবঞ্ছগ্ধি তব তন্ন[1] উতয়ে বিদ্বিষো বিমৃধো জহি ॥
স্বস্তিদা বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ স্বস্তিদা[2] অভয়ঙ্করঃ ॥

ইত্যৈন্দ্রী বিদ্যা সপ্তষষ্ট্যর্ণা সঙ্কটে ভয়নাশিনী ॥ হৃদয়ে ॥ ২ ॥

ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্যোম্ ॥ ইত্যষ্টার্ণা সৌরী তেজোদা ॥ ফালে ॥ ৩ ॥

ওঁ ॥ ইতি প্রণবঃ কেবলো ব্রহ্মবিদ্যা মুক্তিপ্রদা ॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে ॥ ৪ ॥

ওঁ পরোরজসে সাবদোম্ ॥ ইতি নবার্ণা তুরীয়গায়ত্রী যৈক্যবিমর্শিনা ॥ দ্বাদশান্তে ॥ ৫ ॥

রশ্মিপঞ্চকমেতৎ মূলাধারহৃৎফালবিধিবিলদ্বাদশান্তস্থানবীজতয়া ভাবনীয়ম্। দ্বাদশান্তস্থানং তু ললাটস্যোত্তরভাগঃ ॥

ওঁ সূর্যাক্ষিতেজসে নমঃ। খেচরায় নমঃ। অসতো মাং সদ্গময়। তমসো মাং জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মামৃতং গময়[3]। উষ্ণো ভগবান্ শুচিরূপঃ। হংসো ভগবান্ শুচিরপ্রতিরূপঃ ॥

বিশ্বরূপং ঘৃণিনং[4] জাতবেদসং হিরণ্ময়ং[5] জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ ॥
ওঁ নমো ভগবতে সূর্যায়। অহোবাহিনি বাহিন্যহোবাহিনি বাহিনি স্বাহা ॥

বয়সুপর্ণা উপসেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ[6]।

১। উতিভিঃ ইতি পাঠঃ তিলক-মহারাষ্ট্র-বিদ্যাপীঠ-শাখাভূত-বৈদিক-সংশোধন-মণ্ডলেন প্রকাশিতায়াং ঋগ্বেদসংহিতায়াম্।

২। সোমপা ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

৩। বৃহদারণ্যকোপনিষদি (১।৩।২৮) অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময় ইতি লভ্যতে।

৪। হরিণং ইতি পাঠান্তরং প্রশ্নোপনিষদি (১।৮)

৫। পরায়ণং ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব।

৬। নাধমানাঃ ইতি পাঠান্তরং তিলক-মহারাষ্ট্র-বিদ্যাপীঠ-শাখাভূত-বৈদিক-সংশোধন-মণ্ডলেন প্রকাশিতায়াং ঋগ্বেদসংহিতায়াম্।

অপধ্বান্তমৃণ্বি পূর্ধিচক্ষুর্মুম্ধ্যাস্মাস্নিধয়েব বন্ধান্ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ। পুষ্করেক্ষণায় নমঃ। অমলেক্ষণায় নমঃ। কমলেক্ষণায় নমঃ। বিশ্বরূপায় নমঃ। শ্রীমহাবিষ্ণবে নমঃ। ইতি ষোড়শমন্ত্র-সমষ্টিরূপিণী চক্ষুষ্মতীবিদ্যা দূরদৃষ্টিসিদ্ধিপ্রদা মূলাধারে ॥ ৬ ॥

ওঁ গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসো মমাভিলষিতাং কন্যাং প্রযচ্ছ স্বাহা ॥ ইত্যুত্তম-কন্যাবিবাহদায়িনী ॥ হৃদয়ে ॥ ৭ ॥

ওঁ নমো রুদ্রায় পথিষদে স্বস্তি মাং সম্পারয় ॥ ইতি মার্গসঙ্কট-হারিণী ॥ ফালে ॥ ৮ ॥

ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা। ইতি জলাপচ্ছমনী ॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে ॥ ৯ ॥

অচ্যুতায় নমঃ। অনন্তায় নমঃ। গোবিন্দায় নমঃ ॥ ইতি মহাব্যাধি-শমনী নামত্রয়ীবিদ্যা ॥ দ্বাদশান্তে ॥ ১০ ॥

এতদ্রশ্মিপঞ্চকং মূলাধারাদিপরিকরতয়া জ্ঞেয়ম্ ॥

ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং গণপতয়ে বর বরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা। ইতি মহাগণপতিবিদ্যা প্রত্যূহশমনী ॥ মূলাধারে ॥ ১১ ॥

ওঁ নম শিবায়ৈ। ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ইতি দ্বাদশার্ণা শিবতত্ত্ববিমর্শিণী ॥ হৃদয়ে ॥ ১২ ॥

ওঁ জুং সঃ মাং পালয় পালয় ॥ ইতি দশার্ণা মৃত্যোরপি মৃত্যুরেব বিদ্যা ॥ ফালে ॥ ১৩ ॥

ওঁ নমো ব্রহ্মণে ধারণং মে অস্ত্বনিরাকরণং ধারয়িতা ভূয়াসং কর্ণয়োঃ শ্রুতং মা চ্যোঢ়্‌বং মমামুষ্য ওঁ ॥ ইতি শ্রুতিধারিণী বিদ্যা ॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে ॥ ১৪ ॥

অং...ক্ষং (৫১) ॥ ইতি সবিন্দুরকারাদিক্ষকারান্তবর্ণাত্মিকা মাতৃকা সর্বজ্ঞতাকরী দ্বাদশান্তে ॥ ১৫ ॥

পঞ্চেমা রশ্ময়ো মূলাদিদ্বক্ষাত্মকতয়া দ্রষ্টব্যাঃ। হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। ইতি লোপামুদ্রাবিদ্যা স্বস্বরূপবিমর্শিনী। মূলাধারে ॥ ১৬ ॥

ক্লীঁ ঐঁ হ্সৌঃ স্হৌ ঐঁ ক্লীঁ। ইতি ষট্‌কূটা সম্পৎকরী বিদ্যা। হৃদয়ে ॥ ১৭ ॥

সং সৃষ্টিনিত্যে স্বাহা হং স্থিতিপূর্ণে নমঃ রং মহাসংহারিণী কৃশে চণ্ডকালি ফট্ রং হ্ স্ খ্ ফ্রেঁ মহানাখ্যে অনন্তভাস্করি মহাচণ্ডকালি ফট্ রং মহা-সংহারিণি কৃশে চণ্ডকালি ফট্ হং স্থিতিপূর্ণে নমঃ সঃ সৃষ্টিনিত্যে স্বাহা হ্ স্ খ্

ফ্রেঁ মহাচণ্ডযোগেশ্বরি। ইতি বিদ্যাপঞ্চকরূপিণী কালসঙ্কর্ষিণী পরমায়ুঃপ্রদা[1]। ফালে ॥ ১৮ ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্স্খ্ফ্রেঁ হ্সৌঃ অহমহং অহমহং হ্সৌঃ হ্স্খ্ফ্রেঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ। ইতি তত্ত্বজ্ঞানদা শাম্ভবী বিদ্যা। ব্রহ্মরন্ধ্রে ॥ ১৯ ॥

সৌঃ। ইয়ং পরাবিদ্যা। দ্বাদশান্তে ॥ ২০ ॥

এতাঃ পঞ্চ রশ্ময়ো মূলাদ্যধিষ্ঠানতয়া কলনীয়াঃ।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। ইতি নবাক্ষরী শ্রীদেব্যঙ্গভূতা বালা ॥ ২১ ॥

হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ নমো ভগবতি অন্নপূর্ণে মমাভিলষিতং অন্নং দেহি স্বাহা। ইতি শ্রীদেব্যা উপাঙ্গভূতা অন্নপূর্ণা ॥ ২২ ॥

ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ এহি পরমেশ্বরি স্বাহা। ইয়ং শ্রীদেবীপ্রত্যঙ্গভূতা অশ্বারূঢ়া ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিদ্যাগুরুপাদুকামন্ত্রস্ত আহ্নিকপ্রকরণে এবোক্ত ইহ পঠিতব্যঃ। তদ্যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্স্খ্ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র য়ীঁ হ্সৌঃ স্হৌঃ অমুকানন্দনাথশ্রীগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ২৪ ॥

অথ মূলবিদ্যা। সা চ গুরুমুখাদবগতা কাদিনাম্নী—ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ ॥ ২৫ ॥

বালা অন্নপূর্ণা অশ্বারূঢ়া শ্রীপাদুকা চেত্যেতাভিশ্চতসৃভিঃ যুক্তা মূলবিদ্যা সাম্রাজ্ঞী মূলাধারে বিলোচনীয়া ॥

ঐঁ নমঃ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি মাতঙ্গি সর্ববশঙ্করি স্বাহা। ইতি শ্যামাঙ্গভূতা লঘুশ্যামা ॥ ২৬ ॥

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ বদবদ বাগ্বাদিনি স্বাহা। ইয়ং শ্যামোপাঙ্গভূতা বাগ্বাদিনী ॥ ২৭ ॥

ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তৈঃ পরিবৃতা পবিঃ।

সর্বস্যৈ বাচ ঈশানা চারু মামিহ বাদয়েৎ ॥ ২৮ ॥

ইয়ং শ্যামাপ্রত্যঙ্গভূতা নকুলীবিদ্যা ॥

শ্রীবিদ্যাগুরুপাদুকৈব প্রথমবীজত্রয়স্থানে বালাসহিতা শ্যামাগুরুপাদুকা ভবতি। যথা—

১। পরমার্থপ্রদা ইতি-পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। চতুর্দশার্ণা তু ইতি পাঠান্তরং তত্রৈব

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হ্সখ্ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র য়ীঁ হ্সৌঃ স্হৌঃ অমুকানন্দনাথশ্রীগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ২৯ ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ওঁ নমো ভগবতি শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি সর্বজনমনোহারি সর্বমুখরঞ্জিনি ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বরাজবশঙ্করি সর্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি সর্বদুষ্টমৃগবশঙ্করি সর্বসত্ত্ববশঙ্করি সর্বলোকবশঙ্করি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ ॥ ৩০ ॥

ইত্যষ্টনবতিবর্ণা রাজশ্যামলা পূর্বোক্তাভিঃ অঙ্গোপাঙ্গপ্রত্যঙ্গপাদুকেত্যেতাভিশ্চতসৃভিঃ বিদ্যাভিঃ সহিতা স্বচক্রে যষ্টব্যা।

গ্লূং বারাহি গ্লূং উন্মত্তভৈরবিপাদুকাভ্যাং নমঃ। ইয়ং বার্তাল্যঙ্গভূতা লঘুবার্তালী ॥ ৩১ ॥

ওঁ হ্রীঁ নমো বারাহি ঘোরে স্বপ্নং ঠঃ ঠঃ স্বাহা। ইয়ং স্বপ্নে শুভাশুভবক্ত্রী বার্তাল্যা উপাঙ্গভূতা স্বপ্নবারাহী ॥ ৩২ ॥

ঐঁ নমো ভগবতি মহামায়ে পশুজনমনশ্চক্ষুস্তিরস্করণং কুরু কুরু হুং ফট্ স্বাহা। ইয়ং বার্তালীপ্রত্যঙ্গভূতা তিরস্করিণী ॥ ৩৩ ॥

ঐঁ গ্লৌঁ হ্সখ্ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র য়ীঁ হ্সৌঁ স্হৌঃ অমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এষা বার্তালী গুরুপাদুকা ॥ ৩৪ ॥

ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি বারাহি বারাহি বরাহমুখি বরাহমুখি অন্ধে অন্ধিনি নমঃ। রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ। জম্ভে জম্ভিনি নমঃ। মোহে মোহিনি নমঃ। স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ। সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং সর্বেষাং সর্ববাক্চিত্তচক্ষুর্মুখগতিজিহ্বাস্তম্ভনং কুরু কুরু শীঘ্রং বশ্যং ঐঁ গ্লৌঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুং অস্ত্রায় ফট্। ইতি দ্বাদশোত্তরশতাক্ষরো মহাবারাহীমন্ত্রঃ ॥ ৩৫ ॥

পূর্বোক্তাভিশ্চতসৃভিঃ যুক্তা ইয়ং মহাবারাহী আজ্ঞাচক্রে পরিপূজ্যা ॥

প্রথমদ্বিতীয়কূটয়োঃ হৃল্লেখাবর্জং পঞ্চদশ্যেব ত্রয়োদশাক্ষরী শ্রীপূর্তিবিদ্যা ব্রহ্মরন্ধ্রে যষ্টব্যা। তদ্যথা—

ক এ ঈ ল হ স ক হ ল স ক ল হ্রীঁ—ইয়ং কাদিপূর্তিবিদ্যা। হ স ক ল হ স ক হ ল স ক ল হ্রীঁ—ইয়ং হাদিপূর্তিবিদ্যা ॥ ৩৬ ॥

প্রথমত্রিকস্থানে ত্রিতারীকুমারীবাক্ গ্লৌঁ ইত্যষ্টবীজপূর্বা শ্রীগুরুপাদুকৈব মহাপাদুকা সর্বমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী স্বৈক্যবিমর্শিনী মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী দ্বাদশান্তে বরিবস্যা।

যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গ্লৌঁ হ্স্খ্ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র যীঁ হ্সৌঁ স্হৌঃ অমৃতানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি রশ্মিমালা সম্পূর্ণা ॥

আহত্য রশ্মিমালামন্ত্রাঃ সপ্তত্রিংশৎ। এতে ব্রাহ্মে মুহূর্তে সকৃদাবর্তনীয়া ইত্যুক্তমেব প্রাক্। শ্রীক্রমোক্তাঃ সর্ব এতে অগ্রে চ মন্ত্রাঃ সাধকেষু পরমপ্রেম্ণা প্রকটীকৃত্য লিখিতাঃ শ্রীগুরুমুখাদনবগম্যৈব পঠিতাঃ মহতে শ্রেয়সে নাল্যথেতি শ্রীশিবশাসনম্ ॥

পুস্তকে লিখিতান্ মন্ত্রানবলোক্য জপেত্তু যঃ।
স জীবন্নেব চণ্ডালো মৃতঃ শ্বানো ভবিষ্যতি ॥

ইতি সাঙ্খ্যায়নতন্ত্রবচনেন গুরুমুখাগমং বিনা জপস্য নিষেধাৎ ॥

রশ্মিমালামন্ত্র

(বৈদিক মন্ত্রগুলি যথাবিহিত স্বরসহযোগে পাঠ করতে হবে।)

ওঁ ভূর্ভুবঃ[1] ইত্যাদি ত্রিংশদ্বর্ণা গায়ত্রী মূলাধারে। ১।

যত ইন্দ্র ভয়ামহে[2] ইত্যাদি সপ্তষষ্টিবর্ণা ঐন্দ্রীবিদ্যা সঙ্কটে ভয়নাশিনী। এটি হৃদয়ে। ২।

ওঁ ঘৃণি ইত্যাদি অষ্টবর্ণা সৌরীবিদ্যা তেজোদাত্রী। এটি ভালে। ৩।

কেবল ওঁ এই প্রণবই মুক্তিপ্রদায়িনী ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মরন্ধ্রে। ৪।

ওঁ পরোরজসে ইত্যাদি নববর্ণা আত্মরূপজ্ঞানপ্রদানকারিণী তুরীয়গায়ত্রী। দ্বাদশান্তে। ৫।

১। মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে। অনুবাদে সেই জন্য কোনো মন্ত্রই দেওয়া হল না।

২। যত ইন্দ্র ভয়ামহে ইত্যাদি মন্ত্রে দুটি ঋক্ মন্ত্র রয়েছে। প্রথমটি যত ইন্দ্র থেকে বিদ্বষো জহি (ঋ বে ৮৷৬১৷১৩) পর্যন্ত। এর অর্থ—হে ইন্দ্র, যে হিংসক থেকে আমাদের ভয় তা থেকে আমাদের নির্ভয় কর। হে মঘবা, তুমি আমাদের নির্ভয় করতে সমর্থ। আমাদের রক্ষার জন্য আমাদের দ্বেষকারীদের জয় কর, আমাদের হিংসাকারীদের জয় কর।

দ্বিতীয়টি স্বস্তিদা থেকে অভয়ঙ্কর (ঋ বে ১০৷১৫২৷২) পর্যন্ত। এর অর্থ—হে স্বস্তিদাতা, সর্বপ্রজাপালক, শত্রুবিনাশকারী, সংগ্রামকারী, বলকারী, কাম্যবস্তুবর্ষণকারী, অবিনাশদাতা, ভয়হরণকারী হয়ে আমাদের আগে আগে যাও।

এই রশ্মিপঞ্চক যথাক্রমে মূলাধার হৃদয় ভাল ব্রহ্মরন্ধ্র এবং দ্বাদশান্ত এই স্থানগুলিতে বীজরূপে ভাবনা করতে হবে। ললাটের উত্তরভাগকে দ্বাদশান্ত-স্থান বলা হয়।

ওঁ সূর্যাগ্নিতেজসে[১] থেকে আরম্ভ করে শ্রীমহাবিষ্ণবে নমঃ পর্যন্ত যে-ষোলটি মন্ত্র সেই ষোড়শমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী চক্ষুষ্মতীবিদ্যা দূরদৃষ্টিরূপসিদ্ধি প্রদান-কারিণী। মূলাধারে এটির ভাবনা করতে হবে। ৬।

ওঁ গন্ধর্বরাজ ইত্যাদি বিদ্যা উত্তমকন্যাবিবাহদায়িনী। হৃদয়ে এটির ভাবনা করতে হবে। ৭।

ওঁ নমো রুদ্রায় ইত্যাদি বিদ্যা পথের সঙ্কটহারিণী। কপালফলকে এটির ভাবনা করতে হবে। ৮।

ওঁ তারে ইত্যাদি বিদ্যা জলের আপদ্‌প্রশমনকারিণী। ব্রহ্মরন্ধ্রে এটি ভাবনীয়া। ৯।

অচ্যুতায় নমঃ ইত্যাদি নামত্রয়ীবিদ্যা মহাব্যাধিপ্রশমনকারিণী। দ্বাদশান্তে এটি ভাবনীয়া। ১০।

এই রশ্মিপঞ্চককে মূলাধারাদি স্থানে পরিকররূপে অবগত হতে হবে।

ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ গ্লৌঁ গং গণপতয়ে ইত্যাদি মহাগণপতিবিদ্যা বিঘ্নপ্রশমন-কারিণী। মূলাধারে ভাবনীয়া। ১১।

ওঁ নমঃ শিবায়ৈ ইত্যাদি দ্বাদশবর্ণা বিদ্যা শিবতত্ত্ববিমর্শিনী। হৃদয়ে ভাবনীয়া। ১২।

ওঁ জুং সঃ মাং পালয় পালয়। এই দশবর্ণা বিদ্যা মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপিণী। কপালফলকে এটির ভাবনা করতে হবে। ১৩।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে ইত্যাদি বিদ্যা শ্রুতিধারিণী। ব্রহ্মরন্ধ্রে ভাবনীয়া। ১৪।

১। ওঁ সূর্যাগ্নিতেজসে ইত্যাদি ৬ সংখ্যক রশ্মিমালামন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বরূপং ঘৃণিনং ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ—বিশ্বরূপ, রশ্মিমান্, জাতপ্রজ্ঞ, হিরণ্ময়, সর্বপ্রাণীর চক্ষুস্বরূপ, অদ্বিতীয়, তাপদানকারী সূর্যকে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ জানেন)। শতধা বর্তমান, প্রাণীদের প্রাণস্বরূপ সহস্ররশ্মি সূর্য উদিত হচ্ছেন।

উক্ত ৬ সংখ্যক মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অপ্যমন্ত্র বয়ঃসুপর্ণা ইত্যাদি (ঋ বে ১০।৭৩।১১) মন্ত্রের অর্থ—গমনকারী আদিত্যরশ্মিসমূহ ইন্দ্রের সমীপগত হন যেমন করে প্রিয়যজ্ঞকারী ঋষিরা যাচনাকারী হয়ে প্রজার সমীপগত হন তেমনি করে। রশ্মিসমূহের যাচনা—হে ইন্দ্র, অন্ধকার দূর কর; আমাদের তেজে পূর্ণ কর। যেমন ক'রে পাশবদ্ধদের মুক্ত করা হয় তেমনি করে আমাদের মুক্ত কর।

অং...ক্ষং (৫১)। এই অনুস্বারযুক্ত অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণাত্মিকা মাতৃকা সর্বজ্ঞতাকরী। দ্বাদশান্তে এটির ভাবনা করতে হবে। ১৫।

এই পঞ্চরশ্মিকে মূলাধারাদি স্থানে রক্ষায়কতার দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

হ স ক ল হ্রীঁ ইত্যাদি লোপামুদ্রাবিদ্যা[1] স্বস্বরূপবিমর্শিনী। মূলাধারে ভাবনীয়া। ১৬।

ক্লীঁ হৈঁ হ্‌সৌঃ স্‌হৌঃ হৈঁ ক্লীঁ। এই ষট্‌কূটা বিদ্যা সম্পদ্‌কারিণী। হৃদয়ে এটির ভাবনা করতে হবে। ১৭।

সং সৃষ্টিনিত্যে স্বাহা ইত্যাদি বিদ্যাপঞ্চকরূপিণী কালসঙ্কর্ষিণী বিদ্যা পরমায়ুঃপ্রদা। কপালফলকে ভাবনীয়া। ১৮।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেঁ ইত্যাদি শাম্ভবী বিদ্যা শুদ্ধজ্ঞানপ্রদা। ব্রহ্মরন্ধ্রে এটির ভাবনা করতে হবে। ১৯।

সৌঃ। এটি পরাবিদ্যা। দ্বাদশান্তে ভাবনীয়া। ২০।

এই পঞ্চ রশ্মিকে মূলাধারাদি স্থানে অধিষ্ঠানতার ভাবে অবগত হতে হবে।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ—এই নবাক্ষরী বিদ্যা ললিতার অঙ্গভূতা বালা। ২১।

হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ওঁ নমো ভগবতি অন্নপূর্ণে ইত্যাদি বিদ্যা ললিতার উপাঙ্গভূতা অন্নপূর্ণা। ২২।

ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ ইত্যাদি বিদ্যা ললিতার প্রত্যঙ্গভূতা অশ্বারূঢ়া ২৩।

শ্রীবিদ্যার গুরুপাদুকামন্ত্র আহ্নিক-প্রকরণে বলা হয়েছে। এখানে তাই পাঠ করতে হবে। যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র হ্রীঁ হ্‌সৌঁ স্‌হৌঃ অমুকানন্দনাথশ্রীগুরুশ্রীপাদুকাং[2] পূজয়ামি নমঃ। ২৪।

এর পর মূলবিদ্যা। গুরুমুখে অবগত কাদিনামক এই বিদ্যা—ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। ২৫।

১। পঞ্চদশাক্ষরী এক প্রখ্যাত শ্রীবিদ্যা লোপামুদ্রা। "লোপামুদ্রা দ্বিবিধা—প্রথমা লোপামুদ্রা ও দ্বিতীয়া লোপামুদ্রা। প্রথমা লোপামুদ্রা এই—হ স ক ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ। ইনি অগস্ত্যপূজিতা। দ্বিতীয়া লোপামুদ্রা এই—ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স হ স ক ল হ্রীঁ। ইনিও অগস্ত্যপূজিতা।"

—দ্রঃ বৃহৎ তন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ২৪২, ২৪৩

লক্ষণীয় দ্বিতীয় লোপামুদ্রার অক্ষরসংখ্যা ষোড়শ।

২। আহ্নিকপ্রকরণে বিবৃত পাঠ—অমুকাম্বাসহিতশ্রীঅমুকানন্দনাথগুরুশ্রীপাদুকাং।

বালা, অন্নপূর্ণা, অশ্বারূঢ়া, শ্রীপাদুকা—এই চতুর্বিদ্যাযুক্ত মূলবিদ্যা সাম্রাজ্ঞী। মূলাধারে ইনি দর্শনীয়া।

ঐঁ নমঃ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি ইত্যাদি বিদ্যা শ্যামাঙ্গভূতা লঘুশ্যামা। ২৬।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ বদবদ ইত্যাদি বিদ্যা শ্যামার উপাঙ্গভূতা বাগ্‌বাদিনী। ২৭।

ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী ইত্যাদি বিদ্যা শ্যামাপ্রত্যঙ্গভূতা নকুলীবিদ্যা। ২৮।

শ্রীবিদ্যার গুরুপাদুকামন্ত্রের প্রথম বীজত্রয়স্থলে তার পরিবর্তে বালাবীজ যোগ করলেই শ্যামাগুরুপাদুকামন্ত্র হবে। যথা—ঐঁ ক্লীঁ সৌঁ হ্‌ স্‌ খ্‌ ফ্রেঁ ইত্যাদি। ২৯।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ওঁ নমো ভগবতি শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি ইত্যাদি। ৩০।

এই অষ্টনবতিবর্ণা রাজশ্যামলা বিদ্যা পূর্বোক্ত অঙ্গ-উপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পাদুকা-বিদ্যা সহযোগে হৃচ্চক্রে আরাধনীয়া।

গ্লৌঁ বারাহি গ্লৌঁ উন্মত্তভৈরবিপাদুকাভ্যাং নমঃ। এটি বার্তালীর অঙ্গভূতা লঘুবার্তালী। ৩১।

ওঁ হ্রীঁ নমো বারাহি ইত্যাদি বিদ্যা বার্তালীর উপাঙ্গভূতা স্বপ্নদৃষ্ট শুভাশুভের বক্ত্রী স্বপ্নবারাহী। ৩২।

ঐঁ নমো ভগবতি মহামায়ে ইত্যাদি বিদ্যা বার্তালীর প্রত্যঙ্গভূতা তিরস্করিণী। ৩৩।

ঐঁ গ্লৌঁ হ্‌ স্‌ খ্‌ ফ্রেঁ ইত্যাদি বিদ্যা বার্তালীগুরুপাদুকা। ৩৪।

ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি ইত্যাদি এক শ বার অক্ষরের মহাবারাহীমন্ত্র। ৩৫।

পূর্বোক্ত অঙ্গ-উপাঙ্গাদি চতুর্বিদ্যা সহযোগে এই মহাবারাহী বিদ্যা আজ্ঞাচক্রে পূজ্যা।

মূলবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় কূটের হ্রীঁ বাদ দিলে যে ত্রয়োদশাক্ষরী বিদ্যা হবে তার নাম শ্রীপূর্তিবিদ্যা। এটি ব্রহ্মরন্ধ্রে পূজ্যা। যথা—

ক এ ঈ ল হ স ক হ ল স ক ল হ্রীঁ—এটি কাদিপূর্তিবিদ্যা।

হ স ক ল হ স ক হ ল স ক ল হ্রীঁ—এটি হাদিপূর্তিবিদ্যা।

গুরুপাদুকার প্রথম বীজত্রয়স্থানে ত্রিতারী কুমারী বাদ্ গ্লৌঁ এই অষ্টবীজ যোগ করলে গুরুপাদুকাবিদ্যাই হবে মহাপাদুকা বিদ্যা। সর্বমন্ত্রসমষ্টিরূপিণী ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদ্যোতনরূপিণী মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী এই বিদ্যা দ্বাদশান্তে পূজনীয়া। বিদ্যা, যথা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গ্লৌঁ হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেঁ ইত্যাদি। ২৭।

রশ্মিমালা সম্পূর্ণ হল।

রশ্মিমালামন্ত্রগুলি যোগ করলে ৩৭টি মন্ত্র পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে এই মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মমুহূর্তে একবার পাঠ করতে হবে। শ্রীক্রমোক্ত সব মন্ত্র এবং এখানে বিবৃত অন্য সব মন্ত্র সাধকের প্রতি অতিশয় প্রীতিবশেই ব্যক্ত করে লেখা হল। তবে মহা কল্যাণ লাভের জন্য মন্ত্রগুলি গুরুমুখ থেকে অবগত হয়েই পাঠ করতে হবে, অন্যভাবে নয়, এই শিবাজ্ঞা।

শাঙ্খ্যায়নতন্ত্রে বলা হয়েছে—পুস্তকে লিখিত মন্ত্র দেখে যে তা জপ করে সে জীবিতাবস্থায় চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় আর মৃত্যুর পর হয় কুকুর।

এই বচন অনুসারে গুরুমুখে প্রাপ্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রজপ নিষিদ্ধ।

রশ্মিমালামন্ত্রাণাং ঋষ্যাদয়ঃ

অথ রশ্মিমালায়াঃ ঋষ্যাদয়ো লিখ্যন্তে—

তত্র প্রথমং গায়ত্র্যাঃ ঋষ্যাদয়স্তু আগতপূর্বা এব। ১।

অভয়ঙ্করমন্ত্রস্য গৃৎসমদ ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। অভয়ঙ্করো দেবতা। তৎপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

আরূঢ়ো বারণেন্দ্রং দশশতনয়নঃ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গঃ
বর্মী বীরঃ প্রতাপী প্রতিভটদহনপ্রজ্বলচ্চক্রপাণিঃ।
দোর্ভির্দিব্যায়ুধাঢ্যৈর্মণিগণখচিতৈর্দেবমগ্রাসনাথো
দত্তাঽভীষ্টানি শশ্বৎ পরিহৃতদুরিতঃ পাতু বিশ্বং মহেন্দ্রঃ। ২।

সৌরমন্ত্রস্য দেবভার্গব ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। সূর্যো দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

ধৃতপদ্মদ্বয়ং ভানুং তেজোমণ্ডলমধ্যগম্।
সর্বাধিব্যাধিশমনং ছায়াশ্লিষ্টতনুং ভজে। ৩।

প্রণবস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। পরমাত্মা দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

ওঁকারবাচ্যমুচ্চণ্ডমার্তণ্ডসদৃশপ্রভম্।
বাসুদেবাভিধং ব্রহ্ম বিশ্বগর্ভমুপাস্মহে। ৪।

তুরীয়গায়ত্রীমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। সবিতা দেবতা। তৎপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

দেবীং তুরীয়গায়ত্রীং তুর্যাতীতপদাশ্রয়াম্।
পরোরজঃপ্রকাশাত্মচিতিরূপামহং ভজে। ৫।

চক্ষুষ্মতীমন্ত্রস্য ভার্গব ঋষিঃ। নানা ছন্দাংসি। চক্ষুষ্মতী দেবতা। তৎপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

চক্ষুস্তেজোময়ং পুষ্পকন্দুকং[1] বিভ্রতীং করৈঃ।
রৌপ্যসিংহাসনারূঢ়াং দেবীং চক্ষুষ্মতীং ভজে ॥ ৬ ॥

বিশ্বাবসুমন্ত্রস্য সম্মোহন ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। বিশ্বাবসুর্দেবতা। তৎপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

রক্তাঙ্গরাগারুণভূষণাঢ্যং বরাম্বরং বীটিকয়োল্লসন্তম্।
গন্ধর্বকন্যাজনগীয়মানং বিশ্বাবসুং সদ্‌বৃহতীং নমামি ॥ ৭ ॥

পথিবি[2]দ্রুদ্রমন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ। পথিবিদ্‌রুদ্রো দেবতা। তৎপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

আত্তসজ্যধনুর্বাণকরং বৃষভসংস্থিতম্।
অন্নপূর্ণাসমাশ্লিষ্টং পথিবিদ্‌রুদ্রমাশ্রয়ে ॥ ৮ ॥

তারামন্ত্রস্য মৎস্য ঋষিঃ। বিরাট্‌ ছন্দঃ। তারাম্বা দেবতা। তৎপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

নৌকাসিংহাসনারূঢ়াং শাক্যদর্শনদেবতাম্।
জলাপচ্ছমনীং বন্দে তারাং বারিদমেচকাম্ ॥ ৯ ॥

নামত্রয়মন্ত্রস্য কাশ্যপাত্রিভরদ্বাজা ঋষয়ঃ। অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ। শ্রীমহাবিষ্ণুর্দেবতা। তৎপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

সমস্তদুস্তরব্যাধিসঙ্ঘধ্বংসপটীয়সে।
অচ্যুতানন্তগোবিন্দনাম্নে ধাম্নে নমো নমঃ ॥ ১০ ॥

মহাগণপতিমন্ত্রস্য গণক ঋষিঃ। নিচৃদ্‌[3]গায়ত্রী ছন্দঃ। শ্রীমহাগণপতির্দেবতা। তৎপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ ধ্যানম্—

বীজাপূরগদেক্ষুকার্মুকরুজা চক্রাব্‌জপাশোৎপল-
ব্রীহ্যগ্রস্ববিষাণরত্নকলশপ্রোদ্যৎকরাম্ভোরুহঃ।
ধ্যেয়ো বল্লভয়া সপদ্মকরয়া শ্লিষ্টোজ্জ্বলদ্ভূষয়া
বিশ্বোৎপত্তিবিপত্তিসংস্থিতিকরো বিঘ্নেশ্বরোঽভীষ্টদঃ ॥ ১১ ॥

শিবশক্ত্যাত্মকপঞ্চাক্ষরমন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ। উমামহেশ্বরো দেবতা। তৎপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

বামাংসন্যস্তবামেতরকরকমলায়াস্তথা বামহস্ত-
ন্যস্তারক্তোৎপলায়াঃ স্তনভরবিলসদ্‌বামহস্তঃ প্রিয়ায়াঃ।

১। কন্দুকং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। দ্ব ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
৩। নিচ্‌দ্‌ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

সর্পাকল্পাভিরামঃ শ্রিতপরশুমৃগেষ্টঃ করৈঃ কাঞ্চনাভঃ

ধ্যেয়ঃ পদ্মাসনস্থঃ স্মরললিতবপুঃ সম্পদে পার্বতীশঃ ॥ ১২ ॥

অমৃতমৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রস্য কহোলক ঋষিঃ। বিরাট্ ছন্দঃ অমৃতমৃত্যুঞ্জয়সদাশিবো দেবতা। তৎপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

স্ফুটিতনলিনসংস্থং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখা-

স্রবদমৃতরসার্দ্রং চন্দ্রবহ্ন্যর্কনেত্রম্।

স্বকরকলিতমুদ্রাপাশবেদাক্ষমালং

স্ফটিকরজতমুক্তাগৌরমীশং নমামি ॥ ১৩ ॥

শ্রুতধারিণীমন্ত্রস্য ভার্গব ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। ব্রহ্মা দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

চতুরাননমম্ভোজনিষণ্ণং ভারতীসখম্।

অক্ষমালাবরাভীতিকমণ্ডলুধরং ভজে ॥ ১৪ ॥

মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। মাতৃকাসরস্বতী দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

পঞ্চাশতা মাতৃকয়া হারভাখিলদেহয়া।

সমস্তবিদ্যারূপিণ্যা ধন্যোঽহং মাতৃকাময়া ॥ ১৫

শ্রীহাদিলোপামুদ্রামন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্তিঃ ঋষিঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ। শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী দেবতা। হ ৫ বীজং, হ ৬ শক্তিঃ, স ৪ কীলকম্। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। বালয়া ষড়ঙ্গম্। ধ্যানম্—

শ্রীদেবীভূষিতোৎসঙ্গং সান্দ্রসিন্দূররোচিষম্।

হকারাদিমনোর্বাচ্যং বন্দে কামেশ্বরং হরম্ ॥ ১৬ ॥

সম্পৎকরীমন্ত্রস্য কণ্ঠ[১] ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। সম্পৎসরস্বতী দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

অনেককোটিমাতঙ্গতুরঙ্গরথপত্তিভিঃ।

সেবিতামরুণাকারাং বন্দে সম্পৎসরস্বতীম্ ॥ ১৭ ॥

চণ্ডযোগেশ্বরীমন্ত্রস্য ঈশ্বর ঋষিঃ। নানা ছন্দাংসি। চণ্ডযোগেশ্বরী দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

সৃষ্টিস্থিতিভ্যাং সংহৃত্যা নাখ্যয়া ভাসয়া শ্রিতাম্।

কুলকন্থা (কুলকন্থাং?) কপালাঢ্যাং চণ্ডযোগেশ্বরীং ভজে ॥ ১৮ ॥

পরশম্ভুনাথমন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ। পরশম্ভুনাথো দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

১। কণ্ব ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

পূর্ণাহন্তাস্বরূপায় তস্মৈ পরমশম্ভবে।
আনন্দতাণ্ডবোদ্দণ্ডপণ্ডিতায় নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥

পরামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। পরাসরস্বতী দেবতা। তৎপ্রসাদ-সিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

অকলঙ্কশশাঙ্কাভা ত্র্যক্ষা চন্দ্রকলাবতী।
মুদ্রাপুস্তলসদ্বাহা পাতু মাং পরমা কলা ॥ ২০ ॥

বালামন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্তিঃ ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। বালা ত্রিপুরসুন্দরী দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

অরুণকিরণজালৈ রঞ্জিতাশাবকাশা
বিধৃতজপবটীকা পুস্তকাভীতিহস্তা।
ইতরকরবরাঢ্যা ফুল্লকহ্লারসংস্থা
নিবসতু হৃদি বালা নিত্যকল্যাণশীলা ॥ ২১

অন্নপূর্ণেশ্বরীমন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। অন্নপূর্ণেশ্বরী দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

আদায় দক্ষিণকরেণ সুবর্ণদর্বীং
দুগ্ধান্নপূর্ণমিতরেণ চ রত্নপাত্রম্।
অন্নপ্রদাননিরতাং নবহেমবর্ণাং
অম্বাং ভজে কনকভূষণমাল্যশোভাম্ ॥ ২২ ॥

অশ্বারূঢ়ামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। অশ্বারূঢ়া দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

বদ্ধা পাশেনাঙ্কুশেন কৃষ্যমাণাস্যসাধ্যকম্।
ঘ্নতীং বেত্রেণ ফালস্রক্পাণিমশ্বাসনাং ভজে ॥

ধ্যানান্তরম্—

অশ্বারূঢ়া করাগ্রে নবকনকময়ীং বেত্রযষ্টিং দধানা
দক্ষেঽন্যে ধারয়ন্তী স্ফুরতি ধনুর্লতাপাশহস্তা সুসাধ্যা।
দেবী নিত্যপ্রসন্না শশিশকলসৎকেশপাশা ত্রিনেত্রা
দদ্যাদাত্মানবদ্যাং শ্রিয়মখিলসুখপ্রাপ্তিজন্যাং শ্রিয়ৈ নঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীবিদ্যাগুরুপাদুকামন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্তিঃ ঋষিঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ। শ্রীবিদ্যা-গুরুপাদুকা দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

তেজোময়মহাবিদ্যাং শেখরাঙ্কিতমস্তকাম্।
রক্তাং চতুর্ভুজাং বন্দে শ্রীবিদ্যাগুরুপাদুকাম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীললিতায়া............... ॥ ২৫ ॥

লঘুশ্যামামন্ত্রস্য মতঙ্গ ঋষিঃ। বিরাট্ ছন্দঃ। শ্রীলঘুশ্যামাম্বা দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দুশোনাম্বরাম্
গৃহীতমধুপাত্রিকাং মদবিঘূর্ণনেত্রাঞ্চলাম্।
ঘনস্তনভরালসাং গলিতচূলিকাং শ্যামলাং
করস্ফুরিতবল্লকীবিমলশঙ্খতাটাঙ্কিনীম্ ॥
মাণিক্যবীণামুপলালয়ন্তীং মদালসাং মঞ্জুলবাগ্‌বিলাসাম্।
মাহেন্দ্রনীলদ্যুতিকোমলাঙ্গীং মাতঙ্গকন্যাং মনসা স্মরামি ॥

ইতি বা ॥ ২৬ ॥

বাগীশ্বরীমন্ত্রস্য কণ্ব ঋষিঃ। বিরাট্ ছন্দঃ। বাগীশ্বরী দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

অমলকমলসংস্থা লেখিনীপুস্তকোদ্যৎ-
করযুগলসরোজা কুন্দমন্দারগৌরা।
ধৃতশশধরখণ্ডোল্লাসিকোটীরপীঠা
ভবতু ভবভয়ানাং ভঙ্গিনী ভারতী নঃ ॥ ২৭ ॥

নকুলীবাগীশ্বরীমন্ত্রস্য কহোলক ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। নকুলীবাগীশ্বরী দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

নকুলী বজ্রদন্তালী সাধ্যজিহ্বাঽহিদংশিনী।
ভক্তবক্তৃত্বজননী ভাবনীয়া সরস্বতী ॥ ২৮ ॥

শ্যামাগুরুপাদুকামন্ত্রস্য মতঙ্গ ঋষিঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ। শ্যামাগুরুপাদুকা দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

বন্দে গুর্বঙ্‌ঘ্রিমকুটাং শ্যামলাং শুকপাণিনীম্।
সমস্তসিদ্ধিজননীং শ্যামলাগুরুপাদুকাম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীরাজশ্যামলামন্ত্রস্য স্পষ্টম্ ॥ ৩০ ॥

লঘুবারাহীমন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ। লঘুবারাহী দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

মহার্ণবে নিপতিতামুদ্ধরন্তীং বসুন্ধরাম্।
মহাদংষ্ট্রাং মহাকায়াং নমাম্যুন্মত্তভৈরবীম্ ॥ ৩১ ॥

স্বপ্নবারাহীমন্ত্রস্য অগ্নিঃ ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। স্বপ্নবারাহী দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

স্বপ্নে শুভাশুভং ভাবি শাসন্তীং ভক্তকার্যয়োঃ।
দুঃস্বপ্নহারিণীং বন্দে বারাহীং স্বপ্ননায়িকাম্ ॥ ৩২ ॥

তিরস্করিণীমন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। তিরস্করিণী দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

মুক্তকেশীং বিবসনাং সর্বাভরণভূষিতাম্।
স্বযোনিদর্শনান্মুহ্যৎপশুবর্গাং নমাম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥

বারাহীগুরুপাদুকামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ। গায়ত্রী ছন্দঃ। বারাহীগুরুপাদুকা দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

দেশিকাঙ্ঘ্রিলসন্মৌলিং খড়্গিনীং চ কপালিনীম্।
ভাবয়ামি ঘনচ্ছায়াং পঞ্চমীগুরুপাদুকাম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীমহাবারাহীমন্ত্রস্য স্পষ্টম্ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীপূর্তিবিদ্যামন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্তিঃ ঋষিঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ। শ্রীপূর্তিবিদ্যা দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ॥ ৩৬ ॥

মহাপাদুকামন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্তিঃ ঋষিঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ। শ্রীমহাপাদুকাম্বা দেবতা। তৎপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্—

সর্ববিদ্যাময়ীং সর্বশক্তিপীঠস্বরূপিণীম্।
কন্নাগ্রে হৃদয়ে মূলে দেশিকাঙ্‌ঘ্রিযুগত্রয়ম্ ॥
দধতীং দীপ্তভূষাঢ্যাং শ্রীমহাপাদুকাং নুমঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি রশ্মিমালায়া ঋষ্যাদয়ঃ।

ইতি জপপ্রকরণং ষষ্ঠং সমাপ্তম্।

রশ্মিমালামন্ত্রের ঋষি ইত্যাদি

এবার রশ্মিমালার ঋষি ইত্যাদি লিখিত হচ্ছে—

প্রথমে গায়ত্রীমন্ত্রের ঋষ্যাদি। তা পূর্ব থেকে যেমন চলে আসছে। ১।

অভয়ঙ্করমন্ত্রের ঋষি গৃৎসমদ। ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা অভয়ঙ্কর। তাঁর প্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগ। ধ্যান—গজেন্দ্রারূঢ়, সহস্রাক্ষ, শ্যামল, কোমলাঙ্গ, বর্মধারী, প্রতাপশালী, বীর, প্রত্যেক রাক্ষসদক্ষকারীবলয়চক্রহস্ত, মণিসমূহ-খচিত দিব্যায়ুধাঢ্য বাহুশোভী, দেবমন্ত্রীসনাথ, অভীষ্ট প্রদানকারী, সদা দুরিতনাশকারী মহেন্দ্র বিশ্ব রক্ষা করুন। ২।

সৌরমন্ত্রের ঋষি দেবভার্গব। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা সূর্য। তাঁর প্রসাদ-লাভের জন্য জপে বিনিয়োগ। ধ্যান—তেজোমণ্ডলমধ্যগ পদ্মদ্বয়ধারী ছায়া-শ্লিষ্টতনু সর্ব আধিব্যাধিপ্রশমনকারী ভানুকে ভজনা করি। ৩।

প্রণবের ঋষি ব্রহ্মা। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা পরমাত্মা। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ। ধ্যান—ওঁ-বাচ্য, অভ্রাভ্র সূর্যের প্রভার মতো প্রভাযুক্ত, বাসুদেবনামক বিশ্বগর্ভ ব্রহ্মকে উপাসনা করি। ৪।

তুরীয়গায়ত্রীমন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা সবিতা। তাঁর প্রীতির জন্য জপে বিনিয়োগ। ধ্যান—তুর্যাতীতপদস্থিতা রজোগুণে অসংসৃষ্ট প্রকাশাত্মিকা চিতিরূপা দেবী তুরীয়গায়ত্রীকে ভজনা করি। ৫।

চক্ষুষ্মতীমন্ত্রের ঋষি ভার্গব। ছন্দ নানাছন্দ। দেবতা চক্ষুষ্মতী। তাঁর প্রীতির জন্য জপে বিনিয়োগ। ধ্যান—তেজোময়চক্ষু, হস্তে পুষ্প-ও চিত্র-শোভিতা, রৌপ্যসিংহাসনারূঢ়া দেবী চক্ষুষ্মতীকে ভজন করি। ৬।

বিশ্বাবসুমন্ত্রের ঋষি ভার্গব। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা বিশ্বাবসু। তাঁর প্রীতির জন্য জপে বিনিয়োগ। ধ্যান—রক্তবর্ণ অঙ্গরাগের দ্বারা অরুণ ভূষণাঢ্য, বীণাধর, সজ্জিততাম্বূলে উল্লাসপরায়ণ, গন্ধর্বকন্যাদের দ্বারা গানে গানে প্রসংশিত, বৃহতীনামক বীণাসহ বিদ্যমান বিশ্বাবসুকে নমস্কার করি। ৭।

পথিবিদ্রুদ্রমন্ত্রের ঋষি বামদেব। ছন্দ পঙ্‌ক্তি। দেবতা পথিবিদ্রুদ্র। তাঁর প্রীতির জন্য জপে বিনিয়োগ। ধ্যান—জ্যাযুক্ত ধনুর্বাণধারী, অতিসূক্ষ্ম, বৃষারূঢ়, অন্নপূর্ণাসমাশ্লিষ্ট, পথিবিদ্রুদ্রকে আশ্রয় করলাম। ৮।

তারামন্ত্রের ঋষি মৎস্য। ছন্দ বিরাট্‌। দেবতা তারাখ্যা। তাঁর প্রীতির জন্য জপে বিনিয়োগ। ধ্যান—নৌকাকৃতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা, বৌদ্ধদর্শনের দেবতা, জলের আপদ্ প্রশমনকারিণী, মেঘশ্যামলা তারাকে বন্দনা করি। ৯।

নামত্রয়মন্ত্রের ঋষি কাশ্যপ অত্রি ও ভরদ্বাজ। ছন্দ অনুষ্টুপ্‌। দেবতা শ্রীমহাবিষ্ণু। তাঁর প্রীতির জন্য জপে বিনিয়োগ। ধ্যান—সমস্ত দুস্তর ব্যাধি-সমূহ ধ্বংস করতে পটু, অচ্যুত ও গোবিন্দ নামধারী বিষ্ণুকে বার বার নমস্কার। ১০।

মহাগণপতিমন্ত্রের ঋষি গণক। ছন্দ বৃহদ্গায়ত্রী। দেবতা শ্রীমহাগণপতি। তাঁর প্রীতির জন্য জপে বিনিয়োগ। ধ্যান—অভীষ্টদাতা, বিশ্বের উৎপত্তি-বিনাশ-ও স্থিতি-বিধানকারী বিঘ্নেশ্বরের ধ্যান করতে হবে। ধ্যান করতে হবে এঁর করপদ্মে দাড়িম্ব, গদা, ইক্ষু, কার্মুক, অসি, চক্র, পদ্ম, পাশ, উৎপল, ব্রীহিশীর্ষ, স্বীয়দন্ত ও রত্নকলশ এবং উজ্জ্বলবেশভূষাযুক্তা পদ্মহস্তা স্বীয় পত্নী কর্তৃক ইনি আলিঙ্গনাবদ্ধ। ১১।

শিবশক্ত্যাত্মক গঙ্গাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বামদেব। ছন্দ পঙ্‌ক্তি। দেবতা উমামহেশ্বর। তৎপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—কামদেবতুল্যসুন্দরবপু, কাঞ্চনবর্ণাভ, পদ্মাসনাসীন, সর্পভূষণে অভিরাম, মৃগ-পরশু-বরাভয়-হস্ত, পার্বতীশের পার্বতীসহ একত্রে ধ্যান করতে হবে। ধ্যান করতে হবে পার্বতীশের বাম হস্ত তাঁর প্রিয়ার স্তনভরে শোভমান আর সেই প্রিয়ার বামহস্তে রক্তোৎপল ও তাঁর দক্ষিণ হস্ত তাঁর স্বামীর বাম স্কন্ধে ন্যস্ত। ১২।

অমৃতমৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রের ঋষি কহোলক। ছন্দ বিরাট্। দেবতা অমৃতমৃত্যুঞ্জয়-সদাশিব। তাঁর প্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো শান্ত, মৌলিবদ্ধ ইন্দুরেখাক্ষরিত অমৃতরসে আর্দ্র, চন্দ্রবহ্নিসূর্য এই ত্রিনেত্রবিশিষ্ট, মুদ্রা-পাশ-বেদ-ও অক্ষমালা-ধৃতহস্ত, স্ফটিক রজত ও মুক্তার মতো গৌরবর্ণ ঈশকে প্রণাম করি। ১৩।

ব্রতধারিণীমন্ত্রের ঋষি ভার্গব। ছন্দ অনুষ্টুপ্। দেবতা ব্রহ্মা। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—পদ্মে আসীন, ভারতীসখ, অক্ষমালা-বর-অভয় কমণ্ডলু-ধারী চতুরাননকে ভজনা করি। ১৪।

মাতৃকামন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা মাতৃকাসরস্বতী। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যানম্—পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের দ্বারা শব্দায়মানা অখিলদেহা সমস্ত-বিদ্যারূপিণী মাতৃকাম্বা আমাকে ধন্য করেছেন। ১৫।

শ্রীহাদিলোপামুদ্রামন্ত্রের ঋষি দক্ষিণামূর্তি। ছন্দ পঙ্‌ক্তি। দেবতা শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী। হ-আদি পঞ্চবর্ণ[1] বীজ, হ-আদি ষট্‌বর্ণ[2] শক্তি, স-আদি চতুর্বর্ণ[3] কীলক। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ। বালা অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ দ্বারা ষড়ঙ্গ।

ধ্যান—যাঁর ক্রোড় শ্রীদেবী দ্বারা ভূষিত, যিনি স্নিগ্ধসিন্দুরকান্তি, হকারাদিমন্ত্রবাচ্য, সেই কামেশ্বর হরকে বন্দনা করি। ১৬।

সম্পদ্‌করীমন্ত্রের ঋষি কণ্ঠ। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা সম্পদ্‌সরস্বতী। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—অনেককোটি গজ অশ্ব রথ পদাতিক দ্বারা সেবিতা অরুণাকারা সম্পদ্‌সরস্বতীকে বন্দনা করি। ১৭

১। হ স ক ল হ্রীঁ।
২। হ স ক হ ল হ্রীঁ।
৩। স ক ল হ্রীঁ।

চণ্ডযোগেশ্বরীমন্ত্রের ঋষি ঈশ্বর। ছন্দ বিভিন্ন। দেবতা চণ্ডযোগেশ্বরী। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—সৃষ্টিস্থিতিসংহারের দ্বারা, অনাখ্যা দ্বারা, দীপ্তি দ্বারা আশ্রিতা যিনি, কুলকম্বা (?) ও কপালের দ্বারা যিনি সমৃদ্ধা, সেই চণ্ডযোগেশ্বরীকে ভজনা করি। ১৮।

পরশম্ভুনাথমন্ত্রের ঋষি বামদেব। ছন্দ পঙ্‌ক্তি। দেবতা পরশম্ভুনাথ। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—আনন্দ-তাণ্ডব-উদ্দণ্ড-পণ্ডিত, পূর্ণাহন্তাস্বরূপ সেই পরমশম্ভুকে বার বার নমস্কার। ১৯।

পরামন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা পরা সরস্বতী। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—অকলঙ্ক শশাঙ্কের দীপ্তিশালিনী, ত্রিনয়না, চন্দ্রকলাবতী, মুদ্রা-পুস্তকশোভিতবাহু, পরমা কলা আমাকে রক্ষা করুন। ২০।

বালামন্ত্রের ঋষি দক্ষিণামূর্তি। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা বালা ত্রিপুরসুন্দরী। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—যিনি অরুণকিরণজালে শোভমানা, যাঁর হস্তে জপমালা, পুস্তক, অভয় ও বর, যিনি প্রস্ফুটিত কহ্লারে অধিষ্ঠিতা, নিত্যকল্যাণশীলা, সেই বালা আমার হৃদয়ে বাস করুন। ২১।

অন্নপূর্ণেশ্বরীমন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা অন্নপূর্ণেশ্বরী। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—যিনি দক্ষিণহস্তে সুবর্ণদর্বী এবং অপর হস্তে দুগ্ধান্নপূর্ণ রত্নপাত্র ধারণ করে আছেন, স্বর্ণভূষণ ও মাল্যশোভিতা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, অন্নদাননিরতা, সেই অম্বাকে ভজনা করি। ২২।

অশ্বারূঢ়ামন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা অশ্বারূঢ়া। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—যিনি পাশ ও অঙ্কুশের দ্বারা বদ্ধ ক'রে জেয় অশ্বকে আকর্ষণ করেন ও বেত্রের দ্বারা আঘাত করেন, ভালে ও হস্তে মাল্যশোভিতা সেই অশ্বাসনাকে ভজনা করি।

অন্য ধ্যান—যিনি অশ্বারূঢ়া, যাঁর দক্ষিণ হস্তাগ্রে অম্লানবর্ণের বেত্রযষ্টি, যিনি অন্য হস্তে ধনু ধারণ করে আছেন, যাঁর হস্তে লতা ও পাশ, যিনি সুমাধ্যা, নিত্যপ্রসন্না, ত্রিনয়না, যাঁর কেশপাশে শশিকলা শোভা পাচ্ছে, সেই দেবী

প্রকটিত হন। তিনি অখিলসুখপ্রাপ্তির হেতু নিত্য অনবদ্য শ্রী প্রদান করেন বলে হৃদয়প্রিয়া। তিনি আমাদের সেই শ্রী দ্বারা মণ্ডিত করুন। ২৩।

শ্রীবিদ্যাগুরুপাদুকামন্ত্রের ঋষি দক্ষিণামূর্তি। ছন্দ পঙ্‌ক্তি। দেবতা শ্রীবিদ্যাগুরুপাদুকা। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—শিরোভূষণের দ্বারা শোভিতমস্তকা, রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, তেজোময়-মহাবিদ্যা শ্রীগুরুপাদুকাকে বন্দনা করি। ২৪।

শ্রীললিতায়া……… । ২৫।

লঘুশ্যামামন্ত্রের ঋষি মতঙ্গ। ছন্দ বিরাট্। দেবতা শ্রীলঘুশ্যামা। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ। ধ্যান—প্রথমরজস্বলা, রুধিরবিন্দু দ্বারা আরক্ত বস্ত্রপরিহিতা, মদ্যপাত্রধারিণী, মদবিঘূর্ণিতনেত্রপ্রান্তা, পীনস্তনভারে মন্থরা, মুক্তকেশী, শ্যামলা, বীণাশোভিতহস্তা, শুভ্রশঙ্খের কর্ণভূষণপরিহিতাকে স্মরণ করতে হবে। অথবা—পরম আদরে মাণিক্যবীণা-ধারিণী, মদমন্থরা, মধুরবাগ্‌বিলাসিনী, মেঘনীলকান্তিকোমলাঙ্গী মাতঙ্গকন্যাকে মনে মনে স্মরণ করি। ২৬।

বাগীশ্বরীমন্ত্রের ঋষি কণ্ব। ছন্দ বিরাট্। বাগীশ্বরী দেবতা। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—অমল কমলে অধিষ্ঠিতা, উত্থিত করপদ্মযুগলে লেখনী ও পুস্তক-ধারিণী, কুন্দ ও মন্দার কুসুমের মতো গৌরবর্ণা, চন্দ্রকলাধৃতোজ্জ্বলজটাধারিণী ভারতী আমাদের ভবভয়ভগ্নকারিণী হোন। ২৭।

নকুলীবাগীশ্বরীমন্ত্রের ঋষি কহোলক। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা নকুলী-বাগীশ্বরী। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—বিশালবজ্রদন্তযুক্তা, সাধ্যজিহ্বারূপ অহিকে দংশনকারিণী, ভক্তের বাক্‌পটুত্ববিধায়িনী নকুলী সরস্বতীর ভাবনা করতে হবে। ২৮।

শ্যামাগুরুপাদুকামন্ত্রের ঋষি মতঙ্গ। ছন্দ পঙ্‌ক্তি। দেবতা শ্যামাগুরু-পাদুকা। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—গুরুপদমুকুটা, শ্যামলা, শুকপক্ষিহস্তা, সমস্তসিদ্ধির জননী, শ্যামলা-গুরুপাদুকাকে বন্দনা করি। ২৯।

শ্রীরাজশ্যামলামন্ত্রের ঋষ্যাদি স্পষ্ট। ৩০।

লঘুবারাহীমন্ত্রের ঋষি নারদ। ছন্দ পঙ্‌ক্তি। দেবতা লঘুবারাহী। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—মহার্ণবে নিপতিত বসুন্ধরাকে উদ্ধারকারিণী, মহাদংষ্ট্রা, মহাকায়া উন্মত্তভৈরবীকে নমস্কার করি। ৩১।

স্বপ্নবারাহীমন্ত্রের ঋষি অগ্নি। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা স্বপ্নবারাহী। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—স্বপ্নে ভক্তের শুভকার্যের ও অশুভকার্যের শুভ ও অশুভ নির্দেশকারিণী, দুঃস্বপ্নহারিণী-স্বপ্ননায়িকা বারাহীকে বন্দনা করি। ৩২।

তিরস্করিণীমন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা তিরস্কারিণী। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—মুক্তকেশী, বিবসনা, সর্বাভরণভূষিতা, স্বযোনি প্রদর্শন ক'রে পশুসমূহের মোহ উৎপাদনকারীকে নমস্কার করি। ৩৩।

বারাহীগুরুপাদুকামন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা। ছন্দ গায়ত্রী। দেবতা বারাহীগুরুপাদুকা। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—দেশিকপদশোভিতমস্তকা খড়্গিনী কপালিনী মেঘবর্ণা পঞ্চমীগুরুপাদুকার ভাবনা করি। ৩৪।

শ্রীমহাবারাহীমন্ত্রের ঋষ্যাদি স্পষ্ট। ৩৫।

শ্রীপূর্তিবিদ্যামন্ত্রের ঋষি দক্ষিণামূর্তি। ছন্দ পঙ্‌ক্তি। দেবতা শ্রীপূর্তিবিদ্যা। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ। ৩৬।

মহাপাদুকামন্ত্রের ঋষি দক্ষিণামূর্তি। ছন্দ পঙ্‌ক্তি। দেবতা শ্রীমহাপাদুকাম্বা। তাঁর প্রসাদলাভের জন্য জপে বিনিয়োগ।

ধ্যান—সর্ববিদ্যাময়ী, সর্বশক্তিপীঠস্বরূপিণী, কররাগ্রে হৃদয়ে ও মূলাধারে দেশিকপদযুগ্মত্রয়-ধারণকারিণী, উজ্জ্বলভূষণযুক্তা শ্রীমহাপাদুকাকে প্রণাম করি। ৩৭।

এই হল রশ্মিমালার ঋষ্যাদি।

ষষ্ঠপ্রকরণ জপপ্রকরণ সমাপ্ত।

নৈমিত্তিকপ্রকরণম্

পর্বসু নৈমিত্তিকার্চনবিধিঃ

উক্তেন ক্রমেণ নিত্যক্রমনিরতঃ সাধকঃ প্রতিমাসং পঞ্চপর্বসু নৈমিত্তিকার্চনমাচরেৎ—

নিত্যার্চনরতৈঃ সিদ্ধৈঃ কার্যং নৈমিত্তিকার্চনম্ ॥

ইতি তন্ত্ররাজবচনাৎ। তত্র নিত্যার্চনাধিকসাধনবিশেষকরণকম্। পর্বাণি তু কৃষ্ণাষ্টমী কৃষ্ণচতুর্দশী দর্শঃ পূর্ণিমা সঙ্ক্রান্তিশ্চেতি কুলার্ণবোক্তানি। তত্র কালস্য কর্তব্যতায়াশ্চ নির্ণয়ঃ। সঙ্ক্রান্তিব্যতিরিক্তপর্বার্চনং সূর্যাস্তময়োত্তরং দশঘটিকাঽঽত্মকে রাত্রিপূর্বভাগে কার্যম্। সঙ্ক্রমণসপর্যা তু তত্তৎসঙ্ক্রান্তিপুণ্যকালোপলক্ষিতাসু ঘটিকাসু। তদুক্তম্—

প্রাগূর্ধ্বং চ দশৈব মেষতুলয়োঃ সিংহে বৃষে বৃশ্চিকে
কুম্ভে ষোড়শপূর্বতোঽথ মিথুনে মীনে ধনুঃকন্যয়োঃ।
ঊর্ধ্বাঃ ষোড়শ কীর্তিতাঃ প্রথমতস্ত্রিংশত্তু কর্কাটকে
চত্বারিংশদধোঽপরাস্ত[1] মকরে পুণ্যপ্রদা নাড়িকাঃ॥ ইতি

নাড়িকাঃ ঘটিকাঃ। অষ্টমীচতুর্দশীদর্শপূর্ণিমানাং স্বস্বদিনে পূজাকালব্যাপ্তৌ ন বিবাদঃ। দিনদ্বয়ে একদেশব্যাপী যত্রাধিকা সা তিথির্গ্রাহ্যা। সমব্যাপ্তৌ পরৈব। তিথিবৃদ্ধিহ্রাসবশেন চতুর্দশীদর্শয়োঃ একস্মিন্নেব দিনে পূজাকালব্যাপ্তৌ নৈমিত্তিকদ্বয়স্য তন্ত্রেণানুষ্ঠানম্। তদা সঙ্ক্রান্তিযোগে তু তত্র তস্যাপি দিবাসঙ্ক্রমণে সতি নিত্যার্চনস্য প্রাসঙ্গিকী সিদ্ধিঃ। যত্র চতুর্ণাং নৈমিত্তিকার্চনানাং একস্মিন্নেব কালে সন্নিপাতঃ সম্ভাব্যতে তত্র তেষামপ্যেকতন্ত্রতৈব। যথা দমনসমর্পণস্য মুখ্যকালে চৈত্র্যাং পূর্ণিমায়ামসম্ভবে তৎকৃষ্ণচতুর্দশীদর্শাদিজ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দশীদর্শান্তে গৌণকালে। যথা চ পবিত্রারোপণস্য শ্রাবণ্যামলাভে আ মিথুনসঙ্ক্রমণং আ চ তুলাসংক্রান্তিপ্রোক্তাসু তিথিষু আশ্বিনশুক্লাষ্টমীনবমীচতুর্দশীপূর্ণাসু চ তৎকৃষ্ণচতুর্দশীদর্শয়োশ্চ তাদৃশি বিষয়ে পূজাদ্বয়ং ত্রয়ং চতুষ্টয়ং বা করিষ্য ইতি সঙ্কল্পয়েদিতি দিক্॥

নৈমিত্তিকপ্রকরণ

পর্বে নৈমিত্তিক অর্চনার বিধি

শাস্ত্রোক্ত ক্রমানুসারে নিত্যক্রমনিরত সাধক প্রতিমাসে পঞ্চপর্বে নৈমিত্তিক অর্চনা করবেন। এ সম্বন্ধে প্রমাণ তন্ত্ররাজতন্ত্রের এই বচন—নিত্যার্চনারত ইষ্টসাধনক্ষম ব্যক্তিদের নৈমিত্তিক অর্চনা করা কর্তব্য। এতে নিত্যার্চনার

১। মুদ্রিত নিত্যোৎসবের পাঠ চত্বারিংশদধো পরাস্তু। এতে স্পষ্টতঃ লিপিকরপ্রমাদ ঘটেছে। পরশুরামকল্পসূত্রের ১০।৩৭ সংখ্যক সূত্রের বৃত্তিতে রামেশ্বর এই বচনটি উদ্ধৃত করেছেন। তদ্দৃষ্টে শুদ্ধ পাঠ দেওয়া হল।

অতিরিক্ত সাধনবিশেষ করণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুলার্ণবে এই পঞ্চপর্ব কথিত হয়েছে। যথা—কৃষ্ণাষ্টমী কৃষ্ণচতুর্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি। এই সব পর্বে কালের কর্তব্যতারও নির্ণয় করা হয়েছে। সংক্রান্তি ছাড়া অন্য পর্বের অর্চনা কাল সূর্যাস্তের পর রাত্রির প্রথম ভাগে দশ ঘটিকা অর্থাৎ দশ দণ্ড। সংক্রান্তিপূজা সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা হবে সেই সংক্রান্তির পুণ্যকালোপলক্ষিত দণ্ডগুলিতে। এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য বচন—মেষ-ও তুলা-সংক্রান্তির পূর্ব উর্দ্ধ্ব দশ দণ্ড, সিংহ-বৃষ-বৃশ্চিক-কুম্ভ-সংক্রান্তির পূর্ব ষোল দণ্ড, মিথুন-মীন-ধনু-কন্যা-সংক্রান্তির উর্দ্ধ্ব ষোল দণ্ড, কর্কটসংক্রান্তির প্রথম ত্রিশ দণ্ড এবং মকরসংক্রান্তির অধঃ চল্লিশ দণ্ড পুণ্যপ্রদ।

নাড়িকা মানে ঘটিকা (অর্থাৎ এক দণ্ড মানে চব্বিশ মিনিট)। অষ্টমী চতুর্দশী অমাবস্যা ও পূর্ণিমার স্ব স্ব দিনে পূজাকালের ব্যাপ্তি হলে তা নিয়ে কোনো বিবাদ হয় না। কিন্তু তিথিটি যদি দুদিন ব্যাপী হয় তা হলে যে দিনে তিথি অধিক কালব্যাপী পূজার জন্য সেইদিনই গ্রাহ্য। দুদিনে যদি তিথির ব্যাপ্তিকাল সমান হয় তা হলে পরের দিনে পূজা হবে। তিথির হ্রাসবৃদ্ধির কারণে চতুর্দশী ও অমাবস্যা একদিনে পড়তে পারে। তখন দুই পর্বের নৈমিত্তিক পূজা একদিনেই তন্ত্রানুসারে করতে হয়। সেদিন যদি আবার সংক্রান্তির যোগ হয় তা হলে, দিনের বেলা সংক্রান্তি হলে, নিত্যার্চনার প্রসঙ্গেই সংক্রান্তির নৈমিত্তিক পূজা হবে। যেখানে একই কালে চার নৈমিত্তিক পূজা পড়ার সম্ভাবনা হয় সেখানে তাদেরও একই ব্যবস্থা। যেমন দমনসমর্পণের মুখ্যকাল চৈত্রপূর্ণিমায় তা সম্ভব না হলে চৈত্রের কৃষ্ণচতুর্দশী অমাবস্যা থেকে আরম্ভ করে জৈষ্ঠের কৃষ্ণচতুর্দশী অমাবস্যার পরবর্তী যে-গৌণকাল তাতে তা করতে হয়। যেমন, শ্রাবণ মাসে উপবীত দেওয়া সম্ভবপর না হলে মিথুন-সংক্রান্তি এবং তুলাসংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে যে যে বিহিত তিথি পাওয়া যায় তাতে এবং আশ্বিনের শুক্লা অষ্টমী নবমী চতুর্দশী পূর্ণিমা তিথিতে তা করা যায়। কৃষ্ণচতুর্দশী ও অমাবস্যার ঐ প্রকার ব্যাপারে দুটি তিনটি বা চারটি পূজা করব এই সঙ্কল্প করতে হয়। এ সম্বন্ধে এই হল সঙ্কেত।

নিত্যক্রমাৎ নৈমিত্তিকে বিশেষঃ

তত্র পরিগণিতেষু পর্বসু প্রাতঃ নিত্যক্রমং নির্বর্ত্য রাত্রৌ অমুকপর্বপ্রযুক্তং নৈমিত্তিকমর্চনং করিষ্য ইতি সঙ্কল্প্য যথাবিভবং সমারম্ভবিশেষেণ স্বপক্ষকল্পণক এব ক্রমো নির্বর্তনীয়ঃ। ন তু "স্বপক্ষকালাভেঽপি নিত্যক্রমপ্রত্যবমৃষ্টিঃ" ইতি সূত্রেণ নিত্যক্রম ইব প্রতিনিধিনাঽপি বা। চৈত্রাদ্যাসু পৌর্ণমাসীষু তু

বক্ষ্যমাণেন বিধিনা তন্ত্রান্তরোক্তেন দমনকাদিসমর্পণমপি। সতি সম্ভবে আশ্বয়ুজ্যাং তৎপ্রতিপদাদিপর্বান্তপ্রয়োগোঽপ্যনুষ্ঠেয়ঃ, "পঞ্চপর্বসু বিশেষার্চা" ইতি সূত্রস্য নানাবিধ্যাঽঙ্গশাল্যর্চাবোধকত্বাৎ, বিবিধাঃ শেষাঃ কালদ্রব্য-ক্রিয়াঽঽদিরূপাণ্যঙ্গানি যস্যাং তাদৃশ্যর্চেতি বিগ্রহাৎ ॥

নিত্যক্রম থেকে নৈমিত্তিকক্রমের প্রভেদ

গণনা দ্বারা নির্ধারিত পর্বগুলিতে প্রাতঃকালে নিত্যপূজা সম্পাদন করতঃ রাত্রে 'অমুকপর্বপ্রযুক্ত নৈমিত্তিক অর্চনা করব' এই সঙ্কল্প ক'রে আপন ঐশ্বর্য-সঙ্গত সমারম্ভবিশেষের দ্বারা পঞ্চমকারে পূজা সম্পন্ন করতে হবে। "পঞ্চমকার অলব্ধ হলে প্রতিনিধি দ্বারা নিত্যপূজার অনুষ্ঠান কর্তব্য" এই সূত্র[১] অনুসারে নিত্যপূজার মতো প্রতিনিধি দ্বারা নৈমিত্তিক পূজা চলবে না। চৈত্রাদি পূর্ণিমায় বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে তন্ত্রান্তরোক্ত বচনানুযায়ী দমনকাদিসমর্পণও করতে হবে। সম্ভব হলে আশ্বিনপূর্ণিমাপর্বে শুক্লপ্রতিপদ থেকে আরম্ভ ক'রে পূর্ণিমা পর্যন্ত পূজা করতে হবে। কারণ "পঞ্চপর্বসু বিশেষার্চা" এই এই সূত্রে নানাবিধ অঙ্গযুক্ত পূজা সূচিত হয়েছে এবং কালদ্রব্যক্রিয়াদিরূপ বিবিধ অঙ্গ যাতে আছে সেইরূপ পূজা গৃহীত হয়েছে।

নিবেদনে পক্ষভেদাঃ

তত্র দ্রবদ্রব্যনিবেদনে ত্রয়ঃ পক্ষা ভবন্তি। পৃথক্ পৃথক্ পাত্রস্থং হিমোদকাদিকং ঐং হ্রীং শ্রীং অমুকদেবতায়া অমুকং কল্পয়ামি নম ইতি তত্তন্নামঘটিতেনোপচারমন্ত্রেণ প্রধানদেব্যাদিভ্যো নবমচক্রেশ্বর্যন্তাভ্যস্ত্রিপঞ্চাশ-দুত্তরশতসংখ্যাকাভ্যো দেবতাভ্যঃ প্রত্যেকং নিবেদয়েৎ। ইহ প্রধানদেব্যা সহ নিত্যাঃ ষোড়শ, মহাকামেশ্বর্যাদয়শ্চতস্রঃ, ত্রিপুরাদয়ঃ চক্রেশ্বর্যো নব, কামে-শ্বর্যায়ুধদেব্যঃ চতস্রঃ ইতি বিবেকঃ। যদি বা প্রধানদেবতানিবেদনোত্তরং ৩ অঙ্গদেবীভ্যো নিত্যাভ্যো অমুকৌঘায়ৌঘত্রয়ায় অণিমাঽঽদিভ্যো মাতৃভ্যো মুদ্রাদেবীভ্যো অণিমাঽঽদিভ্যো বা কামেশ্বর্যাদিনিত্যাকলাভ্যঃ অনঙ্গকুসুমাদিভ্যঃ সর্বসঙ্ক্ষোভিণ্যাদিভ্যঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদাভ্যঃ সর্বজ্ঞাদিভ্যো বশিন্যাদিভ্যঃ আয়ুধ-দেবীভ্যো মহাকামেশ্বর্যাদিভ্যঃ ত্রিপুরাদিচক্রেশ্বরীভ্যোঽমুকং কল্পয়ামীতি তৎসমষ্ট্যৈ নিবেদয়েৎ। অথবা প্রধানদেবতায়ৈ পৃথঙ্ নিবেদ্য ঐং হ্রীং শ্রীং হৃদয়দেব্যাদিভ্যো নবচক্রেশ্বর্যন্তাভ্যোঽমুকং কল্পয়ামীতি সর্বসমষ্ট্যৈ নিবেদয়েদিত্যেকঃ ॥

১। পরশুরামকল্পসূত্র ১।২৪

অনেকপাত্রাসম্ভবে অষ্টাদশ চতুর্দশ বা পাত্রাণি তত্তদ্দ্রব্যসম্ভৃতানি উপহৃত্য পূর্বোক্তান্যতমেন প্রকারেণ নিবেদয়েদিতি দ্বিতীয়ঃ। অত্রৌঘত্রয়সিদ্ধিমাতৃমুদ্রাণাং পার্থক্যতদঙ্গত্বাভ্যাং পাত্রাণামষ্টাদশত্বং চতুর্দশত্বং চ জ্ঞেয়ম্॥

তত্রাপ্যসম্ভবে প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ প্রকারয়োঃ মহতি পাত্রে সম্ভৃতং হিমোদকাদিকমুপপাত্রেণ আদায়াদায় নিবেদ্য নিবেদ্য পাত্রান্তরে নিক্ষিপেৎ। অন্ত্যে তু প্রকারে মহাপাত্রস্থং সর্বাভ্যো দেবতাভ্যো যুগপন্নিবেদয়েদিতি তৃতীয়ঃ॥

কঠিনদ্রব্যনিবেদনে পক্ষদ্বয়ম্। তত্র ফলাদিকমুক্তদেবতাসমসংখ্যাকমুক্তান্যতমেন প্রকারেণ তত্তদ্দেবতায়ৈ নিবেদয়েদিত্যেকঃ। তদশক্তৌ যথাসম্ভবমুপহৃত্যেতি দ্বিতীয়ঃ॥

পবিত্রারোপণে দীপদানে চ প্রথমপক্ষীয়ঃ প্রথমপ্রকার এব নান্যো হিমোদকাদৌ। সঙ্কোচপক্ষাশ্রয়ণে বীজমশক্তিরবসরাভাবো বা। তন্ত্রান্তরোক্তানাং চতুরাম্নায়পঞ্চসিংহাসনপঞ্চপঙ্ক্তিকাষড়্দর্শনাঙ্গদেবীভূতশক্তিসময়দেবতানামপ্যর্চনে অভ্যুদয় এবেতি দিক্॥

নিবেদনে বিভিন্ন পক্ষ

দ্রবদ্রব্যনিবেদনে আছে তিনটি পক্ষ। পৃথক্ পৃথক্ পাত্রস্থ হিমোদকাদি 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অমুকদেবতায়ৈ অমুকং কল্পয়ামি নমঃ' সেই সেই উপচারের নামযুক্ত এই উপচারমন্ত্রে প্রধানদেবী থেকে নবচক্রেশ্বরী পর্যন্ত একশ তিপ্পান্ন সংখ্যক দেবতাদের একেকটি উপচার নিবেদন করতে হবে। এখানে প্রধানদেবীর সহিত ষোড়শ নিত্যা, মহাকামেশ্বরী-আদি দেবতাচতুষ্টয়, ত্রিপুরাদি নব চক্রেশ্বরী এবং চার জন কামেশ্বরায়ুধদেবী রয়েছেন এটি জ্ঞাতব্য। অথবা প্রধান দেবতাকে নিবেদন করার পর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই বীজত্রয়যুক্ত অঙ্গদেবীভ্যঃ ইত্যাদি ত্রিপুরাদিচক্রেশ্বরীভ্যঃ ইত্যন্ত মন্ত্রাংশ মূলে যেমন আছে তেমনি উচ্চারণ করতঃ অমুকং (এখানে অমুকস্থলে দ্রব্যের নাম করতে হবে) কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে অঙ্গদেব্যাদির সমষ্টিকে নিবেদন করতে হবে। অথবা প্রধানদেবতাকে পৃথক্ নিবেদন ক'রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হৃদয়দেব্যাদিভ্যো নবচক্রেশ্বর্যন্তাভ্যঃ অমুকং (এখানে অমুকস্থলে দ্রব্যের নাম করতে হবে) কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে যথোক্ত সর্বদেবতার সমষ্টিকে নিবেদন করতে হবে। এই এক পক্ষ।

যেখানে অনেক পাত্র সম্ভব নয় সেখানে যথানির্দিষ্ট দ্রব্যপরিপূরিত অষ্টাদশ বা চতুর্দশ পাত্র দেবতাসন্নিধানে স্থাপন ক'রে পূর্বোক্ত যে-কোনো

এক প্রকারে নিবেদন করতে হবে। এটি দ্বিতীয় পক্ষ। এখানে ওঘত্রয়, অণিমাদি সিদ্ধি, মাতৃকা ও মুদ্রার পার্থক্য অনুসারে পাত্র অষ্টাদশ বা চতুর্দশ হবে, এটি জ্ঞাতব্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার সম্ভব না হলে একটি মহাপাত্রে পরিপূরিত হিমোদকাদি উপপাত্রে নিয়ে নিয়ে নিবেদন ক'রে ক'রে অন্য পাত্রে নিক্ষেপ করতে হবে। এই শেষ প্রকারে মহাপাত্রস্থ দ্রব্য সর্বদেবতাকে যুগপৎ নিবেদন করতে হবে। এইটি তৃতীয় পক্ষ।

কঠিনদ্রব্যনিবেদনে দুই পক্ষ। উক্ত দেবতার সমসংখ্যক ফলাদি পূর্বোক্ত অন্যতম প্রকারে সেই সেই দেবতাকে নিবেদন করতে হবে। এই এক পক্ষ।

তাতে অসমর্থ হলে যথাসম্ভব দ্রব্য দেবতাকে উপহার দিতে হবে। এই দ্বিতীয় পক্ষ।

উপবীত দেওয়া ও দীপদানের ব্যাপারে পূর্বোক্ত প্রথম পক্ষের প্রথম প্রকার হিমোদকাদিতে বিহিত, অন্য প্রকার নয়। সংক্ষিপ্ত পক্ষ অবলম্বনের হেতু হল অসামর্থ্য বা অবসরের অভাব। তন্ত্রান্তরে কথিত চতুরাম্নায়-পঞ্চ-সিংহাসন-পঞ্চপঞ্চিকা-ষড়্‌দর্শন-অঙ্গদেবীভূতশক্তি-সময়দেবতা এঁদের অর্চনাতে অভ্যুদয়ই হয়, এই হল সঙ্কেত।

দমনবিধিঃ

অথাদৌ দমনার্চনম্। চৈত্রশুক্লচতুর্দশ্যাং সায়ং স্বয়ং দমনারামং গত্বা—

ওঁ শিবপ্রসাদসম্ভূত অত্র সন্নিহিতো ভব।
দেবীকার্যং সমুদ্দিশ্য নেতব্যোঽসি শিবাজ্ঞয়া॥

ইতি দমনমামন্ত্র্য অস্ত্রমন্ত্রেণ সমূলং দমনলতাঃ সপর্যাপর্যাপ্তাঃ উৎপাট্য, তদলাভে তদ্গুচ্ছান্বা শস্ত্রেণ ছিত্বা স্বাতন্ত্র্যাভাবে বিক্রেতুরনুমত্যা ক্রয়ক্রীতা বা[1] আনায়্যানায্য বা পবিত্রে বংশাদিপাত্রে নিধায় মূলবিদ্যয়া শুদ্ধাভিরদ্ভিঃ অভ্যুক্ষ্য ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দমনায় অমুকং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদিরীত্যা উপচারমন্ত্রৈঃ গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাখ্যান্ পঞ্চোপচারান্ আচর্য্য, সূক্ষ্মনববস্ত্রেণ আচ্ছাদ্য, যাগমন্দির এব ক্বচন শুচিনি স্থলে নিধায় জাগৃয়াৎ। জাগরণং ত্বভ্যুদয়ায়। ইত্যধিবাসনম্। ইদং চ সদ্যোঽপি বা কার্য্যম্। সমানমেতদুত্তরত্রাপি কুসুমানাম্। দুগ্ধান্নাদিনিবেদ্যস্য তু সদ্য এবোচিতমধিবাসনম্। অথ পূর্ণিমায়াং রাত্রৌ প্রধানদেবীপূজোত্তরং আবরণার্চনে—

১। স্বীয়ক্রয়ক্রীতা বা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

ষোড়শার্ণে জগন্মাতঃ বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদে।
হৃৎস্থান্ পূরয় মে কামান্ দেবি কামেশ্বরেশ্বরি ॥

ইতি দেবীং প্রার্থ্য, নিত্যার্চনক্রমেণৈব শ্রীদেব্যাদ্যাঃ দেবতাঃ চতুরাম্নায়াদি-সময়ান্তদেবতাশ্চ দমনৈঃ সমভ্যর্চ্য নিত্যহোমত্রিগুণিতং হোমং কৃত্বা মূলমন্ত্রং চ তথা জপ্ত্বা অঙ্গমন্ত্রাংশ্চ তদ্দশাংশং শ্রীগুরুমভিপূজ্য শক্তিসামগ্রিকান্ সম্ভাব্য তৈঃ সহ অন্যৈশ্চ ব্রাহ্মণৈঃ ভুঞ্জীত। এতস্য মুখ্যকালে কর্তুমসম্ভবে চৈত্রবৈশাখ-জ্যৈষ্ঠানাং কৃষ্ণাষ্টমীকৃষ্ণচতুর্দশ্যোঃ বৈশাখজ্যৈষ্ঠয়োশ্চ বা কুর্যাৎ ॥ ইতি দমনবিধিঃ ॥

দমনবিধি

প্রথমে দমনলতার অর্চনা। চৈত্রশুক্লা চতুর্দশীতে সায়াহ্নে দমনোদ্যানে গিয়ে—ওঁ শিবপ্রসাদসম্ভূত অত্র[1] ইত্যাদি মন্ত্রে দমনলতাকে আমন্ত্রণ করতঃ পূজার পক্ষে পর্যাপ্ত লতা অস্ত্রমন্ত্রে সমূলে উৎপাটন করতে হবে অথবা তা পাওয়া না গেলে লতাগুচ্ছ অস্ত্রের দ্বারা কেটে আনতে হবে। নিজের দমনোদ্যান না থাকলে বিক্রেতার অনুমতি অনুসারে তা তদীয় উদ্যান থেকে পূর্বোক্ত প্রকারে আনতে হবে। অথবা ক্রয়ক্রীত দমনলতা এনে বা আনিয়ে পবিত্র বাঁশের পাত্রাদিতে স্থাপন ক'রে শুদ্ধ জল দিয়ে মূলমন্ত্রে তার অভ্যুক্ষণ করতে হবে। এর পর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ দমনায় অমুকং (অমুকং-স্থলে উপচারের নাম করতে হবে) কল্পয়ামি নমঃ এই রীতিতে উপচারমন্ত্রে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য-নামক পঞ্চোপচার সমর্পণ ক'রে সূক্ষ্ম নূতন বস্ত্রের দ্বারা লতাকে আচ্ছাদন করে পূজাগৃহের কোনো পবিত্র স্থানে তাকে রেখে তাকে জাগাতে হবে। অভ্যুদয়ের জন্য জাগরণের প্রয়োজন। এই হল অধিবাস। এটি ঐদিন কিঞ্চিৎ পূর্বেও করা যায়। পরবর্তী কুসুমাদির ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা। ভক্ষ্যান্নাদি নিবেদনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে সদ্য অধিবাসই উচিত।

অতঃপর বিধান—পূর্ণিমার রাত্রিতে প্রধান দেবীর পূজার পর আবরণ-পূজায় ষোড়শার্ণে জগন্মাতঃ ইত্যাদি[2] মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে দেবীর নিকট প্রার্থনা করতঃ নিত্যপূজার ক্রমানুসারেই শ্রীদেবী আদি দেবতাদের এবং চতুরাম্নায়-

---

১। মন্ত্রটি মূলে যেমন আছে। মন্ত্রের অনুবাদ—শিবপ্রসাদসম্ভূত এখানে সন্নিহিত হও। শিবাজ্ঞায় দেবীকার্যের উদ্দেশ্যে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।

২। মন্ত্রটি মূলে যেমন আছে। মন্ত্রের অনুবাদ—ষোড়শবর্ণরূপা বাঞ্ছিতফলদাত্রী আমার হৃদয়স্থ কামনাসমূহ পূর্ণ কর।

দেবতা থেকে আরম্ভ ক'রে সময়দেবতা পর্যন্ত দেবতাদের দমনলতাদ্বারা অর্চনা করতে হবে। এবার নিত্যহোমের তিনগুণ হোম ক'রে মূলমন্ত্র জপ করতে হবে এবং তার দশাংশ অঙ্গমন্ত্র জপ করতে হবে। এর পর শ্রীগুরুর পূজা ক'রে শক্তিসম্বন্ধী আচারপরায়ণদের সম্মানিত ক'রে তাঁদের সহিত ও অন্য ব্রাহ্মণদের সহিত ভোজন করতে হবে। মুখ্য কালে এটি করা সম্ভব না হলে চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণচতুর্দশী অথবা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণচতুর্দশীতে করতে হবে। এই দমনবিধি।

চৈত্রপূর্ণিমাকৃত্যম্

অস্যামেব পূর্ণিমায়াং বসন্তোৎসবোঽপি বিহিতঃ। তত্র দমনার্পণবসন্তোৎসবৌ তন্ত্রেণ করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য তৎকালসম্ভবানি সকহ্লারাণি কর্পূর-চন্দনোক্ষিতানি কুসুমানি পূর্ববৎ অধিবাস্য তৈর্দমনকৈশ্চ যুগপদর্চয়েৎ॥ ইতি চৈত্রপূর্ণিমাকৃত্যম্॥

চৈত্রপূর্ণিমাকৃত্য

এই চৈত্রপূর্ণিমায় বসন্তোৎসবও বিহিত। দমনার্পণ ও বসন্তোৎসব তন্ত্রানুসারে করব এই সঙ্কল্প ক'রে তৎকালে উৎপন্ন কহ্লারের সহিত কর্পূর-চন্দনসিক্তি পুষ্পের পূর্ববৎ অধিবাস করতঃ সেই পুষ্প ও দমনক দিয়ে একই সময়ে অর্চনা করতে হবে। এই চৈত্রপূর্ণিমাকৃত্য।

বৈশাখীকৃত্যম্

অথ বৈশাখ্যাং পূর্ণিমায়াং নৈবেদ্যাবসরে প্রাগ্‌বদধিবাসিতং হেমন্তকালে সংগৃহীতং তুষারোদকং তদলাভে কর্পূরমৃগনাভিসুরভিলং শীতলং সলিলং বা পূর্বোক্তাক্রমেন পক্ষেণ সাবরণায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ। অবশিষ্টং প্রাগ্‌বৎ॥ ইতি বৈশাখকৃত্যম্॥

বৈশাখীকৃত্য

বৈশাখী পূর্ণিমায় নৈবেদ্যপ্রদানকালে হেমন্তকালে সংগৃহীত তুষারজলের পূর্বোক্তপ্রকারে অধিবাস ক'রে অথবা তা না পাওয়া গেলে কর্পূরমৃগনাভি-সুরভিত শীতল জল পূর্বোক্ত যে-কোনো পক্ষ-অনুসারে সাবরণা দেবতাকে নিবেদন করতে হবে। বাকী অংশ পূর্বের মতো। এই বৈশাখীকৃত্য।

জ্যৈষ্ঠকৃত্যম্

অথ জ্যৈষ্ঠ্যাং প্রাগ্বদধিবাসিতানি কদলীপনসাম্রাদীনি ফলানি উক্তয়া রীত্যা কয়াচিৎ উক্তমন্ত্রৈঃ প্রধানদেব্যাদিভ্যো নিবেদয়েৎ। তৈঃ অর্চয়েদিতি কেচিৎ। অন্যৎ সমানম্। ইতি জ্যৈষ্ঠকৃত্যম্।

জ্যৈষ্ঠকৃত্য

জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমায় পূর্বের মতো অধিবাস করা হয়েছে এমন কলা কাঁঠাল আম ইত্যাদি ফল পূর্বোক্ত কোনো রীতিতে পূর্বোক্ত মন্ত্রে প্রধানদেবতাদিকে নিবেদন করতে হবে। কারো কারো মতে তা দিয়ে অর্চনা করতে হবে। এই জ্যৈষ্ঠকৃত্য।

আষাঢ়কৃত্যম্

অথাষাঢ়্যাং প্রাগ্বদধিবাসনপূর্বং শ্রীদেব্যৈ কুঙ্কুমমিশ্রং চন্দনং সমর্প্য জাতীকুসুমৈঃ সাবরণামভ্যর্চ্য তাম্বূলাবসরে লবঙ্গৈলাকক্কোলানি উক্তেন প্রকারেণ কেনাপি নিবেদয়েৎ। শেষং পূর্ববৎ। ইত্যাষাঢ়কৃত্যম্।

আষাঢ়কৃত্য

আষাঢ়ী পূর্ণিমায় পূর্বের মতো অধিবাস ক'রে কুঙ্কুমমিশ্রিত চন্দন শ্রীদেবীকে অর্পণ করতঃ জাতীকুসুমের দ্বারা সাবরণা দেবীর পূজা ক'রে তাম্বুলদানসময়ে লবঙ্গ এলাচ কক্কোল অর্থাৎ কাঁকলা পূর্বোক্ত কোনো এক প্রকারে নিবেদন করতে হবে। বাকী অংশ পূর্বের মতো। এই আষাঢ়কৃত্য।

পবিত্রারোপণবিধিঃ

তদনু শ্রাবণ্যাং পূর্ণিমায়াং পবিত্রারোপণম্। তানি চ সুবর্ণরৌপ্য-তাম্রাজতমতস্যপট্টসূত্রসরী[1]পদ্মদর্ভমুঞ্জশাণবল্কলকার্পাসাজতমসূত্রবিনির্মিতানি। কার্পাসসূত্রং তু সুবাসিনীকর্তৃকম্। উক্তান্যতমেন নবগুণিতেন সূত্রেণ নির্মিতৈঃ ষোড়শাঙ্গুলায়ামৈঃ তাবৎসঙ্খ্যাকৈঃ সরৈঃ সম্পন্নং তাবৎসংখ্যাগ্রন্থিমদেকং পবিত্রমিত্যেকঃ পক্ষঃ। নবাঙ্গুলায়ামসরগ্রন্থিকং বেতি দ্বিতীয়ঃ। তত্তদা-বরণগতশক্তিসমসঙ্খ্যাকাঙ্গুলায়ামসরগ্রন্থিকং বেতি তৃতীয়ঃ। আদিমপক্ষদ্বয়ে

১। মহাদেবশাস্ত্রিকৃতঃ পাঠঃ সূত্রসরী ইতি। সূত্রগ্রিসরী সূত্রসরী ইতি পাঠান্তরৌ পুস্তকান্তরে।

পবিত্রাণি সর্বেষাং সাধারণানি। অন্তিমে তু পক্ষে মূলদেব্যাঃ ষোড়শনবান্ত-তরাঙ্গুলয়ামসরগ্রন্থিকম্, মহাকামেশ্বর্যাদীনাং তিসৃণাং ত্র্যঙ্গুলায়ামাদিকম্, অন্নদেবীনাং ষন্নাং তৎসংখ্যাকাঙ্গুলায়ামাদিকম্, নিত্যানাং পঞ্চদশানাং পঞ্চদশাঙ্গুলায়ামাদিকম্, গুরুপঙ্‌ক্তিত্রয়স্য তত্তদোঘসমসংখ্যাঙ্গুলায়ামাদিকম্, আয়ুধদেবীনাং চতুরঙ্গুলায়ামাদিকমিতি বিশেষঃ। পক্ষত্রয়েঽপি ব্যাপ্তস্য শ্রীগুরোঃ প্রধানদেবীবৎ। জীবতস্তস্য স্বস্য চ ক্রমাগমজ্ঞশিষ্যশক্তিসাময়িকানাং চ কণ্ঠাদিনাভ্যন্তায়ামমঙ্গীকৃতপক্ষান্ততমসংখ্যসরগ্রন্থিকং একগ্রন্থিকং বা। ক্রমঃ কালনিত্যাক্ষরক্রমঃ। আগমঃ কাদিকালীমতাদিঃ। অন্যেষাং শক্তিসাময়িকানাং কণ্ঠাদিনাভ্যন্তমানং নবসরমেকগ্রন্থিকং চ। বিতানাদ্দেবতাবিষ্টরায়াম-মষ্টোত্তরশতসরগ্রন্থিকম্। শঙ্কাবতারকং নাম মণ্ডপস্য তৎপরিধিসম-প্রমাণমেকসরগ্রন্থিকম্। হোমাগ্নেঃ ষোড়শনবান্ততরাঙ্গুলায়ামমেকসরমেক-গ্রন্থিকং চ পবিত্রং কুর্য্যাৎ। গ্রন্থিঃ সূত্রবেষ্টনরূপঃ। বেষ্টনসংখ্যা তুত্তমাদিভেদেন ষট্‌ত্রিংশচ্চতুর্বিংশতিদ্বাদশাত্মিকা ঐচ্ছিকা বা। তন্মন্ত্রস্য মালা বা কবচং বা। উক্তপক্ষত্রয়ে একতমস্যৈবাশ্রয়ণীয়ত্বং, মানসাঙ্কর্যং অনিষ্টাপাদকং সর্বথা নাচরেদিতি স্থিতিঃ। ইত্থমুপকল্পিতানি গোরোচনকুঙ্কুমরক্তচন্দনমৃগমদপঙ্কা-লিপ্তানি লাক্ষাগৈরিকাদ্যতরচিত্রিতগ্রন্থিকানি পবিত্রাণি প্রাগুক্তবদধিবাস্য শ্রাবণ্যাং রাত্রৌ শঙ্কাবতারকং পবিত্রং বিতানাল্লম্বয়িত্বা মণ্ডপং তৎসূত্রেণাবেষ্ট্য প্রধান-দেব্যাপূজান্তে জ্ঞানমুদ্রোপাত্তৈঃ সমং শ্রীদেব্যাদ্যাবরণান্তদেবতাভ্যঃ তত্তৎপাদুকয়া পৃথক্ পৃথক্ সমর্প্য অগ্নয়ে চ পুরো নিধায় শ্রীগুরুশক্তিসাময়িকেভ্যঃ প্রদায় স্বয়ং ধৃত্বা শিষ্যেভ্যো দদ্যাৎ। এতাবৎকর্তুমসম্ভবে ষন্নবত্যঙ্গুলায়ামসর-গ্রন্থিকানি ত্রীণি পবিত্রাণি কৃত্বা শ্রীদেব্যৈ সমর্পয়েৎ। শেষং পূর্ববৎ। এতন্মুখ্য-কালাতিক্রমে মিথুনাদিতুলান্তসংক্রান্তিগতাসু কৃষ্ণাষ্টমীকৃষ্ণচতুর্দশীপূর্ণিমাসু বা কার্যম্। ইতি পবিত্রারোপণবিধিঃ।

পবিত্রারোপণবিধি

এর পর শ্রাবণী পূর্ণিমায় উপবীতদান। উপবীত হবে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র এর যে-কোনো ধাতুনির্মিত সূত্রের, অথবা ত্রসরের সূত্রের, অথবা পদ্ম দর্ভ মুঞ্জ শন কার্পাস এর যে-কোনো একটির সূত্র দিয়ে প্রস্তুত। কার্পাসসূত্র হতে হবে সুবাসিনীর কাটা। উক্ত যে-কোনো প্রকারের সূতা নয়গুণ করে তৈরী উপবীত হবে ১৬ আঙ্গুল দীর্ঘ, ১৬ সরবিশিষ্ট ও ১৬ গ্রন্থিযুক্ত—এই এক পক্ষের মত। দ্বিতীয় পক্ষের মত—উক্ত উপবীত হবে ৯ আঙ্গুল দীর্ঘ, তাতে ৯ সর ও

৯ গ্রন্থি থাকবে। তৃতীয় পক্ষের মত—যথানির্দিষ্ট দেবতার আবরণশক্তির সমানসংখ্যক অঙ্গুলিপরিমাণ হবে দীর্ঘ এবং তাতে উক্তসংখ্যক সর ও উক্ত-সংখ্যক গ্রন্থি থাকবে। প্রথম দুই পক্ষের মতানুসারে নির্মিত উপবীত সকলের পক্ষে সাধারণ। শেষ অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের মতানুসারে মূলদেবীর উপবীত ১৬ অথবা ৯ আঙ্গুল দীর্ঘ হবে এবং তাতে ৯ সর ও ৯ গ্রন্থি থাকবে। মহাকামেশ্বরী-আদি তিন দেবীর উপবীতের আয়াম ৪ আঙ্গুল সর ৩ এবং গ্রন্থি ৩ হবে। ছয় অঙ্গদেবীর উপবীতের আয়াম ৬ আঙ্গুল, সর ৬ এবং গ্রন্থি ৬ হবে। পঞ্চদশ নিত্যার উপবীতের আয়াম ১৫ আঙ্গুল, সর ১৫ ও গ্রন্থি ১৫ হবে। গুরুপঙ্‌ক্তিত্রয়ের উপবীতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ওঘের বেলা সেই ওঘের সংখ্যাপরিমিত আঙ্গুল আয়াম, এবং উক্তসংখ্যক সর ও গ্রন্থি হবে। আয়ুধ-দেবীদের উপবীতের আয়াম ৪ আঙ্গুল, সর ৪, গ্রন্থিও ৪ হবে। এই হল বিশেষ ব্যবস্থা। তিন পক্ষে ব্যাপ্ত শ্রীগুরুর উপবীতের ব্যবস্থা মূলদেবীর ক্ষেত্রে যেমন তেমনি হবে। জীবিত গুরুর এবং তাঁর ক্রম-ও আগম-জ্ঞানসম্পন্ন শিষ্য শক্তি-সাময়িকদের ক্ষেত্রে উপবীতের আয়াম হবে কণ্ঠ থেকে নাভি পর্যন্ত মাপের, অন্যতমপক্ষসংখ্যক সর ও গ্রন্থি অথবা একগ্রন্থি তাতে থাকবে। ক্রম মানে কালনিত্যাক্ষরের ক্রম। আগম বলতে বুঝাচ্ছে কাদি কালী-মতাদি। অন্য শক্তিসাময়িকদের উপবীতের আয়াম কণ্ঠ থেকে নাভি পর্যন্ত মাপের, সর ৯ এবং গ্রন্থি ১ হবে। বিতান অর্থাৎ চাঁদোয়া থেকে দেবতার আসন পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের উপবীতে ১০৮ সর ও ১০৮ গ্রন্থি থাকবে। শক্তাবতারক বলতে বুঝায় মণ্ডপের পরিধিপরিমাণ দীর্ঘ, এক সরযুক্ত ও এক গ্রন্থিযুক্ত। হোমাগ্নির উপবীত ১৬ অথবা ৯ আঙ্গুল দীর্ঘ, একসরযুক্ত ও একগ্রন্থিযুক্ত করতে হবে সূত্রবেষ্টনরূপ গ্রন্থি। বেষ্টন সংখ্যা উত্তমাদিভেদে ৩৬, ২৪, ১২ অথবা ঐচ্ছিক হবে। তার মন্ত্র ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অথবা হুং। পূর্বোক্ত পক্ষত্রয়ের অন্যতম পক্ষ অবলম্বন করতে হবে। সব কার্য হবে মানস। অনিষ্ট-ও আপদ-জনক যা তার অনুষ্ঠান সর্বথা বর্জন করতে হবে, এই হল শাস্ত্রবিধি। এই প্রকারে কৃত, গোরোচনা-কুঙ্কুম-রক্তচন্দন-কস্তূরী-প্রলিপ্ত, লাক্ষা বা গৈরিকবর্ণে চিত্রিতগ্রন্থি উপবীত-গুলির পূর্ববৎ অধিবাস ক'রে শ্রাবণী পূর্ণিমার রাত্রিতে শক্তাবতারক উপবীত বিতান থেকে ঝুলিয়ে তার সূত্রের দ্বারা মণ্ডপ বেষ্টন করতে হবে এবং প্রধানদেবীর পূজান্তে জ্ঞানমুদ্রা দ্বারা গৃহীত পুষ্পে সমভাবে প্রধানদেবী থেকে আবরণদেবতা পর্যন্ত সকলকে যাঁর যাঁর পাতকামন্ত্রে উপবীত সমর্পণ করতে হবে। তারপর প্রথমে অগ্নিকে উপবীত দিয়ে শ্রীগুরু ও শক্তিসাময়িকদের

দিয়ে স্বয়ং তা ধারণ করতঃ শিষ্যদের দেবেন। এতটা করা সম্ভব না হলে ৯৬ আঙ্গুল দীর্ঘ ও ৯৬ সর-ও ৯৬ গ্রন্থিযুক্ত তিন গাছি উপবীত তৈরী ক'রে দেবীকে সমর্পণ করতে হবে। বাকী অংশ পূর্ববৎ। পবিত্রারোপণের মুখ্য কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মিথুন থেকে আরম্ভ ক'রে তুলাপর্যন্ত রাশির সংক্রান্তিতে অথবা কৃষ্ণাষ্টমী কৃষ্ণচতুর্দশী কিংবা পূর্ণিমায় তা করতে হবে। এই হল পবিত্রারোপণবিধি।

ভাদ্রপদকৃত্যম্

ততো ভাদ্রপদ্যাং পূর্ববদধিবাসিতৈনৈকৈকেন কেতকীপুষ্পেণালাভে পত্রেণ বা জ্ঞানমুদ্রয়া সর্বাঃ দেবতা অর্চয়েৎ। পুষ্পং তু নিষ্কাসিতকেসরমিতি শ্রীগুরুমুখাগমঃ। শেষং সমানম্। ইতি ভাদ্রপদকৃত্যম্ ॥

ভাদ্রমাসকৃত্য

তার পর ভাদ্রপদী পূর্ণিমায় পূর্বের মতো অধিবাস করা হয়েছে এমন কেয়াফুল দিয়ে, না পাওয়া গেলে, কেয়াপাতা দিয়ে, জ্ঞানমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ সব দেবতার অর্চনা করতে হবে। শ্রীগুরুমুখে জানা গেছে কেয়াফুলের কেসর ছাড়িয়ে নিতে হবে। বাকী অংশ সমান। ভাদ্রমাসকৃত্য।

আশ্বযুজকৃত্যম্

অথাশ্বযুজ্যাং পুষ্পবিশেষং নিবেদ্য বিশেষকরণকঃ ক্রমঃ প্রবর্তনীয়ঃ। অথবা—

আশ্বযুজ্যাং বিশেষস্তু দর্শান্তপ্রতিপত্তিথিম্।
আরভ্য পূজয়েৎ দেবীং গন্ধপুষ্পোপহারকৈঃ ॥

ইতি তন্ত্ররাজবচনাৎ শুক্লপ্রতিপদাদিপূর্ণাবধিকঃ প্রয়োগোঽনুষ্ঠেয়ঃ। তত্র প্রতিপদ্রাত্রৌ বিশেষতঃ পুষ্পং নৈবেদ্যাদ্যুপচারৈঃ ক্রমং প্রবর্ত্য প্রধানদেবতায়ৈ শতমাজ্যাহুতীঃ আবরণদেবতাভ্যঃ তদ্দশাংশং হুত্বা জপং হোমসমসঙ্খ্যাকং বিধায় অবিবাহিতাক্ষতাং প্রাঙ্নিমন্ত্রিতাং কন্যামেকাং অভ্যক্তস্নাতাং আসনে উপবেশ্য তস্যাং দেবীং আবাহ্য বালয়া পঞ্চধা উপচর্য যথাবিভবং বসনাভরণানি দদ্যাৎ। এবং দ্বিতীয়াদিচতুর্দশ্যন্তং দ্বিশতাদিহোমজপ-কন্যাদ্বয়াদিপূজনানি কৃত্বা পূর্ণিমায়াং বৃদ্ধ্যা শতেন সহ ষোড়শশতহোম-জপষোড়শকন্যাপূজনানি কুর্যাদিতি একঃ পক্ষঃ। প্রতিপদি প্রকৃতিহোমঃ শতমাহুতয়ো বৃদ্ধিহোমশ্চ শতং এবং জপঃ কন্যকে দ্বে। দ্বিতীয়াদিষু

ত্রিশতাদিহোমজপৌ ত্র্যাদিকন্যকা ইত্যপরঃ। এনয়োরেকমাশ্রয়েৎ। তিথিবৃদ্ধৌ প্রতিপদাদিক্রমেণ শতাদিহোমাদিকম্। তিথিহ্রাসে তু তস্মিন্নেব দিনে তদ্দ্বিতয়কৃত্যং, একস্মিন্নেব কালে হোমাদিকং চ কুর্যাৎ। অবশিষ্টমবিশিষ্টম্। এবং কৃতে বিদ্যা সিদ্ধা ভবতি। রাজা চ সাধকস্য অর্চকো ভবতি। অথবা—কুলার্ণবোক্তনবরাত্রপক্ষোঽপি একোত্তরবৃদ্ধ্যা বা তদসম্ভবে যথোক্তক্রমেণৈব বা কর্তব্যঃ। অয়ং স্বতন্ত্রো ন তু পূর্ণিমাঽঙ্গম্। তৎপক্ষে পূর্ণিমাপূজাঽপি প্রত্যেকমুক্তরীত্যা কর্তব্যেতি দিক্। ইত্যাশ্বযুক্কৃত্যম্।

আশ্বিনমাসকৃত্য

আশ্বিনী পূর্ণিমায় পুষ্পবিশেষ নিবেদন ক'রে বিশেষবিধায়ক ক্রম প্রবর্তন করতে হবে। অথবা—আশ্বিনী পূর্ণিমায় বিশেষ বিধি হল অমাবস্যার পরবর্তী প্রতিপদ্ তিথি থেকে আরম্ভ ক'রে পূর্ণিমাপর্যন্ত গন্ধপুষ্পোপচারে দেবীর পূজা করতে হবে।—তন্ত্ররাজতন্ত্রের এই বচন অনুসারে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ্ থেকে পূর্ণিমাপর্যন্ত অনুষ্ঠান করতে হবে। প্রতিপদের রাত্রে বিশেষতঃ পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি উপচার সংযোগে ক্রিয়ার প্রবর্তন ক'রে প্রধানদেবতাকে শত আজ্যাহুতি, আবরণদেবতাদের তার দশভাগের একভাগ আহুতি দিয়ে হোমের সমসংখ্যক জপ করতে হবে। এর পর পূর্বে নিমন্ত্রিতা অবিবাহিতা অক্ষতযোনি কৃতাভ্যঙ্গস্নাতা একটি কন্যাকে এনে আসনে বসিয়ে তার মধ্যে দেবীকে আবাহন করতে হবে এবং ঐং ক্লীং সৌঃ এই মন্ত্রের পঞ্চধা পূজা ক'রে তাকে যার যেমন সম্পদ্ সেই মতো বস্ত্রালঙ্কার দিতে হবে। এই প্রকারে দ্বিতীয়া থেকে চতুর্দশী-পর্যন্ত যথাক্রমে দুই শত হোম জপ এবং দুটি কন্যার পূজা থেকে চোদ্দ শত হোম জপ এবং চৌদ্দটি কন্যার পূজা করতে হবে, সহজ কথায়, প্রত্যেক তিথিতে হোম জপ ও কন্যা সেই তিথিসংখ্যক হবে। পূর্ণিমায় পনর শতের সঙ্গে আরও এক শত যোগ ক'রে ষোল শত হোম জপ ও ষোলটি কন্যার পূজা করতে হবে। এই এক পক্ষের মত। অপর পক্ষের মত—প্রতিপদে প্রকৃতিহোম হবে—তাতে একশত আহুতি আর বৃদ্ধিহোম হবে—তাতে একশত আহুতি এবং উক্ত সংখ্যক জপ হবে ও দুটি কন্যা থাকবে। দ্বিতীয়াদিতে তিন শতাদি হোম জপ হবে ও তিনটি কন্যা থাকবে। এই উভয় পক্ষের যে-কোনো একটি পক্ষ অবলম্বন করতে হবে। তিথিবৃদ্ধিতে প্রতিপদাদিক্রমে শতাদি হোমাদি হবে আর তিথিহ্রাসে সেই দিনই তা দুবার করতে হবে, একই সময়ে হোমাদিও করতে হবে। এরূপ করলে বিদ্যা সিদ্ধা হয় অর্থাৎ মন্ত্র সিদ্ধমন্ত্র হয়। আর রাজা সাধকের পূজা করেন। অথবা—কুলার্ণবতন্ত্রোক্ত নবরাত্রপক্ষ এক বৃদ্ধি করে

অবলম্বন করতে হবে। অথবা তা সম্ভব না হলে যথোক্তক্রমে করতে হবে। এ হ'ল স্বতন্ত্র ক্রিয়া, পূর্ণিমাপূজার অঙ্গ নয়। সংকেত হল সেপক্ষে পূর্ণিমা-পূজাও প্রত্যেকটি উক্ত রীতিতে করতে হবে। এই আশ্বিনকৃত্য।

কার্তিককৃত্যম্

অথ কার্তিক্যাং প্রাগ্‌বদধিবাসিতং কুঙ্কুমং সাবরণায়ৈ দেব্যৈ সমর্প্য গোধূমাদিপিষ্টপ্রকৃতিকৈঃ ঘৃতপূরিতৈঃ প্রজ্বালিতকর্পূরবর্তিভিঃ প্রদীপৈঃ নিত্যহোমক্রমেণ তত্তদ্দেবতাভ্যো হুত্বা দেব্যাঃ পুরঃ শুচিনি ভূতলে ষোড়শ দীপান্ দত্ত্বা অঙ্গদেবীভ্যো নিত্যাভ্যঃ ওঘত্রয়গুরুভ্যঃ তত্তৎস্থানে নিবেশ্য তদভিতস্ত্রিকোণাদিচতুরশ্রান্তাকৃত্যা চ নিধায় প্রতিদেবতমেকৈকং দীপং নিবেদয়েৎ। এতাবদসম্ভবে একস্মিন্নেব ভাজনে মধ্যে একং তদভিতো নব বা নবযোনিচক্রাষ্টদলকমলান্যতমালঙ্কৃতে বা তত্র মধ্যে একং কোণেষু দলেষু বা অষ্টৌ দীপান্ প্রজ্বাল্য দেব্যৈ মূলেন সপ্রসূনং নিবেদয়েৎ। শেষমভিহিতবৎ। ইতি কার্তিককৃত্যম্ ॥

কার্তিককৃত্য

কার্তিকী পূর্ণিমায় পূর্বের মতো অধিবাসকৃত কুঙ্কুম আবরণদেবতা সহ দেবীকে সমর্পণ করতে হবে। তারপর পিষ্ট গোধূমাদি দ্বারা তৈরী ঘৃতভরা প্রদীপের কর্পূরবর্তিকা প্রজ্বলিত ক'রে সেই প্রদীপের দ্বারা নিত্যহোম-ক্রমানুসারে সেই সেই দেবতার পূজা অর্থাৎ নীরাজন করতঃ দেবীর সামনে শুদ্ধ মাটিতে ষোলটি প্রদীপ দিতে হবে। আর অঙ্গদেবীদের নিত্যাদের ও ওঘত্রয়ের গুরুদের জন্য সেই সেই স্থানে রেখে তাঁদের সম্মুখে ত্রিকোণ থেকে চতুরাশ্র পর্যন্ত করণীয় শাস্ত্রবিহিত কর্মের দ্বারা স্থাপন করতে হবে এবং প্রত্যেক দেবতাকে একেকটি প্রদীপ নিবেদন করতে হবে। অথবা, এতটা সম্ভব না হলে, একই পাত্রে মাঝখানে একটি ও তার চারদিকে ন'টি কিংবা শ্রীচক্রের অন্তর্গত অলঙ্কৃত অন্যতম অষ্টদলকমলের মধ্যে একটি ও অষ্টকোণে কিংবা অষ্টদলে আটটি প্রদীপ জ্বেলে দেবীকে মূলমন্ত্রে সপুষ্প নিবেদন করতে হবে। বাকী অংশ যেমন বলা হয়েছে। এই কার্তিককৃত্য।

মার্গশীর্ষকৃত্যম্

অথ মার্গশীর্ষপূর্ণিমায়াং সাবরণাং শ্রীদেবীং সুগন্ধিভিঃ কুসুমৈরভ্যর্চ্য মাষপিষ্টাপূপান্ কর্পূরসুরভিলং নারিকেলোদকং চ প্রাগুক্তান্যতময়া ভঙ্গ্যা সর্বাভ্যো দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ। অন্যদবিশেষম্ ॥ ইতি মার্গশীর্ষকৃত্যম্ ॥

অগ্রহায়ণকৃত্য

অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় আবরণদেবতা সহ দেবীকে সুগন্ধি পুষ্পের দ্বারা অর্চনা ক'রে মাষকলাইবাটা দিয়ে তৈরী পিঠে ও কর্পূরসুবাসিত নারিকেলজল পূর্বোক্ত কোনো এক প্রকারে দেবতাদের নিবেদন করতে হবে। বাকী অংশ অবিশেষ অর্থাৎ অন্যসাধারণ। এই অগ্রহায়ণকৃত্য।

পৌষকৃত্যম্

ততঃ পৌষ্যাং প্রাগ্‌বদধিবাসপূর্বকং শর্করয়া গুড়েন বা সাকং গব্যং দুগ্ধং উক্তেন কেনচিৎপ্রকারেণ নিবেদয়েৎ। অন্যদবিশেষম্ ॥ ইতি পৌষকৃত্যম্ ॥

পৌষকৃত্য

তারপর পৌষপূর্ণিমায় পূর্বের মতো অধিবাসকৃত শর্করা-বা গুড়-সহযোগে গোদুগ্ধ পূর্বোক্ত কোনো এক প্রকারে নিবেদন করতে হবে। বাকী অংশ অন্যসাধারণ। এই পৌষকৃত্য।

মাঘকৃত্যম্

তদনু মাঘ্যাং প্রাগ্‌বদধিবাসিতৈঃ শুক্লৈস্তিলৈঃ অলাভে রক্তকৃষ্ণৈর্বা শুদ্ধৈঃসকুসুমৈরভ্যর্চ্য শর্করাদুগ্ধাপূপান্ নিবেদয়েৎ। অত্রাপূপাঃ গোধূমাদিপিষ্ট-প্রকৃতিকা ইতি সম্প্রদায়ঃ। ইতরৎ সমানম্ ॥ ইতি মাঘকৃত্যম্ ॥

মাঘকৃত্য

তারপর মাঘী পূর্ণিমায় পূর্বের মতো অধিবাসকৃত শুদ্ধ শুক্ল তিল, অভাবে রক্ত বা কৃষ্ণ তিল এবং তার সঙ্গে ফুল দিয়ে অর্চনা করতঃ শর্করা দুগ্ধ ও অপূপ নিবেদন করতে হবে। সম্প্রদায়ানুসারে এখানে অপূপ মানে পিষ্ট গোধূমাদি দ্বারা তৈরী পিঠা। বাকী অংশ সমান। এই মাঘকৃত্য।

ফাল্গুনকৃত্যম্

অথ ফাল্গুন্যাং সৌবর্ণরাজতপুষ্পৈঃ পঙ্কজৈঃ কহ্লারৈঃ আম্রকুসুমৈঃ মধূকৈশ্চ যথাসম্ভবং মিলিতৈঃ প্রাগ্‌বদধিবাসিতৈঃ সাবরণাং শ্রীদেবীং বরিবস্যেৎ। ইতি ফাল্গুনকৃত্যম্ ॥

অয়মেব নৈমিত্তিকার্চনাবিধিঃ গণপতিক্ষামাবার্তালীনাং সামান্য-

ক্রমোক্তানাং দেবতানাম্। সর্বত্রামুকপৌর্ণিমায়াং অমুকেন দ্রব্যবিশেষেণ অমুকদেবতাং পূজয়িষ্যে ইতি সঙ্কল্পঃ ॥

অত্রাধিকমাসাপাতে একমাসকৃত্যস্য মাসদ্বয়ে আবৃত্তিঃ। ক্ষয়মাসপ্রসক্তৌ ত্বেকস্মিন্ মাসে মাসদ্বয়কৃত্যমপি কার্যং ভবতি। নৈমিত্তিকার্চনমুখ্যগৌণ-কালাতিক্রমে মূলবিদ্যাসহস্রজপঃ প্রায়শ্চিত্তমাম্নাতং তন্ত্ররাজে—

নৈমিত্তিকাতিক্রমেণ সহস্রং প্রজপেত্তথেতি ॥ ইতি ॥

ইতি পঞ্চপর্বার্চনবিধিঃ ॥

তন্ত্রান্তরোক্তেষু যুগমন্বাদিষু বিশেষদিবসেষপি শ্রীদেব্যর্চনং অভ্যুদয়ায়ৈব। সূত্রকারেণ কাম্যহোমস্থৈবোক্তত্বাৎ তৎপূজাঽনুক্তিরিতি শিবম্ ॥ ইতি যৌবনোল্লাসে নৈমিত্তিকপ্রকরণম্ ॥

যথামতি ময়াঽকারি স্বয়ং শ্রীক্রমপদ্ধতিঃ।
ভ্রমং প্রমাদস্খলিতং ক্ষমন্ত্বিহ সাধবঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাসুরানন্দনাথচরণারবিন্দমিলিন্দায়মানমানসেন উমানন্দনাথেন বিরচিতে কল্পসূত্রানুসারিণি নিত্যোৎসবনিবন্ধে অভিনবে যৌবনোল্লাসঃ তৃতীয়ঃ সম্পূর্ণঃ।

ফাল্গুন কৃত্য

এবার, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় স্বর্ণপুষ্প, রজতপুষ্প, পঙ্কজ, কহ্লার, আম্রকুসুম ও মধূক, যথাসম্ভব একত্রীকৃত ও পূর্বের মতো অধিবাসকৃত, এই সব পুষ্পের দ্বারা আবরণদেবতা সহ দেবীর পূজা করতে হবে। এই ফাল্গুনকৃত্য।

গণপতি শ্যামা বার্তালী এবং সাধারণক্রমোক্ত দেবতাদের এইটিই নৈমিত্তিক-পূজাবিধি। সব ক্ষেত্রে এরূপ মন্ত্রে সঙ্কল্প করতে হবে—অমুকপৌর্ণিমায়াং অমুকেন দ্রব্যবিশেষেণ অমুকদেবতাং পূজয়িষ্যে[1]।

মাসবৃদ্ধি সংঘটিত হলে একমাসের কৃত্য দুমাসে দুবার করতে হবে আর মাসক্ষয় সংঘটিত হলে একই মাসে দুই মাসের কৃত্য করতে হবে। নৈমিত্তিক পূজার মুখ্য বা গৌণ কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তন্ত্ররাজতন্ত্রে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ মূলবিদ্যার সহস্রজপ করতে হবে। যথা—

নৈমিত্তিক অতিক্রান্ত হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে সহস্র জপ করতে হবে।

এই পঞ্চপর্বার্চনাবিধি।

১। অমুকপূর্ণিমায় অমুকদ্রব্যবিশেষের দ্বারা অমুকদেবতার পূজা করব।

এই তন্ত্রান্তরোক্ত যুগমন্বাদি বিশেষদিবসেও দেবীর পূজা করলে তাতে অভ্যুদয়ই হয়। সূত্রকার কাম্যহোমের কথাই বলেছেন বলে কাম্যপূজার কথা আর বলেন নি। শিবম্। যৌবনোল্লাসে নৈমিত্তিকপ্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীক্রমপদ্ধতি আমি নিজে যথাবুদ্ধি রচনা করেছি। এতে ভ্রম প্রমাদ স্খলন যা ঘটেছে সাধু ব্যক্তিরা তা মার্জনা করবেন।

শ্রীমদ্ভাসুরানন্দনাথের চরণারবিন্দে যার মনোভ্রমর সংশ্লিষ্ট সেই উমানন্দ-নাথবিরচিত কল্পসূত্রানুসারী অভিনব নিবন্ধ নিঃত্যোৎসবের যৌবনোল্লাস তৃতীয় সমাপ্ত।

প্রৌঢ়োল্লাসঃ—চতুর্থঃ শ্যামাক্রমঃ

উপোদ্‌ঘাতঃ

নত্বা শ্রীভাসুরানন্দনাথপাদাম্বুজদ্বয়ম্ ।
প্রধীরুমানন্দনাথঃ প্রৌঢ়োল্লাসং তনোত্যমুম্ ॥
যত্র শ্রীমন্মহারাজ্ঞীমন্ত্রিণ্যাঃ ক্রম ঈরিতঃ ।
প্রধানানুসৃতিদ্বারা ন্যায্যং হি নৃপসেবনম্ ॥
ত্রিতার্যা বালয়া চেহ বালয়া বাঽহদিতোঽন্বিতাঃ ।
মন্ত্রাঃ ক্রমজুষো দীক্ষা ত্বারম্ভোল্লাস ঈরিতা ॥

প্রৌঢ়োল্লাস চতুর্থ—শ্যামাক্রম

উপোদ্‌ঘাত

শ্রীভাসুরানন্দনাথের পাদপদ্মদ্বয়ে প্রণাম ক'রে শুদ্ধবুদ্ধি উমানন্দনাথ এই প্রৌঢ়োল্লাস রচনা করছেন। এতে শ্রীমন্‌মহারাজ্ঞীর সচিবের পূজাক্রম কথিত হয়েছে। প্রধানের অনুসরণের দ্বারা রাজসেবা ন্যায্য বটে। এখানে সব মন্ত্রের আদিতে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অথবা ঐঁ ক্লীঁ সৌঁ যোগ করতে হবে। এই ক্রমাবলম্বীর দীক্ষা আরম্ভোল্লাসে কথিত হয়েছে।

কাল্যকৃত্যং আহ্নিকং চ

শ্রীমান্ সাধকঃ শ্যামলাং দেবীং আরিরাধয়িষুঃ শ্রীক্রমোক্তক্রমেণ কাল্যকৃত্যাহ্নিকে নির্বর্তয়েৎ। অত্র বিশেষঃ—গুরুপাদুকায়ামাদৌ ত্রিতারী-স্থানে বালাযোগঃ। সর্বকারণভূতায়াঃ সম্বিদশ্চিন্তনং মূলাধারাদিদ্বাদশান্তাখ্য-ললাটোর্ধ্বভাগাবধিকমেব। রশ্মিত্রগননুস্মরণম্। তত্র তত্র যথোচিতং সম্বন্ধাদীনামূহঃ। আদিত্যমণ্ডলে বক্ষমাণয়া ভঙ্গ্যা সঙ্গীতযোগিন্যা ভাবনম্। মূলেন অর্ঘ্যদানম্। বক্ষ্যমাণম্বর্যাদিন্যাসত্রয়ং চেতি। ইদং চাহ্নিকং স্বতন্ত্রো-পাস্তৌ পুরশ্চরণকালে চ, ন তু শ্রীক্রমাঙ্গত্বেন সহানুষ্ঠানে ॥

প্রত্যুষকৃত্য ও আহ্নিক

শ্যামলা দেবীর আরাধনেচ্ছু শ্রীমান্ সাধক শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে প্রত্যুষ-কৃত্য ও আহ্নিক করবেন। এক্ষেত্রে বিশেষ বিধি—শ্রীগুরুপাদুকামন্ত্রের

আদিতে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এর স্থানে ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ যুক্ত হবে। মূলাধার থেকে দ্বাদশান্ত নামক ললাটোর্ধ্বভাগ অবধি সর্বকারণভূতা সম্বিদের চিন্তা করতে হবে। রশ্মিমালার স্মরণ নিমিত্ত। সেই সেই স্থলে যথোচিত সম্বুদ্ধি-আদির অধ্যাহার হবে। বক্ষ্যমাণ প্রকারে আদিত্যমণ্ডলে সঙ্গীতযোগিনীর ভাবনা করতে হবে। মূলমন্ত্রে হবে অর্ঘ্যদান। বক্ষ্যমাণ ঋষিন্যাসাদি ন্যাসত্রয় বিহিত। এটি এবং আহ্নিক শ্যামার স্বতন্ত্র উপাসনা এবং পুরশ্চরণের কালে বিহিত, শ্রীক্রমের অঙ্গরূপে সহানুষ্ঠানে নয়।

যাগমন্দিরপ্রবেশঃ

অথাপরহ্নে যাগমন্দিরমাগত্য দ্বারস্থণ্ডিলং গোময়েনোপলিপ্য যাগগৃহং চ রঙ্গবল্লীপুষ্পমালাবিতানকাদিভিশ্চালঙ্কৃত্য দ্বারস্য দক্ষবামশাখয়োঃ ঊর্ধ্বভাগে চ ক্রমেণ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ৩ ভৈরবায়, ৩ লম্বোদরায় নমঃ ॥

ইতি তিস্রো দ্বারদেবতাঃ সম্পূজ্য অন্তঃ প্রবিষ্টঃ ৩ রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ ইতি পুষ্পাঞ্জলিনা ভূমৌ দীপনাথমিষ্ট্বা সপর্যাসামগ্রীং যন্ত্র দক্ষভাগে নিধায় দীপানভিতঃ প্রজ্বাল্য গন্ধমাল্যাদিভিঃ অলঙ্কৃতাত্মা তাম্বূলেন জাতীপত্রফললবঙ্গৈলাকর্পূরাদ্যপক্কতিভেন বা সুরভিলবদনঃ সপ্রসন্নমনাঃ স্বাস্তীর্ণে উর্ণাস্থুনি শুচিনি বালাতৃতীয়বীজেন দ্বাদশবারমভিমন্ত্রিতে মূলমন্ত্রো-ক্ষিতে আসনে ৩ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইতি প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা পদ্মাসনাদ্যন্ততমেন আসনেনোপবিশ্য ৩ সমস্তগুপ্তপ্রকটসিদ্ধযোগিনীচক্রদেবতা-শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ ইতি মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্ববামদক্ষপার্শ্বয়োঃ ক্রমেণ গুরু-পাদুকয়া শ্রীগুরুং মহাগণপতিমন্ত্রেণ চ গণপতিং প্রণম্য ৩ ঐঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রেণ মুহুরাবৃত্তেন অঙ্গুষ্ঠাদিকরতলান্তং কূর্পরয়োশ্চ বিন্যস্য দেহে চ ব্যাপকং কৃত্বা যন্ত্র দেবতৈক্যং ভাবয়ন্—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥

ইতি মন্ত্রং সকৃদুচ্চার্য যুগপদ্বামপার্ষ্ণিভূতলত্রিরাঘাতকরাস্ফোটত্রয়ক্রূরদৃষ্ট্যা-বলোকনপূর্বকং তালত্রয়েণ ভৌমান্তরিক্ষদিব্যান্ ভেদাবভাসকান্ বিঘ্নানুৎ-সারয়েৎ। তালত্রয়ং নাম দক্ষতর্জনীমধ্যমাভ্যামধোমুখাভ্যাং বামকরতলে সশব্দমুপর্যুপরি ত্রিরভিঘাতঃ ॥

যাগমন্দিরে প্রবেশ

অপরাহ্নে যাগমন্দিরে এসে দ্বারস্থ সমীকৃতস্থান গোময়লিপ্ত করতে এবং যাগগৃহকে রঙ্গবল্লী, পুষ্পমালা, চন্দ্রাতপ ইত্যাদি দ্বারা শোভিত করতে হবে। তার পরে দ্বারের চৌকাঠের দক্ষিণ ও বাম বাজুতে এবং দ্বারের উর্দ্ধভাগে যথাক্রমে ঐ৺ ক্লী৺ সৌঃ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ঐ৺ ক্লী৺ সৌঃ ভৈরবায় নমঃ এবং ঐ৺ ক্লী৺ সৌঃ লম্বোদরায় নমঃ এই তিন মন্ত্রে দ্বারদেবতার পূজা করতে হবে। এবার ভিতরে প্রবেশ ক'রে ঐ৺ ক্লী৺ সৌঃ রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ভূমিতে দীপনাথের পূজা করে পূজাসামগ্রী নিজের ডান ধারে রেখে দুধারে প্রদীপ জ্বেলে দিতে হবে। এবার গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত সাধক পান খেয়ে অথবা জয়িত্রী জায়ফল লবঙ্গ এলাচ ও কর্পূর এই পঞ্চতিক্তের দ্বারা মুখ সুবাসিত ক'রে সুপ্রসন্নমনে স্বয়ং পবিত্র কোমল কম্বলাসন বিছাবেন এবং তাকে ঐ৺ ক্লী৺ সৌঃ এই বীজমন্ত্রের দ্বারা দ্বাদশবার অভিমন্ত্রিত করবেন ও মূলমন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষণ করবেন। এবার ঐ৺ ক্লী৺ সৌঃ আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্র পড়ে পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী হয়ে পদ্মাসনাদি কোনো একটি আসন ক'রে পূর্বোক্ত আসনে উপবিষ্ট হবেন। অতঃপর ঐ৺ ক্লী৺ সৌঃ সমস্তগুপ্তপ্রকটসিদ্ধযোগিনীচক্রদেবতাশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ এই মন্ত্র স্বমস্তকে বদ্ধাঞ্জলি স্থাপন ক'রে পড়বেন। এবার স্বীয় দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে যথাক্রমে গুরুপাদুকামন্ত্রে শ্রীগুরুকে এবং মহাগণপতিমন্ত্রে গণপতিকে প্রণাম করবেন। এর পর ঐ৺ ক্লী৺ সৌঃ ঐ৺ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্র একবার আবৃত্তি ক'রে অঙ্গুষ্ঠ থেকে করতল পর্যন্ত এবং কনুই দুটিতে ন্যাস ক'রে এবং দেহে ব্যাপক-ন্যাস ক'রে নিজের সঙ্গে দেবতার ঐক্য ভাবনা করবেন। এবার ঐ৺ ক্লী৺ সৌঃ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ ইত্যাদি মন্ত্র একবার উচ্চারণ ক'রে বাঁ গোড়ালি দিয়ে মাটিতে তিনবার আঘাত ক'রে, তিনবার করাস্ফোট ক'রে, ক্রূরদৃষ্টিতে অবলোকন ক'রে এবং তালত্রয়ের দ্বারা ভেদপ্রকাশক ভৌম আন্তরিক্ষ ও দিব্য এই ত্রিবিধ বিঘ্ন অপসারণ করবেন। তালত্রয় বলতে বুঝায় দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা অধোমুখ ক'রে তা দিয়ে বামকরতলে সশব্দে উপর্যুপরি তিনবার আঘাত।

প্রাণায়ামঃ

অথ ও নম ইত্যঙ্গুষ্ঠমন্ত্রমুচ্চার্য অঙ্গুষ্ঠেন শিখাং বদ্ধা শ্রীক্রমোক্তপ্রকারেণ ভূতশুদ্ধিং আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠাং চ বিধায় মূলেন বিংশতিধা ষোড়শধা দশধা সপ্তধা ত্রিধা বা প্রাণানায়ম্য ॥

প্রাণায়াম

ঐং ক্লীং সৌঃ নমঃ এই অঙ্গুষ্ঠমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা শিখাবন্ধন করতঃ শ্রীক্রমোক্তপ্রকারে ভূতশুদ্ধি ও আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে মূলমন্ত্রজপ সহ ২০, ১৬, ১০, ৭ অথবা ৩ এই সংখ্যক প্রাণায়াম করতে হবে।

ষড়ঙ্গাদিন্যাসপঞ্চকম্

তেজোরূপদেবীময়ং ভাবয়ন্নাত্মানং নিজদেহে শ্বাসজালাত্মকং বজ্রকবচং আমুঞ্চেৎ। যথা—

ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ঐং সর্বজনমনোহরি হৃদয়ায় নমঃ ॥

৭ সর্বমুখরঞ্জিনি শিরসে স্বাহা ॥

৭ ক্লীং হ্রীং শ্রীং সর্বরাজবশঙ্করি শিখায়ৈ বষট্ ॥

৭ সর্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি কবচায় হুম্ ॥

৭ সর্বদুষ্টমৃগবশঙ্করি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ॥

৭ সর্বসত্ত্ববশঙ্করি সর্বলোকবশঙ্করি
অমুকং মে বশমানয় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ ।

ইতি মন্ত্রান্ হৃদয়াদিষু ন্যসেৎ ইতি ষড়ঙ্গন্যাসঃ ॥ ১ ॥

অথ শ্রীক্রমোক্তমাতৃকান্যাসং কৃত্বা ॥ ২ ॥

ঐং ক্লীং সৌঃ রত্যৈ নমঃ ইতি মূলাধারে, ৩ প্রীত্যৈ নমঃ ইতি হৃদয়ে, ৩ মনোভবায় নমঃ ইতি মুখে ন্যসেৎ ॥ ইতি রত্যাদিন্যাসঃ ॥ ৩ ॥

ঐং ক্লীং সৌঃ ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে ॥

৩ ওঁ নমো নমঃ। ললাটে ॥

৩ ভগবতি নমঃ। ভ্রূমধ্যে ॥

৩ শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি নমঃ। দক্ষনেত্রে ॥

৩ সর্বজনমনোহরি নমঃ। বামনেত্রে ॥

৩ সর্বমুখরঞ্জিনি নমঃ। মুখে ॥

৩ ক্লীং নমঃ। দক্ষশ্রোত্রে ॥

৩ হ্রীং নমঃ। বামশ্রোত্রে ॥

৩ শ্রীং নমঃ। কণ্ঠে ॥

৩ সর্বরাজবশঙ্করি নমঃ। দক্ষাংসে ॥

৩ সর্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি নমঃ। বামাংসে ॥

৩ সর্বদুষ্টমৃগবশঙ্করি নমঃ। হৃদয়ে ॥

ও সর্বসত্ত্ববশঙ্করি নমঃ। দক্ষস্তনে ॥

ও সর্বলোকবশঙ্করি নমঃ। বামস্তনে ॥

ও অমুকং মে বশমানয় নমঃ। নাভৌ ॥

ও স্বাহা নমঃ। স্বাধিষ্ঠানে ॥

ও সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ নমঃ। মূলাধারে চ ন্যসেৎ ॥

ইতি মূলখণ্ডসপ্তদশকন্যাসঃ ॥ ৪ ॥

এতানেব প্রতিলোমমূলমন্ত্রখণ্ডান্ মূলাধারস্বাধিষ্ঠাননাভিবামস্তনদক্ষস্তনহৃদয়-বামদক্ষাংসকণ্ঠবামদক্ষশ্রোত্রমুখবামদক্ষনেত্রভ্রূমধ্যললাটব্রহ্মরন্ধ্রেষু ক্রমাৎ ন্যসেৎ ॥ যথা—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ নমঃ। মূলাধারে ॥

ও স্বাহা নমঃ। স্বাধিষ্ঠানে ॥

ও অমুকং মে বশমানয় নমঃ। নাভৌ ॥

ও সর্বলোকবশঙ্করি নমঃ। বামস্তনে ॥

ও সর্বসত্ত্ববশঙ্করি নমঃ। দক্ষস্তনে ॥

ও সর্বদুষ্টমৃগবশঙ্করি নমঃ। হৃদয়ে ॥

ও সর্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি নমঃ। বামাংসে ॥

ও সর্বরাজবশঙ্করি নমঃ। দক্ষাংসে ॥

ও শ্রীঁ নমঃ। কণ্ঠে ॥

ও হ্রীঁ নমঃ। বামশ্রোত্রে ॥

ও ক্লীঁ নমঃ। দক্ষশ্রোত্রে ॥

ও সর্বমুখরঞ্জিনি নমঃ। মুখে ॥

ও সর্বজনমনোহরি নমঃ। বামনেত্রে ॥

ও শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি নমঃ। দক্ষনেত্রে ॥

ও ভগবতি নমঃ। ভ্রূমধ্যে ॥

ও ওঁ নমো নমঃ। ললাটে ॥

ও ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে ॥

ইতি প্রতিলোমমূলমন্ত্রখণ্ডন্যাসঃ ॥ ৫ ॥

ষড়ঙ্গাদিন্যাসপঞ্চক

নিজেকে তেজোরূপদেবীময় ভাবনা করে নিজদেহে ন্যাসজালাত্মক বজ্র-কবচ ধারণ করতে হবে। যথা—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ সর্বজনমনোহরি হৃদয়ায় নমঃ।
ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বমুখরঞ্জিনি শিরসে স্বাহা। ইত্যাদি[১]।

এই সব মন্ত্র হৃদয়াদিস্থানে ন্যাস করতে হবে। এই ষড়ঙ্গন্যাস। ১

এরপর শ্রীক্রমোক্তমাতৃকান্যাস করতঃ। ২

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ রত্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে মূলাধারে, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ প্রীত্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়ে, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ মনোভবায় নমঃ এই মন্ত্রে মুখে ন্যাস করতে হবে। এই রত্যাদিন্যাস। ৩

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ নমঃ এই মন্ত্রে ব্রহ্মরন্ধ্রে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ওঁ নমো নমঃ এই মন্ত্রে ললাটে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ভগবতি নমঃ এই মন্ত্রে ভ্রূমধ্যে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষনেত্রে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বজনমনোহরি নমঃ এই মন্ত্রে বামনেত্রে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বমুখরঞ্জিনি নমঃ এই মন্ত্রে মুখে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ক্লীঁ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষশ্রোত্রে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হ্রীঁ নমঃ এই মন্ত্রে বামশ্রোত্রে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্রীঁ নমঃ এই মন্ত্রে কণ্ঠে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বরাজবশঙ্করি নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষাংসে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বস্ত্রীপুরুষ-বশঙ্করি নমঃ এই মন্ত্রে বামাংশে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বদুষ্টমৃগবশঙ্করি নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়ে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বসত্ত্ববশঙ্করি নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষস্তনে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বলোকবশঙ্করি নমঃ এই মন্ত্রে বামস্তনে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অমুকং মে বশমানয় নমঃ এই মন্ত্রে নাভিতে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ স্বাহা নমঃ এই মন্ত্রে স্বাধিষ্ঠানে; ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ নমঃ এই মন্ত্রে মূলাধারে; ন্যাস করতে হবে। এই হল মূলবিদ্যার সপ্তদশখণ্ডন্যাস। ৪

মূলমন্ত্রের এই খণ্ডগুলিই প্রতিলোমক্রমে যথাক্রমে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান নাভি বামস্তন দক্ষিণস্তন হৃদয় বামাংস দক্ষিণাংস কণ্ঠ বামশ্রোত্র দক্ষিণশ্রোত্র মুখ বামনেত্র দক্ষিণনেত্র ভ্রূমধ্য ললাট ও ব্রহ্মরন্ধ্রে ন্যাস করতে হবে। যথা—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ নমঃ। মূলাধারে।
ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ স্বাহা নমঃ[২]। স্বাধিষ্ঠানে।
এই হল প্রতিলোমক্রমে মূলমন্ত্রখণ্ডের ন্যাস ॥ ৫ ॥

১। মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে তেমনি থাকবে। শুধু মন্ত্রের আরম্ভে ● এই সংখ্যাস্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হবে। অনুবাদ মন্ত্র নয় বলে মন্ত্রগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল না।

২। বাকীটা মূলে যেমন আছে। শুধু মূলের ● এই সংখ্যা স্থলে ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হবে।

মন্দিরার্চনম্

অথামৃতাম্ভোনিধিমধ্যস্থমণিদ্বীপমধ্যগতে কদম্বোদ্যানে মুক্তাকুসুমমালিকা-হরিতপট্টবিতানাস্তরণবন্দনমালিকাদ্যলঙ্কৃতং ধূপধূপিতং প্রজ্বলৎপ্রদীপপরংপরং চতুর্দ্বারং মরকতমণ্ডপং বিচিন্ত্য তস্য প্রাগাদিষু দ্বারেষু—

ঐং ক্লীং সৌঃ সাং সরস্বত্যৈ নমঃ, লাং লক্ষ্মৈ, শং শঙ্খনিধয়ে, পং পদ্মনিধয়ে নমঃ। ইতি সম্পূজ্য—

ঐং ক্লীং সৌঃ লাং ইন্দ্রায় বজ্রহস্তায় সুরাধিপতয়ে
ঐরাবতবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। পূর্বে ॥

৩ রাং অগ্নয়ে শক্তিহস্তায় তেজোঽধিপতয়ে
অজবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। আগ্নেয়ে ॥

৩ টাং[1] যমায় দণ্ডহস্তায় প্রেতাধিপতয়ে
মহিষবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। দক্ষিণে ॥

৩ ক্ষাং নির্ঋতয়ে খড়্গহস্তায় রক্ষোঽধিপতয়ে
নরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। নৈর্ঋতে ॥

৩ বাং বরুণায় পাশহস্তায় জলাধিপতয়ে
মকরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। পশ্চিমে ॥

৩ যাং বায়বে ধ্বজহস্তায় প্রাণাধিপতয়ে
রুরুবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। বায়ব্যে ॥

সাং সোমায় শঙ্খহস্তায় নক্ষত্রাধিপতয়ে
অশ্ববাহনায় সপরিবারায় নমঃ। উত্তরে ॥

৩ হাং ঈশানায় ত্রিশূলহস্তায় বিদ্যাধিপতয়ে
বৃষভবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ঐশান্যে ॥

ইতি প্রাগাদিষু অষ্টাসু দিক্ষু শক্রাদীনভ্যর্চ্য,

ঐং ক্লীং সৌঃ ওঁ ব্রহ্মণে পদ্মহস্তায় লোকাধিপতয়ে
হংসবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ইতি ইন্দ্রেশানয়োঃ মধ্যে ॥

৩ শ্রীং বিষ্ণবে চক্রহস্তায় নাগাধিপতয়ে গরুড়বাহনায়
সপরিবারায় নমঃ। ইতি নির্ঋতিবরুণয়োঃ দিগন্তরে ॥

৩ ওঁ বাস্তুপতয়ে ব্রহ্মণে নমঃ। ইতি বস্তুনি চার্চয়েৎ ॥

১। যং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

মন্দিরপূজা

চিন্তা করতে হবে অমৃতসমুদ্রের মধ্যে আছে একটি মণিদ্বীপ। সেইদ্বীপের মাঝখানে এক কদম্বোদ্যান। তার মধ্যে মরকতনির্মিত একটি মণ্ডপ। সেই মণ্ডপ মুক্তা-ও কুসুমমালা, হরিৎ পট্টবস্ত্রের চাঁদোয়ার আস্তরণ, বন্দনমালা ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত, ধূপের দ্বারা ধূপিত, প্রজ্বলিত প্রদীপশ্রেণীশোভিত এবং চতুর্দ্বারযুক্ত। এই মণ্ডপের পূর্বাদি দ্বারে—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সাং সরস্বত্যৈ নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ লাং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শং শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পং পদ্মনিধয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা ক'রে—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ লাং ইন্দ্রায় বজ্রহস্তায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবতবাহনায়
সপরিবারায় নমঃ। এই মন্ত্রে পূর্বে।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ রাং অগ্নয়ে শক্তিহস্তায় তেজোঽধিপতয়ে
অজবাহনায় সপরিবারায় নমঃ[1]। এই মন্ত্রে অগ্নিকোণে।

এই ভাবে পূর্বাদি অষ্ট দিকে ইন্দ্রাদি দেবতাদের পূজা ক'রে—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ওঁ ব্রহ্মণে পদ্মহস্তায় লোকাধিপতয়ে
হংসবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। এই মন্ত্রে পূর্বদিক ও ঈশানকোণের মধ্যে ব্রহ্মার পূজা করতে হবে।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্রীঁ বিষ্ণবে চক্রহস্তায় নাগাধিপতয়ে
গরুড়বাহনায় সপরিবারায় নমঃ। এই মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণ ও পশ্চিমদিকের মধ্যে বিষ্ণুর পূজা করতে হবে।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ওঁ বাস্তুপতয়ে ব্রহ্মণে নমঃ। এই মন্ত্রে বাস্তুতে ব্রহ্মার পূজা করতে হবে।

যন্ত্রোদ্ধারঃ

অথ চন্দনপঙ্কপ্রভৃতিকে মণ্ডলে ক্ষীরমিশ্রিতেন সিন্দূরাদিনা বিন্দুত্রিকোণ-পঞ্চকোণাষ্টদলষোড়শদলাষ্টপত্রচতুষ্পত্রচতুরস্রাত্মকং চক্রং বিলিখ্য বিলেখ্য বা সুবর্ণরজতভাম্রস্ফটিকমরকতরত্নাদ্যকীর্ণে বা তৎসমাস্তীর্ণপট্টবসনে শ্রীখণ্ডরক্ত-চন্দনাদিনির্মিতে পীঠে নিবেশ্য যন্ত্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্যাৎ। যথা—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্যামাযন্ত্রস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ,
৩ শ্যামাযন্ত্রস্য জীব ইহ স্থিতঃ;

১। বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন। শুধু মূলের ০ এই সংখ্যা হলে ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হবে। লক্ষণীয় নমঃ শব্দান্ত প্রতিমন্ত্রের শেষে মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবতার পূজাস্থান নির্দেশ করা হয়েছে।

ও শ্যামাযন্ত্রস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি,

ও শ্যামাযন্ত্রস্য বাঙ্‌মনঃপ্রাণা ইহায়ান্তু স্বাহা ॥

ইতি মন্ত্রেণ লিখিতযন্ত্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিদধ্যাৎ। সুবর্ণাদিকৃতস্য যন্ত্রস্য তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা শ্রীক্রমোক্তা অত্রাপ্যনুসন্ধেয়া। তত্র দেবতানামাদ্যূহস্ত্বাবশ্যক এব। এবং দেবতান্তরক্রমেঽপি। ততো মূলেন চক্রে পুষ্পাঞ্জলিং বিকীর্য ॥

যন্ত্রোদ্ধার

চন্দনদ্রবলিপ্ত ফলকে দুগ্ধমিশ্রিত সিন্দূরাদি দিয়ে বিন্দু ত্রিকোণ অষ্টদল ষোড়শদল অষ্টপত্র চতুষ্পত্র ও চতুরস্র-সমন্বিত চক্র অর্থাৎ যন্ত্র এঁকে বা অন্যকে দিয়ে আঁকিয়ে তা অথবা সুবর্ণ রজত তাম্র স্ফটিক মরকত রত্ন ইত্যাদিতে উৎকীর্ণ যন্ত্র পট্টবস্ত্রাবৃত শ্রীখণ্ড-রক্তচন্দনাদিনির্মিত পীঠে স্থাপন করতঃ যন্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার মন্ত্র, যথা—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্যামাযন্ত্রস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ,

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্যামাযন্ত্রস্য জীব ইহ স্থিতঃ[১]।

এই মন্ত্রে অঙ্কিত যন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুবর্ণাদিতে উৎকীর্ণ যন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা শ্রীক্রমে যেমন উক্ত হয়েছে এখানেও তাই হবে। তবে এখানে দেবতার নামাদির অধ্যাহার আবশ্যক। অন্য দেবতাক্রমেও এইরকম হবে। তারপর মূলমন্ত্রে চক্রে অর্থাৎ যন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে।

অর্ঘ্যশোধনম্

শ্রীক্রমোক্তক্রমেণ সামান্যবিশেষার্ঘ্যে আসাদয়েৎ। তত্র চোভয়োরপার্ঘ্যয়োঃ প্রবেশরীত্যা অন্তরন্তশ্চতুরস্রাদিবিন্দ্বন্তমণ্ডকরণম্ ॥

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অং আত্মতত্ত্বায় আধারশক্তয়ে বৌষট্ ইত্যাধারস্থাপনম্ ॥

ও উং বিদ্যাতত্ত্বায় পদ্মাসনায় বৌষট্ ইতি পাত্রনিধানম্ ॥

ও মং শিবতত্ত্বায় সোমমণ্ডলায় নমঃ ইতি শুদ্ধজলাপূরণমেকত্র ॥

ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসম্ভূতমশেষরসসম্ভৃতম্।

আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ ॥

ইতি ক্ষীরপূরণমন্ত্রঃ। উক্তং ষড়ঙ্গং, মূলেন দশধা অভিমন্ত্রণম্, চতুর্নবতি-মন্ত্রাভিমন্ত্রণাভাবশ্চ বিশেষঃ। ততো বিশেষার্ঘ্যবিন্দুভিঃ সম্প্রোক্ষ্য বারিবস্যা-বস্তূনি ॥

১। বাকী মন্ত্র মূলে যেমন। শুধু মূলের ও এই সংখ্যাস্থলে ঐ ক্লীঁ সৌঃ হবে।

অর্ঘ্যশোধন

শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করতে হবে। এখানে উভয় অর্ঘ্যের ক্ষেত্রেই প্রবেশরীতিতে চতুরস্র থেকে আরম্ভ ক'রে অন্তঃক্রমে বিন্দু পর্যন্ত মণ্ডল অঙ্কন করতে হবে। তারপর—

ঐং ক্লীং সৌঃ অং আত্মতত্ত্বায় আধারশক্ত্যৈ বৌষট্

এই মন্ত্রে অর্ঘ্যাধার স্থাপন করতে হবে।

ঐং ক্লীং সৌঃ উং বিদ্যাতত্ত্বায় পদ্মাসনায় বৌষট্

এই মন্ত্রে আধারের উপর পাত্র স্থাপন করতে হবে।

ঐং ক্লীং সৌঃ মং শিবতত্ত্বায় সোমমণ্ডলায় নমঃ

এই মন্ত্রে এক পাত্রে শুদ্ধজল ভরতি করতে হবে।

এবার—

ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসম্ভূতমশেষরসসম্ভৃতম্।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ।

এই মন্ত্রে অন্যপাত্রে দুগ্ধ ভরতি করতে হবে।

কথিত ষড়ঙ্গমন্ত্রে ষড়ঙ্গদেবতার পূজা ও মূলমন্ত্রে দশবার অর্ঘ্য অভিমন্ত্রিত করতে হবে। বিশেষ এই যে চতুর্নবতিমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রণ হবে না। তার পর বিশেষার্ঘ্যবিন্দু দ্বারা প্রোক্ষণ ক'রে সব বস্তুর পূজা করতে হবে।

চক্রদেবীপূজা

ঐং ক্লীং সৌঃ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইতি পীঠং পুষ্পৈরভ্যর্চ্য, বিন্দুমধ্যে ও শ্রীমাতঙ্গীশ্বরীমূর্তয়ে নমঃ ইতি দেব্যা মূর্তিং ভাবয়িত্বা, হৃদি বক্ষ্যমাণরূপাং দেবীং সঞ্চিন্ত্য ও শ্রীমাতঙ্গীশ্বর্যৈ লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং কল্পয়ামি নম ইত্যাদিতাম্বূলান্তৈঃ মানসোপচারৈরভ্যর্চ্য, তাং তেজোরূপেণ পরিণতাং ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রাপয্য বহন্নাসাপুটদ্বারা কৃতবিনির্গমাং কুসুমগর্ভিতে অঞ্জলৌ সন্নিহিতাং দেবীং ও শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি অমৃতচৈতন্যমাবাহয়ামীতি চক্রে ভাবিতায়াং মূর্ত্যাং আবাহ্য মূলান্তে শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি আবাহিতা ভব ইত্যাদিরীত্যা আবাহন-সংস্থাপন-সন্নিধাপন-সন্নিরোধন-সম্মুখীকরণাবকুণ্ঠনানি তত্তন্মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্বকং বিধায়, বন্দনধেনুযোনিমুদ্রাশ্চ প্রদর্শয়েৎ। তৎপ্রকারশ্চ শ্রীক্রমতো জ্ঞাতব্যঃ। ততঃ ঐং ক্লীং সৌঃ শ্রীমাতঙ্গীশ্বর্যৈ পাদ্যং কল্পয়ামি নম ইত্যাদিক্রমা পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়স্নানবাসোগন্ধপুষ্পধূপদীপনীরাজনছত্রচামরযুগলদর্পণনৈবেদ্য-পানীয়তাম্বূলান্তান্ ষোড়শোপচারান্ পরিকল্পয়েৎ। নৈবেদ্যাস্তরেণ পূর্বোক্তরা-

পোশন[১]করপ্রক্ষালনগণ্ডূষাচমনীয়ানি চ দত্বা তাম্বূলং সমর্পয়েৎ। নৈবেদ্যে ত্রিকোণবৃত্তচতুরশ্রমণ্ডলকরণম্। মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষণম্। বমিত্যমৃতবীজেনাভিমন্ত্রণপূর্বং ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকরণম্। মূলেন সপ্তবারমভিমন্ত্রণং প্রাণাদিমুদ্রাপ্রদর্শনং চ কার্যম্। অথ মূলমন্ত্রান্তে শ্রীমাতঙ্গীশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি বামকরতত্ত্বমুদ্রাসন্দষ্টদ্বিতীয়শকলগৃহীতক্ষীরবিন্দুসহসমর্পিতৈঃ দক্ষকরোপাত্তৈঃ কুসুমৈঃ দেবীং ত্রিসন্তর্প্য দেব্যা অগ্নীশাসুরবায়ব্যভাগেষু মৌলৌ প্রাগাদিদিক্ষু চ প্রাগুক্তষড়ঙ্গমন্ত্রান্তে ক্রমেণ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
৩ শিরসে স্বাহা শিরঃশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
৩ শিখায়ৈ বষট্ শিখাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
৩ কবচায় হুং কবচশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
৩ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥
৩ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

ইতি লয়াঙ্গত্বেন অঙ্গদেবতা আরাধ্য ॥

চক্রদেবীপূজা

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে ফুল দিয়ে পীঠপূজা ক'রে, বিন্দুর মধ্যে ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্রীমাতঙ্গীশ্বরীমূর্তয়ে নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ দেবীর ভাবনা করতে হবে এবং হৃদয়ে বক্ষ্যমাণরূপা দেবীর চিন্তা করতে হবে। এবার ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্রীমাতঙ্গীশ্বর্যৈ লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং কল্পয়ামি নমঃ এইরূপ মন্ত্রে গন্ধ থেকে তাম্বূলপর্যন্ত মানস উপচারের দ্বারা পূজা ক'রে তেজোরূপে পরিণতা দেবীকে ব্রহ্মরন্ধ্রপ্রাপ্তা করিয়ে বহননাসাপুটের দ্বারা বিনির্গতা করতে হবে এবং তখন কুসুমপূর্ণ অঞ্জলিতে তিনি সন্নিহিতা হবেন। এরপর ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি অমৃতচৈতন্যমাবাহয়ামি এই মন্ত্রে চক্রে ভাবিত মূর্তির মধ্যে তাঁকে আবাহন ক'রে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি আবাহিতা ভব ইত্যাদি বিহিত রীতি অনুসারে আবাহন সংস্থাপন সন্নিধাপন সন্নিরোধন সম্মুখীকরণ অবগুণ্ঠন ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান সেই সেই মুদ্রা প্রদর্শন ক'রে করার পর বন্দনমুদ্রা, ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে। তার প্রকার শ্রীক্রম থেকে জেনে নিতে হবে। তার পর ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্রীমাতঙ্গীশ্বর্যৈ

১। কোষগ্রন্থে সর্বত্র আপোহশান ইতি নপুংসকঃ শব্দঃ উপলব্ধঃ। "জলেন উপরিষ্টাদধস্তাচ্চাস্তরণরূপে অন্নাচ্ছাদন র্থে কর্মণি"—বাচস্পত্যম্

পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি প্রকারে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নান বস্ত্র গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নীরাজন ছত্র চামরযুগল দর্পণ নৈবেদ্য পানীয় ও তাম্বূল এই ষোড়শোপচারের ব্যবস্থা করতে হবে। নৈবেদ্যের অঙ্গরূপে পূর্ব ও পরবর্তী আপোশান,[1] করপ্রক্ষালন, গণ্ডূষ ও আচমনের জল দিয়ে তাম্বূল সমর্পণ করতে হবে। নৈবেদ্য প্রদানের জন্য ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্র-মণ্ডল বিহিত। মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করতে হবে। বং এই অমৃতবীজের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করতে হবে। মূলমন্ত্রের দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রণ এবং প্রাণাদিমুদ্রা প্রদর্শনও কর্তব্য। এর পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে শ্রীমাতঙ্গীশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ বামকররচিত তত্ত্বমুদ্রাসন্দষ্ট দ্বিতীয়পাত্র থেকে গৃহীত দুগ্ধবিন্দুর সহিত অর্পিত দক্ষিণকরধৃত পুষ্পের দ্বারা তিন বার দেবীর সন্তর্পণ ক'রে দেবীর অগ্নি ঈশান ও বায়ু কোণে শিরোভাগে ও পূর্বাদিদিকে পূর্বোক্ত ষড়ঙ্গমন্ত্রান্তে নিম্নোক্ত ক্রমে লয়াঙ্গস্থানুসারে অঙ্গদেবতার আরাধনা করতে হবে। যথা—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শিরসে স্বাহা শিরঃশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ[2]।

গুর্বোঘত্রয়পূজা

দেব্যাঃ পশ্চাৎ প্রাগপবর্গরেখাত্রয়ে দক্ষিণসংস্থাক্রমেণ গুর্বোঘত্রয়ং বরিবস্যেৎ। যথা—

দিব্যৌঘঃ

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পরপ্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, পরমেশানন্দ, পরশিবানন্দ, কামেশ্বর্যম্বাশ্রীপাদুকাং, মোক্ষানন্দ, কামানন্দ, অমৃতানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি দিব্যৌঘঃ।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঈশানানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, তৎপুরুষানন্দ, অঘোরানন্দ, বামদেবানন্দ, সদ্যোজাতানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি সিদ্ধৌঘঃ।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পক্ষোত্তরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, পরমানন্দ, সর্বজ্ঞানন্দ, সর্বানন্দ, সিদ্ধানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শঙ্করানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি মানবৌঘঃ।

১। অন্নপাত্রের উপরে ও নীচে যথামাত্র জল ছিটিয়ে আচ্ছাদন রচনা করাকে বলে আপোশান।

২। বাকী মন্ত্রগুলি মূলে যেমন। শুধু মূলের ● এই সংখ্যাস্থলে ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হবে।

গুরু-ওঘত্রয়পূজা

দেবীর পশ্চাৎরেখা, প্রাক্‌রেখা অর্থাৎ সম্মুখরেখা ও অপবর্গরেখা অর্থাৎ সমাপ্তিরেখা এই তিন রেখায় দক্ষিণসংস্থাক্রমে গুরু-ওঘত্রয়ের পূজা করতে হবে। যথা—

দিব্যৌঘ

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পরপ্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পরমেশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পরশিবানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ কামেশ্বর্যম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ মোক্ষানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ কামানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অমৃতানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই দিব্যৌঘ।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঈশানানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ তৎপুরুষানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অঘোরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ বামদেবানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সদ্যো-জাতানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই সিদ্ধৌঘ।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পক্ষোত্তরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পরমানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বজ্ঞানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সর্বানন্দনাথ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সিদ্ধানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ গোবিন্দানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শঙ্করানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই মানবৌঘ।

আবরণার্চনম্

ত্র্যস্রে দেব্যগ্রকোণাদিপ্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ রতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, প্রীতি, মনোভব-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি প্রথমাবরণম্।

পঞ্চারস্যারাণাং মূলেষু প্রাগ্বৎ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ দ্রাঁ দ্রাবণ[1]-বাণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, দ্রীঁ[2] শোষণবাণ, ক্লীঁ বন্ধনবাণ, ব্লূঁ মোহনবাণ, সঃ উন্মাদনবাণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ।

পঞ্চারস্যারাণামগ্রেষু চ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হ্রীঁ কামরাজশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ক্লীঁ মন্মথ, ঐঁ কন্দর্প, ব্লূঁ মকরকেতন, স্ত্রীঁ মনোভবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥ ইতি দ্বিতীয়াবরণম্ ॥

অষ্টদলস্য দলানাং মূলেষু পূর্ববৎ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ব্রাহ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঈং মাহেশ্বরী, ঊং কৌমারী, ঋৃং বৈষ্ণবী ঌং বারাহী, ঐং মাহেন্দ্রী, ঔং চামুণ্ডা, অঃ চণ্ডিকা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

অষ্টদলস্য দলানাং অগ্রেষু চ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ লক্ষ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, কীর্তি, শান্তি, পুষ্টি, তুষ্টিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥ ইতি তৃতীয়াবরণম্ ॥

ষোড়শদলে প্রাগ্বৎ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ বামাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, শান্তি, শ্রদ্ধা, সরস্বতী, ক্রিয়াশক্তি, লক্ষ্মী, সৃষ্টি, মোহিনী, প্রমথিনী, আশ্বাসিনী, বীচি, বিদ্যুন্মালিনী, সুরানন্দা, নাগবুদ্ধিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥ চতুর্থাবরণম্ ॥

দ্বিতীয়াষ্টদলে প্রাগ্বৎ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অং অসিতাঙ্গভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ইং রুরু, উং চণ্ড, ঋং ক্রোধ, ঌং উন্মত্ত, এং কপালি[3], ওং ভীষণ, অং সংহারভৈরব-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥ ইতি পঞ্চমাবরণম্ ॥

চতুর্দলে প্রাগ্বৎ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ মাতঙ্গীশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সিদ্ধলক্ষ্মী, মহামাতঙ্গী, মহাসিদ্ধলক্ষ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥ ইতি ষষ্ঠাবরণম্ ॥

১। বাণায় শ্রী ইত্যত্র সর্বপর্যায়েষু ইতি উপলভ্যতে পুস্তকান্তরে ।

২। ক্লীঁ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।

৩। কপাল ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে ।

চতুরশ্রস্যান্তরাগ্নেয়াদিকোণেষু ক্রমেণ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ গং গণপতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, দুং দুর্গা, বং বটুক, ক্ষং ক্ষেত্রপালশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

দেব্যগ্রাদিদ্বারেষু প্রাগাদ্যাষেকাদশসু দিক্ষু চ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সাং সরস্বত্যৈ নমঃ ইত্যাদি ঐং বাস্তুপতয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ইত্যন্তৈঃ মন্ত্রৈঃ প্রাগুক্তৈঃ বাস্তুপতিপর্যন্তদেবতাঃ সমভ্যর্চ্য, পূর্বরেখায়াং চ—

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হংসমূর্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, পরপ্রকাশ, পূর্ণ, নিত্য, করুণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইতি সম্প্রদায়গুরূংশ্চ পূজয়েৎ ॥ ইতি সপ্তমাবরণম্ ॥

সর্বা অপ্যাবরণদেবতাঃ দেব্যা অভিমুখাসীনাঃ স্বয়ং তত্তদভিমুখঃ পূজয়ামীতি ভাবয়েৎ ॥

আবরণপূজা

ত্রিকোণে দেবীর অগ্রকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ রতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ প্রীতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ মনোভবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই প্রথমাবরণ।

পঞ্চারের কোণমূলে পূর্ববৎ—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ দ্রাঁ দ্রাবণবাণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, দ্রীঁ শোষণবাণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ক্লীঁ বন্ধনবাণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ব্লূঁ মোহনবাণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সঃ উন্মাদনবাণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

পঞ্চারের কোণাগ্রে—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হ্রীঁ কামরাজশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ক্লীঁ মন্মথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ সৌঃ ঐঁ কন্দর্পশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ব্লূঁ মকরকেতনশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ মনোভবশ্রীপাদুকং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই দ্বিতীয়াবরণ।

অষ্টদলের দলমূলে পূর্বের মতো—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ আং ব্রাহ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঈং মাহেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঊং কৌমারীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঋং বৈষ্ণবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ৯ং বারাহীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐং মাহেন্দ্রীশ্রীপাদুকাং

পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ ঔং চামুণ্ডাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ অঃ চণ্ডিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

অষ্টদলের দলাগ্রে—ঐং ক্লীং সৌঃ লক্ষ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ সরস্বতীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ রতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ প্রীতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ কীর্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ শান্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ পুষ্টিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ তুষ্টিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই তৃতীয়াবরণ।

ষোড়শদলে পূর্ববৎ—ঐং ক্লীং সৌঃ বামাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ জ্যেষ্ঠাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ রৌদ্রীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ শান্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ শ্রদ্ধাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ সরস্বতীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ ক্রিয়াশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ লক্ষ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ সৃষ্টিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ মোহিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ প্রমথিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ আশ্বাসিনী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ বীচিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ বিদ্যুন্মালিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ সুরানন্দাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ নাগবুদ্ধিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই চতুর্থাবরণ।

দ্বিতীয় অষ্টদলে পূর্ববৎ—ঐং ক্লীং সৌঃ অং অসিতাঙ্গভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ ইং রুরুভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ উং চণ্ডভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ ঋং ক্রোধভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ ৯ং উন্মত্তভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ এং কপালিভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ ওং ভীষণভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐং ক্লীং সৌঃ অং সংহার-ভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই পঞ্চম আবরণ।

চতুর্দলে পূর্ববৎ—ঐং ক্লীং সৌঃ মাতঙ্গীশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি

নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সিদ্ধলক্ষ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লী সৌঃ মহামাতঙ্গীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ মহাসিদ্ধলক্ষ্মীশ্রী-পাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই ষষ্ঠ আবরণ।

চতুরস্রের ভিতরের আগ্নেয়াদিকোণক্রমে—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ গং গণপতিশ্রী-পাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ দুং দুর্গাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ বং বটুকশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ক্ষং ক্ষেত্রপালশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

দেবীর অগ্রাদি দ্বারে পূর্ব-আদি একাদশ দিকে—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ সাং সরস্বত্যৈ নমঃ এই পূর্বোক্ত মন্ত্র দিয়ে আরম্ভ ক'রে ঐং বাস্তুপতয়ে ব্রহ্মণে নমঃ এই পূর্বোক্ত মন্ত্রে শেষ ক'রে বাস্তুপতিপর্যন্ত দেবতাদের পূজা ক'রে, পূর্বরেখায়—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হংসমূর্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পরপ্রকাশশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ পূর্ণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ নিত্যশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ করুণশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই ভাবে সম্প্রদায়গুরুদের পূজা করতে হবে। এই সপ্তম আবরণ।

সব আবরণদেবতাই দেবীর অভিমুখী হয়ে আসীন এইরূপ ভাবতে হবে আর সাধককে সেই সেই দেবতার অভিমুখী হয়ে পূজা করছি এরূপ ভাবতে হবে।

গুরুপাদুকাপূজা

অথ স্বশিরসি ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গ্লৌঁ হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র য্রীঁ হ্‌সৌঁ স্হৌঃ শ্রীশিবাদিগুরুশ্রীপাদুকাঃ পূজয়ামীতি সামান্যপাদুকয়া শিবাদিগুরূন্‌, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র য্রীঁ হ্‌সৌঁ স্হৌঃ অমুকাম্বাসহিতামুকানন্দ-নাথশ্রীগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি চ স্বগুরুমভ্যর্চ্য ॥

গুরুপাদুকাপূজা

নিজের শিরে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গ্লৌঁ হ্‌স্‌খ্‌ফ্রে হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র য্রীঁ হ্‌সৌঁ স্হৌঃ শ্রীশিবাদিগুরুশ্রীপাদুকাঃ পূজয়ামি এই সাধারণ পাদুকামন্ত্রে শিবাদিগুরুর পূজা করতে হবে। তার পর ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হ্‌স্‌খ্‌ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যূঁ স হ ক্ষ ম ল ব র য্রীঁ হ্‌সৌঁ স্হৌঃ অমুকাম্বা-(এখানে গুরুপত্নীর নাম করতে হবে) সহিতামুকানন্দনাথ-

(এখানে স্বগুরুর নাম করতে হবে) শ্রীগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই মন্ত্রে স্বগুরুর পূজা করতে হবে।

দেব্যাঃ পুনঃ পূজা

পুনর্দেবীং ত্রিঃ সন্তর্প্য প্রাগ্বৎ ষোড়শধা চোপচরেৎ।

দেবীর পুনরায় পূজা

পুনরায় দেবীর তিনবার তর্পণ ক'রে তাঁকে পূর্ববৎ ষোড়শোপচার অর্পণ করতে হবে।

বলিদানম্

ততঃ শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ হোমং কৃত্বা কারয়িত্বা বা (অকৃত্বা বা ইতি পাঠান্তরম্) শুদ্ধজলেন ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলত্রয়ং বিধায় ঐঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নম ইতি পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্য অর্ধান্নসলিলপূর্ণং সক্ষীরোপাদিমমধ্যমং সগন্ধকুসুমং সাধারং পাত্রং নিধায় ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ হুং ফট্ স্বাহা, ঐঁ ক্লী সৌঃ শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি শরণাগতং মাং ত্রাহি হুং ফট্ স্বাহা, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ক্ষেত্রপালনাথ ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ হুং ফট্ স্বাহা,—ইতি মন্ত্রান্ ক্রমেণ পঠন্ দেব্যা দক্ষিণভাগে বলিত্রয়ং প্রদায় তত্ত্বমুদ্রাস্পৃষ্টং ক্ষীরং বল্যুপরি নিষিচ্য, বামপার্ষ্ণিঘাতকরাস্ফোটান্ কুর্বাণঃ সমুদঞ্চিতবক্ত্রো নারাচমুদ্রয়া বলিং ভূতৈঃ গ্রাহয়িত্বা, পাণী প্রক্ষাল্য দেব্যৈ প্রদক্ষিণনতীঃ বিধায় পুষ্পাঞ্জলিং সমর্প্য জপেৎ॥

বলিদান

তারপর শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে হোম ক'রে বা অন্যকে দিয়ে করিয়ে (অথবা না ক'রে—এই পাঠান্তর) কলশস্থ শুদ্ধ জল দিয়ে ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্র-মণ্ডল এই তিন মণ্ডল রচনা করতঃ ঐঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে পুষ্পের দ্বারা মণ্ডলের পূজা করতে হবে। তার পর অর্ধান্নসলিলপূর্ণ ক্ষীর অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রব্যের সহিত সগন্ধপুষ্পপূর্ব পাত্র আধারের উপর স্থাপন ক'রে ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ হুং ফট্ স্বাহা, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি শরণাগতং মাং ত্রাহি ত্রাহি হুং ফট্ স্বাহা, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ক্ষেত্রপালনাথ ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ হুং ফট্ স্বাহা এই তিনটি মন্ত্র যথাক্রমে উচ্চারণ করে দেবীর দক্ষিণভাগে বলিত্রয় প্রদান করতে হবে। এবার তত্ত্বমুদ্রাস্পৃষ্ট দুগ্ধ বলির উপর সিঞ্চন ক'রে বামপার্ষ্ণিঘাত ও করাস্ফোট করতঃ মুখ উঁচু ক'রে নারাচমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ ভূতগণের দ্বারা বলি গ্রহণ

করিয়ে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করতে হবে। তার পর দেবীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম ক'রে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ ক'রে জপ করতে হবে।

মাতঙ্গীশ্বরীমন্ত্রজপঃ

যথা—অস্য শ্রীমাতঙ্গীশ্বরীমহামন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্ত্যৃষয়ে নমঃ—শিরসি। গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ—মুখে। শ্রীমাতঙ্গীশ্বরীদেবতায়ৈ নমঃ—হৃদয়ে। ঐঁ বীজায় নমঃ—গুহ্যে। সৌঃ শক্তয়ে নমঃ—পাদয়োঃ। ক্লীঁ কীলকায় নমঃ—নাভৌ। মম অভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগায় নমঃ—ইতি করসম্পুটে ন্যস্য মূলেন ত্রির্ব্যাপকং কৃত্বা ন্যাসোক্তৈরঙ্গমন্ত্রৈঃ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যানম্—

মাতঙ্গীং ভূষিতাঙ্গীং মধুমদমুদিতাং নীপমালাঢ্যবেণীং
সদ্‌বীণাং শোণচেলাং মৃগমদতিলকামিন্দুরেখাঽবতংসাম্।
কর্ণোদ্যচ্ছঙ্খপত্রাং স্মিতমধুরদৃশা সাধকস্যেষ্টদাত্রীং
ধ্যায়েদ্দেবীং শুকাভাং শুকমখিলকলারূপমস্যাশ্চ পার্শ্বে॥

ইতি ধ্যাত্বা মনসা পঞ্চধোপচর্য পুরশ্চরণে বক্ষ্যমাণপূর্বোত্তরাঙ্গমন্ত্রসহিতং মূলং শ্রীক্রমোক্তেন বিধিনা যথাশক্তি জপ্‌ত্বা পুনঃ ন্যাসাদি বিধায়

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্ময়ি স্থিরা॥

ইতি দেব্যা বামহস্তে সামান্যার্ঘ্যসলিলেন জপং সমর্প্য স্তুবীত॥

মাতঙ্গীশ্বরীমন্ত্রজপ

যথা—অস্য শ্রীমাতঙ্গীশ্বরীমহামন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্তিঋষয়ে নমঃ—এই মন্ত্রে শিরে; গায়ত্রীছন্দসে নমঃ—এই মন্ত্রে মুখে; শ্রীমাতঙ্গীশ্বরীদেবতায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে হৃদয়ে, ঐঁ বীজায় নমঃ—এই মন্ত্রে গুহ্যে; সৌঃ শক্তয়ে নমঃ—এই মন্ত্রে পদদ্বয়ে, ক্লীঁ কীলকায় নমঃ—এই মন্ত্রে নাভিতে, মম অভীষ্ট-সিদ্ধয়ে বিনিয়োগায় নমঃ—এই মন্ত্রে করসম্পুটে ন্যাস ক'রে মূলমন্ত্রে তিনটি ব্যাপকন্যাস করতঃ ন্যাসোক্ত অঙ্গমন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস ক'রে ধ্যান করতে হবে।

ধ্যান, যথা—অলঙ্কৃতদেহা, মধুমদহর্ষাবিষ্টা, নীপমালাশোভিতবেণী, বীণাহস্তা, রক্তবসনা, মৃগমদরচিততিলকযুক্তা, চন্দ্রকলাশেখরা, শঙ্খনির্মিত-পত্রশোভিতকর্ণা, স্মিত মধুর দৃষ্টি দ্বারা সাধকের অভীষ্টদাত্রী, শুকাভা, দেবী মাতঙ্গী এবং তাঁর পাশে অখিলকলারূপ শুক অবস্থিত—এইরূপ ধ্যান করতে হবে।

মাতঙ্গীস্তুতিঃ

যথা—

মাতঙ্গি মাতরীশে মধুমদমথনারাধিতে মহামায়ে।
মোহিনি মোহপ্রমথিনি মন্মথমথনপ্রিয়ে নমস্তেঽস্তু ॥

স্তুতিষু তব দেবি বিধিরপি পিহিতমতির্ভবতি বিহিতমতিঃ।
তদপি তু ভক্তির্মামপি ভবতীং স্তোতুং বিলোভয়তি ॥

যতিজনহৃদয়নিবাসে বাসববরদে বরাঙ্গি-মাতঙ্গি।
বীণাবাদবিনোদিনি নারদগীতে নমো দেবি ॥

দেবি প্রসীদ সুন্দরি পীনস্তনি কম্বুকণ্ঠি ঘনকেশি।
মাতঙ্গি বিদ্রুমোষ্ঠি স্মিতমুগ্ধাক্ষ্যম্বু-মৌক্তিকাভরণে ॥

ভরণে ত্রিবিষ্টপস্য প্রভবসি তত এব ভৈরবী ত্বমসি।
ত্বদ্‌ভক্তিলব্ধবিভবো ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি ভুবনপতিঃ ॥

পতিতঃ কৃপণো মূকোঽপ্যম্ব ভবত্যাঃ প্রসাদলেশেন।
পূজ্যঃ সুভগো বাগ্মী ভবতি জড়শ্চাপি সর্বজ্ঞঃ ॥

জ্ঞানাত্মিকে জগন্ময়ি নিরঞ্জনে নিত্যশুদ্ধপদে।
নির্বাণরূপিণি শিবে ত্রিপুরে শরণং প্রপন্নস্ত্বাম্ ॥

ত্বাং মনসি ক্ষণমপি যো ধ্যায়তি মুক্তামণীবৃতাং শ্যামাম্।
তস্য জগৎত্রিতয়েঽস্মিন্ কাস্তা ননু যাঃ স্ত্রিয়োঽসাধ্যাঃ ॥

সাধ্যাক্ষরেণ গর্ভিতপঞ্চনবত্যক্ষরাঙ্কিতে মাতঃ।
ভগবতি মাতঙ্গীশ্বরি নমোঽস্তু তুভ্যং মহাদেবি ॥

বিদ্যাধরসুরকিন্নরগুহ্যকগন্ধর্বযক্ষসিদ্ধবরৈঃ।
আরাধিতে নমস্তে প্রসীদ কৃপয়ৈব মাতঙ্গি ॥

বীণাবাদনবেলানর্তদলাবুস্থগিতবামকুচম্।
শ্যামলকোমলগাত্রং পাটলনয়নং স্মরামি মহঃ ॥

অবটুতটঘটিতচূলীতাড়িততালীপলাশতাটঙ্কাম্।
বীণাবাদনবেলাকম্পিতশিরসং নমামি মাতঙ্গীম্ ॥

মাতা মরকতশ্যামা মাতঙ্গী মদশালিনী।
কটাক্ষয়তু কল্যাণী কদম্ববনবাসিনী ॥

বামে বিস্তৃতিশালিনি স্তনতটে বিন্যস্তবীণামুখং
তন্ত্রীং তারবিরাবিণীমসকলৈরাস্ফালয়ন্তী নখৈঃ।
অর্ধোন্মীলদপাঙ্গমংসবলিতগ্রীবং মুখং বিভ্রতী
মায়া কাচন মোহিনী বিজয়তে মাতঙ্গকন্যাময়ী ॥
বীণাবাদ্যবিনোদগীত[১]নিরতাং লীলাশুকোল্লাসিনীং
বিম্বোষ্ঠীং নবযাবকার্দ্রচরণামাকীর্ণকেশালিকাম্[২]।
হৃদ্যাঙ্গীং সিতশঙ্খকুণ্ডলধরাং শৃঙ্গারবেষোজ্জ্বলাং
মাতঙ্গীং প্রণতোঽস্মি সুস্মিতমুখীং দেবীং শুকশ্যামলাম্ ॥
ন্যস্তং কেসরদামভিঃ বলয়িতং ধম্মিল্লমাবিভ্রতী
তালীপত্রপুটান্তরেষু ঘটিতৈস্তাটঙ্কিনী মৌক্তিকৈঃ।
মূলে কল্পতরোর্মহামণিময়ে সিংহাসনে মোহিনী
কাচিৎ গায়নদেবতা বিজয়তে বীণাবতী বাসনা ॥
বেণীমূলবিরাজিতেন্দুশকলাং বীণানিনাদপ্রিয়াং
ক্ষোণীপালসুরেন্দ্রপন্নগবরৈরারাধিতাঙ্‌ঘ্রিদ্বয়াম্।
এণীচঞ্চললোচনাং সুবসনাং বাণীং পুরাণোজ্জ্বলাং
শ্রোণীভারভরালসামনিমিষাং [যঃ] পশ্যামি বিশ্বেশ্বরীম্ ॥
মাতঙ্গীস্তুতিরিয়মন্বহং প্রজপ্তা
জন্তূনাং বিতরতি কৌশলং ক্রিয়াসু।
বাগ্মিত্বং প্রিয়মধিকাং চ গানশক্তিং
সৌভাগ্যং নৃপতিভিরর্চনীয়তাং চ ॥
ইতি মন্ত্রকোশে তৃতীয়পটলীয়ো মাতঙ্গীস্তবঃ সম্পূর্ণঃ ॥

মাতঙ্গীস্তুতি

মা মাতঙ্গী, ঈশ্বরী, মধুদৈত্যের মদনাশক অর্থাৎ বিষ্ণুর দ্বারা আরাধিতা, মহামায়া, মোহিনী, মোহনাশিনী, মন্মথমথন অর্থাৎ শিবের প্রিয়া, তোমাকে নমস্কার। তোমার স্তবে সমাহিতমতি বিধাতাও আচ্ছন্নমতি হয়ে যান। তা হলেও তোমার প্রতি ভক্তি আমাকেও তোমার স্তব করতে প্রলুব্ধ করেছে। ভক্তিজনহৃদয়নিবাসিনী, বাসবকে বরদাত্রী, বরাঙ্গী, বীণাবাদনবিনোদিনী, নারদস্তুতা, দেবী মাতঙ্গী, তোমাকে নমস্কার। সুন্দরী, পীনস্তনী, কম্বুকণ্ঠী,

১। নৈক ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। বলিম্ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

ঘনকেশী, প্রবালোষ্ঠী, স্মিতমুখাক্ষী, মুক্তাভরণা, দেবী মাতঙ্গী, প্রসন্ন হও। স্বর্গের ভরণে অর্থাৎ পালনে তুমি সক্ষম এই জন্য তুমি ভৈরবী। তোমার প্রতি ভক্তি দ্বারা লব্ধবিভব ক্ষুদ্র ব্যক্তিও ভুবনপতি হয়। তোমার প্রতি ভক্তির প্রসাদকণা দ্বারা পতিত দীন মূক, পূজ্য সৌভাগ্যবান্ বাগ্মী হয়, জড়বুদ্ধিও সর্বজ্ঞ হয়। জ্ঞানাত্মিকা জগন্ময়ী, নিরঞ্জনা, নিত্যশুদ্ধাস্পদা, নির্বাণরূপিণী, শিবা ত্রিপুরা, আমি তোমার শরণাপন্ন। মুক্তা-মণি-বৃতা শ্যামা তোমাকে যে মনে মনে ক্ষণকালের জন্য ধ্যান করে ত্রিজগতে এমন নারী কারা আছে যারা তার অপ্রাপ্যা। সাধ্যাক্ষরগর্ভিত পঞ্চনবতিবর্ণবিশিষ্ট মন্ত্ররূপিণী মা ভগবতী মহাদেবী মাতঙ্গীশ্বরী, তোমাকে নমস্কার। বিদ্যাধর সুর কিন্নর গুহ্যক গন্ধর্ব যক্ষ ও সিদ্ধশ্রেষ্ঠদের দ্বারা আরাধিত মাতঙ্গী, তোমাকে নমস্কার; কৃপা করে প্রসন্ন হও। বীণাবাদনকালে আন্দোলিত বীণার অলাবু দ্বারা আচ্ছাদিত-বামস্তনী শ্যামলকোমলদেহা পাটলনয়না তেজোরূপিণী তোমাকে স্মরণ করি। বীণাবাদনকালে যিনি মস্তক আন্দোলন করেন, তার ফলে যাঁর শিরোভূষণ গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে আপতিত হয় এবং তালপত্র ও পলাশের কর্ণভূষণ আস্ফালন করে, সেই মাতঙ্গীকে নমস্কার। মরকতশ্যামা মদশালিনী কল্যাণী কদম্ববন-বাসিনী মাতা মাতঙ্গী কৃপাকটাক্ষ করুন। বামে বিস্তৃতিবিশাল স্তনতটে বিন্যস্তবীণামুখ উত্তমরবকারী বীণা যিনি নখ দিয়ে বাদন করেন, যাঁর অপাঙ্গ অর্ধোন্মীলিত, গ্রীবা স্কন্ধবলিত অবস্থায় যাঁর মুখ শোভা পাচ্ছে, সেই মাতঙ্গকন্যাময়ী এক মোহিনী মায়া বিজয়িনী হন। বীণাবাদনবিনোদগীত-নিরতা লীলাশুকোল্লাসিনী, বিম্বোষ্ঠী, নব-অলক্তসিক্তচরণা, আলুলায়িতকেশা, মনোহরবপু, শুভ্রশঙ্খকুণ্ডলা, শৃঙ্গারবেশোজ্জ্বলা, স্মিতমুখী, শুকশ্যামলা দেবী মাতঙ্গীকে প্রণাম করি। যাঁর শিথিল কবরীতে বকুলফুলের মালা জড়ানো, তালপত্রপুটান্তরে মুক্তানির্মিত কর্ণভূষণধারিণী যিনি, কল্পতরুর মূলে মণিময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা বীণাধারিণী মোহিনী এই ভাবনা যাঁর সম্পর্কে বিহিত, এমনি এক গীতদেবী বিজয়িনী হন। যাঁর বেণীমূলে চন্দ্রকলা বিরাজমান, যিনি বীণাবাদনপ্রিয়া, ভূপতি সুরেন্দ্র পন্নগশ্রেষ্ঠ এঁদের দ্বারা যাঁর চরণদ্বয় পূজিত, যিনি হরিণচঞ্চললোচনা, সুবসনা চিরস্তনোজ্জ্বলা, শ্রোণীভারভরে মন্থরা, নিমেষহীনা, সেই বিশ্বেশ্বরী বাণীকে দর্শন করি। প্রতিদিন এই মাতঙ্গীস্তব করলে তার ফলে মানুষের যোগসাধন হয়, বাগ্মিতা, অধিক শ্রী, গীতশক্তি ও সৌভাগ্য লাভ হয় এবং তাঁরা নৃপতির দ্বারা পূজিত হন।

মন্ত্রকোশের তৃতীয়পটলে বিবৃত মাতঙ্গীস্তব সমাপ্ত হল।

সুবাসিনীপূজাঽঽদি শেষকৃত্যম্

অথ শ্যামলাং শক্তিমাহূয় শ্রীক্রমোক্তক্রমেণ পঞ্চমবর্জং তামুপচর্য তচ্ছেষমুররীকৃত্য হবিঃপ্রতিপত্ত্যাদিক্রমশেষং সমাপয়েৎ। হবিঃপ্রতিপত্তৌ মূলেন সর্বেণ তত্ত্বত্রয়শোধনং বিশেষঃ।

সুবাসিনীপূজাদি অবশিষ্ট কৃত্য

অতঃপর শ্যামলা শক্তিকে আহ্বান ক'রে এনে পঞ্চম মকার বাদ দিয়ে অন্য চার মকারের দ্বারা তার সম্বর্ধনা করতে হবে। তারপর শক্তিকে প্রদত্ত মদ্যাদির অবশেষ আত্মসাৎ ক'রে হবিঃপ্রতিপত্তি ইত্যাদি ক্রমাবশিষ্ট কৃত্য সমাপন করতে হবে। হবিঃপ্রতিপত্তির ব্যাপারে সমস্ত মূলমন্ত্রের দ্বারা তত্ত্বত্রয় শোধন করতে হবে, এই হল বিশেষ বিধি।

শ্যামোপাসকনিয়মাঃ

এতদুপাসকস্যাবশ্যানুষ্ঠেয়াঃ নিয়মাঃ যথা—কদম্বতরুং ন ছিন্দ্যাৎ। বাচা কালীতি পদং[1] নোচ্চারয়েৎ। বীণাবেণুবাদননর্তনগাথা[2]গোষ্ঠীষু প্রবর্তমানাসু পরাঙ্মুখো ন ভবেৎ। গায়কান্ ন নিন্দ্যাৎ ইতি।

শ্যামাপূজকদের পালনীয় নিয়ম

কদমগাছ কাটবে না। বাক্যে কালী এই পদ উচ্চারণ করবে না। বীণা ও বাঁশী বাজনা, নাচ ও গানে প্রবৃত্ত দলের প্রতি পরাঙ্মুখ হবে না। গায়কদের নিন্দা করবে না।

পুরশ্চরণসঙ্কল্পঃ

এবং নিত্যসপর্যাং নির্বর্তয়ন্ পুরশ্চরণমাচরেৎ। তচ্চ জপহোমতর্পণব্রাহ্মণভোজনাখ্যাঙ্গচতুষ্টয়সমষ্টিরূপম্। তৎপ্রকারস্তু—দীক্ষাপ্রকরণোক্তকালে শ্রীগুর্বনুজ্ঞাতো ব্রাহ্মণৈঃ স্বস্তি বাচয়িত্বা আচম্য প্রাণানায়ম্য অমুকশর্মবর্মাদিরহং শ্যামামন্ত্রসিদ্ধিকামো লক্ষসঙ্খ্যাকং জপং, প্রকৃতে কলিযুগত্বাৎ তচ্চতুর্গুণিতং,

---

১। কমলিনীপদং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। আমাদের আদর্শ মুদ্রিত গ্রন্থে 'গাথা' পাঠ নিঃসন্দেহ মুদ্রাকরপ্রমাদের ফল। কারণ, এখানে গাথা অর্থহীন আর তা ছাড়া মূলে পরশুরাম কল্পসূত্রে (৬।৩৮) 'গাথা' পাঠ রয়েছে।

তদ্দশাংশ-হবন-তদ্দশাংশ-তর্পণ-তদ্দশাংশ-ব্রাহ্মণ[1]ভোজনানি চ করিষ্যে ইতি সঙ্কল্পয়েৎ। এবং তত্তন্মন্ত্রেষু তত্র তত্র প্রোক্তজপসঙ্খ্যাঽঽদিসঙ্কল্পো[2] জ্ঞেয়ঃ॥

পুরশ্চরণের সঙ্কল্প

এই প্রকারে নিত্যপূজা সমাপন ক'রে পুরশ্চরণ করতে হবে। জপ হোম তর্পণ ও ব্রাহ্মণভোজন নামক অঙ্গচতুষ্টয়ের সমষ্টিরূপ হল পুরশ্চরণ। তার প্রকার দীক্ষাপ্রকরণোক্ত কালে গুরুর কাছে জেনে নিতে হয়। ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে আচমন ক'রে প্রাণায়াম করতঃ অমুক শর্মা বা বর্মা ইত্যাদি আমি শ্যামামন্ত্রসিদ্ধি অভিলাষী হয়ে লক্ষসংখ্যক, প্রকৃত প্রস্তাবে কলিযুগ বলে তার চতুর্গুণিত, জপ, জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ এবং তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন এইরূপ অনুষ্ঠান করব, এই সঙ্কল্প করতে হবে। এই ভাবে, যে যে মন্ত্র সেই সেই মন্ত্র সম্পর্কে বিহিত জপ-সংখ্যাদি সঙ্কল্প করতে হয়, এটি জানা দরকার।

মন্ত্রজপঃ

অথ সতি সম্ভবে তন্ত্রান্তরদৃষ্টেন বিধিনা গ্রামাৎ বহিঃ ক্রোশে নগরাচ্চ ক্রোশদ্বয়ে ক্ষেত্রং পরিগৃহ্লীয়াৎ। অথবা সমুদ্রমহানদীতীরয়োঃ পশ্চিমাভিমুখ-বৃষশূন্যশিবায়তনয়োঃ বিষ্ণুগৃহপুণ্যক্ষেত্রতীর্থারণ্যপর্বতশিখরাশ্বত্থবিল্বমূলবিবিক্ত-নিজগৃহগোষ্ঠানাং শ্রীগুরুস্বেষ্টদেবতাসন্নিধ্যোশ্চান্যতমং দেশমাসাদ্য দীপস্থান-বিন্যস্তে ব্যাঘ্রচর্মমৃগাজিনচিত্রকম্বলকুশকটরক্তপটপট্টবসনোর্ণাবস্ত্রাদ্যন্যতমে আসনে উপবিশ্য বিঘ্নানুৎসার্য প্রাণানায়ম্য সঙ্কল্প্য বক্ষ্যমাণলক্ষণয়া অক্ষমালয়া বক্ষ্যমাণসংস্কারয়া রুদ্রাক্ষাদ্যন্যতময়া বা মালয়া পূর্বাঙ্গমন্ত্রপূর্বকং প্রত্যহং সহস্রসঙ্খ্যাকং মূলমন্ত্রং তদ্দশাংশান্ উত্তরাঙ্গমন্ত্রাংশ্চ জপ্ত্বা পুনর্ন্যাসাদিকং কৃত্বা। পূর্বাঙ্গমন্ত্রো যথা—

হসন্তি হসিতালাপে মাতঙ্গিপরিচারিকে। মম ভয়বিঘ্ননাশং কুরু ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুং ফট্ স্বাহা॥ ইতি॥

মূলমন্ত্রশ্চ—ন্যাসোক্তসপ্তদশখণ্ডসমষ্টিরূপঃ॥

১। ভোজনতদ্দশাংশমার্জনানি চ করিষ্যে ইতি সঙ্কল্পয়েৎ। জপসংখ্যা ১০০০০০, তদ্দশাংশ হোমসংখ্যা ১০০০০, তদ্দশাংশ তর্পণসংখ্যা ১০০০, তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণভোজনসংখ্যা ১০০, তদ্দশাংশমার্জনসংখ্যা ১০॥ এবং—ইতি পুস্তকান্তরযুক্তঃ।

২। সংখ্যাঽঽদিকল্পো ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

উত্তরাঙ্গমন্ত্রাস্ত—ঐঁ নমঃ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি মাতঙ্গি (হুং ফট্ স্বাহা ইতি পাঠান্তরম্) সর্ববশঙ্করি স্বাহা—ইতি শ্যামাঙ্গং লঘুশ্যামা ॥

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ বদ বদ বাগ্‌বাদিনি স্বাহা—ইতি তদুপাঙ্গং বাগ্‌বাদিনী ॥

ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তৈঃ পরিবৃতা পবিঃ।

সর্বস্যৈ বাচ ঈশানা চারু মামিহ বাদয়েৎ ॥

ইতি তৎপ্রত্যঙ্গং নকুলী ॥

মন্ত্রজপ

সম্ভবপর হলে গ্রামের বাইরে এক ক্রোশ দূরে এবং নগর থেকে দুই ক্রোশ দূরে স্থান গ্রহণ করতে হবে। অথবা সমুদ্র কিংবা কোন মহানদীর তীরে বৃষশূন্য পশ্চিমমুখী শিবালয়ের, বিষ্ণুমন্দির পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ অরণ্য পর্বতশিখর অশ্বত্থমূল বিল্বমূল নিভৃতস্বগৃহ গোষ্ঠ এর কোনো একটির এবং গুরু ও স্বীয় ইষ্টদেবতার সন্নিধিতে স্থান গ্রহণ করতে হবে। দীপস্থানবিন্যস্ত সেই স্থানে ব্যাঘ্রচর্ম মৃগাজিন বিবিধবর্ণকম্বল কুশ কট (তৃণবিশেষ) পট্টবস্ত্র উর্ণাবস্ত্র এর যে-কোনো একটির আসনে উপবেশন করতঃ প্রাণায়াম করতে হবে। তারপর সঙ্কল্প ক'রে বক্ষ্যমাণলক্ষণ অক্ষমালা অথবা বক্ষ্যমাণসংস্কারকৃত রুদ্রাক্ষাদি কোনো মালা দ্বারা জপপূর্বাঙ্গ মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে প্রত্যহ মূলমন্ত্রের সহস্রসংখ্যক জপ এবং তার দশাংশ জপের উত্তরাঙ্গ মন্ত্র জপ করতঃ পুনরায় ন্যাসাদি করতে হবে।

পূর্বাঙ্গমন্ত্র যথা—হসন্তি হসিতালাপে ইত্যাদি (যেমন মূলে)। এটিকে হসন্তীবিদ্যা বলা হয়।

মূলমন্ত্র—ন্যাসোক্ত সপ্তদশ খণ্ডের সমষ্টিরূপ[১]।

উত্তরাঙ্গমন্ত্র—ঐঁ নমঃ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি মাতঙ্গি (পাঠান্তর—হুং ফট্ স্বাহা) সর্ববশঙ্করি স্বাহা—এটি শ্যামাঙ্গমন্ত্র লঘুশ্যামা।

ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ বদ বদ বাগ্‌বাদিনি স্বাহা—এটি শ্যামার উপাঙ্গ বাগ্‌বাদিনী বিদ্যা।

ওঁ ওষ্ঠাপিধানা ইত্যাদি (মূলে যেমন)। এটি শ্যামার প্রত্যঙ্গবিদ্যা নকুলী।

১। ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। ওঁ নমঃ। ভগবতি। শ্রীমাতঙ্গীশ্বরি। সর্বজনমনোহরি। সর্বমুখরঞ্জিনি। ক্লীঁ। হ্রীঁ। শ্রী। সর্বরাজবশঙ্করি। সর্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি। সর্বদুষ্টমৃগবশঙ্করি। সর্বসত্ত্ববশঙ্করি। সর্বলোকবশঙ্করি। অমুকং মে বশমানয়। স্বাহা। সৌঃ ক্লীঁ ঐঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ।

জপকালঃ

অয়ং চ জপো অপরাহ্ণে কর্তব্যঃ, অপরাহ্ণে শ্যামেতি সূত্রেণ অপরাহ্ণস্য পূজাকালত্ববিধানাৎ। অন্যে ত্বামধ্যন্দিনমেব। দেশোপপ্লবাদিসম্ভাবনায়ামা-সায়াহ্নমপীতি স্থিতিঃ॥

জপকাল

শ্যামামন্ত্রের জপ অপরাহ্ণে কর্তব্য। কেন না 'অপরাহ্ণে শ্যামা' (পরশুরাম কল্পসূত্র ১০।৫৫) এই সূত্রের দ্বারা অপরাহ্ণের পূজাকালত্ব বিহিত হয়েছে[১]। অন্যদের মতে জপকাল মধ্যাহ্ন। স্থানীয় বিঘ্নাদির সম্ভাবনা থাকলে সায়াহ্নও হতে পারে এই হল বিধি।

স্ত্রীশূদ্রয়োঃ প্রণবপ্রত্যাম্নায়ঃ

দ্বিজাতীনাং জপাদ্যন্তয়োঃ প্রণবোচ্চারঃ। স্ত্রীশূদ্রয়োস্তু সবিন্দুকচতুর্দশস্বর উচ্চার্যঃ॥

স্ত্রীলোক ও শূদ্রের জন্য প্রণবসদৃশ উপদেশ

জপের আদিতে ও অন্তে দ্বিজেরা প্রণব উচ্চারণ করবেন। স্ত্রীলোক ও শূদ্রের পক্ষে ঔঁ উচ্চারণ বিহিত।

পুরশ্চরণাঙ্গহোমঃ

এবং জপোত্তরং তস্মিন্নেবাহনি শ্রীক্রমোক্তেন বিধিনা কুণ্ডস্থণ্ডিলান্যতর-প্রতিষ্ঠাপিতেঽগ্নৌ দেব্যা উপচারান্তে সর্বাসামাবরণদেবতানাং একৈকাহুতিং তত্তন্মন্ত্রৈঃ প্রধানদেবতায়াঃ দশাহুতীশ্চ স্বাহাঽন্তমূলেন উদ্দেশত্যাগপূর্বকং একৈকেন ত্রিমধ্বক্তেন পলাশকুসুমেন হুত্বা অথ জপদশাংশং চ হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ।

মন্ত্রান্তে যা বহ্নিজায়া সা তু মন্ত্রস্বরূপিণী।
তদন্তেঽপ্যাৎ প্রযুঞ্জীত সা হোমাঙ্গতয়া মতা॥

ইতি শক্তিসঙ্গমতন্ত্রবচনাৎ স্বাহাঽন্তমন্ত্রেঽপি পুনঃ স্বাহাপ্রয়োগঃ কার্যঃ।

ইদং চ দ্রব্যং ইহ ইন্দ্রিয়কামাগ্নিহোত্রাঙ্গদধিবন্নিত্যং কাম্যং চ, সংযোগ-পৃথক্ত্বাৎ। তিলৈঃ শান্ত্যা ইত্যাদি-বিধীনামন্ততঃ সিদ্ধহোমাশ্রয়েণ,

---

১। আলোচ্য পরশুরামকল্পসূত্রটি ললিতাদির জপকাল সম্পর্কিত। কাজেই, উমানন্দ-নাথের 'পূজাকালত্ববিধানাৎ' এই মন্তব্য বিভ্রান্তিকর। কেননা, পূজায় জপ ছাড়াও জপ হতে পারে।

গোদোহনস্য তাদৃশপ্রণয়নাশ্রয়েণেব, ফলায়গুণবিধিরূপত্বাৎ, সত্যাং কামনায়াং অয়মেব হোমো দ্রব্যান্তরৈরপি বক্ষ্যমাণৈঃ কার্যঃ, কাম্যস্য নিত্যবাধকত্বাৎ ॥

পুরশ্চরণের অঙ্গ হোম

এমনিভাবে জপ ক'রে সেইদিনই শ্রীক্রমবিবৃত বিধি অনুসারে কুণ্ড ও স্থণ্ডিলের যে-কোনো একটিতে প্রতিষ্ঠাপিত অগ্নিতে, দেবীকে উপচার প্রদানান্তে, সব আবরণদেবতাদের প্রত্যেককে সেই সেই দেবতার মন্ত্রে একটি ক'রে আহুতি দিতে হবে। তারপর উদ্দেশ্যত্যাগপূর্বক স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে ত্রিমধু[১]সিক্ত পলাশফুল দিয়ে একটি একটি ক'রে দশটি আহুতি প্রধান-দেবতাকে দিতে হবে এবং জপসংখ্যার দশাংশসংখ্যক আহুতি দিয়ে হোমের অবশিষ্ট ক্রিয়া সমাপন করতে হবে।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—'কোনো মন্ত্রের অন্তে যে 'স্বাহা' থাকে তা মন্ত্রস্বরূপিণী'। এরূপ মন্ত্রের অন্তে অন্য যে-স্বাহা যোগ করা তা হোমাঙ্গতার জন্য করা হয়।

এই বচন অনুসারে স্বাহান্ত মন্ত্রেও আবার স্বাহা যোগ করা কর্তব্য।

এই হোমে যে-দ্রব্য ব্যবহৃত হয় তা ইন্দ্রিয়কামের অগ্নিহোত্রের অঙ্গ দধির মতো (দধি দ্বারা আহুতি দিতে হয়) নিত্যহোম এবং কাম্যহোম উভয়ক্ষেত্রেই ব্যবহার্য। সংযোগের পার্থক্য অনুসারে তা হবে। তিলৈঃ শান্ত্যাং[২] ইত্যাদি বিধি একদিকে কাম্যাহোমে অন্যদিকে সিদ্ধহোমে অবলম্বিত হয়, যেমন হয় গোদোহন তাদৃশ প্রণয়নে। কাম্য ফলের অন্য গুণবিধি অর্থাৎ বিশিষ্ট বিধি রয়েছে বলে কামনা থাকলে এই হোমই, এমন কি, বক্ষ্যমাণ দ্রব্যান্তরের দ্বারা করতে হবে। কেননা, নিত্যহোম কাম্যহোমের বাধক।

পুরশ্চরণাঙ্গং তর্পণম্

ততো নদ্যাদৌ চতুরস্রমণ্ডলং বিধায় তত্র চিন্তিতে শ্যামাযন্ত্রে দেবীমাবাহ্য পঞ্চধা উপচর্য সুরভিলেন সুবর্ণরজততাম্রাদিপাত্রগৃহীতেন সলিলেন মূলান্তে শ্রীমাতঙ্গীশ্বরীং তর্পয়ামীতি হোমদশাংশং তর্পয়েৎ। সত্যানুকূল্যে জপস্থান এব বা পূজাচক্রে তর্পয়েৎ। "তর্পণেঽপি তথৈব স্যান্নমসোঽন্তে পুনর্নমঃ" ইতি শক্তিসঙ্গমতন্ত্রোক্তেঃ নমোঽন্তেষ্বপি মন্ত্রেষু পুনঃ নমস্তর্পয়ামীতি প্রয়োগঃ। তন্ত্রান্তরানুসারিণো মার্জনপক্ষেঽপি নমোযোজনং তত্রৈবোক্তম্ ॥

১। ত্রিমধু—মিলিত শর্করা ঘৃত ও মধু। মতান্তরে—দুগ্ধ শর্করা ও মধু। দ্রঃ বঙ্গীয় শব্দকোশ।

২। মুদ্রিত পরশুরাম কল্পসূত্রে (৯।২৪) আছে তিলাজ্যৈঃ শান্ত্যা।

পুরশ্চরণের অঙ্গ তর্পণ

তারপর নদী ইত্যাদিতে চতুরশ্রমণ্ডল রচনা ক'রে তাতে শ্যামামন্ত্রের ভাবনা করতে হবে এবং উক্ত মন্ত্রে দেবীকে আবাহন ক'রে তাঁকে পঞ্চোপচার সমর্পণ করতে হবে। তারপর সুবর্ণ রজত তাম্রাদি পাত্রে গৃহীত সুগন্ধ জলের ধারা মূলমন্ত্রের পর শ্রীমাতঙ্গীশ্বরীং তর্পয়ামি এই বলে হোমের দশাংশ তর্পণ করতে হবে। আনুকূল্য থাকলে জপস্থানেই অথবা পূজাচক্রে তর্পণ করতে হবে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের বচন—তর্পণেও সেইরূপ কোনো মন্ত্রের অন্তে নমঃ থাকলে তারপর আবার নমঃ যোগ করতে হবে। এই বচন-অনুসারে নমঃ-অন্ত মন্ত্রে আবার নমঃ তর্পয়ামি এই যোগ করতে হবে। এটা হল প্রয়োগ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে তন্ত্রান্তরানুসারীদের পুরশ্চরণাঙ্গ মার্জনের বেলাও নমঃ-অন্ত মন্ত্রের শেষে নমঃ যোগ করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

পুরশ্চরণাঙ্গং ভোজনম্

ততঃ তর্পণদশাংশসঙ্খ্যাকানেতদ্বিদ্যাদীক্ষিতানলাভে যথাসম্ভবং তত্তন্মন্ত্র-দীক্ষিতান্বা সদাচারান্ প্রাতঃ নিমন্ত্রিতাভ্যর্চিতান্ ব্রাহ্মণান্ সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ যথাবিভবং বস্ত্রগন্ধাদিভিঃ দেবতাধিয়াঽভ্যর্চ্য মৃষ্টান্নেন ভোজিতান্ তাম্বূলদক্ষিণাপরিতোষিতান্ প্রদক্ষিণীকৃতনমস্কৃতানাশিষো গৃহীত্বা বিসৃজেৎ ॥

তর্পণদশাংশব্রাহ্মণভোজনাশক্তৌ তু তর্পণোক্তবজ্জলে দেবতামাবাহ্য উপচর্য চ মূলান্তে আত্মানমভিষিঞ্চামি নমঃ ইতি কুম্ভমুদ্রয়া তর্পণদশাংশবারং মূর্ধন্য-ভিষেকং বা কুশৈঃ মার্জনং বা বিধায় তদ্দশাংশং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ॥

ইত্যেকঃ পক্ষঃ। প্রতিলক্ষান্তে সর্বান্তে বা হোমাদি কুর্যাদিত্যপরো ॥

পুরশ্চরণের অঙ্গ ভোজন

তারপর, যদি তর্পণের দশাংশ সংখ্যক এই বিদ্যায় অর্থাৎ শ্যামাবিদ্যায় দীক্ষিত ব্যক্তিদের না পাওয়া যায় তা হলে যথাসম্ভব সেই সেই মন্ত্রে দীক্ষিত অথবা সদাচারপরায়ণ প্রাতঃকালে নিমন্ত্রিত ও অভ্যর্চিত ব্রাহ্মণদের, সুবাসিনীদের, কুমারীদের যথাবিভব বস্ত্র গন্ধাদি দ্বারা দেবতাবুদ্ধিতে অর্চনা ক'রে তাঁদের সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়ে তাম্বূল ও দক্ষিণা দিয়ে পরিতুষ্ট করতে হবে। তারপর তাঁদের প্রদক্ষিণ ও নমস্কার ক'রে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে বিদায় দিতে হবে।

তর্পণের দশাংশসংখ্যক ব্রাহ্মণভোজন করাতে অক্ষম হলে তর্পণের বেলা যেমন তেমনি ক'রে জলে দেবতাকে আবাহন ক'রে তাঁর অর্চনা করতঃ মূলমন্ত্র

উচ্চারণের পর 'আত্মানমভিষিঞ্চামি নমঃ' বলে তর্পণের দশাংশসংখ্যকবার মস্তকে অভিষেক করতে হবে অথবা কুশের দ্বারা মার্জন করতে হবে এবং তার দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে।

এই এক পক্ষের মত। অপর পক্ষের মতে প্রতি লক্ষজপের পর অথবা সব জপের পর হোমাদি করতে হবে।

হোমপ্রত্যাম্নায়ো জপঃ

হোমাশক্তৌ ব্রাহ্মণানাং পুরশ্চরণজপসংখ্যাদ্বিগুণো জপ ইতি মুখ্যঃ পক্ষঃ। হোমসংখ্যাদ্বিগুণো জপ ইতি গৌণঃ। ক্ষত্রিয়াদীনাং ত্রয়াণাং ত্রিগুণাদির্জপঃ। এবং তর্পণেঽপি। দ্বিজভক্তস্য শূদ্রস্য দ্বিজস্ত্রীণামপি হোমপ্রতিনিধিঃ জপ এব। তেষাং হোমে তু নাধিকারঃ। ব্রাহ্মণভোজনস্য তু ন ক্বাপি প্রতিনিধিঃ।

হোমের বিকল্প বিহিত জপ

হোমে অশক্ত ব্রাহ্মণদের পুরশ্চরণজপসংখ্যার দ্বিগুণ জপ করতে হবে—এইটি মুখ্য পক্ষ। আর হোমসংখ্যার দ্বিগুণ জপ করতে হবে—এইটি গৌণ পক্ষ। ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণের মুখ্য-গৌণ-পক্ষ-ভেদে পুরশ্চরণজপসংখ্যা ও হোমজপ-সংখ্যার তিনগুণ জপ বিহিত। তর্পণের বেলাও এই প্রকার বিধি। দ্বিজভক্ত শূদ্রের ও দ্বিজনারীদের ক্ষেত্রে হোমপ্রতিনিধি জপই বিহিত। কেন না, তাদের হোমে অধিকার নেই। ব্রাহ্মণভোজনের বেলা কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিনিধি চলবে না।

আরব্ধস্য পুরশ্চরণাদেঃ আশৌচেঽপি কার্যত্বম্

ইদং চ পুরশ্চরণমারব্ধং সৎ আশৌচপ্রাপ্তাবপি কার্যম্। নিত্যার্চনাদি চ। তদুক্তম্—

জপো দেবার্চনবিধিঃ কার্যো দীক্ষান্বিতৈর্নরৈঃ।
নাস্তি পাপং যতস্তেষাং সূতকং বা যতাত্মনাম্॥

ইতি দেবীযামলে।

সূতকে মৃতকে চৈব নিত্যং বিষ্ণুময়স্য চ।
সানুষ্ঠানস্য বিপ্রেন্দ্র সদ্যঃ শুদ্ধিঃ প্রজায়তে॥

ইতি নারদপাঞ্চরাত্রে।

শিববিষ্ণ্বর্চনে দীক্ষা যস্য চাগ্নিপরিগ্রহঃ।

ইতি তন্ত্রেতি শেষঃ।

ব্রহ্মচারিযতীনাং চ শরীরে নাস্তি সূতকম্।

ইতি বিষ্ণুযামলে।

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
পূজাং গৃহ্লামি শূদ্রাণাং স্বাচারনিরতাত্মনাম্॥
যজ্ঞব্রতবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমার্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে চ সূতকম্॥
আরম্ভো বরণং যজ্ঞে সঙ্কল্পো ব্রতজাপয়োঃ।
নান্দীমুখং বিবাহাদৌ শ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া॥

ইতি বিষ্ণুবচনম্। ব্রাহ্মণস্যেত্যুপলক্ষণং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।

ন চৈবাপূজ্য ভুঞ্জীত শিবলিঙ্গং মহেশ্বরি।
সূতকে মৃতকে চাপি ন ত্যাজ্যং শিবপূজনম্॥

ইতি লিঙ্গপুরাণে। পরাশরোঽপি—

উপাসনে তু বিপ্রাণামঙ্গশুদ্ধিঃ প্রজায়তে॥

ইতি চ। এবমন্যান্যপি বচনানি তন্ত্রান্তরেষু বহুলং উপলভ্যমানানি বিস্তরভয়ান্নেহ লিখিতানি। সূতকাদৌ নৈমিত্তিককাম্যয়োঃ অনধিকার এব, সাধকস্য প্রতিবন্ধকবাহুল্যাৎ॥

আরব্ধ পুরশ্চরণাদি অশৌচেও কর্তব্য

এই পুরশ্চরণ আরম্ভ হয়ে গেলে পর অশৌচ পড়লেও তা করতে হয়। নিত্যপূজাদিও করতে হয়।

দেবীযামলে বলা হয়েছে—দীক্ষিত ব্যক্তিদের জপ ও দেবপূজানুষ্ঠান কর্তব্য। কারণ, সংযতাত্মা তাঁদের পাপ বা সূতকাশৌচ হয় না।

নারদ পাঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে—বিপ্রেন্দ্র, জাতাশৌচে এবং মৃতাশৌচেও নিত্য বিষ্ণুময় অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হয়ে যায়।

যাঁর শিব-ও বিষ্ণু-পূজায় দীক্ষা হয়েছে ও অগ্নিপরিগ্রহ হয়েছে অনুষ্ঠানকারী বলতে তাঁকেই বোঝাচ্ছে।

বিষ্ণুযামলে আছে—ব্রহ্মচারী ও যতিদের শরীরে জাতাশৌচ নেই।

এ সম্পর্কে বিষ্ণুবচন—ব্রাহ্মণ শুচি হোক আর অশুচিই হোক আমি তার পূজা গ্রহণ করি। আচারনিরত শূদ্রদেরও পূজা গ্রহণ করি। যজ্ঞ ব্রত বিবাহ শ্রাদ্ধ হোম অর্চনা এগুলি আরম্ভ হয়ে গেলে পর আর জাতাশৌচ হবে না,

আরম্ভ না হলে জাতাশৌচ হবে। যজ্ঞের আরম্ভ বরণ, ব্রত ও জপের আরম্ভ সঙ্কল্প, বিবাহাদির আরম্ভ নান্দীমুখ, শ্রাদ্ধের আরম্ভ পাকপরিক্রিয়া।

এখানে ব্রাহ্মণস্য পদটি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উপলক্ষণ। লিঙ্গপুরাণে বলা হয়েছে—মহেশ্বরী, শিবলিঙ্গের পূজা না করে ভোজন করতে নেই। জাতাশৌচ এবং মৃতাশৌচেও শিবপূজা ত্যাগ করা উচিত নয়।

পরাশরও বলছেন—বিপ্রদের উপাসনায় অঙ্গশুদ্ধি হয়।

এরকম অন্যান্য অনেক বচন তন্ত্রান্তরে পাওয়া যায়, গ্রন্থবিস্তারভয়ে এখানে লিখিত হল না। জাতাশৌচে নৈমিত্তিক ও কাম্য পূজাদিতে অধিকার নেই; কেন না, তাতে সাধকের বহু প্রতিবন্ধক।

সিদ্ধিপর্যন্তং পুরশ্চরণস্য অভ্যাসঃ

একেন পুরশ্চরণেন যদি ন মন্ত্রঃ সিধ্যতি তদা তস্য দ্বয়ং ত্রয়ং বা কুর্যাৎ। তথাঽপি তদসিদ্ধৌ সিদ্ধিকারকাঃ প্রয়োগাঃ গ্রন্থান্তরোক্তাঃ গ্রাহ্যাঃ। সিদ্ধিসূচকানি চান্যতো জ্ঞেয়ানি, ইহ তু বিস্তরভয়ান্ন লিখিতানি॥

সম্যক্‌সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গোপাসনেন হি।
সর্বে মন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি তৎপ্রভাবাৎ কুলেশ্বরি॥
সম্যক্‌সিদ্ধৈকমন্ত্রস্য নাসাধ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
বহুমন্ত্রবতঃ পুংসঃ কা কথা শিব এব সঃ॥

অতঃ পুরশ্চরণমাবশ্যকমিতি।

মন্ত্রসিদ্ধিপর্যন্ত পুরশ্চরণের অভ্যাস

যদি একটি পুরশ্চরণের দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি না হয় তাহলে দুটি বা তিনটি পুরশ্চরণ করতে হবে। তাতেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয় তা হলে গ্রন্থান্তরবিবৃত মন্ত্রসিদ্ধিকারক প্রয়োগ গ্রহণ করতে হবে। অন্যত্র থেকে মন্ত্রের সিদ্ধিসূচক চিহ্ন জেনে নিতে হবে, গ্রন্থবিস্তারভয়ে এখানে লেখা হল না।

পঞ্চাঙ্গ উপাসনা দ্বারা যাঁর একটি মন্ত্রের সম্যক্ সিদ্ধি হয়েছে, ওগো কুলেশ্বরী, তার প্রভাবে তাঁর সব মন্ত্রসিদ্ধি হবে। সম্যক্ একটি মন্ত্রসিদ্ধি যাঁর হয়েছে তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই আর যাঁর বহুমন্ত্রসিদ্ধি হয়েছে তাঁর আর কথা কি, তিনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ।

অতএব, পুরশ্চরণ আবশ্যক।

পুরশ্চরণপ্রত্যাম্নায়াঃ

অথ সমন্ত্যা পুরশ্চরণপ্রত্যাম্নায়াঃ কতিচিৎ লিখ্যন্তে। শশিসূর্যোপরাগে ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা পূর্বমুপোষ্য একভুক্তং[1] বা বিধায় গ্রহণারম্ভে ঘটিকার্ধাৎ প্রাগেব স্নাতঃ সমুদ্রগায়া নদ্যাস্তটাকাদের্বা নাভিমাত্রজলে তিষ্ঠন্, অশক্তৌ তু তট এবোপবিষ্টঃ, প্রাণানাযম্য, দেশকালৌ সঙ্কীর্ত্য, ওঁ অমুকরাশিগতে সবিতরি সোমস্য সূর্যস্য বা গ্রহণে অমুকগোত্রোঽমুকশর্মবর্মাদিরহং অমুকবিদ্যাসিদ্ধিকামঃ স্পর্শমারভ্য বিমুক্তিপর্যন্তং জপং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য জপেৎ। ততোঽপরেদ্যুঃ গ্রহণকালীনস্য জপস্য সমসংখ্যাকং তদ্দশাংশং বা হোমং, তদ্দশাংশং তর্পণং[2], তৎসমসংখ্যাকং তদ্দশাংশং বা ব্রাহ্মণভোজনং চ কুর্যাৎ। যদ্বা—গ্রহণপুণ্যকাল এব মন্ত্রানুসারেণ জপস্য তৎসমাংশস্য তদ্দশাংশস্য বা হোমস্য তদনুগুণস্য তর্পণস্য চ কালং বিভজ্য জপাদ্যাচরেৎ। পরেদ্যুঃ তর্পণসমসংখ্যাকং তদ্দশাংশং বা ব্রাহ্মণভোজনং কারয়েদিত্যেকঃ প্রকারঃ।

কৃষ্ণাষ্টম্যাং প্রাতঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ পূর্ববৎ সঙ্কল্প্য অযুতচতুষ্টয়ং জপং সপ্তধা বিভজ্য প্রত্যহং চতুর্দশোত্তর-সপ্তশতাধিকসহস্রপঞ্চকসংখ্যায়া (৫৭১৪) তৎকৃষ্ণত্রয়োদশীপর্যন্তং (৬×৫৭১৪=৩৪,২৮৪) জপ্ত্বা চতুর্দশ্যাং ষোড়শোত্তরসপ্তশতাধিকসহস্রপঞ্চকং (৫৭১৬ ; ৫৭১৬+৩৪,২৮৪=৪০,০০০) জপেৎ। সঙ্কল্পে চাদ্য কৃষ্ণাষ্টমীমারভ্য এতচ্চতুর্দশীপর্যন্তমিতি বিশেষঃ। হোমাদিবিধিস্তু তদ্দশাংশ এবেত্যন্যঃ।

প্রাতঃ নিত্যক্রিয়োত্তরং প্রাগ্বৎ সঙ্কল্প্য অকারাদিক্ষকারান্তান্ মাতৃকাবর্ণান্ আনুলোম্যেনোচ্চার্য মূলং চ সকৃদুচ্চার্য পুনর্মাতৃকাবর্ণান্ বিলোমানুচ্চারয়েৎ। ইত্যেবংরীত্যা প্রত্যহমষ্টোত্তরশতসংখ্যায়া মাসমাত্রং জপ্ত্বা হোমাদি কুর্যাৎ। সঙ্কল্পস্ত এতদনুগুণ এবোহ্যঃ ইত্যপরঃ॥

যথাসম্ভবং অনয়োঃ প্রত্যাম্নায়য়োঃ জপস্য চতুর্গুণিতত্বং তর্পণাদেশ্চ তদ্দশাংশত্বং বোধ্যম্। প্রত্যহং রাত্রৌ ত্রিকালং সর্বোপচারৈরিষ্টদেবতাং সাঙ্গাং সাবরণাং অর্চয়েৎ। এবং ষণ্মাসান্[3] মাসমাত্রং বা পূজয়িতুঃ পুরশ্চরণমন্তরেণাপি বিদ্যাসিদ্ধিঃ ভবতি। সঙ্কল্পশ্চৈতদনুরূপ এবোহ্যঃ ইতি চাপরঃ॥

১। ভক্তং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। তৎসমসংখ্যাকং তদ্দশাংশং বা তর্পণং ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৩। মাসত্রয়ং ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।

সূর্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎসূর্যোদয়াবধি।
তাবজ্জপ্ত্বা নিরাতঙ্কঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
সহস্রারে গুরোঃ পাদপদ্মং ধ্যাত্বা প্রপূজ্য চ।
কেবলং দেবভাবেন জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥

ইতি চান্যঃ॥

প্রকারান্তরাণি চ গ্রন্থান্তরেষু দ্রষ্টব্যানীতি দিক্॥

পুরশ্চরণের বিকল্পবিধি

প্রসঙ্গক্রমে পুরশ্চরণের কতিপয় বিকল্প লিখিত হল। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য-গ্রহণের সময়, তার আগে তিন রাত কিংবা এক রাত উপোষ করতে হবে অথবা একবার ভোজন করতে হবে এবং গ্রহণারম্ভের অর্ধঘটিকা[১] পূর্বে স্নান ক'রে সমুদ্রগামী নদী অথবা তড়াগাদির জলে নাভিপর্যন্ত ডুবিয়ে অবস্থান করতে হবে। অক্ষম হ'লে উক্ত নদী বা তড়াগাদির তীরে উপবেশন করতে হবে। তার পর আচমন ও প্রাণায়াম ক'রে, দেশ ও কাল ঘোষণা ক'রে 'ওঁ অমুক-রাশিগতে সবিতরি সোমস্য সূর্যস্য বা গ্রহণে অমুকগোত্রোঽমুকশর্মবর্মাদিঃ অহং অমুকবিদ্যাসিদ্ধিকামঃ স্পর্শমারভ্য বিমুক্তিপর্যন্তং জপং করিষ্যে' এই সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠ ক'রে জপ করতে হবে। তার পরের দিন গ্রহণের সময়কার জপের সমসংখ্যক অথবা তার দশাংশসংখ্যক হোম, তার দশাংশ তর্পণ করতে হবে এবং তার সমসংখ্যক কিংবা দশাংশসংখ্যক ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে। অথবা গ্রহণের পুণ্যকালেই মন্ত্রানুসারে জপের, তার সমাংশ কিংবা দশাংশ হোমের এবং তার অনুগুণ তর্পণের সময় ভাগ ক'রে নিয়ে জপাদি করতে হবে। পরের দিন তর্পণের সমসংখ্যক বা তার দশাংশসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাতে হবে। এই হ'ল একটি প্রকার।

কৃষ্ণাষ্টমীর দিন প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপন ক'রে পূর্বের মতো সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠ করতঃ ৪০০০০ জপকে সাত ভাগ ক'রে ৫৭১৪ সংখ্যা জপ ত্রয়োদশী পর্যন্ত প্রত্যহ করতে হবে। এতে জপসংখ্যা দাঁড়াল (৬ × ৫৭১৪) ৩৪২৮৪। তার পর চতুর্দশীতে করতে হবে ৫৭১৬ জপ। একুনে, জপ সংখ্যা হল (৩৪২৮৪ + ৫৭১৬) ৪০,০০০। এক্ষেত্রে, প্রথমে সঙ্কল্পবচনে কৃষ্ণাষ্টমীমারভ্য কৃষ্ণাচতুর্দশীপর্যন্তং বলতে হবে, এই হল বিশেষত্ব। হোমাদিবিধি—তার

১। ঘটিকা—এক দণ্ড (২৪ মিঃ), ২ দণ্ড (৪৮ মিঃ)

দশাংশ অর্থাৎ জপের দশাংশ হোম, তার দশাংশ তর্পণ ইত্যাদি। এটি হল আরেক প্রকার।

প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপন করতঃ পূর্বের মতো সঙ্কল্পমন্ত্র পাঠ ক'রে অকারদিক্ষকারান্ত মাতৃকাবর্ণ অনুলোমক্রমে উচ্চারণ ক'রে এবং মূলমন্ত্র একবার উচ্চারণ ক'রে আবার বিলোমক্রমে মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করতে হবে। এইরূপ রীতিতে প্রত্যহ ১০৮ জপ একমাস করতে হবে এবং তার পর হোমাদি করতে হবে। সঙ্কল্পবচন এর উপযোগী হবে, একথা উহ্য। এটি অপর একটি প্রকার।

যথাসম্ভব এই দুই বিকল্পের জপসংখ্যা চতুর্গুণিত ও তর্পণাদি তার দশাংশ হবে, এটি বুঝতে হবে। প্রত্যহ রাত্রে তিন সময় অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতা সহ ইষ্টদেবতার পূজা সর্বোপচারে করতে হবে। এরূপ ছমাস বা এক মাস করলে পরে পূজকের পুরশ্চরণ ছাড়াই বিদ্যাসিদ্ধি হয়। এতদনুরূপ সঙ্কল্প হবে, এ উহ্য। এটি আরেকটি প্রকার।

সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ ক'রে আবার সূর্যোদয় পর্যন্ত জপ করলে সাধক নিরাতঙ্ক ও সর্বসিদ্ধীশ্বর হবেন। সহস্রারে গুরুর পাদপদ্মের ধ্যান ও পূজা ক'রে দেবভাবে কেবলমাত্র জপ করলে সাধক সিদ্ধীশ্বর হবেন। এটি অন্য এক প্রকার।

অন্যান্য প্রকারান্তর গ্রন্থান্তরে দ্রষ্টব্য। এটি হল সঙ্কেত।

কূর্মচক্রলক্ষণম্

সমীকৃতে ভূতলে প্রাক্প্রত্যগায়তাঃ দক্ষিণোত্তরায়তাশ্চতস্রশ্চতস্রো রেখা বিলিখ্য নবকোষ্ঠানি বিধায় তত্র পূর্বাদিপ্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ অষ্টসু কোষ্ঠেষু ক চ ট ত প য শ লাখ্যান্ অষ্টবর্গান্ অকারাদিস্বরদ্বয়ং চ বিলিখ্য মধ্যকোষ্ঠে শ্রীকারং বিলিখেৎ। ইদং চ কূর্মচক্রং ক্ষেত্রগ্রামগৃহভেদাৎ ত্রিবিধম্। তত্র ক্ষেত্রগ্রাময়োঃ তন্নামাক্ষরযুক্তং কোষ্ঠং মুখং কূর্মস্য। এতদেবাস্য দীপস্থানমুচ্যতে। গৃহে তু গৃহপতেঃ নামাক্ষরযুক্ কোষ্ঠং মুখম্। তৎপার্শ্বদ্বয়গতকোষ্ঠদ্বয়ং হস্তৌ। তদধঃস্থিতং কুক্ষিঃ। তদধঃস্থিতৌ তু চরণৌ। কুক্ষিমধ্যগতং কোষ্ঠং পৃষ্ঠম্। চরণমধ্যগতং কোষ্ঠং চ পুচ্ছং ইতি বিবেকঃ। এবমুক্তপ্রকারস্য ক্ষেত্রাদৌ বিভাবিতস্য কূর্মস্য মুখে পৃষ্ঠে বা জপে হোমে চ সর্বার্থসিদ্ধিঃ। করয়োঃ তনৌ কোষ্ঠান্তরাণি অনুপযুক্তানীতি কূর্মচক্রানাবশ্যকতোক্তা কতিপয়েষু স্থলেষু। যথা—

কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
মহাকালে চ কাশ্যাং চ দীপস্থানং ন চিন্তয়েৎ॥

ইতি। দীপস্থানোপলক্ষিতত্বাৎ কূর্মচক্রমপি দীপস্থানমিত্যুক্তম্। ইহ চক্রে চোক্তেষু কোষ্ঠেষু রিপুস্থানং বিচিন্ত্য তত্ত্যাগপূর্বকমবশিষ্টং মিত্রস্থানমুপাদেয়ম্। অরিমিত্রবিচারো যথা—

অদ্বয়স্য ঠকারেণ ঠকারস্যাপি তেন চ।
ঌদ্বয়স্য পকারেণ পকারস্যাপি তেন চ॥
ওদ্বয়স্য যকারেণ যকারস্ত্রীযুগেন চ।
ঋকারস্য টকারেণ ঝকারস্য খকারতঃ॥
উকারস্য লকারেণ ফকারস্য ধকারতঃ।
ভকারস্য তু রেফেণ মকারস্য সকারতঃ॥
অরিত্বমেষাং বর্ণানাং অন্যেষাং মিত্রভাবনা॥ ইতি॥

কূর্মচক্রলক্ষণ

সমীকৃত ভূতলে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ও দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তৃত চার চারটি রেখা টেনে নব কোষ্ঠ রচনা করতে হবে। তাতে পূর্বদিক্ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে অষ্ট কোষ্ঠে ক চ ট ত প য শ ল্ নামক অষ্ট বর্গ এবং অকারদ্বয় অর্থাৎ অ আ ই ঈ ইত্যাদি ক্রমে দুটি দুটি স্বর ভিতরের অষ্ট কোষ্ঠে লিখতে হবে আর মধ্যকোষ্ঠে লিখতে হবে শ্রীকার। এই কূর্মচক্র ক্ষেত্র-গৃহ-ও দেবতা-ভেদে হয় ত্রিবিধ[১]। ক্ষেত্র অর্থাৎ দেশ ও গ্রামের বেলা সেই সেই নামের আদ্যক্ষরযুক্ত কোষ্ঠ হবে মুখ। এই মুখকেই বলা হয় দীপস্থান। গৃহের বেলা গৃহপতির নামের আদ্যক্ষরযুক্ত কোষ্ঠ হবে মুখ। মুখের দুই পাশের দুই কোষ্ঠ দুই হাত। তার নিম্নস্থ কোষ্ঠ কুক্ষি। কুক্ষির নিম্নস্থ দুই কোষ্ঠ দুই চরণ। কুক্ষিমধ্যগত কোষ্ঠ পৃষ্ঠ। চরণমধ্যগত কোষ্ঠকে পুচ্ছ মনে করা হয়। ক্ষেত্রাদি প্রকারে বিভাবিত এইরূপ কূর্মের মুখে বা পীঠে জপে ও হোমে সর্বার্থসিদ্ধি হয়। হস্তদ্বয়ে ও শরীরের অন্যত্র

১। এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। চার প্রকার কূর্মচক্রের কথাও শাস্ত্রে আছে। যথা—
প্রথমস্তু পরঃ কূর্মচক্রো দেশগতস্তথা।
গ্রামগো গৃহগশ্চেতি চতুর্ধা স ব্যবস্থিতঃ।
—ইতি সারসংগ্রহে। দ্রঃ পুরশ্চর্যার্ণবঃ, ষষ্ঠঃ তরঙ্গঃ
—প্রথম পর কূর্মচক্র, তার পর দেশগত, গ্রামগত ও গৃহগত কূর্মচক্র—এই চতুর্ধা কূর্মচক্র ব্যবস্থিত।

অপর যে-সব কোঠ তা জপাদির অনুপযোগী। কোনো কোনো স্থলে কূর্মচক্রের অনাবশ্যকতা কথিত হয়েছে। যথা—কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে উজ্জয়িনীতে এবং কাশীতে দীপস্থানের চিন্তা করবে না। দীপস্থান এই উপলক্ষণের দ্বারা কূর্মচক্রকেও দীপস্থান বলা হয়। এই চক্রের কোঠগুলির কোন কোনটিতে রিপুস্থান তা ভেবে নিয়ে সেইগুলি বাদ দিলে বাকী যে-গুলি থাকবে সেগুলি উপাদেয় মিত্রস্থান।

অরি ও মিত্রের বিচার এই প্রকার—

অদ্বয়ের অর্থাৎ অ আ-র ঠকারের সঙ্গে অরিত্ব আর ঠকারের অ-দ্বয়ের সঙ্গে। ঌ ৡ-র পকারের সঙ্গে অরিত্ব আর পকারের ঌ-দ্বয়ের সঙ্গে। ও ঔ-র মকারের সঙ্গে অরিত্ব আর মকারের ও-দ্বয়ের সঙ্গে। জকারের টকারের সঙ্গে অরিত্ব আর ঘকারের থকারের সঙ্গে, উকারের নকারের সঙ্গে অরিত্ব আর ফকারের ধকারের সঙ্গে। ভকারের রকারের সঙ্গে অরিত্ব আর মকারের সকারের সঙ্গে। এই সব বর্ণের এই অরিত্ব। এ ছাড়া অন্যান্য বর্ণের মিত্রভাবনা[1]।

মালাসংস্কারঃ

তাশ্চ অকারাদিক্ষকারান্তমাতৃকাবর্ণরুদ্রাক্ষমুক্তাফলমাণিক্যস্ফটিকপ্রবাল-স্বর্ণরজতশঙ্খরক্তচন্দনোপাদানকমণিপুত্রজীবপদ্মবীজকুশগ্রন্থ্যাদিময্যঃ।

মালাসংস্কার

মালা নানা প্রকার। যথা—অকারাদিক্ষকারান্তমাতৃকাবর্ণরচিত বর্ণমালা;

১। উমানন্দনাথ উদ্ধৃত বচনগুলির আকরগ্রন্থের উল্লেখ করেন নি। এ সম্বন্ধে পুরশ্চর্যার্ণবের ষষ্ঠতরঙ্গে এই উক্তিটি দেওয়া হয়েছে। মৈত্রামৈত্রযুক্তং তন্ত্রান্তরে—

অরিত্বমদ্বয়োস্তদ্বৎ ঠকারেণ পরস্পরম্।
ঋদ্বয়স্য চকারেণ নকারস্য থকারতঃ।
ঌদ্বয়স্য পকারেণ পকারস্য চ ঌদ্বয়ে।
ওদ্বয়স্য মকারেণ মকারস্যৌদ্বয়েন তু।
জকারস্য যকারেণ উকারস্য থকারতঃ।
উকারস্য তকারেণ ফকারস্য ধকারতঃ।
ভকারস্য চ রেফেণ মকারস্য সকারতঃ।
অরিত্বমেষাং বর্ণানামন্যেষাং মিত্রভাবনা॥

বিষয়টি দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝান হয়েছে। যেমন কারো নাম যদি হয় গর্গ তা হলে অট্টহাস তার পক্ষে অরিস্থান হবে।

রুদ্রাক্ষ মুক্তা মাণিক্য স্ফটিক প্রবাল স্বর্ণ রজত শঙ্খ রক্তচন্দন এই সবের মালা, মণি পুত্রজীব পদ্মবীজ ও কুশগ্রন্থি এসবের মালা।

জপের পূর্বে যথাশাস্ত্র মালার সংস্কার করতে হয়।

অক্ষমালায়াঃ সংস্কারানপেক্ষা

অক্ষমালা হি ব্রহ্মরন্ধ্রস্য দক্ষভাগাদিনাভিমভিব্যাপ্য বামভাগপর্যন্তমবরোহারোহণক্রমেণ ব্রহ্মনাড্যাং অন্যোন্যাভিমুখত্বেন গ্রথিতৈঃ আনুপূর্ব্যেণোচ্চারিতৈঃ অকারাদিভিঃ ক্ষকারান্তৈঃ পুনঃ প্রাতিলোম্যেনোচ্চারিতৈঃ চ লকারাদিভিঃ অকারান্তৈঃ বর্ণৈঃ শতবীজাত্মিকা ভবতি। ক্ষকারস্য মেরুস্থানীয়স্য লকারদ্বয়স্য মধ্য উচ্চারণমাত্রম্। ন তু জপসংখ্যান্তর্গণনা। অত্রানুলোম্যেন অবরোহারোহয়োঃ প্রথমং মাতৃকা ততো মন্ত্রঃ। প্রাতিলোম্যেন অবরোহারোহয়োস্তু প্রথমং মন্ত্রঃ ততো মাতৃকেতি তত্ত্বম্। শতান্তে অ ক চ ট ত প য শাখ্যবর্গাষ্টকাদিত্বেন জপস্য অষ্টোত্তরশতত্বং জ্ঞেয়ম্। এবং সহস্রাদৌ চ। অন্যা মালায়া ন সংস্কারাপেক্ষা।

অক্ষমালার সংস্কারনিরপেক্ষতা

অক্ষমালা অর্থাৎ অ-কারাদিক্ষ-কারান্ত বর্ণমালা এইপ্রকার—ব্রহ্মরন্ধ্রের দক্ষিণভাগ থেকে আরম্ভ ক'রে নাভি অভিব্যাপ্ত করতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রের বামভাগ পর্যন্ত অবরোহ-ও আরোহ-ক্রমে ব্রহ্মনাড়ীতে[1] বর্ণসমূহ পরস্পরাভিমুখী হয়ে গ্রথিত (এরূপ ভাবনা করতে হয়)। একবার অনুলোমক্রমে এবং আবার প্রতিলোমক্রমে উচ্চারিত অকারাদিলকারান্ত বর্ণসমূহের দ্বারা মালা শতবীজাত্মিকা[2] হয়। ক্ষকার মেরুস্থানীয়[3]।

তা দুই ল-কারের মধ্যে একবারমাত্র উচ্চারিত হয়। একে জপসংখ্যার অন্তর্গত গণ্য করা হয় না। এখানে বিধি—অনুলোমক্রমে অবরোহ-আরোহের বেলা প্রথমে অনুস্বারযুক্ত মাতৃকাবর্ণ, তারপর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় আর প্রতিলোমক্রমে অবরোহ-আরোহের বেলা প্রথমে মূল মন্ত্র, তারপর, অনুস্বারযুক্ত মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করতে হয়, এই হল তত্ত্ব। এইভাবে অনুলোম-বিলোমক্রমে

১। ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্নানাড়ী। মতান্তরে চিত্রিণীনাড়ীর মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মনাড়ী। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, যোগ অধ্যায়।

২। অনুস্বারযুক্ত অ থেকে লৃ পর্যন্ত ৫০ বীজ আবার তেমনি লৃ থেকে অ পর্যন্ত ৫০ বীজ।

৩। মেরু বলতে বুঝায়,, "জপমালার মুখদ্বয়ের সন্ধিস্থ অগ্রবর্তী মধ্যগুলিকা।"

এক শ জপের অ ক চ ট ত প য শ এই অষ্ট বর্ণাদিক অষ্টবর্গের[১] জপ[২] করতে হয়। এমনি ক'রে ১০৮ জপ হয়। অষ্টোত্তরসহস্রাদি জপের ক্ষেত্রেও এই বিধি। এই মালা সংস্কারনিরপেক্ষ।

রুদ্রাক্ষমালাসংস্কারঃ

অষ্টোত্তরশতং রুদ্রাক্ষান্ বক্ষ্যমাণক্রমে সূত্রে সপ্রণবৈকৈক-মাতৃকোচ্চারণপূর্বকমন্তরান্তরা সগ্রন্থিকং অন্যোন্যাভিমুখং গোপুচ্ছাকারেণ সর্পাকারেণ বা গ্রথয়িত্বা স্থূলমেকং রুদ্রাক্ষমেকীকৃতে সূত্রাগ্রদ্বয়ে মেরুত্বেন গ্রথয়িত্বা নবসংখ্যাকৈঃ অশ্বত্থপত্রৈঃ অষ্টদলপদ্মং বিরচ্য তত্র মালাং নিবেশ্য মূলমন্ত্রান্তে গোমূত্রগোময়গব্যদুগ্ধদধিঘৃতাখ্যেন পঞ্চগব্যেন, ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ। ভবে ভবে নাতি ভবে ভবস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ ॥—ইতি মন্ত্রান্তে কুশোদকেন চ প্রক্ষাল্য, ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ—ইতি মন্ত্রান্তে চন্দনাগুরু-কর্পূরাদিভিরাঘর্ষণং বিধায়, ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ॥—ইতি মন্ত্রেণ ধূপয়িত্বা, ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥—ইতি মন্ত্রেণ চন্দনকস্তূরীকুঙ্কুমকর্পূরৈঃ লেপয়িত্বা, অক্ষমালাং বামকরপুটে নিধায়, ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্ ॥—ইতি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতবারমভিমন্ত্র্য, রুদ্রাক্ষমালায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। রুদ্রাক্ষমালায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। রুদ্রাক্ষমালায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি

১। অষ্টবর্গের ভাগ এই প্রকার—

অ থেকে ঃ পর্যন্ত অবর্গ

ক থেকে ঙ পর্যন্ত কবর্গ

চ থেকে ঞ পর্যন্ত চবর্গ

ট থেকে ণ পর্যন্ত টবর্গ

ত থেকে ন পর্যন্ত তবর্গ

প থেকে ম পর্যন্ত পবর্গ

য থেকে ব পর্যন্ত যবর্গ

শ থেকে ল্ পর্যন্ত শবর্গ

২। "প্রত্যেক বর্গের শুধু শেষ বর্ণটি অনুস্বারযুক্ত ক'রে এবং অন্য বর্ণগুলি এমনি উচ্চারণ করে তার সঙ্গে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।"—দ্রঃ ঐ, জপ-অধ্যায়

রুদ্রাক্ষমালায়াঃ বাঙ্‌মনঃপ্রাণাঃ ইহ আয়ান্তু স্বাহা ॥—ইতি মন্ত্রেণ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা, উপাস্যদেবতাং তত্রাবাহ্য, মূলেন পঞ্চধা উপচর্য, তেন মাতৃকাবর্ণৈশ্চাভিমন্ত্র্য, হোমপ্রকরণোক্তরীত্যা অগ্নিমুখং বিধায়, মূলেন অষ্টোত্তরশতাজ্যাহুতীঃ হুত্বা, সম্পাতাজ্যং মালায়াং নিক্ষিপেৎ, অশক্তৌ তু হোমসংখ্যাদ্বিগুণং মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রণং ইতি ॥

রুদ্রাক্ষমালাসংস্কার

ওঁ ও একটি ক'রে অনুস্বারযুক্ত মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ ক'রে ক'রে, একটি একটি করে, গ্রন্থি দিয়ে দিয়ে, পরস্পরমুখোমুখি ক'রে অর্থাৎ একটির মুখের সঙ্গে আরেকটির মুখ যুক্ত ক'রে, ১০৮ রুদ্রাক্ষ, বক্ষ্যমাণ কোনো একপ্রকার সূত্র তি'গুণ ক'রে, তা দিয়ে গ্রন্থন করতে হবে। সূত্রের দুই মুখ একত্র ক'রে সেখানে একটি স্থূল রুদ্রাক্ষ মেরুরূপে গ্রন্থন করতে হবে। তার পর ন'টি অশ্বত্থ পাতা দিয়ে অষ্টদলপদ্ম রচনা ক'রে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তার উপরে মালা রাখতে হবে। এবার ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি ইত্যাদি মন্ত্রে গোমূত্র গোময় গোদুগ্ধ গব্যঘৃত গব্যদধি এই পঞ্চগব্যের দ্বারা ও কুশোদকের দ্বারা মালা প্রক্ষালন করতে হবে। এবার ওঁ বামদেবায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দন অগরু কর্পূরাদি মালাতে মাখাতে হবে এবং ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মালা ধূপিত করতে হবে। এর পর ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দন কস্তূরী কুঙ্কুম কর্পূরাদি মালাতে লেপন ক'রে তা বামকরপুটে স্থাপন করতঃ ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ ইত্যাদি মন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত ক'রে রুদ্রাক্ষমালায়াঃ প্রাণাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে মালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতঃপর উপাস্য দেবতাকে তাতে আবাহন ক'রে মূলমন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করতঃ মূলমন্ত্র ও মাতৃকাবর্ণের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করতে হবে। এবার হোমপ্রকরণে কথিত রীতি-অনুসারে অগ্নিমুখ বিধান ক'রে মূলমন্ত্রে ১০৮ ঘৃতাহুতি দিয়ে হুতশেষ ঘৃত মালাতে নিক্ষেপ করতে হবে। এতে অশক্ত হলে হোমসংখ্যার দ্বিগুণ মূলমন্ত্রজপের দ্বারা অভিমন্ত্রণ করতে হবে।

মালান্তরসংস্কারঃ

অথান্যাসাং মালানাং সংস্কারঃ—উক্তরীত্যা গ্রথিতাং মালাং প্রাসাদমন্ত্রেণ পঞ্চগব্যে ক্ষণং নিক্ষিপ্য, তস্মাদুদ্ধৃত্য, কুশোদকেন প্রক্ষাল্য, চন্দনাদিভিরুপলিপ্য, পাত্রে নিধায়, পঞ্চায়তনদেবতাঃ তত্তন্মন্ত্রেণাবাহ্য, পঞ্চধোপচর্য, প্রাসাদেন

শতবারানভিমন্ত্র্য, সূর্যাদীন্ গ্রহানিন্দ্রাদীন্ দিক্‌পালাংশ্চ তত্তন্মন্ত্রেণ সম্পূজ্য, সঘৃতৈঃ তিলৈঃ যথাশক্তিবারং মূলেনাগ্নৌ জুহুয়াৎ। অশক্তৌ অভিমন্ত্রয়েৎ। ততো যথাবিভবং কাঞ্চনং গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা, ব্রাহ্মণাংশ্চ ভোজয়েৎ। ইতি।

সংস্কারান্তরং যথা—সূত্রং মণীংশ্চ পঞ্চগব্যে দিনত্রয়ং সংস্থাপ্য, চতুর্থদিনে উদ্ধৃত্য, অস্ত্রেণ প্রক্ষাল্য, হৃন্মন্ত্রেণ যেষ্টমন্ত্রেণ বা প্রত্যেকং আবৃত্তেন মণীনন্যোন্যাভিমুখং গ্রথয়িত্বা, স্থণ্ডিলে যেষ্টদেবতাসপর্যামণ্ডলং বিধায়, তত্র তামভ্যর্চ্য, মূলমষ্টোত্তরশতসঙ্খ্যং জপ্ত্বা, তত্তৎকল্পোক্তপুরশ্চরণহোমদ্রব্যেণ ঘৃতেন বা যথাশক্তি হুত্বা, মণ্ডলে মালাং নিধায়, তস্যামস্ত্রমন্ত্র-মূলমন্ত্র-ষড়ঙ্গমন্ত্রাংশ্চ বিন্যস্য, তাং যেষ্টদেবতারূপাং বিভাব্য, সম্পূজ্য, সর্বভূতবলিং দত্ত্বা, আচার্যং দক্ষিণাঽঽদিভিঃ পরিতোষ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদিতি ॥

উক্তসংস্কারবিধিঃ ত্রৈবর্ণিকবিষয়ঃ। স্ত্রী-শূদ্রাণাং তু উপাস্যমূলমন্ত্রেণৈব সর্বং কার্যম্ ॥

যন্মন্ত্রজপার্থং যা মালা সংস্কৃতা তয়া তস্যৈব জপঃ কার্যো নান্যস্য। অত্র চ বিশেষঃ—

শিবমন্ত্রেণ সংগ্রথ্য শক্তিমন্ত্রং জপেদপি।
শক্তিমন্ত্রেণ সংগ্রথ্য শিবমন্ত্রং জপেচ্ছিবে ॥
ধ্রুবেণ মাতৃকাভির্বা গ্রথ্যন্তে মণয়ো যদি।
তদা সর্বেঽপি জপ্তব্যা মনবো মালয়া তথা ॥ ইতি ॥

ধ্রুবঃ প্রণবঃ ॥

অক্ষমালাসংস্কার

এবার অক্ষমালার সংস্কার—পূর্বোক্ত রীতিতে গ্রথিত মালা হ্রৌঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে কিছুক্ষণের জন্য পঞ্চগব্যে নিক্ষেপ করতে হবে। তার পর, তা থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে কুশোদকে প্রক্ষালন করতে হবে। এবার পঞ্চায়তন-দেবতাদের অর্থাৎ গণেশ শিব শক্তি বিষ্ণু সূর্য এঁদের যাঁর যাঁর মন্ত্রে আবাহন ক'রে পঞ্চোপচারে পূজা করতে হবে এবং হ্রৌঁ-মন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত করতে হবে। এরপর সূর্যাদি গ্রহদের এবং ইন্দ্রাদি দিক্‌পালদের যাঁর যাঁর মন্ত্রে পূজা ক'রে তিল সহযোগে ঘৃতের দ্বারা মূলমন্ত্রে যথাশক্তি-বার অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে। এতে অশক্ত হ'লে যথাবিহিত অভিমন্ত্রণ করতে হবে। তার পর, যথাবিভব স্বর্ণ গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হবে।

অন্য রকম সংস্কার, যথা—সূত্র ও মণিগুলিকে তিন দিন পঞ্চগব্যের মধ্যে রেখে দিতে হবে। চতুর্থ দিনে উঠিয়ে নিয়ে অস্ত্রমন্ত্রে প্রক্ষালন ক'রে নমঃ এই মন্ত্র বা স্বীয় ইষ্টমন্ত্র আবৃত্তি ক'রে প্রত্যেকটি মণি, একটির মুখের সঙ্গে আরেকটির মুখ যুক্ত ক'রে, গ্রন্থন করতে হবে। এবার স্থণ্ডিলে স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজামণ্ডল রচনা ক'রে তাতে তাঁর অর্চনা ক'রে মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করতঃ সেই সেই কল্পোক্ত অর্থাৎ যথানির্দিষ্ট ইষ্টদেবতার কল্পোক্ত পুরশ্চরণহোম-দ্রব্যের দ্বারা অথবা ঘৃতের দ্বারা যথাশক্তি হোম করতে হবে। এরপর মালা মণ্ডলে স্থাপন ক'রে তাতে অস্ত্রমন্ত্র-মূলমন্ত্র-ও ষড়ঙ্গমন্ত্র-ন্যাস করতে হবে। এবার মালাকে ইষ্টদেবতারূপা ভাবনা ক'রে পূজা করতে হবে এবং সর্বভূতবলি প্রদান করতঃ আচার্যকে দক্ষিণাদি দ্বারা পরিতুষ্ট ক'রে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে হবে।

উক্ত সংস্কারবিধি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে বিহিত। স্ত্রীলোক এবং শূদ্রদের উপাস্যমূলমন্ত্রের দ্বারাই সব কিছু করতে হবে অর্থাৎ এঁরা উপাস্যমূলমন্ত্র-জপের দ্বারা মালা সংস্কার করবেন।

যে-মন্ত্রের জপের জন্য যে-মালা সংস্কৃত করা হয় সেই মালা দ্বারা সেই মন্ত্রেরই জপ করতে হয়, অন্য মন্ত্রের নয়। এ সম্পর্কে বিশেষ বিধি—ওগো শিবা, শিবমন্ত্রে মালা গেঁথে তা দিয়ে শক্তিমন্ত্র-জপ এবং শক্তিমন্ত্রে মালা গেঁথে তা দিয়ে শিবমন্ত্র-জপ করা চলে। যদি ধ্রুবের দ্বারা অথবা মাতৃকাবর্ণের দ্বারা মণি গাঁথা হয় তা হলে সেই মালা দিয়ে সব মন্ত্রই জপ করা যায়। ধ্রুব মানে প্রণব অর্থাৎ ওঁ।

দেবতাভেদেন সূত্রভেদঃ

দেবতাভেদেন সূত্রভেদ উক্তঃ। যথা—দেব্যা রক্তপট্টসূত্রম্। শিবস্যোর্ণাভবং শ্বেতং বা বল্কলং বা। সূর্যগণেশয়োঃ কার্পাসজম্। তচ্চ সুবাসিন্যা ব্রাহ্মণ্যা কর্তিতম্। স্বসমানজাতীয়যোষিৎকর্তিতং বা। ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃতম্। যত্র ব্রাহ্মণীকর্তিতং ন মিলতি তত্র বর্ণান্তরীয়কেনসুবাসিনীকর্তিতং গ্রাহ্যম্। অন্যেষু সূত্রেষু স্বৈচ্ছিকং গুণস্থৌল্যং মানং চ।

দেবতাভেদে সূত্রভেদ

দেবতাভেদে মালার সূত্র ভিন্ন হ'য়ে যায়। যেমন—দেবী আরাধ্যা হ'লে মালার সূত্র হবে রক্তবর্ণ পট্টসূত্র। শিব আরাধ্য হ'লে মালার সূত্র হবে শ্বেতবর্ণ

উর্ণারচিত অথবা বল্কলরচিত। সূর্য ও গণেশের বেলা সূত্র হবে কার্পাসজাত। আর সেই সূতা সুবাসিনী ব্রাহ্মণীর অথবা নিজের সমান জাতের স্ত্রীলোকের কাটা হওয়া চাই। তিনগুণ সূতাকে আবার তিনগুণ করতে হবে। যেখানে ব্রাহ্মণীর কাটা সূতা পাওয়া যায় না সেখানে অন্য বর্ণের কেবল সুবাসিনীর কাটা সূতা গ্রহণীয়। অন্য সূতার বেলা তা ক'গুণ হবে, কতটা মোটা হবে বা তার মান কি হবে, এসব জপকারীর ইচ্ছানুসারে হবে।

মালাসংস্কারকালঃ

মালাসংস্কারকালস্তু—বিষ্ণোঃ দ্বাদশ্যাং পূর্বাহ্ণঃ। শক্তেঃ অষ্টমীনবমীচতুর্দশীনাং রাত্রিঃ। শিবস্য ত্রয়োদশীদিবা। সূর্যস্য সপ্তমীদিবা ইতি॥

মালাসংস্কারকাল

মালাসংস্কারের কাল—বিষ্ণুমন্ত্রের ক্ষেত্রে দ্বাদশীর পূর্বাহ্ণ। শক্তিমন্ত্রের ক্ষেত্রে অষ্টমী নবমী ও চতুর্দশীর রাত্রি। শিবমন্ত্রের ক্ষেত্রে ত্রয়োদশীর দিবা। সূর্যমন্ত্রের ক্ষেত্রে সপ্তমীর দিবা।

মালাভেদেন ফলভেদঃ

মালাভেদেন ফলভেদো যথা—মাতৃকাঽক্ষমালা ক্ষিপ্রং মন্ত্রসিদ্ধ্যৈ। রুদ্রাক্ষমালা মোক্ষায়। মৌক্তিকমাণিক্যময়্যো সাম্রাজ্যায়। স্ফাটিকী সর্বেভ্যঃ কামেভ্যঃ। পুত্রজীবময়ী সম্পৎসারস্বতাবাপ্তৌ। পদ্মবীজময়ী শ্রীযশোভ্যাম্। রক্তচন্দনময়ী বশ্যভোগাভ্যাম্। ইত্যাদ্যাসামপি গ্রন্থান্তরেষু দ্রষ্টব্যানি॥

মালাভেদে ফলভেদে

মালাভেদে ফল ভিন্ন হয়ে যায়। যথা—ক্ষিপ্র মন্ত্রসিদ্ধির জন্য মাতৃকাবর্ণমালা। মোক্ষলাভের জন্য রুদ্রাক্ষমালা। সাম্রাজ্যলাভের জন্য মুক্তামালা ও মাণিক্যমালা। সব কামনাসিদ্ধির জন্য স্ফটিকমালা। সম্পদ্ ও বাগ্মিতা লাভের জন্য পুত্রজীবমালা। শ্রী ও যশ লাভের জন্য পদ্মবীজমালা। বশীকরণ ও ভোগের জন্য রক্তচন্দনের মালা। এই প্রকার অন্য বস্তুর মালার ফল গ্রন্থান্তরে দ্রষ্টব্য।

সূত্রজীর্ণতাদৌ প্রায়শ্চিত্তম্

সূত্রে জীর্ণে নবেন গ্রথয়িত্বা মূলেনাষ্টোত্তরশতবারানভিমন্ত্রয়েৎ। জপসময়ে প্রমাদাৎ করগলিতায়াং ছিন্নায়াং বা মালায়াং নিষিদ্ধস্পর্শে বা অষ্টোত্তরশতমূলমন্ত্রজপঃ প্রায়শ্চিত্তম্।

সূত্রের জীর্ণতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত

সূত্র জীর্ণ হয়ে গেল নূতন সূত্রে মালা গেঁথে মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ ক'রে তা অভিমন্ত্রিত করতে হবে। জপের সময়ে অনবধানতার জন্য হাত থেকে মালা পড়ে গেলে অথবা মালা ছিঁড়ে গেলে কিংবা কোনো নিষিদ্ধ বস্তুতে মালা ঠেকে গেলে তার প্রায়শ্চিত্ত হল মূলমন্ত্রের ১০৮ জপ।

জপভেদাঃ

অথ জপভেদাঃ। জ্ঞানার্ণবে—

নিগদেনোপাংশুনা বা মানসেনাথবা জপেৎ।
নিগদঃ পরমেশানি স্পষ্টং বাচা নিগদ্যতে ॥
অব্যক্তশ্চ স্ফুরদ্বক্ত্র উপাংশুঃ পরিকীর্তিতঃ।
মানসস্তু বরারোহে চিন্তেনান্তররূপবান্ ॥
নিগদেন তু যজ্জপ্তং লক্ষমাত্রং বরাননে।
উপাংশুস্মরণেনৈব তুল্যং ভবতি শৈলজে ॥
উপাংশুলক্ষমাত্রং তু যজ্জপ্তং কমলেক্ষণে।
মানসস্মরণেনৈব তুল্যমেকেন সুন্দরি ॥ ইতি ॥

স্বচ্ছন্দতন্ত্রসারে তু—

জপস্তু ষড়্বিধঃ প্রোক্তস্তৎপ্রকারোঽয়মুচ্যতে।
বাচিকং মানসং চৈব যৌগিকং যোগবাচিকম্ ॥
যোগমানসিকং চৈব বাঙ্মানসিকযৌগিকম্।
বাচা কেবলমুচ্চার্য মন্ত্রং দেবীং[১] বিভাব্য চ ॥
জপেদ্যৎ পরমেশানি বাচিকং তৎ প্রকীর্তিতম্।
দেব্যা রূপং চ সঞ্চিন্ত্য সাবধানেন চেতসা ॥

১। দেবি ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

মন্ত্রস্থাপ্যানুসন্ধানং মানসং পরিকীর্তিতম্।
ত্রিস্থানেন ত্রিবীজানি ক্রমাৎ সঙ্কিপ্য মার্গতঃ॥
আরোহো যৌগিকং প্রোক্তমুচ্যতে যোগবাচিকম্।
লক্ষ্যে মনঃ সমাযোজ্য বাচা মন্ত্রং জপেচ্ছিবে॥
যোগবাচিকমেতৎ স্যাদ্‌যোগমানসিকং শৃণু।
লক্ষ্যেণ মানসং পূর্বং সংযোজ্য মনসা জপম্॥
যোগমানসিকং বিদ্যাদথান্যদপি চোচ্যতে।
মনসাঽপি জপেন্মন্ত্রং বীজানারোহণক্রমাৎ॥
বাঙ্‌মানসিকযোগাখ্যং জপমেতদনুত্তমম্।
বাচিকেন জপেনৈব কেবলা বাক্‌ প্রবর্ততে॥
মানসাজ্ঞিয়মাপ্নোতি যৌগিকাদ্‌যোগসিদ্ধয়ঃ।
বাঙ্‌মানসজপেনৈব বাক্‌জ্ঞানৈশ্বর্যসিদ্ধয়ঃ॥
ভবন্তি পরমেশানি যোগমানসিকেন তু।
অণিমাদীনি চান্যানি সর্বাণি লভতে ধ্রুবম্॥
বাঙ্‌মানসিকযোগাখ্যজপেন পরমেশ্বরি।
বাগাদ্যকুলপর্যন্তমচিরাল্লভতে নরঃ॥
যেন কেন জপেনৈব হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতক্রমাৎ।
জপ্তা বিদ্যাশ্চ মন্ত্রাশ্চ সর্বে সর্বার্থদায়িনঃ॥
ভবন্তি গুরুবক্ত্রেণ লব্ধাঃ সর্বাঙ্গসুন্দরি।
স্বয়ং নিরীক্ষ্য যে কোশং মন্ত্রং বিদ্যামথাপি বা॥
গৃহ্ণীয়ুর্যে ব্রজেয়ুস্তে রৌরবং নরকং শিবে।
তস্মাদাস্তিকাসংযুক্তঃ সাধকো দেশিকাজ্ঞয়া॥
শিবাগমান্নিরীক্ষেত নান্যথা বীরবন্দিতে॥ ইতি॥

জপভেদ

জপের প্রকারভেদ আছে। জ্ঞানার্ণবে বলা হয়েছে—মন্ত্র জপ করতে হবে নিগদের দ্বারা অর্থাৎ অন্যের শ্রবণযোগ্য ক'রে উচ্চারণ ক'রে; অথবা উপাংশু দ্বারা অর্থাৎ শুধু নিজের শ্রবণযোগ্য ক'রে উচ্চারণ ক'রে অথবা মনে মনে। ওগো পরমেশানী, স্পষ্ট ক'রে বাক্য উচ্চারণ করাকে বলে নিগদ। মন্ত্র অব্যক্ত থাকে, শুধু মুখ নড়ে, একে বলে উপাংশু। ওগো বরারোহা, চিত্তের দ্বারা আন্তর জপকে বলে মানস। বরাননা শৈলজা, লক্ষ নিগদজপে যে-ফল

হয় উপাংশুর অনুচিন্তনের দ্বারাই তার তুল্য ফল হয়। কমললোচনা ওগো সুন্দরী লক্ষ উপাংশুজপে যে ফল হয় মানসজপের একবার অনুচিন্তনের দ্বারাই তার সমান ফল হয়।

যজ্জন্দতন্ত্রসারে আছে—জপ ষড়্‌বিধ বলা হয়। তার প্রকার বলা হচ্ছে। যথা—বাচিক, মানস, যৌগিক, যোগবাচিক, যোগমানসিক আর বাঙ্‌মানসিকযৌগিক। পরমেশানী, দেবীকে চিন্তা ক'রে কেবল বাক্যে মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে যে-জপ করা হয় তাকে বলে বাচিক। দেবীর রূপ চিন্তা করতঃ অবহিত চিত্তে মন্ত্রের যে-অনুচিন্তন তাকে বলা হয় মানস। ত্রিস্থানে ত্রিবীজের চিন্তা ক'রে বিহিত বর্ণে যে-আরোহণ তাকে বলে যৌগিক। এবার যোগবাচিক বলা হচ্ছে। শিব, লক্ষ্যে মন স্থির ক'রে মন্ত্রের বাচিক জপ করতে হবে। একেই বলে যোগবাচিক। এবার যোগমানসিক জপের কথা শোন। প্রথমে লক্ষ্যের সঙ্গে মনকে যুক্ত ক'রে যে-মানস জপ করা হয় তাকে বলে যোগমানসিক। এরপর অন্যটির কথা বলা হচ্ছে। মন্ত্রের মানস জপ এবং আরোহক্রমে বীজের অনুচিন্তন, তাই অত্যুৎকৃষ্ট বাঙ্‌মানসিকযোগ নামক জপ।

বাচিক জপের দ্বারা বিশুদ্ধ বাক্ প্রবর্তিত হয়। মানস জপের দ্বারা শ্রীলাভ হয়। যৌগিক জপের দ্বারা লাভ হয় যোগসিদ্ধি। বাঙ্‌মানস জপের দ্বারা, ওগো পরমেশানী, বাক্-জ্ঞান-ঐশ্বর্যসিদ্ধি লাভ হয়। আর যোগমানসিক জপের দ্বারা নিশ্চিত অণিমাদি অষ্ট সব সিদ্ধি লাভ হয়। পরমেশ্বরী, বাঙ্‌মানসিকযোগ নামক জপের দ্বারা মানুষ বাক্ থেকে আরম্ভ ক'রে কুলপর্যন্ত অচিরে লাভ করে। সর্বাঙ্গসুন্দরী, বিদ্যা মন্ত্র সবই গুরুমুখে লব্ধ হ'লে, হ্রস্বদীর্ঘপ্লুত ক্রমে যে-কোনো জপের দ্বারা, সর্বার্থদায়ক হয়। যারা কোশ-গ্রন্থ দেখে বিদ্যা বা মন্ত্র স্বয়ং গ্রহণ করে, ওগো শিবা, তাদের রৌরবনরকে গতি হয়। অতএব বীরবন্দিতা; আস্তিক্যযুক্ত সাধক গুরুর আজ্ঞানুসারে শিবাগম থেকে মন্ত্র দেখে নিতে পারে, তা ছাড়া নয়।

হোমে বহ্নিস্থিতিবিচারঃ

তত্র মুহূর্তচিন্তামণৌ—

> সৈকা তিথির্বারযুতা কৃতাপ্তা শেষে গুণেঽভ্রে ভুবি বহ্নিবাসঃ।
> সৌখ্যায় হোমঃ শশিযুগ্মশেষে প্রাণার্থনাশৌ দিবি ভূতলে চ॥

অস্যার্থঃ —শুক্লপ্রতিপদাদিহোমদিনসংখ্যাঽৈকমধিকমঙ্গলাদিত্যাদিবারসংখ্যাং

মেলয়িত্বা চতুর্ভির্হরেণেন ত্রয়ে শিষ্টে শূন্যে বা বহ্নির্ভুবি বসতি। তদা হোমঃ সুখায় ভবতি। একস্মিন্ দ্বয়ে বা শেষে ক্রমাদ্দিবি পাতালে চ বহ্নিবাসঃ। তদানীং হোমেন প্রাণার্থনাশৌ ভবতঃ ইতি ॥

তত্রৈব গ্রহবিচারো রুদ্রযামলে—

তেষাং স্থিতিক্রমং বক্ষ্যে নক্ষত্রেষু যথা স্থিতাঃ।
সূর্যো বুধো ভৃগুশ্চৈব শনিশ্চন্দ্রো মহীসুতঃ ॥
জীবো রাহুশ্চ কেতুশ্চ নবৈতে দেবি খেচরাঃ।
সূর্যভাচ্চন্দ্রভং যাবৎ গণয়েচ্চ মহেশ্বরি ॥
ত্রীণি ত্রীণি চ ঋক্ষাণি রবিভাদীনি দাপয়েৎ[১]।
সূর্যাদীনাং ফলং দেবি শৃণু বক্ষ্যে যথাক্রমম্ ॥
আদিত্যে তু ভবেচ্ছোকো বুধে চৈব ধনাগমঃ।
শুক্রে লাভং বিজানীয়াচ্ছনৌ পীড়া ন সংশয়ঃ ॥
গুরুণা চ ধনপ্রাপ্তিঃ রাহৌ হানিস্তথৈব চ ॥
কেতুনা জায়তে মৃত্যুঃ ফলমেবং মহেশ্বরি।
ক্রূরহোমস্তথা দেবি ক্রূরগ্রহমুখো ভবেৎ ॥ ইতি ॥

সূর্যভং সূর্যাক্রান্তং নক্ষত্রং, চন্দ্রভং তদ্দিবসনক্ষত্রম্। দাপয়েৎ সূর্যাদিভ্যঃ ইতি শেষঃ। সূর্যনক্ষত্রাদি-চন্দ্রনক্ষত্রপর্যন্তং নক্ষত্রাণাং ত্রয়ং ত্রয়ং সূর্যাদি-যামিকামিত্যর্থঃ। ক্রূরহোমো মারণোচ্চাটনাদিফলকঃ। শেষং সুগমম্। এবং বহ্নিস্থিতিং গ্রহাংশ্চ বিচার্য, সৌম্যহোমঃ সৌম্যগ্রহেষু ক্রূরশ্চ ক্রূরগ্রহেষু কার্যঃ ॥

হোমে অগ্নির স্থিতিবিচার

এ সম্পর্কে মুহূর্তচিন্তামণিতে বলা হয়েছে—

এক সহ তিথি অর্থাৎ তিথিসংখ্যা ও বার অর্থাৎ বারসংখ্যা যোগ ক'রে, কৃত অর্থাৎ বারের নক তার ভাগফল অর্থাৎ সেই যোগফলকে চার দিয়ে ভাগ করলে পর সেই ভাগফল যদি গুণ অর্থাৎ তিন অথবা অভ্র অর্থাৎ শূন্য এই অবশিষ্টযুক্ত হয়, সহজ কথায়, উক্ত প্রকারে ভাগ করলে যদি তিন বা শূন্য অবশিষ্ট থাকে, তা হ'লে অগ্নির অবস্থান হবে পৃথিবীতে। তখন হোম করলে তা সুখের কারণ হবে। আর যদি শশি অর্থাৎ এক অথবা যুগ্ম অর্থাৎ দুই অবশিষ্ট হয়, তাহলে দিবি অর্থাৎ স্বর্গে ও ভূতলে অর্থাৎ ভূর তলায় মানে

১। ভাবয়েৎ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

পাতালে হবে অগ্নির স্থিতি। তখন হোম করলে তার ফলে প্রাণনাশ ও অর্থ-নাশ হবে।

এর অর্থ—শুক্লপ্রতিপদাদি হোমদিনের সংখ্যার চেয়ে এক বেশী এবং রবি-আদি বার সংখ্যা একসঙ্গে যোগ ক'রে তাকে চার দিয়ে ভাগ করলে যদি তিন বা শূন্য অবশিষ্ট থাকে তাহলে অগ্নির অবস্থিতি হবে পৃথিবীতে। তখন হোম করলে তা সুখের কারণ হবে। আর অবশিষ্ট যদি এক বা দুই হয়, তা হলে, যথাক্রমে স্বর্গ ও পাতালে হবে অগ্নির স্থিতি। তখন হোম করলে তা দ্বারা প্রাণনাশ ও অর্থনাশ হবে।

এ সম্পর্কে গ্রহবিচার করা হয়েছে রুদ্রযামলে, যথা—নক্ষত্রগুলিতে গ্রহদের অবস্থিতিক্রম বলছি। সূর্য, বুধ, শুক্র, শনি, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, রাহু ও কেতু, ওগো দেবী, এই নয়টি খেচর অর্থাৎ গ্রহ। এরা নক্ষত্রগুলিতে অবস্থান করে। মহেশ্বরী, সূর্যনক্ষত্র থেকে চন্দ্রনক্ষত্র পর্যন্ত গণনা করতে হবে। রবি-নক্ষত্রাদি তিন তিনটি ক'রে নক্ষত্র প্রত্যেক গ্রহকে দিতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রহের তিন তিনটি ক'রে নক্ষত্র রয়েছে, ভাবনা করতে হবে। দেবী, সূর্যাদির যথাক্রম ফল বলছি, শোন। আদিত্যে হোমে হয় শোক, বুধে হোমে ধনাগম। শুক্রে হোমে হয় লাভ আর শনিতে হোমে পীড়া হয়, জানবে। দেবী, চন্দ্রে হোমে মহৎ লাভ হয় আর মঙ্গলে হোমে হয় বন্ধন। বৃহস্পতিতে হোমে হয় ধনপ্রাপ্তি, রাহুতে হোমে ধনহানি। কেতুতে হোমে হয় মৃত্যু। মহেশ্বরী, সূর্যাদিতে হোমের এই প্রকার ফল হয়। দেবী, ক্রূরহোম ক্রূরগ্রহে কর্তব্য।

সূর্যভং[1] মানে সূর্যাক্রান্ত নক্ষত্র, চন্দ্রভং মানে তদ্দিবসনক্ষত্র। দাপয়েৎ অর্থ সূর্যাদিকে দিতে হবে। সূর্যনক্ষত্র থেকে চন্দ্রনক্ষত্র পর্যন্ত নক্ষত্রগুলির তিন তিনটির উপর সূর্যাদির স্বামিত্ব। ক্রূরহোম বলতে বুঝায় মারণ-উচ্চাটনাদি-ফলজনক হোম। বাকী অংশ সুগম। এইভাবে অগ্নির অবস্থান ও গ্রহ বিচার ক'রে সৌম্যগ্রহে সৌম্য হোম ও ক্রূরগ্রহে ক্রূর হোম করতে হবে।

কুণ্ডস্থণ্ডিলয়োঃ পরিমাণম্

তত্র একোনপঞ্চাশৎসঙ্খ্যাকাহুতিপর্যন্তং স্থণ্ডিলমেব। তচ্চ অষ্টাদশাঙ্গুল-প্রমাণং পরিতঃ অঙ্গুষ্ঠোন্নতম্। অগ্রে কুণ্ডেন সহ বিকল্পোহশক্তিশক্তিভ্যাং

১। ভং নক্ষত্রের পর্যায় বাচক শব্দ অর্থাৎ ভ মানে নক্ষত্র। সূর্যভং মানে সূর্যাক্রান্ত নক্ষত্র অর্থাৎ যে-নক্ষত্রে সূর্য অবস্থান করে সেই নক্ষত্র। তেমনি চন্দ্রভং মানে যে-নক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থান করে সেই নক্ষত্র।

ব্যবস্থিতিঃ। পঞ্চাশদাদিনবনবতিসংখ্যাহুতিপর্যন্তং মুষ্টিমাত্রম্। মুষ্টিঃ অরত্নিঃ। শতাদিনবনবত্যধিকনবশত্যাহুতিপর্যন্তং অরত্নিমিতম্। নিরুনিষ্ঠমুষ্টির্হস্তোঽরত্নিঃ। সহস্রাদিহোমে হস্তমাত্রম্। অযুতাদৌ দ্বিহস্তম্। লক্ষাদৌ চতুর্হস্তম্। দশলক্ষাদৌ ষড়্‌হস্তম্। কোটিহোমাদৌ অষ্টহস্তং দশহস্তং বা। চতুর্বিংশত্যঙ্গুলৈঃ হস্তঃ। অঙ্গুলং তু তির্যঙ্‌নিহিতাষ্টযবপ্রমাণং স্বমধ্যমামধ্যপর্বমিতং বা জ্ঞেয়ম্। মুষ্ট্যা বা চতুরঙ্গুলানি। অর্ধযবোনচতুস্ত্রিংশতাঙ্গুলৈঃ দ্বিহস্তম্। সার্ধৈকচত্বারিংশতা ত্রিহস্তম্। অষ্টচত্বারিংশতা চতুর্হস্তম্। পাদোনচতুঃপঞ্চাশতা পঞ্চহস্তম্। পাদোনৈকোনষষ্ট্যা ষড়্‌হস্তম্। সার্ধত্রিষষ্ট্যা সপ্তহস্তম্। অষ্টষষ্ট্যা যবোনয়া অষ্টহস্তম্। দ্বিসপ্তত্যা নবহস্তম্। ষট্‌সপ্তত্যা দশহস্তম্ কুণ্ডং স্থণ্ডিলং বা ভবতি। কুণ্ডাঙ্গানাং ব্যাসখাতনাভিকণ্ঠমেখলাযোনীনাং সম্যগ্‌জ্ঞান এব কুণ্ডং যুক্তম্। অন্যথা অত্যন্তমনিষ্টম্। স্থণ্ডিলং চতুরশ্রমঙ্গুলোৎসেধং বা। স্থূলদ্রব্যহোমে তত্তৎপরিমাণস্যাপর্যাপ্তৌ যোত্তরপরিমাণমপি গ্রাহ্যম্॥

কুণ্ড ও স্থণ্ডিলের মাপ

ঊনপঞ্চাশসংখ্যক আহুতিপর্যন্ত চলবে স্থণ্ডিলে[১]। তার মাপ হবে চারধারে আঠার আঙুল ক'রে আর অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ উঁচু। অগ্রে হোমকারীর অসামর্থ্য ও সামর্থ্যানুসারে কুণ্ডের সহিত স্থণ্ডিলের বিকল্পব্যবস্থা করা হল। পঞ্চাশ থেকে নিরানব্বই সংখ্যক আহুতির জন্য মাপ হবে মুষ্টিমাত্র। মুষ্টি মানে অরত্নি। অরত্নি অর্থ মুষ্টিবদ্ধ হস্তপরিমাণ। এক শ থেকে ন শ নিরানব্বই পর্যন্ত আহুতির জন্য মাপ হবে অরত্নি। কনিষ্ঠাঙ্গুলি ব্যতীত মুষ্টিবদ্ধ হাতের মাপ অরত্নি; সহজ কথায়, কড়ে আঙুল বাদ দিয়ে হাত মুঠো ক'রে কনুই থেকে কড়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত এক হাতপরিমাণ হ'ল অরত্নি। সহস্রাদিসংখ্যক আহুতির জন্য মাপ একহাত। অযুতাদিসংখ্যক আহুতির ক্ষেত্রে মাপ হবে দুহাত। লক্ষাদিসংখ্যক আহুতির বেলা মাপ হবে চার হাত। দশলক্ষাদি-সংখ্যক আহুতি হলে মাপ হবে ছহাত। কোটি-আদিসংখ্যক আহুতির বেলা মাপ হবে আট বা দশ হাত। চব্বিশ আঙুলে এক হাত। আঙুল বলতে বুঝায় তির্যকভাবে নিহিত অষ্টযবের পরিমাণ অথবা মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্বপর্যন্ত দৈর্ঘ্যের পরিমাণ। মুষ্টির বিকল্প অর্থ চার আঙুল। দুহাতের পরিমাপ হল অর্ধযব কম চৌত্রিশ আঙুল। তিন হাত হল সাড়ে একচল্লিশ আঙুল।

১। 'হোমার্থে, কুণ্ডপ্রতিনিধিত্বেন বালুকাদিভিঃ কর্তব্যো মণ্ডলভেদে চ ইতি বাচস্পত্যম্। —হোমার্থ কুণ্ডের প্রতিনিধিরূপে বালুকাদি দ্বারা নির্মিতব্য মণ্ডলভেদ স্থণ্ডিল।

আটচল্লিশ আঙ্গুল পরিমাণ হল চার হাত। একচতুর্থাংশ কম উনষাট আঙ্গুল হল ছ হাত। একযব কম আটষট্টি আঙ্গুল পরিমাণ আটহাত। বাহাত্তর আঙ্গুল পরিমাণ ন হাত। ছিয়াত্তর আঙ্গুল পরিমাণ দশ হাত। এই মাপের কুণ্ড বা স্থণ্ডিল হবে। ব্যাস, খাত, নাভি, কণ্ঠ, মেখলা, যোনি—এই সব কুণ্ডাঙ্গের সম্যক্ জ্ঞান থাকলেই শুভফলযুক্ত কুণ্ড নির্মিত হতে পারে। অন্যথা, অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। স্থণ্ডিল হবে চতুষ্কোণ এবং এক আঙ্গুল কিংবা চার আঙ্গুল উঁচু। স্থূলদ্রব্যহোমের বেলা সেই সেই পরিমাণ অপর্যাপ্ত হলে তার উর্দ্ধ্বতর পরিমাণও গ্রাহ্য।

হোমে ইতিকর্তব্যতাবিশেষঃ

বহু-ঋত্বিক্‌কর্তৃক হোমে যথাকালং প্রত্যাহুত্যুদ্দেশত্যাগয়োঃ কর্তুমশক্যত্বাৎ যজমানো দেবতাং দ্রব্যং চ মনসা ধ্যাত্বা অমুকদেবতায়া ইদং সর্বহোমদ্রব্যজাতং ন মমেতি ত্যজেৎ ॥

ঋত্বিজস্ত্বাচান্তাঃ কৃতপ্রাণায়ামাঃ প্রত্যেকং দেশকালৌ সঙ্কীর্ত্য অমুকেন বৃতোঽহং অমুকসঙ্খ্যাকহোমমধ্যে অমুকাংশেন যজমানোপকল্পিতামুকদ্রব্যেণ হোমং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য আসনবিধিং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং তত্তদ্দেবতর্ষ্যাদিন্যাস-ত্রয়ং কৃত্বা অগ্নৌ দেবতাধ্যানমানসপূজান্তে প্রাঙ্‌মুখা বোদঙ্‌মুখা বা জুহুয়ুঃ। হোমসঙ্খ্যাসমাপ্তৌ পরিধিপরিস্তরণান্তঃপতিতং হবিঃ সর্বমগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ। তদ্বহিঃ পতিতং তু ন ॥

অনেকদিনসাধ্যে তু হোমে প্রতিদিবসং কয়াচিৎ সন্ধ্যায়া সংস্থাপ্য বহ্নিরক্ষণ-পূর্বকং শুভদিনে সমাপ্তিং কুর্যাৎ। প্রতিদিনং হোমাদ্যন্তয়োঃ প্রধানদেবতাং অঙ্গদেবতাশ্চ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ অগ্নিমধ্যে পূজয়েৎ। আরম্ভে সমাপ্তিদিনে অগ্নি-মূলমন্ত্রেণ স্বাহাস্বধাসহিতমগ্নিং পূজয়েৎ। তত্র গন্ধাদিকং বহিরেব অগ্নয়ে দদ্যাৎ॥

যত্র হোম এব প্রয়োগবিশেষে ফলপ্রদত্বাৎ প্রধানং ন পুনর্জপাঙ্গং তত্র ব্রাহ্মণভোজনসঙ্খ্যা তন্ত্রে বিশেষানুক্তৌ স্মৃত্যুক্তা গ্রাহ্যা। তত্র লক্ষহোমে ষষ্ট্যধিকা নবশতী মুখ্যঃ পক্ষঃ। বিংশত্যধিকা পঞ্চশতী মধ্যমঃ। দশাধিকা ত্রিশতী অধমঃ।

যত্র প্রধানদেবতাঽন্যত্বেন স্মৃতিতন্ত্রোক্তয়োরবিরোধে সমুচ্চয়পক্ষমাশ্রিত্য গ্রহা অপি পূজ্যাস্তত্র তদঙ্গব্রাহ্মণভোজনমপি কার্যম্। তত্রোত্তমে পক্ষে বিংশত্যধিকা সপ্তশতী ব্রাহ্মণানাং ভোজনীয়া। মধ্যমপক্ষে চত্বারিংশদুত্তরং শতত্রয়ম্। অধমে চ দশাধিকং শতমিতি ॥

হোমে ইতিকর্তব্যতাবিশেষ

বহুঋত্বিক্‌কর্তৃক হোমে প্রত্যাহুতি-উদ্দেশ ও ত্যাগ অর্থাৎ হোমদ্রব্য নিক্ষেপ করণে অক্ষমতাহেতু যজমান মনে মনে দেবতা ও দ্রব্যের ধ্যান ক'রে, 'এই সব হোমদ্রব্যজাত অমুক দেবতার, আমার নয়' এই বলে নিক্ষেপ করবেন।

ঋত্বিকেরা আচমনান্তে প্রাণায়াম করতঃ প্রত্যেক দেশ ও কালের উল্লেখ ক'রে, 'অমুকের দ্বারা বৃত আমি অমুকসংখ্যক হোমের মধ্যে অমুক অংশের দ্বারা যজমানসংগৃহীত অমুক দ্রব্য দিয়ে হোম করব' এই সঙ্কল্প করবেন এবং আসনসংক্রান্ত বিধি অনুসরণ ক'রে ভূতশুদ্ধি থেকে আরম্ভ ক'রে উদ্দিষ্টদেবতা-ঋষি-আদির ন্যাসত্রয় করতঃ অগ্নিতে দেবতার ধ্যান ও মানসপূজান্তে পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী হয়ে আহুতি দেবেন। নির্দিষ্টসংখ্যক আহুতি সমাপ্ত হ'লে পরিধি-ও পরিস্তরণের মধ্যে যে-ঘৃত পড়বে তা সব অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। তার বাইরে যা পড়বে তা নয়।

যে-হোম অনেক দিন ধরে করতে হয় তার ক্ষেত্রে প্রতিদিনের জন্য একটা সংখ্যা নির্ধারণ ক'রে হোম করতঃ অগ্নিসংরক্ষণপূর্বক শুভদিনে হোম সমাপ্ত করতে হবে। প্রতিদিন হোমের আদিতে ও অন্তে প্রধানদেবতা ও অঙ্গদেবতাদের গন্ধপুষ্পাদি দিয়ে অগ্নিমধ্যে পূজা করতে হবে। হোমের আরম্ভদিনে ও সমাপ্তিদিনে অগ্নির মূলমন্ত্রে স্বাহা ও স্বধার সহিত অগ্নিরও পূজা করতে হবে। গন্ধাদি বাইরে থেকে অগ্নিকে প্রদান করতে হবে।

প্রয়োগবিশেষে ফলদানহেতু যেখানে হোমই প্রধান, আবার জপের অঙ্গ নয়, সেখানে ব্রাহ্মণভোজনের ব্রাহ্মণসংখ্যা তন্ত্রে বিশেষভাবে বলা হয় নি বলে এ সম্পর্কে স্মৃতিতে কথিত সংখ্যা গ্রহণ করতে হবে। স্মৃতিতে আছে— লক্ষহোমে ১৮০ জন ব্রাহ্মণ মুখ্য অর্থাৎ উত্তম পক্ষ, ৫২০ জন মধ্যম পক্ষ, আর ৩১০ জন অধম পক্ষ।

যেখানে প্রধানদেবতার অঙ্গত্ববিষয়ে স্মৃতি ও তন্ত্রের উক্তির মধ্যে বিরোধ নেই বলে গ্রহাদিরও পূজা করতে হয় সেখানে তার অঙ্গরূপে ব্রাহ্মণভোজনও কর্তব্য। সেক্ষেত্রে ৭২০ জন ব্রাহ্মণ উত্তম পক্ষ, ২৪০ জন মধ্যমপক্ষ আর ১১০ জন অধম পক্ষ।

কাম্যহোমদ্রব্যাণাং মানং ফলং চ

তিলৈস্তণ্ডুলকণিকৈঃ শতসংখ্যাকৈর্বা প্রত্যাহুতিহোমঃ কার্যঃ, আজ্যেন চ কর্ষপ্রমাণেন। গ্রাসমিতৈরন্নৈরেন্নায়। অমৃতাসমিদ্ভিঃ কনিষ্ঠাঙ্গুলাভিঃ চতুরঙ্গুল-

প্রমাণাভিঃ জ্বরোপশমনায় চূতপল্লবৈশ্চ। দূর্বাভিঃ ত্রিসৃভিস্ত্রিসৃভিরায়ুষে। কৃতমালকুসুমৈঃ ধনায়। উৎপলৈঃ ভোগায়। বিল্বদলৈঃ রাজ্যায়। সমগ্রৈঃ পদ্মৈঃ সাম্রাজ্যায়। মুষ্টিমিতৈঃ লাজৈঃ কন্যায়ৈ। নন্দ্যাবর্তৈঃ কবিত্বায়। বকুল[1]মল্লিকাজাতীপুন্নাগৈঃ ভাগ্যায়। বন্ধূকজপাকিংশুকমধূকৈঃ ঐশ্বর্যায়। কদম্বৈঃ বশ্যায়। লবণৈঃ শুক্তিপ্রমাণৈঃ আকর্ষণায়। শালিতণ্ডুলৈঃ অর্ধমুষ্টিমিতৈঃ ধান্যায়। কুঙ্কুমগোরোচনাদিভিঃ গুঞ্জামিতৈঃ সৌভাগ্যায়। পলাশপুষ্পৈঃ তেজসে কপিলাঘৃতেন চোক্তমানেন। ধুস্তূরকুসুমৈরুন্মাদায়। [2]বিষবৃক্ষনিম্বশ্লেষ্মাতকবিভীতকসমিদ্ভিঃ দশাঙ্গুল- প্রমাণাভিঃ শত্রুনাশায়। নিম্বতৈলাক্তৈঃ [3]লবণৈঃ উক্তমানৈঃ মারণায়। কাকোলূকপক্ষৈর্ণৈকেকেন বিদ্বেষণায়। তিলতৈলাক্তৈঃ মরীচৈঃ বিংশত্যা কাসশ্বাসপ্রশমনায় ইতি। পুষ্পেষু স্থূলমেকৈকং, অল্পানি দ্বিত্রাণি ইতি বা বিবেকঃ। এতানি দ্রব্যাণি কাম্যজপাঙ্গেষু হোমেষু তত্তজ্জপদশাংশসংখ্যাকানি। প্রাধান্যেন হোমে তু সংখ্যাহনুক্তৌ সহস্রসংখ্যাকানি। ইহ চ প্রথমং অভীষ্টদেবতায়ৈ বিজ্ঞাপ্য অমুকসিদ্ধ্যর্থং এতাবদাহুতীঃ করিষ্যামীতি সঙ্কল্পয়েৎ। কর্ষস্তু দশগুঞ্জামিতমাষ- ষোড়শকপ্রমাণঃ। শুক্তিঃ কর্ষদ্বয়ম্। মুষ্টিস্তু পলম্॥

কাম্যহোমদ্রব্যের পরিমাণ ও ফল

শান্তির জন্য চুলুক অর্থাৎ অঞ্জলিপরিমাণ কিংবা শতসংখ্যক তিলের দ্বারা এবং কর্ষকপরিমাণ অর্থাৎ দুই তোলাপরিমাণ আজ্যের দ্বারা হোম বিহিত। অন্নের জন্য গ্রাসপরিমাণ অন্নের দ্বারা হোম করতে হয়। জ্বরোপশমের জন্য কনিষ্ঠাঙ্গুলের মতো মোটা চার আঙ্গুল পরিমাণ অমৃতা অর্থাৎ আমলকী বা হরিতকীর সমিধ্ দ্বারা ও চূতপল্লব দিয়ে হোম হবে। আয়ুর জন্য তিন তিন গাছি দূর্বা দিয়ে হোম বিহিত। ধনের জন্য কৃতমালকুসুম অর্থাৎ সোনালিফুল দিয়ে হোম করতে হয়। ভোগের জন্য হোম হবে উৎপলের দ্বারা। রাজ্যলাভের জন্য হোম হবে বিল্বপত্র দিয়ে। সাম্রাজ্যলাভের জন্য হবে অখণ্ড পদ্ম দিয়ে। কন্যালাভের জন্য মুষ্টিপরিমাণ খই দিয়ে হোম বিহিত। কবিত্বের জন্য নন্দ্যাবর্ত অর্থাৎ তগরপুষ্পের দ্বারা হোম করতে হয়। ভাগ্যের জন্য বকুল-মল্লিকা-জাতী-ও পুন্নাগ পুষ্পের দ্বারা হোম বিহিত। ঐশ্বর্যের জন্য হবে বন্ধূক-

১। বকুল ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। তিলতৈলাক্তৈঃ ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।

৩। তণ্ডুল ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

জবা-কিংশুক ও-মধূক পুষ্পের দ্বারা। বশীকরণের জন্য কদম্বকুসুম দিয়ে হোম করতে হয়। আকর্ষণের জন্য শুক্তিপ্রমাণ লবণ দিয়ে হোম বিহিত। ধান্যলাভের জন্য অর্ধমুষ্টিপরিমাণ শালিধানের চাল দিয়ে হোম করতে হয়। সৌভাগ্যের জন্য গুঞ্জাপরিমিত কুঙ্কুম গোরোচনা ইত্যাদি দ্বারা হোম হবে। তেজ অর্থাৎ পরাক্রমের জন্য পলাশকুসুম ও যথোক্ত পরিমাণ কপিলাঘৃতের দ্বারা হোম বিহিত। উন্মাদনের জন্য হোম হয় ধুতুরা ফুল দিয়ে। শত্রুনাশের জন্য বিষবৃক্ষ, নিম, শ্লেষ্মাতক অর্থাৎ নোনা বা আতাগাছ অথবা চালতাগাছ এবং বহেড়া গাছের দশাঙ্গুলপরিমাণ সমিধ্ দ্বারা হোম হবে। মারণের জন্য যথোক্তপরিমাণ নিম্বতৈলাক্ত লবণের দ্বারা হোম করতে হয়। বিদ্বেষণের জন্য হোম হবে এক একটি ক'রে কাক ও উলূকের পক্ষের দ্বারা। শ্বাসকাস-উপশমের জন্য তিলতৈলাক্ত বিশটি গোলমরিচের দ্বারা হোম বিহিত। ফুল যদি বড় হয় তা হলে এক একটি ক'রে আর ছোট হ'লে দুতিনটি ক'রে একবারে নিতে হবে, এই হল এক্ষেত্রে বিচার। হোম যেখানে কাম্যজপের অঙ্গ সেখানে এই সব দ্রব্য সেই জপসংখ্যার দশাংশসংখ্যক হবে। হোম যেখানে প্রধান, অর্থাৎ জপের অঙ্গ নয়, সেখানে যদি কোনো সংখ্যার উল্লেখ না থাকে তা হলে উক্ত সব দ্রব্য সহস্রসংখ্যক হবে। এখানে প্রথমে অভীষ্টদেবতাকে বিজ্ঞাপিত করে, অমুক কর্মসিদ্ধির জন্য এতসংখ্যক আহুতি দেব, এই সঙ্কল্প করতে হবে। কর্ষ হল দশগুঞ্জাপরিমিত এক একটি মাষ, এরূপ ষোলমাষপরিমাণ। শুক্তি বলতে বুঝায় দুই কর্ষ। মুষ্টি অর্থ পল।

পুরশ্চরণকালে বিহিতানি

মনঃস্থৈর্যশৌচমৌনমন্ত্রার্থচিন্তননির্বেদশ্রদ্ধোৎসাহক্রোধাভাবসন্তোষেন্দ্রিয়-নিগ্রহব্রহ্মচর্যগুরুপ্রণতিসুগন্ধামলকস্নানসুবসনসুরভিলানুলেপনমধ্যপত্ররর্জপলাশ-পত্রাবলিমিতৈকবারভোজনপ্রক্ষালিতদর্ভাস্তীর্ণধৌতবস্ত্রশয়নত্রিষবণস্নানাদীনি। অশক্তৌ তু প্রাতঃস্নানমাত্রম্।

পুরশ্চরণকালে বিহিত

মনঃস্থৈর্য, শৌচ, মৌন, মন্ত্রার্থচিন্তন, নির্বেদ, শ্রদ্ধা, উৎসাহ, ক্রোধাভাব, সন্তোষ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য, গুরুপ্রণতি, সুগন্ধআমলক মেখে স্নান, উত্তম বসন, সুরভিত অনুলেপন, মধ্যপত্র বাদ দিয়ে পলাশপত্রাবলিপরিমিত একবার ভোজন, প্রক্ষালিত দর্ভের উপর ধৌত বস্ত্রাস্তীর্ণ শয়ন, ত্রিষবণস্নান অর্থাৎ প্রাতু

মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই তিন সময়ে স্নান ইত্যাদি। ত্রিষবণস্নানে অক্ষম হলে কেবলমাত্র প্রাতঃস্নান।

নিষিদ্ধানি

অপ্রিয়ানৃতভাষণকরঞ্জবিভীতকার্কস্নুহিছায়াক্রমণপ্রতিগ্রহাদীক্ষিতস্ত্রীশূদ্র-পতিতনাস্তিকসম্ভাষণবহ্বেকমলিনবস্ত্রধারণকাম্যকর্মাবিহিতকর্মকাংস্যভোজনা-সংসঙ্গোষ্ণজলস্নানকঞ্চুকোষ্ণীষধারণপ্রাণিহিংসাপাদুকাযানশয্যাঽঽরোহণনগ্নত্ব-কুশরহিতকরত্বাদীনি অতিভোজনং চ ॥

পুরশ্চরণকালে নিষিদ্ধ

অপ্রিয় ও অনৃত ভাষণ, করঞ্জ অর্থাৎ করমচা বহেড়া অর্ক অর্থাৎ আকন্দ স্নুহি অর্থাৎ মনসাসিজ এই সব গাছের ছায়া উল্লঙ্ঘন, প্রতিগ্রহ, অদীক্ষিত স্ত্রী শূদ্র নাস্তিক এদের সঙ্গে বাক্যালাপ। বহু বা এক মলিনবস্ত্রধারণ, কাম্যকর্ম, অবিহিত কর্ম, কাংস্যপাত্রে ভোজন, অসৎসঙ্গ, উষ্ণজলে স্নান, কঞ্চুক-ও উষ্ণীষ-ধারণ, প্রাণিহিংসা, পাদুকা-যান-শয্যা-আরোহণ, নগ্নত্ব, কুশরহিতকরত্ব ইত্যাদি এবং অতিভোজন।

-

ভোজ্যানি

শুক্লৈকবিধান্নং হৈমন্তনীবারকঙ্গুষষ্টিকা যবাঃ শূদ্রানবহৃতাঃ গুড়বর্জিত-মৈক্ষবং কৃষ্ণতিলমুদ্গকলায়কন্দবিশেষনারিকেলকদলীলবলীপনসাম্রামলকা-র্দ্রকসামুদ্রলবণানুদ্ধৃতসারগব্যপিপ্পলীজীরকনারঙ্গাদীনি ॥

পুরশ্চরণকালে ভোজ্যদ্রব্য

একরকমের শুক্ল অন্ন, আমন ধান নীবার কাঙ্গনী ও ষাঠিক ধান্যের চাল, শূদ্র, বহন করে আনেনি এমন যব, গুড় ছাড়া অন্য ইক্ষুজাত দ্রব্য, কৃষ্ণতিল, মুগ, মটর, কন্দবিশেষ, নারকেল, কলা, লবলী, কাঁঠাল, আম, আমলকী, আদা, সামুদ্রিক লবণ, মাখন-না-তোলা দুধ, পিপুল, জীরা, কমলালেবু ইত্যাদি।

অভোজ্যানি

গুড়কৃত্রিমলবণপর্য্যুষিতনিস্স্নেহকীটাদিদূষিতকাঞ্জিকগৃঞ্জন[১] বিম্বকরঞ্জলশুন-মৃণালকোদ্রবতৈলপক্বমাষমসূরচণকগোধূমদেবধান্যাদীনি ॥

পুরশ্চরণে অভোজ্য দ্রব্য

গুড়, কৃত্রিম লবণ, বাসি অন্নাদি, তৈলাদিহীন খাদ্য, কীটাদিদূষিত খাদ্য, গৃঞ্জন অর্থাৎ রক্তলশুন বা সালগম, বেল, করমচা, লশুন, মৃণাল, কোদো, তৈলপক্ব দ্রব্য মাষকলাই, মসুর, ছোলা, গম, জোয়ার ইত্যাদি।

ভোজনপর্যায়ঃ

স্বেষ্টদেবতায়ৈ নিবেদিতং সব্যঞ্জনমন্নং মূলেন প্রোক্ষ্য সপ্তবারং প্রতিদ্রব্য-মভিমন্ত্র্য অশ্নীয়াৎ। উদকং দ্বাত্রিংশদ্বারং মূলাভিমন্ত্রিতং পিবেৎ ॥

জপাদিসময় আবশ্যকোপাধৌ শুচৌ দেশে তং নিবর্ত্য স্নাত্বা শেষং সমাপয়েৎ। অশক্তৌ তু মন্ত্রভস্মান্যতরস্নানবস্ত্রপরিবর্তনে কেবলং কুর্যাদিতি ॥

ইত্থং কৃতপুরশ্চরণঃ সিদ্ধমনুঃ দেবতাপ্রসাদসম্পন্নঃ স্বাতন্ত্র্যেণোপাস্ত্যৌ শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ নৈমিত্তিকার্চনপরঃ সতি কামে কাম্যমনুতিষ্ঠন্ পূর্ণমনোরথঃ সুখী বিহরেদিতি শিবম্ ॥

ইতি শ্রীভাসুরানন্দনাথচরণারবিন্দমিলিন্দায়মানমানসেনোমানন্দনাথেন নির্মিতে অভিনবে কল্পসূত্রানুসারিণি নিত্যোৎসবনিবন্ধে শ্যামাক্রমনিরূপণং নাম প্রোঢ়োল্লাসশ্চতুর্থঃ সমাপ্তঃ ॥

পুরশ্চরণকালে ভোজনপর্যায়

স্বীয় ইষ্টদেবতাকে নিবেদিত সব্যঞ্জন অন্ন মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ ক'রে ও প্রতিটি দ্রব্য সাতবার অভিমন্ত্রিত ক'রে ভোজন করতে হবে। জল মূলমন্ত্রে বত্রিশবার অভিমন্ত্রিত ক'রে পান করতে হবে।

জপাদিসময়ে আবশ্যক অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য শারীরক্রিয়ার প্রয়োজন হ'লে

১। আমাদের অনুসৃত মুদ্রিত পুস্তকে 'গ্রঞ্জন' পাঠ রয়েছে। এটি স্পষ্টতঃ লিপিকর বা মুদ্রাকর-প্রমাদ। কেননা, কোনো অভিধানে গ্রঞ্জন-শব্দ ধরা হয় নি। তাছাড়া, এমন্ত্র থেকেও বোঝা যায় শব্দটি গৃঞ্জন। অথবা এমনও হতে যে-অঞ্চলে পুঁথি পাওয়া গেছে সে-অঞ্চলে গৃঞ্জনকে গ্রঞ্জন উচ্চারণ করা হয় আর লিপিকর উচ্চারণ অনুসারেই শব্দটি লিখেছেন। আমরা, তাই, মূল সংস্কৃতশব্দ গৃঞ্জনই গ্রহণ করলাম।

প্রবৃত্তিনিমিত্তক নির্দোষ স্থানে তা সমাধান করতঃ স্নান করে অসমাপ্ত বাকী অংশ সমাপ্ত করতে হবে। স্নানে অশক্ত হলে কেবলমাত্র মন্ত্রস্নান ও ভস্মস্নান এই দুইয়ের যে-কোনো একটি ক'রে বস্ত্র পরিবর্তন করতে হবে।

এই প্রকারে কৃতপুরশ্চরণ, সিদ্ধমন্ত্র, দেবতার প্রসাদপ্রাপ্ত, স্বতন্ত্রভাবে পূজায় শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে নৈমিত্তিক অর্চনাপর সাধক, কামনা কিছু থাকলে, কাম্যপূজাদির অনুষ্ঠান ক'রে পূর্ণমনোরথ হয়ে সুখে বিহার করেন। শিবম্।

শ্রীভাসুরানন্দনাথের চরণারবিন্দে নিরত ভ্রমরমানস উমানন্দনাথ কর্তৃক বিরচিত পরশুরামকল্পসূত্রানুসারী অভিনব নিবন্ধ নিত্যোৎসবে শ্যামাক্রমনিরূপণ নামক চতুর্থ উল্লাস প্রৌঢ়োল্লাস সমাপ্ত হল।

তদন্তোল্লাসঃ পঞ্চমঃ—দণ্ডিনীক্রমঃ

উপোদ্‌ঘাতঃ

নত্বা শ্রীভাসুরানন্দনাথপাদাম্বুজদ্বয়ম্ ।
তনোত্যুমানন্দনাথঃ তদন্তোল্লাসমদ্ভুতম্ ॥
অত্র সন্ধিন্মহারাজ্ঞীদণ্ডনাথাক্রমঃ স্মৃতঃ ।
দুষ্টনিগ্রহশিষ্টানুগ্রহৌ যস্যা বশংবদৌ ॥
প্রসাদ্য সচিবেশানীং পঞ্চমীক্রমমাচরেৎ ।
বাগ্‌গ্লৌমুপক্রমা যত্র সর্বাঙ্গমনবো মতাঃ ॥
দীক্ষাবিধিরিহাপেক্ষ্যঃ আরম্ভোল্লাস ঈক্ষ্যতাম্ ।
সন্ধ্যা তু তান্ত্রিকী ন স্যাৎ সূত্রকারৈরসূত্রণাৎ ॥
নিশীথে কিং তু কুর্বীত বালয়া প্রাতরাহ্নিকম্ ।
তস্যাঃ খল্বিষ্টমন্ত্রাৎ প্রাগুপদেষ্টব্যতা মতঃ ॥

তদন্তোল্লাস পঞ্চম—দণ্ডিনীক্রম

উপোদ্‌ঘাত

শ্রীভাসুরানন্দনাথের পাদপদ্মযুগলে প্রণাম ক'রে উমানন্দনাথ বিস্ময়কর তদন্তোল্লাস অর্থাৎ প্রৌঢ়ান্তোল্লাস রচনা করছেন। এটিকে সন্ধিন্ময়ী মহারাজ্ঞীর দণ্ডনায়িকার ক্রম বলা হয়। দুষ্টের নিগ্রহ ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ এই দণ্ডনায়িকার আয়ত্ত। ললিতার ঈশানী সচিবকে অর্থাৎ শ্যামাকে প্রসন্ন ক'রে পঞ্চমীক্রমের অনুষ্ঠান করতে হবে। এই ক্রমের সব মন্ত্রের আরম্ভে থাকবে ঐঁ গ্লৌঁ। এর আনুষঙ্গিক দীক্ষাবিধি আরম্ভোল্লাসে দ্রষ্টব্য। কিন্তু নিশীথে মানে রাত্রে অর্থাৎ শেষরাত্রে প্রবুদ্ধ হবার পর ঐঁ ক্লীঁ সৌঁ এই মন্ত্রে প্রাতরাহ্নিক করতে হবে। ইষ্টমন্ত্রের পূর্বে বালামন্ত্রের উপদেশ দিতে হয়।

কাল্যকৃত্যং আহ্নিকং চ

সাধকস্তাবন্নিশীথে প্রবুদ্ধঃ শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ শ্রীগুরুধ্যানাদিপ্রাণায়ামান্তং বিধিং বিদধ্যাৎ। তত্র চ শ্রীগুরুপাদুকায়াং [1]আদৌ ত্রিতারীস্থানে বাক্

১। ইহ ললিতাম্বয়েন বালয়া নিশীথোপাস্ত্যাবাহ্নিকং দিবা সপর্যা চানুষ্ঠেয়ৈব। ইত্যধিকঃ পুস্তকান্তরে।

গ্লৌঁ ইতি বীজদ্বয়ং যোজ্যম্। ততো হৃদয়পরমাকাশে স্ফুরতঃ অখণ্ডানন্দদায়িনঃ পরসম্বিৎপরিণতেঃ অনাহতস্য নাদস্য অনুসন্ধানেন ভস্মিতনিখিলকশ্মলো মূলং মনসা দশবারমাবর্ত্য উত্থায় নির্বর্তিতাবশ্যকো গৃহ এব বারুণ-মান্ত্র-ভাস্মন-স্নানেষ্বন্যতমং কুর্যাৎ। বারুণে মূলেন ত্রিরুদকাঞ্জলিদানং শিরসি, ত্রিরাচমনং, ত্রিঃ প্রোক্ষণং চ বিদধ্যাৎ। মান্ত্রভাস্মনস্নানে স্মৃত্যুক্তে এব। অথ বাসসী ধৌতে পরিধায় বিধৃতপুণ্ড্রঃ মূলেন ত্রিরাচম্য দ্বিঃ পরিমৃজ্য সকৃদুপস্পৃশ্য চক্ষুষী নাসিকে শ্রোত্রে অংসে নাভিং হৃদয়ং শিরশ্চাবমৃশেৎ॥

প্রত্যুষকৃত্য ও আহ্নিক

সাধক নিশীথে প্রবুদ্ধ হয়ে শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে শ্রীগুরুর ধ্যান থেকে প্রাণায়াম পর্যন্ত বিধির অনুষ্ঠান করবেন। তাতে শ্রীগুরুপাদুকামন্ত্রের আদিতে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই বীজত্রয়ের স্থলে ঐঁ গ্লৌঁ এই বীজদ্বয় যোগ করতে হবে। তারপর হৃদয়রূপ পরমাকাশে প্রকাশমান, অখণ্ড আনন্দ-প্রদানকারী, পরসম্বিতের পরিণতি, অনাহত নাদের অনুসন্ধানের[1] দ্বারা নিখিলমোহ-ভস্মকারী সাধক মূলমন্ত্র মনে মনে দশবার আবৃত্তি ক'রে শয্যা ছেড়ে উঠে আবশ্যক শারীরকর্ম সেরে গৃহেই বারুণ মান্ত্র ও ভাস্ম এর যে-কোনো একটি স্নান করবেন। বারুণ স্নানে মূলমন্ত্রে মস্তকে তিন অঞ্জলি জল দিতে হয়, তিনটি আচমন ও তিনটি প্রোক্ষণ করতে হয়। মান্ত্র স্নান স্মৃতিশাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে তেমনি হবে। এরপর সাধক দুই খণ্ড ধৌত বস্ত্র পরিধান ও তিলকধারণ করবেন। এবার মূলমন্ত্রে তিনবার আচমন, দুবার পরিমার্জন, একবার উপস্পর্শ ক'রে চক্ষুদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, অংসদ্বয়, নাভি, হৃদয় ও শির অবমর্শন করবেন।

যাগমন্দিরপ্রবেশঃ

এবং ত্রিরাচম্য যাগমন্দিরমাসাদ্য গোময়েনোপলিপ্তদ্বারস্থণ্ডিলং দ্বারস্য দক্ষবামোর্ধ্বভাগেষু ক্রমেণ—

ঐঁ গ্লৌঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ভৈরবায়, লম্বোদরায় নমঃ॥

ইতি বিদ্যা দ্বারদেবতাঃ সমর্চ্য অন্তঃপ্রবিষ্টো রক্তবল্লীপুষ্পমালা-

১। মানব দেহের মধ্যে শব্দ সব স্তব্ধ হয়ে গেলে পর নিবিষ্টভাবে কান পেতে শুনলে এই অনাহত নাদ শোনা যায়। কিন্তু তাদ এরূপ কোনো'টেই খুব সহজ কথায় নাদানুসন্ধান বলা যায়।—দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্রের ৭।২ সূত্রের রামেশ্বরকৃত বৃত্তি।

বিতানকাদিভিরলঙ্কৃত্য যাগমন্দিরং, ঐঁ হ্রৌঁ রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ ইতি পুষ্পাঞ্জলিনা ভূমৌ দীপনাথমিষ্ট্বা, সপর্যাসামগ্রীং দক্ষভাগে নিধায়, দীপানভিতঃ প্রজ্বাল্য, গন্ধমাল্যাদিভিরাত্মানমলঙ্কৃত্য, তাম্বূলসুরভিলবদনো জাতীপত্রফললবঙ্গৈলাকর্পূরাখ্যপঞ্চতিক্তামোদিতবদনো বা প্রসন্নমনাঃ যাস্তীর্ণে উর্ণাময়ৈর্নি শুচিনি বালাশুক্লীজেন দ্বাদশবারমভিমন্ত্রিতে মূলমন্ত্রোক্ষিতে আসনে ঐঁ হ্রৌঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইতি প্রাঙ্‌মুখ উদঙ্‌মুখো বা পদ্মাসনাদ্যন্যতমেনাসনেনোপবিশ্য, ঐঁ হ্রৌঁ শিবাদিশ্রীগুরুভ্যো নমঃ ঐঁ হ্রৌঁ সমস্তগুপ্তপ্রকটসিদ্ধযোগিনীচক্র শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ ইতি মূর্ধনি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্ববামদক্ষপার্শ্বয়োঃ ক্রমেণ গুরু-পাদুকয়া শ্রীগুরুং মহাগণপতিমন্ত্রেণ চ গণপতিং প্রণম্য ঐঁ হ্রৌঁ ঐঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রেণাঙ্গুষ্ঠেন অঙ্গুষ্ঠাদিকরতলান্তং[1] তুর্পরয়োঃ দেহে চ ক্রমেণ ন্যাসব্যাপকে কৃত্বা স্বস্য দেবতৈক্যং ভাবয়ন্,

ঐঁ হ্রৌঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে গচ্ছন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥

ইতি মন্ত্রং সকৃদুচ্চার্য যুগপদ্বামপাষ্ণিভূতলত্রিরাঘাতকরাস্ফোটত্রিতয়ক্রূর-দৃষ্ট্যবলোকনপূর্বকং তালত্রয়েণ ভৌমান্তরিক্ষদিব্যান্ ভেদাবভাসকান্ বিঘ্নানুৎ-সারয়েৎ। তালত্রয়ং নাম দক্ষমধ্যমাতর্জনীভ্যামধোমুখাভ্যাং বামকরতলে সশব্দমুপর্যুপরি ত্রিরভিঘাতঃ ॥

যাগমন্দিরপ্রবেশ

পূর্বোক্ত প্রকারে তিনবার আচমন ক'রে যাগমন্দিরে পৌঁছাতে হবে। যাগার্থ সংস্কৃত ভূভাগের দ্বারদেশ গোময়লিপ্ত হবে। সাধক দ্বারের দক্ষিণ বাম ও উর্দ্ধভাগে যথাক্রমে ঐঁ হ্রৌঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রৌঁ ভৈরবায় নমঃ, ঐঁ হ্রৌঁ লম্বোদরায় নমঃ এই তিন মন্ত্রে তিন দ্বারদেবতার পূজা ক'রে যাগ-মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করবেন। যাগমন্দির রত্নবল্লী পুষ্পমালা ও চন্দ্রাতপ দিয়ে সাজাবেন। এবার 'ঐঁ হ্রৌঁ রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ' এই মন্ত্রে ভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দীপনাথের পূজা ক'রে, পূজাসামগ্রী ডান ধারে রাখবেন এবং দুধারে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবেন। এবার সাধক গন্ধমাল্যাদি দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করে, পান খেয়ে মুখ সুগন্ধযুক্ত ক'রে অথবা জয়িত্রী জায়ফল লবঙ্গ এলাচ ও কর্পূর এই পঞ্চ সুগন্ধ খেয়ে মুখ সুবাসিত ক'রে, প্রসন্নমনা হয়ে, পবিত্র কোমল কম্বলাসন বিছিয়ে, তাকে সৌঃ এই বীজমন্ত্রে

১। পরশুরামকল্পসূত্রে (৩.৮) অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং করতলয়োঃ ইতি পাঠঃ দৃশ্যতে।

দ্বাদশবার অভিমন্ত্রিত ও মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করবেন। তারপর 'ঐঁ হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী হয়ে আসনের উপর পদ্মাসনাদি কোন একটি আসন ক'রে উপবিষ্ট হবেন। এবার ঐ হ্রীঁ শিবাদিশ্রীগুরুভ্যো নমঃ এবং ঐঁ হ্রীঁ সমস্তগুপ্তপ্রকটসিদ্ধযোগিনীচক্র-শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ এই মন্ত্র পড়ে মাথার উপর অঞ্জলিবদ্ধ হাত রেখে নিজের বাম ও দক্ষিণপার্শ্বে যথাক্রমে গুরুপাদুকামন্ত্রে শ্রীগুরুকে এবং মহাগণপতিমন্ত্রে গণপতিকে প্রণাম করবেন। তারপর ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ হ্রঃ এই মন্ত্র পড়ে অঙ্গুষ্ঠাদি-কনিষ্ঠান্ত করতলে কনুইদ্বয়ে এবং দেহে যথাক্রমে ন্যাস ও ব্যাপকন্যাস করতঃ নিজের ও দেবতার ঐক্যভাবনা করবেন। এবার 'ঐঁ হ্রীঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে গচ্ছন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥' এই মন্ত্র একবার উচ্চারণ ক'রে বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে যুগপৎ তিনবার আঘাত করে, তিনবার তাল ঠুকে, ক্রূরদৃষ্টিতে তাকিয়ে তালত্রয়ের দ্বারা ভৌম আন্তরিক্ষ ও দিব্য ভেদপ্রকাশক বিঘ্নসমূহ অপসারিত করবেন। তালত্রয় বলতে বুঝায় ডান হাতের মধ্যমা ও তর্জনী অধোমুখী ক'রে তা দ্বারা বামের করতলে সশব্দে তিনবার পর পর আঘাত।

প্রাণায়ামঃ

অথ নমঃ ইতি অস্ত্রমন্ত্রমুচ্চার্য অঙ্কুশেন শিখাং বদ্ধা শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ ভূতশুদ্ধিং আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠাং চ বিধায় মূলেন প্রাগ্বৎ বিংশতিধা ষোড়শধা দশধা সপ্তধা ত্রিধা বা প্রাণানায়ম্য।

প্রাণায়াম

অতঃপর নমঃ এই অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা শিখাবন্ধন করত শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে ভূতশুদ্ধি ও আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠা করে মূলমন্ত্রে পূর্ববৎ বিশবার অথবা ষোলবার কিংবা দশবার অথবা সাতবার কিংবা তিনবার প্রাণায়াম করতে হবে।

দ্বিতীয়ান্যাসঃ

তেজোরূপদেবীময়ং ভাবয়ন্নাত্মানং স্বদেহে ন্যাসজালাত্মকং বজ্রকবচ-মাযুঞ্জেৎ। তত্রাদৌ অং ঐঁ হ্রীঁ অং নমঃ শিরসি। আং ঐঁ হ্রীঁ আং নমঃ মুখবৃত্তে ইত্যাদিরীত্যা ক্ষান্তমাতৃকাসম্পুটিতমুক্তবীজদ্বয়ং মাতৃকাস্থানেষু ন্যসেৎ। ইতি দ্বিতীয়ান্যাসঃ ॥

দ্বিতারীন্যাস

নিজেকে তেজোরূপদেবীময় ভাবনা ক'রে স্বদেহে ন্যাসজালাত্মক বজ্রকবচ ধারণ করবেন। এ ব্যাপারে প্রথমে, অং ঐঁ গ্লৌঁ অং নমঃ শিরে। আং ঐঁ গ্লৌঁ আং নমঃ মুখবৃত্তে। এই রীতিতে অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত মাতৃকাবর্ণের দ্বারা সম্পুটিত উক্ত বীজদ্বয়, অর্থাৎ ঐঁ গ্লৌঁ, মাতৃবর্ণন্যাসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থানে ন্যাস করতে হবে। এই হল দ্বিতারীন্যাস।

করষড়ঙ্গন্যাসৌ

ঐঁ গ্লৌঁ অন্ধে অন্ধিনি নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥

২ রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ তর্জনীভ্যাং নমঃ ॥

২ জম্ভে জম্ভিনি নমো মধ্যমাভ্যাং নমঃ ॥

২ মোহে মোহিনি নমঃ অনামিকাভ্যাং নমঃ ॥

২ স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ ॥

ইতি পঞ্চভিঃ মন্ত্রৈঃ অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং ন্যস্য,

ঐঁ গ্লৌঁ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি হৃদয়ায় নমঃ ॥

২ বারাহি বারাহি শিরসে স্বাহা ॥

২ বরাহমুখি বরাহমুখি শিখায়ৈ বষট্ ॥

২ অন্ধে অন্ধিনি নমঃ কবচায় হুম্ ॥

২ রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ॥

২ জম্ভে জম্ভিনি নমঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥

ইতি মন্ত্রৈঃ হৃদয়াদিষু ন্যসেৎ ॥ ইতি করষড়ঙ্গন্যাসৌ ॥

নেহ করন্যাসে অস্ত্রমন্ত্রঃ, তেন করতলন্যাসো ন ভবতি ॥

করন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস

ঐঁ গ্লৌঁ অন্ধে অন্ধিনি নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ॥

ঐঁ গ্লৌঁ রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ তর্জনীভ্যাং নমঃ ॥

ইত্যাদি মন্ত্র মূলে যেমন আছে।

এই পাঁচটি মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠাপর্যন্ত ন্যাস করতে হবে। এই করন্যাস।

ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি হৃদয়ায় নমঃ।

ঐঁ গ্লৌঁ বারাহি বারাহি শিরসে স্বাহা।

ইত্যাদি মন্ত্র মূলে যেমন আছে।

এই সব মন্ত্রে হৃদয়াদি স্থানে ন্যাস করতে হবে। এই ষড়ঙ্গন্যাস।

এখানে দেখা যাচ্ছে করন্যাসে অস্ত্রমন্ত্র নেই। কাজেই করতলন্যাস হবে না।

অর্ঘ্যশোধনম্

ততঃ শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ সামান্যবিশেষার্ঘ্যৌ আসাদয়েৎ। অত্র চোভয়োরপ্যর্ঘ্যয়োঃ প্রবেশরীত্যা অন্তরন্তশ্চতুরস্রাদিমণ্ডলকরণম্, ২ অং আত্মতত্ত্বায় আধারশক্তয়ে বৌষট্ ইত্যাধারস্থাপনম্, ২ উং বিদ্যাতত্ত্বায় পদ্মাসনায় বৌষট্ ইতি পাত্রনিধানম্, ২ মং শিবতত্ত্বায় সোমমণ্ডলায় নম ইতি শুদ্ধজলাপূরণম্,

ঐঁ গ্লৌঁ ব্রহ্মাণ্ডাখণ্ডসম্ভূতমশেষরসসম্ভৃতম্।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ॥

ইতি ক্ষীরপূরণে মন্ত্রান্তরং চোক্তম্, ষড়ঙ্গং, চতুর্নবতিমন্ত্রাভিমন্ত্রণাভাবঃ, মূলেন দশধা অভিমন্ত্রণং চ বিশেষঃ। অথ বিশেষার্ঘ্যবিন্দুভিঃ সপর্যাসামগ্রীং পাবয়িত্বা॥

অর্ঘ্যশোধন

তারপর শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে সামান্য অর্ঘ্য ও বিশেষ অর্ঘ্য স্থাপন করতে হবে। উভয় অর্ঘ্যের ক্ষেত্রেই প্রবেশরীতিতে পরস্পরসংলগ্ন চতুরস্রাদি-ত্রিকোণান্ত[১] মণ্ডল রচনা করতে হবে। এবার 'ঐঁ গ্লৌঁ অং আত্মতত্ত্বায় আধার-শক্তয়ে বৌষট্' এই মন্ত্রে আধার অর্থাৎ অর্ঘ্যপাত্রাধার স্থাপন করতে হবে। 'ঐঁ গ্লৌঁ উং বিদ্যাতত্ত্বায় পদ্মাসনায় বৌষট্' এই মন্ত্রে আধারের উপর পাত্র স্থাপন করতে হবে। 'ঐঁ গ্লৌঁ মং শিবতত্ত্বায় সোমমণ্ডলায় নমঃ' এই মন্ত্রে পাত্রে শুদ্ধজল ভরতে হবে।

পাত্রে জল ভরার এই মন্ত্রান্তর বলা হয়—'ঐঁ গ্লৌঁ ব্রহ্মাণ্ডাখণ্ডসম্ভূতমশেষরসসম্ভৃতম্। আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ।'

ষড়ঙ্গ, চতুর্নবতিবর্ণাত্মক মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ হবে না, মূল মন্ত্রে দশবার অভিমন্ত্রণ হবে, এই হল বিশেষ ব্যবস্থা। অতঃপর বিশেষার্ঘ্যবিন্দু দিয়ে পূজাসামগ্রী শুদ্ধ করতে হবে।

সপ্তার্ণমন্ত্রপঞ্চকন্যাসঃ

অম্বে অম্বিনি নমঃ ইত্যাদীন্ পঞ্চমন্ত্রান্ উক্তবীজদ্বয়াদিকান্ শিরোবদন-হৃদয়গুহ্যপাদেষু ন্যস্য।

১। চতুরস্র বর্তুল ষট্‌কোণ ও ত্রিকোণ।

সপ্তাক্ষর মন্ত্রপঞ্চকন্যাস

অন্ধে অন্ধিনি নমঃ, রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ, জম্ভে জম্ভিনি নমঃ, মোহে মোহিনি নমঃ, স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ, এই মন্ত্রপঞ্চকের প্রত্যেকটির আদিতে ঐঁ গ্লৌঁ যোগ ক'রে তা দ্বারা যথাক্রমে শির বদন হৃদয় গুহ্য ও পদে ন্যাস করতে হবে।

অষ্টখণ্ডন্যাসঃ

মূলস্য খণ্ডৈরষ্টভিঃ বক্ষ্যমাণেষু স্থানেষু ন্যসেৎ। যথা—

ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি ব .লি বারাহি বারাহি বরাহমুখি বরাহমুখি নমঃ ইতি পাদ' জানুপর্যন্তম্।

২ অন্ধে অন্ধিনি নমঃ ইত্যা.ানুকটি।

২ রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ ইত্যাকটিনাভি।

২ ম্ভে জম্ভিনি নমঃ ইত্যানাভিহৃদয়ম্।

২ মোহে মোহিনি নমঃ ইত্যাহৃদয়কণ্ঠম্

২ স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ ইত্যাকণ্ঠভ্রূমধ্যম্।

২ সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং সর্বেষাং সর্ববাক্‌চিত্তচক্ষুর্মুখগতিজিহ্বাস্তম্ভনং কুরু কুরু শীঘ্রং বশ্যং নমঃ ইত্যাভ্রূমধ্যললাটম্।

ঐঁ গ্লৌঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুং অস্ত্রায় ফট্ ইত্যাললাটব্রহ্মরন্ধ্রং চেতি।

অষ্টখণ্ডন্যাস

মূলমন্ত্রের অষ্টখণ্ডের দ্বারা বক্ষ্যমাণ স্থানে ন্যাস করতে হবে। যথা—

ঐঁ গ্লৌঃ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি বারাহি বারাহি বরাহমুখি বরাহমুখি নমঃ এই মন্ত্রে পা থেকে জানুপর্যন্ত ন্যাস করতে হবে।

ঐঁ গ্লৌঁ অন্ধে অন্ধিনি নমঃ এই মন্ত্রে হবে জানু থেকে কটিপর্যন্ত ন্যাস।

ঐঁ গ্লৌঁ রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ এই মন্ত্রে কটি থেকে নাভি পর্যন্ত ন্যাস হবে।

ঐঁ গ্লৌঁ জম্ভে জম্ভিনি নমঃ এই মন্ত্রে হবে নাভি থেকে হৃদয়পর্যন্ত ন্যাস।

ঐঁ গ্লৌঁ মোহে মোহিনি নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয় থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত ন্যাস হবে।

ঐঁ গ্লৌঁ স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ এই মন্ত্রে ন্যাস হবে কণ্ঠ থেকে ভ্রূমধ্য পর্যন্ত।

ঐঁ গ্লৌঁ সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং সর্বেষাং সর্ববাক্‌চিত্তচক্ষুর্মুখগতিজিহ্বাস্তম্ভনং কুরু কুরু শীঘ্রং বশ্যং নমঃ এই মন্ত্রে ভ্রূমধ্য থেকে ললাটপর্যন্ত ন্যাস হবে।

ঐঁ গ্লৌঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুং অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে ন্যাস হবে ললাট থেকে ব্রহ্মরন্ধ্রপর্যন্ত।

মাতৃকাস্থানেষু মূলপদন্যাসঃ

ততো মূলমন্ত্রস্য দ্বিচত্বারিংশৎপদানি মাতৃকাস্থানেষু ন্যসেৎ[১]। যথা—ঐং গ্লৌং ঐং নমঃ শিরসি, গ্লৌং মুখবৃত্তে, ঐং নেত্রয়োঃ, নমো কর্ণয়োঃ, ভগবতি নাসাপুটয়োঃ, বার্তালি কপোলয়োঃ, বার্তালি ওষ্ঠয়োঃ, বারাহি দন্তপঙ্‌ক্ত্যোঃ, বারাহি ব্রহ্মরন্ধ্রে[২], বরাহমুখি মুখান্তঃ[৩], বরাহমুখি দক্ষদোর্মূলে, অন্ধে তন্মধ্যসন্ধৌ, অন্ধিনি তন্মণিবন্ধে, নমো তদঙ্গুলিমূলে, রুন্ধে তদঙ্গুল্যগ্রে, রুন্ধিনি বামদোর্মূলে, নমো তন্মধ্যসন্ধৌ, জম্ভে তন্মণিবন্ধে, জম্ভিনি তদঙ্গুলিমূলে, নমো তদঙ্গুল্যগ্রে, মোহে দক্ষোরুমূলে, মোহিনী তজ্জানুনি, নমো তৎপাদসন্ধৌ, স্তম্ভে তদঙ্গুলিমূলে, স্তম্ভিনি তদঙ্গুল্যগ্রে, নমো বামোরুমূলে, সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং বামজানুনি, সর্বেষাং তৎপাদসন্ধৌ, সর্ববাক্‌চিত্তচক্ষুর্মুখগতিজিহ্বাস্তম্ভনং তদঙ্গুলিমূলে, কুরু তদঙ্গুল্যগ্রে, কুরু পার্শ্বয়োঃ, শীঘ্রং পৃষ্ঠে, বশ্যং নাভৌ, ঐং জঠরে, গ্লৌং হৃদি, ঠঃ দক্ষকক্ষে, ঠঃ অপরগলে, ঠঃ বামকক্ষে, ঠঃ হৃদাদিহস্তয়োঃ, হুং হৃদাদি পাদয়োঃ, অস্ত্রায় হৃদাদিপায়ন্তম্, গ্লৌং ফট্ নমঃ—হৃদাদিমূর্ধান্তম্ ॥ ইতি ॥

মাতৃকাস্থানে মূলপদন্যাস

তার পর মূলমন্ত্রের বেয়াল্লিশটি পদ মাতৃকাস্থানে ন্যাস করতে হবে। যথা—ঐং গ্লৌং ঐং নমঃ শিরে, গ্লৌং মুখবৃত্তে, ঐং নেত্রদ্বয়ে, নমো কর্ণদ্বয়ে, ভগবতি দুই নাসাপুটে, বার্তালি দুই কপোলে, বার্তালি ওষ্ঠদ্বয়ে, বারাহি দন্তপঙ্‌ক্তি-দ্বয়ে, বারাহি ব্রহ্মরন্ধ্রে, বরাহমুখি মুখান্তে, বরাহমুখি দক্ষিণবাহুমূলে, অন্ধে তার মধ্যসন্ধিতে, অন্ধিনি তার মণিবন্ধে, নমো তার অঙ্গুলিমূলে, রুন্ধে তার অঙ্গুলির অগ্রে, রুন্ধিনি বামবাহুমূলে, নমো তার মধ্যসন্ধিতে, জম্ভে তার মণিবন্ধে, জম্ভিনি তার অঙ্গুলিমূলে, নমো তার অঙ্গুলির অগ্রে, মোহে দক্ষিণ-উরুমূলে, মোহিনি দক্ষিণজানুতে, নমো দক্ষিণপাদসন্ধিতে, স্তম্ভে তার অঙ্গুলিমূলে, স্তম্ভিনি তার অঙ্গুলির অগ্রে, নমো বামউরুমূলে, সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং বাম জানুতে, সর্বেষাং বামপাদসন্ধিতে, সর্ববাক্‌চিত্তচক্ষুর্মুখগতিজিহ্বাস্তম্ভনং তার অঙ্গুলিমূলে, কুরু তার অঙ্গুলির অগ্রে, কুরু দুই পার্শ্বে, শীঘ্রং পৃষ্ঠে, বশ্যং

১। স্থানেষু ন্যসেৎ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। দ্বিহ্বায়ে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

৩। কণ্ঠে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

নাভিতে, ঐঁ জঠরে, গ্লৌঁ হৃদয়ে, ঠঃ ডান কক্ষে, ঠঃ গলার অপরদিকে, ঠঃ বাম কক্ষে, ঠঃ হৃদয় থেকে হস্তদ্বয়ে, অস্ত্রায় হৃদয় থেকে পায়ুপর্যন্ত স্থানে, ঐঁ গ্লৌঁ ফট্‌ নমঃ—হৃদয় থেকে মস্তকপর্যন্ত স্থানে।

তত্ত্বাষ্টকন্যাসঃ

ততঃ ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি বারাহি বারাহি বরাহমুখি বরাহমুখি ইত্যাদিরীত্যা প্রাগুক্তানাং অষ্টানাং খণ্ডানাং প্রত্যেকমন্তে ক্রমেণ হ্লাঁ শর্বায় ক্ষিতিতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, হ্লীঁ ভবায় অম্বুতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, হ্লূঁ রুদ্রায় বহ্নিতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, হ্লৈঁ উগ্রায় বায়ুতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, হ্লৌঁ ঈশানায় ভানুতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, সৌঁ মহাদেবায় সোমতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, হ্রঁ পশুপতয়ে যজমানতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, ভৌঁ ভীমায় আকাশতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, ইতি উক্তেষু পাদাদিজান্বিত্যাদিষু অষ্টসু স্থানেষু তত্ত্বাষ্টকং ন্যসেৎ।

তত্ত্বাষ্টকন্যাস

তার পর ঐঁ গ্লৌঁ ঐ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি বারাহি বারাহি বরাহমুখি বরাহমুখি ইত্যাদি রীতিতে পূর্বোক্ত অষ্টখণ্ডের[1] প্রত্যেক খণ্ডের অন্তে যথাক্রমে হ্লাঁ শর্বায় ক্ষিতিতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, হ্লীঁ ভবায় অম্বুতত্ত্বাধিপতয়ে নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্র (মন্ত্রগুলির মূলে যেমন আছে) যোগ করে এই মন্ত্রে, সূত্রোক্ত (পরশুরামকল্পসূত্র ৭।১২) পাদাদিজানু ইত্যাদি অষ্টস্থানে[2] অষ্টতত্ত্ব[3] ন্যাস করতে হবে।

যন্ত্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠা

অথ ব্যাপকত্রয়ং মূলেন কৃত্বা স্বপুরতঃ শ্বেতপটপট্টদুকূলান্যতমে লিখিতে লেখিতে বা সুবর্ণরজততাম্রচন্দনপীঠাদৌ লিখিতে উৎকীর্ণে বা দৃষ্টিমনোহরে

১। মূলমন্ত্রের অষ্টখণ্ড, যথা—(১) ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি বারাহি বারাহি বরাহমুখি বরাহমুখি (২) অন্ধে অন্ধিনি নমঃ (৩) রুন্ধে রুন্ধিনি নমঃ (৪) জম্ভে জম্ভিনি নমঃ (৫) মোহে মোহিনি নমঃ (৬) স্তম্ভে স্তম্ভিনি নমঃ (৭) সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং সর্বেষাং সর্ববাক্‌চিত্তচক্ষুর্মুখগতি-জিহ্বাস্তম্ভনং কুরু কুরু শীঘ্রং বশ্যং (৮) ঐঁ গ্লৌঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুং অস্ত্রায় ফট্‌।

২। অষ্টস্থান, যথা—পা থেকে জানু পর্যন্ত, জানু থেকে কটিপর্যন্ত, কটি থেকে নাভিপর্যন্ত, নাভি থেকে হৃদয়পর্যন্ত, হৃদয় থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত, কণ্ঠ থে ক ভ্রূমধ্যপর্যন্ত, ভ্রূমধ্য থেকে ললাট পর্যন্ত, ললাট থেকে মস্তক পর্যন্ত।

৩। অষ্টতত্ত্ব, যথা– ক্ষিতিতত্ত্ব, অম্বুতত্ত্ব বা অপ্‌তত্ত্ব, বহ্নিতত্ত্ব বা তেজতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব বা মরুত্তত্ত্ব, সূর্যতত্ত্ব, সোমতত্ত্ব, যজমানতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব বা ব্যোমতত্ত্ব।

ভূপুরত্রয়সহস্রপত্রশতপত্রাষ্টপত্রষড়রপঞ্চারত্র্যশ্রবিন্দুময়ে চক্রে কুসুমাঞ্জলিং বিকীর্য

ঐঁ গ্লৌঁ বার্তালিযন্ত্রস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ, ঐঁ গ্লৌঁ বার্তালিযন্ত্রস্য জীব ইহ স্থিতঃ, ঐঁ গ্লৌঁ বার্তালিযন্ত্রস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি, ঐঁ গ্লৌঁ বার্তালিযন্ত্রস্য বাঙ্‌মনঃপ্রাণাঃ ইহায়াস্তু স্বাহা ॥

ইতি যন্ত্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিদধ্যাৎ ॥

যন্ত্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠা

এবার মূলমন্ত্রে তিনটি ব্যাপকন্যাস ক'রে নিজের সম্মুখে সাদা সূতী বস্ত্রফলকে বা পট্টবস্ত্র ফলকে নিজাঙ্কিত বা অপরাঙ্কিত, অথবা সুবর্ণ রজত তাম্র চন্দনকাষ্ঠ এর কোনো একটিনির্মিত ফলকে অঙ্কিত বা উৎকীর্ণ, দৃষ্টিমনোহর ভূপুরত্রয়-সহস্রপত্র-শতপত্র-অষ্টপত্র-ষট্‌কোণ-পঞ্চকোণ-ত্রিকোণ-বিন্দু-বিশিষ্ট যন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে—ঐঁ গ্লৌঁ বার্তালিযন্ত্রস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ, ঐঁ গ্লৌঁ বার্তালিযন্ত্রস্য জীব ইহ স্থিতঃ ইত্যাদি (বাকী মন্ত্র মূলে যেমন)। এইভাবে যন্ত্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পীঠপূজা

ঐঁ গ্লৌঁ স্বর্ণপ্রাকারায় নমঃ, সুধাব্‌ধয়ে[1], (সুরাব্‌ধয়ে) বরাহদ্বীপায়, বরাহপীঠায়, আং আধারশক্তয়ে, কুং কূর্মায়, কং কন্দায়, অং অনন্তনালায় নমঃ ॥ ইতি পীঠস্য মধ্যে ॥

ঐঁ গ্লৌঁ ধং ধর্মায় নমঃ, জ্ঞং জ্ঞানায়, বৈং বৈরাগ্যায়, ঐং ঐশ্বর্যায় নমঃ ॥ ইতি তস্য আগ্নেয়াদিদিক্ষু ॥

ঐঁ গ্লৌঁ অং অধর্মায় নমঃ, অং অজ্ঞানায়, অং অবৈরাগ্যায়, অং অনৈশ্বর্যায় নমঃ। ইতি প্রাগাদ্যাসু দিক্ষু চাভ্যর্চ্য।

ঐঁ গ্লৌঁ ত্র্যরপঞ্চারষড়রদলাষ্টকশতপত্রসহস্রারপদ্মাসনায় নমঃ ইতি চক্র-মনুনা চক্রমিষ্ট্বা।

১। আমাদের পুস্তকে অনুসৃত মুদ্রিত পুস্তকে 'সুরাব্‌ধয়ে' পাঠ রয়েছে। এখানে মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটেছে মনে হয়। কেন না, সুরাব্‌ধয়ে কথাটার অর্থসঙ্গতি হয় না। তাছাড়া, পরশুরামকল্পসূত্রে সংসৃষ্ট ক্ষেত্রে সুধার্ণব্‌ধয়ে পাঠ (৭।১৬) পাঠ আছে। আমরা এই পাঠই যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করলাম।

ঐঁ ষ্লোঁ বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, সূর্যমণ্ডলায়, সোমমণ্ডলায়, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ইতি চ তত্রৈব বরিবস্যেৎ ॥

স্বর্ণপ্রাকারায় নমঃ ইত্যাদ্যাঃ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইত্যন্তাঃ এতে সপ্ত-বিংশতিঃ পীঠমনবো জ্ঞেয়াঃ ॥

পীঠপূজা

ঐঁ ষ্লোঁ স্বর্ণপ্রাকারায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ সুধাব্ধয়ে নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ বরাহ-দ্বীপায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ বরাহপীঠায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ আং আধারশক্তয়ে নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ কুং কূর্মায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ কং কন্দায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ অং অনন্তনালায় নমঃ। এই মন্ত্রে পীঠমধ্যে পূজা করতে হবে।

ঐঁ ষ্লোঁ ধং ধর্মায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ জ্ঞং জ্ঞানায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ বৈং বৈরাগ্যায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ ঐং ঐশ্বর্যায় নমঃ। এই মন্ত্রে আগ্নেয়াদি দিকে অর্থাৎ কোণে পূজা করতে হবে।

ঐঁ ষ্লোঁ অং অধর্মায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ অং অজ্ঞানায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ অং অবৈরাগ্যায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ অং অনৈশ্বর্যায় নমঃ। এই মন্ত্রে পূর্বাদি দিকে পূজা করতে হবে।

ঐঁ ষ্লোঁ ত্র্যরপঞ্চারষড়রদলাষ্টকশতপত্রসহস্রারপদ্মাসনায় নমঃ এই চক্রমন্ত্রের দ্বারা চক্রপূজা ক'রে ঐঁ ষ্লোঁ বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ সূর্যমণ্ডলায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ সোমমণ্ডলায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ রং রজসে নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ তং তমসে নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ আং আত্মনে নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ঐঁ ষ্লোঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ। এই মন্ত্রে ঐ চক্রেই পূজা করতে হবে।

স্বর্ণপ্রাকারায় নমঃ থেকে আরম্ভ ক'রে হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ পর্যন্ত সাতাশটি মন্ত্র পীঠমন্ত্র।

আসনপূজা

ততঃ ২ হ্সৌঃ প্রেতপদ্মাসনায় সদাশিবায় নমঃ ইতি পুষ্পৈঃ বিন্দৌ দেব্যাসনমভিপূজ্য,

আসনপূজা

তারপর, ঐঁ ষ্লোঁ হ্সৌঃ প্রেতপদ্মাসনায় সদাশিবায় নমঃ এই মন্ত্রে পুষ্প দিয়ে বিন্দুতে দেবীর আসনপূজা করতে হবে।

মূর্ত্তিকল্পনম্

তত্র ২ ঃ ষা ঈ বরাহমূর্তয়ে ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুং ফট্ গ্লৌঁ ঐঁ ইতি মূর্তিকরণ্যা বিদ্যয়া চক্রে দেব্যা মূর্তিং সঙ্কল্প্য,

মূর্ত্তিকল্পনা

তারপর, ঐঁ গ্লৌঁ ঃ ষা ঈ বরাহমূর্তয়ে ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ হুং ফট্ গ্লৌঁ ঐঁ এই মূর্তিকরণী বিদ্যা পাঠ ক'রে চক্রে দেবীর মূর্তিকল্পনা করতে হবে।

দেবীধ্যানম্

হৃদি দেবীং ধ্যায়েৎ যথা—

পাথোরুহপীঠগতাং পাথোধরমেচকাং কুটিলদংষ্ট্রাম্।
কপিলাক্ষিত্রিতয়াং ঘনকুচকুম্ভাং প্রণতবাঞ্ছিতবদান্যাম্॥
দক্ষোর্ধ্বতোরিখড়্গৌ মুসলমভীতিং তদন্যতস্তদ্বৎ।
শঙ্খং খেটহলবরান্ করৈর্দধানাং স্মরামি বার্তালীম্॥

অরিঃ সুদর্শনম্॥

দেবীর ধ্যান

দেবী বার্তালীর এইরূপ ধ্যান করতে হবে—তিনি কমলাসনস্থিতা, মেঘশ্যামলা, বক্রদংষ্ট্রা, পিঙ্গলনয়নত্রয়যুক্তা, ঘনকুচকুম্ভা, প্রণতদের বাঞ্ছিত বস্তু প্রদানকারিণী। ডান দিকের উর্ধ্ব হস্ত থেকে আরম্ভ ক'রে যথাক্রমে সুদর্শন খড়্গ মুষল ও অভয়মুদ্রা এবং তেমনি বাঁ দিকের উর্ধ্ব হস্ত থেকে আরম্ভ করে যথাক্রমে শঙ্খ খেটক হল ও বরমুদ্রা তিনি হস্তে ধারণ করে আছেন। অরিঃ অর্থ সুদর্শন।

দেব্যাঃ ষোড়শোপচারপূজা

অথ বক্ষ্যমাণেন প্রকারেণ দেব্যৈ মনসা পঞ্চোপচারানর্পয়িত্বা ভক্তানুগ্রহাত্তেজোরূপেণ পরিণতাং ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রাপ্য বহন্নাসাপুটদ্বারা নির্গতাং কুসুমগর্ভিতে নিজাঞ্জলৌ সন্নিহিতাং তাং মূর্তৌ মূলবিদ্যয়া আবাহ্য আবাহিতা ভবেত্যাদিরীত্যা তত্তন্মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্বকং আবাহন-সংস্থাপন-সন্নিধাপন-সন্নিরোধন-সম্মুখীকরণ-অবগুণ্ঠনানি বিধায় বন্দনধেনুযোনিমুদ্রাশ্চ প্রদর্শয়েৎ। মুদ্রাপ্রকারস্তু শ্রীপ্রকরণে উক্তোঽনুসন্ধেয়ঃ। ততঃ—ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি

বার্তালি হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিকান্ প্রাগুক্তান্ ষড়ঙ্গমন্ত্রান্ ২ অন্ধে অন্ধিনি নমঃ ইত্যাদিকান্ পঞ্চাঙ্গমন্ত্রাংশ্চ ন্যাসোক্তভঙ্গ্যা দেব্যাঃ তত্তদঙ্গে কুসুমেন বিন্যস্য, ঐঁ গ্লৌঁ বারাহ্যৈ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদিরীত্যা দেব্যৈ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়-স্নানবাসোগন্ধপুষ্পধূপদীপনীরাজনছত্রচামরযুগলদর্পণনৈবেদ্যপানীয়তাম্বূলা-খ্যান্ ষোড়শোপচারান্ কৃত্বা, নৈবেদ্যান্তরেন পূর্বোত্তরাপোশনকরপ্রক্ষালন-গণ্ডূষাচমনীয়ানি চ প্রদদ্যাৎ। নৈবেদ্যে ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলকরণম্, মূলেন প্রোক্ষণম্, বং ইতি ধেনুমুদ্রয়া চামৃতীকরণম্, মূলেন সপ্তবারমভিমন্ত্রণম্, প্রাণাদিমুদ্রাপ্রদর্শনং চ বিধেয়ম্ ॥

দেবীর ষোড়শোপচারপূজা

এবার বক্ষ্যমাণ প্রকারে দেবীকে মনে মনে পঞ্চোপচার অর্পণ করতে হবে। তখন দেবী ভক্তের প্রতি অনুগ্রহের জন্য তেজোরূপে পরিণতা হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে উপস্থিত হবেন এবং সেখান থেকে চলে নাসাপুটপথে নির্গত হয়ে সাধকের পুষ্পপূর্ণ অঞ্জলিতে সন্নিহিত হবেন। সাধক তাঁকে মূলমন্ত্রে মূর্তিতে আবাহন করবেন এবং 'আবাহিতা ভব' ইত্যাদি বলে যথারীতি সেই সেই মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ আবাহন সংস্থাপন সন্নিধাপন সন্নিরোধন সম্মুখীকরণ ও অবগুণ্ঠন বিধান ক'রে বন্দনমুদ্রা ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করবেন। মুদ্রাপ্রকার শ্রীপ্রকরণে অর্থাৎ শ্রীক্রমে মুদ্রাপ্রকরণে বলা হয়েছে; সেখানে অনুসন্ধান করতে হবে। তার পর, ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পূর্বে বিবৃত ষড়ঙ্গমন্ত্র (ষড়ঙ্গন্যাস দ্রঃ) এবং ঐঁ গ্লৌঁ অন্ধে অন্ধিনি নমঃ ইত্যাদি পঞ্চাঙ্গমন্ত্র (করন্যাস দ্রঃ) ন্যাসোক্ত প্রকারে দেবীর সেই সেই অঙ্গে পুষ্পের দ্বারা ন্যাস করতে হবে। এবার ঐঁ গ্লৌঁ বারাহ্যৈ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে যথাবিহিত রীতিতে দেবীকে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নান বস্ত্র গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নীরাজন চামরযুগল দর্পণ নৈবেদ্য পানীয় ও তাম্বূল নামক ষোড়শোপ-চার প্রদান করতে হবে এবং নৈবেদ্যের অন্তরূপে পূর্বাপোশন উত্তরাপোশন কর-প্রক্ষালন গণ্ডূষ ও আচমনীয় প্রদান করতে হবে। নৈবেদ্যে ত্রিকোণ-বৃত্তচতুরস্র-মণ্ডল রচনা, মূলমন্ত্রে নৈবেদ্য প্রোক্ষণ, বং এই বীজমন্ত্রে ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতী-করণ, মূলমন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিতকরণ, প্রাণাদিমুদ্রা প্রদর্শন এইগুলি করতে হবে।

দেবীতর্পণম্

অথ মূলান্তে বার্তালীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামীতি বামকরতত্ত্বমুদ্রা-সন্দষ্টদ্বিতীয়শকলগৃহীতক্ষীরবিন্দুসহিতপতিতৈঃ দক্ষকরোপাত্তকুসুমক্ষেপৈঃ

দেবীং দশবারং সন্তর্প্য পূর্বোক্তানাং ষড়ঙ্গমন্ত্রাণাং অন্তে—হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, শিরঃশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, শিখাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, কবচশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, নেত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, অস্ত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ইতি ক্রমেণ দেবাঙ্গে অগ্নীশাসুরবায়ুকোণেষু মৌলৌ প্রাগাদিদিক্ষু চ ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য।

দেবীতর্পণ

এবার প্রান্তে বার্তালীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে বামকরকৃততত্ত্বমুদ্রাসন্দষ্ট দ্বিতীয় শকল থেকে গৃহীত জলবিন্দুর সহিত দক্ষিণকরধৃত পুষ্প ছিটিয়ে দশবার দেবীর তর্পণ করতে হবে এবং পূর্বোক্ত ষড়ঙ্গমন্ত্রের প্রত্যেকটির অন্তে যথাক্রমে হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে (মন্ত্রগুলি মূলে যেমন) দেবীর অঙ্গে (১) অগ্নি ঈশান নৈঋত ও বায়ু কোণে (২) মস্তকে ও পূর্বাদি দিকে (৩-৬) ষড়ঙ্গের পূজা করতে হবে।

ওঘত্রয়যজনম্

পৃষ্ঠতঃ প্রাগপবর্গরেখাত্রয়ে দক্ষিণসংস্থাক্রমেণ গুর্বোঘত্রয়ং যজেৎ। যথা—

ঐঁ হ্লৌঁ পরপ্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, পরমেশানন্দ, পরশিবানন্দ, (পরসিদ্ধানন্দ ইতি পাঠান্তরং), কামেশ্বর্যম্বানন্দ, মোক্ষানন্দ, কামানন্দ, অমৃতানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি দিব্যৌঘঃ।

ঐঁ হ্লৌঁ ঈশানানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, তৎপুরুষানন্দ, অঘোরানন্দ, বামদেবানন্দ, সদ্যোজাতানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি সিদ্ধৌঘঃ।

ঐঁ হ্লৌঁ পক্ষোত্তরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, পরমানন্দ, সর্বজ্ঞানন্দ, সর্বানন্দ, সিদ্ধানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শঙ্করানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি মানবৌঘঃ।

আহৃত্য একোনবিংশতিগুরবঃ।

ওঘত্রয়পূজা

দেবীর পশ্চাদ্‌ভাগে প্রাক্-রেখাত্রয়ে[1] দক্ষিণসংস্থাক্রমে গুরু-ওঘত্রয়ের পূজা করতে হবে। যথা—ঐঁ গ্লৌঁ পরপ্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ পরমেশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ পরশিবানন্দ (পরসিদ্ধানন্দ) নাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ কামেশ্বর্যম্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ মোক্ষানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ কামানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ঐঁ গ্লৌঁ অমৃতানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই হল দিব্যৌঘপূজা।

ঐঁ গ্লৌঁ ঈশানানন্দ[2]নাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ তৎপুরুষানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ অঘোরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ বামদেবানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ সদ্যোজাতানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই হল সিদ্ধৌঘপূজা।

ঐঁ গ্লৌঁ পঞ্চোত্তরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ পরমানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ সর্বজ্ঞানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ সর্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ সিদ্ধানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ গোবিন্দানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ শঙ্করানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই হল মানবৌঘপূজা।

সর্বমোট উনিশ জন গুরু।

আবরণার্চনম্

অঙ্গাদ্যাবরণান্তানাং অর্চনপ্রকারস্তু দেব্যর্চনোক্ত এব।

অগ্রে দেব্যগ্রকোণমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ—

১। প্রাক্ মানে প্রথম ত্রিকোণ, অপবর্গ মানে অন্ত। এক্ষেত্রে অন্ত মানে সাধকের 'স্বাভিমুখাগ্রসমীপবর্তী' ত্রিকোণাভ্যন্তরপ্রদেশ। (দ্রঃ পরশুরামকল্পসূত্র ৪।১০-এর রামেশ্বরকৃত বৃত্তি)। এখানে রেখাত্রয় ভাবনা করতে হয়। উক্ত রেখাত্রয়ে।

২। আমাদের অনুসৃত মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ঈশানন্দ। এখানে নিঃসন্দেহ মুদ্রাকরপ্রমাদ ঘটেছে। কেননা, দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে শিবের পঞ্চমুখের নাম অনুসারে গুরুদের নাম করা হয়েছে। পঞ্চমুখের অন্যতম মুখের নাম ঈশান, ঈশ নয়। অতএব ঈশান পাঠ যুক্তিযুক্ত বলে তাই গ্রহণ করা হল।

ঐং ম্লোং জম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, মোহিনী, স্তম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি প্রথমাবরণম্।

পঞ্চারে প্রাগ্‌বৎ—

ঐং ম্লোং অম্বিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, রুদ্ধিনী, জম্ভিনী, মোহিনী, স্তম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি দ্বিতীয়াবরণম্।

ষট্‌কোণস্থ কোণমূলেষু প্রাগ্‌বৎ—

ঐং ম্লোং আ ক্ষা ঈ ব্রাহ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঈ লা ঈ মাহেশ্বরী, উ হা ঈ কৌমারী, ঋ সা ঈ বৈষ্ণবী, ঐ শা ঈ ইন্দ্রাণী, ঔ বা ঈ চামুণ্ডাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইতি সম্পূজ্য,

তস্যৈব কোণাগ্রেষু মধ্যে চ প্রাগ্‌বৎ—

ঐং ম্লোং য ম র যূং যাং যীং যূং যৈং যৌং যঃ যাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং ত্বগ্‌ধাতুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ অণিমাঽঽদি বশং কুরু কুরু স্বাহা যাকিনী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

২ র ম র যূং রাং রীং রূং রৈং রৌং রঃ রাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং রক্তধাতুং পিব পিব অণিমাঽঽদি বশং কুরু কুরু স্বাহা রাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

২ ল ম র যূং লাং লীং লূং লৈং লৌং লঃ লাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্ব-শত্রূণাং মাংসধাতুং ভক্ষয় ভক্ষয় অণিমাঽঽদি বশং কুরু কুরু স্বাহা লাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

২ ড ম র যূং ডাং ডীং ডূং ডৈং ডৌং ডঃ ডাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্ব-শত্রূণাং মেদোধাতুং গ্রস গ্রস অণিমাঽঽদি বশং কুরু কুরু স্বাহা ডাকিনী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

২ ক ম র যূং কাং কীং কূং কৈং কৌং কঃ কাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্ব-শত্রূণাং অস্থিধাতুং ভঞ্জয় ভঞ্জয় অণিমাঽঽদি বশং কুরু কুরু স্বাহা কাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

২ স ম র যূং সাং সীং সূং সৈং সৌং সঃ সাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং মজ্জাধাতুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ অণিমাঽঽদি বশং কুরু কুরু স্বাহা সাকিনী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

২ হ ম র যূং হাং হীং হূং হৈং হৌং হঃ হাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং শুক্রধাতুং পিব পিব অণিমাঽঽদি বশং কুরু কুরু স্বাহা হাকিনী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ইতি ধাতুনাথানিষ্ঠা,

ষড়রস্য দক্ষবামপার্শ্বয়োঃ ক্রমেণ—

ঐং গ্লৌং ক্রোধিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

২ স্তম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

তত্রৈব—

২ স্তম্ভনমুসলায়ুধায় নমঃ ॥

২ আকর্ষণহলায়ুধায় নমঃ ॥

ষড়রাৎ বহিঃ দেব্যাঃ পুরতঃ—

ঐং গ্লৌং ক্লৌং ক্রোং চণ্ডোচ্চণ্ডায় নমঃ ॥ ইতি তৃতীয়াবরণম্ ॥

অষ্টদলে প্রাগ্বৎ—

ঐং গ্লৌং বার্তালীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, বারাহী, বরাহমুখী, অন্ধিনী, রুন্ধিনী, জম্ভিনী, মোহিনী, স্তম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥

তদ্বহিঃ পুরতো দেব্যাঃ—

ঐং গ্লৌং মহামহিষায় দেবীবাহনায় নমঃ। ইতি চতুর্থাবরণম্ ॥

শতপত্রে দেবীপুরতোঽষ্টত্রিংশদ্দলসন্ধিষু—

ঐং গ্লৌং জম্ভিন্যৈ নমঃ, ইন্দ্রায়, অপ্সরোভ্যঃ, সিদ্ধেভ্যঃ, দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ, অগ্নয়ে, সাধ্যেভ্যঃ, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, বিশ্বকর্মণে, যমায়, মাতৃভ্যঃ, রুদ্রপরিচারকেভ্যঃ, রুদ্রেভ্যঃ মোহিন্যৈ, নির্ঋতয়ে, রাক্ষসেভ্যঃ, মিত্রেভ্যঃ, গন্ধর্বেভ্যঃ, ভূতগণেভ্যঃ, বরুণায়, বসুভ্যঃ, বিদ্যাধরেভ্যঃ, কিন্নরেভ্যঃ, বায়বে, স্তম্ভিন্যৈ, চিত্ররথায়, তুম্বুরবে, নারদায়, যক্ষেভ্যঃ, সোমায়, কুবেরায়, দেবেভ্যঃ, বিষ্ণবে, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অশ্বিভ্যাং, ধন্বন্তরয়ে, বিনায়কেভ্যো নমঃ ॥

তদ্বহিঃ—

ঐং গ্লৌং ব্লৌং ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ ॥

২ সিংহবরায় দেবীবাহনায় নমঃ ॥

তদ্বহিঃ—

ঐং গ্লৌং মহাকৃষ্ণায় মৃগরাজায় দেবীবাহনায় নমঃ ॥

ইতি পঞ্চমাবরণম্ ॥

সহস্রারে অষ্টধা বিভক্তেঃপ্রতিপঞ্চবিংশত্যুত্তরশতদলং প্রাগ্বৎ ক্রমেণ—

ঐং গ্লৌং ঐরাবতায় নমঃ, পুণ্ডরীকায়, বামনায়, কুমুদায়, অঞ্জনায়, পুষ্পদন্তায়, সার্বভৌমায়, সুপ্রতীকায় নমঃ ॥

এতে দিগ্‌গজাঃ সুরাবে্ধর্ব'হির্বা প্রাগাদ্যাসু যষ্টব্যাঃ। বাহ্যপ্রাকার-স্যাষ্টাসু প্রাগাদ্যাসু দিক্ষু অধ উর্ধ্ব'ং চ ক্রমেণ প্রাগ্‌বৎ—

ঐ° গ্লৌ° ক্ষৌ° হেতুকভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ।

হেতুকভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥

ও ত্রিপুরান্তকভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। ত্রিপুরান্তকভৈরবশ্রী°

ও অগ্নিভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। অগ্নিভৈরবশ্রী°

ও যমজিহ্বভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। যমজিহ্বভৈরবশ্রী°

ও একপাদভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। একপাদভৈরবশ্রী°

ও কালভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। কালভৈরবশ্রী°

ও করালভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। করালভৈরবশ্রী°

ও ভীমরূপভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। ভীমরূপভৈরবশ্রী°

ও হাটকেশভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। হাটকেশভৈরবশ্রী°

ও অচলভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। অচলভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥ ইতি ষষ্ঠাবরণম্॥

সর্বা অপ্যাবরণদেবতাঃ দেব্যভিমুখাসীনাঃ, স্বয়ং চ তত্তদভিমুখঃ পূজয়ামি ইতি ভাবয়েৎ॥

আবরণপূজা

অঙ্গার্চনা থেকে আবরণার্চনা পর্যন্ত অর্চনাপ্রকার দেবীর অর্চনা যেমন কথিত হয়েছে তেমনি।

ত্রিকোণে দেবীর অগ্রকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে—

ঐ° গ্লৌ° জৃম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐ° গ্লৌ° মোহিনীশ্রী-পাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐ° গ্লৌ° স্তম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই প্রথমাবরণপূজা।

পঞ্চকোণে পূর্বের মতো অর্থাৎ দেবীর অগ্রকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে—

ঐ° গ্লৌ° অন্ধিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐ° গ্লৌ° রুন্ধিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐ° গ্লৌ° জৃম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐ° গ্লৌ° মোহিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,

ঐ° গ্লৌ° স্তম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই দ্বিতীয় আবরণপূজা।

ষট্‌কোণের কোণমূলে পূর্বের মতো অর্থাৎ দেবীর অগ্রকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে—

ঐঁ গ্লৌঁ আ ক্ষা ঈ ব্রাহ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ ঈ ল্যা ঈ মাহেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ উ হা ঈ কৌমারী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌ ঋ সা ঈ বৈষ্ণবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ ঐ শা ঈ ইন্দ্রাণীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ ঔ বা ঈ চামুণ্ডাশ্রীপাদুকাং পূজয় মি তর্পয়ামি নমঃ। এমনি ক'রে পূজা করতঃ ষট্‌কোণের কোণাগ্রে এবং মধ্যে পূর্বের মতো অর্থাৎ দেবীর অগ্রকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে—

ঐঁ গ্লৌঁ য ম র যূং যাং যীং যূং যৈং যৌং যঃ যাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং ত্বগ্‌ধাতুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা যাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ গ্লৌঁ র ম র যূং রাং রীং রূং রৈং রৌং রঃ রাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং রক্তধাতুং পিব পিব অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা রাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ গ্লৌঁ ল ম র যূং লাং লীং লূং লৈং লৌং লঃ লাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং মাংসধাতুং ভক্ষয় ভক্ষয় অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা লাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ গ্লৌঁ ড ম র যূং ডাং ডীং ডূং ডৈং ডৌং ডঃ ডাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং মেদোধাতুং গ্রস গ্রস অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা ডাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ গ্লৌঁ ক ম র যূং কাং কীং কূং কৈং কৌং কঃ কাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং অস্থিধাতুং ভঞ্জয় ভঞ্জয় অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা কাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ গ্লৌ স ম র যূং সাং সীং সূং সৈং সৌং সঃ সাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং মজ্জাধাতুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা সাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ গ্লৌঁ হ ম র যূং হাং হীং হূং হৈং হৌং হঃ হাকিনি জম্ভয় জম্ভয় মম সর্বশত্রূণাং শুক্রধাতুং পিব পিব অণিমাদি বশং কুরু কুরু স্বাহা হাকিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এইভাবে ধাতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের পূজা ক'রে ষট্‌কোণের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে যথাক্রমে

ঐং গ্লৌং ক্রোধিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।
ঐং গ্লৌং স্তম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এখানেই

ঐং গ্লৌং স্তম্ভনমুসলায়ুধায় নমঃ।
ঐং গ্লৌং আকর্ষণহলায়ুধায় নমঃ।

এই মন্ত্রে পূজা করতে হবে।

ষট্‌কোণের বহির্ভাগে দেবীর সম্মুখে—

ঐং গ্লৌং স্লৌং ক্রৌং চণ্ডোচ্চণ্ডায় নমঃ। এই হল তৃতীয় আবরণপূজা।

অষ্টদলে পূর্বের মতো অর্থাৎ দেবীর অগ্রদল থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে—

ঐং গ্লৌং বার্তালীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,
ঐং গ্লৌং বারাহীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,
ঐং গ্লৌং বরাহমুখীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,
ঐং গ্লৌং অন্ধিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,
ঐং গ্লৌং রুন্ধিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,
ঐং গ্লৌং জম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,
ঐং গ্লৌং মোহিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ,
ঐং গ্লৌং স্তম্ভিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

অষ্টদলের বহির্ভাগে দেবীর সম্মুখে—

ঐং গ্লৌং মহামহিষায় দেবীবাহনায় নমঃ। এই হল চতুর্থাবরণপূজা।

শতদলে দেবীর সম্মুখে আটত্রিশ দলসন্ধিতে—

ঐং গ্লৌং জম্ভিন্যৈ নমঃ, ঐং গ্লৌং ইন্দ্রায় নমঃ, ঐং গ্লৌং অপ্সরোভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং সিদ্ধেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং দ্বাদশাদিত্যেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং অগ্নয়ে নমঃ, ঐং গ্লৌং সাধ্যেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং বিশ্বকর্মণে নমঃ, ঐং গ্লৌং যমায় নমঃ, ঐং গ্লৌং মাতৃভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং রুদ্রপরিচারকেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং রুদ্রেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং মোহিন্যৈ নমঃ, ঐং গ্লৌং নির্ঋতয়ে নমঃ, ঐং গ্লৌং রাক্ষসেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং মিত্রেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং গন্ধর্বেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং ভূতগণেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং বরুণায় নমঃ, ঐং গ্লৌং বসুভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং বিদ্যাধরেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং কিন্নরেভ্যো নমঃ,

ঐং গ্লৌং বায়বে নমঃ, ঐং গ্লৌং স্বস্তিকৈ নমঃ ঐং গ্লৌং চিত্ররথায় নমঃ, ঐং গ্লৌং তুম্বুরবে নমঃ, ঐং গ্লৌং নারদায় নমঃ, ঐং গ্লৌং যক্ষেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং সোমায় নমঃ, ঐং গ্লৌং কুবেরায় নমঃ, ঐং গ্লৌং দেবেভ্যো নমঃ, ঐং গ্লৌং বিষ্ণবে নমঃ, ঐং গ্লৌং ঈশানায় নমঃ, ঐং গ্লৌং ব্রহ্মণে নমঃ, ঐং গ্লৌং অশ্বিভ্যাং নমঃ, ঐং গ্লৌং ধন্বন্তরয়ে নমঃ, ঐং গ্লৌং বিনায়কেভ্যো নমঃ।

শতদলের বহির্ভাগে—

ঐং গ্লৌং ব্রৌ ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।

ঐং গ্লৌং সিংহবরায় দেবীবাহনায় নমঃ।

তারও বহির্ভাগে—

ঐং গ্লৌং মহাকৃষ্ণায় মৃগরাজায় দেবীবাহনায় নমঃ। এই হল পঞ্চমাবরণ-পূজা।

আটভাগে বিভক্ত সহস্রারের একশ পঁচিশ দলবিশিষ্ট প্রতিভাগে পূর্বের মতো যথাক্রমে—

ঐং গ্লৌং ঐরাবতায় নমঃ, ঐং গ্লৌং পুণ্ডরীকায় নমঃ, ঐং গ্লৌং বামনায় নমঃ, ঐং গ্লৌং কুমুদায় নমঃ, ঐং গ্লৌং অঞ্জনায় নমঃ, ঐং গ্লৌং পুষ্পদন্তায় নমঃ, ঐং গ্লৌং সার্বভৌমায় নমঃ, ঐং গ্লৌং সুপ্রতীকায় নমঃ।

এই সব দিগ্‌হস্তীদের পূজা হবে মুরারির বহির্ভাগে অথবা পূর্বাদি দিকে। বাহ্যপ্রাকারের পূর্বাদি অষ্টদিকে অধ ও ঊর্ধ্বে যথাক্রমে পূর্বের মতো—

ঐং গ্লৌং ক্ষৌং হেতুকভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। হেতুকভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐং গ্লৌং ক্ষৌং ত্রিপুরান্তকভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। ত্রিপুরান্তকভৈরব-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐং গ্লৌং ক্ষৌং অগ্নিভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। অগ্নিভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐং গ্লৌং ক্ষৌং যমজিহ্বভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। যমজিহ্বভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐং গ্লৌং ক্ষৌং একপাদভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। একপাদভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐং গ্লৌং ক্ষৌং কালভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। কালভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ করালভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। করালভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভীমরূপভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। ভীমরূপভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হাটকেশভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। হাটকেশভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অচলভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ। অচলভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই ষষ্ঠাবরণপূজা।

সব আবরণদেবতাই দেবীর অভিমুখী আসীন। সাধক স্বয়ং যখন যে আবরণদেবতার পূজা করবেন তখন সেই দেবতার অভিমুখী হয়ে 'পূজা করছি' এইরূপ ভাববেন।

দেবীপুনঃপূজাহহদি বলিদানান্তম্।

ইত্থং ষড়াবরণীমভ্যর্চ্য পুনর্দেবীং ত্রিবারং সন্তর্প্য পুনঃ ষোড়শভিঃ উপচারৈঃ উপচর্য শ্রীক্রমোক্তেন বিধিনা হোমং তদন্তে বলিদানং চ কুর্যাৎ ॥

হোমাকরণপক্ষে—দেব্যাঃ পুরতো বামভাগে হস্তমাত্রং সামান্যোদকেনোপলিপ্য, ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রাত্মকং মণ্ডলং পরিকল্প্য, রুধিরান্নহরিদ্রান্নমাহিষঘৃতপসক্তুশর্করাহেতুফলত্রয়মাক্ষিকমুদ্গত্রয়মাষচূর্ণদধিক্ষীরঘৃতৈঃ শুদ্ধোদনং সম্মর্দ্য, কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণান্ দশপিণ্ডান্ কপিত্থফলমানং চ একং পিণ্ডং বিধায়, তৎসমীপে সামিষদ্বিতীয়তৃতীয়ং চষকং চ নিক্ষিপ্য, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হেতুকভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ ইত্যাদিভিঃ পূর্বোক্তৈঃ দশভিঃ মন্ত্রৈঃ হেতুকাদিভ্যোহচলান্তেভ্যো দশভ্যঃ ক্রমেণ দশ পিণ্ডান্ দশদিক্ষু দত্ত্বা মধ্যে স্থূলমেকং পিণ্ডং চষকং চ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রোঁ [1]চণ্ডোচ্চণ্ডায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ তস্মৈ দদ্যাৎ ॥

ফলত্রয়ম্ ত্রিফলা। মুদ্গত্রয়ম্—হরিতং কৃষ্ণং[2] পীতম্।

অথ পাণিং প্রক্ষাল্য দেব্যৈ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা প্রদক্ষিণনমস্কারোত্তরং জপেৎ।

১। চং চণ্ডো—ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। কৃষ্ণং পীতং বা ইতি পাঠান্তরং, কৃষ্ণং শুভ্রং পীতং বা ইতি পাঠান্তরং, কৃষ্ণং শুভ্রং চ ইতি পাঠান্তরং, কৃষ্ণং কৃষ্ণা শুভ্রা চ ইতি পাঠান্তরং, বিভিন্নপুস্তকে।

দেবীর পুনঃপূজা থেকে বলিদানপর্যন্ত

এই প্রকারে ষড়াবরণীর পূজা ক'রে আবার দেবীর তিনবার তর্পণ ক'রে ষোড়শোপচারে পূজা করতঃ শ্রীক্রমোক্ত বিধি অনুসারে হোম ক'রে তারপর বলিদান করতে হবে।

হোমের অকরণক্ষেত্রে বিধান—দেবীর সামনে বাঁ ধারে একহাতপরিমাণ স্থান সাধারণ জল দিয়ে নিকিয়ে তাতে ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্রাত্মক মণ্ডল রচনা করতে হবে। এবার রুধির মিশ্রিত অন্ন, হরিদ্রামিশ্রিত অন্ন, মহিষমাংস, ছাতু, শর্করা, হেতু অর্থাৎ মদ্য, ত্রিফলা, মধু, হরিত কৃষ্ণ পীত এই তিন রকমের মুগ, মাষকলাইচূর্ণ, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, এই সব শুদ্ধ অন্নের সঙ্গে মিশিয়ে মেখে মুরগীর ডিমের আকারের দশটি পিণ্ড এবং কয়েৎবেলের আকারের একটি পিণ্ড তৈরী ক'রে পূর্বোক্ত মণ্ডলে রাখতে হবে। দশ পিণ্ডের কাছে মদ্য মাংস মৎস্য ও সুরাপানপাত্র রাখতে হবে। এবার ঐঁ গ্লৌঁ হেতুকভৈরবক্ষেত্রপালায় নমঃ ইত্যাদি পূর্বোক্ত দশ মন্ত্রে হেতুকভৈরব থেকে অচলান্তভৈরবপর্যন্ত দশ জনকে যথাক্রমে দশদিকে দশ পিণ্ড দান ক'রে মধ্যে অর্থাৎ পূর্বোক্ত মণ্ডলের মধ্যে স্থূল একটি পিণ্ড অর্থাৎ পূর্বোক্ত কয়েৎবেলের আকারের পিণ্ড ও সুরাপানপাত্র ঐঁ গ্লৌঁ ক্রৌঁ ক্রৌঁ চণ্ডোচ্চণ্ডায় নমঃ এই মন্ত্রে চণ্ডোচ্চণ্ডকে প্রদান করতে হবে।

ফলত্রয়ম্—ত্রিফলা। মুদ্গত্রয়ং—হরিত কৃষ্ণ পীত মুগ। অতঃপর হাত ধুয়ে দেবীকে তিনটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রদক্ষিণ ও প্রণামান্তে জপ করতে হবে।

বারাহীমন্ত্রজপঃ

যথা—

অস্য শ্রীবারাহীমহামন্ত্রস্য ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ ইতি শিরসি, গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ ইতি মুখে; বারাহ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ ইতি হৃদয়ে, ঐঁ গ্লৌঁ বীজায় নমঃ ইতি গুহ্যে, হুঁ শক্তয়ে নমঃ ইতি পাদয়োঃ, ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ কীলকায় নমঃ ইতি নাভৌ; মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগায় নমঃ ইতি করসম্পুটে চ ন্যস্য, মূলেন ত্রিঃ ব্যাপকং কৃত্বা, অঙ্গে অম্বিনি নমঃ ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ মন্ত্রৈঃ পূর্বোক্তৈঃ অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠান্তং, ২ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিভিশ্চ হৃদয়াদিষু ন্যাসং বিধায়, উক্তপ্রকারেণ ধ্যাত্বা, মনসা ২ শ্রীবারাহ্যৈ লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং কল্পয়ামি নমঃ, ২ শ্রীবারাহ্যৈ হং আকাশাত্মকং পুষ্পং কল্পয়ামি নমঃ, ২ শ্রীবারাহ্যৈ যং বায়ব্যাত্মকং ধূপং কল্পয়ামি

নমঃ, ২ শ্রীবারাহ্যৈ রং অগ্ন্যাত্মকং দীপং কল্পয়ামি নমঃ, ২ শ্রীবারাহ্যৈ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি নমঃ, নৈবেদ্যাঙ্গত্বেন চ ২শ্রীবারাহ্যৈ সং সর্বাত্মকং তাম্বূলং কল্পয়ামি নমঃ, ইতি পঞ্চোপচারৈরভ্যর্চ্য, বিঘ্নদেব্যঙ্গোপাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সহিতং মূলমন্ত্রমষ্টোত্তরশতবারান্ যথাশক্তি বা শ্রীক্রমোক্তেন বিধিনা জপেৎ ॥

স্তং স্তম্ভিন্যৈ নমঃ ইতি বারাহ্যা বিঘ্নদেবীমন্ত্রঃ। এতং জপারম্ভে ত্রিবারং জপেৎ। মূলমন্ত্রশ্চ ন্যাসোক্তাষ্টখণ্ডসমষ্টিরূপঃ। ঌং বারাহী ঌং উন্মত্তভৈরবী-পাদুকাভ্যাং নমঃ ইতি বারাহ্যঙ্গং লঘুবারাহী। ওঁ হ্রীঁ নমো বারাহি ঘোরে স্বপ্নং ঠঃ ঠঃ স্বাহা ইতি তদুপাঙ্গং স্বপ্নবারাহী। ঐঁ নমো ভগবতি মহামায়ে পশুজনমনশ্চক্ষুস্তিরস্করণং কুরু কুরু হুং ফট্ স্বাহা ইতি তৎপ্রত্যঙ্গং তিরস্করিণী। এতান্ ত্রীন্ মন্ত্রান্ মূলজপান্তে তদ্দশাংশং জপেৎ। পুনঃ ন্যাসধ্যানাদি কৃত্বা জপং নিবেদ্য স্তুবীত ॥

বারাহীমন্ত্রজপ

যথা—

অস্য শ্রীবারাহীমহামন্ত্রস্য ব্রহ্মণে ঋষয়ে[১] নমঃ এই মন্ত্রে শিরে, গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ এই মন্ত্রে মুখে, বারাহ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়ে, ঐঁ গ্লৌঁ বীজায় নমঃ এই মন্ত্রে গুহ্যে, ফট্ শক্তয়ে নমঃ এইমন্ত্রে পদযুগলে, ঠঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ কীলকায় নমঃ এই মন্ত্রে নাভিতে, মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগায়[২] নমঃ এই মন্ত্রে করসম্পুটে ন্যাস করতে হবে। তারপর মূলমন্ত্রে তিনটি ব্যাপকন্যাস করার পর অন্ধে অন্ধিনি ইত্যাদি পূর্বোক্ত পাঁচটি মন্ত্রে (করন্যাসপ্রকরণ দ্রষ্টব্য) অঙ্গুষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠাপর্যন্ত এবং ঐঁ গ্লৌঁ ঐঁ নমো ভগবতি বার্তালি বার্তালি হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে (ষড়ঙ্গন্যাস প্রকরণ দ্রষ্টব্য) হৃদয়াদি স্থানে ন্যাস করতে হবে। এবার পূর্বোক্ত প্রকারে (দেবীধ্যান দ্রষ্টব্য) ধ্যান করতঃ ঐঁ গ্লৌঁ শ্রীবারাহ্যৈ লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ শ্রীবারাহ্যৈ হং আকাশাত্মকং পুষ্পং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ শ্রীবারাহ্যৈ যং বায়ব্যাত্মকং ধূপং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ শ্রীবারাহ্যৈ রং অগ্ন্যাত্মকং দীপং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ গ্লৌঁ শ্রীবারাহ্যৈ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি নমঃ এবং নৈবেদ্যের

১। ঋষি ছন্দ দেবতা বীজ শক্তি কীলক এই ছয় মন্ত্রাঙ্গ। এ সম্বন্ধে দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩৯১

২। যে চারটি বস্তুর জ্ঞানের উপর মন্ত্রের সাফল্য বিনিয়োগ তার অন্যতম। বস্তু চারটি —ঋষি ছন্দ দেবতা ও বিনিয়োগ। "ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-জনক কর্মে শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে মন্ত্রের যোজনাকে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন বিনিয়োগ।" দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৯২, ৩৯৩

অঙ্গহিসাবে ঐঁ গ্লৌঁ শ্রীবারাহ্যৈ সং সর্বাত্মকং তাম্বূলং কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারের বিধান করে বিঘ্নদেবী-অঙ্গ-উপাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মন্ত্রের সহিত মূলমন্ত্র এক শ আটবার বা যথাশক্তি শ্রীক্রমোক্ত বিধি অনুসারে জপ করতে হবে।

স্তং স্তম্ভিন্যৈ নমঃ—এটি বারাহীর বিঘ্নদেবীমন্ত্র। জপারম্ভে এই মন্ত্র তিন বার জপ করতে হবে। মূলমন্ত্র বলতে বুঝতে হবে ন্যাসপ্রসঙ্গে উক্ত অষ্টখণ্ডের সমষ্টিরূপ। ১ং বারাহী হুং উন্মত্তভৈরবীপাদুকাভ্যাং নমঃ—এটি বারাহীর অঙ্গ লঘুবারাহীমন্ত্র। ঐঁ নমো বারাহি ঘোরে স্বপ্নং ঠঃ ঠঃ স্বাহা—এটি বারাহীর উপাঙ্গ স্বপ্নবারাহীমন্ত্র। ঐঁ নমো ভগবতি মহামায়ে পশুজনমনশ্চক্ষুস্তিরস্করণং কুরু কুরু হুং ফট্ স্বাহা—এটি বারাহীর প্রত্যঙ্গ তিরস্করিণীমন্ত্র। মূলমন্ত্র জপের পর এই তিনটি মন্ত্র মূলমন্ত্রের দশাংশ সংখ্যায় জপ করতে হবে। তার পর আবার ন্যাসধ্যানাদি ক'রে জপ নিবেদন করতঃ স্তব করতে হবে।

বারাহীস্তোত্রম্

যথা—

কুবলয়নিভা কৌশেয়ার্ধোরুকা মকুটোজ্জ্বলা।
হলমুসলিনী সদ্ভক্তেভ্যো বরাভয়দায়িনী।
কপিলনয়না মধ্যে ক্ষামা কঠোরঘনস্তনী
জয়তি জগতাং মাতঃ সা তে বরাহমুখী তনুঃ॥ ১॥

তরতি বিপদো ঘোরা দূরাৎ পরিহ্রিয়তে ভয়-
স্খলিতমতিভির্ভূতপ্রেতৈঃ স্বয়ং হ্রিয়তে শ্রিয়া।
ক্ষপয়তি রিপূনীষ্টে বাচাং রণে লভতে জয়ং
বশয়তি জগৎ সর্বং বারাহি যস্ত্বয়ি ভক্তিমান্॥ ২॥

স্তিমিতগতয়স্সীদদ্বাচঃ পরিচ্যুতহেতয়ঃ
ক্ষুভিতহৃদয়াস্সদ্যো নশ্যদ্দৃশো গলিতৌজসঃ।
ভয়পরবশা ভগ্নোৎসাহাঃ পরাহতপৌরুষাঃ
ভগবতি পুরস্ত্বদ্ভক্তানাং ভবন্তি বিরোধিনঃ॥ ৩॥

কিসলয়মৃদুর্হস্তঃ ক্লিশ্যেত কন্দুকলীলয়া
ভগবতি মহাভারঃ ক্রীড়াসরোরুহমেব তে।
তদপি মুসলং ধত্সে হস্তে[১] হলং সময়দ্রুহাং
হরসি চ তদাঘাতৈঃ প্রাণানহো তব সাহসম্॥ ৪॥

১। ধৎসে ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

জননি নিয়তস্থানে ত্বদ্বামদক্ষিণপার্শ্বয়োঃ
মৃদুভুজলতামন্দাক্ষেপপ্রণর্তিতচামরে।
সততমুদিতে গুহ্যাচারদ্রুহাং রুধিরাসবৈ-
রুপশময়তাং শত্রূন্ সর্বানুভে মম দৈবতে ॥ ৫ ॥

হরতু দুরিতং ক্ষেত্রাধীশঃ স্বশাসনবিদ্বিষাং
রুধিরমদিরামত্তঃ প্রাণোপহারবলিপ্রিয়ঃ।
অবিরতচটংকুর্বদ্দংষ্ট্রাস্থিকোটিরটন্মুখো
ভগবতি স তে চণ্ডোচ্চণ্ডঃ সদা পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৬ ॥

ক্ষুভিতমকরৈর্বীচীহস্তোপরুদ্ধপরস্পরৈ-
শ্চতুরুদধিভিঃ ক্রান্তা কল্পান্তদুর্ললিতোদকৈঃ।
জননি কথমুত্তিষ্ঠেৎ পাতালসর্পবিলাদিলা
তব তু কুটিলে দংষ্ট্রাকোটী ন চেদবলম্বনম্ ॥ ৭ ॥

তমসি বহুলে শূন্যাটব্যাং পিশাচনিশাচর-
প্রমথকলহে চোরব্যাঘ্রোরগদ্বিপসঙ্কটে।
ক্ষুভিতমনসঃ ক্ষুদ্রস্যৈকাকিনোঽপি কুতো ভয়ং
সকৃদপি মুখে মাতস্ত্বন্নাম সন্নিহিতং যদি ॥ ৮ ॥

বিদিতবিভবং হৃদ্যৈঃ পদৈর্বরাহমুখীস্তবং
সকলফলদং পূর্ণং মন্ত্রাক্ষরৈরিমমেব যঃ।
পঠতি স পটুঃ প্রাপ্নোত্যায়ুশ্চিরং কবিতাং প্রিয়াং
সুতসুখধনারোগ্যং কীর্তিং শ্রিয়ং জয়মুর্বরাম্ ॥ ৯ ॥

ইত্যনুগ্রহাষ্টকম্।

দেবি ক্রোড়মুখি ত্বদঙ্ঘ্রিকমলদ্বন্দ্বানুষক্তাত্মনে
মহ্যং দ্রুহ্যতি যো মহেশি মনসা কায়েন বাচা নরঃ।
তস্যাদ্[1] ত্বদয়োঽগ্রনিষ্ঠুরহলাঘাতপ্রভূতব্যথা-
পর্যস্যন্মনসো ভবন্তু বপুষঃ প্রাণাঃ প্রয়াণোন্মুখাঃ ॥ ১ ॥

দেবি ত্বৎপদপদ্মভক্তিবিভবপ্রক্ষীণদুষ্কর্মণি
প্রাদুর্ভূতনৃশংসভাবমলিনাং বৃত্তিং বিধত্তে ময়ি।
যো দেহী ভুবনে তদীয়হৃদয়ান্নির্গতৈর্লোহিতৈঃ
সদ্যঃ পূরয়সে করাব্জচষকং বাঞ্ছাফলৈর্মামপি ॥ ২ ॥

১। তস্যাশু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

চণ্ডোচ্চণ্ডমখণ্ডকুণ্ঠহৃদয়প্রো (? ?) ক্ষিপ্তরক্তচ্ছটা-
হালাপানমদাট্টহাসজনিতাটোপপ্রতাপোৎকটম্[1] ।
মাতর্মৎপরিপন্থিনামপহৃতৈঃ প্রাণৈস্ত্বদঙ্ঘ্রিদ্বয়-
ধ্যানো[2]দ্দামরবৈর্ভবোদয়বশাৎ সন্তর্পয়ামি ক্ষণাৎ ॥ ৩ ॥

বারাহি বাধমানমানসগলৎসংজ্ঞং ত্বদাজ্ঞাবলাৎ
সীদন্তৈর্যমপাকৃতাধ্যবসিতং প্রাপ্তাখিলার্থাহতিম্ ।
ক্রন্দদ্বন্ধুজনং কলঙ্কিতকুলং কণ্ঠে ব্রণোত্থক্রিমিং
পশ্যামি প্রতিপক্ষমাশু সততং শ্রান্তং লুঠন্তং পুনঃ ॥ ৪ ॥

বারাহি ত্বমশেষজন্তুষু পুনঃ প্রাণাত্মিকা স্পন্দসে
শক্তিব্যাপ্তচরাচরামিহ খলু ত্বামেতদভ্যর্থয়ে ।
ত্বৎপাদাম্বুজসঙ্গিনো মম সকৃৎ পাপং চিকীর্ষন্তি যে
তেষাং মা কুরু শঙ্করপ্রিয়তমে দেহান্তরাবস্থিতিম্ ॥ ৫ ॥

বিশ্বাধীশ্বরবল্লভে বিজয়সে যা ত্বং নিয়ন্ত্রাত্মিকে
ভূতানাং পুরুষায়ুষাবধিকরী পাকপ্রদা কর্মণাম্ ।
তাং যাচে ভবতীং কিমপ্যবিতথং যোঽস্মদ্বিরোধী জন-
স্তস্যায়ুর্মম বাঞ্ছিতাবধি ভবেন্মাতস্তথৈবাজ্ঞয়া ॥ ৬ ॥

মাতস্সম্যগুপাসিতুং জড়মতিস্ত্বাং নাস্মি শক্তোঽস্ম্যহং
যদ্যপ্যক্ষিতদেশিকাঙ্ঘ্রিকমলানুক্রোশপাত্রস্য মে ।
জন্তুঃ কশ্চন চিন্তয়ত্যকুশলং যস্তস্য তদ্বৈশসং
ভূয়াদ্দেবি বিরোধিনো মম চ তে শ্রেয়ঃপদা[3]সঙ্গিনঃ ॥ ৭ ॥

শ্যামাং তামরসারুণত্রিনয়নাং সোমার্ধচূড়াং জগৎ-
ত্রাণব্যগ্রহলামুদগ্রমুসলামত্রস্তমুদ্রাবতীম্ ।
যে ত্বাং রক্তকপালিনীং শিববরারোহে বরাহাননাং
ভাবে সন্দধতে কথং ক্ষণমপি প্রাণন্তি তেষাং দ্বিষঃ ॥ ৮

ইতি নিগ্রহাষ্টকম্ ॥

১। স্ফুরৎকসম ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। ত্তামরবৈভ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
১। সন্নমৎপদা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

বারাহীস্তোত্র

কুবলয়নিভা, উরুদেশের অর্ধেক পর্যন্ত কৌশেয়বস্ত্রপরিহিতা, মুকুটোজ্জ্বলা, হল-ও মুসল-ধারিণী, সদ্‌ভক্তকে বরাভয়দাত্রী, কপিলনয়না, ক্ষীণমধ্যা, দৃঢ়ঘন-স্তনী, জগন্মাতার যে বরাহমূর্তি তাঁর জয় হয়। ১

বারাহী, যে তোমার প্রতি ভক্তিমান্ সে ঘোর বিপদরাশি উত্তীর্ণ হয়। ভয়ে ভ্রষ্টবুদ্ধি, সব ভূতপ্রেত তাকে দূর থেকে পরিহার করে আর শ্রী স্বয়ং তাকে বরণ করেন। সে বাক্যের গতি দ্বারা অর্থাৎ কথার তোড়ে শত্রুদের দূরে নিক্ষেপ করে; রণে জয়লাভ করে এবং সমস্ত জগৎকে বশীভূত করে। ২

ভগবতী, তোমার ভক্তদের সামনে বিরোধীরা নিশ্চল, বাক্যহারা হয়ে যায়। তাদের আয়ুধ হস্তচ্যুত হয়, হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়, অচিরাৎ দৃষ্টি নষ্ট হয়, শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তারা ভয়পরবশ, ভগ্নোৎসাহ ও পরাহতপৌরুষ হয়ে যায়। ৩

ভগবতী, তোমার কিশলয়ের মত কোমল হস্তে প্রেমলীলাচ্ছলে ধৃত কমলই গুরুভার। অথচ, সেই হস্ত মুসল ধারণ করেছে, ধারণ করেছে হল। আর তার আঘাতে তুমি সম্প্রদায়াগত আচারদ্রোহীদের প্রাণহরণ করছ। এ তোমার কেমন দুঃসাহস। ৪

জননী, তোমার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে ব্যবস্থিত স্থানে থেকে যে-দুজন দেবতা তাঁদের কোমল ভুজলতার মন্দ মন্দ আন্দোলনে চামর নাচাচ্ছেন এবং যাঁরা গুহ্য আচার-দ্রোহীদের রুধিররূপ আসব পান ক'রে সদা আমোদিত, তাঁরা আমার সব শত্রুদের বিরত করুন। ৫

ভগবতী, স্বীয় শাসনবিরোধীদের রুধিরমদিরা পানে মত্ত, প্রাণোপহারবলি-প্রিয়, ক্ষেত্রপাল চণ্ডোচ্চণ্ড, দাঁত দিয়ে সর্বদা কোটি অস্থি বিদারণ করার শব্দ হচ্ছে যাঁর মুখে, যিনি তোমার সম্মুখে সদা অবস্থান করছেন, তিনি আমার দুষ্কৃত নাশ করুন। ৬

জননী, অশান্ত মকরসমাকুল, তরঙ্গহস্ত দ্বারা পরস্পর উপরুদ্ধ চতুঃসমুদ্রের ভীষণ প্রলয়সলিলে অভিভূত তুমি তোমার কুটিল দংষ্ট্রার প্রান্তভাগ অবলম্বন-রূপে না পেলে কি ক'রে সর্পবিবর পাতাল থেকে উত্থিত হইবে। ৭

মা, অন্ধকারবহুল জনহীন অরণ্যে, যেখানে পিশাচ নিশাচর প্রমথরা কলহ করে, চোর বাঘ সাপ হাতী বিপদ ঘটায়, সেখানে ব্যাকুলচিত্ত, একলা, এমন কোনো একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিও যদি মুখে একবার তোমার নাম নেয় তা হলে তার আর ভয় থাকে না। ৮

মনোহর পদ্যে রচিত এই বরাহমুখীস্তবের মহিমা প্রখ্যাত। এটি সর্বফল-

প্রদ। যে এই স্তব পাঠ করে সেই পটু ব্যক্তি দীর্ঘায়ু কবিত্ব ভার্যা পুত্র সুখ ধন আরোগ্য কীর্তি শ্রী জয় ও উর্বরাভূমি লাভ করে। ৯

এ হল অনুগ্রহাষ্টক।

দেবী বরাহমুখী, আমি তোমার চরণকমলযুগলে সংলগ্নচিত্ত। যে-মানুষ কায়মনোবাক্যে আমার অনিষ্ট করতে চায় অদ্য তোমার লোহাগ্রহণের নিষ্ঠুর আঘাতের ব্যথায় অভিভূতমনা সেই মানুষের দেহ থেকে প্রাণ প্রয়াণোন্মুখ হোক। ১

দেবী, তোমার পদাম্বুজে ভক্তির বিভব ক্ষয়প্রাপ্ত হলে যে-দুষ্কর্ম সাধ্য হয়, সেই দুষ্কর্মে যে-নৃশংসভাবমলিন বৃত্তি উন্মোচিত হয়, সংসারে যে-মানুষ সেই বৃত্তি আমার মধ্যে আরোপিত করে, তার হৃদয় থেকে সদ্যোনির্গত রুধিরে তোমার করপদ্মধৃত চষক পূর্ণ কর আর বাঞ্ছিত ফলে আমাকেও পূর্ণ কর। ২

মা, আমার শত্রুদের প্রাণনাশকারী তোমার পদযুগলধ্যানোদ্দাম রবে মঙ্গলোদয়বশতঃ অথগুহৃষ্টহৃদয়প্রোৎক্ষিপ্ত[1] রক্তের ছটাবিশিষ্ট-মদ্যপানমত্তের অট্টহাসিজনিত দর্পযুক্ত প্রতাপে ভীষণ চণ্ডোচ্চণ্ডকে ক্ষণে তৃপ্ত করব। ৩

বারাহী, তোমার আক্রোদনে যার দুঃখানুভূয়মান মানস থেকে সংজ্ঞা স্খলিত হয়েছে, যার ক্ষয়িষ্ণু ধৈর্য অপসারণহেতু অবসিত হয়েছে, যার সমস্তবিত্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, বন্ধুজনেরা যার জন্য ক্রন্দন করছে, যার কুল কলঙ্কিত, যার কণ্ঠে ব্রণোত্থিত কৃমি, এ রকম প্রতিপক্ষকে সতত ক্লিষ্ট এবং পুনরায় ভূলুণ্ঠিত এমনি সতত দেখব। ৪

বারাহী, তুমি আবার সর্বপ্রাণীর প্রাণরূপে স্পন্দিত হচ্ছ। শক্তিরূপে চরাচরব্যাপ্ত তোমার কাছে এই প্রার্থনা—তোমার পাদপদ্মের সঙ্গী আমার অনিষ্ট করতে যারা একবার চায়, ওগো শঙ্করপ্রিয়তমা, তাদের দেহাভ্যন্তরে প্রাণরূপে অবস্থান করো না। ৫

বিশ্বাধীশ্বরবল্লভা, তোমার জয় হোক। তুমি প্রাণীদের নিয়তি[2]রূপা;

১। আমাদের অনুসৃত মুদ্রিতপুস্তকের পাঠ প্রোক্ষিপ্ত। এটি লিপিকর-বা মুদ্রাকর-প্রমাদ মনে হয়। কেননা। প্রোক্ষিপ্ত বলে কোনো অর্থবহ শব্দ হয় না। প্রসঙ্গ দৃষ্টে হয় মনে হয় শব্দটি প্রোৎক্ষিপ্ত। আমরা তাই ধরে অর্থ করলাম।

২। "এই কারণের থেকে এই কার্যই হবে—এমনি কার্যকারণনিয়মশক্তিকে বলে নিয়তি। বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য জীব বিশেষ বস্তুকে গ্রহণ করে। যেমন দহনের জন্য অগ্নিকে গ্রহণ করে, লোষ্ট্রকে নয়। এরকম যে করে তার কারণ নিয়তি। নিয়তি জীবকে তার বিশিষ্ট কার্যে নিয়োজিত করে। শিবের জীবনিষ্ঠ সঙ্কুচিত ব্যাপকত্ব শক্তি নিয়তি।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২২৭

জীবের আয়ুর অবধিকারিণী, কর্মসমূহের ফলদাত্রী। নিয়তিরূপা দেবীর কাছে সত্যি সত্যি কোনো প্রার্থনা করতে হলে এই প্রার্থনা করব—মা, যে আমার বিরোধী ব্যক্তি তোমার আজ্ঞায় তার আয়ু আমি যে পর্যন্ত চাইব সেইপর্যন্ত হোক। ৬

মা, যদ্যপি জড়বুদ্ধি আমি আজ তোমার সম্যক্ উপাসনা করতে পারব না, তথাপি যে-জীব গুরুপাদপদ্মপূজক করুণাপাত্র আমার কোনো অমঙ্গল চিন্তা করে, দেবী, তোমার শ্রেয়ঃপদাসক্ত আমার সেই বৈরীবর বিনাশ হোক। ৭

শিবসুন্দরী, ওগো বরাহমুখী, তুমি শ্যামা, রক্তপদ্মারক্তত্রিনয়না, অর্ধচন্দ্রচূড়া, জগতের পরিত্রাণে ব্যগ্রতাহেতু হল-উদগ্রমুষল-অভয়মুদ্রা-ধারিণী, রক্তকপালিনী। যারা তোমার এই রূপের অনুধ্যান করে তাদের শত্রুরা কি ক'রে ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করবে। ৮

এই হল নিগ্রহাষ্টক।

বৃন্দারাধনং, গুরুসন্তোষণং শক্তিবটুকপূজা চ

অথ যোগিনীবীরযুগ্মসমুদায়াত্মকং বৃন্দং গন্ধাদিভিঃ আরাধ্য, যথাবিভবং শ্রীগুরুং সন্তোষ্য, সমগ্রযৌবনা লক্ষণবতীঃ মদনবিবশাঃ তিস্রঃ শক্তীর্বটুকং চাহূয়াভ্যজ্য স্নপয়িত্বা, মধ্যে বার্তালীবুদ্ধ্যৈকাং ক্রোধিনীস্তম্ভিনীবুদ্ধ্যা চ দ্বে পার্শ্বয়োরুপবেশ্য, চণ্ডোচ্চণ্ডধিয়া বটুকং চাগ্রে সমুপবেশ্য ঋিতারী নমঃসম্পুটিতৈঃ তত্তন্নামমন্ত্রৈঃ গন্ধাদিভিঃ ক্ষীরাদিভিশ্চ সর্বৈঃ দ্রব্যৈঃ সন্তোষ্য, মম শ্রীবার্তালীমন্ত্রসিদ্ধিঃ ভূয়াদিতি শক্তীঃ প্রার্থয়েৎ। তাশ্চ প্রসীদন্তুমিদেবতা ইতি প্রতিব্রূয়ুঃ॥

বৃন্দপূজা, গুরুর সন্তোষবিধান ও শক্তি বটুকের পূজা

তারপর যোগিনীবীরযুগলসমুদায়াত্মক বৃন্দের পূজা গন্ধাদি দ্বারা সমাপন ক'রে, যথাবিভব অর্থাৎ যার যেমন বিত্তসামর্থ্য সেইমতো গুরুর সন্তোষ বিধান করতে হবে। এরপর সম্পূর্ণযৌবনা লক্ষণযুক্তা মদনবিবশা তিনজন শক্তিকে এবং একজন বটুককে আহ্বান ক'রে একত্র ক'রে তাঁদের স্নান করাতে হবে। এবার একজন শক্তিকে মাঝখানে বসিয়ে বার্তালীবুদ্ধিতে, অপর দুজনকে তাঁর দুই পাশে বসিয়ে ক্রোধিনী-ও স্তম্ভিনী-বুদ্ধিতে এবং তাঁদের সামনে বটুককে বসিয়ে চণ্ডোচ্চণ্ডবুদ্ধিতে যাঁর যাঁর মন্ত্র ঐ ঁ গ্লৌঁ নমঃ দ্বারা সম্পুটিত ক'রে সেই মন্ত্রে গন্ধাদি এবং দুগ্ধাদি সব দ্রব্যের অর্থাৎ বারাহীপূজায় বিহিত সব দ্রব্যের

দ্বারা শক্তিদের ও বটুকের সন্তোষবিধানকরতঃ আমার শ্রীবার্তালীমন্ত্রসিদ্ধি হোক এই প্রার্থনা করতে হবে। তাঁরাও প্রত্যুত্তরে বলবেন—অগ্নিদেবতা প্রসন্ন হোন।

হবিঃপ্রতিপত্তিঃ

অথ শ্রীক্রমোক্তক্রমেণ হবিঃপ্রতিপত্তিকর্মাদিবিশেষার্ঘ্যবিসর্জনান্তং শেষং নির্বর্তয়েৎ। হবিঃপ্রতিপত্তৌ মূলেন তত্ত্বত্রয়শোধনমেবেতি বিশেষঃ।

হবিঃশেষস্বীকার

এরপর শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে হবিঃপ্রতিপত্তিকর্ম, অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ও অর্পিত দ্রব্যের অবশেষস্বীকৃতিকর্ম থেকে আরম্ভ ক'রে বিশেষার্ঘ্য-বিসর্জনপর্যন্ত অবশিষ্ট ক্রিয়া নিষ্পন্ন করতে হবে। বিশেষ ব্যবস্থা হল হবিঃপ্রতিপত্তির ব্যাপারে মূলমন্ত্রে তত্ত্বত্রয়শোধন করতে হবে।

মন্ত্রসাধনম্

এবং নিত্যক্রমমাচরন্ শ্যামাক্রমোক্তেন পুরশ্চরণপ্রকারেণ প্রত্যহং সহস্র-সংখ্যায়া লক্ষসংখ্যাকং প্রকৃতে কলিযুগত্বাচ্চতুর্গুণিতং জপং পুরশ্চরণং কৃত্বা তদ্দশাংশং নারিকেলোদকৈঃ সন্তর্প্য, তদ্দশাংশং তাপিঞ্ছকুসুমৈঃ তিলৈঃ চুলুক-মিতৈঃ শতসংখ্যাকৈর্বা হবিরাদ্যৈর্বা তন্ত্রান্তরোক্তৈঃ ত্রিমধ্বক্তৈঃ হেতুমিশ্রৈশ্চ জুহুয়াৎ। ইহ পঞ্চমোপচারাৎ প্রাক্ মহাব্যাহৃত্যাদিষু চ আজ্যেনৈব হোমঃ। ইতরেষু তাপিঞ্ছাদিনা। এবং সিদ্ধমন্ত্রঃ যত্নোপাত্তৌ শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ [1]নৈমিত্তিকার্চনরতঃ সত্যাং কামনায়াং পূর্বোক্তেনৈব ক্রমেণ তত্তৎকামানুগুণং হোমং কৃত্বা সকলমনোরথ আত্মসিদ্ধঃ সুখী বিহরেৎ। ইতি শিবম্।

ইতি শ্রীভাসুরানন্দনাথচরণারবিন্দমিলিন্দায়মানমানসেন উমানন্দনাথেন বিরচিতে কল্পসূত্রানুসারিণি নিত্যোৎসবে অভিনবে নিবন্ধে তদন্তোল্লাসঃ পঞ্চমঃ সম্পূর্ণঃ।

মন্ত্রসাধন

এই প্রকারে নিত্যক্রমের অনুষ্ঠান ক'রে শ্যামাক্রমে যে-পুরশ্চরণ উক্ত হয়েছে সেই প্রকারে প্রত্যহ একহাজার ক'রে এক লক্ষ জপ-পুরশ্চরণ

১। নিত্যানৈ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

করতঃ তার দশাংশ নারিকেলজল দিয়ে তর্পণ ক'রে, তার দশাংশ তমালফুল, চুলুকপরিমাণ বা একশটি তিল অথবা হরিদ্রাখণ্ড এবং এসব তন্ত্রান্তরোক্ত ত্রিমধুলিপ্ত ক'রে তা দিয়ে মিশ্র উদ্দেশ্যে হোম করতে হবে। এখানে পঞ্চোপ-চারের পূর্বে মহাব্যাহৃতি-আদিতে ঘৃতেই হোম বিহিত। অন্য ক্ষেত্রে তমাল ফুল ইত্যাদি দিয়ে, এইপ্রকারে সিদ্ধমন্ত্র ব্যক্তি স্বতন্ত্র-উপাসনায় শ্রীক্রমোক্ত ক্রমে নৈমিত্তিক পূজায় রত হলে এবং তাঁর কোনো কামনা থাকলে পূর্বে কথিত ক্রম অনুসারে সেই কামনানুরূপ হোম করতঃ সফলমনোরথ ও আত্মসিদ্ধ হয়ে সুখে বিহার করবেন।

শ্রীভাসুরানন্দনাথের চরণকমলে যাঁর মানসভ্রমর সংলগ্ন সেই উমানন্দনাথ কর্তৃক রচিত কল্পসূত্রানুসারী অভিনব নিবন্ধ নিত্যোৎসবে তদন্তোল্লাস নামক পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত।

উন্মনোল্লাসঃ ষষ্ঠঃ—পরাপদ্ধতিঃ

উপোদ্‌ঘাতঃ

নত্বা শ্রীভাসুরানন্দনাথপাদাম্বুজদ্বয়ম্ ।
গৃণাত্যুমানন্দনাথ উন্মনোল্লাসবৈভবম্ ॥
আরাধনপদং যত্র পরা শ্রীহৃদয়াত্মিকা ।
পদে পদে সুখানি স্যুঃ প্রভুচিত্তবিদো ন কিম্ ॥
দীক্ষাবিধিরিহাপেক্ষ্য আরম্ভোল্লাস ঈক্ষ্যতাম্ ।
ন তু সন্ধ্যোপাস্তিরুক্তা সূত্রকারৈরসূত্রণাৎ ॥
পঞ্চমীমভিরাধ্যাথ পরাক্রমপরো ভবেৎ ।
এতস্মিন্ মনবঃ সর্বে শক্তিবীজাদিমাঃ স্মৃতাঃ ॥

উন্মনোল্লাস ষষ্ঠ—পরাপদ্ধতি

উপোদ্‌ঘাত

শ্রীভাসুরানন্দনাথের পাদপদ্মে প্রণাম ক'রে উমানন্দনাথ উন্মনোল্লাসের বৈভব ঘোষণা করছেন। এই উল্লাসে শ্রীর অর্থাৎ ললিতার হৃদয়স্বরূপা পরা আরাধনাপদ অর্থাৎ আরাধ্যা। যাঁরা প্রভুর চিত্ত অর্থাৎ হৃদয়কে জানেন তাঁদের কি পদে পদে সুখ হয় না? এখানকার অপেক্ষিত দীক্ষাবিধি আরম্ভোল্লাসে দ্রষ্টব্য। সূত্রকার অর্থাৎ পরশুরামকল্পসূত্রকার সূত্রে বিবৃত করেন নি বলে সন্ধ্যা-উপাসনা এখানে বলা হল না। পঞ্চমী অর্থাৎ বারাহীর আরাধনা ক'রে তার পর পরার আরাধনা যথাক্রমে করতে হবে। এই আরাধনায় সব মন্ত্রের আদিতে শক্তিবীজ অর্থাৎ সৌঃ থাকবে।

কাল্যকৃত্যং আহ্নিকং চ

শ্রীমান্ সাধকঃ কল্যে প্রবুদ্ধঃ শয়ন এব স্থিতঃ শ্রোত্রাচমনভস্মধারণে বিধায়, শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ শ্রীগুরোর্ধ্যানং বক্ষ্যমাণয়া মূলপূর্বিকয়া সামান্যপাদুকয়া উক্তমুখাদিমুদ্রাপ্রদর্শনপূর্বকং বন্দনং চ বিধায়, বক্ষ্যমাণয়া রীত্যা প্রাণানায়ম্য বুধ্নস্বরূপসম্বন্ধিনি সহস্রদলকমলে সুধার্ণবাত্যা বক্ষ্যমাণধ্যানোক্তমূর্ত্যাঃ শক্তিবীজাভিন্নায়াঃ পরাম্বায়াঃ চরণযুগলবিগলদমৃতরসবিসরপরিপ্লুতং ধ্যাত্বা আত্মানং, মূলং মনসা দশবারমাবর্ত্য, বহিরাড়ীপার্শ্বপদমুখায়, নির্বর্তিতাবশ্যকঃ

উক্তয়া ভস্ম্যা বিহিতদন্তধাবনাদিস্নানশ্চ শুচিবাসো বসানঃ বিধৃতপুণ্ড্রঃ সর্বেণ মূলেন ত্রিরাচম্য দ্বিঃ পরিমৃজ্য সকৃদুপস্পৃশ্য চক্ষুষী নাসিকে শ্রোত্রে অংসে নাভিং হৃদয়ং শিরশ্চাবমৃশেৎ ॥

প্রত্যূষকৃত্য ও আহ্নিক

শ্রীমান্ সাধক প্রত্যূষে জেগে শয্যাতেই অবস্থান ক'রে শ্রোত্র-আচমন ও ভস্মধারণ বিধান করতঃ শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসরে বক্ষ্যমাণ গুরুধ্যান সম্পাদন করবেন এবং আদি মূলমন্ত্র সহ সাধারণপাদুকা মন্ত্রে কথিত মুমুখাদিমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে গুরুর বন্দনা করবেন। অতঃপর বক্ষ্যমাণ রীতিতে প্রাণায়াম ক'রে, ব্রহ্মরন্ধ্রসংশ্লিষ্ট সহস্রদলপদ্মে সুখাসীনা বক্ষ্যমাণধ্যাননির্দিষ্টমূর্তি, শক্তিবীজ থেকে অভিন্না, পরা অম্বার চরণযুগল থেকে বিগলিত অমৃতরসব্যাপ্তি দ্বারা পরিপ্লুত, এইরূপে নিজের ধ্যান করবেন। তারপর মূলমন্ত্র মনে মনে দশবার আবৃত্তি ক'রে, যে-পাশের নাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে সেই পাশের পা বাড়িয়ে শয্যা ত্যাগ করতঃ বাইরে গিয়ে আবশ্যক শারীর কর্ম সম্পাদন ক'রে কথিত প্রকারে বিহিত দন্তধাবন থেকে স্নান পর্যন্ত কর্ম করবেন। এরপর শুচিবস্ত্র প'রে, ত্রিপুণ্ড্র ধারণ ক'রে, সমস্ত মূলমন্ত্রে তিনবার আচমন, দুবার পরিমার্জন ও একবার উপস্পর্শন ক'রে চক্ষুদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয় অংসদ্বয়, নাভি, হৃদয় ও শির অবমর্শন অর্থাৎ স্পর্শ করবেন।

যাগমন্দিরপ্রবেশঃ

এবং ত্রিরাচম্য, যাগমন্দিরমাসাদ্য, দ্বারস্থণ্ডিলং গোময়েনোপলিপ্য, যাগগৃহং চ বস্ত্রবল্লীপুষ্পমালিকাবিতানাদিভিশ্চালঙ্কৃত্য দ্বারস্য দক্ষবামশাখয়োঃ ঊর্ধ্বভাগে চ ক্রমেণ—

সৌঃ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ভৈরবায়, লম্বোদরায় নমঃ ॥

ইতি তিস্রো দ্বারদেবতাঃ সম্পূজ্য, অন্তঃপ্রবিষ্টঃ সৌঃ রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ ইতি পুষ্পাঞ্জলিনা ভূমৌ দীপনাথমিষ্ট্বা, সপর্যাসামগ্রীং স্বদক্ষিণভাগে নিধায়, প্রজ্বলিতদীপোপশোভমানানির্জিতরত্নভাস্বা জাতীপত্রফলৈলা-লবঙ্গকর্পূরাদ্যুপস্কৃতিকেনামোদিতবদনঃ প্রসন্নমনাঃ স্বাস্তীর্ণে উর্ণামৃদুনি শুচিনি মূলেন দ্বাদশবারমভিমন্ত্রিতে সকৃৎপ্রোক্ষিতে চাসনে সৌঃ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইতি প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা পদ্মস্বস্তিকান্যতমেন আসনেনোপবিশ্য, সৌঃ সমস্ত-গুপ্তপ্রকটসিদ্ধযোগিনীচক্রদেবতাশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ ইতি মূর্ধনি

বদ্ধাঞ্জলিঃ সৌঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গ্লৌঁ হ্‌ স্‌ খ্‌ ফ্রেং হ স ক্ষ ম ল ব র যূং স হ ক্ষ ম ল ব র য়ীং হ্‌সৌঁ স্‌হৌঃ অমুকাম্বাসহিতামুকানন্দনাথশ্রীগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামীতি মন্ত্রেণ মস্তকে নিজদেশিকমভিবন্দ্য গং গণপতয়ে নমঃ ইতি মূর্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলিঃ

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে গচ্ছন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

ইতি মন্ত্রং সকৃদুচ্চার্য যুগপদ্বামপাষ্ণিভূতলত্রিরাঘাতকরাস্ফোটত্রিতয়ক্রূর-দৃষ্ট্যবলোকনপূর্বকং তালত্রয়েণ ভৌমান্তরিক্ষদিব্যান্ ভোগবত্তাসকান্ বিঘ্নানুৎসারয়েৎ। তালত্রয়লক্ষণং তু পূর্বোক্তমেব গ্রাহ্যম্।

যাগমন্দিরপ্রবেশ

এইভাবে তিনবার আচমন ক'রে যাগমন্দিরে গিয়ে দ্বারস্থিত গোময়লিপ্ত করবেন আর যাগমন্দিরকে রত্নবল্লী ও পুষ্পমালিকাবিতানে সজ্জিত করবেন। দ্বারের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে এবং ঊর্ধ্বভাগে যথাক্রমে সৌঃ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, সৌঃ ভৈরবায় নমঃ এবং সৌঃ লম্বোদরায় নমঃ এই মন্ত্রে তিন দ্বারদেবতার পূজা করবেন। এবার মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ সৌঃ রক্তদ্বাদশশক্তি-যুক্তায় দীপনাথায় নমঃ এই মন্ত্রে ভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দীপনাথের পূজা করবেন এবং পূজাসামগ্রী নিজের দক্ষিণভাগে রাখবেন। এরপর প্রদীপ জ্বালাবেন, নিজেকে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করবেন, জায়ত্রী জায়ফল এলাচ লবঙ্গ ও কর্পূর এই পঞ্চ সুগন্ধি দ্রব্যে মুখ সুরভিত করবেন এবং প্রসন্নমনা হয়ে নিজের হাতে পবিত্র কোমল কম্বলাসন বিছিয়ে মূলমন্ত্রে দ্বাদশবার অভিমন্ত্রিত ও একবার প্রোক্ষিত ক'রে সৌঃ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ ক'রে উক্ত আসনের উপর পদ্মাসন স্বস্তিকাসনাদি কোনো একটি আসন ক'রে পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী হয়ে বসে সৌঃ সমস্তগুপ্তপ্রকটসিদ্ধযোগিনী-চক্রদেবতাশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ হাত রাখবেন। তার পর সৌঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গ্লৌঁ হ্‌ স্‌ খ্‌ ফ্রেং হ স ক্ষ ম ল ব র যূং স হ ক্ষ ম ল ব র য়ীং হ্‌সৌঁ স্‌হৌঃ অমুকাম্বাসহিতামুকানন্দনাথশ্রীগুরু-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই মন্ত্রে মস্তকে নিজগুরুর বন্দনা করে গং গণপতয়ে নমঃ এই মন্ত্র পাঠ ক'রে মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ হাত রাখবেন। তারপর, অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে গচ্ছন্তু শিবাজ্ঞয়া॥—এই মন্ত্র একবার উচ্চারণ ক'রে যুগপৎ বামগোড়ালি দ্বারা ভূতলে

তিনবার আঘাত করবেন, তিনবার করাস্ফোট করবেন এবং ক্রূরদৃষ্টিতে অবলোকনপূর্বক তালত্রয়ের দ্বারা ভৌম আন্তরিক্ষ ও দিব্য এই ত্রিবিধ ভেদপ্রকাশক বিঘ্ন অপসারণ করবেন।

তালত্রয়ের লক্ষণ পূর্বে কথিত হয়েছে। তাই গ্রহণীয়।

প্রাণায়ামঃ

অথ শ্রীক্রমোক্তেন বিধিনা ভূতশুদ্ধিমাত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠাং চ বিধায় সৌঃ-বর্ণপূর্বকং মাতৃকাবর্ণৈঃ শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ বহির্মাতৃকান্যাসং কৃত্বা ষোড়শবারমাবৃত্তেন মূলেন পূরকং চতুঃষষ্টিবারমাবৃত্তেন কুম্ভকং দ্বাত্রিংশদ্‌বারমাবৃত্তেন রেচকং ইতি বিংশতিধা ষোড়শধা দশধা সপ্তধা ত্রিধা বা প্রাণানায়ম্য ॥

প্রাণায়াম

শ্রীক্রমোক্ত বিধি-অনুসারে ভূতশুদ্ধি ও আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠা করার পর আদিতে সৌঃ এই বর্ণযুক্ত মাতৃকাবর্ণের দ্বারা শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে বহির্মাতৃকান্যাস[১] করতে হবে। তার পর মূলমন্ত্র ষোলবার আবৃত্তিসহযোগে পূরক, চৌষট্টিবার আবৃত্তিসহযোগে কুম্ভক ও বত্রিশবার আবৃত্তিসহযোগে রেচক করতে হবে। এই ভাবে হবে একবার প্রাণায়াম। এমনি বিশ ষোল দশ সাত বা তিন বার প্রাণায়াম করতে হবে।

অঙ্গন্যাসঃ

তেজোরূপদেবীময়ং ভাবয়ন্নাত্মানং মুহুরাবৃত্তেন সৌঃ নমঃ ইতি নমোঽন্তেন মূলেন শিরোমুখহৃন্মূলাধারেষু ন্যাসং বিধায়, সর্বাঙ্গে চ ব্যাপকং কৃত্বা, সৌঃ স্ হৃদয়ায় নমঃ, সৌঃ ঔ শিরসে স্বাহা, সৌঃ ঃ শিখায়ৈ বষট্‌, সৌঃ স্ কবচায় হুম্,

---

১। মাতৃকান্যাস দ্বিবিধ—অন্তর্মাতৃকান্যাস ও বহির্মাতৃকান্যাস।

বিশুদ্ধাখ্য ষোড়শদলপদ্ম থেকে আরম্ভ করে আজ্ঞা নামক দ্বিদলপদ্ম পর্যন্ত পদ্মের দলগুলিতে যথাবিহিত ক্রমে অ থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষ পর্যন্ত—মাতৃকাবর্ণের ন্যাস অন্তর্মাতৃকান্যাস। মাতৃকার ঋষ্যাদি ন্যাসের পর অন্তর্মাতৃকান্যাস করা বিধি।

অন্তর্মাতৃকা ন্যাসের পর বহির্মাতৃকা ন্যাস করতে হয়। সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার এই তিন ক্রমে বহির্মাতৃকান্যাস বিহিত। ললাট মুখবৃত্ত ইত্যাদি শাস্ত্রনির্দিষ্ট স্থানে বহির্মাতৃকা ন্যাস করতে হয়।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা-দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮২৪-২৭

সৌঃ ঔ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, সৌঃ ঃ অস্ত্রায় ফট্, ইতি মূলমন্ত্রাবয়বৈর্দ্বিরাবৃত্তৈঃ বর্ণষড়ঙ্গং, সর্বেণ মূলেন ষড়্বারমাবৃত্তেন মন্ত্রষড়ঙ্গং চ কুর্যাৎ। ইহ মূলমন্ত্রস্য তৃতীয়োঽবয়বঃ কেবলো বিসর্গো ন ত্বকারবিশিষ্ট ইতি চ জ্ঞেয়ম্॥

অঙ্গন্যাস

সাধক নিজেকে তেজোরূপদেবীময় ভাবনা ক'রে সৌঃ নমঃ, এই প্রকারের নমঃ দিয়ে শেষ-করা মূলমন্ত্র আবৃত্তি ক'রে শির মুখ হৃদয় ও মূলাধারে ন্যাস এবং সর্বাঙ্গে ব্যাপকন্যাস করবেন। তারপর সৌঃ স্ হৃদয়ায় নমঃ, সৌঃ ঔ শিরসে স্বাহা, সৌঃ ঃ শিখায়ৈ বষট্, সৌঃ স্ কবচায় হুম্, সৌঃ ঔ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, সৌঃ ঃ অস্ত্রায় ফট্ এইভাবে মূলমন্ত্রাবয়ব বর্ণের দ্বিরাবৃত্তি করে বর্ণষড়ঙ্গন্যাস করবেন আর সমগ্র মূলমন্ত্র-ছবার আবৃত্তি ক'রে মন্ত্রষড়ঙ্গন্যাস করবেন। এখানে মূলমন্ত্রের তৃতীয় অবয়ব শুধুমাত্র বিসর্গ, অকারযুক্ত বিসর্গ নয়, এটি জ্ঞাতব্য।

চিদগ্নৌ সর্বতত্ত্ববিলাপনম্

অথ কাকচঞ্চুপুটাকৃতিনা মুখেন বাহ্যমনিলমন্তরাকৃষ্য সংস্তভ্য, মূলং সপ্তবিংশতিবারমাবর্ত্য বক্ষ্যমাণক্ষিত্যাদিশিবান্তষট্ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মকং বেদ্যং নাভৌ মুদ্রিতং বিভাব্য, পুনঃ প্রোক্তবারং মূলং জপ্ত্বা নম ইতি শিখাবন্ধোত্তরং পুনঃ পূর্ববৎ অনিলমাপূর্য, তেন সর্বকারণচিদ্রূপমগ্নিমুদ্দীপ্য, তত্র প্রাঙ্মুদ্রিতস্য বেদ্যস্য বিলয়নং ভাবয়িত্বা॥

চিদগ্নিতে সর্বতত্ত্ববিলাপন

সাধক কাকমুখাগ্রের মতো মুখ ক'রে তা দ্বারা বাহ্য বায়ু অন্তরে আকর্ষণ করতঃ তার স্তম্ভন ক'রে অর্থাৎ পূরক ক'রে, মূলমন্ত্র সাতাশবার আবৃত্তি ক'রে বক্ষ্যমাণ ক্ষিতি থেকে শিবপর্যন্ত ছত্রিশ তত্ত্বাত্মক বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়বস্তু নাভিতে মুদ্রিত-অর্থাৎ একীকৃত ভাবনা করবেন। তারপর আবার সাতাশবার মূলমন্ত্র জপ ক'রে, নমঃ এই মন্ত্রে শিখাবন্ধন ক'রে, আবার পূর্বের মতো বায়ু আকর্ষণ ক'রে, তা দ্বারা সর্বকারণ চিদ্রূপ অগ্নি উদ্দীপ্ত করতঃ তাতে পূর্বে একত্রীকৃত বেদ্যের দ্রবীভূত হওয়া ভাবনা করবেন।

অর্ঘ্যশোধনম্

শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ সামান্যবিশেষার্ঘ্যৌ আসাদয়েৎ। অত্র চোভয়োরর্ঘ্যয়োঃ প্রবেশরীত্যা অন্তরস্বচতুরশ্রাদিবিন্দন্তমণ্ডলকরণম্, অং আত্মতত্ত্বায় আধারশক্ত্যৈ বৌষডিত্যাধারস্থাপনম্, উং বিদ্যাতত্ত্বায় পদ্মাসনায় বৌষডিতি পাত্রনিধানম্, মং শিবতত্ত্বায় সোমমণ্ডলায় নম ইতি শুদ্ধসলিলাপূরণম্।

ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসম্ভূতমশেষরসসম্ভৃতম্।
আপূরিতং মহাপাত্রে পীযূষং অর্ঘ্যমাবহ॥

ইতি ক্ষীরপূরণম্, হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামীত্যাদ্যস্ত্রান্তং প্রাগুক্তষড়ঙ্গদ্বয়ম্, মূলেন দশধা অভিমন্ত্রণম্, চতুর্নবতিমন্ত্রাভিমন্ত্রণাভাবশ্চ বিশেষঃ। ততো বিশেষার্ঘ্যবিন্দুভিঃ সম্প্রোক্ষ্য বরিবস্যাবস্তূনি॥

অর্ঘ্যশোধন

শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করতে হবে। উভয় অর্ঘ্যের ক্ষেত্রেই প্রবেশরীতিতে চতুরশ্র থেকে বিন্দুপর্যন্ত অঙ্গবিশিষ্ট মণ্ডল রচনা বিহিত। অং আত্মতত্ত্বায় আধারশক্ত্যৈ বৌষট্ এই মন্ত্রে আধারস্থাপন, উং বিদ্যাতত্ত্বায় পদ্মাসনায় বৌষট্ এই মন্ত্রে পাত্রস্থাপন এবং মং শিবতত্ত্বায় সোমমণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে পাত্রে শুদ্ধজল আপূরণ করতে হবে।

তারপর, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসম্ভূতমশেষরসসম্ভৃতম্। আপূরিতং মহাপাত্রে পীযূষং অর্ঘ্যমাবহ॥ এই মন্ত্রে ক্ষীরপূরণ করতে হবে। এবার, হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই মন্ত্রে আরম্ভ ক'রে অস্ত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই মন্ত্রে শেষ ক'রে পূর্বোক্ত বর্ণষড়ঙ্গ ও মন্ত্রষড়ঙ্গ পূজা করতে হবে। অতঃপর মূলমন্ত্রে দশবার অর্ঘ্য অভিমন্ত্রিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষত্ব—চতুর্নবতি মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ হবে না। তারপর পূজাদ্রব্যসমূহ বিশেষার্ঘ্যবিন্দুর দ্বারা প্রোক্ষণ করতে হবে।

তত্ত্বকদম্বস্য হৃৎপদ্মস্থাপনম্

পূর্বং নাভৌ মুদ্রয়িত্বা তপ্তায়োদ্রবমিব চিদগ্নৌ বিলাপিতং ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বকদম্বরূপং বেদ্যং হৃৎসরোজমানীয় স্থাপয়েৎ॥

তত্ত্বকদম্বের হৃৎপদ্মে স্থাপন

পাত্রস্থাপনের পূর্বে নাভিতে একত্রীকৃত চিদগ্নিতে দ্রবীভূত তপ্তস্বর্ণরসবৎ ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্বকদম্বরূপ জ্ঞেয়বস্তু হৃৎপদ্মে আনয়ন ক'রে স্থাপন করতে হবে।

পরাচক্রনির্মাণম্

অথ সকুসুমক্ষেপৈঃ মূলপূর্বকৈঃ বক্ষ্যমাণৈঃ মন্ত্রৈঃ পরাম্বায়াশ্চক্ররূপং আসনং নির্মিমীত। যথা—

সৌঃ পৃথ্বীযোগপীঠায় নমঃ, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, উপস্থ, পায়ু, পাদ, পাণি, বাক্, ঘ্রাণ, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মনঃ, প্রকৃতি, পুরুষ, নিয়তি, কাল, বিদ্যা, কলা, রাগ, মায়া, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি, শিবযোগপীঠায় নমঃ ॥

ইত্যেবং পরাচক্রং নির্মায় ॥

পরাচক্রনির্মাণ

আদিতে মূলমন্ত্রে একবার ফুল ছিটিয়ে তারপর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পরা অম্বার চক্ররূপ আসন নির্মাণ করতে হবে।

যথা—সৌঃ পৃথ্বীযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ অপ্-যোগ-পীঠায় নমঃ। সৌঃ তেজোযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ বায়ুযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ আকাশযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ গন্ধযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ রসযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ রূপযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ স্পর্শযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ শব্দযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ উপস্থযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ পায়ুযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ পাদযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ পাণিযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ বাগ্‌যোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ ঘ্রাণযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ জিহ্বাযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ চক্ষুর্যোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ ত্বগ্‌যোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ শ্রোত্রযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ অহঙ্কারযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ বুদ্ধিযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ মনোযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ প্রকৃতিযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ পুরুষযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ নিয়তিযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ কালযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ বিদ্যাযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ কলাযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ রাগযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ মায়াযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ শুদ্ধবিদ্যাযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ ঈশ্বরযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ সদাশিবযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ শক্তিযোগপীঠায় নমঃ, সৌঃ শিবযোগপীঠায় নমঃ। এই প্রকারে পরাচক্র নির্মাণ করতে হবে।

চক্রে দেব্যাঃ পূজা

বৃহন্নরত্নে—

অকলঙ্কশশাঙ্কাভা ত্র্যক্ষা চন্দ্রকলাবতী।
মুদ্রাপুস্তলসদ্বাহা পাতু মাং পরমা কলা ॥

ইতি ধ্যাত্বা সাদাখ্যচন্দ্রকলারূপাং শ্রীপরাম্বাং মূলেন হৃদয়গতে পরাচক্রে আবাহ্য, মূলান্তে শ্রীপরাম্বাঽঽবাহিতা ভব ইত্যাদিরীত্যা তত্তন্মুদ্রাবিধানপূর্ব্বকং আবাহনাদ্যবগুণ্ঠনান্তং কৃত্বা, বন্ধনধেনুযোনিমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য, মূলেন পুনঃ পুনরাবৃত্তেন শ্রীপরাদেব্যৈ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদিরীত্যা পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়স্নানবাসোগন্ধপুষ্পধূপদীপনীরাজনছত্রচামরযুগদর্পণনৈবেদ্যপানীয়তাম্বূলাখ্যান্ ষোড়শোপচারান্ বিধায়, নৈবেদ্যাঙ্গত্বেন পূর্বোত্তরাপোশনে হস্তপ্রক্ষালনগণ্ডূষাচমনীয়ানি চ দদ্যাৎ। নৈবেদ্যে ত্রিকোণবৃত্তচতুরশ্রমণ্ডলকরণম্, মূলেন প্রোক্ষণম্, বং ইতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকরণম্, মূলেন সপ্তবারাভিমন্ত্রণম্, প্রাণাদিমুদ্রাপ্রদর্শনং চানুষ্ঠেয়ম্। তত বামকরতত্ত্বমুদ্রাসন্দষ্টদ্বিতীয়শকলগৃহীতক্ষীরবিন্দুসহপতিতৈঃ দক্ষকরোপাত্তৈঃ কুসুমৈঃ, সৌঃ স্ প্রকাশরূপিণীপরাভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ ঔ বিমর্শরূপিণীপরাভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ ঃ প্রকাশবিমর্শরূপিণীপরাভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ইতি ত্রিভিঃ মন্ত্রৈঃ ক্রমেণ দেব্যা মূলাধারহৃন্মুখেষ্বভ্যর্চ্য সৌঃ মহাপ্রকাশবিমর্শরূপিণীপরাভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইতি মন্ত্রেণ দেবীং দশবারং সন্তর্প্য ॥

চক্রে দেবীর পূজা

অকলঙ্ক চন্দ্রের দীপ্তিযুক্তা ত্রিনয়না চন্দ্রকলাবতী পরমা কলা, যাঁর হস্তে মুদ্রা অর্থাৎ চিন্মুদ্রা[১] ও পুস্তক দীপ্তি পাচ্ছে, তিনি আমাকে রক্ষা করুন—এইরূপে ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যান ক'রে সাদাখ্যচন্দ্রকলারূপা অর্থাৎ চন্দ্রের ষোড়শকলারূপা পরাম্বাকে মূলমন্ত্রে হৃদয়গত পরাচক্রে আবাহন করতঃ সৌঃ শ্রীপরাম্বা আবাহিতা ভব ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ ও যথানির্দিষ্ট মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক আবাহন থেকে অবগুণ্ঠন[২] পর্যন্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে হবে। এবার বন্ধনমুদ্রা ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ বার বার অর্থাৎ প্রত্যেক উপচারমন্ত্রের সঙ্গে মূলমন্ত্র প্রথমে উচ্চারণ করে শ্রীপরাদেব্যৈ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ অর্থাৎ সৌঃ শ্রীপরাদেব্যৈ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ এই প্রকারে পাদ্য অর্ঘ আচমনীয় স্নান বস্ত্র গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নীরাজন ছত্র চামরযুগল দর্পণ নৈবেদ্য পানীয় ও তাম্বুল নামক ষোড়শোপচার অর্পণ করতে হবে এবং নৈবেদ্যের অঙ্গরূপে প্রথম ও

১। দ্রঃ পরশুরামসূত্রের ৮/২০ সংখ্যক সূত্রের রামেশ্বরকৃত বৃত্তি।

২। আবাহন সংস্থাপন সন্নিধাপন সন্নিরোধ সম্মুখীকরণ, অবগুণ্ঠন। এ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য—শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৮২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী আপোশন, হস্তপ্রক্ষালন, গণ্ডূষ ও আচমনীয় প্রদান করতে হবে। নৈবেদ্যের ক্ষেত্রে ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্রমণ্ডল করতে হবে। মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ এবং বং এই বীজ উচ্চারণ করতঃ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করে অমৃতীকরণ করতে হবে। মূলমন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করতে হবে আর প্রদর্শন করতে হবে প্রাণাদিমুদ্রা। তারপর বামকরতত্ত্বমুদ্রা দ্বারা সন্দষ্ট দ্বিতীয় সরা থেকে গৃহীত ক্ষীরবিন্দুর সহিত দক্ষিণকরধৃত পুষ্প দিয়ে, সৌঃ স্ প্রকাশরূপিণী-পরাভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ ঔ বিমর্শরূপিণী-পরাভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ ঃ প্রকাশবিমর্শরূপিণী-পরাভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, এই তিন মন্ত্রে যথাক্রমে দেবীর মূলাধারে হৃদয়ে ও মুখে পূজা ক'রে, সৌঃ মহাপ্রকাশবিমর্শরূপিণী-পরাভট্টারিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে দশবার দেবীর তর্পণ করতে হবে।

দেব্যাং অখিলতত্ত্বহোমভাবনম্

তামেব কালাগ্নিকোটিদীপ্তাং ধ্যাত্বা, তস্যাং সৌঃ পৃথ্বীং জুহোমি স্বাহা, সৌঃ অপো জুহোমি স্বাহা, ইত্যাদিরীত্যা প্রাগ্‌বিলাপ্য হৃদয়ে স্থাপিতং ষট্‌ত্রিংশ-তত্ত্বকদম্বকং পৃথক্ পৃথক্ মনসা জুহুয়াৎ। ইহ ক্রমে অয়মেব হোমঃ ॥

দেবীতে অখিলতত্ত্বের হোমভাবনা

তাঁকে কোটি কালাগ্নিদীপ্তা ধ্যান ক'রে, তাঁতে সৌঃ পৃথ্বীং জুহোমি স্বাহা, সৌঃ অপো জুহোমি স্বাহা এই প্রকারে মন্ত্রাবৃত্তি ক'রে পূর্বে দ্রবীভূত ও হৃদয়ে স্থাপিত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে মনে মনে আহুতি দিতে হবে।

গুর্বোঘত্রয়যজনম্

ততো মূলপূর্বিকয়োক্তয়া শ্রীগুরুপাদুকয়া মস্তকস্থং শ্রীগুরুং ত্রিঃ সম্পূজ্য পুনশ্চিদগ্নিমূর্দ্ধীপ্তং বিভাব্য পশ্চাৎ প্রাগপবর্গে রেখাত্রয়ে দক্ষিণসংস্থাক্রমেণ গুর্বোঘত্রয়ং যজেৎ। যথা—

সৌঃ পরাভট্টারিকাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, অঘোরা-নন্দনাথশ্রী°; শ্রীকণ্ঠানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি দিব্যৌঘঃ ॥

সৌঃ শক্তিধরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ক্রোধানন্দ-নাথশ্রী°; ত্র্যম্বকানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি সিদ্ধৌঘঃ।

সৌঃ আনন্দানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, প্রতিভাদেব্যম্বানন্দ, বীরানন্দ[১], সম্বিদানন্দ, মধুরাদেব্যম্বানন্দ, জ্ঞানানন্দ, শ্রীরামানন্দ, যোগানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। ইতি মানবৌঘঃ।

গুরু-ওঘত্রয়ের পূজা

অতঃপর আদিতে মূলমন্ত্র সহ শ্রীগুরুপাদুকামন্ত্রে স্বমস্তকস্থ শ্রীগুরুর তিনবার পূজা ক'রে, চিদগ্নি পুনরায় প্রদীপ্ত হয়েছে এই ভাবনা ক'রে, দেবীর পশ্চাদ্‌ভাগে প্রাক্‌-অপবর্গ-রেখাত্রয়ে দক্ষিণসংস্থাক্রমে গুরু-ওঘত্রয়ের পূজা করতে হবে। যথা—সৌঃ পরাভট্টারিকাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ অঘোরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ শ্রীকণ্ঠানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই হল দিব্যৌঘপূজার মন্ত্র।

সৌঃ শক্তিধরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ ক্রোধানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ ত্র্যম্বকানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই হল সিদ্ধৌঘপূজার মন্ত্র।

সৌঃ আনন্দানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ প্রতিভাদেব্যম্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ বীরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ সম্বিদানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ মধুরাদেব্যম্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ জ্ঞানানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ শ্রীরামানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, সৌঃ যোগানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই হল মানবৌঘপূজার মন্ত্র।

বলিদানম্

ততঃ ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলং কৃত্বা ঐঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ ইতি পুষ্পেণাভ্যর্চ্য, অর্ধাম্বং সলিলপূর্ণং সক্ষীরোপাদিমমধ্যমং চ পাত্রং নিধায়, ওঁ হ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহেতি ত্রিঃ পঠিত্বা বলিং দত্ত্বা, তত্ত্বমুদ্রাস্পৃষ্টং ক্ষীরং বল্যুপরি নিষিচ্য, বামপার্ষ্ণিঘাতকরাস্ফোটৌ কুর্বাণঃ সমুদক্ষিতবক্ত্রো নারাচমুদ্রয়া বলিং ভূতৈঃ গ্রাহয়িত্বা, পাণী প্রক্ষাল্য, মানসিকীঃ প্রদক্ষিণনতীঃ বিধায়, দেব্যৈ পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ।

১। পরা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

বলিদান

তারপর ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্র-মণ্ডল রচনা ক'রে ঐঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে ফুল দিয়ে তার অর্চনা করতে হবে। এবার অর্ধেক অন্ন ও অর্ধেক জলে পূর্ণ একটি পাত্র, ক্ষীরপাত্র, দ্বিতীয়পাত্র এবং তৃতীয়পাত্র মণ্ডলে স্থাপন করতঃ ওঁ হ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুঁ ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র তিনবার পাঠ ক'রে বলি প্রদান করতে হবে। তারপর তত্ত্বমুদ্রা রচনা ক'রে তা দ্বারা স্পৃষ্ট ক্ষীর বলির উপর সিঞ্চন করতে হবে। এবার বামপাঞ্চিঘাত ও করাস্ফোট ক'রে, মুখ সম্যক্ উর্ধ্বোত্থিত ক'রে, নারাচমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ ভূতদের দ্বারা বলি গ্রহণ করিয়ে হাত ধুতে হবে। তারপর মানসিক প্রদক্ষিণ ও প্রণাম সেরে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে।

পরামনুজপঃ

অথ অস্য শ্রীপরাভট্টারিকামহামন্ত্রস্য ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ ইতি শিরসি, গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ ইতি মুখে, পরাম্বিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ইতি হৃদয়ে, সং বীজায় নমঃ ইতি গুহ্যে, ঔঃ[১] শক্তয়ে নমঃ ইতি পাদয়োঃ (কীলকায় নমঃ ইতি নাভৌ)[২], মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগায় নমঃ ইতি করসম্পুটে চ ন্যস্য, মূলেন ত্রির্ব্যাপকং কৃত্বা।

সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং (হৃদয়ায়) নমঃ, সীং তর্জনীভ্যাং নমঃ (শিরসে স্বাহা), সূং মধ্যমাভ্যাং নমঃ (শিখায়ৈ বষট্), সৈং অনামিকাভ্যাং নমঃ (কবচায় হুং), সৌং কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ (নেত্রত্রয়ায় বৌষট্) সঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ (অস্ত্রায় ফট্) ইতি মন্ত্রৈঃ করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা।

অকলঙ্কেতি ধ্যাত্বা,

সৌঃ পরাদেব্যৈ লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি, সৌঃ পরাদেব্যৈ হং আকাশাত্মকং পুষ্পাণি পূজয়ামি, সৌঃ পরাদেব্যৈ যং বায়ব্যাত্মকং ধূপমাঘ্রাপয়ামি, সৌঃ পরাদেব্যৈ রং অগ্ন্যাত্মকং দীপং দর্শয়ামি, সৌঃ পরাদেব্যৈ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি, সৌঃ পরাদেব্যৈ সং সর্বাত্মকং তাম্বূলাদিসর্বোপচারান্ সমর্পয়ামি ইতি ষড়ুপচারৈঃ মনসা অভ্যর্চ্য,

মূলং সহস্রং ত্রিশতং শতং বা শ্রীক্রমোক্তেন বিধিনা জপ্ত্বা স্তুবীত।

পরামন্ত্রজপ

অস্য শ্রীপরাভট্টারিকামহামন্ত্রস্য ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ এই মন্ত্রে শিরে, অস্য শ্রীপরাভট্টারিকামহামন্ত্রস্য গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ এই মন্ত্রে মুখে, অস্য

১। সৌঃ ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে। ২। অয়ং কুণ্ডলিতো ভাগঃ (শ্রী) কোশে এব।

শ্রীপরাভট্টারিকামহামন্ত্রস্য পরাম্বায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়ে, অস্য শ্রীপরাভট্টারিকামহামন্ত্রস্য সং বীজায় নমঃ এই মন্ত্রে গুহ্যে, অস্য শ্রীপরাভট্টারিকা-মহামন্ত্রস্য ঔঃ (সৌঃ) শক্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পাদযুগলে (কীলকায় নমঃ এই মন্ত্রে নাভিতে), অস্য শ্রীপরাভট্টারিকামহামন্ত্রস্য মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগায় নমঃ এই মন্ত্রে করসম্পুটে ন্যাস করতে হবে এবং মূলমন্ত্রে তিনবার ব্যাপকন্যাস করতে হবে।

তারপর সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং (হৃদয়ায়) নমঃ, সীং তর্জনীভ্যাং নমঃ (শিরসে স্বাহা), সূং মধ্যমাভ্যাং নমঃ (শিখায়ৈ বষট্), সৈং অনামিকাভ্যাং নমঃ (কবচায় হুং), সৌং কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ (নেত্রত্রয়ায় বৌষট্), সঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ (অস্ত্রায় ফট্) এই সব মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করতঃ অকলঙ্কশশাঙ্কাভা[1] ইত্যাদি ধ্যান করতে হবে।

এবার সৌঃ পরাদেব্যৈ লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি, সৌঃ পরাদেব্যৈ হং আকাশাত্মকং পুষ্পাণি পূজয়ামি, সৌঃ পরাদেব্যৈ যং বায়্বাত্মকং ধূপমাঘ্রাপয়ামি, সৌঃ পরাদেব্যৈ রং অগ্ন্যাত্মকং দীপং দর্শয়ামি, সৌঃ পরাদেব্যৈ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি, সৌঃ পরাদেব্যৈ সং সর্বাত্মকং তাম্বূলাদিসর্বোপচারান্ সমর্পয়ামি এই মন্ত্রে ষট্ উপচারে মনে মনে দেবীর পূজা করতে হবে।

তারপর শ্রীক্রমোক্ত বিধি-অনুসারে মূলমন্ত্র সহস্র তিনশত বা একশত বার জপ ক'রে স্তব করতে হবে।

পরাস্তুতিঃ

যথা—

যাঽঘোরাদিভিরেতৈঃ পারম্পর্যক্রমাগতৈর্নাথৈঃ।
প্রথতে তাং বিশ্বময়ীং বিশ্বাতীতাং স্বসংবিদং নৌমি ॥ ১
আনন্দচরণকমলামকলঙ্কশশাঙ্কমণ্ডলচ্ছায়াম্।
তন্মণ্ডলাধিরূঢ়াং তৎকলয়া কলিতচিৎকলাং নৌমি ॥ ২
ইচ্ছাদিশক্তিশূলাম্বুজমূলাং মূলকুণ্ডলীরূপাম্।
নিত্যামপ্যণুরূপামণোশ্চ মহতো মহীয়সীং নৌমি ॥ ৩
মৌক্তিকমণিগণরুচিরাং শশাঙ্কনির্মোকনির্মলং ক্ষৌমম্।
নিবসানাং পরমেশীং নমামি সৌবর্ণসম্পুটান্তঃস্থাম্ ॥ ৪

১। ধ্যানটি এই উল্লাসেরই 'চক্রে দেব্যাঃ পূজা' শীর্ষক প্রকরণে বিবৃত হয়েছে।

ভক্তজনভেদভঞ্জনচিন্মুদ্রাকলিতদক্ষপাণিতলাম্ ।
পূর্ণাহন্তাকারণপুস্তকবর্গেণ রুচিরবামকরাম্ ॥ ৫
সৃষ্টিস্থিতিলয়কৃত্তির্নয়নাস্তোত্রৈশ্‌ শশীনদহনাখ্যৈঃ ।
মৌক্তিকতাটঙ্কাভ্যাং মণ্ডিতমুখমণ্ডলাং পরাং নৌমি ॥ ৬
ষড়্‌গতিষড়্‌র্মিষড়রীন্ ধিক্কৃত্যাশু স্বভক্তবর্গস্য ।
কঞ্চুকপঞ্চকনোদনসঞ্চিতসম্বিৎপ্রকাশিনীং নৌমি ॥ ৭
অধ্বাতীতং বুদ্ধ্বা বুধাঃ প্রবুদ্ধাঃ পরং পদং যস্যাঃ ।
কৈবল্যং যান্তি হঠাৎ কটাক্ষপাতেন তাং পরাং নৌমি ॥ ৭
যঃ পঠতীদং স্তোত্রং পাত্রং স ভবেচ্চ পঞ্চবর্গস্য ।
গুরুচরণকমলভাজা সহজানন্দেন যোগিনাঽভিহিতম্ ॥ ৯
ইতি পরাস্তুতিঃ সম্পূর্ণা ॥

পরাস্তুতি

অঘোরানন্দনাথাদি পারম্পর্যক্রমাগত এই সব নাথদের দ্বারা যিনি প্রখ্যাপিতা হয়েছেন সেই বিশ্বময়ী বিশ্বাতীতা স্বসম্বিৎকে নমস্কার করি । ১

আনন্দচরণকমলা অকলঙ্কচন্দ্রমণ্ডলকান্তি চন্দ্রমণ্ডলাধিরূঢ়া চন্দ্রকলা দ্বারা কলিতচিৎকলাকে[১] নমস্কার করি । ২

ইচ্ছাদিশক্তিশূলা, অম্বুজমূলা[২], নিত্যা, অণুর চেয়েও অণুরূপিণী, মহতের চেয়েও মহীয়সী, মূলকুণ্ডলিনীরূপাকে নমস্কার করি । ৩

মুক্তামণিরাশিরুচিরা, চন্দ্রের ত্বকের মতো নির্মল ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিতা সৌবর্ণসম্পুটের অন্তঃস্থা পরমেশ্বরীকে নমস্কার করি । ৪

ভক্তজনের দ্বৈধভঞ্জনকারী চিৎ-মুদ্রা যাঁর দক্ষিণ করতলে গৃহীত, যাঁর বামকর পূর্ণাহন্তার কারণ শ্রেষ্ঠ পুস্তকের দ্বারা রুচির, চন্দ্র সূর্য অগ্নি নামক সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী তিন নয়নের দ্বারা এবং মুক্তানির্মিত কর্ণভূষণযুগলের দ্বারা মণ্ডিত যাঁর মুখমণ্ডল, সেই পরাকে নমস্কার করি । ৫-৬

১। চন্দ্রকলা দ্বারা কলিত অর্থাৎ সংখ্যাত কলা, ষোড়শী কলা, চিৎস্বরূপিণী ।

২। অম্বুজ যাঁর মূল অর্থাৎ আদিস্থান। মূলাধারপদ্মে কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রিতা। উত্থিতা হয়ে এখান থেকেই তিনি অধোমুখ সহস্রারে গিয়ে শিবের সঙ্গে মিলিত হন। অতএব, বলা যায় মূলাধারপদ্ম তাঁর আদিস্থান ।

স্বীয় ভক্তবর্গের ষড়্গতি[1] ষড়ূর্মি[2] ষড়্রিপু[3] আশু ছিন্ন্ ক'রে তাদের কঞ্চুকপঞ্চক[4] অপসারণের দ্বারা সমাহৃতসম্বিৎ[5] প্রকাশকারিণীকে নমস্কার করি। ৭

যাঁর পরম পদ অধ্বাতীত[6] জেনে প্রবুদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিরা হঠাৎ যাঁর কটাক্ষপাতে কৈবল্যপ্রাপ্ত হন সেই পরাকে নমস্কার করি। ৮

গুরুর চরণকমলে ভক্তিযুক্ত যোগী দ্বারা সহজানন্দে উচ্চারিত এই স্তোত্র যে পাঠ করে সে পঞ্চবর্গের[7] পাত্র অর্থাৎ পঞ্চবর্গে কুশল হয়। ৯

পরাস্তুতি সম্পূর্ণ।

হবিঃশেষস্বীকরণম্

অথ

সৌঃ আত্মতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা ॥
সৌঃ বিদ্যাতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা ॥
সৌঃ শিবতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা ॥

ইতি মন্ত্রৈঃ তত্ত্বত্রয়শোধনপূর্বকং হবিঃশেষং স্বীকৃত্য, মূলেন দেবীং বিসৃজ্য, তেনৈব ব্রহ্মরন্ধ্রং নীত্বা বিশেষার্ঘ্যপাত্রমামস্তকমুদ্ধৃত্য, "আদ্র'ং জ্বলতি" ইতি

১। ষড়্গতি=গতি মানে অবস্থা, ভাব। "জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে পরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতীত্যেবম্ভূতা ইমে ষড়্ভাবাঃ—ভাগবত ৭।৭।১৮-এর শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা। "জন্ম স্থিতি বৃদ্ধি পরিণতি অপক্ষয় ও নাশ—এই ষড়্বিধ দেহাবস্থা।"

২। ষড়্-উর্মি=ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহ জরা মৃত্যু এই ছয় বস্তু। শ্রুতিতে এদের বলা হয়েছে ষড়ূর্মি। 'ষড়ূর্ময়ো যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি' ইতি শ্রুত্যান্তরঃ—মহাভারত ৩।২৬।১৮ শ্লোকের (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশসম্পাদিত সং) নীলকণ্ঠ-কৃত টীকা।

৩। ষড়্রিপু=কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য।

৪। কঞ্চুকপঞ্চক="সদাশিব স্বীয় শক্তির দ্বারা অশুদ্ধ মায়া থেকে কাল, নিয়তি, কলা এই তিন তত্ত্বের এবং কলা থেকে বিদ্যা ও রাগ এই দুই তত্ত্বের উদ্ভব ঘটান। এই পাঁচটি তত্ত্বকে আত্মার পঞ্চ কঞ্চুক বলা হয়।"—দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ২৬৭

৫। সমাহৃতসম্বিৎ=সম্বিৎ সর্বব্যাপিনী। তাকে জীবে সমাহৃতরূপে দেখলে তা হয় সমাহৃতসম্বিৎ।

৬। অধ্বাতীত=যা অধ্বাকে অতিক্রম ক'রে রয়েছে। অধ্বা অর্থ এখানে ষড়ধ্বা। ষড়ধ্বা বলতে বুঝায় বর্ণ পদ মন্ত্র কলা তত্ত্ব ভুবন। শব্দার্থময় জগৎ এই ষড়ধ্বাত্মক। অতএব, অধ্বাতীত অর্থ শব্দার্থময় জগদতীত। দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৬২

৭। পঞ্চবর্গ=পঞ্চযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞ দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ মনুষ্যযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ বা পঞ্চমহাযজ্ঞ গৃহস্থের নিত্যকরণীয়।

মন্ত্রেণ তদর্ঘ্যমাত্মনঃ কুণ্ডলিন্যগ্নৌ হুত্বা কামকলাঽঽত্মকং দেবীরূপং ভাবয়ন্নাত্মানং কৃতকৃত্যো ভবেৎ।

হোমদ্রব্যাবশিষ্টগ্রহণ

এরপর সৌঃ আত্মতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা, সৌঃ বিদ্যাতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা, সৌঃ শিবতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা এই মন্ত্রে তত্ত্বত্রয় শোধন করতঃ হোমদ্রব্যাবশিষ্ট গ্রহণ করতে হবে। তারপর মূলমন্ত্রে দেবীকে বিসর্জন ক'রে ঐ মূলমন্ত্রেই তাঁকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিয়ে যেতে হবে। এবার বিশেষার্ঘ্যপাত্র মাথা পর্যন্ত উঠিয়ে, "আর্দ্রং জ্বলতি"[১] এই মন্ত্রে সেই অর্ঘ্য স্বীয় কুণ্ডলিনীরূপ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে, নিজেকে কামকলাত্মক দেবীস্বরূপ ভাবনা ক'রে সাধক কৃতকৃত্য হবেন।

মন্ত্রসাধনম্

এবং নিত্যক্রমং নির্বর্তয়ন্ শ্যামাক্রমোক্তক্রমেণ লক্ষজপং পুরশ্চরণং কলৌ তচ্চতুর্গুণিতং প্রত্যহমযুতসংখ্যয়া গ্রহণাদিজপপ্রত্যাম্নায়ান্‌বা কৃত্বা। হোম-তর্পণব্রাহ্মণভোজনানি ক্রমেণ দশাংশতঃ কুর্যাৎ। হোমদ্রব্যস্য তন্ত্রান্তরেষ্-দর্শনাৎ, আজ্যমেব। ততঃ সিদ্ধমনুঃ কাম্যানিষ্ঠ্যদি শ্যামাক্রমোক্তৈরেব দ্রব্যৈঃ হুত্বা পূর্ণমনোরথঃ সুখী বিহরেৎ। এতদেকবিশ্রান্তিমভিলষতোঽপি অয়মেবোপাস্তিক্রমঃ ইতি শিবম্।

ইতি ভাসুরানন্দনাথচরণারবিন্দমিলিন্দায়মানমানসেন উমানন্দনাথেন নির্মিতে অভিনবে কল্পসূত্রানুসারিণি নিত্যোৎসবনিবন্ধে পরাক্রমনিরূপণো নাম উন্মনোল্লাসঃ ষষ্ঠঃ সম্পূর্ণঃ।

মন্ত্রসাধন

এই প্রকারে নিত্যক্রমানুষ্ঠান সম্পন্ন করতঃ শ্যামাক্রমোক্ত ক্রমানুসারে লক্ষজপ-পুরশ্চরণ, কলিযুগে তার চারগুণ, করতে হবে। এটি প্রত্যহ দশহাজার ক'রে অথবা গ্রহণাদিতে জপের শাস্ত্রনির্দিষ্ট সংখ্যানুসারে সম্পন্ন ক'রে জপ-পুরশ্চরণের দশাংশ হোম, তার দশাংশ তর্পণ, তার দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন

১। মন্ত্রঃ, যথা—আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা।—পরশুরামকল্পসূত্র ৩।৩১

এইভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে। তন্ত্রান্তরে হোমদ্রব্যের উল্লেখ দেখা যায় না বলে এক্ষেত্রে ঘৃতই হোমদ্রব্য। তারপর সিদ্ধমন্ত্র ব্যক্তি যদি কাম্যদ্রব্যলিপ্সু হন তা হলে শ্যামাক্রমোক্ত সব দ্রব্যের দ্বারা হোম ক'রে পূর্ণমনোরথ হয়ে সুখে বিচরণ করবেন। এর একটি বিশ্রান্তি অভিলাষীর পক্ষেও এইটিই পূজাক্রম। শিবম্।

ভাসুরানন্দনাথের চরণকমলে সংলগ্ন যাঁর মানসভ্রমর সেই উমানন্দনাথ-বিরচিত নিত্যোৎসব নামক কল্পসূত্রানুসরণকারী অভিনব নিবন্ধে পরাক্রমনিরূপণ নামক ষষ্ঠোল্লাস উন্মনোল্লাস সম্পূর্ণ।

অনবস্থোল্লাসঃ সপ্তমঃ—সাধারণক্রমঃ

উপোদ্‌ঘাতঃ

নত্বা শ্রীভাসুরানন্দনাথপাদাম্বুজদ্বয়ম্ ॥
নন্দত্যুমানন্দনাথোঽনবস্থোল্লাসকল্পনাৎ ॥
সাধারণো যত্র সর্বোপাস্যানাং ক্রম ঈরিতঃ ।
আরম্ভোল্লাসগীতা স্যাদিহ দীক্ষা পৃথক্ পৃথক্ ॥
সত্রিতার্যা বালয়া চ সর্বেঽঙ্গমনবো মতাঃ ।
মন্ত্রেঽনুক্তষড়ঙ্গে তু মায়াষড়্‌দীর্ঘজাতিযুক্ ॥

তত্র তাবদনুক্তগুণঃ সাধকঃ উক্তে কালে সদ্‌গুরোঃ অবাপ্তদীক্ষাবিধিঃ এতৎক্রমান্তে বক্ষ্যমাণেন প্রকারেণ শোধিতসিদ্ধসাধ্যারিভাবং অবমৃষ্টঋণধনাদিকং চ স্বেষ্টমন্ত্রমাসাদ্য তৎপ্রতিপাদ্যদেবতাক্রমং যাবজ্জীবং নির্বর্তয়েৎ ॥

সপ্তম উল্লাস—অনবস্থোলাস—সাধারণক্রম

শ্রীভাসুরানন্দনাথের চরণকমলযুগলে প্রণাম করে উমানন্দনাথ অনবস্থোল্লাস রচনায় আনন্দলাভ করছেন। এই উল্লাসে সব উপাস্যের সাধারণক্রম কথিত হয়েছে। আরম্ভোল্লাসে কথিত দীক্ষা এখানে পৃথক্ পৃথক্ হবে। সমস্ত অঙ্গমন্ত্র আদিতে ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ যুক্ত হবে। মন্ত্রের ষড়ঙ্গ উক্ত না হলে হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ এই ছয় বীজমন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস হবে।

যথোক্তগুণসম্পন্ন সাধক যথোক্তকালে সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষাবিধি প্রাপ্ত হয়ে এই ক্রমের বক্ষ্যমাণ প্রকারে মন্ত্রের সিদ্ধ-সাধ্য-অরি-ভাব নিশ্চিত এবং তার ঋণ-ধনাদি প্রণিধান করতঃ স্বীয় ইষ্টমন্ত্র লাভ ক'রে যাবজ্জীবন সেই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য দেবতার ক্রমানুষ্ঠান করবেন।

কালকৃত্যং আহ্নিকং চ

ইহ প্রকৃতিভূতাৎ শ্রীক্রমতঃ কালকৃত্যাহ্নিকয়োঃ বিশেষো যথা—শ্রীগুরুপাদুকায়ামাদৌ ত্রিতার্যন্তরং বালা বাক্ স্থৌমিতি পঞ্চবীজযোজনম্, হৃদি রবিবিম্বে চ তত্তদ্দেবতাধ্যানম্, রশ্মিস্রগননুস্মরণম্, যথোচিতং তত্র তত্র সম্বন্ধাদীনামূহঃ, মূলেনার্ঘ্যদানম্, তন্ত্রান্তরোক্তং তত্তদৃষ্যাদিন্যাসত্রয়ং ষড়ঙ্গং চ, অনুক্তৌ তু বক্ষ্যমাণং চেতি ॥

কালকৃত্য ও আহ্নিক

শ্রীক্রমোক্ত কালকৃত্য ও আহ্নিক থেকে এখানে কালকৃত্য ও আহ্নিকের প্রভেদ হবে প্রকৃতিগত কারণে। যথা—শ্রীগুরুপাদুকামন্ত্রের আদিতে ঐং হ্রীং

শ্রীঁ-এর পর ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গ্লৌঁ এই পঞ্চবীজযোজনা, হৃদয়ে ও সূর্যবিম্বে সেই সেই দেবতার ধ্যান, রশ্মিমালার অননুচিন্তন, সেই সেই স্থানে সম্বুদ্ধি-আদির যথোচিত উহ, মূলমন্ত্রে অর্ঘ্যদান, তন্ত্রান্তরোক্ত সেই সেই ঋষ্যাদিন্যাসত্রয় ও ষড়ঙ্গন্যাস, তা অনুক্ত থাকলে বক্ষ্যমাণ ষড়ঙ্গন্যাস।

যাগমন্দিরপ্রবেশঃ

অথ যাগমন্দিরমাগত্য, দ্বারস্থণ্ডিলং গোময়েনোপলিপ্য, দেবতাঽঽয়তনং চ রম্ভবল্লীপুষ্পমালাবিতানাদিভিশ্চালঙ্কৃত্য, দ্বারস্থ দক্ষবামশাখয়োরূর্ধ্বভাগে চ ক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ভৈরবায় নমঃ, লম্বোদরায় নমঃ ॥

ইতি ত্রিস্রো দ্বারদেবতাঃ সম্পূজ্য, অন্তঃ প্রবিষ্টঃ ৬ রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ ইতি পুষ্পাঞ্জলিনা ভূয়ো দীপনাথমিষ্ট্বা, সপর্যাসামগ্রীং স্বস্য দক্ষিণতো নিধায়, দীপানভিতঃ প্রজ্বাল্য, দীপৌ বা, গন্ধমাল্যাদিভিঃ অলঙ্কৃতাত্মা তাম্বূলেন জাতীপত্রফললবঙ্গৈলাকর্পূরাদ্যপঞ্চতিক্তেন বা সুরভিলবদনঃ প্রসন্নচেতাঃ স্বাস্তীর্ণে উর্ণাম্বুহনি শুচিনি বালাতৃতীয়বীজেন দ্বাদশবারমভিমন্ত্রিতে মূলমন্ত্রোক্ষিতে আসনে ৬ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইতি প্রাঙ্মুখ উদঙ্-মুখো বা পদ্মস্বস্তিকাদ্যন্যতমেনাসনেনোপবিশ্য, ৬ সমস্তগুপ্তপ্রকটসিদ্ধযোগিনীচক্র-দেবতাশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ ইতি মূর্ধনি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্ববামদক্ষপার্শ্বয়োঃ ক্রমেণ, ৬ গুং গুরুভ্যো নমঃ, ৬ গং গণপতয়ে নমঃ, ইতি শ্রীগুরুং গণপতিং চ প্রণম্য, ৬ ঐঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রেণ মুহুর্মুহুরাবৃত্তেন অঙ্গুষ্ঠাদিকরতলান্তং কূর্পরয়োশ্চ বিন্যস্য, দেহে চ ব্যাপকং কৃত্বা, আত্মনো দেবৈক্যং ভাবয়ন্, ৬ "অপসর্পন্তু" ইতি মন্ত্রং সকৃদুচ্চার্য, যুগপদ্বামপার্ষ্ণিভূতলত্রিরাঘাতকরাস্ফোট-ত্রিতয়ক্রূরদৃষ্ট্যবলোকনপূর্বকং তালত্রয়েণ ভৌমান্তরিক্ষদিব্যান্ ভেদাবভাসকান্ বিঘ্নানুৎসারয়েৎ। তালত্রয়ং তূক্তমেব ॥

যাগমন্দিরপ্রবেশ

অতঃপর যাগমন্দিরে গিয়ে মন্দিরের দ্বারদেশের স্থণ্ডিল গোময়লিপ্ত করতে হবে এবং দেবতায়তন অর্থাৎ দেবমন্দির রম্ভবল্লী ও পুষ্পমাল্যবিতানাদি দ্বারা সজ্জিত করতে হবে। এবার দ্বারের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে এবং ঊর্ধ্বে যথাক্রমে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ভৈরবায় নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ লম্বোদরায় নমঃ এই মন্ত্রে মন্ত্রোক্ত তিন

দ্বারদেবতার পূজা ক'রে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ রক্তদ্বাদশশক্তিযুক্তায় দীপনাথায় নমঃ এই মন্ত্রে ভূমিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দীপনাথের পূজা করতে হবে। এবার পূজাদ্রব্য নিজের ডান ধারে রেখে দুধারে প্রদীপগুলি অথবা দুটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে। তারপর গন্ধমাল্যাদির দ্বারা নিজেকে অলংকৃত ক'রে এবং তাম্বূলের দ্বারা অথবা জয়িত্রী জায়ফল লবঙ্গ এলাচ ও কর্পূর এই পঞ্চ সুগন্ধির দ্বারা মুখ সুরভিত ক'রে প্রসন্নচিত্তে স্বয়ং পবিত্র কোমল কম্বলাসন বিছিয়ে তা সৌঃ এই বীজমন্ত্রে দ্বাদশবার অভিমন্ত্রিত ও মূলমন্ত্রে প্রোক্ষিত ক'রে, ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ ক'রে, উক্ত আসনে পদ্মাসন স্বস্তিকাসন ইত্যাদি কোনো এক আসন ক'রে পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী হয়ে বসতে হবে। এবার ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ সমস্তগুপ্তপ্রকটসিদ্ধযোগিনীচক্রদেবতাশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ এই মন্ত্র পাঠ ক'রে অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত মস্তকে স্থাপন ক'রে, ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ গুং গুরুভ্যো নমঃ এবং ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ গং গণপতয়ে নমঃ এই মন্ত্রে স্বীয় বামপার্শ্বে গুরু ও দক্ষিণপার্শ্বে গণপতিকে প্রণাম করতে হবে। তারপর ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ঐং হুঃ অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্র মুহুর্মুহু আবৃত্তি ক'রে অঙ্গুষ্ঠ থেকে করতলপর্যন্ত এবং কূর্পরদ্বয়ে ন্যাস ক'রে ও দেহে ব্যাপকন্যাস ক'রে নিজের ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করতে হবে। এবার "অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে গচ্ছন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"—এই মন্ত্র যথাশাস্ত্র উচ্চারণ ক'রে বাম গোড়ালিদ্বারা যুগপৎ ভূতলে তিনবার আঘাত ক'রে, তিনটি করাস্ফোট ক'রে ক্রূরদৃষ্টিতে অবলোকনপূর্বক তালত্রয়ের দ্বারা ভেদপ্রকাশক ভৌম আন্তরিক্ষ ও দিব্য এই ত্রিবিধ বিঘ্ন অপসারণ করতে হবে। তালত্রয় পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রাণায়ামঃ

ততো ৬ নমঃ ইত্যঙ্গুষ্ঠমন্ত্রমুচ্চার্য, অঙ্কুশেন[1] শিখাং বধ্বা, শ্রীক্রমোক্তক্রমেণ ভূতশুদ্ধিং আত্মপ্রাণপ্রতিষ্ঠাং চ বিধায়, মূলেন প্রাগুক্তবদ্বিংশতিধা ষোড়শধা দশধা সপ্তধা ত্রিধা বা প্রাণায়ামা॥

প্রাণায়াম

তারপর ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ নমঃ এই অঙ্গুষ্ঠমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে, অঙ্কুশ-মুদ্রা দ্বারা শিখাবন্ধন করে, শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে ভূতশুদ্ধি ও আত্মপ্রাণ-

১। 'মূলেন' ইতি বহুকোষপাঠঃ।

প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান ক'রে মূলমন্ত্রজপ সহ পূর্বে কথিত প্রকারে বিশ বা ষোল বা দশ বা সাত বা তিন বার প্রাণায়াম করতে হবে।

মাতৃকাষড়ঙ্গন্যাসৌ

তেজোময়দেবতারূপং ভাবয়ন্ আত্মানং ত্রিতারীবালাপূর্বকং মাতৃকান্যাসং তন্ত্রান্তরোক্তং তত্তদ্দেবতাষড়ঙ্গন্যাসং চ কৃত্বা, অনুক্তৌ তু ৬ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ, ৬ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, ৬ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্, ৬ হ্রৈঁ কবচায় হুম্, ৬ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ৬ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ইতি ষড়ঙ্গং ন্যস্য[১] ॥

মাতৃকান্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস

নিজেকে তেজোময়দেবতাস্বরূপ ভাবনা ক'রে, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ আদিতে যুক্ত ক'রে মাতৃকাবর্ণের ন্যাস ও তন্ত্রান্তরোক্ত সেই সেই দেবতার ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে। ষড়ঙ্গন্যাস অনুক্ত থাকলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে[২] ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে।

অর্ঘশোধনম্

শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ সামান্যবিশেষার্ঘ্যে আসাদয়েৎ। তত্র চোভয়োর-ঘ্যয়োঃ প্রবেশভঙ্গ্যাঽন্তরন্তশ্চতুরশ্রাদিবিন্দ্বন্তমণ্ডলকরণম্, ৬ অং আত্মতত্ত্বায় আধারশক্তয়ে বৌষডিত্যাধারস্থাপনম্, ৬ উং বিদ্যাতত্ত্বায় পদ্মাসনায় বৌষট্ ইতি পাত্রনিধানম্, ৬ মং শিবতত্ত্বায় সোমমণ্ডলায় নমঃ ইতি শুদ্ধজলপূরণম্,

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসম্ভূতমশেষরসসম্ভৃতম্।
আপূরিতং মহাপাত্রে পীযূষং অর্ঘ্যমাবহ ॥

ইতি ক্ষীরপূরণম্, তত্তদ্দেবতাষড়ঙ্গং, উক্তষড়ঙ্গং বা, মূলেন দশধা অভি-মন্ত্রণম্, চতুর্নবতিমন্ত্রাভিমন্ত্রণাভাবশ্চেতি বিশেষঃ। অথ বিশেষার্ঘ্যবিন্দুভিঃ সম্প্রোক্ষ্য বরিবস্যাবস্তূনি,

অর্ঘ্যশোধন

শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে উভয় অর্ঘ্যের বেলাতেই প্রবেশরীতিতে একের অভ্যন্তরে অপর এইভাবে

১। করষড়ঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

২। মন্ত্রগুলি মূলে যেমন আছে। শুধু প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে যে ৬ সংখ্যাটি রয়েছে তার স্থলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হবে।

চতুরস্র থেকে বিন্দুপর্যন্ত অঙ্গবিশিষ্ট মণ্ডল রচনা করতে হবে। তারপর ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ অং আত্মতত্ত্বায় আধারশক্তয়ে বৌষট্ এই মন্ত্রে আধার-স্থাপন, ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ উং বিদ্যাতত্ত্বায় পদ্মাসনায় বৌষট্ এই মন্ত্রে পাত্রস্থাপন এবং ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ মং শিবতত্ত্বায় সোমমণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে পাত্রশুদ্ধজলে পূর্ণ করতে হবে। এবার ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসম্ভূতমশেষরসসম্ভৃতম্। আপূরিতং মহাপাত্রে পীযূষং অর্ঘ্যমাবহ ॥-এই মন্ত্রে পাত্র ক্ষীরপূর্ণ করতে হবে। পর পর সেই সেই দেবতাষড়ঙ্গন্যাস অথবা উপরে উক্ত ষড়ঙ্গন্যাস করতে হবে এবং মূলমন্ত্রে দশবার অভিমন্ত্রিত করতে হবে। এখানে বিশেষত্ব হল চতুর্নবতিমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করা হবে না। এবার বিশেষার্ঘ্য বিন্দুর দ্বারা পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণ করতে হবে।

যন্ত্রোদ্ধারঃ

উপলিপ্তায়াং ভুবি ক্ষীরমিশ্রেণ সিন্দূরাদিনা বিন্দুত্রিকোণষট্কোণাষ্টদল-চতুর্দলচতুরস্রাত্মকং চক্রং বিলিখ্য বিলেখ্য বা, চামীকররজতপঞ্চলোহরত্নস্ফটিকা-দ্যুৎকীর্ণং বা রক্তচন্দনাদিনির্মিতে পীঠে নিবেশ্য, ৬ অমুকযন্ত্রস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, ৬ অমুকযন্ত্রস্য জীব ইহ স্থিতঃ, ৬ অমুকযন্ত্রস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি, ৬ অমুক-যন্ত্রস্য বাঙ্‌মনঃপ্রাণাঃ ইহায়ান্তু স্বাহা ইতি যন্ত্রপ্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিদধ্যাৎ। ইহ মন্ত্রে তত্তদ্দেবতানামপদোহজ্ঞাপকমমুকেতিপদং জ্ঞেয়ম্। অথ ৬ আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ তত্র পীঠে পুষ্পাঞ্জলিং সমর্প্য ॥

যন্ত্রোদ্ধার

মাটিতে নিকানো জায়গায় দুগ্ধমিশ্রিত সিন্দূরাদি দ্বারা বিন্দু-ত্রিকোণ-ষট্কোণ-অষ্টদল-চতুর্দল-চতুরস্র-আত্মক চক্র অর্থাৎ যন্ত্র অঙ্কন ক'রে বা করিয়ে অথবা স্বর্ণ রৌপ্য পঞ্চলোহ[১] রত্ন স্ফটিক ইত্যাদি কোন একটিতে উৎকীর্ণ উক্ত যন্ত্র রক্তচন্দনাদিনির্মিত পীঠে স্থাপন করতঃ তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার মন্ত্র—ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ অমুকযন্ত্রস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ অমুকযন্ত্রস্য জীবঃ ইহ স্থিতঃ, ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ অমুকযন্ত্রস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি, ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ অমুকযন্ত্রস্য বাঙ্‌মনঃপ্রাণাঃ ইহায়ান্তু স্বাহা। মন্ত্রে অমুকপদ সেই সেই দেবতানামবাচক উহ্যপদজ্ঞাপক অর্থাৎ সহজ কথায় অমুকপদের স্থলে সেই সেই দেবতার নাম দিতে হবে। এবার ঐং হ্রীং

১ "সুবর্ণ রজত তাম্র সীসক বঙ্গ এই ধাতুপঞ্চক।"

শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে সেই পীঠে পুষ্পাগুলি দিতে হবে।

চক্রে প্রধানদেবতায়াঃ তদঙ্গদেবতানাং চ পূজা

হৃদি তত্তদ্দেবতাং ধ্যাত্বা, ৬ অমুকায়ৈ লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি সং সর্বাত্মকং তাম্বূলং ইত্যন্তষড়ুপচারৈরুপচর্য, ততস্তাং দেবতাং ভক্তানুগ্রহাত্তেজোরূপেণ পরিণতাং ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রাপ্য বহন্নাসাপুটদ্বারা বহির্নির্গতাং কুসুমগর্ভিতে অঞ্জলৌ সন্নিধায় মূর্তিমতীং চ মূলেন বিন্দৌ আবাহ্য, "আবাহিতা ভব" ইত্যাদিরীত্যা যথালিঙ্গং আবাহনসংস্থাপনসন্নিধাপনসন্নিরোধনসম্মুখী-করণাবগুণ্ঠনানি তত্তন্মুদ্রয়া কৃত্বা, বন্দনধেনুযোনিমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য, সামান্যার্ঘ্যো-দকেন ৬ অমুকায়ৈ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদিরীত্যা পাদ্যার্ঘাচমনীয়স্নান-বাসোগন্ধপুষ্পধূপদীপনীরাজনছত্রচামরযুগদর্পণনৈবেদ্যপানীয়তাম্বূলাখ্যান্ ষোড়শোপচারান্, নৈবেদ্যান্তে পূর্বোত্তরাপোশনে হস্তপ্রক্ষালনগণ্ডূষকরণা-চমনীয়ানি চ দদ্যাৎ। নৈবেদ্যে ত্রিকোণবৃত্তচতুরশ্রমণ্ডলকরণম্, মূলেন প্রোক্ষণম্, বং ইতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকরণম্, মূলেন সপ্তবারাভিমন্ত্রণম্, প্রাণাদিমুদ্রাপ্রদর্শনং চানুষ্ঠেয়ম্। ততো মূলান্তে অমুকদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি মন্ত্রেণ বামকরতত্ত্বমুদ্রাসন্দষ্টদ্বিতীয়শকলগৃহীতক্ষীরবিন্দুসহপতিতৈঃ দক্ষকরোপাত্ত-কুসুমৈঃ প্রধানদেবতাং ত্রিঃ সন্তর্প্য, তস্যাগ্নীশাসুরবায়ুষু মৌলৌ প্রাগাদিদিক্ষু চ ক্রমেণ তত্তদ্দেবতাষড়ঙ্গমন্ত্রৈঃ ৬ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি ক্রমেণ ষড়ঙ্গমন্ত্রৈঃ অঙ্গদেবতাঃ সমভ্যর্চ্য ॥

চক্রে প্রধানদেবতা অঙ্গদেবতাদের পূজা

সাধক স্বীয় হৃদয়ে সেই সেই দেবতার ধ্যান ক'রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অমুকায়ৈ লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্র দিয়ে আরম্ভ ক'রে এবং সং সর্বাত্মকং তাম্বূলং কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্র দিয়ে শেষ ক'রে[১] ষড়ুপচারে সম্বর্ধনা করবেন। তারপর, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহের জন্য তেজোরূপে পরিণতা সেই দেবতা ব্রহ্মরন্ধ্রে দিয়ে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে যে-নাসাপুটে তা দ্বারা বহির্নির্গতা হলে তাঁকে পুষ্পপূর্ণ অঞ্জলিতে স্থাপন ক'রে এবং মূর্তিমতী

১। অন্যান্য মন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অমুকায়ৈ হং আকাশাত্মকং পুষ্পাণি কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অমুকায়ৈ যং বায়্বাত্মকং ধূপং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অমুকায়ৈ রং অগ্ন্যাত্মকং দীপং কল্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অমুকায়ৈ বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি নমঃ।

ভাবনা করতঃ বিন্দুতে আবাহন ক'রে, "আবাহিতা ভব" ইত্যাদি রীতিতে নির্দিষ্ট লক্ষণানুসারে আবাহন সংস্থাপন সন্নিধাপন সন্নিরোধন সম্মুখীকরণ ও অবগুণ্ঠন সেই সেই মুদ্রা প্রদর্শন সহ ক'রে বন্দনমুদ্রা ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করতে হবে। এবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ অমুকায়ৈ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি রীতিতে সামান্যার্ঘ্যজল দিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নান বসন গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নীরাজন ছত্র চামরযুগল দর্পণ নৈবেদ্য পানীয় এবং তাম্বূল নামক ষোড়শোপচার আর নৈবেদ্যের অঙ্গ হিসাবে পূর্বাপোশন উত্তরাপোশন হস্তপ্রক্ষালন গণ্ডূষকরণ এবং আচমনীয় প্রদান করতে হবে। নৈবেদ্যের উপর ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্র-মণ্ডলকরণ, মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ, বং এই বীজমন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, মূলমন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিতকরণ, প্রাণমুদ্রাদি মুদ্রাপ্রদর্শন, এসবের অনুষ্ঠান করতে হবে। তারপর, মূলমন্ত্রের পর অমুকদেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বামকরকৃত-তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা সন্দষ্ট দ্বিতীয় শরাব থেকে গৃহীত ক্ষারবিন্দুর সহিত দক্ষিণকর-গৃহীত পুষ্প দিয়ে প্রধানদেবতার তিনবার তর্পণ করতে হবে এবং তাঁর অগ্নি ঈশান নৈঋত বায়ু এই চার কোণ, মৌলি অর্থাৎ শিরোভাগ এবং পূর্বাদিদিক্ এই ছয় স্থানে যথাক্রমে সেই সেই দেবতার ষড়ঙ্গমন্ত্রের অন্তে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি[১] এই ক্রমে ষড়ঙ্গমন্ত্রে অঙ্গদেবতাদের পূজা করতে হবে।

গুর্বোঘত্রয়যজনম্

প্রধানদেবতায়াঃ পশ্চাৎ প্রাগপবর্গং দক্ষিণসংস্থাক্রমেণ তত্তত্তন্ত্রোক্তং গুর্বোঘত্রয়ং যজেৎ। তত্রাদৌ তু—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ গুরুভ্যো নমঃ, ৬ ঐঁ গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ইতি দিব্যোঘঃ ॥

১। উমানন্দনাথের মতে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি হবে—সেই সেই দেবতার ষড়ঙ্গমন্ত্রের অন্তে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

এই প্রকার অন্যান্য মন্ত্র—সেই সেই দেবতার যথানির্দিষ্ট যথাক্রম ষড়ঙ্গমন্ত্রের অন্তে ঐঁ হ্রীঁ ইত্যাদি ষট্ বীজ, তারপর, শিরসে স্বাহা শিরঃশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, পূর্বোক্ত মন্ত্রাদির পর শিখায়ৈ বষট্ শিখাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, পূর্বোক্ত মন্ত্রাদির পর কবচায় হুং কবচশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, পূর্বোক্ত মন্ত্রাদির পর নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, পূর্বোক্ত মন্ত্রাদির পর অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।—দ্রঃ শ্যামাক্রমঃ—চক্রদেবীপূজা।

৬ ঐ॰ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ৬ ঐ॰ পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ইতি সিদ্ধৌঘঃ॥

৬ ঐ॰ আচার্যেভ্যো নমঃ, ৬ ঐ॰ আচার্যপাদুকাভ্যো নমঃ। ৬ ঐ॰ পূর্বসিদ্ধেভ্যো নম, ৬ ঐ॰ পূর্বসিদ্ধপাদুকাভ্যো নমঃ। ইতি মানবৌঘঃ। ইতি গুর্বৌঘত্রয়ম্ ॥

গুরু-ওঘত্রয়পূজা

প্রধানদেবতার পশ্চাদ্‌ভাগে প্রাগপবর্গ রেখাত্রয়ে দক্ষিণসংস্থাক্রমে গুরু-ওঘত্রয়ের পূজা করতে হবে। যেক্ষেত্রে ওঘত্রয় অজ্ঞাত সেক্ষেত্রে—

ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ ঐ॰ ক্লীঁ॰ সৌঃ ঐ॰ গুরুভ্যো নমঃ, ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ ঐ॰ ক্লীঁ॰ সৌঃ ঐ॰ গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। এই হল দিব্যৌঘপূজামন্ত্র।

ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ ঐ॰ ক্লীঁ॰ সৌঃ ঐ॰ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ ঐ॰ ক্লীঁ॰ সৌঃ ঐ॰ পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। এই হল সিদ্ধৌঘপূজামন্ত্র।

ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ ঐ॰ ক্লীঁ॰ সৌঃ ঐ॰ আচার্যভ্যো নমঃ, ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ ঐ॰ ক্লীঁ॰ সৌঃ ঐ॰ আচার্যপাদুকাভ্যো নমঃ, ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ ঐ॰ ক্লীঁ॰ সৌ॰ ঐ॰ পূর্বসিদ্ধেভ্যো নমঃ ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ ঐ॰ ক্লীঁ॰ সৌঃ ঐ॰ পূর্বসিদ্ধপাদুকাভ্যো নমঃ। এই হল মানবৌঘপূজামন্ত্র।

এই গুরু-ওঘত্রয় ॥

আবরণার্চনম্

ত্র্যস্রে দেবতাঽগ্রকোণমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ—

ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ ঐ॰ ক্লীঁ॰ সৌঃ ইচ্ছাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, জ্ঞানশক্তিশ্রী॰, ক্রিয়াশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥ ইতি প্রথমাবরণম্ ॥

ষড়স্রে প্রাগ্বৎ তন্ত্রান্তরোক্তোপলব্ধতত্তদ্দেবতাষড়ঙ্গমন্ত্রোত্তরং হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। তদজ্ঞানে ৬ হ্রাঁ॰ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইত্যাদিরীত্যা অঙ্গদেবতাপূজনং বা॥ ইতি দ্বিতীয়াবরণম্ ॥

অষ্টদলে পারিভাষিকপশ্চিমাদিদিক্ষু বায়ব্যাদিবিদিক্ষু চ প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ—

ঐ॰ হ্রীঁ॰ শ্রীঁ॰ ঐ॰ ক্লীঁ॰ সৌঃ আং ব্রাহ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঈং মাহেশ্বরী, উং কৌমারী, ঋং বৈষ্ণবী, ৯ং বারাহী, ঐ॰ মাহেন্দ্রী, ঔং চামুণ্ডা, অঃ মহালক্ষ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ॥ ইতি তৃতীয়াবরণম্ ॥

চতুর্দলে দেব্যগ্রদলাদিপ্রাদক্ষিণক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ গণপতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, দুর্গা, বটুক, ক্ষেত্রপালশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ॥ ইতি চতুর্থাবরণম্ ॥

চতুরশ্ররেখায়াং যথাস্থিতপ্রাগাদিপ্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ লাং ইন্দ্রায় বজ্রহস্তায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবত-বাহনায় সপরিবারায় নমঃ ॥

৬ রাং অগ্নয়ে শক্তিহস্তায় তেজোঽধিপতয়ে অজবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

৬ টাং যমায় দণ্ডহস্তায় প্রেতাধিপতয়ে মহিষবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

৬ ক্ষাং নির্ঋতয়ে খড়্গহস্তায় রক্ষোঽধিপতয়ে নরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ॥

৬ বাং বরুণায় পাশহস্তায় সলিলাধিপতয়ে মকরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ॥

৬ যাং বায়বে ধ্বজহস্তায় প্রাণাধিপতয়ে রুরুবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ॥

৬ সাং সোমায় শঙ্খহস্তায় নক্ষত্রাধিপতয়ে অশ্ববাহনায় সপরিবারায় নমঃ ॥

৬ হাং ঈশানায় ত্রিশূলহস্তায় বিদ্যাঽধিপতয়ে বৃষভবাহনায় সপরিবারায় নমঃ ॥

ইত্যভ্যর্চ্য ॥ ইতি পঞ্চমাবরণম্ ॥

আবরণ পূজা

ত্রিকোণে দেবতার অগ্রকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ইচ্ছাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ, শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ জ্ঞানশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ক্রিয়াশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই রীতিতে ও মন্ত্রে হবে প্রথমাবরণপূজা। এই প্রথমাবরণ।[১]

ষট্‌কোণে, পূর্বের মতো, তন্ত্রান্তরোক্ত বচন থেকে বিদিত সেই সেই দেবতার ষড়ঙ্গমন্ত্রের পর যোগ করতে হবে হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি

১। উমানন্দনাথ এক্ষেত্রে পরশুরামকল্পসূত্রের অনুসরণ করেন নি। উক্ত কল্পসূত্রের ১০।২ সংখ্যক সূত্রে ষডাবরণী পূজা বিবৃত হয়েছে। প্রথম আবরণী পূজা বিন্দুতে প্রধানদেবতার পূজা। উক্ত সূত্রে আছে বিন্দৌ মুখ্যদেবতেচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যন্ত্রাশ্রে...উমানন্দনাথ বিন্দুতে প্রধানদেবতার পূজাকে প্রথমাবরণপূজা না ধরে ত্র্যশ্রে অর্থাৎ ত্রিকোণে ইচ্ছাদিশক্তির পূজাকে প্রথমাবরণপূজা ধরেছেন। ফলে, তাঁর মতে আবরণপূজা হয়েছে পাঁচটি।

নমঃ। এই রীতিতে[১] অঙ্গদেবতার পূজা করতে হবে। অথবা, দেবতার ষড়ঙ্গ মন্ত্র, অজ্ঞাত হলে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি রীতিতে[২] অঙ্গদেবতার পূজা করতে হবে। এই দ্বিতীয় আবরণ।

অষ্টদলে পারিভাষিক পশ্চিমাদি দিকে এবং বায়ু-আদি কোণে প্রদক্ষিণক্রমে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ আং ব্রাহ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্ বীজের পর ঈং মাহেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্ বীজের পর উং কৌমারীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্ বীজের পর ঋং বৈষ্ণবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্ বীজের পর ৯ং বারাহীশ্রীপাদুকং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্ বীজের পর ঐং মাহেন্দ্রীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্‌বীজের পর ঔং চামুণ্ডাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্‌বীজের পর অঃ মহালক্ষ্মীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই তৃতীয়াবরণ।

চতুর্দলে দেবীর অগ্রদল থেকে আরম্ভ ক'রে প্রদক্ষিণক্রমে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ গণপতিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্ বীজের পর দুর্গাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্‌বীজের পর বটুকশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্‌বীজের পর ক্ষেত্রপালশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ। এই চতুর্থাবরণ।

চতুরস্ররেখায় যথাস্থিতপ্রাগাদি প্রদক্ষিণক্রমে—

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ লাং ইন্দ্রায় বজ্রহস্তায় সুরাধিপতয়ে ঐরাবতবাহনায় সপরিবারায় নমঃ,

---

১। যথানির্দিষ্ট দেবতার যথাক্রম ষড়ঙ্গমন্ত্রের পর যোজনীয় অন্যান্য মন্ত্রের অংশ—শিরঃশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, শিখাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, কবচশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, নেত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, অস্ত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

২। এই রীতি অনুসারে অন্যান্য মন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরঃশক্তিশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্‌বীজের পর হ্রূঁ তারপর শিখায়ৈ বষট্, শিখাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্‌বীজের পর হ্রৈঁ কবচায় হুম্ তারপর কবচশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্ বীজের পর হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, তারপর নেত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ, উক্ত ষট্ বীজের পর হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্, তারপর অস্ত্রশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি তর্পয়ামি নমঃ।

হ্রীঁ শিরসে স্বাহা ইত্যাদি সম্বন্ধে দ্রঃ আলোচ্য উল্লাসের 'মাতৃকাষড়ঙ্গন্যাসৌ' এই প্রকরণ।

ইত্যাদি মন্ত্রে[1] পূজা করতে হবে। এই পঞ্চমাবরণ।

দেবতায়াঃ পুনঃপূজা

অথ পুনর্মূলেন দেবতাং ত্রিঃ সন্তর্প্য, ধূপদীপনৈবেদ্য তাম্বূলানি দত্ত্বা ॥

দেবতার পুনঃপূজা

এরপর পুনরায় মূলমন্ত্রে তিনবার দেবতার তর্পণ ক'রে ধূপ দীপ নৈবেদ্য তাম্বুল প্রদান করতে হবে।

হোমঃ

সতি সম্ভবে শ্রীক্রমে হোমপ্রকরণোক্তেন ক্রমেণ স্থণ্ডিলকল্পনাদিপ্রধানদেবতা-পঞ্চোপচারান্তে—ওঁ ইচ্ছায়ৈ স্বাহা ইচ্ছায়া ইদং ন মম ইত্যাদিরীত্যা—আবরণ-দেবতাক্রমেণ ইচ্ছাঽঽদিভ্যঃ ঈশানান্তাভ্যো দেবতাভ্যঃ একৈকামাজ্যাহুতিং মূলেন প্রধানদেবতায়ৈ দশবারং চ হুত্বা বিধিশেষং নির্বর্তয়েৎ ॥

হোমাকরণপক্ষে বলিমাত্রং দদ্যাৎ। যথা—দেবতায়া দক্ষিণতঃ ত্রিকোণ-বৃত্তচতুরশ্রাত্মকং মণ্ডলং কৃত্বা, ওঁ ঐং ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ ইতি পুষ্পৈরভ্যর্চ্য, অর্ধভক্তপূরিতোদকং সক্ষীরাদিত্রয়ং পাত্রং তত্র বিন্যস্য, ওঁ ওঁ হ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহা ইতি মন্ত্রং ত্রিঃ পঠিত্বা, বলিং প্রদায়, দক্ষকরার্পিতং বামকরতত্ত্বমুদ্রাস্পৃষ্টং ক্ষীরং বল্যুপরি নিষিচ্য সমুদাঞ্চিতবক্ত্রঃ তালত্রয়ং কুর্বন্ নারাচমুদ্রয়া বলিং ভূতৈঃ গ্রাহয়িত্বা, যোনিমুদ্রয়া প্রণমেৎ ইতি ॥

হোম

সম্ভবপর হলে শ্রীক্রমে হোমপ্রকরণে কথিত ক্রমানুসারে স্থণ্ডিলরচনা থেকে আরম্ভ ক'রে প্রধানদেবতাকে পঞ্চোপচারে অর্চনা করার পর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ইচ্ছায়ৈ স্বাহা ইচ্ছায়া ইদং ন মম, ইত্যাদি রীতিতে ইচ্ছাশক্তি থেকে আরম্ভ ক'রে ঈশানপর্যন্ত[2] আবরণদেবতাদের প্রত্যেককে যথাক্রমে এক একটি ঘৃতাহুতি এবং মূলমন্ত্রে প্রধানদেবতাকে দশটি আহুতি দিতে হবে। তারপর অবশিষ্ট বিহিত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে।

হোম করতে না পারলে কেবলমাত্র বলি প্রদান করতে হবে। যথা—দেবতার ডান ধারে ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরশ্রাত্মক মণ্ডল রচনা ক'রে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ঐঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ এই মন্ত্রে পুষ্প দিয়ে অর্চনা ক'রে অর্ধেক

---

১ অন্যান্য মন্ত্র—মূলে যেমন।

২ "আবরণার্চনম্" শীর্ষক প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

অন্ন ও অর্ধেক জলে পূর্ণ সক্ষীরাদিপাত্রত্রয় স্থাপন করতে হবে। তারপর ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ হ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্র তিনবার পাঠ ক'রে বলি প্রদান করতে হবে। অতঃপর বামকরকৃততত্ত্বমুদ্রা-স্পৃষ্ট ও দক্ষিণ করে অর্পিত ক্ষীর বলির উপর সিঞ্চন করতঃ মুখ সম্যক্ উত্তোলিত ক'রে তালত্রয় দিয়ে ও বাণমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে বলি যথোদ্দিষ্ট ভূতদের দ্বারা গ্রহণ করাতে হবে। এরপর যোনিমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে প্রণাম করতে হবে।

প্রদক্ষিণনতিমূলমন্ত্রজপাঃ

অথ প্রক্ষালিতপাণিঃ প্রদক্ষিণনতীর্বিধায়, তত্তত্তন্ত্রোক্তর্ষ্যাদিন্যাসত্রয়করাঙ্গ-ন্যাসধ্যানান্তে দেবতায়ৈ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা, মূলমষ্টোত্তরশতবারং জপ্ত্বা, পুনর্ন্যাসাদি কৃত্বা, গুহ্যাতিগুহ্যেতি মন্ত্রেণ দেবতাবামহস্তে সামান্যজলেন জপং সমর্পয়েৎ। দেবতাপুংস্ত্বে তু গোপ্তা ত্বং দেবেতি বাচ্যম্। দেব্যা বামকরো দেবস্য দক্ষকরশ্চ জপসমর্পণাধিকরণম্॥

ঋষ্যাদীনামজ্ঞানে—অস্য শ্রীঅমুকমন্ত্রস্য ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ ইতি শিরসি, গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ ইতি মুখে, অমুকদেবতায়ৈ নমঃ ইতি হৃদয়ে, ওঁ বীজায় নমঃ ইতি গুহ্যে, হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ ইতি পাদয়োঃ, মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগায় নমঃ ইতি করসম্পুটে চ ন্যস্য, মূলেন ত্রির্ব্যাপকং কৃত্বা, উক্তষড়ঙ্গং করাঙ্গয়োঃ বিন্যস্য, তত্তদ্দেবতাঽনুগুণং ধ্যাত্বা, শ্যামাক্রমোক্তান্যতময়া মালয়া শ্রীক্রমোক্ত-বিধিনা জপ্ত্বা স্তুবীত॥

প্রদক্ষিণ-প্রণাম-মূলমন্ত্রজপ

অতঃপর প্রক্ষালিতহস্ত সাধক প্রদক্ষিণ ও প্রণাম ক'রে সেই সেই তন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদিন্যাস, তিনটি ব্যাপকন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও ধ্যান সমাপন ক'রে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দেবেন। তারপর মূলমন্ত্র এক শ আটবার জপ ক'রে আবার ন্যাসাদি করতঃ 'গুহ্যাতিগুহ্য' ইত্যাদি[1] মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যজলে দেবতার বামহস্তে জপ সমর্পণ করবেন। পুরুষদেবতা হলে পূর্বোক্ত মন্ত্রের "গোপ্ত্রী ত্বং" স্থলে 'গোপ্তা ত্বং' হবে। দেবীর বামকর ও দেবের দক্ষিণকর জপসমর্পণের স্থান।

১। মন্ত্রটি এই—গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্ময়ি স্থিরা॥
দ্রঃ—শ্রীক্রমের 'জপোত্তরাঙ্গমন্ত্রাঃ' শীর্ষক প্রকরণ।

ঋষ্যাদি অজ্ঞাত হলে—অস্য শ্রীঅমুকমন্ত্রস্য ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ এই মন্ত্রে শিরে, অস্য শ্রীঅমুকমন্ত্রস্য গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ এই মন্ত্রে মুখে, অস্য শ্রীঅমুক-মন্ত্রস্য অমুকদেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়ে, অস্য শ্রীঅমুকমন্ত্রস্য ওঁ বীজায় নমঃ এই মন্ত্রে গুহ্যে, অস্য শ্রীঅমুকমন্ত্রস্য হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পদদ্বয়ে, অস্য শ্রীঅমুকমন্ত্রস্য মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে বিনিয়োগায় নমঃ এই মন্ত্রে করসম্পুটে ন্যাস করতঃ সেই সেই দেবতানুরূপ ধ্যান করবেন এবং শ্যামাক্রমোক্ত কোনো একটি মালা নিয়ে শ্রীক্রমোক্ত বিধিঅনুসারে জপ ক'রে স্তব করবেন।

দেবতাস্তুতিঃ

সচ্চিৎসুখৈকরূপং সকলজগদ্ভাসসংশ্রয়ীভূতম্।
ভক্তেষ্বনুগ্রহবশাৎ বহুধোপাস্যাত্মকং ভজে বস্তু ॥ ১
পীতারুণাদিভাসং ফলদানায়াভিসন্ধিভেদেন ॥
আসেচনকাবয়বামাসেবে দেবতামিহোপাস্যাম্ ॥ ২
দ্বিচতুঃপ্রমুখৈর্দোর্ভির্বিধৃতবরাভীতিশূলচক্রাদ্যৈঃ।
পালিতাবিশ্বত্রিতয়ঃ পায়াদ্মাং কোঽপি নিরবধির্ভূমা ॥ ৩
বিন্দুত্রিকোণষড়রদ্বিপদলবেদচ্ছদৈঃ সচতুরশ্রৈঃ।
চারুণি বিহারশীলং চক্রে কলয়ামি কিঞ্চন জ্যোতিঃ ॥ ৪
ইচ্ছাঽঽদিভিঃ তথাঽঙ্গৈঃ ব্রাহ্ম্যাদ্যাভির্গণেশ্বরপ্রষ্ঠৈঃ।
ইন্দ্রাদিভিশ্চ পঞ্চভিরাবরণৈঃ স্তৌমি দৈবতং সেব্যম্ ॥ ৫
একার্ণাদিশতার্ণাবধিকৈর্মনুভির্নিরুচ্যমানায়া।
মন্ত্রমনুদেশিকযোপাসকভেদাভিদা চিদাবিঃ স্যাৎ ॥ ৬
কল্পোক্তসমাজপতর্পণাংশহোমাদিমোদিতয়াস্তম্।
বাঞ্ছিতদায়ি বিপক্ষব্যয়দক্ষং ভাতু সাধকশ্রেয়ঃ ॥ ৭
দীনাধীনদয়ারসবশংবদস্মেরসুন্দরাপাঙ্গা।
মূর্তিমতী মম মুনিভির্মহনীয়া ভাগ্যধো (ধ ?) রণী[1] জয়তি ॥ ৮
সাধারণমপি তদিদং স্তোত্রমসাধারণপ্রভাবাঢ্যম্।
পঠতাং ক্রমাবসানে প্রথমে পুংসাং মনীষিতমশেষম্ ॥ ৯
ইতি শ্রীভাসুরানন্দনাথান্তেবাসিনা শুভা।
কৃতোমানন্দনাথেন সাধকশ্রেয়সে স্তুতিঃ ॥

১। আমাদের অনুসৃত মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ভাগ্যধোরণী। এটি লিপিকর-বা মুদ্রাকর-প্রমাদ মনে হয়। কেননা, উক্ত পদের কোনো সঙ্গত অর্থ হয় না। আমাদের ধারণা পদটি ভাগ্যধরণী।

দেবতার স্তব

সচ্চিদানন্দ থেকে অভিন্নরূপ, নিখিলজগৎপ্রতিবিম্বের আশ্রয়ীভূত, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহহেতু বহুবিধ উপাস্যরূপাত্মক বস্তুর ভজনা করি। ১

ফলদানের জন্য উদ্দেশভেদে পীত-অরুণাদিপ্রভাযুক্ত অতিপ্রিয়দর্শন যাঁর অবয়ব, এখানে উপাস্য সেই দেবতার সম্যক্ সেবা করি। ২

দ্বি-চতুঃ-প্রমুখহস্তে বিধৃত বর অভয় শূল ও চক্রাদি দ্বারা যিনি বিশ্বত্রয় রক্ষা করেন এমন কোনো ভূমা আমাকে সতত রক্ষা করুন। ৩

বিন্দু-ত্রিকোণ-ষট্‌কোণ-অষ্টদল চতুর্দল ও চতুরস্র দ্বারা রচিত সুন্দর চক্রে কোনো এক জ্যোতি স্থাপন করি। ৪

ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি[১] আবরণদেবতা ষড়ঙ্গদেবতা[২] ব্রাহ্মী ইত্যাদি[৩] আবরণদেবতা গণপতি ইত্যাদি[৪] আবরণদেবতা ও ইন্দ্রাদি[৫] আবরণদেবতা দ্বারা সেবিত এই দেবতার স্তব করি। ৫

একাক্ষর থেকে আরম্ভ ক'রে শতাবধি অক্ষরের দ্বারা যাঁর স্বরূপ কথিত, যন্ত্র-মন্ত্র-গুরু-স্বীয় উপাসক-ভেদাতিশায়ী যিনি, সেই চিৎ প্রকাশিত হোন। ৬

শাস্ত্রোক্ত বিধিনির্দিষ্টসংখ্যক জপ, তার দশাংশ হোম ইত্যাদি দ্বারা যার অস্ত্র মোদিত, যা বাঞ্ছিতপ্রদানকারী বিপক্ষনাশকুশল, সাধকের সেই শ্রেয়ঃ দীপ্ত হোক। ৭

দীন অধীনের প্রতি দয়ারসায়ত্ত অপাঙ্গ যাঁর, মুনিদের দ্বারা পূজনীয়া আমার সেই মূর্তিমতী ভাগ্যধারিকা জয় লাভ করেন। ৮

এই স্তোত্র সাধারণ হলেও অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন। যে-ব্যক্তি এটি পাঠ করেন যথাক্রম পূজাবসানে তার অশেষ অভিলাষ সফল হওয়ার খ্যাতি ছড়ায়। ৯

ভাসুরানন্দনাথের অন্তেবাসী অর্থাৎ গুরুগৃহে বাসকারী ছাত্র উমানন্দনাথ কর্তৃক সাধকের কল্যাণের জন্য এই শুভ্র স্তব রচিত হল।

১। ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।

২। হৃদয়শক্তি শিরঃশক্তি শিখাশক্তি কবচশক্তি নেত্রশক্তি ও অস্ত্রশক্তি।

৩। ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী।

৪। গণপতি দুর্গা বটুক ও ক্ষেত্রপাল।

৫। ইন্দ্র অগ্নি যম নির্ঋতি বরুণ বায়ু সোম ও ঈশান।

সুবাসিনীপূজাদি বিশেষার্ঘ্যবিসর্জনান্তম্

অথ শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ পঞ্চমবর্জং যথার্হপঞ্চমসহিতং বা সুবাসিনীপূজনম্, তত্ত্বত্রয়শোধনম্, হবিঃপ্রতিপত্তিং চ নির্বর্ত্য, মূলেন দেবতামাবাহনবিলোমক্রমেণ আত্মন্যুদ্বাস্য, বিশেষার্ঘ্যং বিসৃজেৎ ॥

সুবাসিনীপূজা থেকে বিশেষার্ঘ্যবিসর্জনপর্যন্ত

অতঃপর শ্রীক্রমোক্ত ক্রমানুসারে পঞ্চম মকার বাদ দিয়ে অথবা যথার্হ পঞ্চম মকারের সহিত সুবাসিনীপূজা করতে হবে। তারপর তত্ত্বত্রয়শোধন ও হবিঃপ্রতিপত্তি সমাপন ক'রে মূলমন্ত্রে আবাহনের বিপরীতক্রমে স্বহৃদয়ে দেবতার উদ্বাসন করতঃ বিশেষার্ঘ্য বিসর্জন দিতে হবে।

মন্ত্রসাধনম্

এবং নিত্যসপর্যাং কুর্বন্ শ্যামাক্রমোক্তেন ক্রমেণ পুরশ্চরণজপং তত্তৎকল্পোক্তসংখ্যাকং, অনুক্তাবক্ষরলক্ষসংখ্যাকং, কলৌ তচ্চতুর্গুণিতং, প্রত্যহং ত্রিসহস্রাদিক্রমেণ কৃত্বা, হোমতর্পণব্রাহ্মণভোজনানি তত্তদ্দশাংশং কুর্য্যাৎ। হোমস্ত দ্রব্যবিশেষাদর্শনে আজ্যেনৈব। অথ সিদ্ধমন্ত্রঃ শ্রীক্রমোক্তেন ক্রমেণ নৈমিত্তিকার্চনপরো যদি কাম্যমভিলষেৎ তদুক্তপ্রকারেণ জপাদিকং বিদধ্যাৎ। ইতি সর্বদেবতাসাধারণক্রমঃ।

মন্ত্রসাধন

এই প্রকারে নিত্যপূজা ক'রে শ্যামাক্রমোক্ত ক্রমানুসারে পুরশ্চরণজপ সেই সেই কল্পোক্তসংখ্যায় করতে হবে। সংখ্যা অনুক্ত থাকলে জপসংখ্যা হবে স্থির এক লক্ষ, কলিযুগে তার চতুর্গুণ। প্রতিদিন তিন সহস্রাদি-ক্রমে এই জপ করতে হবে এবং জপের দশাংশ হোম, তার দশাংশ তর্পণ, তার দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন এইরূপ হবে। দ্রব্যবিশেষের অভাব হলে ঘৃতের দ্বারাই হোম করতে হবে। এর পর সিদ্ধমন্ত্র সাধক নৈমিত্তিক পূজারত হয়ে যদি কোনো কাম্যবস্তুর অভিলাষ করেন তা হলে উক্ত প্রকারে জপাদি করবেন। এই হল সর্বদেবতাসাধারণক্রম।

মন্ত্রাণাং জাতিনির্ণয়ঃ অধিকারিভেদশ্চ

অত্রোপদেশ্যানাং মন্ত্রাণাং সামান্যতো জাতিনির্ণয়োঽধিকারিভেদশ্চ নিরূপ্যতে। সৌত্রামণিতন্ত্রে—

মায়াবীজং ব্রাহ্মণঃ সাক্ষ্মীবীজং ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতম্।
কামবীজং ভবেদ্বৈশ্যো বাগ্ভবং শূদ্র ঈরিতম্ ॥

চতুর্বীজপরিত্যক্তো মন্ত্রঃ পৌলস্ত্যসংজ্ঞকঃ।
চতুর্বীজং ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং ত্রিবীজকম্।
বীজদ্বয়ং তু বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং ত্বেকবীজকম্ ॥ ইতি ॥

অস্যার্থঃ—মায়েতি হৃল্লেখা। শ্রীকামবীজবাগ্‌ভবৈঃ প্রত্যেকং সম্বন্ধা মন্ত্রাঃ ক্রমেণ ব্রাহ্মণাদয়ঃ স্যুঃ ইত্যর্থঃ। চতুর্বীজপরিত্যক্তঃ উক্তবীজচতুষ্টয়-রহিতঃ। চতুরিতি প্রত্যেকং প্রণবাদিবীজচতুষ্টয়সম্বন্ধাঃ মন্ত্রাঃ ইত্যর্থঃ। দাতব্যা ইতি শেষঃ। ইদং চ পদং প্রত্যেকমিতি চ পদং উত্তরত্রাপ্যনুষজ্যতে। ত্রিবীজকং শ্র্যাদিবীজত্রয়যুক্তা ইত্যর্থঃ। বীজদ্বয়ং কামবীজবাগ্‌ভবযুক্তা ইত্যর্থঃ। একমিতি বাগ্‌ভবযুক্তা ইত্যর্থঃ ॥

অত্র মন্ত্রবিশেষাণাং অধিকারিণঃ। কুলমূলাবতারে—

উমামহেশ্বরং চৈব দক্ষিণামূর্ত্ত্যঘোরকম্।
হয়গ্রীবং চ বারাহমষ্টাক্ষরমতঃ পরম্ ॥
প্রণবাদ্যং বাসুদেবং লক্ষ্মীনারায়ণং তথা।
বর্ণত্রয়ে তু দাতব্যং নান্যবর্ণে কদাচন ॥
নারসিংহং পাশুপতং তথা চৈব সুদর্শনম্।
বর্ণদ্বয়ে চ দাতব্যং নান্যয়োশ্চৈব কর্হিচিৎ ॥
অগ্নিমন্ত্রাশ্চ যে কেচিৎ সূর্যমন্ত্রাশ্চ যে তথা।
তারাদিঘৃণিমন্ত্রাশ্চ দাতব্যাশ্চ ত্রিবর্ণকে ॥
আনুষ্টুভং শক্তিমন্ত্রাস্তথা বিন্ধ্যনিবাসিনী।
সমনীলসরস্বত্যা দাতব্যাশ্চাদিবর্ণকে ॥
মাতঙ্গিন্যুগ্রতারা চ কালিকা শ্যামলা তথা।
ছিন্নমস্তা চ বালা চ দাতব্যা সর্ববর্ণকে ॥
তারাদিশ্চ গণেশশ্চ হরিদ্রাসংজ্ঞকস্তথা।
ত্রিবর্ণেষ্বেব দাতব্যঃ কথিতঃ সর্বসিদ্ধিদঃ ॥
ত্রিপুরায়াশ্চ যে মন্ত্রাঃ যে মন্ত্রা বটুকাদয়ঃ।
সর্ববর্ণেষু দাতব্যাঃ পুরস্ত্রীণাং বিশেষতঃ ॥
স্বধাদিহুংফট্‌কারাদি মন্ত্রাণাং প্রশস্যতে ॥ ইতি ॥

মন্ত্রসমূহের জাতিনির্ণয় এবং অধিকারিভেদ

এখানে উপদেষ্টব্য মন্ত্রের সাধারণভাবে জাতিনির্ণয় ও অধিকারিভেদ বিচার করা হচ্ছে। সৌত্রামণিতন্ত্রে বলা হয়েছে—মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীঁ ব্রাহ্মণ,

শ্রীবীজ অর্থাৎ শ্রীঁ ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত। কামবীজ অর্থাৎ ক্লীঁ বৈশ্য আর বাগ্‌ভব অর্থাৎ ঐঁ শূদ্র বলে কথিত। চতুর্বীজরহিত মন্ত্রকে বলা হয় পৌলস্ত্য। চতুর্বীজ ব্রাহ্মণদের, বীজত্রয় ক্ষত্রিয়দের, বীজদ্বয় বৈশ্যদের আর শূদ্রদের একবীজ প্রদান করতে হবে।

এর অর্থ—মায়া হ্রীঁ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ এর প্রত্যেকটিসম্বন্ধ মন্ত্র যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি হবে এই হল অর্থ। চতুর্বীজপরিত্যক্তঃ অর্থ উক্তবীজচতুষ্টয়রহিত। চতুঃ বলতে বুঝাচ্ছে প্রণবাদিসহ প্রত্যেকটি বীজযুক্ত সব মন্ত্র। 'দাতব্যাঃ' পদটি অন্বয়ের সময় যোগ করতে হবে। এই 'দাতব্যাঃ' পদ এবং 'প্রত্যেকং' পদ পরে বিবৃত ক্ষেত্রেও যোগ করতে হবে। ত্রিবীজকং মানে শ্রীঁ-আদি বীজত্রয়যুক্ত। বীজদ্বয়ং মানে ক্লীঁ ও ঐঁ এই বীজদ্বয়যুক্ত। একং মানে ঐঁ বীজযুক্ত।

এবার মন্ত্রবিশেষের অধিকারী। কুলমূলাবতারে বলা হয়েছে—উমামহেশ্বর-মন্ত্র, দক্ষিণামূর্তিমন্ত্র, অঘোরমন্ত্র, হয়গ্রীবমন্ত্র, বরাহমন্ত্র, অষ্টাক্ষর অর্থাৎ অষ্টাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র, আদিতে ওঁ সহ বাসুদেবমন্ত্র, লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্র—এই সব মন্ত্র ত্রিবর্ণকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণকে দিতে হয়, কখনো অন্য বর্ণকে নয়। নৃসিংহমন্ত্র, পশুপতিমন্ত্র, সুদর্শনমন্ত্র বর্ণদ্বয়কে দিতে হবে, অন্যদের কখনো নয়। সব অগ্নি-মন্ত্র, সব সূর্যমন্ত্র, আদিতে ওঁ সহ ঘৃণিমন্ত্র[1] ত্রিবর্ণকে দিতে হবে। আনুষ্টুভমন্ত্র অর্থাৎ অষ্টাক্ষরমন্ত্র, শক্তিমন্ত্র, বিন্ধ্যবাসিনীমন্ত্র, সমনীলসরস্বতীমন্ত্র[2] আদিবর্ণকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে দিতে হবে। মাতঙ্গিনীমন্ত্র, উগ্রতারামন্ত্র, কালিকামন্ত্র, শ্যামা-মন্ত্র, ছিন্নমস্তামন্ত্র, ত্রিপুরাবালামন্ত্র সব বর্ণকেই দেওয়া যায়। আদিতে ওঁ সহ হরিদ্রাগণেশমন্ত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদ বলে কথিত। এটি ত্রিবর্ণকে দিতে হবে। ত্রিপুরামন্ত্র বটুকাদিমন্ত্র সব বর্ণকেই, বিশেষ করে, পুরস্ত্রীদের দিতে হয়। নমঃ-আদি এবং হুং ফট্-আদি মন্ত্র বর্ণসঙ্করদের পক্ষে প্রশস্ত।

১। ওঁ ঘৃণি সূর্য আদিত্য এই অষ্টাক্ষর সূর্যমন্ত্র। দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসারঃ "অথ সূর্যমন্ত্রাঃ" প্রকরণ। প্রথমে সাধারণভাবে সূর্যমন্ত্রের কথা বলে এখানে বিশেষভাবে এই মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে মনে হয়।

২। ম-পঞ্চম বর্ণ: এখানে পঞ্চম বীজাক্ষর। সম অর্থ পঞ্চম বীজাক্ষরের সহিত। পঞ্চম বলা দ্বারা এখানে প্রথম থেকে পঞ্চম বুঝান হয়েছে। ওঁ হ্রীঁ স্ত্রীং হুং ফট্—এটি নীলসরস্বতীর পঞ্চাক্ষর মন্ত্র (দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসারঃ "অথ তারামন্ত্রাঃ" শীর্ষক প্রকরণ)। অতএব, সম পদের দ্বারা নীলসরস্বতীর উক্ত পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সূচিত হয়েছে।

কলৌ সিদ্ধমন্ত্রাঃ

অথ কলৌ সিদ্ধমন্ত্রাঃ—

ত্র্যর্ণ একাক্ষরোঽনুষ্টুপ্ ত্রিবিধো নরকেসরী।
একাক্ষরোঽত্র্যর্ণোঽনুষ্টুব্দ্বিবিধস্তুরগাননঃ॥
চিন্তামণিঃ ক্ষেত্রপালো ভৈরবো যক্ষনায়কঃ।
গোপালো গজবক্ত্রশ্চ চেটকা যক্ষিণী তথা॥
মাতঙ্গী সুন্দরী শ্যামা তারাকর্ণপিশাচিনী।
শবর্য্যেকজটা বামা কালী নীলসরস্বতী॥
ত্রিপুরা কালরাত্রিশ্চ কলবিষ্টপ্রদা ইমে॥ ইতি॥

কলিযুগে সিদ্ধমন্ত্র

কলিযুগে সিদ্ধমন্ত্র, যথা—ত্র্যক্ষর একাক্ষর ও অষ্টাক্ষর এই ত্রিবিধ নৃসিংহ-মন্ত্র, একাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র, দ্বিবিধ অষ্টাক্ষর হয়গ্রীবমন্ত্র, চিন্তামণিমন্ত্র, ক্ষেত্রপালমন্ত্র, ভৈরবমন্ত্র, কুবেরমন্ত্র, গোপালমন্ত্র, গণেশমন্ত্র, চেটকামন্ত্র, যক্ষিণীমন্ত্র, মাতঙ্গীমন্ত্র, ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্র, শ্যামামন্ত্র তারামন্ত্র, কর্ণপিশাচীমন্ত্র, শবরীমন্ত্র, একজটামন্ত্র, বামামন্ত্র, কালীমন্ত্র, নীলসরস্বতীমন্ত্র, ত্রিপুরামন্ত্র, কালরাত্রিমন্ত্র এই সব কলিযুগে ইষ্টপ্রদ।

গুরুশিষ্যয়োঃ বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থা

নারদপাঞ্চরাত্রে—

ব্রাহ্মণঃ সর্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্বেরনুগ্রহম্।
তদভাবে দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ॥
ক্ষত্রবিট্শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি॥
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যো বৈ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ।
সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে॥
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্বথা।
বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি বাঽপি শ্রুতেঽপি বা॥
স্বদেশতোঽথবাঽন্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা।
ক্ষত্রবিট্শূদ্রজাতীয়ঃ প্রতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥ ইতি॥

রুদ্রযামলে—

ন পত্নীং দীক্ষয়েৎ ভর্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্।
ন পুত্রং চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং নৈব দীক্ষয়েৎ॥ ইতি॥

যোগিনীতন্ত্রে—

নির্বীর্যং তু পিতুর্মন্ত্রং তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ ॥ ইতি ॥
কনিষ্ঠস্য স্বাপেক্ষয়া ন্যূনবয়স্কস্য যস্য কস্যাপি ॥

গণেশবিমর্শিন্যাম্—

প্রমাদাচ্চ তথাঽজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষাং সমাচরন্।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥ ইতি ॥

পিতুরিত্যুপলক্ষণং মাতামহাদীনামপি। প্রায়শ্চিত্তং তু অযুতসাবিত্রীজপঃ সর্বত্র, তথা দর্শনাৎ। সিদ্ধমন্ত্রগ্রহণে তু নায়ং নিষেধঃ।

তথা চ সিদ্ধযামলে—

যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে।
তয়ৈব তাং তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরুবিচারণাম্ ॥ ইতি ॥

"সিদ্ধমন্ত্রো ন দুষ্যতি" ইতি তন্ত্রান্তরবচনাচ্চ। পুণ্যতীর্থে উপরাগে সতি পিত্রাদেরপি ইষ্টমন্ত্রো গ্রাহ্য এব। তথা চ বৈশম্পায়নসংহিতায়াং ব্যাসবচনং শৌনকং প্রতি—

প্রসন্নহৃদয়ঃ স্বস্থঃ পিতা মে করুণানিধিঃ।
কুরুক্ষেত্রে মহাতীর্থে সূর্যপর্বণি দত্তবান্ ॥ ইতি ॥

প্রকরণাৎ মন্ত্রমিতি সম্বধ্যতে। শৈবাগমেঽপি—

ভিক্ষুভ্যশ্চ বনস্থেভ্যো বর্ণিভ্যশ্চ মহেশ্বরি।
গৃহস্থো ভোগমোক্ষার্থী মন্ত্রদীক্ষাং ন চাচরেৎ ॥
ত্যক্তাগ্নয়ঃ ক্রিয়াহীনাঃ যতয়ো হ্যপরিগ্রহাঃ।
বনস্থাস্তাদৃশা এব বর্ণী ন্যূনাশ্রমী যতঃ ॥

বর্ণী ব্রহ্মচারী ন্যূনাশ্রমী গৃহস্থাপেক্ষয়া। এবং গৃহস্থাতিভিরপি মন্ত্রো ন গ্রাহ্য ইত্যবগম্যতে ॥

গুরুশিষ্যের বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থা

নারদপাঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে—সর্বকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলকে অনুগ্রহ করবেন অর্থাৎ দীক্ষা দেবেন। সেরকম ব্রাহ্মণের অভাবে শান্তাত্মা ভগবন্ময় দ্বিজশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ করবেন। ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-ও শূদ্র-জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয় অনুগ্রহ করতে সক্ষম। ক্ষত্রিয় গুরুর অভাবে যদি এই প্রকার বৈশ্য গুরু পাওয়া যায় তা হ'লে তিনি বৈশ্য ও শূদ্রকে নিত্য অনুগ্রহ করবেন। হে মহামতি, তাদৃশ শূদ্র গুরু শূদ্রের প্রতি সর্বথা অনুগ্রহ করবেন ও তার অভিষেক করবেন। বর্ণোত্তম অর্থাৎ

ব্রাহ্মণ গুরু থাকলে বা এরূপ গুরু আছেন একথা শোনা গেলে, তিনি স্বদেশে থাকুন অথবা অন্যত্র থাকুন, এরূপ ক্ষেত্রে, শুভার্থী অন্য কোনো ব্যক্তি এরূপ করবেন না অর্থাৎ কাউকে দীক্ষা দেবেন না।

রুদ্রযামলে আছে—স্বামী স্ত্রীকে দীক্ষা দেবেন না, পিতা কন্যা ও পুত্রকে দীক্ষা দেবেন না, ভাই ভাইকে দীক্ষা দেবেন না।

যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে—পিতা, মাতামহ, সহোদর, কনিষ্ঠ, বৈরিপক্ষাশ্রিত ব্যক্তি এঁদের কাছ থেকে গৃহীত মন্ত্র নির্বীর্য হয়।

'কনিষ্ঠস্থ' পদের দ্বারা নিজের চেয়ে কমবয়সের যে-কোনো ব্যক্তির এই অর্থ বুঝান হইতেছে। গণেশবিমর্শিণীতে আছে—অসাবধানতাবশতঃ তথা অজ্ঞানহেতু পিতার নিকট দীক্ষা নিলে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার দীক্ষা নিতে হবে।

এখানে পিতার নিকট বলা উপলক্ষণ। এ দ্বারা মাতামহাদির নিকটও বুঝান হয়েছে। প্রায়শ্চিত্ত অর্থ অযুতগায়ত্রীমন্ত্রজপ। কেননা, সর্বত্র তাই দেখা যায়। সিদ্ধমন্ত্রগ্রহণে কিন্তু এই নিষেধ নেই।

এ সম্পর্কে সিদ্ধযামলের বচন—যদি ভাগ্যবশে সিদ্ধমন্ত্র পাওয়া যায় তা হলে গুরুবিচার না ক'রে তখনি সেই মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

তন্ত্রান্তরের বচনেও আছে—সিদ্ধমন্ত্রে দোষ হয় না। পুণ্যতীর্থে এবং গ্রহণের সময় পিতাদির কাছ থেকেও ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করা যায়। এ সম্পর্কে বৈশম্পায়নসংহিতায় শৌনকের প্রতি ব্যাসের বচন পরিলক্ষিত হয়—আমার প্রসন্নহৃদয় সমাহিতচিত্ত করুণানিধি পিতা মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে সূর্যপর্বে আমাকে দিয়েছিলেন।

প্রকরণ থেকে বুঝা যায় মন্ত্র দিয়েছিলেন। শৈবাগমে বলা হয়েছে—ওগো মহেশ্বর, ভোগ ও মোক্ষার্থী গৃহস্থ, ভিক্ষু বনবাসী ব্রহ্মচারী এঁদের কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করবে না। অগ্নিপরিত্যাগী ক্রিয়াহীনরা যতি অর্থাৎ ভিক্ষু, পত্নিহীনরা বনবাসী ব্রহ্মচারী। কারণ, এরা ন্যূনাশ্রমী অর্থাৎ আশ্রমী হিসাবে নিন্দিত। বর্ণী অর্থ ব্রহ্মচারী, ন্যূনাশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থের তুলনায় ন্যূনাশ্রমী। এ থেকে জানা যাচ্ছে যতিরও গৃহস্থের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করতে নেই।

বয়োভেদেন সিদ্ধিপ্রদা মন্ত্রাঃ

অথ বাল্যযৌবনবার্ধক্যেষু সিদ্ধিপ্রদাঃ মন্ত্রাঃ ক্রমেণ—

বীজমন্ত্রাস্তথা মন্ত্রা মালামন্ত্রা ইতি ত্রিধা।
বীজমন্ত্রা দশার্ণান্তাস্ততো মন্ত্রা নখাবধি ॥

বিংশত্যধিকবর্ণা যে মালামন্ত্রাস্তু তে স্মৃতাঃ। ইতি।

অত এব অবস্থান্তরেঽপি দ্বিগুণজপাৎ সিধ্যন্তি।

বয়সভেদে সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র

যথাক্রমে বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যে সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র—

বীজমন্ত্র, মন্ত্র, মালামন্ত্র এই তিন প্রকার মন্ত্র। অর্থাৎ বাল্যে বীজমন্ত্র, যৌবনে মন্ত্র ও বার্দ্ধক্যে মালামন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ। মন্ত্রের বর্ণসংখ্যা ১০ পর্যন্ত হলে তাকে বলা হয় বীজমন্ত্র, ২০ পর্যন্ত হলে তাকে বলা হয় মন্ত্র, আর কুড়ির বেশী হলে তা মালামন্ত্র নামে খ্যাত হয়।

যে বয়সে যে মন্ত্র বিহিত হল তা বিহিত বয়স ভিন্ন অন্য বয়সেও দ্বিগুণজপে সিদ্ধ হবে।

মন্ত্রাণাং ব্যক্তিবিশেষাঃ

পুংস্ত্রীনপুংসকাঃ প্রোক্তা মনবস্ত্রিবিধা বুধৈঃ।
বষড়ন্তাঃ ফডন্তাশ্চ পুমাংসো মনবঃ স্মৃতাঃ॥
বৌষট্‌স্বাহান্তিমা নার্যো হুং নমোন্তা নপুংসকাঃ। ইতি।

এতেষাং বিনিয়োগস্তু—

বশ্যোচ্চাটনরোধেষু পুমাংসঃ সিদ্ধিদায়কাঃ।
ক্ষুদ্রকর্মরুজাং নাশে স্ত্রীমন্ত্রাঃ শীঘ্রসিদ্ধিদাঃ।
অভিচারে স্মৃতাঃ ক্লীবা এবং তে মনবস্ত্রিধা। ইতি।

মন্ত্রের পুরুষাদিব্যক্তিবিশেষ

শাস্ত্রে আছে—জ্ঞানীরা পুরুষ-স্ত্রী-নপুংসক এই ত্রিবিধ মন্ত্রের কথা বলেন। যে-সব মন্ত্রের অন্তে বষট্‌ এবং ফট্‌ থাকে সে-সব পুরুষ। যে-সবের অন্তে বৌষট্‌ ও স্বাহা থাকে সে-সব স্ত্রী। আর যে-সবের অন্তে হুং ও নমঃ থাকে সে-সব নপুংসক।

এসবের বিনিয়োগ—বশীকরণ, উচ্চাটন অর্থাৎ স্বদেশভ্রংশন আর রোধ অর্থাৎ স্তম্ভন এই কর্মগুলিতে পুরুষমন্ত্র সিদ্ধিদায়ক। ছোট ছোট কাজে এবং রোগনাশে স্ত্রীমন্ত্র শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করে। আর অভিচারকর্মে নপুংসকমন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ। এমনি তিন প্রকার মন্ত্র।

সিদ্ধারিশোধনপ্রকারঃ

অথাশঙ্কাদীনাং বহূনাং বিচার্যত্বেঽপ্যাবশ্যকমাত্রং লিখ্যতে। তত্র সিদ্ধারিশোধনপ্রকারঃ —

উর্ধ্বাগ্রাভিশ্চ তিরশ্চীভিঃ রেখাভিঃ পঞ্চ পঞ্চভিঃ।
কোষ্ঠষোড়শকং কৃত্বা মাতৃকার্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ।
একত্রিরুদ্রনবদৃঙ্নিগমার্কপঙ্‌ক্তি-
নাগাগভূপমনুবাণহয়েষু তিথ্যাম্॥
কামে ক্রমাদকথহপ্রভৃতীন্ মনীষী
বর্ণান্ সমালিখতু ষোড়শষোড়শত্রীন্॥

অস্যার্থঃ—রুদ্রঃ একাদশকোষ্ঠম্। দৃক্ দ্বিতীয়ম্। নিগমাঃ চতুর্থম্। অর্কঃ দ্বাদশম্। পঙ্‌ক্তিঃ দশমম্। নাগঃ অষ্টমম্। ভূপঃ ষোড়শম্। মনবঃ চতুর্দশম্। বাণাঃ পঞ্চমম্। হয়াঃ সপ্তমম্। তিথিঃ পঞ্চদশম্। কামঃ ত্রয়োদশং চেত্যর্থঃ। একাদিতিথ্যন্তেষু কোষ্ঠেষু প্রথমং ক্রমাৎ অকারাদীন্ স্বরান্ বিলিখ্য, ততঃ কাদিতান্তান্, ততঃ থাদিসান্তান্ বর্ণান্ বিলিখ্য, ততঃ প্রথমকোষ্ঠে তৃতীয়ে একাদশে চ হলক্ষান্ বিলিখেৎ ইতি।

বিদিগ্‌গতেষু কোষ্ঠানাং চতুষ্কেষু চতুর্বিহ।
যত্র সাধকনামাদিবর্ণস্তৎসিদ্ধিসংজ্ঞকম্॥
প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণাস্মাচ্চতুষ্কত্রিতয়ং পরম্।
সাধ্যং তথা সুসিদ্ধং চ শত্রুশ্চেত্যভিধীয়তে॥
একৈকস্মিন্ চতুষ্কেঽপি যস্মিন্ কোষ্ঠে তদক্ষরম্।
তদাদ্যুক্তক্রমেণৈব সিদ্ধসাধ্যাদিকল্পনা॥
এবং সাধ্যচতুষ্কাদৌ তত্তুল্যস্থানকোষ্ঠতঃ।
সাধ্যসিদ্ধঃ সাধ্যসাধ্যঃ ইত্যাদ্যাখ্যাঃ ক্রমান্মতাঃ॥
[১]সিদ্ধসিদ্ধপ্রভৃত্যর্থং ন তৎষোড়শসন্নসু।
যত্র যস্য মনোরাদ্যো বর্ণঃ সোঽপি তদাহ্বয়ঃ॥

স্পষ্টোঽর্থঃ॥

অথৈতেষাং ফলানি কুলমূলাবতারে—

সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যঃ সিধ্যতি বা ন বা।
সুসিদ্ধস্তৎক্ষণাদেব অরির্মূলং নিকৃন্ততি॥ ইতি॥

১। সিদ্ধসাধ্যপ্রভৃত্যর্থঃ মন্ত্রষোড়শসন্নসু ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

তন্ত্ররাজে—

সিদ্ধসিদ্ধো জপাৎ সিধ্যেৎ দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ।
সিদ্ধঃ সুসিদ্ধঃ সংপ্রাপ্তেঃ সিদ্ধারিহন্তি গোত্রজান্ ॥
সাধ্যসিদ্ধোঽতিসংক্লেশাৎ সাধ্যসাধ্যোঽতিদুঃখকৃৎ।
সাধ্যসুসিদ্ধো ভজনাৎ সাধ্যারিঃ স্বস্ত্রিয়ং হরেৎ ॥
সুসিদ্ধসিদ্ধোঽর্ধজপাৎ ফলং দদ্যাৎ যথেপ্সিতম্।
সুসিদ্ধসাধ্যো জাপাদ্যৈঃ সিদ্ধয়ে স্যাদতোঽন্যথা ॥
সুসিদ্ধে চ সুসিদ্ধস্তু পূর্বজন্মকৃতশ্রমঃ।
তস্মাৎ তং সর্বসিদ্ধীনাং সাধনে যোজয়েন্মনুম্ ॥
সুসিদ্ধারিরশেষেণ স্বকুলং মারয়েৎ ধ্রুবম্।
অরিসিদ্ধঃ সুতং হন্যাদরিসাধ্যস্তু কন্যকাম্ ॥
তৎসুসিদ্ধস্তু পত্নীং স্বামর্যরি সাধকাপহঃ ॥ ইতি ॥

সংপ্রাপ্তেঃ প্রাপ্তিমাত্রাৎ। জাপাদ্যৈরিত্যাদ্যশব্দেন হোমতর্পণব্রাহ্মণ-ভোজনানি গৃহ্যন্তে ॥

সিদ্ধারিশোধনপ্রকার

বিচার্য বহু আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও যা আবশ্যক কেবলমাত্র তাই এখানে লিখিত হচ্ছে। তার মধ্যে সিদ্ধারি[১]শোধনপ্রকার এই রকম—ঊর্ধ্ব অর্থাৎ ঊর্ধ্বাধঃ পাঁচটি আর তিরশ্চী অর্থাৎ বক্র, এক্ষেত্রে দিক্‌চক্রবালের সঙ্গে সমান্তরাল পাঁচটি রেখা দিয়ে ষোল কোষ্ঠবিশিষ্ট একটি চক্র[২] অঙ্কন ক'রে তা মাতৃকাবর্ণে পূর্ণ করতে হবে। কি ক'রে পূর্ণ করা হবে তার নির্দেশ—এক তিন রুদ্র নব দৃক্ নিগম অর্ক পঙ্‌ক্তি ষট্ নাগ ভূপ মনু বাণ হয় তিথি কাম এই সংখ্যক কোষ্ঠে অর্থাৎ ঘরে যথাক্রমে অ থেকে অঃ পর্যন্ত ষোড়শ স্বরবর্ণ, ক থেকে ত পর্যন্ত ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ এবং থ থেকে স পর্যন্ত ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ এই তিন ষোড়শত্রয় মনীষী ব্যক্তি লিখবেন। রুদ্রাদি সাঙ্কেতিক শব্দ। তার অর্থ—রুদ্র ১১, কাজেই একাদশ কোষ্ঠ। তেমনি দৃক্ দ্বিতীয়। নিগম চতুর্থ। অর্ক দ্বাদশ। পঙ্‌ক্তি দশম। নাগ অষ্টম। ভূপ ষোড়শ। মনু চতুর্দশ। বাণ পঞ্চম। হয় সপ্তম। তিথি পঞ্চদশ। কাম ত্রয়োদশ। এক থেকে আরম্ভ ক'রে তিথি পর্যন্ত সংখ্যক কোষ্ঠে যথাক্রমে অকারাদি স্বরবর্ণ লিখতে

১। সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধ এবং অরি—মন্ত্রের এই চার শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। দ্রঃ শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা, ১ম সং, পৃঃ ৩১৪।

২। এটি অকথহ-চক্র। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, বসুমতী ১০ম সং, পৃঃ ১৬ এবং নবভারত পাবলিশার্স প্রকাশিত কুলার্ণবতন্ত্র, ১ম সং, পৃঃ ৩৮৩।

হবে। তারপর, ক থেকে ভ পর্যন্ত বর্ণ লিখতে হবে। এবার লিখতে হবে থ থেকে স পর্যন্ত বর্ণ। অতঃপর প্রথম তৃতীয় ও একাদশ কোষ্ঠে যথাক্রমে হ ল ও ক্ষ লিখতে হবে।

বিদিগ্‌গত কোষ্ঠচতুষ্টয়ের অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিমে অঙ্কিত চতুর্রেখা-রচিত চার কোষ্ঠের প্রথমটির (উর্দ্ধ-অধঃ ক্রমে) চার কোষ্ঠের (উত্তর-দক্ষিণে চতুর্রেখা অঙ্কিত করলেই তা হবে) নাম হবে সিদ্ধ। এখানে সাধকের নামের আদ্যক্ষর পড়লে তাঁর মন্ত্র হবে সিদ্ধমন্ত্র। প্রদক্ষিণক্রমে তার পর পর চার কোষ্ঠের নাম যথাক্রমে সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি। যে কোষ্ঠের মধ্যে সাধকের নামের আদ্যক্ষর পড়বে তদনুসারে তাঁর মন্ত্রের সংজ্ঞা সিদ্ধ সাধ্য ইত্যাদি হবে। অকথহচক্র-বিচারে সাধকের নামের আদ্যক্ষরের মতো মন্ত্রের আদ্যক্ষরও নিতে হয়। মন্ত্রের আদ্যক্ষর অনুসারেও সিদ্ধ সাধ্য ইত্যাদি সংজ্ঞা হবে। এমতাবস্থায় মন্ত্রের এইপ্রকার ভাগ হতে পারে—সাধ্যসিদ্ধ, সাধ্যসাধ্য, সাধ্যসুসিদ্ধ, সাধ্য-অরি। সুসিদ্ধসিদ্ধ, সুসিদ্ধসাধ্য, সুসিদ্ধসুসিদ্ধ, সুসিদ্ধ-অরি। অরিসিদ্ধ, অরিসাধ্য, অরিসুসিদ্ধ, অরি-অরি। সিদ্ধসিদ্ধ, সিদ্ধসাধ্য, সিদ্ধসুসিদ্ধ, সিদ্ধঅরি। অকথহচক্রের ষোলঘরে সিদ্ধসিদ্ধাদিবিষয় নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে সাধকের নামের আদ্যক্ষর ও মন্ত্রের আদ্যক্ষর নিয়ে তা স্থির করা হয়। অর্থ স্পষ্ট।

কুলমূলাবতারে এ সবের ফল বলা হয়েছে। যথা—সিদ্ধমন্ত্র যথাকালে সিদ্ধ হয়; সাধ্যমন্ত্র সিদ্ধ হতে পারে, নাও হতে পারে; সুসিদ্ধমন্ত্রের তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হয় আর অরিমন্ত্র সমূলে বিনাশ করে।

তন্ত্ররাজে বলা হয়েছে—সিদ্ধসিদ্ধ মন্ত্র নির্দিষ্টসংখ্যক জপে সিদ্ধ হয়, সিদ্ধ-সাধ্যমন্ত্র সিদ্ধ হয় দ্বিগুণ জপে। সিদ্ধসুসিদ্ধমন্ত্রের প্রাপ্তিমাত্র সিদ্ধি হয়; সিদ্ধ-অরিমন্ত্র স্বগোত্রোদ্ভবদের নিধন করে। সাধ্যসিদ্ধ মন্ত্রের অতিকষ্টে সিদ্ধি হয়, সাধ্য-সাধ্যমন্ত্র অতিশয় দুঃখকারী। ভজনের কারণে সাধ্যসুসিদ্ধমন্ত্র সিদ্ধ হয় আর সাধ্যারিমন্ত্র সাধকের স্বীয় পত্নীকে সংহার করে। সুসিদ্ধসিদ্ধ মন্ত্র অর্ধজপেই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। সুসিদ্ধসাধ্যমন্ত্র জপাদির দ্বারা সিদ্ধ হয়। সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধমন্ত্র পূর্বজন্মকৃত সাধনার ফলে সিদ্ধ হয়। অতএব, এই মন্ত্র সর্বসিদ্ধি লাভের জন্য প্রয়োগ করতে হয়। সুসিদ্ধারিমন্ত্র অবশ্যই নিঃশেষে সাধকের স্বকুল ধ্বংস করে। অরিসিদ্ধমন্ত্র পুত্র বধ করে, অরিসাধ্যমন্ত্র বধ করে কন্যা। অরিসুসিদ্ধমন্ত্র সাধকের স্বীয় পত্নী বিনাশ করে আর অরি-অরিমন্ত্র সাধককে বধ করে।

সম্প্রাপ্তেঃ অর্থ প্রাপ্তিমাত্র। জপাদ্যৈঃ পদের আদ্যশব্দ হোম তর্পণ ব্রাহ্মণভোজন সূচিত করছে।

ঋণধনশোধনপ্রকারঃ

দ্বিগুণীকৃত্য সাধ্যস্থং স্বরব্যঞ্জনমণ্ডলম্।
সাধকাখ্যাক্ষরা তেন মেলয়িত্বাঽষ্টভির্হরেৎ॥
শেষঃ সাধ্যস্তু রাশিঃ স্যাদ্ যোজয়েৎ সাধকে[১]ঽন্যথা।
সাধকাধিকশেষস্তু ঋণী সাধ্যঃ শুভাবহঃ॥
শোধিতো ন্যূনশেষস্তু বর্ণলক্ষজপাচ্ছুভঃ॥ ইতি॥

সাধ্যো মন্ত্রঃ, তেন স্বরব্যঞ্জনসমুদায়েন। অন্যথেতি সাধকনামগতং স্বরব্যঞ্জনসমূহং দ্বিগুণীকৃত্য সাধ্যগতস্বরব্যঞ্জননিকরেণ সম্মেল্য অষ্টভিঃ হরেৎ। শেষং সাধকরাশিং জানীয়াদিত্যর্থঃ। শোধিত ইতি—উক্তেন সিদ্ধারিক্রমেণ শোধিতোঽনুকূলো মন্ত্রো যদি সাধকান্ন্যূনশেষঃ স্যাত্তদা যাবত্যা বর্ণসংখ্যয়া ন্যূনতা তাবল্লক্ষজপাদিনা ঋণমপাকৃত্য পুরশ্চরণাদিকং কুর্যাদিত্যর্থঃ। প্রকারান্তরাণি চান্যতো জ্ঞাতব্যানীতি দিক্।

ঋণীধনীমন্ত্রবিচারপ্রকার

মন্ত্রের স্বরব্যঞ্জনের সংখ্যা দ্বিগুণ ক'রে তার সঙ্গে সাধকের নামের স্বরব্যঞ্জনসংখ্যা যোগ করতঃ ৮ দিয়ে ভাগ করতে হবে। অবশিষ্ট যা থাকবে তা সাধ্যাঙ্ক। আবার, সাধকের নামের স্বরব্যঞ্জনের সংখ্যা দ্বিগুণ ক'রে তার সঙ্গে মন্ত্রগত স্বরব্যঞ্জনসংখ্যা যোগ করতঃ ৮ দিয়ে ভাগ করতে হবে। অবশিষ্ট যা থাকবে তা সাধকাঙ্ক। সাধ্যাঙ্ক যদি সাধকাঙ্কের চেয়ে অধিক হয় তা হ'লে মন্ত্র হবে ঋণী। ঋণীমন্ত্র শুভাবহ। শোধিত মন্ত্রের অবশিষ্ট যদি পূর্বোক্ত সাধকাঙ্কের চেয়ে কম হয় তা হ'লে মন্ত্র হবে ধনী। ধনী মন্ত্র শুভাবহ নহে[২]। তবে তার বিধান আছে, যে বর্ণসংখ্যায় কম হবে তার লক্ষগুণ জপে মন্ত্র শুভাবহ হবে।

সাধ্যঃ মানে মন্ত্র। তেন অর্থ স্বরব্যঞ্জনসমুদায়ের সহিত। অন্যথা অর্থ সাধকের নামের স্বরব্যঞ্জনসমূহ দ্বিগুণ করে সাধ্য অর্থাৎ মন্ত্রগত স্বরব্যঞ্জনসমূহের সহিত একত্র করে ৮ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। শেষং অর্থাৎ যা অবশিষ্ট থাকবে তা সাধকসংখ্যা বুঝতে হবে। শোধিতঃ অর্থ পূর্বোক্ত সিদ্ধারি সাধ্যারি ইত্যাদি মন্ত্র জপের দ্বারা কৃতানুকূল। যদি এরূপ মন্ত্রের পূর্বোক্ত ভাগাবশিষ্ট সাধকের নামের স্বরব্যঞ্জনসংখ্যার চেয়ে কম হয় তা হলে যত বর্ণসংখ্যায় কম

১। সাধকো ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।
২। এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য বৃহৎতন্ত্রসার, বসুমতী ১০ম সং, পৃঃ ১৭-১৯।

হবে তত লক্ষ জপাদি দ্বারা ঋণ অপসারণ ক'রে পুরশ্চরণাদি করতে হবে। এর প্রকারান্তর অন্য স্থান থেকে জেনে নিতে হবে। এই হ'ল সঙ্কেত।

ঋণিধনিচক্রম্

কোষ্ঠান্যেকাদশান্যেব বেদেন পূরিতানি চ।
অকারাদিহকারান্তং লিখেৎ কোষ্ঠেষু তত্ত্ববিৎ॥
প্রথমং পঞ্চকোষ্ঠেষু হ্রস্বদীর্ঘক্রমেণ তু।
দ্বয়ং দ্বয়ং লিখেত্তত্র বিচারে খলু সাধকঃ॥
শেষেষ্বেকৈকবর্ণাংস্তু ক্রমতস্তু লিখেৎ সুধীঃ।
ষট্কালকালবিয়দগ্নিসমুদ্রবেদ-
খাকাশশূন্যদহনাঃ খলু সাধ্যবর্ণাঃ।
যুগদ্বিপঞ্চবিয়দম্বরযুক্শনাঙ্ক-
ব্যোমাব্ধিষড্বেদশশিনঃ খলু সাধকার্ণান্॥
নামাজ্ঝলাদকঠবাদৃগজভুক্তশেষং।
জ্ঞাত্বোভয়োরধিকশেষমৃণং ধনং স্যাৎ॥

অস্যার্থঃ—সাধ্যবর্ণান্ স্বরব্যঞ্জনরূপেণ পৃথক্ পৃথক্ তান্ ষট্কলাদ্যঙ্কৈঃ গণিতান্ তথা সাধকনামাক্ষরান্ যুগাদ্যঙ্কৈঃ গণয়িত্বা, অষ্টসঙ্খ্যাভিঃ হৃত্বা উভয়োশ্চ সাধ্যসাধকয়োঃ অধিকং ঋণং শেষং ধনং জ্ঞাত্বা মন্ত্রং দদ্যাৎ।

যদা মন্ত্রশ্চেদৃণী ভবতি তদা মন্ত্রঃ শুভদায়কো ভবতি।
ধনী চেন্মন্ত্রে যদ্যধিকাঙ্কঃ স্যাৎ তদা মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ॥
সমেঽপি চ জপেন্মন্ত্রং ন জপেত্তু ঋণাধিকম্।
শূন্যে মৃত্যুং বিজানীয়াৎ তস্মাচ্ছূন্যং পরিত্যজেৎ॥

রুদ্রযামলে—

ইন্দ্রক্ষ´নেত্ররবিপঞ্চদর্শতুবেদ-
বহ্ন্যাযুধা[1]ষ্টনবভির্গণিতাংশ্চ সাধ্যান্।
দিগ্ভূগিরি[3]ক্ষিতিগজাগ্নিমুনী[2]যুবেদ-
ষড়্বহ্নিভিস্তু গণিতানথ সাধকার্ণান্॥

১। ইতি বৃহৎতন্ত্রসারধৃতঃ পাঠঃ। অস্মদনুসৃতপুস্তকধৃতপাঠঃ ট ইতি।
২। ইতি বৃহৎতন্ত্রসারধৃতঃ পাঠঃ। যুগা ইতি অস্মদনুসৃতপুস্তকধৃতঃ পাঠঃ।
৩। ভূগিরি ইতি বৃহৎতন্ত্রসারধৃতঃ পাঠঃ। ভূমুনি ইতি পুরশ্চর্যার্ণবধৃতঃ পাঠঃ; মুগিরিঃ [?] ইতি অস্মদনুসৃতপুস্তকধৃতঃ পাঠঃ।

নামাঙ্কলাদিবচনং বিষ্ণুবিষয়ম্, রামার্চনচন্দ্রিকোক্তত্বাৎ ইতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু—পূর্বস্যৈব বিচারণং হ্রস্বশেষং ইন্দ্রক্ষ´[1]মিত্যাদিনামাক্ষরমারভ্য যাবৎ সাধকাক্ষরং ভবেৎ তাবৎসংখ্যাং সপ্তগুণং কৃত্বা ত্রিভিঃ হরেৎ।

যদ্বা—

সাধ্যনামাদ্বিগুণিতং সাধকেন সমন্বিতম্।
অষ্টাভিশ্চ হরেচ্ছেষং তদতদ্বিপরীতকম্ ॥

অস্যার্থঃ—সাধ্যনামাদ্বিগুণিতং সাধকাক্ষরসমন্বিতম্। অষ্টভিশ্চ হরেত্তদঙ্কং। সাধকনামানং স্বরব্যঞ্জনভেদেন দ্বিগুণীকৃত্য সাধ্যেন যুক্তং কৃত্বা অষ্টভিঃ হরেৎ। ইতি ঋণিধনিচক্রম্। ইতি কুলাকুলচক্রবিচারঃ।

ঋণিধনিচক্র[2]

প্রথমে উর্দ্ধ-অধঃ রেখা টেনে এগারটি কোষ্ঠ করতে হবে। তারপর ঐ রেখাগুলির উপর দিক্চক্রবাল সমান্তরাল রেখা টেনে চার সারি কোষ্ঠ করতে হবে। তত্ত্ববিৎ সাধক এই কোষ্ঠগুলিতে যথাক্রমে অ থেকে হ পর্যন্ত বর্ণ লিখবেন। প্রথম পাঁচ কোষ্ঠে সাধক অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এই পাঁচ হ্রস্বদীর্ঘযুগ্মক লিখবেন। সুধী সাধক তার পরের প্রত্যেক কোষ্ঠে একেকটি ক'রে বাকী বর্ণগুলি যথাক্রমে লিখবেন। পূর্বোক্ত চার সারি কোষ্ঠের উর্দ্ধ-ভাগে এক সারি ও নিম্নভাগে এক সারি কোষ্ঠ করতে হবে। উপরের সারির কোষ্ঠে সাধকের বাঁ দিক্ থেকে যথাক্রমে ৬ ৮ ৬ ০ ৩ ৪ ৪ ০ ০ ০ ৩ এই অঙ্ক-গুলি লিখবেন। এগুলি সাধ্যবর্ণের অঙ্ক। এবার পূর্বোক্ত নীচের সারির কোষ্ঠে তেমনিভাবে ২ ২ ৫ ০ ০ ২ ১ ০ ৪ ৪ ১ এই অঙ্কগুলি লিখবেন। এগুলি সাধক-নামের বর্ণাঙ্ক। সাধকের নামের স্বর-ও ব্যঞ্জন-বর্ণ পৃথক্ ক'রে ঋণিধনিচক্রের সাধকাঙ্ক-অনুসারে সংখ্যা নির্ণয় করতঃ তাকে ৮ দিয়ে ভাগ দেবেন। তেমনি-ভাবে মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন-বর্ণ পৃথক্ করে ঋণিধনিচক্রের সাধ্যাঙ্ক অনুসারে সংখ্যা নির্ণয় করে তাকে ৮ দিয়ে ভাগ দেবেন। উভয় অবশিষ্টের মধ্যে মন্ত্রের

১। ইন্দ্রদর্´ব [?] মিত্যাদি অশুদ্ধমুদ্রিতপুস্তকস্থপাঠঃ।

এই পাঠে লিপিকরপ্রমাদ ঘটেছে মনে হয়। কেননা, ইন্দ্র-অক্ষ-রবি এগুলি একেকটি পৃথক্ শব্দ। রবির 'র' আলাদা করে নেওয়া যায় না। হয় বলতে হয় ইন্দ্রক্ষ´মিত্যাদি। নয় ইন্দ্রক্ষ´রবিমিত্যাদি। নিত্যোৎসবের সম্পাদকও প্রশ্নবোধক? চিহ্ন দ্বারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এইজন্য আমরা যা যুক্তিযুক্ত শুদ্ধ পাঠ মনে হয়েছে সেই পাঠ গ্রহণ করেছি।

২। দ্রঃ নবভারত পাবলিশার্স প্রকাশিত কুলার্ণবতন্ত্রম্, পৃঃ ৫৯০। বসুমতী প্রকাশিত বৃহৎতন্ত্রসার, ১০ম সং, পৃঃ ১৮।

অবশিষ্ট যদি নামের অবশিষ্টের চেয়ে বেশী হয় তবে মন্ত্র হবে ঋণী আর তার বিপরীত হলে হবে ধনী।

এর অর্থ—সাধ্যবর্ণ অর্থাৎ মন্ত্রের বর্ণ স্বর ও ব্যঞ্জন হিসাবে পৃথক্ করে, ষট্‌কলাদ্যঙ্কৈঃ মানে ৬ ৬ ইত্যাদি অঙ্কানুসারে গণনা করতে হবে। তেমনি সাধকের নামের বর্ণ অনুরূপভাবে, যুগ্মাদ্যঙ্কৈঃ মানে ২ ২ ইত্যাদি অঙ্কানুসারে গণনা করতে হবে। এবার প্রাপ্ত সাধ্যসংখ্যাকে ৮ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। তেমনিভাবে, প্রাপ্ত সাধকসংখ্যাকেও ৮ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। উভয় অবশিষ্টের মধ্যে যদি সাধ্যের অবশিষ্ট বেশী হয় তবে মন্ত্র হবে ঋণী আর কম হলে হবে ধনী, এইটি জেনে তবে মন্ত্র প্রদান করতে হবে।

মন্ত্র যদি ঋণী হয় তা হ'লে সে-মন্ত্র শুভদায়ক হয়। ধনী মন্ত্রে যদি সংখ্যাধিক্য থাকে তা হ'লে সুধী সাধক সেই মন্ত্র জপ করবেন। সমাস সংখ্যা থাকলেও জপ করবেন। কিন্তু ঋণী মন্ত্রে যদি সংখ্যাধিক্য থাকে সে-মন্ত্র জপ করবেন না। যদি পূর্বোক্ত অবশিষ্ট উভয়ক্ষেত্রেই শূন্য হয় তা হলে সে-মন্ত্র জপ করলে মৃত্যু হবে। অতএব শূন্য পরিত্যাগ করতে হবে।

রুদ্রযামলে আছে—ইন্দ্র = ১, ঋক্ষ = ২৭, নেত্র = ২, রবি = ১২, পঞ্চদশ = ১৫, ঋতু = ৬, বেদ = ৪, বহ্নি = ৩, আয়ুধ = ৮, অষ্ট = ৮, নব = ৯, এই অঙ্কগুলির দ্বারা সাধ্যবর্ণ গুণিত হয়। আর দিক্ = ১০, ভূ = ১; গিরি = ৮ (মুনি = ৭), শ্রুতি = ৪, গজ = ৮, অগ্নি = ৩, মুনি = ৭, ইষু = ৫, বেদ = ৪, ষট্ = ৬, বহ্নি = ৩, এই অঙ্কগুলি দ্বারা সাধকবর্ণ গুণিত হয়।

নামাজ্‌ঝলাদ্ ইত্যাদি বচন কেউ কেউ বিরুবিষয়ক মনে করেন, কেন না, এটি রামার্চনচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। বস্তুতঃ এটি কিন্তু পূর্বোক্তের অবশিষ্ট বিচার। ইন্দ্রর্ক্ষমিত্যাদি দ্বারা বলা হয়েছে সাধকের নামের অক্ষরসংখ্যা এই গণনানুসারে নির্ণয় করে সেই সংখ্যাকে ৭ দিয়ে গুণ করে ৩ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

অথবা, সাধ্যনাম দ্বিগুণিত ক'রে সাধকনামের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে ৮ দিয়ে ভাগ করতে হবে। অন্যটি হবে তার বিপরীত।

এর অর্থ—সাধ্যনাম অর্থাৎ সাধ্যবর্ণের সংখ্যা দ্বিগুণ ক'রে তার সঙ্গে সাধকের নামের বর্ণসংখ্যা যোগ করতে হবে। তার পর, তাকে ৮ দিয়ে ভাগ করতে হবে। অন্যটি, সাধকের নামের বর্ণ স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে পৃথক্ ক'রে যে-সংখ্যা হবে তাকে দ্বিগুণ ক'রে তার সঙ্গে সাধ্যের বর্ণ স্বর-ও ব্যঞ্জনভেদে পৃথক্

ক'রে যে-সংখ্যা পাওয়া যাবে তা যোগ ক'রে তা ৮ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। এই হল ঋণিধনিচক্র। এই হল কুলাকুলচক্রবিচার[1]।

কুলাকুলচক্রবিচারাপবাদঃ

অথ তদপবাদঃ—কুলার্ণবসোমসিদ্ধান্তরত্নসাগররুদ্রযামলকুলমূলাবতারাগস্ত্যসংহিতাসিদ্ধান্তশেখরাদিবচনগতোঽপুনরুক্তঃ সংগৃহ্যতে—

একাক্ষরে তথা কূটে ত্রৈপুরে স্ত্রীসমর্পিতে।
স্বপ্নলব্দে নৃসিংহার্কবরাহাণাং মনুষ্বপি ॥
প্রাসাদে প্রণবে তদ্বৎ সপিণ্ডাক্ষরমন্ত্রকে।
মৃত্যুঞ্জয়ে চ পাশাদ্যে বৈষ্ণবে চণ্ডনায়কে ॥
ব্যোমব্যাপিনি মায়ায়াং মালামন্ত্রেঽঘোরকে।
একত্রিপঞ্চষট্‌সপ্তেভাঙ্করুদ্রাক্ষরেষু চ ॥
নপুংসকে চ দত্তার্ণে কালিকাশ্যামলামনৌ।
সিদ্ধকালীচণ্ডিকয়োঃ মন্ত্রে রামমনুষ্বপি ॥
গোপালমাতৃকামন্ত্রে হরবল্লভয়া সহ।
শ্রীবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী ভুবনেশ্বরী ॥
পদ্মাবতী মধুমতী দত্তাত্রেয়শ্চ পার্বতী।
মিত্রেশোড্‌ডীশষষ্ঠীশচর্যানন্দমনুষ্বপি ॥
সপ্তপ্রণবমন্ত্রাণাং হরিদ্রোচ্ছিষ্টয়োরপি।
আসুরী সুমুখী চৈব রেণুকা চ সরস্বতী ॥
কুক্তোদ্‌ভবার্ণবশ্চৈব মতঙ্গগণিকস্য চ।
শাবরাণাং চ মন্ত্রাণাং বৃদ্ধজপ্তমনুষ্বপি ॥
কুলাগতানাং মন্ত্রাণাং সিদ্ধারীন্নৈব শোধয়েৎ।
বহুরূপাহ্বয়ে মন্ত্রে জৈনবৌদ্ধমনুষ্বপি ॥
সিদ্ধারিত্বাদি ধনিতামৃণিতাং চ ন শোধয়েৎ ॥

কূটে কূটাক্ষরে মন্ত্রে। স্ত্রীসমর্পিতে স্ত্রীবিশেষসমর্পিতে ইত্যর্থঃ। তথা চ তন্ত্রান্তরে—

১। উমানন্দনাথ 'ইতি কুলাকুলচক্রবিচারঃ' লিখেছেন বটে কিন্তু আলোচ্যপ্রকরণে কুলাকুলচক্রবিচারের কথা কোথাও নেই। তাতে অনুমান হয়, উমানন্দনাথের মূল রচনায় এটি ছিল। কিন্তু যে সব পুঁথি অবলম্বন ক'রে নিত্যোৎসব ছাপান হয়েছে তাতে এই অংশটি বাদ পড়েছে। কুলাকুলচক্র সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, বসুমতী ১০ম সং, পৃঃ ১০—১১ ; নবভারত পাবলিশার্স প্রকাশিত কুলার্ণবতন্ত্র, পৃঃ ৩১১।

সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা।
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জিতা।
স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণা স্মৃতা॥ ইতি॥

স্বপ্নলব্ধ ইত্যত্র চ কর্তব্যতাবিশেষো যথা—

স্বপ্নলব্ধে তু কলশে গুরোঃ প্রাণং নিবেশ্য চ।
বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্।
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা বিফলং ভবেৎ॥ ইতি॥

ইদং তু সদ্গুরোরভাবে। তৎসম্ভবে তু তত এব গৃহ্ণীয়াৎ ইতি। প্রাসাদে প্রাসাদবীজাদ্যে। পাশঃ পাশবীজম্। ব্যোমব্যাপিনি হকারাদৌ। মায়ায়াং হৃল্লেখায়াম্। অঙ্কে নবাক্ষরে। দন্তার্ণে দ্বাত্রিংশদক্ষরে। হরিদ্রোচ্ছিষ্টয়োঃ তত্তদ্গণপত্যোঃ। অণুঃ মন্ত্র ইতি। কেষাঞ্চিন্মন্ত্রাণাং শাপাভাব উক্তো বাতুলাগমে—

পুরা শাপবিহীনং চ বর্ততে মন্ত্রপঞ্চকম্।
শ্রীবিদ্যাসাল্বং মন্ত্রং নৃসিংহার্কবরাহকম্॥ ইতি॥

তন্ত্রান্তরে তু—

মন্ত্রাদিষু চ সর্বেষু হৃল্লেখাকামবীজকম্।
শ্রীবীজং বা বিনিক্ষিপ্য জপেন্মন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে।
তারসম্পুটিতো বাঽপি দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি॥ ইতি॥

হিরণ্যগর্ভসংহিতায়াম্—

স্বনামাদিবর্ণৈঃ স্বমিত্রাক্ষরৈর্বা
মনুং সম্পুটীকৃত্য যেঽনুস্মরন্তি॥
স মন্ত্রস্তেষাং সিধ্যতীতি শেষঃ। অনুস্মরণং জপঃ।

তন্ত্রান্তরে তু—

যত্র যস্য ভবেৎ ভক্তিবিশেষঃ স মনূত্তমঃ।
বৈরিকোষ্ঠমনুপ্রাপ্তঃ সিদ্ধিদস্তস্য জায়তে॥
গুরোরনুজ্ঞামাত্রেণ দুষ্টমন্ত্রোঽপি সিধ্যতি।
গুরুং বিলঙ্ঘ্য শাস্ত্রেঽস্মিন্নাধিকারঃ সুরেশ্বরি॥ ইতি॥

তথাপি রিপোরনুকূলেন মন্ত্রেণ অভিচারাদৌ ক্রিয়মাণে সাধকস্যৈবানিষ্টাপত্ত্যা সিদ্ধার্যাদিবিচারঃ কর্তব্য ইতি তন্ত্ররাজমতম্। বস্তুতস্তু—

নিত্যনৈমিত্তিকাস্মুক্তিঃ কাম্যাদৈহিকমেব হি।
প্রয়োগাৎ পরলোকস্য হানিরেব তু জায়তে ॥

ইতি বচনাৎ নিত্যনৈমিত্তিকমাত্রপরো ভবেৎ ইত্যুচিতমিতি দিক্ ॥

কুলাকুলবিচারের অপবাদ

কুলাকুলবিচারের[1] অপবাদ অর্থাৎ বাধক বিধি—কুলার্ণব সোমসিদ্ধান্ত রত্নসাগর রুদ্রযামল কুলমূলাবতার অগস্ত্যসংহিতা সিদ্ধান্তশেখরাদির বচন পুনরুক্তি বর্জন ক'রে সংগ্রহ করা হয়েছে। যথা—একাক্ষরমন্ত্র, কূটাক্ষরমন্ত্র, স্ত্রীবিশেষের দ্বারা প্রদত্ত মন্ত্র, স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র, নৃসিংহমন্ত্র, সূর্যমন্ত্র, বরাহমন্ত্র, হৌঁ এই বীজমন্ত্র, ওঁ এই বীজমন্ত্র, সপিণ্ডাক্ষরমন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র, পাশাদ্যমন্ত্র অর্থাৎ আঁ এই বীজ আদিতে আছে এরূপমন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র, চণ্ডনায়কমন্ত্র, হকারাদিমন্ত্র, স্ত্রীঁ এই বীজমন্ত্র, মালামন্ত্র অর্থাৎ বিংশতির ঊর্ধ্বসংখ্যঅক্ষরযুক্ত মন্ত্র, অঘোরমন্ত্র, এক-তিন-পাঁচ-ছয়-সাত-আট-নয়-এগার-অক্ষরমন্ত্র, নপুংসকমন্ত্র অর্থাৎ যার অন্তে 'নমঃ' আছে এরূপমন্ত্র, দ্বাত্রিংশদক্ষরমন্ত্র, কালিকামন্ত্র, শ্যামামন্ত্র, সিদ্ধকালীমন্ত্র, চণ্ডিকামন্ত্র, স্বাহাসহ গোপালমন্ত্র ও মাতৃকামন্ত্র, শ্রীবিদ্যা, সিদ্ধবিদ্যা, মাতঙ্গীমন্ত্র, ভুবনেশ্বরী-

১। কুলাকুলবিচার—কুলাকুলচক্র এঁকে বিচার করতে হবে। বায়ু অগ্নি ভূ জল ও আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চাশটি বর্ণের জন্য ঊর্ধ্ব-অধঃ-ক্রমে পাঁচটি ঘর করতে হবে। পাঁচ ঘরের মাথায় যথাক্রমে বায়ু-আদি পাঁচটি নাম লিখতে হবে। এই হল কুলাকুলচক্র। উক্ত ঘরগুলিতে পঞ্চাশটি বর্ণ বিন্যাস করতে হবে। বিন্যাস হবে এইভাবে—অগ্নির ঘর থেকে আরম্ভ করে প্রথমে পাঁচ ঘরে পাঁচ হ্রস্বস্বর, তার পর পাঁচ দীর্ঘস্বর; তারপর এ ঐ ও ঔ অং (২), তারপর ক্রমে ক থেকে ঙ, চ থেকে ঞ, ট থেকে ণ, ত থেকে ন, প থেকে ম, য থেকে শ, সবশেষে ষ ক্ষ ল স হ। এতে দাঁড়াল বায়ুর ঘরে অ আ এ ক চ ট ত প য ষ অর্থাৎ এইগুলি বায়ব্য বা মারুত বর্ণ; অগ্নির ঘরে ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষ অর্থাৎ এই গুলি আগ্নেয় বর্ণ; ভূমের ঘরে উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল ল অর্থাৎ এগুলি পার্থিব বর্ণ; জলের ঘরে ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব স অর্থাৎ এগুলি বারুণ বর্ণ; আর আকাশের ঘরে ৯ ৡ অং (২) ঙ ঞ ণ ন ম শ হ অর্থাৎ এইগুলি ব্যোমবর্ণ। কুলাকুল বিচারের সময় মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর ও গ্রহণীয় মন্ত্রের আদ্যক্ষর নিয়ে বিচার করতে হয়। যদি উভয় আদ্যক্ষর পূর্বোক্ত কোনো একই ঘরে পড়ে তা হ'লে মন্ত্র হবে স্বকুল বা কুল, তা নাহলে অকুল। এই হল কুলাকুলের তাৎপর্য। স্বকুল মন্ত্র শুভ অতএব গ্রহণীয়। উভয় আদ্যক্ষর এক ঘরে না পড়ে যদি একে অপরের মিত্রঘরে পড়ে তা হলে সে-মন্ত্র গ্রহণযোগ্য কিন্তু একে অপরের শত্রুঘরে পড়লে সে-মন্ত্র বর্জনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—বারুণবর্ণ এবং ভৌমবর্ণ পরস্পর মিত্র, মারুতবর্ণ ও আগ্নেয়বর্ণ পরস্পরমিত্র। মারুতবর্ণ ও পার্থিববর্ণ পরস্পর শত্রু, আগ্নেয়বর্ণ ও বারুণবর্ণ এবং আগ্নেয়বর্ণ ও পার্থিববর্ণ পরস্পর শত্রু। ব্যোমবর্ণ সব বর্ণের মিত্র।-এ সম্বন্ধে দ্রঃ বৃহৎতন্ত্রসার, বসুমতী ১০ম সং, পৃঃ ১০-১১

মন্ত্র, পদ্মাবতীমন্ত্র, মধুমতীমন্ত্র, দত্তাত্রেয়মন্ত্র, পার্বতীমন্ত্র, মিত্রেশমন্ত্র, উড্ডীশমন্ত্র, ষষ্ঠীশমন্ত্র, চর্যানন্দমন্ত্র, সপ্তপ্রণবমন্ত্র, হরিদ্রাগণেশমন্ত্র ও উচ্ছিষ্টগণেশমন্ত্র, আসুরীমন্ত্র, সুমুখীমন্ত্র, রেণুকামন্ত্র, সরস্বতীমন্ত্র, অগস্ত্যমন্ত্র, মতঙ্গগণিকমন্ত্র, শাবরমন্ত্র, বুদ্ধদের দ্বারা জপ্তমন্ত্র, কুলাগতমন্ত্র—এই সবের সিদ্ধারিত্ব বিচার করতে নেই। বহুরূপাহ্‌বয়মন্ত্র, জৈন ও বৌদ্ধমন্ত্র এ সবেরও সিদ্ধারিত্ব, ধনিতা ঋণিতা বিচার করতে নেই। কূটে অর্থ কূটাক্ষরমন্ত্রে। স্ত্রী-সমর্পিতে অর্থ স্ত্রীবিশেষের দ্বারা প্রদত্ত। এ সম্পর্কে তন্ত্রান্তরে বলা হয়েছে—সাধ্বী সদাচারপরায়ণা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া সর্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজানিরতা স্ত্রী, গুরুযোগ্যা। বিধবাকে বর্জন করতে হবে। স্ত্রীলোকের নিকট প্রাপ্ত দীক্ষা কল্যাণকর; মায়ের নিকট প্রাপ্ত দীক্ষা আটগুণ কল্যাণকর।

স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র সম্বন্ধে কর্তব্যতাবিশেষ নির্দিষ্ট হয়েছে, যথা—স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের বেলা কলশে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে তার কাছে বটপত্রে কুঙ্কুমের দ্বারা লিখিত স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রগ্রহণ শুভ। এইরূপ করলে মন্ত্র শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অন্যথা বিফল হয়।

সদ্‌গুরুর অভাবে এই ব্যবস্থা। সদ্‌গুরু থাকলে তাঁর কাছ থেকে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। প্রাসাদে অর্থ প্রাসাদবীজাদিতে। পাশঃ অর্থ পাশবীজ। ব্যোমব্যাপিনি অর্থ হকারাদিতে, মায়ায়াং অর্থ হ্রীং এই বীজে। অঙ্কে অর্থ নবাক্ষরে। দন্তার্ণে অর্থ দ্বাত্রিংশদক্ষরে। হরিদ্রোচ্ছিষ্টয়োঃ মানে হরিদ্রা ও উচ্ছিষ্ট নামক দুই গণেশের। অস্ত্র মানে মন্ত্র। কোনো কোনো মন্ত্রের শাপাভাবের কথা বলা হয়েছে বাতুলাগমে। যথা—পূর্বকালে মন্ত্রপঞ্চক শাপবিহীন ছিল। এই মন্ত্রপঞ্চক শ্রীবিদ্যা, 'সাল্‌ব'মন্ত্র, নৃসিংহমন্ত্র, সূর্যমন্ত্র আর বরাহমন্ত্র।

তন্ত্রান্তরে আছে—সব মন্ত্রের আদিতে হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ বীজ যোগ করে জপ করলে মন্ত্রের সিদ্ধি হয়। হিরণ্যগর্ভসংহিতায় বলা হয়েছে—স্বীয় নামের আদ্যক্ষর বা স্বীয় মিত্রাক্ষরের দ্বারা সম্পুটিত ক'রে যারা মন্ত্র জপ করে তাদের সেই মন্ত্রের সিদ্ধি হয়। অনুস্মরণং অর্থ জপ।

তন্ত্রান্তরে আছে—যার যাতে ভক্তি হয় তাই তার পক্ষে উত্তম মন্ত্র। সে-মন্ত্র যদি অরিকোষ্ঠগত হয় তা হলেও তা তার পক্ষে সিদ্ধিদায়ক হবে। গুরুর অনুজ্ঞামাত্রে দুষ্টমন্ত্রও সিদ্ধিদায়ক হয়। ওগো সুরেশ্বরি, গুরুকে লঙ্ঘন করে এই শাস্ত্রে কারো অধিকার নেই।

শত্রুর অনুকূল মন্ত্রে অভিচারাদি করা হ'লে তাতে সাধকের অনিষ্টাপত্তিহেতু সিদ্ধারিত্ব ইত্যাদি বিচার কর্তব্য, এই হল তন্ত্ররাজতন্ত্রের মত।

বস্তুতঃ শাস্ত্রে আছে—নিত্যনৈমিত্তিক পূজায় মুক্তি লাভ হয়, কাম্যপূজায় ঐহিক ফললাভ হয় আর অভিচারাদিতে মন্ত্রের প্রয়োগে পরলোকের হানি হয়।

এই বচনানুসারে নিত্যনৈমিত্তিকপূজাপরায়ণ হওয়া উচিত, এই হল সঙ্কেত।

মন্ত্রাণাং সংস্কারাঃ

ছিন্নত্বাদিকপঞ্চাশদ্দোষশান্ত্যৈ নিরূপ্যতে।
সংস্কারদশকং সপ্তকোটিমন্ত্রগণে ক্রমাৎ॥
জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং বোধনং তথা।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংক্রিয়াঃ॥

জননং যথা—

ভূর্জপত্রে লিখেৎ সম্যক্ ত্রিকোণং রোচনাদিভিঃ।
বারুণং কোণমারভ্য সপ্তধা বিভজেৎ সমম্॥
এবমীশাগ্নিকোণাভ্যাং জায়ন্তে তত্র যোনয়ঃ।
নববেদমিতাস্তত্র বিলিখেন্মাতৃকাঃ ক্রমাৎ॥
অকারাদিহকারান্তামীশাদিবরুণাবধি।
দেবীং তত্র সমাবাহ্য পূজয়েচ্চন্দনাদিভিঃ॥
ততঃ সমুদ্ধরেন্মন্ত্রং জননং তদুদীরিতম্॥

দীপনং যথা—

জপোহংসপুটিত্যাস্য সহস্রং দীপনং স্মৃতম্।
(হংস+মন্ত্রঃ+সোঽহম্।)

বোধনং যথা—

নভোবহ্নীন্দুযুক্তার্ধী সম্পুটস্য জপো মনোঃ।
সহস্রপঞ্চকমিতো বোধনং তৎ স্মৃতং বুধৈঃ।
(হ্রুং+মন্ত্রঃ+হ্রুম্)

তাড়নং যথা—

সহস্রং প্রজপেদস্ত্রপুটিতং তাড়নং তু তৎ॥
(ফট্+মন্ত্রঃ+ফট্)

অভিষেকো যথা—

বাগ্‌ঘংসতারৈর্জপ্তেন সহস্রং পাথসা মনুম্।
অভিষিঞ্চেত বাগাদ্যৈরভিষেকোঽয়মীরিতঃ॥
(ঐঁ হংসঃ ওঁ ইতি)

১। হংসংপু—ইতি পাঠান্তরং পুস্তকান্তরে।

বিমলীকরণং যথা—

হরির্বহ্ন্যন্বিতস্তারী বষডন্ত ধ্রুবাদিকঃ।
সহস্রং তৎপুটং জপ্যাদ্বিমলীকরণং মনোঃ।
(ওঁ ত্রোঁ বষট্ + মন্ত্রঃ + বষট্ ত্রোঁ ওঁ)

জীবনং যথা—

স্বধাবষট্‌পুটং জপ্যাৎ সহস্রং জীবনে মনুম্।
(স্বধা বষট্ + মন্ত্রঃ + বষট্ স্বধা।)

তর্পণং যথা—

ক্ষীরাজ্যমৃতপাথোভিস্তর্পণে তর্পয়েন্মনুম্।

গোপনং যথা—

জপেন্মায়াপুটং মন্ত্রং সহস্রং গোপনং হি তৎ।
(হ্রীঁ + মন্ত্রঃ + হ্রীম্)

আপ্যায়নং যথা—

বালাতার্তীয়বীজেন গগনাদ্যেন সম্পুটম্।
সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রমেতদাপ্যায়নং মতম্।
(হ্সৌঃ + মন্ত্রঃ + হ্সৌঃ)

অস্যার্থঃ—বিভজেৎ তির্যগ্রেখাভিরিত্যর্থঃ। এবং সপ্তধা। তত্র পৃথুত্রিকোণে যোনয়োঽষ্টানি ত্রিকোণানি। নববেদমিতাঃ একোনপঞ্চাশৎ। ঈশাদি ঈশানকোণাদি। বরুণাবধি স্বাগ্রবারুণকোণপর্যন্তম্। দেবীং মাতৃকাং দেবতাং স্বোপাস্যমন্ত্রদেবতাং বা। চন্দনাদিভিঃ—আদিশব্দেন পুষ্পাদীনি গৃহ্যন্তে। পঞ্চোপচারৈঃ ইত্যর্থঃ। সমুদ্ধরেৎ স্বোপাস্যমন্ত্রবর্ণান্ ক্রমেণ তত্তৎকোষ্ঠেভ্যো গৃহীত্বা পত্রান্তরে লিখেদিত্যর্থঃ। জননং জননাখ্যসংস্কারঃ। এবমেব দীপনাদয়োঽপি। হংসপুটস্য আদ্যন্তয়োঃ হংসমন্ত্রসম্পুটিতস্য। অস্য স্বোপাস্যমন্ত্রস্য। নভো হকারঃ, বহ্নিঃ রকারঃ, ইন্দুঃ বিন্দুঃ, তৈর্যুক্তোঽর্ঘী উকারঃ, তেন হ্রূঁ এতেন সম্পুটিতস্য মন্ত্রস্য সহস্রপঞ্চকজপেন বোধনমিত্যুক্তম্। অস্ত্রং ফট্‌কারং, তৎপুটিতেন মন্ত্রেণ সহস্রজপেন তাড়নমিত্যুক্তম্। বাগিতি ঐঁ হংস ওঁ ইতি ত্রিভিরভিষিঞ্চেৎ। পত্রান্তরে লিখিতং মনুং কুশাগ্রতোয়বিন্দুভিঃ প্রোক্ষয়েদিত্যর্থঃ। হরিঃ তকারঃ, বহ্ন্যন্বিতো রকারযুতঃ, তারী প্রণবযুতঃ, ত্রোম্। ধ্রুবস্তারঃ তদাদিকঃ ওঁ ত্রোঁ বষট্। তৎপুটং এভিঃ সম্পুটিতম্। মায়া হ্রীঁকারঃ। বালাতৃতীয়বীজং সৌঃ, গগনং হ, হ্সৌরিত্যনেন। শেষং সুগমমিতি।

তন্ত্রসারাদিষু তু সংস্কারাণাং প্রয়োগভেদোঽপি দৃশ্যতে। এতেষাং সংস্কারাণাং সকৃদেবানুষ্ঠানম্, নত্বভ্যাসঃ ইতি দিক্।

মন্ত্রসমূহের সংস্কার

ছিন্নত্বাদি পঞ্চাশ প্রকার দোষ[১] নাশের জন্য সপ্তকোটি মন্ত্রের যথাক্রম দশ সংস্কার নিরূপণ করা হচ্ছে। জনন, জীবন, তারপর তাড়ন, বোধন, এরপর অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন এবং গুপ্তি এই দশ মন্ত্র-সংস্কার।

জনন—

গোরচনাদি দ্বারা ভূর্জপত্রে একটি ত্রিকোণ সম্যক্ অঙ্কন করতে হবে। বারুণকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে রেখা টেনে তাকে সমান সাতভাগে ভাগ করতে হবে। এমনিভাবে ঈশান-ও অগ্নিকোণ থেকে আরম্ভ করে সাত ভাগ করতে হবে। তাতে যোনি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ত্রিকোণের উদ্ভব হবে। সেই উন-পঞ্চাশ সংখ্যক অ-কার থেকে হ-কার পর্যন্ত যথাক্রম ৪৯ মাতৃকাবর্ণ ঈশানকোণ থেকে আরম্ভ ক'রে বারুণকোণ পর্যন্ত লিখতে হবে। এবার সেখানে দেবীকে আবাহন ক'রে চন্দনাদি দিয়ে পূজা করতে হবে। তারপর মন্ত্রোদ্ধার করতে হবে। এরই নাম জনন।

দীপন—

হংসঃ দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের সহস্র জপকে বলা হয় দীপন। হংসঃ দ্বারা সম্পুটিত অর্থ (হংসঃ+মন্ত্র+সোঽহম্)।

বোধন—

হ্রূঁ দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের পাঁচ হাজার জপকে জ্ঞানীরা বোধন বলেন। হ্রূঁ দ্বারা সম্পুটিত অর্থ (হ্রূঁ+মন্ত্র+হ্রূঁ)।

তাড়ন—

ফট্ দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের সহস্র জপ করলে তাই হবে তাড়ন। ফট্ দ্বারা সম্পুটিত অর্থ (ফট্+মন্ত্র+ফট্)।

১। শারদাতিলকে (২।৬৪-৭০) এরূপ দোষগ্রস্ত মন্ত্রের নাম করা হয়েছে, যথা—ছিন্ন রুদ্ধ শক্তিহীন পরাঙ্মুখ বধির নেত্রহীন কীলিত স্তম্ভিত দগ্ধ ত্রস্ত ভীত মলিন তিরস্কৃত ভেদিত সুষুপ্ত মদোন্মত্ত মূর্চ্ছিত হৃতবীর্য্য হীন প্রধ্বস্ত বালক কুমার যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ নিস্ত্রিংশক নির্বীজ সিদ্ধিহীন মন্দ কূট নিরংশ সত্বহীন কেকর বীজহীন ধূমিত আলিঙ্গিত মোহিত ক্ষুধার্ত্ত অতিদৃপ্ত অঙ্গহীন অতিক্রুদ্ধ অতিক্রূর সব্রীড় শান্তমানস স্থানভ্রষ্ট বিকল নিঃস্নেহ অতিবৃদ্ধ এবং পীড়িত। লক্ষণীয় এখানে ৪৯টি দোষগ্রস্ত মন্ত্রের নাম করা হয়েছে।

অভিষেক—

আদিতে ঐঁ হংসঃ ওঁ যুক্ত মন্ত্রের সহস্র জপের পর ঐঁ হংসঃ ওঁ এই মন্ত্রের দ্বারা জল ছিটিয়ে অভিষিঞ্চনকে বলা হয় অভিষেক।

বিমলীকরণ—

ওঁ ত্রোঁ বষট্ দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের সহস্র জপ করলে হয় বিমলীকরণ। ওঁ ত্রোঁ বষট্ দ্বারা সম্পুটিত অর্থ (ওঁ ত্রোঁ বষট্ + মন্ত্র + বষট্ ত্রোঁ ওঁ)।

জীবন—

স্বধা বষট্ দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের সহস্র জপ হয় জীবন। স্বধা বষট্ দ্বারা সম্পুটিত অর্থ (স্বধা বষট্ + মন্ত্র + বষট্ স্বধা)।

তর্পণ—

দুগ্ধ ও ঘৃত-যুক্ত জলের দ্বারা তর্পণে মন্ত্রের তর্পণ হয়।

গোপন—

হ্রীঁ দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের সহস্র জপ, তাই গোপন। হ্রীঁ দ্বারা সম্পুটিত অর্থ (হ্রীঁ + মন্ত্র + হ্রীঁ)।

আপ্যায়ন—

হ্সৌঃ দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের সহস্র জপ করতে হবে। একেই বলা হয় আপ্যায়ন। হ্সৌঃ দ্বারা সম্পুটিত অর্থ (হ্সৌঃ + মন্ত্র + হ্সৌঃ)। মন্ত্রের দোষনাশক এই দশ সংস্কার বলা হল। উপরে উদ্ধৃত বচনসমূহের দুরূহ অংশের অর্থ—বিভজেৎ মানে তির্য্যক্ রেখা দ্বারা ভাগ করতে হবে। এই প্রকার সাত ভাগ। তত্র মানে বড় ত্রিকোণে, যোনয়ঃ মানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রিকোণ। ঈশাদি অর্থ ঈশানকোণাদি। বরুণাবধি অর্থ সাধকের সম্মুখস্থ বারুণকোণ পর্যন্ত। দেবীং মানে মাতৃকা দেবতাকে অথবা স্বীয় উপাস্য মন্ত্রনির্দিষ্ট দেবতাকে। চন্দনাদিভিঃ এই পদের আদি শব্দের দ্বারা পুষ্পাদি গ্রহণীয়। সহজ অর্থ হল পঞ্চোপচারে। সমুদ্ধরেৎ কথাটির অর্থ স্বীয় উপাস্য মন্ত্রের বর্ণ যথাক্রম পূর্বোক্ত জননসম্পর্কিত মন্ত্রের সেই সেই কোষ্ঠ থেকে নিয়ে অন্য এক পত্রে লিখতে হবে। জনন মানে জনননামক সংস্কার। দীপনাদি সম্পর্কেও এইরূপ হবে। হংসপুটস্য অর্থ আদিতে ও অন্তে হংসমন্ত্র সম্পুটিত এমনি মন্ত্রের। অস্য মানে স্বীয় উপাস্য মন্ত্রের। নভোবহ্নীন্দুযুক্তার্ঘী—নভঃ হকার, বহ্নিঃ রকার, ইন্দুঃ বিন্দু, এই সবের দ্বারা যুক্ত অর্ঘী মানে উ। তাতে দাঁড়াল হ্রূঁ। এ দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের সহস্রপঞ্চক জপে হয় বোধন, এই কথা বলা হয়েছে। অস্ত্রং মানে ফট্, তা দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের সহস্র জপে হয় তাড়ন, এই কথা বলা হয়েছে। বাগ্‌হংসতারৈঃ—বাক্ ঐঁ, হংসঃ, তারঃ ওঁ। অর্থাৎ ঐঁ হংসঃ ওঁ এই তিনের

দ্বারা অভিষিঞ্চন করতে হবে। এর অর্থ হল অন্য পত্রে লিখিত মন্ত্র কুশাগ্রজলবিন্দু দ্বারা প্রোক্ষণ করতে হবে। হরির্বহ্ন্যন্বিতস্তারী বষডন্তো ধ্রুবাদিকঃ—হরিঃ তকার, বহ্ন্যন্বিতঃ মানে রকারযুক্ত, তারী মানে ওঁকারযুক্ত। তা হলে দাঁড়াল ত্রোঁ। ধ্রুবঃ অর্থ তারঃ মানে ওঁ, তা আদিতে যার। তা হ'লে হল ওঁ ত্রোঁ বষট্। তৎপুটং মানে এই মন্ত্রের দ্বারা সম্পুটিত। মায়া অর্থ হ্রীঁ। বালাতার্তীয়বীজেন গগনাঢ্যেন সম্পুটম্—তার্তীয় মানে তৃতীয়, বালাতার্তীয়বীজং মানে সৌঃ, গগনং হ তা আদিতে যার। তা হলে দাঁড়াল হ্সৌঃ। তা দ্বারা। বাকী অংশ সুগম। তন্ত্রসারাদিতে উক্ত দশ সংস্কারের প্রয়োগভেদ দেখা যায়। এই সব সংস্কারের একবারমাত্রই অনুষ্ঠান করতে হয়, অভ্যাস করতে হয় না, এই হল সঙ্কেত।

পুষ্পবিচারঃ

অথ প্রাক্‌চিকীর্ষিতঃ পুষ্পবিচারঃ—

পুষ্পাণি তাবৎ পঞ্চধা—পরং অপরং উত্তমং মধ্যমং অধমং চেতি। মণিরত্নসুবর্ণাদিনির্মিতং কুসুমং পরং, তচ্চ ন কদাচিন্নির্মাল্যম্। চিত্রবসনাদিকর্তনজং অপরম্, তচ্চ প্রতিদিনপ্রোক্ষণেন শুধ্যতে। উত্তমং বৃক্ষভবং, তচ্চ প্রাতরপচিতং তৎসন্ধ্যাত্রিতয়াবধি ন নির্মাল্যম্। মধ্যমং ফলরূপম্। অধমং পত্রজলরূপম্। এতে চ তত্তৎকাল এবার্পণার্হে ইতি প্রয়োগপারিজাতে নারদঃ॥

পুষ্পবিচার

পূর্বে করণার্থ অভিলষিত পুষ্পবিচার এখানে করা হচ্ছে—পুষ্প পাঁচ প্রকার, যথা—পর অপর উত্তম মধ্যম ও অধম। মণিরত্নসুবর্ণাদি দিয়ে তৈরি কুসুম পর। তা কখনও নির্মাল্য অর্থাৎ দেবোচ্ছিষ্ট পুষ্প হয় না। চিত্র বসন ইত্যাদির কর্তনজাত কুসুম অপর। এটি প্রতিদিন প্রোক্ষণের দ্বারা শুদ্ধ হয়। বৃক্ষসঞ্জাত কুসুম উত্তম। তা প্রাতঃকালে অপচিত হ'লে সেদিনকার প্রাতঃসন্ধ্যা মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন অবধি নির্মাল্য হবে না। ফলরূপ কুসুম মধ্যম। পত্রজলরূপ কুসুম অধম। প্রয়োগপারিজাতে নারদ বলেছেন পত্র ও জল তৎকালেই অর্পণার্হ।

দেবতাযোগ্যানি পুষ্পাদীনি

ভবিষ্যপুরাণে—

পুষ্পৈররণ্যসম্ভূতৈঃ পত্রৈর্বা গিরিসম্ভবৈঃ।
অপর্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জন্তুবর্জিতৈঃ।
আত্মারামোদ্ভবৈর্বাঽপি ভক্ত্যা সম্পূজয়েৎ সুরান্॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

ধর্মার্জিতধনক্রীতৈঃ যঃ কুর্যাদ্দেবতার্চনম্।
উদ্ধরিষ্যত্যসন্দেহাৎ সপ্ত পূর্বান্ তথা পরান্ ॥

ইতি বিপ্রাতিরিক্তবিষয়ম্,

সমিৎপুষ্পকুশাদীনি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।
শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কর্ম কুর্বন্ পতত্যধঃ ॥

ইতি ভবিষ্যোক্তেঃ। অয়ং চ নিষেধো ব্রাহ্মণস্য নিত্যার্চন এব, ন তু নৈমিত্তিকে কাম্যে চ ॥

লক্ষপুষ্পার্চনাদৌ তু ক্রয়ক্রীতমপীষ্যতে।

ইতি মন্ত্রকোশকারোক্তেঃ। পরোপবনাদেঃ চৌর্যেণাপি কুসুমমাদেয়ম্ ॥

দেবতার্থে চ কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥

ইতি বচনাৎ। যাচিতপুষ্পার্চনস্য বরাহপুরাণে অপরাধেষু গণিতত্বাচ্চ যাচনমপি জলোপান্ত এব নিষিদ্ধম্, তীরাদন্যত্র যাচনে তু ন দোষ ইতি প্রয়োগ-পারিজাতোক্তেঃ। তত্রৈব স্বজাত্যাহৃতং পুষ্পং দ্রব্যেণ আত্মীয়ং কৃত্বা পূজয়েদিতি। অনেন বিপ্রস্যাপি ক্রয়ক্রীতার্চনাভ্যনুজ্ঞা দৃষ্টা ॥

দেবতাযোগ্য পুষ্পাদি

ভবিষ্যপুরাণে আছে—টাটকা নিচ্ছিদ্র প্রোক্ষণীকৃত কীটাদিবর্জিত অরণ্য-সঞ্জাত পুষ্প কিংবা গিরিসঞ্জাত পত্র দিয়ে অথবা আত্মারাম সাধকের মানসকুসুম দিয়ে দেবতাদের পূজা করতে হয়।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে বলা হয়েছে—ধর্মপথে অর্জিত ধনের দ্বারা ক্রীত পুষ্প দিয়ে যে দেবতার অর্চনা করে সে নিঃসন্দেহ উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে উদ্ধার করে।

বিপ্রভিন্ন অন্যের সম্পর্কে এই বচন প্রযুক্ত। কারণ, ভবিষ্যপুরাণে আছে—সমিৎ পুষ্প কুশাদি ব্রাহ্মণ স্বয়ং আহরণ করবেন। শূদ্রের দ্বারা আনীত মূল্য দিয়ে ক্রীত পুষ্পের দ্বারা কর্ম করলে তাঁর অধঃপতন হবে।

এই নিষেধ ব্রাহ্মণের নিত্যার্চনা সম্পর্কে প্রযোজ্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য পূজা সম্পর্কে নয়।

মন্ত্রকোশকারের উক্তি—লক্ষপুষ্পের অর্চনাদিতে মূল্য দিয়ে ক্রীত পুষ্পও বাঞ্ছিত।

পরের বাগান থেকে চুরি ক'রেও ফুল আনা যায়। কেননা, মনু বলেছেন—দেবতার জন্য কুসুমচুরি চুরি নয়।

বরাহপুরাণে যাচিত পুষ্পের দ্বারা অর্চনাকে অপরাধের মধ্যে ধরা হয়েছে। প্রয়োগপারিজাতের বচনানুসারে জলাশয়ের নিকটে যাচন নিষিদ্ধ; জলাশয়ের তীর ভিন্ন অন্যত্র যাচনে দোষ নেই। উক্ত গ্রন্থেই আছে স্বজাতি কর্তৃক আহৃত পুষ্প দ্রব্যের বিনিময়ে নিজস্ব ক'রে নিয়ে তা দিয়ে পূজা বিহিত। দেখা যায় ব্রাহ্মণকেও মূল্য দিয়ে ক্রীত পুষ্পের দ্বারা অর্চনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বর্জনীয়ানি

ক্রিমিকীটাবপন্নানি শীর্ণপর্যুষিতানি চ।
স্বয়ং পতিতপুষ্পাণি ত্যজেদুপহতানি চ॥

উপহতিস্তু মলাদিনা।

নির্গন্ধং কেশকীটাদিদূষিতং চোগ্রগন্ধকম্।
মলিনং ত্বন্যসংস্পৃষ্টমাঘ্রাতং স্ববিকাসিতম্॥
অশুদ্ধভাজনানীতং স্নাত্বা নীতং চ যাচিতম্॥

স্নাত্বেতি মধ্যাহ্নস্নানোত্তরমানয়নে নিষেধঃ। নির্গন্ধেষ্বপি কেষাংচিদুপাদানমুক্তং স্বচ্ছন্দসারে—

নির্গন্ধপুষ্পজাতীয়ৈ পলাশকুসুমৈরপি।
অপাবদ্ধকপুষ্পৈশ্চ মন্দারৈরপি পূজয়েৎ॥ ইতি॥

পুষ্পসারসুধানিধৌ—

পুষ্পং বস্ত্রে ন বধ্নীয়াৎ শিরসা ন বহেদ্বুধঃ।
নয়েৎ পত্রপুটেনৈব পাণিনাঽঽনম্য বাগ্যতঃ॥

আশ্বলায়নঃ—

নাগ্নিনা সহ পুষ্পং বা জলং চান্নং ন চানয়েৎ।
জলাগ্নিগন্ধপুষ্পান্নং ন মূর্ধ্নাংসেন বাহয়েৎ॥

গ্রন্থান্তরে—

দেহোপরি ধৃতং যচ্চাপ্যধোবস্ত্রধৃতং চ যৎ।
বামহস্তে ধৃতং যচ্চ জলেন ক্ষালিতং চ যৎ॥
দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি পুষ্পং নির্মাল্যতাং গতম্।
সমিৎপুষ্পকুশাদীনি বহন্তং নাভিবাদয়েৎ॥

তদ্ধারী চৈব নাস্নান্ হি নির্মাল্যং তৎ ভবেত্তয়োঃ।
শুষ্কং পর্যুষিতং কৃষ্ণং ভূমিগং নার্পয়েৎ সুমম্ ॥
চম্পকং কমলং ত্যক্ত্বা কলিকামপি বর্জয়েৎ ॥ ইতি ॥

বর্জনীয় পুষ্প

কৃমিকীটদূষিত, শুষ্ক, বাসি, নিজে নিজে খসে পড়েছে এমন, উপহৃত অর্থাৎ ধূলিমাখা, এসব ফুল বর্জন করতে হয়।

উপহতি হয় ধূলি-ইত্যাদি ময়লা দ্বারা।

নির্গন্ধ, কেশ কীট ইত্যাদি দ্বারা দূষিত, উগ্রগন্ধ, মলিন, হীন ব্যক্তি দ্বারা স্পৃষ্ট ও আঘ্রাত, অবিকশিত, অশুদ্ধ পাত্রে আনীত, স্নানের পর আনীত, আর যাচিত, এই সব পুষ্প বর্জনীয়।

স্নাত্বা কথা দ্বারা মধ্যাহ্নস্নানের পর আনয়ন নিষেধ করা হয়েছে।

নির্গন্ধ ফুলের মধ্যেও কতকগুলির গ্রহণের কথা বলা হয়েছে স্বচ্ছন্দসারে। যথা—পুষ্পসমূহের মধ্যে পলাশ, জবা, বন্ধুক ও মন্দার পুষ্প দিয়ে পূজা বিহিত।

পুষ্পসারসুধানিধিতে আছে—জ্ঞানী ব্যক্তি ফুল কাপড়ে বাঁধবেন না এবং মাথায় ক'রে আনবেন না। সংযতবাক্ হয়ে পাতার ঠোঙায় হাতে ক'রে আনবেন।

আশ্বলায়নবচন—পুষ্প বাজল এবং অন্ন আগুনের সঙ্গে আনতে নেই। জল অগ্নি গন্ধ পুষ্প ও অন্ন মাথায় ক'রে ও কাঁধে ক'রে আনতে হয় না।

গ্রন্থান্তরে আছে—শরীরে ধারণ করা হয়েছে এমন, পরিধেয় বস্ত্রে বাঁধা হয়েছে এমন, যা বাঁ হাতে ধরা হয়েছে এমন, যা জলে ধৌত হয়েছে এমন, ফুল নির্মাল্য হয়ে যায় বলে দেবতা গ্রহণ করেন না। যে-ব্যক্তি সমিৎ পুষ্প কুশাদি বহন করছে সে সেই অবস্থায় অন্য কাউকে অভিবাদন করবে না। কেননা তা তা হলে তাদের নির্মাল্য হয়ে যাবে।

শুষ্ক, বাসি, কাল, ভূপতিত ফুল দেবতাকে অর্পণ করতে নেই। চাঁপা ও পদ্মফুল ছাড়া অন্য ফুলের কলিও বর্জন করতে হয়।

সর্বদেবতাসাধারণানি বিহিতানি চ

ভবিষ্যপুরাণে—

জাতীশমীকুশাঃ কল্পমল্লিকাকরবীরজম্।
নাগপুন্নাগকাশোকরক্তনীলোৎপলানি চ ॥

চম্পকং বকুলং চৈব পদ্মং বিল্বং পবিত্রকম্।
এতানি চ সর্বদেবানাং বিহিতানি সমানি চ ॥

কহ্লং কুটজকম্। দুর্গায়া বিহিতানি দেবীপুরাণে—

ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ মল্লিকাজাতিপুষ্পকৈঃ।
কিংশুকৈশ্চম্পকৈশ্চৈব কিংকিরাতৈশ্চ[1] পাটলৈঃ ॥
বকুলৈশ্চৈব মন্দারৈঃ কুন্দপুষ্পৈস্তিরীটকৈঃ।
করবীরার্কপুষ্পৈশ্চ শিংশুপৈশ্চাপরাজিতৈঃ ॥
সিতৈ রক্তৈস্তথা পীতৈঃ কৃষ্ণৈশ্চৈব চতুর্বিধৈঃ।
সিতরক্তৈস্তথা পুষ্পৈঃ পদ্মৈশ্চাপাণ্ডুরৈস্তথা ॥
দমনৈঃ সিন্দুবারৈশ্চ সুরভিমরুবকৈস্তথা।
মঞ্জরীভিঃ কুশানাং চ বিল্বপত্রৈঃ সুশোভনৈঃ।
রক্তাদিতৈস্তথা সর্বৈঃ জলজৈঃ স্থলসম্ভবৈঃ।
পত্রপুষ্পৈর্যথাকারং সর্বৌষধিময়ৈঃ শুভৈঃ ॥
ধান্যানাং সর্বপত্রৈশ্চ পুষ্পৈশ্চৈব প্রপূজয়েৎ ॥ ইতি ॥

রক্তো রক্তবর্ণঃ। বিল্বপত্রৈঃ পূজনে রাজসূয়ফলম্। করবীরস্রজা অগ্নিষ্টোমফলম্। বকুলস্রজা বাজপেয়ফলম্ ইতি প্রয়োগপারিজাতে পুষ্পসারসুধানিধৌ চ।

শিবার্চনে নিষিদ্ধানি পত্রপুষ্পফলানি চ।
তানি দেব্যাঃ প্রশস্তানি অনুক্তানি বিশেষতঃ ॥

ইতি তারাভক্তিসুধার্ণবে। রুদ্রযামলশক্তিযামলয়োঃ—

সুন্দরীভৈরবীকালীতারাবগলবিবর্জিতাম্।
বিনা তুলস্যা যা পূজা সা পূর্ণা ন কদাচন ॥
সাবিত্রীং চ ভবানীং চ দুর্গাদেবীং সরস্বতীম্।
যোঽর্চয়েৎ তুলসীপত্রৈঃ সর্বৈঃ কামৈঃ স বধ্যতি ॥ ইতি ॥

"বিল্বৈর্বা তুলসীপুষ্পৈঃ" ইতি রহস্যনামসাহস্রে ললিতার্চনে স্মর্যতে ॥

সর্বদেবতাসাধারণ বিহিত পুষ্পাদি

ভবিষ্যপুরাণে আছে—জাতী, শমী, কুশ, কহ্ল, মল্লিকা, করবী, নাগকেশর, পুন্নাগ অর্থাৎ শ্বেতপদ্ম, অশোক, রক্তোৎপল, নীলোৎপল, চম্পক, বকুল, পদ্ম, বিল্বপত্র ও পবিত্রক, অর্থাৎ অশ্বত্থপত্র—এসব সকল দেবতার ক্ষেত্রে সমানভাবে বিহিত।

১। কিঙ্কিরাতৈঃ ইতি পুস্তকান্তরধৃতঃ পাঠঃ। অস্মদনুসৃতগ্রন্থস্থ পাঠঃ কিঙ্করাতৈঃ।

কল্প অর্থ কুটজ।

দেবীপুরাণে দুর্গার বিহিত পুষ্পাদি নির্দেশ করা হয়েছে। যথা—অনুকূল-কালোদ্ভব পুষ্প, মল্লিকা, জাতীপুষ্প, কিংশুক, চম্পক, কিঙ্কিরাত অর্থাৎ অশোক, পারুল ফুল, বকুল, মন্দার, কুন্দপুষ্প, তিরীটক অর্থাৎ লোধ্রপুষ্প, করবীর, আকন্দ, শিংশপ, অপরাজিত অর্থাৎ শেফালিকা, শ্বেত রক্ত পীত ও কৃষ্ণ এই চতুর্বর্ণের পুষ্প, শ্বেতরক্ত পুষ্প, পদ্ম, শ্বেতপীত বর্ণের পুষ্প, দমনক অর্থাৎ দ্রোণপুষ্প, সিন্ধুবার, সুরভি অর্থাৎ শমী বা কদম্ব, মরুবকপুষ্প, কুশের মঞ্জরী, সুশোভন বিল্বপত্র, রক্তবর্ণ সর্বপ্রকার জলজ ও স্থলজ পুষ্প, সর্বৌষধিময় যথান্যায় শুভ পত্রপুষ্প, ধান্যের সব পত্র ও পুষ্প—এসব দিয়ে দুর্গার পূজা করতে হবে।

রক্তঃ মানে রক্তবর্ণ। প্রয়োগপারিজাত ও পুষ্পসারসুধানিধিতে আছে বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। করবী ফুলে পূজা করলে অগ্নিষ্টোমযাগের ফল হয়। বকুলফুলে পূজা করলে বাজপেয়যজ্ঞের ফল হয়।

তারাভক্তিসুধার্ণবে বলা হয়েছে—যে সব পত্রপুষ্পফল শিবার্চনায় নিষিদ্ধ সে-সব দেবীর পূজায় প্রশস্ত, বিশেষ করে যে-সবের উল্লেখ করা হয় নি সে-সব।

রুদ্রযামলে ও শক্তিযামলে বলা হয়েছে—সুন্দরী অর্থাৎ ত্রিপুরসুন্দরী, ভৈরবী, কালী, তারা, ব্রহ্মা, সূর্য,—এঁদের পূজা তুলসীপাতা ছাড়া করলে সে-পূজা কখনও সফল হয় না। যে-ব্যক্তি তুলসীপাতা দিয়ে সাবিত্রী ভবানী দুর্গাদেবী ও সরস্বতীর পূজা করে সর্ব ঈপ্সিতের দ্বারা সে সমৃদ্ধ হয়।

স্মরণ করা যায়, রহস্যনামসাহস্রে বিধান দেওয়া হয়েছে ললিতার অর্চনা বিল্বপত্র অথবা তুলসীপুষ্প দিয়ে করতে হবে।

কেষাঞ্চিৎ কালাবধিঃ

তত্র হেমাদ্রৌ—

পঙ্কজং পঞ্চরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রং তু বিল্বকম্।
তুলস্যেকাদশাহং তু পুনঃ প্রক্ষাল্য পূজয়েৎ॥

বোপদেবঃ—

বিল্বাপামার্গজাতীতুলসিশমিশতাকেতকীভৃঙ্গদূর্বা-
কুন্দাম্ভোজাহিদর্ভা মুনিতিলতগরা ব্রহ্মকহ্লারময়ঃ।
চম্পা চারাতিকুন্তী দমনমরুবকা বিল্বতোঽহানিশস্তাঃ
ত্রিংশদ্বাঙ্কার্করীশোদধিনিধিবসুভূ ভূয়সা ভূয় এবম্॥

ত্রিংশাদয়ো বিল্বপ্রভৃতীনাং দিনসংখ্যাবাচকাঃ। মুক্তানর্ঘ্যাশ্চ।

কোনো কোনোটির কালসীমা

হেমাদ্রিতে আছে—পদ্ম থাকতে পারে পাঁচ রাত ; বিল্বপত্র দশরাত, তুলসীপত্র একাদশ রাত, তা ধৌত ক'রে আবার পূজা করবে।

বোপদেবের মতে বিল্বপত্র, অপামার্গ, জাতী, তুলসীপত্র, শমীপত্র, শতদল, কেতকী, ভৃঙ্গরাজ, দূর্বা, কুন্দ, অহি অর্থাৎ নাগকেশর, পদ্ম, দর্ভ, পলাশ, তিল, তগর, ব্রহ্মকহ্লার, ডাড়িম, চম্পা, চারাতি[1], কুন্তী, দমন ও মরুবক এই সবের পক্ষে প্রশস্তদিন সংখ্যা যথাক্রমে ৩০, ৩, ৯, ৩, ১১, ৪, ৮ বা ৯, ৮, ১, এবং একটি সংখ্যার একাধিক পুনরাবৃত্তি। এর অর্থ হল কুন্দ থেকে ডাড়িম পর্যন্ত একবার পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ ৩০ থেকে ১ ; আরেকবার পুনরাবৃত্তি চম্পা থেকে মরুবক পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে ৩০ থেকে ১১।

ত্রিংশাদি বিল্বপ্রভৃতির দিনসংখ্যাবাচক। এই সংখ্যার বার বার আবর্তন হবে।

বিহিতনিষিদ্ধানি

পাটলা চ শমীপত্রং দুর্গায়াস্তু হিতাহিতম্ । বিহিতনিষিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥

তিলকং মালতী বাণস্তুলসী ভৃঙ্গরাজকম্ ।
তমালং শিবদুর্গার্থে নিষিদ্ধবিহিতং ভবেৎ ॥

বাণো ভাষয়া করমালা ॥

জয়ঃ কাশঃ শ্বেতপদ্মং শ্বেতমন্দারকং তথা ।
দুর্গায়াশ্চৈব বিজ্ঞেয়শ্চ নিষিদ্ধবিহিতং ভবেৎ ॥

জয়ঃ জয়ন্তী ॥

অগস্তিরতিমুক্তং চ তিরীটং চ হরে হরৌ ।
অপামার্গস্য পুষ্পং চ দুর্গায়াশ্চ হিতাহিতম্ ॥

অতিমুক্তো মাধবীলতা । তিরীটং লোধ্রম্ ॥

বিহিতনিষিদ্ধ

পাটলিপুষ্প ও শমীপত্র দুর্গাপূজায় হিতাহিত। হিতাহিত অর্থ বিহিতনিষিদ্ধ।

১। অমরকোশাদি কোশগ্রন্থে চারটীশব্দ ধরা হয়েছে, চারটী অর্থ স্থলপদ্ম। 'চারাতি' কিংবা 'চ অরাতি' এই প্রসঙ্গে অর্থহীন। অথচ চারটী শব্দটি উপযোগী। কাজেই, আমাদের অনুমান লিপিকরপ্রমাদে চারটীকে চারাতি করেছে।

তিলক অর্থাৎ দণ্ডকলস-ফুল, মালতী, বাণ অর্থাৎ নীলঝিণ্টি মানে ঝাঁটিফুল, তুলসীপত্র, ভৃঙ্গরাজ, তমালফুল শিবদুর্গার জন্য নিষিদ্ধবিহিত।

বাণঃ ভাষায় একে বলে করমালা। (এ ভাষা উমানন্দনাথের অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা)।

জয়ন্তী কাশ শ্বেতপদ্ম ও শ্বেতমন্দার দুর্গা ও বিষ্ণুর পূজায় বিহিতনিষিদ্ধ। জয়ঃ অর্থ জয়ন্তী।

অগস্তি অর্থাৎ বকফুল, মাধবীফুল, তিরীট অর্থাৎ লোধ্রপুষ্প হরি ও হরের পূজায় এবং অপামার্গপুষ্প দুর্গার পূজায় বিহিতনিষিদ্ধ।

অতিমুক্তঃ অর্থ মাধবীলতা। তিরীটং অর্থ লোধ্র।

নিষিদ্ধানি

অক্ষতানর্কধুস্তূরৌ বিষ্ণোর্নৈবার্পয়েৎ সুধীঃ।

অক্ষতনিষেধঃ সালগ্রামপর এব ন তু মূর্ত্ত্যামিতি হেমাদ্রিঃ॥

বন্ধূকং কেতকীং কুন্দং কেসরং কুটজং জপাম্।
শঙ্করে নার্পয়েৎ বিদ্বান্ মালতীং যূথিকামপি॥
শক্তৌ দূর্বার্কমন্দারান্ মালূরং তগরং রবৌ।
বিনায়কে তু তুলসীং নার্পয়েৎ জাতুচিদ্‌বুধঃ॥

ইহার্কনিষেধো দুর্গেতরবিষয়ঃ, বিহিতেষু তস্যাপ্যুপাদানাৎ॥

নিষিদ্ধ

অক্ষত, আকন্দ, ধুতুরা, বিষ্ণুকে সুধী ব্যক্তি অর্পণ করবেন না।

হেমাদ্রির অভিমত এখানে অক্ষত নিষেধ করা হয়েছে শালগ্রাম সম্পর্কে, মূর্ত্তি সম্পর্কে নয়।

বিদ্বান্ ব্যক্তি শঙ্করকে বন্ধুক, কেতকী, কুন্দ, নাগকেসর, কুটজ, জবা, মালতী ও যূথিকা, অর্পণ করবেন না। শক্তিকে দূর্বা, আকন্দ ও মন্দার; সূর্য্যকে মালূর অর্থাৎ বিল্বপত্র ও তগর; এবং বিনায়কে তুলসী জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও অর্পণ করবেন না।

এখানে আকন্দ নিষেধ করা হয়েছে দুর্গা ভিন্ন অন্য শক্তি সম্পর্কে। কারণ দুর্গাপূজায় বিহিতের মধ্যে আকন্দও আছে।

মধ্যমং ফলরূপং কুসুমম্

জম্বূদাড়িমজম্বীরাচিঙ্কিণীবীজপূরকাঃ।
রম্ভা ধাত্রী চ বদরী রসালঃ পনসোঽপি চ ॥
এষাং ফলৈর্যজেদ্দেবং......... ॥

ফলরূপ মধ্যম কুসুম

জম্বু, ডালিম, জম্বীর অর্থাৎ জামীর লেবু, চিঙ্কিণী[১], বীজপূরক অর্থাৎ টাবালেবু, কলা, আমলকী, কুল, আম ও কাঁঠাল এই সব ফল দিয়ে দেবের পূজা করতে হবে।

দেবশব্দ এখানে উপলক্ষণ। এ দ্বারা দেবীর পূজাও নির্দিষ্ট হয়েছে।

অধমম্

তুলসী বকুলো বৃক্ষঃ চম্পকশ্চ সরোজিনী।
বিল্বকহ্লারদমনাস্তথা মরুবকং কুশঃ ॥
দূর্বাহিবল্ল্যপামার্গা বিষ্ণুক্রান্তা মুনিদ্রুমঃ।
ধাত্রীযুতানামেতেষাং পত্রৈঃ কুর্যাৎ সুরার্চনম্ ॥

ইহ তুলস্যাদীনাং পূর্বোক্তানাং কেষাংচিৎ বকুলাদিপত্রপ্রায়পাঠেঽপি নাধমত্বম্। পত্রৈরিত্যুপলক্ষণং ফলস্যাপি ॥

অধম

তুলসী, বকুল, চম্পক, সরোজিনী, বিল্ব, কহ্লার, দমন, মরুবক, কুশ, দূর্বা, নাগবল্লী অর্থাৎ পান, অপামার্গ, বিষ্ণুক্রান্তা অর্থাৎ অপরাজিতা, মুনিদ্রুম অর্থাৎ বকবৃক্ষ এবং আমলকী—এ সবের পত্রের দ্বারা দেবার্চনা করতে নেই।

এখানে তুলসী-আদি কোনো কোনো পত্রের বকুলাদিপত্রপ্রায় পাঠ দৃষ্ট হলেও তা দ্বারা তুলসী-আদির অধমত্ব সিদ্ধ হয় না। পত্রৈঃ পদ এখানে উপলক্ষণ। এদ্বারা ফলও বোঝাচ্ছে।

পর্যুষিতকুসুমবিচারঃ

ভবিষ্যপুরাণে—

ন পর্যুষিতদোষোঽস্তি জলজোৎপলচম্পকে।
তুলস্যগস্ত্যবকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা ॥

১। অভিধানে চিঙ্কিণীশব্দ নেই, আছে চিঙ্কীশব্দ। আর-চিঞ্চাশব্দ। চিঙ্কী অর্থাৎ গুঞ্জা। চিঞ্চা অর্থ তেঁতুল। চিঙ্কিণীশব্দ ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে বলা কঠিন।

অন্যত্র—

তুলস্যাং বিল্বপত্রে চ জলজেষু চ সর্বশঃ।
ন পর্য্যুষিতদোষোঽস্তি মালাকারগৃহেষু চ ॥ ইতি ।

পর্য্যুষিতকুসুমবিচার

ভবিষ্যপুরাণে আছে—জলজ পদ্ম ও চম্পকে পর্য্যুষিতদোষ হয় না। তেমনি তুলসীপত্র, অগস্ত্য অর্থাৎ বকফুল, বকুল, বিল্বপত্র ও গঙ্গাজলে পর্য্যুষিতদোষ হয় না। অর্থাৎ এসব বাসি হয় না। অন্যত্র পাওয়া যায়—তুলসী, বিল্বপত্র, সর্বপ্রকার জলজ পুষ্পাদি এবং মালাকারগৃহস্থিত পুষ্পাদিতে পর্য্যুষিতদোষ হয় না।

পর্য্যুষিতাপবাদঃ

পারিজাতে—

জলং পর্য্যুষিতং ত্যাজ্যং পত্রাণি কুসুমানি চ।
তুলস্যগস্ত্যবিল্বানি গাঙ্গং বারি ন দুষ্যতি ॥ ইতি ॥

স্কান্দে—

তস্যাঃ মালা ভগবতঃ পরমপ্রীতিকারিণী।
শুষ্কা পর্য্যুষিতা বাঽপি ন দুষ্টা ভবতি ক্বচিৎ ॥

তস্যেত্যুপক্রমাৎ দমনকস্য। ভগবত ইত্যুপলক্ষণং ভগবত্যা অপি ॥

পর্য্যুষিতনিদেশ

পারিজাতে আছে—পর্য্যুষিত জল, পত্র, পুষ্প পরিত্যাগ করতে হবে। তবে তুলসীপত্র, অগস্ত্য ও গঙ্গা জল দূষিত হয় না।

স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে—ভগবানের পরমপ্রীতিকারক তার অর্থাৎ দমনকের মালা শুষ্ক এবং পর্য্যুষিত হলেও দূষিত হয় না।

উপক্রম থেকে বোঝা যায় তস্য অর্থ দমনকের। ভগবতঃ এখানে উপলক্ষণ, এ দ্বারা ভগবতীরও সূচিত হয়েছে।

পর্য্যুষিতমাত্রস্যাপি গ্রাহ্যত্বম্

প্রয়োগপারিজাতে—

যদ্বা পর্য্যুষিতৈশ্চাপি পুষ্পাদ্যৈরবিকারিভিঃ।
গন্ধোদকেন চৈতানি ত্রিঃ প্রোক্ষ্যৈব প্রপূজয়েৎ ॥ ইতি ।

অথবা বিল্বতুলসীপত্রৈর্বকুলপুষ্পকৈঃ।
শুষ্কৈরপি পূজয়েৎ.....................॥ ইতি ॥

পর্যুষিতমাত্রের গ্রাহ্যত্ব

প্রয়োগপারিজাতে বলা হয়েছে—অথবা অবিকারী পর্যুষিত পুষ্পাদিও গন্ধজলের দ্বারা তিনবার প্রোক্ষণ করে তা দ্বারা পূজা করবে।

অথবা বিল্বপত্র তুলসীপত্র বকুলপুষ্প শুষ্ক হ'লে তা দ্বারা পূজা করবে।

সর্বস্যৈতস্যাপবাদঃ

গ্রন্থান্তরে—

দেবীপূজা সদা কার্যা জলজৈঃ স্থলজৈরপি।
বিহিতৈর্বা নিষিদ্ধৈর্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥
সর্বপুষ্পৈঃ সদা পূজা বিহিতাবিহিতৈরপি।
কর্তব্যা সর্বদেবানাং ভক্তিরেবাত্র কারণম্ ॥ ইতি ॥

ইতোঽপি বিস্তারোঽন্যত্র দ্রষ্টব্যঃ ইতি দিক্ ॥

এই সমস্তের নিরসন

গ্রন্থান্তরে আছে—জলজাত স্থলজাত বিহিত নিষিদ্ধ সব রকমের পুষ্পের দ্বারা ভক্তিযুক্ত চিত্তে সর্বদা দেবীপূজা কর্তব্য। বিহিত অবিহিত সব পুষ্প দিয়ে সদা সর্বদেবতার পূজা কর্তব্য। কারণ, পূজায় ভক্তিই মূলবস্তু।

এর চেয়ে ও বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য, এই হল সঙ্কেত।

নিবন্ধাধ্যয়নমহিমা

এতন্নিবন্ধাধ্যয়নেনাপি সর্বদেবতোপাস্তিফলং ভবতি। তদুক্তং ভগবতা সূত্রকৃতা—

য ইমাং দশখণ্ডীং মহোপনিষদং মহাত্রৈপুরসিদ্ধান্তসর্বস্বভূতামধীতে স সর্বেষু যজ্ঞেষু যষ্টা ভবতি। যং যং ক্রতুমধীতে তেন তেনাস্যেষ্টং ভবতি ইতীহ শ্রূয়তে ইত্যুপনিষদিতি শিবম্ ॥ ইতি ॥

অত্রাধীতে ইত্যধ্যয়নবিধেঃ অর্থজ্ঞানভাব্যকতয়া অস্য নিবন্ধস্য খণ্ডদশকার্থাবগমকত্বাৎ ইতি শিবম্ ॥

নিবন্ধ অধ্যয়নের মহিমা

এই নিবন্ধ অধ্যয়নের দ্বারা সমস্ত দেবতার পূজার ফল লাভ হয়। ভগবান্ সূত্রকার অর্থাৎ পরশুরামকল্পসূত্রপ্রণেতা ভগবান্ পরশুরাম বলেছেন—মহাত্রৈপুর-সিদ্ধান্তের সর্বঃভূত এই দশখণ্ডী মহোপনিষৎ অর্থাৎ কল্পসূত্র যে অধ্যয়ন করবে সে সর্বযজ্ঞের যজ্ঞকারী হবে। যে যে ক্রতুর বিষয় কেউ অধ্যয়ন করে সেই সেই ক্রতুর ইষ্টলাভ তার হয়, এই কথা শ্রুত হয়, এই উপনিষৎ। শিবম্।

এখানে অধীতে পদের নির্দিষ্ট অধ্যয়ন অধীতবিষয়ের অর্থজ্ঞান সূচিত করছে। এই নিবন্ধ দশখণ্ড কল্পসূত্রের অর্থবোধক। এই জন্য কল্পসূত্র অধ্যয়নের যে-ফল এই নিবন্ধ অধ্যয়নেও সেই ফল হবে। শিবম্।

গ্রন্থকর্তৃপ্রশস্তিঃ

নিত্যোৎসবো নিবন্ধোঽয়ং যথাধীবিভবং ময়া।
ভ্রমপ্রমাদস্খলিতং সমাদধতু তদ্‌বিদঃ॥
অনেন বাগধ্বরেণ সমারাধ্যা কথংচন।
প্রীয়তাং দেশিকাত্মা মে দেবী শ্রীললিতাঽম্বিকা॥
বিশ্বাশ্চর্যতপোময়মিত্রর্ষিগোত্রতিলকেন।
শ্রীবালকৃষ্ণবিদ্বৎসূতেন লক্ষ্মাম্বয়োপলালোন॥
শ্রুতপেটবোপনায়া চোলাধিপভোসলেন্দ্রমান্যেন।
নাটককাব্যাদিকৃতা মহিতমহারাষ্ট্রজাতিহীরেণ॥
ত্র্যন্ততত্ত্বশীলনদলিত¹জগচ্ছত্র [চ্ছাস্ত্র] জালমোহেন।
ভারত্যুপাধ্যভাস্করমখিদেশিকলব্ধদৈক্ষনাম্নাম্॥
আম্নায়তন্ত্রজালালোকপারেণার্ষসম্প্রদায়জুষা।
ললিতাপদাব্জরোলম্বেন জগন্নাথপণ্ডিতবরেণ।
কল্যাব্দে দ্ব্যু রসার্ণবকরিবেদমিতেদিহ ব্যতীতেষু।
নব্যঃ ক্রোধনশরদি ন্যবন্ধি নিত্যোৎসবঃ শিবপ্রীত্যৈ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাসুরানন্দনাথচরণারবিন্দমিলিন্দায়মানমানসেন উমানন্দনাথেন নির্মিতে অভিনবে কল্পসূত্রানুসারিণি নিত্যোৎসবনিবন্ধে সাধারণক্রমনিরূপণো নাম অনবস্থোল্লাসঃ সপ্তমঃ সমাপ্তিমগমৎ॥

ইতি নিত্যোৎসবনিবন্ধঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীগুরুচরণারবিন্দার্পণমস্তু।

১। জগচ্ছত্র। জগচ্ছক্তিঃ জগজ্জালচ্ছদ্মকেন ইতি পাঠান্তরাণি বিভিন্নপুস্তকেষু।

গ্রন্থকারপ্রশস্তি

আমার ভ্রমপ্রমাদখণ্ডিত বুদ্ধির যে-টুকু প্রসার তদনুযায়ী নিত্যোৎসব রচনা করেছি। পণ্ডিত ব্যক্তিরা তা জেনে এটি গ্রহণ করুন।

মৎকর্তৃক কষ্টেসৃষ্টে কৃত এই বাগ্‌যজ্ঞের দ্বারা আমার দেশিকাত্মা দেবী শ্রীললিতা অম্বিকা প্রীতা হোন।

বিশ্বের বিস্ময়কর তপোময় যে-বিশ্বামিত্র, সেই বিশ্বামিত্রগোত্রতিলক, বিদ্বদ্বর বালকৃষ্ণের পুত্র ও লক্ষ্মী-অম্বা কর্তৃক অতিযত্নে লালিত, শ্রুতপেটব এই উপনামধারী চোলরাজ ভোসলেন্দ্র কর্তৃক সম্মানিত, নাট্যকাব্যাদিরচয়িতা, মহারাষ্ট্রজাতিসিংহ কর্তৃক পূজিত, বেদান্ততত্ত্বপ্রবর্তনের দ্বারা অখিলশাস্ত্রজাল-মোহনাশকারী গ্রন্থকার, ভারতীকে প্রত্যক্ষকারী ভাস্কররায় মখি দেশিকের কাছে দীক্ষা ও আম্নায় লাভ করেছেন।

আম্নায়-ও তন্ত্রসমূহ অবলোকনপরায়ণ আর্যসম্প্রদায়নিষ্ঠ ললিতাপদকমল-ভৃঙ্গ পণ্ডিতবর জগন্নাথ ৬ ৭ ৮ ৪ কল্যব্দের পর ক্রোধনবর্ষে অর্থাৎ বৃহস্পতির ষষ্টি বর্ষের একোনষষ্টিতম বর্ষে শিবপ্রীত্যর্থে নব্য নিত্যোৎসব গ্রথন করলেন।

শ্রীমদ্‌ভাসুরানন্দনাথের চরণকমলে যাঁর মানসভ্রমর সংলগ্ন সেই উমানন্দনাথ-বিরচিত কল্পসূত্রানুসরণকারী অভিনব নিত্যোৎসবনিবন্ধে সাধারণক্রমনিরূপণ নামক সপ্তমোল্লাস অনবম্বোল্লাস সমাপ্ত।

নিত্যোৎসব নিবন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীগুরুচরণারবিন্দে অর্পিত হোক।

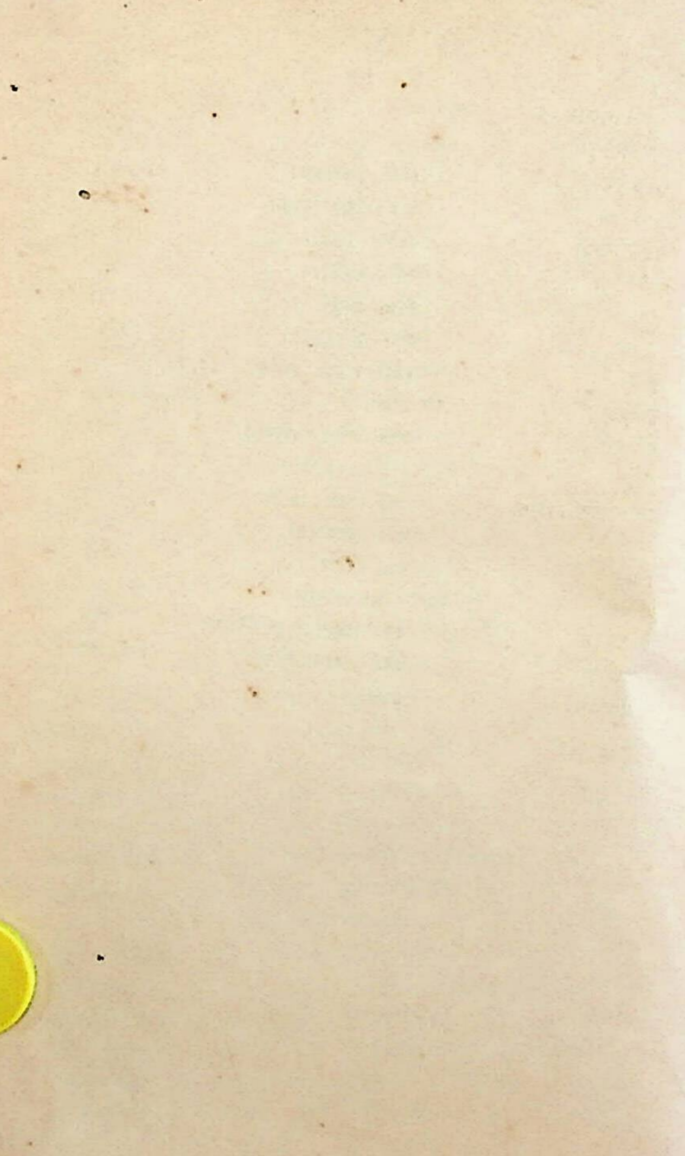
॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

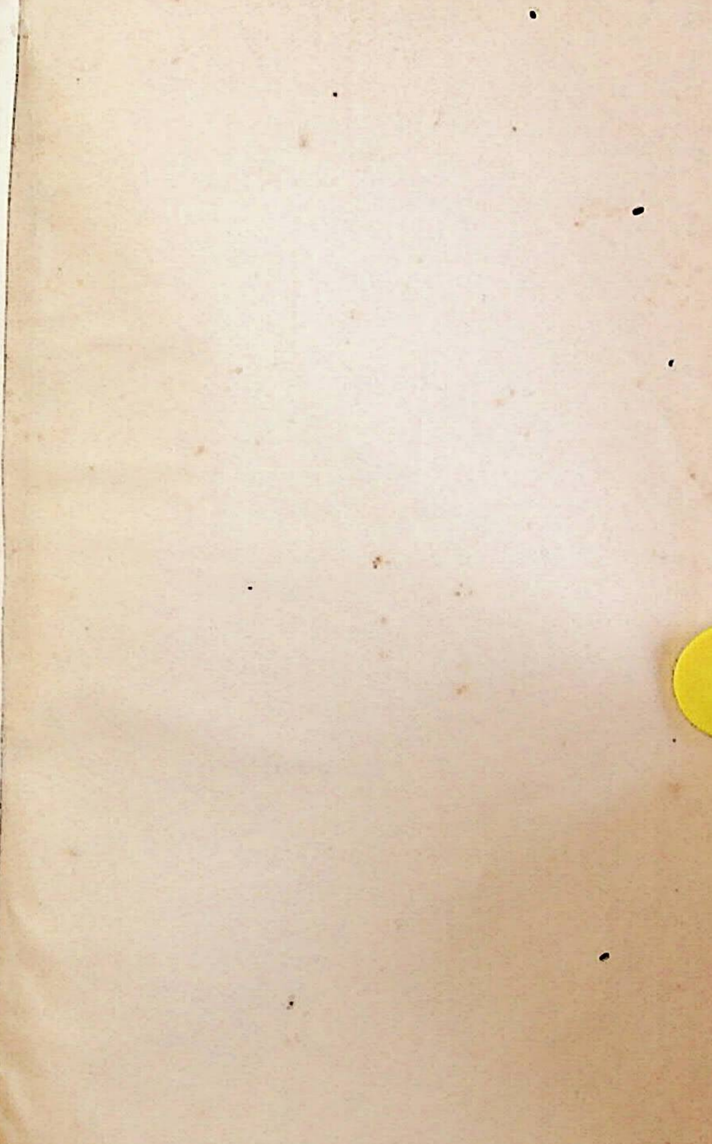
নিত্যোৎসবোদাহৃত গ্রন্থ-গ্রন্থকারসূচী

———



শব্দসূচী







॥ নবভারত তন্ত্রশাস্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ তন্ত্রসাধনা বিষয়ে

আদি ও মূল তন্ত্ররাজি (টীকা, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদসহ)

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত (যন্ত্রস্থ)		ঃ ৩৫·০০
ভূতডামরতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়		ঃ ৬·০০
কুলার্ণবতন্ত্র—ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস		ঃ ৩০·০০
পরশুরামকল্পসূত্রতন্ত্র—	ঐ	ঃ ৩৫·০০
নিত্যোৎসবতন্ত্র—	ঐ	ঃ ৩৫·০০
সরস্বতীতন্ত্র—গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ		ঃ ৩·০০
ষট্‌চক্রনিরূপণ—	ঐ	ঃ ৪·০০
গুপ্তসাধনতন্ত্র—শ্রীমৎ হরিহরানন্দ		ঃ ৫·০০
অন্নদাকল্পতন্ত্র—	ঐ	ঃ ৬·০০
জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র—শ্রীসুকুমার চট্টরাজ তন্ত্ররত্ন		ঃ ৪·০০
তারারহস্য—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত		ঃ ১০·০০
নির্ব্বাণতন্ত্র—শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ		ঃ ৫·০০
সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্র—শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠি নবতীর্থ		ঃ ৭৫·০০
নিরুত্তরতন্ত্র—	ঐ	ঃ ৮·০০
ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র—শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ		ঃ ৬·০০
মাতৃকাভেদতন্ত্র—	ঐ	ঃ ৭·০০
বগলামুখীতন্ত্র—শ্রীমৎ ক্রিয়ানন্দ মহাভারতী		ঃ ৫·০০
কুব্জিকাতন্ত্র—শ্রীজ্যোতির্লাল দাস		ঃ ৬·০০
মায়াতন্ত্র—	ঐ	ঃ ৭·০০
কুমারীতন্ত্র—	ঐ	ঃ ৪·০০
কামাখ্যাতন্ত্র—	ঐ	ঃ ৬·০০
কামধেনুতন্ত্র—	ঐ	ঃ ১০·০০
যোনিতন্ত্র—	ঐ	ঃ ৮·০০
ছিন্নমস্তাতন্ত্র—স্বামী চণ্ডিকানন্দ তীর্থ-ভারতী-সরস্বতী		ঃ ৫·০০
যোগিনীতন্ত্র—শ্রীমৎ স্বামী সর্ব্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী		ঃ ২৫·০০
তন্ত্রাভিধান—অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী		ঃ ৩০·০০
মুণ্ডমালাতন্ত্র—	ঐ	ঃ ১৬·০০
তোড়লতন্ত্র—	ঐ	ঃ ৬·০০
কঙ্কালমালিনীতন্ত্র—অধ্যাপক অযোধ্যানাথ শাস্ত্রী		ঃ ৮·০০